মিডনাইট'স চিলড্রেন

মিডনাইট'স চিলড্রেন

সালমান রুশদি

অনুবাদ ❑ প্রমিত হোসেন

অন্যধারা
৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল ডিসেম্বর ২০০০

ইংরেজি © সালমান রুশদি ১৯৮১

বাংলা অনুবাদ © প্রমিত হোসেন ২০০০

অনুবাদকের অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোনো প্রকাশনা সংস্থা অথবা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই অনুবাদের কোনো অংশ, কোনো উদ্ধৃতি কিংবা সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশ আইন অনুযায়ী দণ্ডণীয়।

প্রকাশক ❑ মোঃ মনির হোসেন পিন্টু

অন্যধারা ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৩য় তলা) ঢাকা ১১০০

পরিবেশক ❑ কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

❑ সাহিত্য বিকাশ ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

অক্ষর বিন্যাস ❑ শুভ কম্পিউটার

মুদ্রণে ❑ ইমপ্রেশন প্রিন্টিং হাউস ২২ আলমগঞ্জ লেন ঢাকা ১২০৪

প্রচ্ছদ ❑ হুমায়ূন কবীর ঢালী

মূল্য ঃ দুই'শ পঞ্চাশ টাকা

ISBN 984-31-1036-6

মিডনাইটস   চিলড্রেন প্রসঙ্গ

সব আগে বলা দরকার *সালমান রুশদির* এ উপন্যাস সুররিয়ালিস্টিক ফর্মে রচিত। কোথাও কোথাও আমার কাছে পুরোপুরি সাইকাডেলিক বলে মনে হয়েছে। ফলে বাক্য বিন্যাস, ভাষা গঠন ও শব্দ প্রয়োগ গতানুগতিক নয়–বরং জটিল। এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচ্য।

এখানে যে বাস্তবতা অনুসৃত হয়েছে তাতে উঠে এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ। আমাদের স্বাধীনতা প্রসঙ্গটি এমনভাবে চিত্রিত করেছেন রুশদি যা অভূতপূর্ব। এমন ঐতিহাসিক এমন গভীর বাস্তব চিত্র, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা* বিষয়ে, আর কোনো লেখকের লেখায় পাইনি–*দেশে,* কিংবা *বিদেশে।*

বাংলা অনুবাদে প্রমিত বাংলা বানান-রীতি অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে। কাজেই বানান নিয়ে বিভ্রান্ত হবার কিছু নেই। যতো অভিযোগই থাক, *সালমান রুশদি* বিশ্বমানের অত্যন্ত বড় মাপের সাহিত্যিক-সেটা স্বীকার করতেই হবে, *মিডনাইট'স চিলড্রেন* তারই প্রমাণ।

প্রমিত হোসেন
ডিসেম্বর ২০০০
ঢাকা

জাফর রুশদিকে
যে, সব প্রত্যাশার বিপরীতে,
জন্ম নিয়েছিলো অপরাহ্নে

বাংলা অনুবাদ
উৎসর্গ
সুরমা জাহিদকে

সূচি পত্র

প্রথম অংশ

ছিদ্রযুক্ত চাদর ১১
মারকিউরোক্রম ২৯
পিকদানিতে আঘাত ৪৫
গালিচার নিচে ৫৯
একটি সাধারণ ঘোষণা ৭১
বহু-মস্তক দানব ৮০
মেথওয়াল্ড ৯৩
টিক, টক ১০৭

দ্বিতীয় অংশ

জেলের দিক-নির্দেশক আঙুল ১১৯
সাপ ও মই ১৩৫
ওয়াশিং-চেস্টে দুর্ঘটনা ১৪৯
অল-ইন্ডিয়া রেডিও ১৬৫
বোম্বেতে ভালবাসা ১৭৯
আমার দশম জন্মদিন ১৯১
পায়োনিয়ার কাফেতে ২০৫
আলফা ও ওমেগা ২২১
দ্য কলিনোস কিড ২৩৭
কমাণ্ডার সবরমতির ব্যাটন ২৫৩
রহস্যোদ্‌ঘাটন ২৬৯
মরিচপাত্রের আন্দোলন ২৮৩
নিষ্কাশন ও মরুভূমি ২৯৫
জামিলা গায়িকা ৩০৬
সালিম কিভাবে শুদ্ধতা অর্জন করেছিলো ৩২১

তৃতীয় অংশ

দ্য বুড়ঢা ৩৩৩
সুন্দরবনে ৩৪৫
স্যাম এবং টাইগার ৩৫৫
মসজিদের ছায়া ৩৬১
বিবাহ ৩৭১
মধ্যরাত ৩৭৯
এ্যাব্রাক্যাডাব্রা ৩৮৯

১ The Perforated Sheet
ছিদ্রযুক্ত চাদর

আমার জন্ম বোম্বে মহানগরীতে... একদা এক সময়ে। না, তাতে হবে না, সেই নির্দিষ্ট তারিখটি থেকে সরে যাওয়া যায় না: ডাক্তার নার্লিকারের নার্সিং হোমে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টে আমি জন্মগ্রহণ করি। আর সময়টা? সময়টাও একটা ব্যাপার বটে। আচ্ছা বেশ: রাতের বেলা। না, এটা গুরুত্বপূর্ণ আরও অধিক... মাঝরাতের ঘণ্টাধ্বনির সময়, প্রকৃত প্রস্তাবে। আমি আসছি দেখে ঘড়ির কাটা হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে। ওহ, বানান করে বলা যাক: ভারতের স্বাধীনতায় পৌছানোর যথার্থ সময়ে, আমি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হই। তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিলো আর, জানলার বাইরে, আতশবাজি ও মানুষের ভীড়। কয়েক সেকেণ্ড পর, আমার বাবার পায়ের বুড়ো আঙুল ভেঙে গেল; কিন্তু তার দুর্ঘটনাটি নিতান্তই একটি তুচ্ছ ব্যাপার যখন আমার ওপর ঐ রকম মুহূর্তে পতিত হয়েছিলো অন্ধভাবে নমস্কাররত ঘড়ির কুসংস্কার। আমি রহস্যজনকভাবে ইতিহাসের হাতকড়া পরেছিলাম। আমার গন্তব্য অমীমাংসিতভাবে শৃংখলিত হয়েছিলো আমার দেশবাসীর সাথে। পরবর্তী তিন দশক, পালানোর কোনো জায়গা ছিলো না। আমাকে দীক্ষিত করা হয়েছিলো, সংবাদপত্র আমার আগমন বার্তা সোৎসাহে প্রকাশ করেছিলো, আমার অনন্যতাকে গুণান্বিত করেছিলো রাজনীতিকরা। আমি, সালিম সিনাই, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ডাকনামে নামাংকিত হই নাকবোঁচা, মরচেমুখো, ন্যাড়া, ঘিনঘিনে, বুদ্ধ আর এমন কি চাঁদের-টুকরো। আমি প্রচণ্ডভাবেই ভাগ্য বিড়ম্বিত হতে থাকি– সবচেয়ে ভালো সময়ে বিপদজনক বিজড়ন। এবং আমি সে সময়ে আমার নাকও মুছতাম না।

এখন, যাহোক, সময় (আমার আর দরকার ছিলো না) দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। শীগগিরই আমার বয়স হবে একত্রিশ বছর। হয়তো। যদি আমার অতিমাত্রায়-ব্যবহৃত দেহটি অনুমতি দ্যায়। কিন্তু জীবনকে রক্ষা করার আশা আমার নেই, এমন কি এক হাজার এক রাত্রি পাবার কথাও আমি হিসেবে আনতে পারি না। আমাকে অবশ্যই দ্রুত কাজ করতে

AMARBOI.COM

হবে, শেহেরাজাদের চেয়েও দ্রুত, যদি আমি কোনো কিছুর অর্থ– হ্যাঁ, অর্থ– হয়ে থাকি। আমি এটা স্বীকার করি: সমস্ত কিছুর ওপরে, আমি হাস্যকরতাকে ভয় পাই।

আর অজস্র গল্প বলার আছে, অজস্র, জীবনের ঘটনা প্রবাহে আন্তঃযমজের ঐ রকম বাড়াবাড়িতে অলৌকিক ঘটনা জায়গা নেয় গুজবের। আমি জীবন গলাধঃকরণকারী হয়ে আছি; এবং আমাকে জানতে, মাত্র আমার একটিকে, তোমাকে প্রচুর গলাধঃকরণ করতে হবে। ক্রয় করা ভিড় আমার ভিতরে ঘুরপাক খাচ্ছে; বৃত্তাকার গর্তযুক্ত একটা বড় শাদা রঙের চাদরের স্মৃতি মনে পড়ে। বৃত্তগুলো সাত ইঞ্চি ব্যাসের। মাঝামাঝি কাটা। মুঠোয় চেপে ধরা লিনেনের চাদরটি আমার তালিসমান, আমার চিচিং ফাঁক, বাস্তবিক যে বিন্দু থেকে শুরু হয়েছিলো ঠিক সেখান থেকেই আমার জীবন পুণনির্মানের কথা আমাকে বলতে হবে। সেটা প্রায় বত্রিশ বছর আগে যখন, বর্তমানের মতো, কোনো কিছুই স্পষ্ট নয়।

(বিছানার চাদরটিও, ঘটনাক্রমে, দাগ যুক্ত হয়েছিলো, তিন ফোটা পুরনো, রং চটা লালিমায়। যেমনটা কুরআন আমাদের বলে ঃ পড়ো, তোমার স্রষ্টা প্রভুর নামে, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্ত-বিন্দু থেকে।)

১৯১৫ সালের বসন্তকালের প্রথম দিকে এক কাশ্মিরী সকালে আমার নানা আদম আজিজ নামাজ পড়তে গিয়ে বরফের মতো কঠিন মৃত্তিকায় নাকে আঘাত পান। তার বাঁ দিকের নাকের ফুটো দিয়ে তিন ফোটা রক্ত বেরিয়ে আসে, হিম শীতল বাতাসে সাথে সাথেই শক্ত হয়ে জমাট বেধে যায় এবং জায়নামাজের ওপর তার চোখের সামনে পড়ে থাকে, পরিণত হয় রুবিতে। আরো একবার সেজদা দিয়ে সোজা হয়ে বসার আগে তিনি আবিষ্কার করেন যে তার চোখ থেকে বেরিয়ে আসা অশ্রুও জমে কঠিন বস্তু হয়ে গেছে। এবং ঐ মুহূর্তে, যেমন তিনি তার চাবুক থেকে হীরক ঝেড়ে ফেলেন অবলীলায়, কোনো ঈশ্বর অথবা মানুষের জন্যে মৃত্তিকায় চুমু না দেবার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত, যাইহোক না কেন, তার মধ্যে একটা গর্ত সৃষ্টি করলো, একটা গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠে একটাশূন্যতা, তাকে ছেড়ে গেল নারী আর ইতিহাসের কাছে। প্রথমে এ ব্যাপারে অসতর্ক তিনি, তার সাম্প্রতিক মেডিক্যাল প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, জায়নামাজটিকে গোল করে পাকিয়ে মোটা একটা চুরুট বানিয়ে ফেললেন, সেটা ডান বগলের নিচে বাহু দিয়ে চেপে ধরে পরিষ্কার, হীরক-মুক্ত চোখে উপত্যকা পর্যবেক্ষণ করলেন পৃথিবী আবারও নোতুন হয়ে উঠেছিলো। বরফের ডিম্বখোলশের মধ্যে এক শীতকালীন জড়তার পর উপত্যকার ঠোঁট হলুদ আর্দ্রতা ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিলো খোলামেলা পরিবেশে। নোতুন ঘাস তার সময় লুকিয়ে ফেলেছিলো ভূতলে। উষ্ণ ঋতুর।

জন্যে পর্বত শ্রেণী পশ্চাৎগমন করছিলো সেগুলোর পাহাড়ি-ঠিকানার দিকে। (শীতকালে, উপত্যকা যখন ঢাকা পড়ে যেতো বরফের নিচে, পর্বত শ্রেণী তখন নিকটবর্তী হয়ে আসতো আর হ্রদ তীরবর্তী নগরীর চারপাশে ক্রুদ্ধ চোয়ালের মতো দাঁত খিঁচিয়ে থাকতো।)

ঐসব দিনে রেডিওর মাস্তুল নির্মিত হয়নি এবং খাকি রঙের পাহাড়ের ওপর অবস্থিত শংকরাচার্য মন্দিরটি সড়কসমূহ ও শ্রীনগর হ্রদের প্রতিনিধিত্ব করতো। ঐসব দিনে হ্রদের পাশে কোনো সেনা ছাউনি ছিলো না, ছিলো না সংকীর্ণ পার্বত্য পথে ক্যামোফ্লেজ ট্রাক ও জিপের অনিঃশেষ সর্পিল চলাচল, বারামুল্লা ও গুলমার্গ অতিক্রম করে পর্বতশীর্ষে পিছনে লুকিয়ে থাকতো না কোনো সৈনিক। ঐসব দিনে কোনো পর্যটককে গুপ্তচর সন্দেহে আটক করা হতো না সেতুসমূহের ছবি তুললেও। হ্রদের ওপর ইংরেজদের হাউজবোটগুলো ছাড়া মুঘল সাম্রাজ্যের আমল থেকেই খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি এই উপত্যকার, বসন্তকালীন পুনরুদ্ভাসনের জন্যে। কিন্তু আমার নানার চোখ– যেগুলো ছিলো, তার অবশিষ্টাংশের মতোই, পঁচিশ বছর বয়সের– সবকিছু দেখতো ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে... এবং তার নাক চুলকাতে শুরু করেছিলো।

আমার নানার বিকল্পিত চিত্রের গোপনীয়তা উন্মোচন করতে: তিনি পাঁচ বছর, পাঁচটি বসন্ত, কাটিয়েছেন দেশের বাইরে। এখন, প্রত্যাবর্তনের সময়, তিনি সব কিছু দেখছেন ভ্রমণ করা চোখের ভিতর দিয়ে। দানবাকৃতি সব দাঁতের দ্বারা পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র উপত্যকাটির অপরূপ সৌন্দর্য সত্ত্বেও, তিনি সংকীর্ণতা লক্ষ্য করলেন, দিগন্তের নৈকট্য। এবং বিষণ্ণতা অনুভব করলেন, দেশে ফিরে আসা আর অমন ঘনিষ্ঠতা অনুভব করা। তিনি আরও অনুভব করলেন– অনির্বচনীয়ভাবে– এই পুরনো জায়গাটি তার শিক্ষিত, স্টেথোস্কোপযুক্ত প্রত্যাবর্তনকে যেন বা অপমানজনক মনে করছে। শীতের বরফের নিচে, শীতলতার সাথে তা নিরপেক্ষ হয়ে ছিলো, কিন্তু এখন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জার্মানিতে থাকার বছরগুলো তাকে নিয়ে গিয়েছিলো প্রতিকূল পরিবেশে। অনেক বছর পর, যখন তার ভিতরে সম্পূর্ণ মানুষটি ঘৃণায় বিদ্ধ হয়ে পড়েছিলো, তিনি নিজেকে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত মন্দিরের কালো পাথুরে দেবতার নিকট উৎসর্গ করতে ফিরে আসেন, স্বর্গে তার শৈশবের বসন্তের দিনগুলো স্মরণ করতে চান, সেই আগের মতো যখন ভ্রমণ ও মৃত্তিকাখণ্ড ও নৌবাহিনীর ট্যাংক সবকিছুই তছনছ করে দ্যায়নি।

সকাল বেলা যখন উপত্যকাটি, জায়নামাজের দস্তানা পরিহিত, তার নাকের ওপর ঘুঁষি মারলো, তিনি চেষ্টা করেছিলেন, হ্যাসকরভাবে, এমন একটা ভান করতে যেন কিছুই বদলায়নি। কাজেই চার– পনেরোর তিক্ত ঠাণ্ডার মধ্যেও তিনি উঠে পড়েন, বিধিবদ্ধ ধারায় নিজেকে পরিস্কার করেন, পোশাক পরেন এবং মাথায় বসান তার বাবার আস্ত্রাখান টুপিটা।

AMARBOI.COM

এসবের পর চুরুটের মতো গোল করে পাকানো জায়নামাজটি তিনি বয়ে আনেন.হ্রদের পাশে তাদের পুরনো অন্ধকার বাড়ির সামনের ছোট বাগানের মধ্যে এবং অপেক্ষমান মৃত্তিকাখণ্ডের ওপর সেটি মেলে দেন। তার পায়ের নিচে ভূমি প্রবঞ্চনামূলকভাবে কোমল অনুভূত হয় আর তাকে যুগপৎ অনিশ্চিত ও অসতর্ক করে তোলে। 'সর্বপ্রদাতা, দয়ালু আল্লাহর নামে...'– ভূমিকা, তার সামনে একটা বইয়ের মতো হাত দুটো একত্রিত করে বা বলছিলো, তার একটা অংশ স্বস্তিদায়ক করে তোলে, আরেকটি করে, বড় অংশ অস্বস্তিকর অনুভূত হয়– '... সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সৃষ্টির প্রভু...'– কিন্তু এখন হেইডেলবার্গ তার মাথা দখল করে বসে আছে; এখানে ইনগ্রিড ছিলো, সংক্ষেপে তার ইনগ্রিড, এই মক্কা-মুখী তোতার বুলি আওড়ানোর জন্যে তার মুখ তাকে নিদারুণ অবজ্ঞা করছিলো; এখানে, তাদের বন্ধু নৈরাজ্যবাদী অস্কার ও ইলসে লুবিন নিজেদের আদর্শবাদ-বিরোধীতা থেকে তার প্রার্থনা নকল করছিলো '... সর্ব প্রদাতা, দয়ালু, শেষ বিচারের প্রভু!...'– হেইডেলবার্গ, এর মধ্যে, ওষুধ ও রাজনীতিসহ, জ্ঞাত হয়েছিলো যে ভারত– রেডিয়ামের মতোই– 'আবিষ্কৃত' হয়েছিলো ইউরোপিয়ানদের দ্বারা। এমন কি অস্কার পর্যন্ত ভাস্কো দা গামার প্রতি অনুরাগে পরিপূর্ণ ছিলো, এবং এটাই হলো সেই ব্যাপার যা শেষ পর্যন্ত আদম আজিজকে তার বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো, তাদের এই বিশ্বাস যে যেকোনো-ভাবেই-হোক সে তাদের পূর্বপুরুষদের আবিষ্কার– '... আমরা তোমারই প্রার্থনা করি, এবং আমরা তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি...'– তো এখন এখানে তিনি, মাথায় তাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও, নিজে'কে পুনরেকত্রিত করায় উদ্যোগী হয়েছেন এক প্রাথমিক অহং নিয়ে যা তাদের প্রভাব উপেক্ষা করে কিন্তু জানে সব কিছুই যা জানা উচিৎ, উদাহরণস্বরূপ এই প্রার্থনা সম্পর্কে, তিনি এখন যা করছেন সে সম্পর্কে, যেমন তার হাত, পুরনো স্মৃতির দ্বারা চালিত, উপরের দিকে উঠছে, বুড়ো আঙুল কানে চাপ দিচ্ছে, আঙুলগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে যখন তিনি হাঁটুর মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছেন নিজেকে–'... সরল পথে আমাদের পরিচালিত করো, তুমি যাদের অনুগ্রহ দান করেছো তাদের পথ...' কিন্তু এতে কিছু কাজ হয়নি, মধ্যবর্তী মাটিতে তিনি ধরা পড়েন, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ফাঁদে আটকা পড়েন, আর সেটা সর্বোপরি একটা শব্দসংক্রান্ত ধাঁধা ছিলো মাত্র– '... তাদের পথে নয় যারা তোমার ক্রোধ ভোগ করেছে, তাদের পথেও নয় যারা বিপথে গমন করেছে।' আমার নানা মাথা নোয়ান মাটির দিকে। সামনের দিকে মাথা নোয়ান তিনি, এবং মাটি, জায়নামাজ-আচ্ছাদিত, উঠে আসে তার দিকে। এবং এখন হচ্ছে মৃত্তিকাখণ্ডের সময় একবারে এবং একই সময়ে উপত্যকা-ও-দেবতার পাশাপাশি ইলসে-অস্কার-ইনগ্রিড-হেইডেলবার্গের কাছ থেকে একটা তীব্র তিরস্কার আসে, ঠিক নাকের ডগায় তা আঘাত হানে। তিন ফোটা ঝরে পড়ে। রুবি আর হীরক। এবং আমার নানা, উপর দিকে উঠতে।

উঠতে, একটা সমাধান খুঁজে পান। তিনি উঠে দাঁড়ান। চুরুট পাকান। হ্রদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। এবং মধ্যবর্তী স্থানে নিজেকে চিরকালের মতো ধাক্কা দেন, একজন ঈশ্বরের ভজনা করতে অপারগ হন যার অস্তিত্বে তিনি পুরোপুরি অবিশ্বাসী নন। স্থায়ী বিকল্প ঃ একটি গর্ত।

তরুণ, নোতুন-দীক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার আদম আজিজ বসন্তকালীন হ্রদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন, পরিবর্তন তার দৃষ্টি কাড়ছিলো; যখন তার পিঠ (যা ছিলো যারপরনাই সোজা) ঘুরলো তখন আরও পরিবর্তন চোখে পড়লো। তার বাবার স্ট্রোক করেছিলো যখন তিনি বিদেশে, এবং তার মা এ বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। তার মায়ের কণ্ঠস্বর, ফিসফিস করছিলো ক্লেশে: '... কারণ তোমার লেখাপড়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, বাছা।' এই মা, যিনি জীবন কাটিয়েছিলেন গৃহাভ্যন্তরে, পর্দার মধ্যে, হঠাৎ করেই বিপুল শক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন, আর মূল্যবান পাথরের ক্ষুদ্র ব্যবসাটি (নীলকান্তমণি, রুবি, হীরক) চালিয়ে নিয়ে যান যার কারণে আদম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন, সেই সঙ্গে একটি বৃত্তির সাহায্যও ছিলো। কাজেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তার পরিবারের উল্টে পড়া দশাটা দেখার জন্যে, তার মা কাজের জন্যে বাইরে যেতেন যখন তার বাবা একটা পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে বসে থাকতেন স্ট্রোক যে পর্দাটা তার মস্তিষ্কের ওপর ছুড়ে দিয়েছিলো... একটা কাঠের চেয়ারে, একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন কামরায়, তিনি বসে থাকতেন আর পাখির-আওয়াজ করতেন। তিরিশটি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি আসতো তার কাছে এবং তার শার্টারযুক্ত জানলার বাইরের সিলে বসে এটা-সেটা আলাপ করতো। তাকে ভীষণ সুখী মনে হতো।

(... এবং এর মধ্যেই আমি দেখতে পাই পুনরাবেদন শুরু হয়েছে; কারণ আমার নানী ও খুঁজে পাননি বিপুল... এবং স্ট্রোকও নয় একমাত্র... আর পেতলের বাঁদার তার পাখি নিয়েছিলো... অভিশাপ এর মধ্যেই শুরু হয়, এবং আমরা এখনও নাক পাইনি!)

হ্রদটি তখনও আর জমাট-বাধা ছিলো না। বরফ গলানোর মতো পরিবর্তিত আবহাওয়া এসেছিলো দ্রুতই, গতানুগতিকভাবে। প্রচুর সংখ্যক ছোট ছোট নৌকা, শিকারা, তাতে আটকা পড়েছিলো, সেটাও ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু এ সবের মধ্যে শুষ্ক ভূমিতে ওঠানো নৌকা ও শিকারাগুলো মালিকদের পাশে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছিলো, সবচেয়ে পুরনো নৌকাটি তোলা ছিলো ফাটলের ওপর যেমনটা বৃদ্ধ লোকেরা প্রায়ই থাকে, এবং তারপর তরল হ্রদের ওপর ভাসার জন্যে প্রথম জলযান। তাই-এর শিকারা... এটাও ছিলো প্রথানুযায়ী।

লক্ষ্য করো কেমন করে বৃদ্ধ মাঝি, তাই, কুয়াশাবৃত পানি কেটে সুসময় সৃষ্টি করে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার জলযানের পিছন দিকে! কেমন করে তার বৈঠা, একটা হলুদ দণ্ডে

AMARBOI.COM

একটা কাঠের হৃদয়, ঝাঁকুনি দিয়ে চালায় জলে-ভাসা আগাছার ভিতর! এই অংশে সে সবচেয়ে বিদঘুটে বলে বিবেচিত হয় কারণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে বৈঠা চালায়... অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে এটাও একটা। তাই, ডাক্তার আজিজের নিকট একটা জরুরি সমন নিয়ে আসছিলো, সে গতির একটা ইতিহাস রচনা করতে যাচ্ছিলো প্রায়... যে সময় আদম, পানির দিকে তাকিয়ে, স্মরণ করছিলেন তাই তাকে কয়েক বছর আগে কি শিখিয়েছিলো: 'বরফ সব সময় অপেক্ষমান, আদম বাবা, ঠিক পানির চামড়ার নিচে।' আদমের চোখ দুটো স্বচ্ছ নীল, পার্বত্য আকাশের বিস্ময়কর নীল, কাশ্মিরি মানুষদের পিটপিট করা যার অভ্যাস; তারা ভুলে যায়নি কিভাবে দেখতে হয়। তারা দ্যাখে– ওই! ভুতের কংকালের মতো, ঠিক ডাল হ্রদের তলদেশ!– চমৎকার স্রোতের মতো নকশার সাহায্যে চিত্রণ, রঙহীন রেখার আড়াআড়ি চলন, ভবিষ্যতের শীতল অপেক্ষমান শিরা। জার্মানিতে তার বছরগুলো দর্শনের উপঢৌকন থেকে বঞ্চিত করতে পারেনি। তাই-এর উপঢৌকন। তিনি চোখ তুলে তাকান, দ্যাখেন তাই-এর নৌকার পছন্দসই 'ভি' আকৃতি, হাত নাড়েন শুভেচ্ছার। তাই-এর হাত উপরে ওঠে– কিন্তু এটা একটা নির্দেশ। 'অপেক্ষা করো!' আমার নানা অপেক্ষা করেন; আর এই বিচ্ছেদের সময়, তার জীবনের শেষ শান্তির অভিজ্ঞতা যেমন নেন তিনি, কর্দমাক্ত, পূর্বলক্ষণমূলক শান্তি, আমি বরং ভালো হয় তার সম্পর্কে কিছু বর্ণনা তুলে ধরি।

আমার রেকর্ডে দেখতে পাই ডাক্তার আজিজ ছিলেন লম্বা একজন মানুষ। তার বাড়ির একটা দেয়ালে সমানভাবে ঠেশ দিয়ে তিনি উচ্চতা মাপেন পঁচিশ ইট। (তার জীবনের প্রতিটা বছরের জন্যে একটি করে ইট), অথবা ঠিক ছয় ফুট দুই। একজন বলশালী ব্যক্তিও বটে। তার দাড়ি ছিলো ঘন ও লাল– এবং তার মায়ের ধারণা, মক্কায় তীর্থ সম্পন্ন করে আসা হাজিদেরই শুধুমাত্র লাল দাড়ি গজানো উচিৎ। তার চুল, যাহোক, কালোই ছিলো। তার আকাশ-চোখ সম্পর্কে তুমি জানো। ইনগ্রিড বলেছিলো, 'রঙে পাগল হয়ে যায় ওগুলো যখন তোমার মুখের দিকে তাকায়।' কিন্তু আমার নানার শারীরবিদ্যার কেন্দ্রীয় অবয়ব রঙ কিংবা উচ্চতা ছিলো না, বাহুর জোর কিংবা মেরুদণ্ডের সটান ভঙ্গিও ছিলো না। তার মুখের কেন্দ্রে এখন যেটা, পানিতে যার প্রতিফলন ঘটেছিলো, তাই-এর জন্যে অপেক্ষমান তিনি লক্ষ্য করেন তার পানিতে তরঙ্গিত নাক। খুব সহজেই সেটি তার চেয়ে কম নাটকীয় মুখে প্রতিস্থাপিত হতে পারতো; এমন কি তার ওপরও এটা সেই জিনিস যা প্রথমবার কেউ দেখবে আর দীর্ঘকাল মনে রাখবে। 'একটা cyranose,' ইলসে লুবিন বলেছিলো, এবং অস্কার তার সাথে যোগ করেছিলো, 'একটা হস্তিশুণ্ড' ইনগ্রিড ঘোষণা করেছিলো, 'ওই নাকের ওপর দিয়েই তুমি একটা নদী অতিক্রম করে যেতে পারো।' (এর সেতুটা ছিলো প্রশস্ত।)

আমার নানার নাক ঃ ছিদ্রগুলো ছড়িয়ে পড়া নতকদের মতো বাঁকানো। তার মাঝখানে স্ফীত নাকের ধনুক, প্রথম উপর দিকে বাইরে, তারপর নিচের দিকে ভিতরে,

তার অতি চমৎকার উপরের ঠোঁট-ঘেঁষা। মৃত্তিকাখণ্ডে আঘাত লাগার মতোই সহজ একটা নাক। এই দারুন অঙ্গটির প্রতি আমার শ্রদ্ধা আমি রেকর্ডে স্থাপন করতে চাই– যদি এটার জন্যে না করি, কে আমাকে আমার মায়ের সত্যিকার সন্তান বলে বিশ্বাস করবে, বিশ্বাস করবে আমার নানার প্রকৃত দৌহিত্র বলে?– এই গ্রিক সূর্যদেবের মতো অতিক্রম দেহযন্ত্র প্রতি যা ছিলো আমার জন্মাধিকারও বটে। ডাক্তার আজিজের নাক– কেবলমাত্র হস্তিমস্তক দেবতা গণেশের শুঁড়ের সাথেই যা তুলনীয়– তার গোষ্ঠীপতি হবার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। তাই এ ব্যাপারটাও তাকে শিখিয়েছিলো। যখন তরুণ আদম কচিৎ অতিক্রম করে যেতেন বয়ঃসন্ধি তখন ভগ্ন মাঝিটি তাকে বলতো, 'ওটা একটা নাক যা নিয়ে একটা পরিবার শুরু করা যায়, আমার নৃপপুঙ্গ বা কার সন্তানসন্ততি ছিলো ওগুলো তাতে কোনো ভুল হবে না। মুঘল সম্রাটরা ওই রকম একটা নাকের জন্যে তাদের ডান হাত দিয়ে দিতে পারতেন। এর অভ্যন্তরে রাজবংশ অপেক্ষমান আছে,'– এবং এখানে এসে তাই রূঢ়তার মধ্যে পড়ে যেতো– 'শিকনির মতো।'

আদম আজিজের ক্ষেত্রে, নাকটি গোষ্ঠীপতিসুলভ মনোভাব সৃষ্টি করেছিলো। আমার মায়ের কাছে সেটা জ্ঞানী আর খানিকটা লম্বা-ভোগান্তি মনে হতো; আমার মামী এমারেল্ডের কাছে কৃপণ; আমার খালা আলিয়ার কাছে বুদ্ধিজীবী; আমার মামা হানিফের কাছে সেটা ছিলো অসফল এক প্রতিভাধরের একটি অঙ্গ; আমার মামা মুস্তাফা সেটাকে মনে করতো দ্বিতীয় সারির একটা ঘিনঘিনে; পেতলের বাঁদর পুরোপুরিভাবেই তাতে লুকিয়েছিলো; কিন্তু আমার কাছে– আমার কাছে, সেটা ছিলো কিছু একটা। কিন্তু একবারেই আমি আমার সব গোপন কথা প্রকাশ করে দেবো না নিশ্চয়।

(তাই নিকটবর্তী হচ্ছে। সে, যে কিনা নাকের ক্ষমতা উন্মোচিত করেছিলো, এবং যে কিনা এখন আমার নানার কাছে সেই বার্তা নিয়ে আসছে যা আমার নানাকে তার ভবিষ্যতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবে, খুব সকালের হ্রদের ভিতর দিয়ে সে শিকারা চালাচ্ছে...)

তাই কখন তরুণ ছিলো সে কথা কেউ স্মরণ করতে পারবে না। সে এই একই নৌকা চালিয়ে আসছিলো, সেই একই কুব্জ অবস্থানে দাঁড়িয়ে ছিলো, ডাল এবং নাগিন হ্রদের ওপর... চিরকাল। যতোদূর পর্যন্ত লোকজন জানতো। পুরনো কাঠের বাড়ির কোয়ার্টারে কোথাও সে থাকতো এবং তার স্ত্রী পদ্মের শেকড় আর অন্যান্য কৌতুহলকর সবজি উৎপন্ন করতো বসন্ত ও গ্রীষ্মকালীন পানির ওপর 'ভাসমান বাগান' গুলোর একটিতে। তাই নিজেই খুব উৎফুল্লতার সাথে স্বীকার করতো যে নিজের বয়স সম্পর্কে তার নিজেরই কোনো ধারণা নেই। তার স্ত্রীরও এ ব্যাপারে কোনো ধারণা ছিলো না– সে ইতোমধ্যেই, তার স্ত্রী বলে, চামড়া জড়ানো হয়ে গিয়েছিলো যখন তারা বিয়ে করে। তার মুখটা ছিলো পানির ওপর বাতাসের ভাস্কর্য। তার দুটো সোনার দাঁত ছিলো, অন্যগুলো ছিলো না। শহরে তার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব ছিলো। স্বল্প কয়েকজন মাঝি অথবা ব্যবসায়ী তাকে হুকা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাতো যখন সে শিকারার বহর অতিক্রম করে যেতো অথবা হ্রদের অনেকগুলো ভগ্নপ্রায়ের কোনটি, জলের কিনারার প্রাভিশন স্টোর আর চায়ের দোকান।

তাই-এর সাধারণ মতামত অনেক দিন আগেই আদম আজিজের রত্ন ব্যবসায়ী বাবার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিলো: 'দাঁতের সাথে তার ঘিলুও পড়ে গেছে।' (কিন্তু এখন বৃদ্ধ আজিজ সাহেব পাখির কলধ্বনির মধ্যে নিমগ্ন বসে আছেন আর তাই চালিয়ে যাচ্ছে সাদামাটাভাবে, ব্যাপকভাবে।) মাঝি তার কথাবার্তার ভিতর দিয়ে যে অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলছিলো তা ছিলো অদ্ভুত, বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও বিরতিহীন, আর শুধু তার নিজের প্রতিই নয়। শব্দ ভেসে যায় পানির ওপর দিয়ে, এবং হ্রদতীরবর্তী লোকেরা তার আত্মকথনে ফিকফিক করে চাপা হাসি হাসে; কিন্তু যাতনার নিম্নকণ্ঠে, এমন কি ভয়েরও। যাতনা, কারণ এই বুড়োটি হ্রদ আর পাহাড়গুলো সম্পর্কে তাদের তুলনায় খুবভাবে জানতো; ভয়, কারণ একটা প্রাচীনতা সে দাবি করতো। সংখ্যা সেটা খুবই বিশাল ছিলো যা দ্বন্দ্রে আহ্বান করতো সংখ্যা। আর তাছাড়াও দারুন হালকাভাবে ঝুলে থাকতো তার মুরগির বাচ্চার মতো গলায় যে সেটা তাকে অত্যন্ত কাঙ্খিত একটি স্ত্রীকে জিতে নেয়া ও তার চারটি পুত্রের পিতৃত্ব থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি... আর তাছাড়াও আরো একটু ব্যাপার হলো, কাহিনীটা ছড়িয়ে পড়েছিলো হ্রদতীরের বাসিন্দা অন্যান্য বউদের মাঝেও। শিকারায় আরোহণকারী অল্প বয়সী বালকরা প্রভাবিত হয়েছিলো এই বিশ্বাসে যে টাকার স্তূপ আছে তার, লুকিয়ে রেখেছে কোথাও– একটা গুপ্তধন, হয়তো, অমূল্য সোনার দাঁতের, আখরোটের মতো একটা থলির ভিতর। কয়েক বছর পর, যখন Puffs মামা তার মেয়েকে আমার কাছে বেচতে চেয়েছিলেন তার দাঁত তুলে নিয়ে সোনা দিয়ে বাধিয়ে দেবার বিনিময়ে, তখন আমার মনে পড়ে যায় তাই-এর বিস্মৃত গুপ্তধনের কথা... এবং, একটা শিশু হিসেবে, আদম আজিজ তাকে ভালোবাসতো। একজন সাধারণ খেয়ার মাঝি হিসেবে সে আয় রোজগার করতো, ধন-সম্পদের সব রকম গুজব সত্ত্বেও, নগদ টাকার জন্যে হ্রদের ওপর দিয়ে পারাপার করতো খড়, ছাগল, শাক-সবজি ও কাঠ; মানুষজনও। যখন সে ট্যাক্সি-সার্ভিস চালাচ্ছিলো তখন শিকারার মাঝখানে একটা প্যাভিলিয়ন তৈরি করে। ক্যানোপি আর ফুলের নকশা-তোলা পর্দার এক চমৎকার সমাহার, সেই সাথে মানানসই কুশন। আর সমস্ত নৌকা আগরবাতির সৌরভে পরিপূর্ণ।

তাই-এর শিকারার এই দৃশ্য, উড়ন্ত পর্দা, ডাক্তার আজিজের মনে সব সময় বসন্ত-আগমনীর ভাব জাগিয়ে তুলতো। শীগগিরই ইংরেজ সাহেবদের আগমন ঘটবে এবং তাই তাদের পার করে নিয়ে যাবে শালিমার বাগান ও বাদশার ঝরনায়, কলকাকলিপূর্ণ ও শীর্ষযুক্ত ও আনত। পরিবর্তনের অনিবার্যতায় অস্কার-ইলসে-ইনগ্রিডের বিশ্বাসের জীবন্ত ছিলেন তিনি... উপত্যকার এক মোচড়, স্থায়ী পরিচিত আত্মা। এক জলজ ক্যালিবান, উপরন্ত শস্তা কাশ্মিরি ব্র্যাণ্ডির অতিমাত্রায় অনুরাগী।

আমার নীল বেডরুম দেয়ালের স্মৃতি: যার ওপর, P.M'-এর চিঠির পাশেই, Boy Raleigh ঝুলে আছে বহু বছর, তাকিয়ে আছে লাল ধুতির মতো বস্ত্র পরিহিত এক বৃদ্ধ জেলের দিকে, যে বসে আছে– কি?– জলভাসা কাঠ?– এবং তার মেছোগল্প শোনাচ্ছে

সমুদ্রের দিকে ইঙ্গিত করে... এবং বালক আদম, আমার হবেন-নানা, দারুণভাবে অনুরাগী হয়ে পড়েন তাই মাঝির কেননা অবিরাম পরীক্ষা তাকে পাগল বলে মনে করাতো অন্যদের। ঐ কথাবার্তা ছিলো ঐন্দ্রজালিক, বোকার টাকার মতো তার মুখ থেকে শব্দ বেরিয়ে আসতো, তার দুই সোনার দাঁত অতিক্রম করতো, হিক্কা আর ব্র্যাণ্ডির ঝালর লাগানো থাকতো তাতে, অতীতের সবচেয়ে প্রত্যন্ত হিমালয়ে গিয়ে ঠেকতো, তারপর বর্তমানের কোনো বিস্তারিত বিবরণে গিয়ে কঠিনভাবে সবেগে নেমে যেতো, আদমের নাক উদাহরণস্বরূপ, ইঁদুরের মতো তার অর্থ পরীক্ষা করতে। এই বন্ধুত্ব আদমকে প্রচণ্ড নিয়মানুগতার সাথে ঠেলে দিতো গরম পানির মধ্যে। (ফুটানো পানি। আক্ষরিক ভাবে। অন্যদিকে তার মা বলতেন, 'আমরা ঐ মাঝির ছারপোকা খুন করবো যদি তা তোমাকে খুন করে।') কিন্তু তারপরেও বুড়ো স্বগতভাষী বাগানের হ্রদতীরবর্তী শীর্ষে তার নৌকায় হেলাফেলায় সময় নষ্ট করবে আর তার পায়ের কাছে আজিজ বসে থাকবেন যতক্ষণ না ভিতর থেকে তার ডাক আসবে তাই-এর অপরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বক্তৃতা শোনার জন্যে এবং তাকে সতর্ক করে দেয়া হবে জীবাণুর লুটতরাজের সেনাদল সম্পর্কে। কিন্তু আদম সব সময় পানির কিনারায় প্রত্যাবর্তন করেন কুয়াশা অবলোকন করতে ছেঁড়াখোঁড়া হতচ্ছাড়ার পিঠ-কুঁজো কাঠামোর জন্যে যা তার ঐন্দ্রজালিক নৌকা চালাচ্ছে সকালের জাদুমুগ্ধ পানির মধ্যে। 'কিন্তু বাস্তবিকই তোমার বয়স কতো, তাইজী?' (ডাক্তার আজিজ, প্রাপ্তবয়স্ক, লালদাড়িওয়ালা, ভবিষ্যতের দিকে তির্যকভাবে ফিরছেন, সেই দিনটি স্মরণ করেন যেদিন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন অজিজ্ঞাসাযোগ্য প্রশ্নটি!)

তন্মুহূর্তের জন্যে, নীরবতা, জলপতনের চেয়েও কোলাহলময়। আত্মকথন, বাধাগ্রস্ত। পানিতে দাড়ের চপোটাঘাত। তাই-এর সঙ্গে তিনি শিকারায় উঠছিলেন, ছাগলদের মধ্যে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছিলেন এক গাদা খড়ের ওপর, লাঠি আর বাড়িতে অপেক্ষমান বাথটাবের পরিপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে। তিনি এসেছিলেন গল্পের জন্যে এবং একটি প্রশ্নই গল্প-কথককে নীরব করে দিয়েছিলো।

'না, বলো, তাইজী, কতো বয়স, সত্যিকার?' এবং এখন একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল, যে কোনো স্থান থেকে বস্তুজাত: দারুণ উষ্ণ চুঘা-কোটের ভাঁজ থেকে শস্তা মদ। তারপর একটা কাঁপুনি, একটা ঢেকুর, একটা চোখ ধাঁধানো আলো, সোনার ঝলকে ওঠা. এবং অবশেষে! বচন। 'কতো বয়স? তুমি জিজ্ঞেস করছো কতো বয়স, তুমি পুচকে ভেজা-মাথা, তুমি নেকো...' তাই, আমার দেয়ালের জেলেকে পূর্বাভাস দিয়ে, পর্বতের দিকে আঙুলের ইশারা করে। 'অতো বয়স, নাক্কু!' আদম, নাক্কু, একজন নেকো, তার আঙুল অনুসরণ করে দৃষ্টিপাত করেন।' আমি দেখেছি পর্বতের জন্ম; আমি দেখেছি সম্রাটেরা মরে। শোনো। শোনো, নাক্কু...'– আবার ব্র্যাণ্ডির বোতল, ব্র্যাণ্ডি-কণ্ঠস্বরে অনুসৃত, এবং শব্দাবলী প্রচুর পরিসালে সত/পার বরার চেয়েও অধিক প্রমত্ততাদায়ক '... আমি দেখেছি ঐ ইসা, ঐ খৃস্ট, যখন তিনি কাশ্মির এসেছিলেন। হাসো, হাসো, এটা তোমার ইতিহাস

আমি বহন করছি আমার মাথায়। একদা প্রাচীন হারানো পুস্তকে এটা স্থাপিত হয়েছিলো। একদা আমি জানতাম কোথায় সেই কবর যেখানে পাথরে পদচ্ছাপ খোদিত, বছরে একবার যা থেকে রক্তক্ষরণ হতো। এমন কি আমার স্মৃতিও এখন চলছে; কিন্তু আমি জানি, যদিও আমি পড়তে পারি না।' নিরক্ষরতা, চাকচিক্যে বাতিল; তার দোলায়মান হাতের ক্ষিপ্ততার নিচে সাহিত্য বিচূর্ণিত যা আবারো দোলে চুঘা-পকেটে, ব্র্যাণ্ডি বোতলে, ঠাণ্ডায় ফাটা ঠোঁটে। তাই-এর ঠোঁট সর্বদাই ছিলো মেয়েমানুষের ঠোঁট। 'নাক্কু, শোন, শোন। আমি প্রচুর দেখেছি। ইয়ারা, ঐ ইসাকে তোমার দেখা দরকার ছিলো যখন সে এসেছিলো, নাভি পর্যন্ত লম্বা দাড়ি, মাথাটা ডিমের মতো ন্যাড়া। সে ছিলো বৃদ্ধ আর বিরক্তিকর কিন্তু নিজের আচরণ সে জানতো। "আপনি আগে, তাইজী," সে বলতো, এবং "অনুগ্রহ করে বসুন"; সব সময় একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ বাচন-ভঙ্গিতে। সে কখনোই আমাকে ফাটা-পাত্র বলে ডাকতো না, তুই বলেও সম্বোধন করতো না কখনো। সব সময় আপনি। ভদ্র, দেখেছো? আর কী দারুণ ক্ষুধা! ঐ রকম ক্ষুধা, আকস্মিক আতংকে আমি কান ধরবো। সন্ত অথবা শয়তান, আমি শপথ করে বলতে পারি সে এক গ্রাসেই একটা পুরো বাচ্চা খেয়ে ফেলতে পরতো। কিন্তু তাতে কি? আমি তাকে বলতাম, খাও, তোমার গর্ত ভরো, একজন মানুষ কাশ্মিরে এসেছে জীবনকে উপভোগ করতে, অথবা সমাপ্ত করতে, অথবা উভয় কারণেই। তার কাজ শেষ হয়েছিলো। সে এখানে এসেছিলো আর সামান্য কাল কাটানোর জন্যে।' ন্যাড়া, অতিভোজিতুল্য খৃস্টের এই ব্র্যাণ্ডি-কৃত প্রতিকৃতির দ্বারা সম্মোহিত, আজিজ শুনতেন, পরে তার পিতা-মাতার নিকট প্রত্যেকটি শব্দ পুনরাবৃত্তি করতেন, যারা পাথর নিয়ে কারবার করতেন এবং 'গ্যাস' করার সময় তাদের ছিলো না। 'ওহ্, তুমি বিশ্বাস করো না?'– দেঁতো হাসি দিয়ে ফাঁটা ঠোঁট আহত করে, জানে এটা হবে সত্যের বিপরীত; 'তোমার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হচ্ছে?'– আবার, সে জানতো কতোটা ক্রোধোন্মত্তভাবে আজিজ তার কথার ওপর ঝুলছে। 'হতে পারে খড় তোমার নিতম্বে খোঁচা মারছে, হে? ওহ্, আমি দুঃখিত, বাবাজী, সোনার ঝালরের কাজ করা রেশমের গদির ব্যবস্থা করতে না পারার জন্যে– সেই রকম গদি সম্রাট জাহাঙ্গীর যার ওপর বসতেন! সম্রাট জাহাঙ্গীরকে তুমি তো মালী বলেই ভাবো, কোনো সন্দেহ নেই,' তাই আমার নানাকে দোষারোপ করে, 'কারণ তিনি শালিমার তৈরি করেছিলেন। বোকা! কি জানো তুমি? তার নামের অর্থ জগতের অধিপতি। ওটা কি বাগানের মালীর নাম? খোদাই জানেন তারা আজকাল তোমাদের কি শিক্ষা দিচ্ছে। অথচ আমি'... এ সময় সামান্য কেশে... 'আমি তার মূল্যবান ওজন জানি, তোলা পর্যন্ত! আমাকে জিজ্ঞেস করো কতো মন, কতো সের! যখন তিনি অধিক সুখী ছিলেন তখন প্রচণ্ড ওজনদার হয়েছিলেন আর কাশ্মিরে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে বেশি ওজনের। আমি তার পালকি বইতাম... না, না, দেখ, তুমি বিশ্বাস করছো না আবার, তোমার মুখের মধ্যে ওই বড় শশাটা আন্দোলিত হচ্ছে তোমার পায়জামার ভিতরকার ছোটটার মতো! তো, শোনো, শোনো, আমাকে প্রশ্ন

করো! পরীক্ষা দাও! জিজ্ঞেস করো পালকির হাতলে মোড়ানো চামড়ায় কতোবার ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে উত্তর হলো একত্রিশ। আমাকে জিজ্ঞেস করো সাম্রাটের মৃত্যুকালে শেষ কথাটি কি ছিলো– আমি তোমাকে বলি শব্দটি ছিলো "কাশ্মির"। তার শ্বাস-প্রশ্বাস খারাপ ছিলো আর হৃৎপিণ্ড ভালো ছিলো। তুমি ভাবছো কে আমি? কোনো সাধারণ অজ্ঞ মিথ্যুক খেঁকি-কুকুর? যাও। এখনি দূর হও নৌকা থেকে, তোমার নাকের ওজনে এটা বাওয়া আর সম্ভব না; তাছাড়া পিটিয়ে আমার গ্যাস তোমার ভিতর থেকে বের করার জন্যে তোমার বাবা অপেক্ষা করছে, আর তোমার মা সিদ্ধ করে খুলে নেবে চামড়া।'

তাই মাঝির ব্র্যাণ্ডি বোতলের মধ্যে আমি দেখি, পূর্বেই বলা, জ্বিনের দ্বারা আমার নিজের বাবার অবস্থান... এবং থাকবেন আরেক ন্যাড়া বিদেশী... এবং তাই-এর গ্যাস ঐশীবানীর আরেক ধরন, যা আমার নানীর বৃদ্ধ বয়সের সান্ত্বনা ছিলো, এবং তাকে গল্পও শেখাতো... এবং খেঁকি-কুকুর দূরে নয়... যথেষ্ট। আমি নিজেকে সন্ত্রস্ত করে তুলছি। মার আর সেদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, আদম আজিজ তাই-এর সাথে তার শিকারায় ভেসে চলেন, বারবার, ছাগল খড় ফুল আসবাবপত্র পদ্ম-মূলের মাঝখানে, যদিও কখনো ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে নয়, এবং বারবার শোনেন সেই একটি আতংক-জাগানো প্রশ্নের অলৌকিক উত্তরঃ 'কিন্তু তাইজি, তোমার বয়স কতো, সৎভাবেই?' তাই-এর কাছ থেকে, হ্রদের গুপ্তরহস্য জানতে পারেন আদম-যেখানে তুমি সাঁতার কাটতে পারো জলেভাসা আগাছায় নিচে তলিয়ে না গিয়েও; এগার প্রকারের জল-সাপ; যেখানে ব্যাঙ ডিম পেড়েছে; পদ্ম-মূল কিভাবে রান্না করে; এবং যেখানে তিনজন ইংরেজ নারী কয়েক বছর আগে ডুবে গিয়েছিলো। 'ফিরিঙ্গি নারীদের একটা দল যারা এই পানির নিকট এসেছিলো ডোবার জন্যে,' তাই বলে। 'কখনো কখনো তারা এটা জানে কখনো কখনো জানে না, কিন্তু তাদের গন্ধ পাওয়ার সেই মিনিটের কথা আমি জানি। তারা পানির নিচে লুকিয়েছিলো আল্লাহ্ই জানেন কার থেকে বা কিসের থেকে– কিন্তু আমার কাছ থেকে তারা লুকাতে পারে না বাবা!' তাই-এর হাসি, উত্থিত হচ্ছে আদমকে সংক্রমিত করার জন্যে– এক বিপুল, বিস্ফোরণময় হাসি যা শুকিয়ে যাওয়া মনে হয় যখন তা বিধ্বস্ত হয় ওই পুরনো, শুকিয়ে যাওয়া শরীরে, কিন্তু আমার দৈত্যকায় নানার মধ্যে সেটা এমনই স্বাভাবিক ছিলো যে কেউই জানতো না, পরবর্তী সময়ে, যে সেটা বাস্তবিকই তার ছিলো না (আমার মামা হানিফ বংশ-পরম্পরায় এই হাসি পেয়েছে; কাজেই যে পর্যন্ত না তার মৃত্যু হয়, বোম্বাইতে বেঁচে থাকে এক খণ্ড তাই)। এবং, তাই-এর কাছ থেকেও, আমার নানা নাক সম্পর্কে বিভিন্ন কথা শোনেন।

তাই বাঁ নাকের ছিদ্রে টোকা মারে। 'তুমি জানো এটা কি নাক? এটা সেই জায়গা যেখানে বহির্বিশ্ব মিলিত হয় তোমার ভিতরের বিশ্বের সাথে। যদি ওগুলো প্রবেশ না করে, তুমি এখানে অনুভব করবে। তারপর যত্নের সাথে তুমি তোমার নাক ডলবে চুলকানি দূর করার জন্যে। ঐ রকম একটা নাক, পুচকে বোকা, এক বিরাট উপহার। আমি বলি: এর

AMARBOI.COM

ওপর আস্থা রাখো। এটা যখন তোমাকে সতর্ক করে তখন লক্ষ্য কারো নইলে তুমি শেষ হয়ে যাবে। তোমার নাককে অনুসরণ করো, তাহলে অনেক দূর যেতে পারবে।' সে গলা পরিস্কার করে; তার চোখ অতীতের পর্বতে ঘুরতে থাকে। আজিজ ঠেশ দিয়ে বসেন খড়ের ওপর। 'একদা এক অফিসারকে আমি চিনতাম সেই মহান ইস্কান্দারের সৈন্যবাহিনীর। তার নাম মনে নেই। তার একটা সবজি ছিলো ঠিক তোমার মতো ঝুলতো তার চোখের মাঝখানে। গান্ধারার কাছে সৈন্যদল যখন থামে, সে তখন স্থানীয় কোনো শিথিল-চরিত্রের রমনীয়া তরুনীর প্রেমে পড়ে। তৎক্ষণাৎ তার নাক চুলকাতে শুরু করে উন্মত্তের মতো। সে ঘর্ষণ করে নাক, কিন্তু কোনো কাজ হয় না। পেশা সেদ্ধ করা ইউক্যালিপ্টাস পাতার ধোঁয়া নেয়। তাতেও ভালো হয় না, বাবা! চুলকানি তাকে পাগল করে দ্যায়; কিন্তু বোকা লোকটা তার পায়ের গোড়ালিতে গর্ত খোঁড়ে আর তার ছোট্ট ডাইনির সাথে থেকে যায় যখন সৈন্যদল বাড়িতে চলে গেছে। সে হয়ে পড়েছিল– কি? – একটা বোকা বস্তু, না এটা না ওটা, একজন ক্রমাগত দোষারোপ করা স্ত্রী আর নাকে এক চুলকানিসহ একজন অর্ধ-ও-অর্ধতর, এবং শেষে সে তার তরবারি ঢুকিয়ে দ্যায় তার পাকস্থলিতে। এ ব্যাপারে তুমি কি ভাবো?'

... ১৯১৫ সালে ডাক্তার আজিজ, যার রুবি আর হীরকগুলো পরিণত হয়েছে অর্ধ-ও-অর্ধতরে, এই কাহিনী স্মরণ করেন যখন তাই প্রবেশ করেছে অভিনন্দন-জ্ঞাপক দূরত্বে। তার নাক তখনো চুলকাচ্ছে। তিনি আঁচড়ান, কাঁধ ঝাঁকান, মাথা নাড়ান; আর তখন চিৎকার করে তাই।

'ওহে! ডাক্তার সাহেব! গণি জোতদারের মেয়ে অসুস্থ।' বার্তাটি, সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত, চিৎকার করে বলা হয় অনুৎসবজনকভাবে হ্রদের ওপর দিয়ে যদিও নৌকার মাঝি আর লোকজনের মধ্যে অর্ধ-দশক সাক্ষাৎ মেলেনি, নারীর ঠোঁটের দ্বারা অবয়বিত যা দীর্ঘ-সময়-না-দেখা অভ্যর্থনার হাসিতে হাস্যময় নয়, সময়কে পাঠায় একটা গতিময়, ঘূর্ণায়মান, অস্পষ্ট বিক্ষুব্ধ উত্তেজনার মধ্যে...

... 'ভেবে দেখ, বাছা,' তাজা লেবুর রস মিশ্রিত পানিতে চুমুক দিতে দিতে আদমের মা বলছেন, অবসর প্রাপ্তার ভাব নিয়ে তিনি আয়েস করে বসে আছেন একটি তখতে, 'জীবন কিভাবে মোড় নেয়। অনেক বছর যাবত আমার পায়ের গোড়ালিও ছিলো গুপ্ত বিষয়, আর এখন অজানা লোকজন যারা এমন কি পরিবারের সদস্য নয় তারাও আমাকে দেখতে পায়।'

... গনি জোতদার দাঁড়িয়ে আছে শিকারী ডায়ানার বিশাল একটি তৈলচিত্রের নিচে, সেটি বাঁধানো আঁকাবাঁকা সোনায়। গনি পরে আছে পুরু গাঢ় চশমা আর তার বিখ্যাত বিষাক্ত হাসি, এবং আলোচনা করছে শিল্প নিয়ে। 'আমি এটা কিনেছিলাম হতভাগা এক ইংরেজের কাছ থেকে, ডাক্তার সাহেব। পাঁচশ' রুপী মাত্র– আর তাকে আমি ঠাকাইনি মোটেও। পাঁচশ' কাঠি কি? আপনি দেখুন, আমি একজন সংস্কৃতি-প্রেমিক।'

... 'দেখ, আমার, আমার বাছা,' মেয়েটাকে পরীক্ষা করতে শুরু করলে আদমের মা বলছেন, 'একজন মা তার বাচ্চার জন্যে কি করবে না। দেখ আমি কিভাবে ভুগি। তুমি একজন ডাক্তার... অনুভব করো এই চামড়ায় ফুসকুড়ি, এই দাগযুক্ত কড়া, বোঝো যে সকাল দুপুর আর রাতে আমার মাথা যন্ত্রণা করে। আমার গ্লাসটা ভরে দাও, বাছা।'

... কিন্তু তরুণ ডাক্তার নৌকার মাঝির চিৎকারে প্রবেশ করেছেন সর্বাধিক অভগুসুলভ উত্তেজনার বেদনায়, এবং চেঁচিয়ে বলেছেন, 'আমি এক্ষুণি আসছি! কেবল আমার জিনিসপত্রগুলো আনতে দাও!' শিকারার গলুই স্পর্শ করে বাগানের প্রান্ত। আদম দ্রুত ভিতরে প্রবেশ করছেন, এক বাহুর নিচে চুরুটের মতো গোল করে পাকানো জায়নামাজ, ভিতরের আকস্মিক আধো অন্ধকারে নীল চোখ দুটো পিটপিট করছে; তিনি চুরুটটা রেখেছেন গাদা করে রাখা Vorwarts ও লেনিনের What Is To Be Done? ও অন্যান্য প্রচারপত্রের শীর্ষে একটা উঁচু তাকের ওপর, তার অর্ধ-বিবর্ণ জার্মান জীবনের ধুলিময় প্রতিধ্বনি; তিনি টেনে বের করছেন, তার বিছানার নিচ থেকে, একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড লেদার কেস যেটাকে তার মা তার 'ডাক্তারি-এটাচি' বলে থাকেন, আর তিনি উঠে দাঁড়ালে ও কামরা থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলে লেদার কেসটি দুলে ওঠে, তার ওপর লেখা HEIDELBERG শব্দটি চকিতে দৃশ্যগ্রাহ্য হয়, ব্যাগের তলায় চামড়ায় পুড়ে ঢুকে গেছে। ক্যারিয়ার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একজন ডাক্তারের কাছে একটা জোতদারের মেয়ে ভালো খবর অবশ্যই, এমন কি যদি সে অসুস্থ হয়ও। নাঃ কারণ সে অসুস্থ।

... কৌণিক আকৃতির আলোর প্রান্তরে একটা খালি আচারের কাচ-পাত্রের মতো আমি বসে থাকি, তেষট্টি বছর আগে আমার নানার এই দৃশ্যের দ্বারা পরিদর্শন করে, যা রেকর্ড করে রাখার দাবি জানায়, তার মায়ের আলিঙ্গনের পরিব্যাপনে আমার নাক পূর্ণ হয়ে যায় যা তাকে সেদ্ধ করে ফেলে, আদম আজিজের এমন সাফল্যপূর্ণ একটা প্র্যাকটিস প্রতিষ্ঠার দৃঢ়চিত্ততার সহায়ক শক্তি নিয়ে যাতে তাকে আর কখনোই রত্ন-পাথরের দোকানে ফিরে যেতে না হয়, একটা বিশাল ছায়াময় বাড়ির অন্ধ ছাতা-ধরা অবস্থা নিয়ে যার মধ্যে তরুণ ডাক্তার দাঁড়িয়ে, চমৎকার চোখের সাদামাটা একটা মেয়ের তৈলচিত্রের সামনে। আমাদের জীবনের বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমার অনুপস্থিতিতেই ঘটে যায়: কিন্তু আমার মনে হয় যে কোনোখান থেকে আমাকে আমার জ্ঞানের ফাঁক পূরণের কৌশল খুঁজে পেতে হবে; যাতে সব কিছুই আমার মাথায়, বিস্তারিতভাবে একেবারে শেষ পর্যন্ত, এমন ধরনের মনে হয় খুব সকালের বাতাসে কুয়াশা ভেসে যায়... সমস্ত কিছু, আর কেবল একটা মাত্র সূত্রই নয়, একটা পুরনো টিনের ট্রাংক খোলার মাধ্যমে যা থাকা উচিৎ ছিলো মাকড়শার জালে ছাওয়া এবং বন্ধ।

... আদম তার মায়ের গেলাস পুনরায় ভরে দেন এবং চিন্তিতভাবে মেয়েটিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা চালিয়ে যান। 'এই ফুসকুড়ি আর ব্রণে কিছু ক্রিম দিন, আম্মা। মাথা ধরার জন্যে, বড়ি আছে। গরম অবশ্যই বিদূরিত হবে। কিন্তু হতে পারে দোকানে বসবে পর্দা পরে... তাহলে কোনো অশ্রদ্ধার চোখ আর... ঐ ধরনের নালিশ প্রায়ই শুরু হয় মনে...'

... পানিতে দাঁড়ের শব্দ। হ্রদে থুথু ফেলার শব্দ। তাই গলা পরিষ্কার করে এবং রাগত ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে, 'চমৎকার ব্যবসা। একটা ভেজা-মাথা নাক্কু শিশু কোনো একটা কিছু শেখার আগেই চলে যায় দূরে আর সে বড় ব্যাগভর্তি বিদেশি যন্ত্রপাতি নিয়ে ফিরে আসে বড়ো ডাক্তার সাহেব হয়ে, আর এখনও সে প্যাঁচার মতো বোকা। আমি শপথ করে বলছি; একটা অত্যন্ত বাজে ব্যবসা।'

... ডাক্তার আজিজ অস্বস্তি সহকারে উঠে আসছেন, পা থেকে পায়ে, জোতদারের হাসির প্রভাবে, যায় উপস্থিতিতে আয়েশ অনুভব করা সম্ভব নয়; এবং অপেক্ষা করছেন তার নিজের অনন্যসাধারণ আবির্ভাবে কিছু প্রতিক্রিয়ার জন্যে। তিনি তার আকার, তার নানা বর্ণের মুখ, তার নাক ইত্যাদি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন... কিন্তু গনি কোনো চিহ্ন তৈরি করে না, এবং তরুণ ডাক্তার সমাধান বের করেন, বিনিময়ে, তার অস্বস্তি প্রকাশ হতে না দেওয়া। তিনি তার ওজন তোলা থামান। তারা পরস্পরের মুখোমুখি হন, প্রত্যেকে অপরজনের প্রতি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি গোপন (অথবা এমনই মনে হয়েছিলো) করছেন, ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করছেন তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের। এবং এখন গনি ভিন্ন পথ নেয়, শিল্প-প্রেমিক থেকে কঠিন-মানুষে বদলে যাচ্ছে। 'এটা আপনার জন্যে একটা বড়ো ধরনের সুযোগ ইয়ং ম্যান,' সে বলে। আজিজের চোখ আটকে আছে ডায়ানার ওপর। তার গোলাপি চামড়ার প্রশস্ততা দৃশ্যযোগ্য।

... তার মা শোকে কাতরাচ্ছেন, মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। 'না, কি আর তুমি জানো, বাছা, তুমি বিশাল এক ডাক্তারে পরিণত হয়েছো কিন্তু রত্নপাথরের ব্যবসা আলাদা ব্যাপার। কালো বোরখার ভিতরে লুকায়িত একটা মহিলার কাছ থেকে নীলকান্তমণি কিনবে কে? এটা আস্থা গড়ে তোলার একটা প্রশ্ন। কাজেই আমার দিকে তাদের তাকাতেই হবে; আর অবশ্যই আমাকে সেদ্ধ হতে হবে যন্ত্রণা পেতে হবে। যাও, যাও, তোমার বেচারা মায়ের কথা ভেবে আর মাথা দুটি উদ্বিগ্ন করতে হবে না।'

... 'বড়ো ব্যাপার,' তাই হ্রদের পানিতে থ থু ফেলছে, 'বড়ো ব্যাগ, বড়ো ব্যাপার। বাহ! বাড়িতে আমাদের যথেষ্ট বড়ো ব্যাগ নেই যে তুমি শুয়োরের চামড়ায় প্রস্তুত ঐ বস্তু নিয়ে আসবে যা তাকিয়ে দেখাটাও অপরিচ্ছন্ন লাগবে? আর ভিতরে, খোদা জানেন কি সব আছে।' ডাক্তার আজিজ, বসে আছেন ফুলতোলা পর্দা আর আগরবাতির সুগন্ধের মধ্যে, তার চিন্তাভাবনা অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছেন হ্রদের ওপরে অপেক্ষমান তার রোগীনির থেকে। তাই-এর তিক্ত আত্মকথন তার চেতনায় ভেঙে পড়ে, একটা অলস আঘাতের অনুভূতি সৃষ্টি করছে, আগরবাতির গন্ধটাকে জোরালো করার ক্ষতিকারক শব্দের মতো একটা গন্ধ... বৃদ্ধ মানুষটা কোনো ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে ক্রুদ্ধ একটা অপ্রতিরোধ্য ক্রোধের দ্বারা পীড়িত যা আবির্ভূত হয় তার পূর্বকালীন সহকারিতে পরিচালিত হতে, অথবা, অনেক বেশি মূল্যবানভাবে ও বিদঘুটেভাবে, তার ব্যাগে। ডাক্তার আজিজ অল্প কথা বলার চেষ্টা চালান... 'তোমার স্ত্রী ভালো তো? ওরা কি এখনো তোমার সোনার দাঁতের ব্যাগের কথা বলে?'... চেষ্টা করেন পুরনো এক বন্ধুত্বকে পুনরায় তৈরি করতে; কিন্তু তাই এখন

পুরো দমে উড়ে চলেছে, তার ভিতর থেকে তীব্র নিন্দাপূর্ণ ভাষা প্রবাহ উপচে পড়ছে। পীড়নের প্রাবল্যের মধ্যে হেইডেলবার্গি ব্যাগটা কাঁপে। বাঞ্ছোত শুয়োরের চামড়ার ব্যাগ বিদেশিতে পূর্ণ বাইরে থেকে আনা' কৌশল। বড়ো ব্যাপার ব্যাগ। এখন যদি কোনো লোক একটা হাত ভেঙে ফেলে তাহলে ঐ ব্যাগ পাতা দিয়ে হাড় বাঁধার কাজ সারবে না। এখন একজন লোক তার বউকে অবশ্যই ব্যাগটার পাশে শুতে দেবে আর দেখবে ছুরি আসছে আর তার বউকে কেটে উন্মুক্ত করছে। একটা চমৎকার ব্যবসা, যা এই বিদেশিরা আমাদের তরুণদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি হলফ করে বলতে পারি: এটা অতিশয় খারাপ ব্যাপার। ঐ ব্যাগটা ভাজা উচিৎ দোযখে অনিশ্বরসুলভ অন্তকোষ সহ।'

... গনি জোতদার বুড়ো আঙুল দিয়ে তার বাহুত্রাণ টেনে শব্দ করে। 'একটা বিশাল সুযোগ, হ্যাঁ বাস্তবিকই। শহরে তারা তোমার সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলছে। চমৎকার মেডিক্যাল প্রশিক্ষণ। ভালো... খুবই ভালো... পরিবার। আর এখন আমাদের নিজেদের মহিলা ডাক্তার অসুস্থ খাতে তুমি তোমার সুযোগ নিতে পারো। ঐ মহিলা, আজকাল প্রায় সবসময় অসুস্থ, বেশি বৃদ্ধা, আমি ভাবছি, এবং সর্বশেষ উন্নয়ন পর্যন্তই নয় শুধু, কি– কি? আমি বলি: চিকিৎসক নিজেই নিজেকে আরোগ্য করে। আর আমি তোমাকে এটা বলছি: আমার ব্যবসার সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ বস্তুবাদী। অনুভূতি, ভালোবাসা, আমি রেখেছি শুধু আমার পরিবারের জন্যে। যদি কোনো ব্যক্তি আমার জন্যে একটা প্রথম-শ্রেণীর কাজ না করছে, সে কোন চুলোয় যায়! তুমি আমার কথা বুঝতে পারছো? কাজেই: আমার কথা নাসিম সুস্থ নেই। তুমি চমৎকারভাবে তার চিকিৎসা করবে। মনে রেখো আমার বন্ধু আছে; এবং খারাপ-স্বাস্থ্য বেশি বা কম আঘাত করে একই রকম।'

... 'তুমি কি এখনো তোমাকে পুরুষত্ব দিতে ব্র্যাণ্ডিতে জল-সাপ জারিত করো, তাইজী? তুমি কি এখনো পদ্মমূল খাও মশলা ছাড়াই?' দ্বিধাগ্রস্ত প্রশ্ন। ডাক্তার আজিজ রোগ বিশ্লেষণ শুরু করেন। খেয়ার লোকের কাছে ব্যাগটি বিদেশের প্রতিনিধিত্ব করে; এটা বিদেশি বস্তু, আক্রমণকারি, প্রগতি। এবং হ্যাঁ, এটা অবশ্যই তরুণ ডাক্তারের মনে জায়গা নিয়েছে; এবং হ্যাঁ, এতে ছুরি আছে, এবং কলেরা ও ম্যালেরিয়া ও স্মল পক্সের নিরাময় আছে; এবং হ্যাঁ, এটা বসে থাকে ডাক্তার ও মাঝির মাঝখানে, এবং তাদের বানিয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বি। ডাক্তার আজিজ লড়াই শুরু করেন, বিষণ্নতার বিরুদ্ধে, এবং তাই-এর ক্রোধের বিরুদ্ধে, যা তাকে সংক্রমিত করতে শুরু করেছে, তার নিজের পরিণত হতে, যা কচিৎ জেগে ওঠে, কিন্তু আসে, যখন তা আসে তার গভীরতর স্থানগুলো থেকে গর্জনের ভিতরে অঘোষিত দৃশ্যের ভেতরে সমস্ত কিছুই পতিত; তারপর অদৃশ্য হয়, তাকে ছেড়ে যায় বিস্ময়ের কাছে কেন প্রত্যেকে অমন বিষণ্ন ... তারা গনির বাড়ির সমীপবর্তী হচ্ছে। একজন বাহক শিকারা অপেক্ষা করায়, একটা ছোট কাঠের জুটির ওপর হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। আজিজ তার মন হাতের কাজে স্থির করেন।

...'আপনার নিয়মিত ডাক্তার আমার ভিজিটে রাজি হয়েছে, গনি সাহেব?'... আবার, একটা দ্বিধাগ্রস্ত প্রশ্ন এক পাশে হালকাভাবে সরিয়ে রাখা হলো। জোতদার বলে, 'ওহ, সে রাজি হবে। এখন আমাকে অনুসরণ করুন, দয়া করে।'

... বাহক জেটিতে অপেক্ষা করছে। শিকারা স্থিরভাবে ধরে থাকলো আদম আজিজ তাতে ওঠার সময়, হাতে ব্যাগ। এবং এখন, অবশেষে, তাই সরাসরি আমার নানার সাথে কথা বলে। তার মুখে দাগ, তাই জানতে চায়, 'এটা আমাকে বলুন, ডাক্তার সাহেব: মরা শুয়োরের চামড়ায় প্রস্তুত ঐ ব্যাগের মধ্যে আপনি কি ঐ যন্ত্রগুলোর একটা পেয়রছেন যা বিদেশি ডাক্তাররা গন্ধের জন্যে ব্যবহার করে?' আদম তার মাথা নাড়েন, বুঝতে পারেননি প্রশ্নটা। তাই-এর কণ্ঠস্বর বিরক্তির নতুন স্তর জড়ো করে। 'আপনি জানেন, স্যার, হাতির শুঁড়ের মতো একটা জিনিস।' আজিজ, সে কি বলছে বুঝতে পেরে উত্তর দেন: 'একটা স্টেথোস্কোপ? স্বাভাবিক।' তাই জেটি থেকে শিকারাটা ঠেলে নামায়। থুথু ফেলে। বাইতে শুরু করে। 'আমি জানি এটা,' সে বলে। 'তুমি এখন ঐ ধরনের একটা যন্ত্র ব্যবহার করবে, তোমার নিজের প্রকাণ্ড নাকের পরিবর্তে।' আমার নানা এ কথা ব্যাখ্যা করার ঝামেলা করেন না যে একটা স্টেথোস্কোপ একটা নাকের চেয়েও বরং বেশি সদৃশ একজোড়া কানের। তিনি নিজেরই যন্ত্রণা শ্বাসরুদ্ধ করেছেন, একটা নিক্ষিপ্ত শিশুর ক্ষুব্ধ ক্রোধ; আর তাছাড়াও, একজন রোগী অপেক্ষমান। মুহূর্তের গুরুত্বের ওপর সময় স্থির হয় ও নিবিষ্ট থাকে।

বাড়িটা ছিলো সমৃদ্ধ কিন্তু বিশ্রীরকম আলোকিত গনি একজন বিপত্নীক। চাকররা এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করতো। ঘরের আনাচে-কানাচে মাকড়শা জল বুনেছিলো আর দেয়ালের তাকের ওপর জন্মেছিলো ধুলোর স্তর। তারা লম্বা একটা করিডোর দিয়ে হেঁটে এলো; দরোজাগুলোর একটা ছিলো ঈষদুন্মুক্ত এবং সেটার ভিতর দিয়ে আজিজ একটা কক্ষ দেখতে পেলেন ভয়ংকর বিশৃঙ্খল অবস্থায়। এই ক্ষীণ আলো, গনির গাঢ় চশমায় আলোর একটা ঝলকানিতে সংযুক্ত, অমস্মাৎ আজিজকে অবগত করলো যে জোতদারটি অন্ধ। তার অস্বস্তির বোধকে এটা উত্যক্ত করলো: একজন অন্ধ মানুষ ইউরোপীয় তৈলচিত্রসমূহ উপলব্ধি করার দাবি করে? তিনি, এছাড়াও অভিভূত হলেন, কেননা গনি কোনো কিছুর সাথে টক্কর খায়নি... তারা একটা পুরু সেগুনের দরোজার বাইরে থামলেন। গনি বললো, 'এখানে দাঁড়ান দু মুহূর্ত,' এবং দরোজার পিছনে কক্ষের ভিতর চলে গেল।

পরবর্তী বছরগুলোয়, ডাক্তার আজিজ শপথ করে বলেছিলেন যে জোতদারের অন্ধকারাচ্ছন্ন মাকড়শা কবলিত করিডোরে নির্জনতার ওই দুই মুহূর্ত সময়কালে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়ে পলিয়ে যাবার প্রায় অপ্রতিরোধ্য এক আকাঙ্খার মুঠিতে আটকা পড়েছিলেন পা যতোটা দ্রুত তাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারতো। অন্ধ শিল্প-প্রেমিকের রহস্যে তিনি স্নায়ু শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। তার ভিতরটা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো ক্ষুদ্রকায় উড়ন্ত পোকামাকড়ে তাই-এর বিড়বিড়ানির ফলস্বরূপ। তার নাকের ছিদ্রপথে এমন মাত্রায় চুলকাতে থাকে যা তার মনে এ ধারণার জন্ম দ্যায় যে কোনোভাবে তার যৌনরোগ হয়েছে।

তিনি অনুভব করেন যে তার পা ধীরে ধীরে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। অনুভব করেন তার কপালের দু পাশে রক্ত দপদপ করছে। এবং ফিরে না আসার এমন এক মাত্রার ওপর দণ্ডায়মান থাকার এমন শক্তিশালী এক উত্তেজনায় ধৃত হন যে তিনি তার। জার্মান উলে তৈরি ট্রাউজার ভিজিয়ে ফেলার উপক্রম করেন। তিনি আরম্ভ করেন, না জেনেই, ভয়ানকভাবে লজ্জায় গাল রাঙা করে ফেলতে। এই খানে তার সামনে আবির্ভূত হলেন তার মা। একটা নিচু ডেস্কের সামনে তিনি উপবিষ্টা। আলোর দিকে তিনি একটা নীলকান্তমণি তুলে ধরলে তার সারা মুখে রক্তিমাভার মতো ফুসকুড়ি ছড়িয়ে পড়ে। তার মায়ের মুখ তাই মাঝির যাবতীয় অবজ্ঞা অর্জন করেছিলো। 'যাও, যাও, দৌড় দাও,' তিনি তাকে বললেন তাই-এর কণ্ঠস্বরে, ' তোমার বেচারা বৃদ্ধা মায়ের জন্যে চিন্তা করো না।' ডাক্তার আজিজ আবিষ্কার করলেন নিজেকে তোতলাচ্ছেন, 'কেমন অকেজো একটা ছেলে তুমি পেয়েছো, আম্মা; তুমি কি দেখতে পাও না তরমুজ আকৃতির একটা গর্ত ঠিক আমার মাঝখানে?' তার মা হাসেন এক যন্ত্রণাক্ত হাসি। 'তুমি সর্বদাই এক হৃদয়হীন বালক,' তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, এবং তারপর করিডোরের দেয়ালে একটা গিরগিটিতে পরিণত হন আর তার দিকে জিভ বের করতে থাকে। ডাক্তার আজিজ মাথা ঝিমঝিম অনুভব করা থামান, অনিশ্চিত হয়ে পড়েন যে তিনি বাস্তবিকই জোরে কথা বলেছেন, বিস্মিত হন যে গর্তের ব্যাপারটা দিয়ে তিনি আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন, আবিষ্কার করেন যে তার পা আর পালানোর চেষ্টা করছে না, এবং অনুধাবন করেন যে তাকে লক্ষ্য করা হচ্ছে। কুস্তিগীরের মতো উরুর মাংসপেশীযুক্ত একজন নারী তার দিকে তাকিয়ে আছে, ইশারা করছে তাকে অনুসরণ করে কক্ষের মধ্যে যেতে। তার শাড়ির অবস্থা বলছে যে সে একজন চাকরানি; কিন্তু সে ক্রীতদাসী ছিলো না। 'তোমাকে ঠিক মাছের মতো সবুজ দেখাচ্ছে,' সে বললো। 'তোমরা তরুণ ডাক্তাররা। তোমরা একটা অচেনা বাড়িতে আসো আর তোমাদের যকৃৎ জেলিতে পরিণত হয়। এসো, ডাক্তার সাহেব, ওরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।' ব্যাগটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে তিনি অন্ধকার টিকের দরোজা দিয়ে তাকে অনুসরণ করলেন।

... জায়গাবিশিষ্ট একটা শোবার ঘরে যেটা ছিলো বাড়িটির অবশিষ্ট অংশের মতোই খুব হালকাভাবে আলোকিত; এখানেও ধুলিময়সূর্যালোক এসে পড়ছিলো এক দিকের উঁচু দেয়ালের ফ্যানলাইটের ভিতর দিয়ে। এই আলোর রশ্মি একটা আলোকিত দৃশ্য এমন উল্লেখযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলো ডাক্তার জীবনে যা আর কখনো দেখেননি: এমন অতীব উৎকৃষ্ট আশ্চর্যতার তাক লাগানো ছাব যে তার পা আবারও দরোজার দিকে ঘুরতে আরম্ভ করলো। আরও দুই নারী, একই প্রকার পেশাদার কুস্তিগীরের মতো গড়ন, আলোর মধ্যে শক্তভাবে অনড় দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকেই একটা বিশাল শাদা রঙের বিছানার চাদরের এক কোণ ধরে আছে, তাদের বাহু উঠে আছে তাদের মাথার ওপর যাতে চাদরটা পর্দার মতো ঝুলে আছে তাদের মধ্যখানে। মি: গনি সূর্যালোকিত চাদরের প্রান্ত তুলে ধরে

AMARBOI.COM

এবং আদমকে সুযোগ দেয় বোকার মতো অদ্ভুত চমকপ্রদ নাটকটা টা দেখার প্রায় আধ মিনিটের জন্যে। যার শেষে, এবং একটাও কথা বলার আগে, ডাক্তার একটা বিষয় আবিষ্কার করলেন·

চাদরের একেবারে মাঝখানে, একটা গর্ত কাটা হয়েছিলো, প্রায় সাত ইঞ্চি ব্যসের একটা কর্কশ বৃত্ত। 'দরোজা বন্ধ করো আয়া,' মহিলা কুস্তিগীরদের প্রথমজনবে নির্দেশ দেয় গনি, এবং তারপর, আজিজের দিকে ফিরে, গোপনীয়তায় পরিণত হয়। 'এই শহরে অনেক অকম্মার দল আছে যারা কোনো কোনো সময় আমার কন্যার কামরায় দেয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে। তার দরকার,' সে পেশীসমৃদ্ধা তিন নারীর দিকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করে, 'রক্ষক।'

আজিজ তখনো তাকিয়ে আছেন ছিদ্রযুক্ত চাদরের দিকে। গনি বললো, 'ঠিক আছে, আসুন, আপনি এখন আমার নাসিমকে পরীক্ষা করবেন। প্রন্তো।'

আমার নানা কামরার চারদিকে তাকান। 'কিন্তু সে কোথায়, গনি সাহেব?' তিনি শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেন। মহিলা কুস্তিগীররা উন্নাসিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে এবং, এটা তার মনে হলো, তাদের পেশী শক্ত করে, যদি কোনো কল্পনা চেষ্টা করার উদ্দেশ্য তার থাকে।

'আহ, আমি আপনার বিভ্রান্তি বুঝতে পারছি,' গনি বললো, তার বিষাক্ত হাসি প্রশস্ত হচ্ছিলো, 'আপনারা ইউরোপ-প্রত্যাগত বালকেরা অনেক প্রচলিত ব্যাপারই ভুলে গেছেন। ডাক্তার সাহেব, আমার কন্যা একটা ভদ্র মেয়ে, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। একজন অচেনা মানুষের নাকের ডগায় সে তার শরীর প্রদর্শন করতে পারে না। আপনি বুঝবেন যে আপনি তাকে চোখে দেখার অনুমতি পাবেন না, না, কোনো অবস্থাতেই না; রীতি অনুসারেই আমি তাকে ঐ চাদরের ওপাশে বসিয়েছি। সে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, একটি সুবোধ বালিকার মতো।' একটি ক্ষিপ্ত সুর ডাক্তার আজিজের কণ্ঠস্বরে ঢুকে পড়লো। 'গনি সাহেব, আমাকে বলুন তাকে না দেখেই কিভাবে আমি তাকে পরীক্ষা করবো?' গনি হাসলো।

'আপনি দয়া করে নির্দিষ্ট করে জানাবেন আমার কন্যার কোন অংশ তদন্ত করা প্রয়োজন। আমি তখন তাকে সেই কাঙ্খিত অংশ ঐ গর্তে স্থাপন করতে নির্দেশ জারি করবো যা আপনি ওখানে দেখবেন। আর তাই, এই পন্থাতেই কাজ হবে নিশ্চয়।'

'কিন্তু, যে কোনো ব্যাপারেই, ভদ্র মহিলার সমস্যাটা কি?'– আমার নানা, হতাশাপূর্ণভাবে তা শুনে মিঃ গনি, তার চোখ কপালে উঠে যাচ্ছে, তার হাসি নাচানাচি করছে একটা দুঃখের মুখবিকৃতির ভিতর, উত্তর দিলো: 'বেচারা শিশু! তার ভয়ানক, অত্যন্ত মারাত্মক পেটে ব্যথা।' 'সেক্ষেত্রে,' ডাক্তার আজিজ বললেন কিছু নিয়ন্ত্রণ সহকারে, 'সে কি আমাকে তার পেট দেখাবে, দয়া করে।'

২ Mercurochrome
মারকিউরোক্রম

পদ্ম–আমাদের মোটাসোটা গোলগাল পদ্ম– চমকপ্রদভাবে মুখ গোমড়া করছে। (সে পড়তে পারে না এবং, অন্য সমস্ত মৎস্য-প্রেমীর মতো, তার কোনো কিছু না-পারার বিষয় সম্পর্কে অবহিত অন্য লোকদের অপছন্দ করে। পদ্ম: দৃঢ়, হাস্যোজ্জ্বল, আমার শেষ দিনগুলোর এক সান্ত্বনা। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবেই সে জাবনা-পাত্রে একটা কুত্তী।) ডেস্ক থেকে সে আমাকে মিষ্টি কথায় ভোলামোর চেষ্টা চালায়: 'খাবে, না, খাবার তো নষ্ট হচ্ছে।' আমি আনড়ভাবে কাগজের ওপর কুঁজো হয়ে ঝুঁকে থাকি। 'অতো কী মহামূল্যবান,' পদ্ম দাবি করে, তার ডান হাত উপরেনিচে করে বাতাস কাটে ছুরি চালানোর ভঙ্গিতে ক্রুদ্ধভাবে, 'এই সব লেখায় দরকার?' আমি উত্তর দিই: এখন যেহেতু আমি আমার জন্মের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করতে দিয়েছি, এখন যেহেতু ছিদ্রযুক্ত চাদর ঝুলছে ডাক্তার ও রোগীর মাঝখানে, সেহেতু ফিরে যাওয়া যাচ্ছে না। পদ্ম রাগে গরগর করে। কপালে কবজির আঘাত করে। 'ঠিক আছে, অনাহার অনাহার, দু পয়সার তোয়াক্কা করে কে?' আরো এক সশব্দ, উপসংহারমূলক গরগর কিন্তু আমি তার মনোভাবকে ব্যতিক্রম হিসেবে নিই না। সারাদিন সে একটা বুদবুদ ওঠা বড় জালা আলোড়িত করে জীবনযাপনের জন্যে; উষ্ণ ও ভিনেগারসুলভ কিছু একটা আজ রাতে তাকে সেদ্ধ করেছে। পুরু কোমর, কিছুটা লোমশ বাহু, সে অস্থিরভাবে চলতে আরম্ভ করে, অঙ্গভঙ্গি করে, প্রস্থান করে। বেচারা পদ্ম। সব সময় ঘটনাবলী তাকে ছাগল বানাচ্ছে। হয়তো এমন কি তার নামও: বোধগম্যভাবে যথেষ্ট, তার মা তাকে বলার পর থেকে, যখন মাত্র সে ছোট ছিলো, যে পদ্ম দেবীর নাম অনুসারে তার নাম রাখা হয়েছে, গ্রামের মানুষদের মধ্যে যার সবচে সাধারণ অভিধা হচ্ছে 'গোবরে জন্মায় যে'।

নবায়নকৃত নীরবতায়, আমি কাগজের পাতাগুলোয় প্রত্যাবর্তন করি যার থেকে সামান্য হলুদের গন্ধ আসছে, প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক এর দুর্দশা বর্ণনা করতে যা আমি গতকাল বাতাসে ঝুলিয়ে রেখে গেছি ঠিক যেমন শেহেরাজাদে, রাজকুমার শাহরিয়ারকে চরম কৌতুহলে ঝুলিয়ে রাখার ওপর নির্ভর করছে যার বেঁচে থাকা, রাতের পর রাত করতে অভ্যস্ত হয়েছিলো! আমি অবিলম্বে শুরু করবো ঃ এটা উন্মোচনের দ্বারা যে করিডোরে

আমার নানার পূর্বাশংকা ভিত্তিহীন ছিলো না। পরবর্তী মাস ও বছরগুলোয়, তিনি পড়ে যান জাদুতে যা আমি কেবল বর্ণনা করতে পারি জাদুকরের বিপুল ছিদ্রযুক্ত চাদরের জাদু হিসেবে।

'আবার?' আদমের মা বলেন, তার চোখ ঘুরছে। 'আমি তোমাকে বলি, আমার বাছা, ওই মেয়ে এমন অসুস্থ হয়েছে খুব বেশি আহ্লাদের কারণে। অতিরিক্ত মিষ্টি খায় আর ধ্বংস হচ্ছে, মায়ের ঘনিষ্ঠ হাতের অনুপস্থিতির কারণে। কিন্তু যাও, তোমার অদৃশ্য রোগীর যত্ন নাও, তোমার মা তার যৎকিঞ্চিৎ মাথা ধরা নিয়ে ঠিক আছে।'

ওই বছরগুলোয়, তুমি দেখ, ভূস্বামীর কন্যা নাসিম গণি দারুণ অনন্যসাধারণ কয়েকটি ছোটখাটো অসুখে আক্রান্ত হয়েছিলো। আর প্রতিবার একজন শিকারাওয়ালা বড় নাকবিশিষ্ট দীর্ঘদেহী তরুণ ডাক্তার সাহেবকে ডেকে নিয়ে যেতো যিনি উপত্যকায় ওই ধরনের খ্যাতি অর্জন করছিলেন। তিনজন নারী কুস্তিগীর এবং সূর্যালোকের রশ্মি নিয়ে শয়নকক্ষে আদম আজিজের ভিজিট সাপ্তাহিক ঘটনায় পরিণত হলো; এবং প্রতি ঘটনায় তিনি একটা ক্ষণিক দৃষ্টি দিতে থাকেন স্বেচ্ছায় অঙ্গহানিযুক্ত চাদরের ভিতর দিয়ে, তরুণ নারীর শরীরের একটা আলাদা সাত ইঞ্চি বৃত্তের। তার প্রাথমিক পেটে ব্যথা ডান পায়ের গোড়ালিতেও সঞ্চারিত হয়েছিলো, বাম পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর একটা ভিতরের দিকে বর্ধমান নখ, বাম দিকের নিচের পায়ের ডিমে একটা ছোট কাটা। 'টিটেনাস হচ্ছে খুনী, ডাক্তার সাহেব,' ভূস্বামী বললো, 'একটা সামান্য আঁচড়ের জন্যে আমার নাসিম মরতে পারে না।' একটা ব্যাপার ছিলো তার শক্ত ডান হাঁটু, ডাক্তার যেটা নিপুণভাবে ব্যবহার করতে বাধ্য ছিলেন চাদরের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে... এবং একটা সময়ের পর অসুস্থতাসমূহ ঊর্ধ্বমুখী লাফ দিলো, এড়িয়ে যেতে লাগলো নির্দিষ্ট অনুল্লেখযোগ্য এলাকা, আর দ্রুত বিস্তার করতে শুরু করলো তার দেহের উপরের অর্ধাংশের চারপাশ। সে কিছু একটা রহস্যজনক ব্যাপারে ভুগছিলো যেটাকে তার বাবা Finger Rot বলতো, যা চামড়াকে তার হাতের থেকে পর্বতে পর্বতে তৈরি করতো; কবজির হাড়ের দুর্বলতা থেকে, যার জন্যে আদম ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটের ব্যাবস্থাপত্র দেন; এবং কোষ্ঠকার্বন্য আক্রমণের থেকে, যার জন্যে তিনি জোলাপের একটা কোর্স দেন তাকে, যে পর্যন্ত এক করার অনুমতির প্রশ্ন ছিলো না। তার জ্বর হয়েছিলো এবং তার শরীরের উত্তাপ ছিলো স্বাভাবিকের চেয়ে কম এই সকল সময়ে ডাক্তারের থার্মোমিটার তার বগলে রাখা হতো এবং ডাক্তার হু হাঁ করতেন কার্যপ্রণালির আপেক্ষিক অদক্ষতা সম্পর্কে। বিপরীত বগলে একবার তার সামান্য tineachloris দেখা দিয়েছিলো আর তিনি তাকে হলুদ পাউডার মাখিয়ে দিয়েছিলেন; এই চিকিৎসার পর ডাক্তারকে ডলে দিতে হয়েছিলো পাউডার, কোমল কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে, যদিও নরম গোপন দেহ নড়তে ও কাঁপতে শুরু করেছিলো এবং তিনি শুনতে পেয়েছিলেন চাদর থেকে অদম্য হাসি আসছে, যেহেতু নাসিম গনি ছিলো অত্যন্ত বিশেষ– চুলকানি দূর হলো, কিন্তু অনুযোগ করার মতো নতুন আরও কিছু নাসিম

পেয়ে গেল। গ্রীষ্মে তার হলো আর শীতকালে হাঁপানি। ('ওর নল সবচেয়ে কোমল', গনি ব্যাখ্যা করেছিলো, 'ঠিক যেন ছোট বাঁশির মতো।') অনেক দূরে মহাসমর সংকট থেকে সংকটে যাচ্ছিলো, সে সময় মকড়শার-জাল-পূর্ণবাড়িতে ডাক্তার আজিজ নিজেও জড়িত হয়ে পড়েছিলেন তার বিভাজিত রোগীর অফুরান অনুযোগের বিরুদ্ধে এক সামগ্রিক যুদ্ধে। এবং, যুদ্ধের ওই বছরগুলোয়, নাসিম কখনোই একটি অসুখের পুনরাবৃত্তি ঘটায়নি। 'যা দেখায় যে,' গনি তাকে বলেছিলো, 'তুমি একজন ভালো ডাক্তার। যখন তুমি সুস্থ, সেও চিরকালের মতো সুস্থ। কিন্তু পরিতাপ!'– সে কপালে করাঘাত করে– 'সে দুঃখ করে তার মৃত মায়ের জন্যে, দুখী শিশু, আর ওর শরীরে ভোগান্তি দেখা দেয়। ও খুবই আদুরে শিশু।'

কাজেই ধারাবাহিকভাবে ডাক্তার আজিজ তার মনে নাসিমের একটা ছবি নিতে আসেন, তার কয়েকবার পরিদর্শনকৃত অংশের খারাপভাবে জোড়া দেয়া কোলাজ। একজন বিভক্তি নারীর এই উদ্ভটতা তাকে ভূতগ্রস্ত করতে শুরু করলো, আর সেটা শুধু তার স্বপ্নেই নয়। তার কল্পনার দ্বারা আঠার মতো সেঁটে, সে সঙ্গীনি হয়ে থাকে তার সকল ভ্রমণে, তার মনের সামনের কামরায় সে আসে, যাতে জাগরণে ও নিদ্রায় তার আঙুলের মাথায় তিনি অনুভব করতে পারেন তার বিশেষ চামড়ার কোমলতা অথবা প্রকৃত ছোট কবজি অথবা গোড়ালির সৌন্দর্য; তিনি তার ল্যাভেণ্ডার ও চামেলির গন্ধ পেতেন; তিনি তার কণ্ঠস্বর আর একটি ছোট বালিকার অদম্য হাসির আওয়াজ শুনতে পেতেন; কিন্তু সে ছিলো মস্তকবিহীন, কেননা তিনি কখনো তার মুখ দেখতে পাননি।

ডাক্তারের মা নিজের বিছানায় শুয়ে, তার পেটের ওপর ছড়িয়ে আছেন। 'আসো, আসো, আমাকে চাপ দাও,' তিনি বলেন, 'আমার ডাক্তার পুত্র যার আঙুলগুলো পার তার বৃদ্ধা মায়ের পেশীগুলো নরম করতে। চাপ দাও, চাপ দাও, আমার বাচ্চা কোষ্ঠবদ্ধ হংসের মতো অভিব্যক্তিময়।' ডাক্তার তার কাঁধ সংবাহন করেন। তিনি অনুমোদন করেন, দেশী সংকোচন করে আবার শিথিল করেন।

'নিচে এখন,' তিনি বলেন, 'এখন উপরে। ডান দিকে। বেশ। আমার বুদ্ধিদীপ্ত পুত্র যে দেখতে পায় না ওই গনি জোতদার কি করছে। অমন চতুর, আমার বাছা, তবু সে ধারণা করতে পারে না কেন ওই মেয়েটি তার বকবকানি বিশৃঙ্খলা নিয়ে সর্বদা অসুস্থ। শোনো, আমার বাছা : তোমার মুখের-ওপর বসানো নাকটা একবার দেখ: ওই গনি ভাবছে মেয়েটার জন্যে তুমি একটা ভালো শিকার। বিদেশে শিক্ষিত আর সব দিকেই চমৎকার। আমি দোকানে কাজ করেছি এবং আগুন্তকদের চোখের দ্বারা বিবস্ত্র হয়েছি যাতে তুমি ওই নাসিমকে বিয়ে করো! অবশ্যই আমি সঠিক বলছি; নতুবা সে কেন আমাদের পরিবারের প্রতি দু বার দৃষ্টিপাত করবে?' আজিজ তার মাকে চাপ দেন। 'হা খোদা, থামো এবার, আমাকে হত্যার দরকার নেই কেন না আমি তোমাকে সত্য বলছি!'

AMARBOI.COM

১৯১৮ সালে আদম আজিজ হ্রদের ওপারে তার নিয়মিত ভ্রমণের জন্যে বসবাস করতে এসেছিলেন। এবং এখন তার সহজতা আরও অধিক গভীরে পরিণত হয়েছিলো, কারণ এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে, তিন বছর পর, জোতদার ও তার কন্যাটি পর্দার আড়াল নামাতে ইচ্ছুক হয়েছিলো। এখন, প্রথম বারের মতো, গনি বলে, 'ডান বুকে ফোলা খুব কি দুশ্চিন্তার ব্যাপার, ডাক্তার? দেখ। ভালোভাবে দেখ।' এবং ওখানে, গর্তের আকৃতি ছিলো একটা নিখুঁতভাবে গঠিত এবং গীতিময় মনোহর... 'এটা আমাকে অবশ্যই স্পর্শ করতে হবে,' আজিজ বললেন, আপন কণ্ঠস্বরের সাথে যুদ্ধ করছেন তিনি। গনি তার পিঠে থাপড় করে। 'ছোঁও, ছোঁও!' সে উচ্চস্বরে বলে, নিরাময়কারীর হাত! নিরাময়ের ছোঁয়া না, ডাক্তার?' এবং আজিজ একটা হাত বাড়ান... 'জিজ্ঞেস করছি বলে আমি মাফ চাই; কিন্তু ভদ্রমহিলার কি এখন মাসিকের সময়?'... সামান্য গোপন হাসি দেখা দিচ্ছে মহিলা কুস্তিগীরদের মুখে। গনি, শিষ্টাচারের সাথে মাথা নাড়ছে; 'হ্যাঁ। অমন হতচকিত হয়ো না, বুড়ো বালক। আমরা পরিবার ও চিকিৎসক এখন।' এবং আজিজ, 'তাহলে দুশ্চিন্তা নেই। মাসিক যখন শেষ হবে তখন ফোনা দূর হয়ে যাবে।'... এবং পরবর্তী সময়, 'তার উরুর পিছনে একটা টানা মাংসপেশী, ডাক্তার সাহেব, এমন ব্যথা!' এবং সেখানে, চাদরের মধ্যে, আদম আজিজের চোখ দুটো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, ঝুলে আছে একটা অতুলনীয় সুন্দর গোলাকার এবং অসম্ভব নিতম্ব... আর এখন আজিজ: 'এটা কি অনুমতি দেয়া হয়েছে যে...' এই দফায় গণির কাছ থেকে একটা শব্দ; চাদরের পিছন থেকে একটা অনুগত উত্তর; একটা তার টানা হলো; এবং স্বর্গীয় নিতম্ব থেকে পাজামা খশে পড়লো, যা ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বিস্ময়করভাবে স্ফীত হয়ে থাকে। আদম আজিজ নিজেকে জোর করে ধরে রাখেন মনের এক মেডিক্যাল ফ্রেমে... হাত বাড়ান... অনুভব করেন। এবং নিজের কাছে শপথ করেন, অবাক বিস্ময়ে, যে তিনি নিম্নাঙ্গ লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে দেখতে পান, কিন্তু পুরোপুরি রক্তিমাভ। ওই সন্ধ্যায়, আদম লজ্জার রক্তিমাভা পরিপূর্ণ করেন। চাদরের জাদু কি ছিদ্রের উভয় পাশেই কাজ করেছিলো? উত্তেজিত হয়ে, তিনি মনে মনে ছবি অংকন করেন তার মস্তকবিহীন নাসিমকে যে টানাটানি করছে তার চোখের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ, তার থার্মোমিটার, তার স্টেথোস্কোপ, তার আঙুলগুলোর নিচে এবং তার একটা ছবি সে মনে মনে তৈরির চেষ্টা করছে। সে অসুবিধাজনক অবস্থানে ছিলো, অবশ্যই, কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলো না শুধু তার হাত দুটো ছাড়া... নাসিম গণির জন্যে আদম এক অবৈধ উন্মাদনা নিয়ে আশা করতে আরম্ভ করলেন যে তার জোরালো মাইগ্রেইন অথবা তার অদেখা থুৎনিতে ফুসকুড়ি হবে, যাতে করে তারা পরস্পরের মুখ দেখতে পারে। তিনি জানতেন তার অনুভূতি কেমন অপেশাদার; কিন্তু তা আবদ্ধ করতে কিছুই করলেন না। খুব বেশি কিছু তিনি করেননি। তাদের নিজেদেরএকটা জীবন তারা অর্জন করেছিলো। সংক্ষেপে: আমার নানা প্রেমে পড়েন, আর ছিদ্র যুক্ত চাদরটিকে কিছু একটা পবিত্র ও ঐন্দ্রজালিক বস্ত্র হলে ভাবতে শুরু করেন, কেননা এর

ভিতর দিয়ে তিনি সেইসব বস্তু দেখেন যা তার ভিতরের গর্তটি পূর্ণ করে যা সৃষ্টি হয়েছিলো যখন তিনি মৃত্তিকা খণ্ডে তার নাকের ওপর আঘাত পেয়েছিলেন এবং অপমানিত হয়েছিলেন নৌকার মাঝি তাই-এর দ্বারা।

বিশ্ব যুদ্ধ পরিসমাপ্তির দিনে, নাসিমের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মাথা ধরা শুরু হলো। এমন ঐতিহাসিক কাকতালীয় ঘটনা আবর্জনার পাত্র করেছে, এবং হয়তো নোংরা করেছে বিশ্বে আমার পরিবারের অস্তিত্ব।

চাদরের ছিদ্রে যা আকৃতি হয়ে ছিলো তার দিকে তিনি কদাচ তাকানোর সাহস পেলেন। হতে পরে মেয়েটি ছিলো বিভৎস হয়তো সেটাই এই সমস্ত পারফরম্যান্সের ব্যাখ্যা দেয়... তিনি তাকান। এবং দেখতে পান একটা কোমল মুখ যা মোটেও কদাকার নয়, তার প্রভাময় রত্ন চোখের জন্যে গদিযুক্ত স্থাপন যা ছিলো সোনার ডোরাকাটা চিহ্নযুক্ত বাদামি: বাঘের-চোখ। ডাক্তার আজিজের প্রেমে পড়া সম্পূর্ণ হয়েছিলো। আর নাসিম ফেটে পড়ে, 'কিন্তু ডাক্তার, ইয়া মাবুদ, কী একটা নাক!' গনি সক্রোধে, 'মেয়ে, নিজের চরকায়...' কিন্তু রোগী আর ডাক্তার একত্রে হাসছিলো, এবং আজিজ বলছিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা একটা উল্লেখযোগ্য নমুনা। তারা আমাকে বলে এটার মধ্যে রাজবংশ অপেক্ষা করছে...' এবং তিনি তার জিভে কামড় খান কারণ প্রায় যোগ করে ফেলেছিলেন যে, '... শ্লেষ্মার মতো।'

এবং গনি, যে অন্ধের মতো দাঁড়িয়েছিলো চাদরের পাশে সুদীর্ঘ তিনটি বছর, হাসছিলো আর হাসছিলো আর হাসছিলো, আরও একবার তার গোপন হাসি হাসতে আরম্ভ করেন, যা প্রতিবিম্বিত হয়েছিলো কুস্তিগীরদের ঠোঁটে।

ইতোমধ্যে, নৌকার মাঝি স্নান ছেড়ে দেবার তার অব্যাখ্যাত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সুপেয় পানির হ্রদে সিক্তকরা একটা উপত্যকায়, যেখানে এমন কি সবচেয়ে দরিদ্রতম লোকেরাও তাদের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে গর্ব করতে পারতো (এবং করতো), তাই দুর্গন্ধযুক্ত থাকাটাই বেছে নিলো। তিনবছর ধরে সে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার পরও স্নান বা শৌচকর্ম করে না। একই পোশাক পরে থাকে, অধৌত, বছর আসে, বছর যায়; শীতকালে একমাত্র যা সে ছাড় দ্যায় তাহলো পচে যাচ্ছি এমন পায়জামার ওপর তার চুগা কোটটা চাপায়। গরম কয়লার ছোট্ট ঝুড়িটা যা সে বহন করে চুগার ভিতরে, কাশ্মিরি রেওয়াজ মোতাবেক, তীব্র শীতে নিজেকে উষ্ণ রাখার জন্যে, কেবল মাত্র গুরুত্ব দেয় তার অশুভ গাত্রগন্ধ। সে খুব ধীর গতিতে ভেসে যায় আজিজের গৃহস্থালি পেরিয়ে, ছোট বাগান ও বাড়ির ভিতরে তার শরীরের ভয়ানক গন্ধ ছড়িয়ে। ফুল মরে; বৃদ্ধ পিতা আজিজের জানলার বাইরে তাক থেকে পাখিরা পালায়। স্বাভাবিকভাবেই, তাই কাজ হারালো; নির্দিষ্টভাবে ইংরেজরা অনিচ্ছুক হয়ে পড়লো একটা মানব কুয়া দ্বারা পারাপার হতে। হ্রদের চারদিকে গল্প ছড়িয়ে পড়লো যে তাই-এর বৌ, বৃদ্ধ মানুষটির আকস্মিক অপরিচ্ছন্নতার দ্বারা ধ্বংসাত্মক চালিত হয়ে, কারণ জানতে চেয়েছিলো। তাই উত্তর

AMARBOI.COM

দিয়েছিলো: 'আমাদের বিদেশ-ফেরৎ ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করো, ওই নাক্কুকে জিজ্ঞেস করো, ওই জার্মান আজিজকে।' এটা কি, তাহলে, ডাক্তারের অতিসংবেদনশীল নাসারন্ধ্রকে আঘাত করার এক চেষ্টা (যাতে বিপদের চুলকানি কিছুমাত্রায় প্রশমিত হয়েছিলো ভালোবাসার বিবশ করা পরিচর্যার অধীনে)? কিংবা অপরিবর্তনশীলতার এক অঙ্গভঙ্গি হেইডেলবার্গের ডাক্তারি-এটাচির আগ্রাসমের অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতায়? একবার আজিজ প্রশ্ন করেছিলেন প্রবীনকে, সরাসরি, এই সবকিছু কিসের জন্যে; কিন্তু তাই শুধুমাত্র তার ওপর নিঃশ্বাস ফেলেছিলো আর নৌকা বেয়ে চলেছিলো। ওই নিঃশ্বাস আজিজের প্রায় পতন ঘটিয়েছিলো; তা ছিলো কুঠারের মতো তীক্ষ্ণধার।

১৯১৮ সালে, ডাক্তার আজিজের পিতা, তার পাখির বঞ্চিত নিদ্রার মধ্যে ইন্তেকাল করেন; এবং অবিলম্বে তার মা, যিনি রত্নের ব্যবসায় বিক্রি করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, আজিজের প্রাকটিসের সাফল্যে শুকরিয়া জানান, এবং যিনি এখন তার স্বামীর মৃত্যুকে তার জন্যে দায়-দায়িত্বে পরিপূর্ণ একটা জীবন থেকে করুণাময় মুক্তি হিসেবে দেখছেন, নিজেও তিনি মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করলেন এবং তার চল্লিশ দিনের শোকের কাল শেষ হবার আগেই স্বামীকে অনুসরণ করলেন। এ সময়ে ভারতীয় রেজিমেন্ট যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তন করেছে, ডাক্তার আজিজ এতিম হয়েছেন, এবং একজন বন্ধনহীন মানুষ– কেবলমাত্র এ বিষয়টি ছাড়া যে তার হৃদয় প্রায় সাত ইঞ্চি চওড়া একটা গর্তের ভিতর পড়ে গিয়েছিলো।

তাই-এর আচরণের নিঃসঙ্গতার ফলাফল: এতে হ্রদের ভাসমান জনতার সঙ্গে ডাক্তার আজিজের সুসম্পর্ক ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

শৈশবে যিনি জেলেনি ও ফুলবিক্রেতা মেয়েদের সাথে খোলামেলা কথা বলতেন সেই তিনি নিজেকে খুঁজে পেলেন আড় চোখের দিকে তাকানো। 'ওই নাক্কু, ওই জার্মান আজিজকে জিজ্ঞেস করো।' তাই তাকে বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলো, এবং এরপর কোনো ব্যক্তি পুরোপুরি আস্থাভাজন হতে পারে না। তারা নৌকার মাঝিটিকে পছন্দ করতো না, কিন্তু তারা রূপান্তরকে আরো বেশি বিরক্তিকর মনে করেছিলো যা তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ডাক্তার আজিজ নিজেকে আবিষ্কার করলেন গরিবদের দ্বারা সন্দেহভাজন, এমন কি একঘরে এবং এটা তাকে বিশ্রীরকম আহত করলো। এখন তিনি বুঝলেন তাই-এর উদ্দেশ্যটা কি: লোকটা তাকে উপত্যকা থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ছিদ্রযুক্ত চাদরের গল্পটাও ছড়িয়ে পড়েছিলো। মহিলা কুস্তিগীররা যতোটা দেখাতো তার চেয়ে কম সতর্ক ছিলো। আজিজ লক্ষ্য করতে লাগলেন লোকজন তার দিকে ইঙ্গিত করছে। মহিলারা তাদের হাতের তালুর আড়ালে ফিকফিক করে হাসছে...

'আমি তাইকে তার বিজয় দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' তিনি বললেন। তিনজন মহিলা কুস্তিগীর, দু জন ধরে আছে চাদরটা, তৃতীয়জন দরোজার কাছে ঘোরাফেরা করছে, তাদের কানে গোঁজা তুলোর ভিতর দিয়েও তার কথা শোনার জন্যে প্রবল চেষ্টা করলো। ('আমি

বাবাকে এটা করার জন্যে রাজি করিয়েছি,' নাসিম তাকে বললো, 'এই চ্যাটার্জিরা এখন থেকে তাদের সুড়সুড়ি দেওয়া আর সুড়সুড়ি দেওয়া ছাড়া বেশি আর কিছু করতে পারবে না।') নাসিমের চোখ বিস্ফারিত হলো যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি।

... অবিকল তারই মতো যখন, কয়েক দিন আগে, তিনি হেঁটে যাচ্ছিলেন নগরীর রাস্তায়, দেখতে পেলেন শীতকালের সর্বশেষ বাস এসে পৌঁছালো, তাতে উৎকীর্ণ রঙিন বর্ণলিপি সামনের দিকে, লালের মধ্যে সবুজ ছায়ায় ঈশ্বরের ইচ্ছা; পিছন দিকে, নীল ছায়ার মধ্যে হলুদ অক্ষরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!, এবং মেরুন রঙে, দুঃখিত-বিদায়-বিদায়!–আর তার মুখের একগাদা নতুন রেখা ও চক্রের ভিতর দিয়ে ইলসে লুবিনকে চিনতে পারেন যখন সে অবতরণ করেছে... আজকাল, ভূস্বামী গনি তাকে বধির অভিভাবকদের সাথে একা রেখে যায়, 'কিছুটা কথাবার্তা বলার জন্যে; ডাক্তার রোগীর সম্পর্ক গভীর হতে পারে কেবল কঠোর গোপনীয়তায়। আমি এখন সেটা বুঝি, আজিজ সাহেব– আমার অনাহুত প্রবেশ ক্ষমা করবেন।' আজকাল, পুরো সময়ই নাসিমের কণ্ঠ খুলছে। 'এ কি ধরনের কথা? তুমি কি– মানুষ না ইঁদুর? একজন দুর্গন্ধময় শিকারা-চালকের কারণে ঘর ছেড়ে যাওয়া!'...

'অস্কার মারা গেছে,' ইলসে তাকে বললো, তাঁর মায়ের তখ্‌তের ওপর বসে সে তাজা লেবুর রস-মিশ্রিত পানি পান করছে। 'একজন কৌতুকাভিনেতার মতো। সৈন্যদের সাথে কথা বলতে গিয়েছিলো সে। বোকাটা সত্যিই মনে করেছিলো যে সৈন্যদল তাদের বন্দুকের নল নামিয়ে নেবে এবং চলে যাবে। আমরা একটা জানলা দিয়ে তাকে লক্ষ্য করছিলাম আর আমি প্রার্থনা করছিলাম যেন তারা ওর ওপর পদদলিত না করে। রেজিমেন্ট পদক্ষেপ ফেলে মার্চ করার শিক্ষা পেয়েছিলো, তুমি তাদের চিনবে না। প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে আড়াআড়িতে রাস্তার কোণে পৌঁছে নিজেরই জুতোর ফিতে জড়িয়ে সে পড়ে যায়। একটা স্টাফ কার তাকে আঘাত করে আর সে মারা যায়। সে কখনো জুতোর ফিতে বেঁধে রাখতো না, ওই হাবা এখানে তার পাপড়িতে বরফের মতো জমে যাচ্ছে হীরক...'সে এমন ধরনের ছিলো যা নৈরাজ্যবাদীদের খারাপ নাম দেয়।' 'ঠিক আছে,' নাসিম স্বীকার করে, 'তো একটা ভালো কাজ আরম্ভ করার বেশ একটা ভালো সুযোগ তুমি পেয়েছো। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়, এটা একটা বিখ্যাত স্থান, ভেবো না যে আমি জানি না। বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসক!...ভালোই শোনায়। ধরা যাক তুমি ও জন্যে যাচ্ছো, আর এটা একটা ভিন্ন ব্যাপার।' চোখের পাপড়ি বন্ধ হয়ে গেল। 'আমি তোমার অভাব বোধ করবো, স্বাভাবিকভাবেই...'

'আমি প্রেমে পড়েছি,' আদম আজিজ বললেন ইলসে লুবিনকে। এবং পরে, '...তো আমি তাকে দেখেছি কেবলমাত্র একটা চাদরের ছিদ্র দিয়ে, এক সময়ে এক অংশ। আর হলফ করে আমি বলতে পারি তার নিম্নাঙ্গ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিলো।'

AMARBOI.COM

'তারা নিশ্চয়ই এখানে কিছু একটা ছড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়,' এইলসে বললো। 'নাসিম, আমি কাজটা পেয়েছি,' আদম বললেন উত্তেজিত কণ্ঠে। 'চিঠিটা আজ এসেছে। এপ্রিল ১৯১৯ থেকে কার্যকর। তোমার বাবা বলছেন তিনি আমার বাড়ি আর রত্নের দোকানের জন্যেও একজন ক্রেতা খুঁজে দেবেন।'

'চমৎকার,' নাসিম ঠোঁট ফোলালো। 'কাজেই এখন আমাকে অবশ্যই একজন নতুন ডাক্তার খুঁজে নিতে হবে। অথবা হয়তো আবার আমাকে ওই কথসিৎ বৃদ্ধার শরণাপন্ন হতে হবে যে কিনা কোনো বিষয়ের দুটো জানে না।'

'যেহেতু আমি এতিম,' ডাক্তার আজিজ বললেন, 'আমাকে অবশ্যই আমার পরিবারের সদস্যদের স্থান নিতে হবে। কিন্তু, গনি সাহেব, প্রথমবারের মতো পাঠানো না হয়ে থাকলেও আমি এসেছি। এটা পেশাগত ভিজিট নয়।'

'প্রিয় বালক!' গনি, আদমের পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে। 'অবশ্যই তুমি তাকে বিয়ে করবে। একটা চমৎকার এ-ওয়ান যৌতুকসহ! কোনো ব্যয় সংকোচ করা হবে না! এটা হবে বর্ষসেরা বিয়ে, ওহ্ অবশ্যই, হ্যাঁ!'

'যখন আমি যাবো তোমাকে পিছনে ফেলে যাবো না,' আজিজ বললেন নাসিমকে। গনি বললেন, 'তামাশা যথেষ্ট হয়েছে!এই চাদরেরার প্রয়োজন নেই! এটা নামিয়ে ফেল, মেয়েরা, ওরা এখন তরুণ প্রণয়ী!'

'অবশেষে,' আদম আজিজ বললেন, 'আমি তোমাকে সম্পূর্ণ দেখতে পেলাম অবশেষে। কিন্তু এখন আমাকে অবশ্যই যেতে হবে। আমার রাউণ্ড... আর বৃদ্ধ এক বন্ধু আছে আমার সঙ্গে, আমি অবশ্যই তাকে বলবো, আমাদের দু'জনের কথা শুনে সে নিশ্চয়ই খুশি হবে। জার্মানির এক প্রিয় বন্ধু।'

'না, আদম বাবা,' তার বেয়ারার বললো, 'সকাল থেকেই আমি ইলসে বেগমকে দেখছি না। বুড়ো তাইকে সে ভাড়া করেছে শিকারায় চড়ার জন্যে।'

'কি বলা যেতে পারে, মহাশয়?' তাই সবিনয়ে বিড় বিড় করলো। 'আপনার মতো এমন মহান এক ব্যক্তির বাড়িতে আমাকে তলব করায় আমি বাস্তবকিই সম্মানিত। মহাশয়, মুঘল বাগিচায় একটা ভ্রমণের জন্যে ভদ্রমহিলা আমাকে ভাড়া করেন,হ্রদের পানি জমে যাবার আগেই। একজন শান্ত মহিলা, ডাক্তার সাহেব, সারক্ষণ একটা শব্দ ও উচ্চারণ করেননি। কাজেই আমি আমার মূল্যহীন ব্যক্তিগত ভাবনা ভাবছিলাম বোকা বুড়োরা যেমনটা করবে আর আকস্মিকভাবে দেখি তিনি তার আসনে নেই। সাহেব, আমার স্ত্রীর মাথার দিব্যি, আমি শপথ করে বলছি আসনের পিছন দিক থেকে দেখা সম্ভব নয়, আমি কেমন করে বলি? এই বেচারা বৃদ্ধ মাঝিকে বিশ্বাস করো যে তোমার বন্ধু ছিলো যখন তুমি ছিলে তরুণ...'

'আদম বাবা,' বৃদ্ধ বেয়ারার বাধা দিয়ে বললো, 'আমাকে মাফ করবেন, কিন্তু এই মাত্র আমি তার টেবিলে এই কাগজটা খুঁজে পেয়েছি।'

'আমি জানি সে কোথায়,' ডাক্তার আজিজ দৃষ্টিপাত করলেন তাই-এর দিকে। 'আমি জানি না কিভাবে তুমি আমার জীবনে মিশে থাকছো; কিন্তু তুমি একদা আমাকে জায়গাটি দেখিয়েছিলে। তুমি বলেছিলে: নির্দিষ্ট বিদেশি মহিলারা এখানে আসে ডোবার জন্যে।'

'আমি, সাহেব?' তাই আহত, দুর্গন্ধযুক্ত, নির্দোষ। 'মনোবেদনা তোমার মাথাকে চালাকি খেলতে শেখাচ্ছে! এইসব ব্যাপার আমি কেমন করে জানবো?' এবং মৃতদেহটা, আগাছায় জড়ানো, ফুলে ওঠা, একদল ভাবলেশহীন মুখের মাঝি টেনে তোলার পর, তাই শিকারা ভেড়ানোর জায়গাটিতে গেল এবং সেখানকার লোকদের বললো, 'সে আমার দোষ দেয়, কল্পনা করো! তার ঢিলা ইউরোপীয়দের এখানে নিয়ে আসে আর যখন তারা হ্রদে লাফিয়ে পড়ে তখন আমাকে বলে এটা আমার দোষ!... আমার প্রশ্ন, সে কি করে জানলো ঠিক কোনখানে খুঁজতে হবে? হ্যাঁ, তাকে ওটা জিজ্ঞেস করো, জিজ্ঞেস করো ওই নাক্কু আজিজকে!'

মেয়েটি একটা নোট রেখে গিয়েছিলো। তাতে লেখা ছিলো: 'I didn't mean it.'

আমি কোনো মন্তব্য করি না; এই ঘটনাবলী যা কোনো প্রকারে আমার ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হয়েছে আবেগ আর আড়াহুড়ার দ্বারা, তা অন্যদের জন্যে যাতে তারা বিচার করে দেখতে পারে। এখন আমাকে সরাসরি সুতো দেয়া যাক, আর বলতে দেয়া হোক যে ১৯১৮-১৯' এর কঠিন, দীর্ঘ শীতকালে অসুখে পড়লো তাই, ভয়ংকর এক চর্মরোগে আক্রান্ত হলো সে, কিং'স এভিল নামক অভশপ্ত ইউরোপীয় রোগের অনুরূপ। কিন্তু সে ডাক্তার আজিজের শরণাপন্ন হবার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করলো, এবং স্থানীয় একজন হোমিওপ্যাথের চিকিৎসা গ্রহণ করলো। এবং মার্চ মাসে, হ্রদ যখন বরফ-গলা হয়ে গেছে, ভূস্বামী গনির বাড়ির আঙিনায় বড় এক সামিয়ানার নিচে একটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হলো। বিয়ের চুক্তি আদম আজিজকে সম্মানজনক মোটা অংকের টাকার নিশ্চয়তা দিলো, যা আগ্রাতে একটা বাড়ি কিনতে কাজে লাগবে, এবং যৌতুকের সঙ্গে, ডাক্তার আজিজের বিশেষ অনুরোধে, যোগ করা হয়েছিলো একটি নির্দিষ্ট অঙ্গহীন চাদর। তরুণ দম্পতি বসেছিলো একটা ডায়াসের ওপর, পুষ্পবিভূষিত ও শীতার্ত, অভ্যাগতরা সারিবদ্ধভাবে তাদের কোলের ওপর টাকা ফেলে যাচ্ছিলো। সেই রাতে আমার নানা ওই ছিদ্রযুক্ত চাদরটি তার নিজের ও নতুন বউয়ের নিচে স্থাপন করেন আর সকাল বেলায় দেখা যায় চাদরটি তিন ফোটা রক্তে অলংকৃত, যা একটা ক্ষুদ্র ত্রিভুজের আকার ধারণ করেছিলো। সকাল বেলায় চাদরটি প্রদর্শন করা হয়, আর পূর্ণতা অনুষ্ঠানের পর আমার নানা-নানীকে অমৃতসরে নিয়ে যাবার জন্যে ভূস্বামীর ভাড়া করা একটা লিমুজিন এসে পৌছালো, যেখানে তারা ফ্রন্টিয়ার মেইল ধরবেন। আমার নানা শেষবারের মতো যখন তার বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন চারপাশে পাহাড় শ্রেণী ভিড় করে তাকিয়ে ছিলো তার দিকে। (তিনি ফিরে আসবেন, একদা, তবে ছেড়ে যাবার জন্যে নয়।) আজিজ ভাবলেন তার চলে যাওয়া

AMARBOI.COM

দেখার জন্যে একজন প্রাচীন মাঝি দাঁড়িয়ে আছে ডাঙ্গায়– কিন্তু সম্ভবত এটা ছিলো ভুল, যেহেতু তাই অসুস্থ ছিলো। শংকরাচার্য্যের মন্দিরের শীর্ষদেশের গম্বুজ, মুসলিমরা যেটাকে তখ্‌ত-ই-সুলাইমান বা সলোমনের আসন বলে উল্লেখ করে থাকে, তাদের প্রতি কোনো মনোযোগ দিলো না। শীতে ন্যাড়া হয়ে যাওয়া পপলার এবং তুষার-ঢাকা জাফরান মাঠ দ্রুত পিছনে চলে যাচ্ছিলো গাড়িটা দক্ষিণ অভিমুখে ছুটে চলার সাথে সাথে। গাড়িতে রাখা ছিলো পুরনো একটা চামড়ার ব্যাগ যেটার মধ্যে ছিলো, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে, একটা স্টেথোস্কোপ ও একটা বিছানার চাদর। ডাক্তার আজিজ ওজনশূন্যতার মতো এক রকম অনুভূতি অনুভব করলেন পাকস্থলিতে।

অথবা পতনের মতো।

(... এবং এখন আমি ভূতের ভূমিকায় আছি। আমার বয়স নয় বছর আর পুরো পরিবার, আমার বাবা, আমার মা, পিতলের বানর ও আমি নিজে, বসবাস করছি আগ্রায় আমার নানার বাড়িতে, এবং নাতি-নাতনিরা– আমিও তাদের মধ্যে আছি– নববর্ষের প্রথামাফিক নাটক মঞ্চস্থ করছে; আর আমি অভিনয় করছি ভূত হিসেবে। আমি বাড়ি তল্লাশি করছিলাম একটা দারুণ রকমের ছদ্মবেশের আশায়। আমার নানা বাইরে ছিলেন। তার রাউণ্ডে। আমি তার কক্ষে ঢুকেছি। আর এই কাপবোর্ডের ওপরে একটা পুরনো বাক্স। ধুলোর আস্তরণ আর মাকড়শায় ঢাকা, তবে তালা-খোলা। আর এখানে, এটার ভিতরে, রয়েছে আমার প্রার্থনার উত্তর। কেবল একটা চাদরই নয় শুধু, ছিদ্রযুক্ত একটা চাদর! এই যে, বাক্সের ভিতরে এই চামড়ার ব্যাগটার ভিতরে, একটা পুরনো স্টেথোস্কোপ আর ভিক্‌স ইনহেলার টিউবের নিচে... আমাদের নাটকে এই চাদরের উপস্থিতি একটা দারুণ রকমের উত্তেজনার চেয়ে কিছু অংশে কম ছিলো না। আমার নানা একবার সেটার দিকে তাকালেন এবং গর্জন করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সোজা মঞ্চে উঠে এলেন আর আমার ভূতের ছদ্মবেশ খুলে ফেললেন সকলের সামনে। আমার নানীর ঠোঁট দুটো এমন শক্তভাবে পরস্পরের সাথে চাপা ছিলো যে মনে হচ্ছিলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে, একজন আমার ওপর প্রচণ্ড আওয়াজে গর্জন করছিলেন বিস্মৃত এক মাঝির কণ্ঠে, অন্যজন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ঠোঁটের ভিতর দিয়ে তার ক্রোধ প্রকাশ করছিলেন, তাঁরা বিদঘুটে এক ভূতকে পরিণত করলেন ক্রন্দনরত এক ধ্বংসাবশেষে। আমি পালিয়ে গেলাম, দৌড়ে গেলাম ভুট্টার ছোট ক্ষেতে, জানতাম না কি ঘটেছে। আমি সেখানে বসে থাকলাম– হয়তো বা ঠিক সেই স্থানটিতেই যেখানে একদা নাদির খান বসেছিলেন!– বেশ কয়েক ঘণ্টা, প্রতিজ্ঞা করলাম বারবার যে আমি আর কখনোই কোনো নিষিদ্ধ বাক্স খুলবো না। তবে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তাদের ক্রোধ থেকে, যে ঐ চাদরটা যে-কোনো কারণেই হোক অত্যন্ত মূল্যবান।)

পদ্মর দ্বারা আমি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি। সে আমার নৈশভোজ পরিবেশন করেছে এবং তারপর আমাকে ব্ল্যাক মেইল করছে: 'যদি এভাবেই সারাক্ষণ ঐ লেখা নিয়ে পড়ে থেকে তোমার চোখ নষ্ট করতে থাকো, তাহলে অন্তত তুমি ওগুলো আমাকে পড়ে শোনাও...' রাতের খাবারের জন্যে আমি গান গাইছি– তবে আমাদের পদ্ম হয়তো বা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে, যেহেতু তাকে সমালোচক হয়ে ওঠা থেকে বিরত রাখা অসম্ভব। সে আসলে আমার ওপর ক্ষেপে আছে তার নাম নিয়ে আমার মন্তব্যের কারণে। 'কি জানো তুমি. শহুরে বালক?' সে চিৎকার করে– হাত দিয়ে বাতাস কেটে। 'আমার গ্রামে গোবরের দেবীর নামে নামাংকিত হওয়া কোনো লজ্জার বিষয় নয়। এক্ষুণি লিখে দাও যে তুমি ভুল বলেছো, পুরোপুরি।' আমার পদ্মর ইচ্ছা অনুসারে আমি গোবরের প্রতি সংক্ষিপ্ত এক প্রশংসা ভিতরে সন্নিবেশ করি।

গোবর, যা উর্বর করে আর শস্য বেড়ে ওঠার সহায়ক! গোবর, যা তাজা ও আর্দ্র অবস্থায় পাতলা চাপাতির মতো করে তৈরি করা হয়, আর গ্রামের গৃহ-নির্মাতাদের কাছে বিক্রি করা হয়, যারা তা ব্যবহার করে মাটির তৈরি কাঁচা ঘরের দেয়াল নিশ্চিত ও শক্তিশালী করার জন্যে! গোবর, গবাদির শেষ প্রান্ত থেকে যার আগমন, যারা যায় তাদের স্বর্গীয় ও পবিত্র মর্যাদা ব্যাখ্যার দিকে দীর্ঘ পথে! ওহ, হ্যাঁ, আমার ভুল হয়েছে, আমি স্বীকার করি অহংকার করেছিলাম, কোনো সন্দেহ নেই, কেননা এর দুর্ভাগা গন্ধ আমার স্পর্শকাতর নাকে বিরূপতার একটা সূত্র হয়েছে– কী চমৎকার, কী দারুণ মনোহর নিশ্চয় পদ্মের দেবী নামে নামাংকিত হওয়া!

৬ই এপ্রিল ১৯১৯ সালে পবিত্র নগরী অমৃতসর উত্তেজনার গন্ধ ছড়ায়। এবং হয়তো আমার নানার নাকে বাষ্প আঘাত করতো না সর্বোপরি, কাশ্মিরি কৃষকরা এটা ব্যবহার করতো, যেমনটা বর্ণনা করা হয়েছে ওপরে, এক ধরনের প্লাস্টার হিসেবে। এমন কি শ্রীনগরে গোবরের চাকতি বিক্রেতাদের দেখা পাওয়া কোনো অসাধারণ দৃশ্য নয়। কিন্তু তখন বস্তুটা শুকাচ্ছিলো, নির্বাক, দরকারি, অমৃতসরের গোবরচাকা বেশ ভালো এবং (অধিকতর মন্দ) প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত। এর একটুও জড় ছিলো না। নগরির অনেক টোঙ্গা, এক্কা ও গাড়ির শ্যাফটের মাঝে ঘোড়ার পশ্চাদ্দেশ থেকে এটা নির্গত হতো; আর খচ্চড় ও মানুষ ও কুকুর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়, মলের এক ভ্রাতৃত্বে তালগোল পাকিয়ে মিলিত হয়। কিন্তু গাভীও রয়েছে: ধূলিময় পথে ঘুরছে পবিত্র গাভীরা, প্রত্যেকে তার নিজ এলাকা টহল দিচ্ছে। আর মাছি! এক নম্বর জন শত্রু, ভন ভন করে স্বাধীনভাবে ঘুরছে। সারা নগরি জুড়ে মাছি আয়নার মতো জুড়ে আছে। ডাক্তার আজিজ হোটেলের জানলা দিয়ে বাইরে নিচের দিকে তাকিয়ে এই দৃশ্য দেখলেন। মুখে মুখোশ পরা একজন জৈন হেঁটে গেল তার সামনের পেভমেন্ট খশখশে ঝাঁটায় ঝাড়ু দিতে দিতে, পিঁপড়ে অথবা মাছির ওপর পাড়া এড়িয়ে যাবার জন্যে। রাস্তার পাশের ছোট খাবারের দোকান থেকে মশলাদার মিষ্টির গন্ধ ওঠে। 'গরম পাকোরাস, পাকোরাস গরম!' একজন

AMARBOI.COM

শ্বেতকায়া মহিলা রাস্তার পাশের দোকান থেকে সিল্ক কিনছিলেন আর পাগড়ি পরা লোকেরা তার দিকে কটাক্ষপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলো। নাসিম—এখন নাসিম আজিজ—তীব্র মাথাব্যথায় ভুগছিলেন; এই প্রথম কোনো অসুস্থতা তার মধ্যে পুনরাবৃত্ত হলো, কিন্তু তার শান্ত উপত্যকার বাইরে জীবন তার কাছে এক প্রকার আঘাত হিসেবে ধাক্কা দিলো। তার শয্যার পাশে ছিলো এক জগ টাটকা লেবুর রসের পানি, যা ফুরিয়ে যাচ্ছিলো দ্রুত। আজিজ দাঁড়িয়েছিলেন জানলায়, নগরি নিচ্ছিলেন শ্বাস-প্রশ্বাসে। স্বর্গ মন্দিরের চূড়া রোদে ঝকমক করছিলো। কিন্তু তার নাক চুলকায় ঃ এখানটায় কোনো একটা কিছু ঠিক নেই।

আমার নানার ডান হাতের ক্লোজ-আপ ঃ নখ গিঁট আঙুল সমস্তই তোমার প্রত্যাশার চেয়ে বড়। কিনারার দিকে লাল লোমের গুচ্ছ। বুড়ো আঙুল আর তর্জনি এক সাথে চাপা, কেবলমাত্র কাগজের পুরুত্বের মতো সামান্য আলাদা। সংক্ষেপে ঃ আমার নানা একটা প্যামফ্লেট ধরে আছেন। তিনি হোটেলের দোকানে প্রবেশ করার সময় সেটা তার হাতের ভিতর ধরা ছিলো (আমরা একটা লং-শট কাট করছি— বোম্বের কারুর পক্ষে ফিল্মের পরিভাষা ছাড়া কল্পনা করা যায় না।) রিভলভিং দরোজা দিয়ে ঢোকার সময় লিফলেটগুলো বাতাসে পড়ে যায়, চাপরাশি সেগুলোর পিছনে ধাওয়া করে। দরোজারপথে পাগলা আন্দোলন, চক্রাচক্র; যে পর্যন্ত না চাপরাশির হাতও একটা ক্লোজ-আপ দাবি করে, কারণ তার বুড়ো আঙুল চাপ দিচ্ছে তর্জনিকে। কিন্তু এখনও আমার নানা বার্তা ধরে রেখেছেন। এখন, তার জানলার বাইরে তাকিয়ে, তিনি দেখেন বিপরীত দিকের একটা দেয়ালে এটা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এবং সেখানে, একটা মসজিদের মিনারে। আর একজন হকারের বাহুর নিচে নিউজপ্রিন্টের কালো বড় অক্ষরে। লিফলেট সংবাদপত্র মসজিদ ও দেয়াল চিৎকার করছে ঃ হরতাল! যাকে বলা হয়, সাহিত্যভাবে, একটি শোকদিবস, নিস্তব্ধতার, নীরবতার। কিন্তু মহাত্মার চরম শক্তির সময়ে এটা ভারত, যখন এমনকি ভাষাও গান্ধিজির নির্দেশ মান্য করে, এবং নতুন শব্দ অর্জন করেছে, তার প্রভাবে, নতুন তাৎপর্য। *হরতাল— ৭ এপ্রিল,* সম্মত হয় মসজিদ সংবাদপত্র দেয়াল ও প্যামফ্লেট, কারণ গান্ধি ডিক্রি জারি করেছেন যে সমগ্র ভারত, ওই দিন, বন্ধ পালন করবে। বৃটিশদের অব্যাহত উপস্থিতির প্রতি, শান্তিপূর্ণভাবে, শোক প্রদর্শন করতে।

'যখন কেউই মরেনি তখন এই হরতাল কেন আমি বুঝি না,' নাসিম নম্রস্বরে চিৎকার করেন। 'ট্রেন চলবে না কেন? আর কতো আমরা বিড়ম্বিত হবো?'

ডাক্তার আজিজ রাস্তায় সেনাসুলভ এক তরুণকে লক্ষ্য করেন, আর ভাবেন— ভারতীয়রা বৃটিশদের পক্ষে লড়াই করেছে; এখন তাদের অনেকেই দুনিয়া দেখেছে, আর বিদেশের দ্বারা দূষিত হয়েছে। পুরনো দুনিয়ায় তারা আর সহজভাবে ফিরে যেতে পারবে না। বৃটিশরা ঘড়িকে ঘুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে ভুল করেছে। 'রোল্যাট আইন অনুমোদন করাটা একটা ভুল ছিলো', তিনি বিড়বিড় করে বলেন।

'কিসের রোল্যাট?' নাসিম বিলাপ করেন। 'আমি যাতে সংশ্লিষ্ট তা একদম কাণ্ডজ্ঞানহীন!'

'রাজনৈতিক প্রচারণার বিরুদ্ধে', আজিজ ব্যাখ্যা দেন, আর ফিরে যান তার ভাবনায়। তাই একদা বলেছিলো ঃ 'কাশ্মিরিরা আলাদা রকম। ভীরু, বলতে গেলে। একজন কাশ্মিরির হাতে একটা বন্দুক ধরিয়ে দাও এবং সেটার নিজেই চলতে হবে— ট্রিগার টানার সাহস তার কখনোই হবে না। আমরা ঠিক ভারতীয়দের মতো নই, যারা সর্বদা যুদ্ধ করছে।' আজিজ, মাথায় তাইকে নিয়ে, নিজেকে ভারতীয় বলে অনুভব করেন না। কাশ্মির, যাই হোক, কড়াকড়িভাবে বললে বলতে হয় সাম্রাজ্যের একটা অংশ নয়, তবে রাজাশাসিত একটা স্বাধীন রাষ্ট্র। তিনি ঠিক নিশ্চিত নন যে প্যামফ্লেট মসজিদ দেয়াল সংবাদপত্রের হরতাল তার যুদ্ধ কি না, এমন কি যদিও এখন তিনি অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যেই রয়েছেন। তিনি জানলা থেকে ফিরলেন....

... নাসিম একটা বালিশে কাঁদছেন সেটা দেখার জন্যে। তিনি কাঁদছেন আজিজ যখন তাকে, তাদের দ্বিতীয় রাতে, একটুখানি সরতে বলেছিলেন। 'কোথায় সরবো?' নাসিম প্রশ্ন করেন। 'কিভাবে সরবো?' আজিজ বিদঘুটে অবস্থায় পড়েন এবং বলেন, 'মাত্র একটু সরো, মানে, স্ত্রীলোকের মতো...' নাসিম আতংকে কেঁপে ওঠেন। 'ওহ্ খোদা, আমি কি বিয়ে করেছি? তোমাদের, ইউরোপ-ফেরত লোকদের আমি চিনি। তোমরা ভয়ানক মেয়েমানুষ খুঁজে বের করো আর আমাদের মতো মেয়েদের তাদের মতো করে তোলার চেষ্টা চালাও! শোনো, ডাক্তার সাহেব, স্বামী অথবা স্বামী নয়, আমি কোনো রকম... খারাপ শব্দের মহিলা নই।' এটা ছিলো একটা যুদ্ধ যাতে আমার নানা কখনো জেতেননি; আর এতেই তাদের বিয়ের সুর নির্ধারিত হয়, যা খুব দ্রুততার সাথে উন্নতি লাভ করে ঘন ঘন ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধবিগ্রহে, যার লুটতরাজের মধ্যে চাদরের পিছনের মেয়েটি ও তরুণ চিকিৎসক পরিণত হতেন উদাসীন, অচেনা আগন্তুকে... 'এখন কি, বৌ?' আজিজ জিজ্ঞেস করেন। নাসিম বালিশে তার মুখ গোজেন। 'আর কি?' নাসিম পেঁচানো গলায় বলেন। 'তুমি, অথবা কি? তুমি চাও আমি অচেনা লোকজনের সামনে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে হেঁটে যাই।' (তিনি নাসিমকে পর্দার বাইরে আসতে বলেছেন।)

তিনি বলেন, 'তোমার শার্ট গলা থেকে কবজি আর হাঁটু পর্যন্ত তোমাকে ঢেকে রাখে। তোমার ঢিলেঢালা পাজামা তোমার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লুকিয়ে রাখে। আমরা যা দেখতে পাই তাহলো তোমার পা আর মুখমন্ডল। বৌ, তোমার মুখমন্ডল আর পা কি কদাকার?' কিন্তু নাসিম বিলাপ করেন, 'তারা এর চেয়েও অনেক বেশি দেখতে পাবে! তারা আমার গভীর গভীর লজ্জা দেখবে!'

আর এখন একটা দুর্ঘটনা, যা আমাদের নিয়ে যায় Mercurochrome-এর একটা জগতে... আজিজ, আবিষ্কার করেন তার মেজাজ আর ধরে রাখতে পারছেন না, তার স্ত্রীর স্যুটকেস থেকে স্ত্রীর সমস্ত পর্দা-নেকাব বের করে আনেন টান মেরে, সেগুলো ছুঁড়ে ফেলেন পাশে গুরু নানকের তৈলচিত্রযুক্ত একটা টিনের তৈরি বাজে কাগজের ঝুড়িতে; এবং তাতে অগ্নিসংযোগ করেন। আগুনের শিখা উপর দিকে বেড়ে ওঠে, তাকে বিস্মিত করে, পর্দায় ছিদ্র করছে। আদম দরোজার দিকে দৌড়ে যান আর সাহায্যের জন্যে চিৎকার করেন যেখানে মূল পর্দায় মাত্র আগুন ধরতে আরম্ভ করেছে... এবং বেয়ারার অভ্যাগত রজকিনী প্রবাহের মতো কক্ষে প্রবেশ করে আর জলন্ত কাপড়টি নেভানোর চেষ্টা

করে ডাস্টার তোয়ালে ও অন্য লোকদের কাপড়-চোপড় দিয়ে। বালতি আনা হয়েছিলো; আগুন বাইরে চলে যায়; এবং নাসিম বিছানার ওপর লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকেন প্রায় পঁয়ত্রিশজন শিখ, হিন্দু ও অন্যান্য অস্পৃশ্য জাতের মানুষদের মধ্যে ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ কামরায়। অবশেষে তারা চলে গেলে, আর নাসিম তার মুখ বন্ধ করে ফেলার আগে দুটো বাক্য নির্গত করলেন।

'তুমি একজন পাগল। আমি আরো লেবুর রস মিশ্রিত পানি চাই।'

আমার নানা জানলাগুলো খুলে দেন, তার বধূর দিকে ফেরেন। 'ধোঁয়া বেরিয়ে যেতে সময় লাগবে; আমি একটু হাঁটতে বেরোবো। তুমি আসছো?'

ঠোঁট পরস্পরের ওপর সেঁটে আছে; মাথার দিকের ভঙ্গি ভয়ানক না-এর; আর আমার নানা একাই যান রাস্তায়। তার চলে যাবার সময়কার শট ঃ 'একজন ভালো কাশ্মিরি মেয়ে হবার কথা ভুলে যাও। একজন আধুনিক ভারতীয় নারী হবার কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করো।'

...ইত্যবসরে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়, বৃটিশ আর্মি হেডকোয়ার্টারে, একজন ব্রিগেডিয়ার আর. ই. ডায়ার গোঁফে মোম লাগাচ্ছেন।

এটা ৭ এপ্রিল, ১৯১৯। অমৃতসরে মহাত্মার বিশাল নকশা বিকৃত হচ্ছে। দোকানপাট বন্ধ রয়েছে; রেলওয়ে স্টেশন বন্ধ; কিন্তু এখন দাঙ্গায় লিপ্ত মানুষের দঙ্গল সে সব ভাঙতে শুরু করেছে। ডাক্তার আজিজ, হাতে চামড়ার ব্যাগ, বাইরে রাস্তায়, সাহায্য দিচ্ছেন যেখানেই সম্ভব। বিধ্বস্ত দেহগুলো যেখানে পড়েছিলো সেখানেই ফেলে রাখা হয়েছে। তিনি ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন, Mercurochrome দিয়ে কোমলভাবে তাদের লেপন করে দিচ্ছেন, তাতে করে তাদের আরো অধিক রক্তাক্ত দেখাচ্ছে, তবে তাদের জীবানু আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করছে। অবশেষে তিনি ফিরে আসেন তার হোটেল কক্ষে, লাল রঙে তার কাপড়-চোপড় রঞ্জিত হয়ে গেছে আর নাসিম আঁতকে ওঠেন। 'আমাকে সাহায্য করো, আমাকে সাহায্য করো, আল্লাহ্ কাকে আমি বিয়ে করেছি, গুণ্ডাদের সাথে লড়াই করতে গলিতে যায় কে!' তিনি পানিতে তুলো ভিজিয়ে আনেন। 'আমি জানি না কেন তুমি সাধারণ লোকের মতো একজন মান্যগণ্য ডাক্তার হতে পার না ভালো করছো বড় রোগব্যাধি আর সব কিছুকে? ও খোদা তোমার সবখানে রক্ত লেগেছে! বসো, বসো এখন, তোমাকে অন্তত পরিষ্কার করতে দাও!'

'এটা রক্ত নয় বৌ।'

'আমার নিজের চোখে আমি নিজে দেখতে পাই না তুমি মনে করো? যখন তুমি আহত তখনও কেন আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করো? তোমার স্ত্রীও তোমার পরিচর্যা করবে না, এই?'

'এটা Mercurochrome, নাসিম। লাল ওষুধ।'

নাসিম- যে কি না ঘূর্ণিবায়ুর মতো কর্মতৎপর হয়ে উঠেছিলো, কাপড়চোপড় ধরছিলো, চালু করছিলো পানির ট্যাপ—স্থির হয়ে গেল। 'তুমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটা করেছো,' সে বললো, 'আমাকে বোকা বানানোর জন্যে। আমি বোকা নই। আমি বেশ কিছু বই পড়েছি।'

এপ্রিলের ১৩ তারিখ, এবং এখনো তারা অমৃতসরে। 'এই ঘটনা শেষ হয়নি;' আদম আজিজ বললেন নাসিমকে। 'আমরা চলে যেতে পারি না, তুমি দেখ ঃ তাদের আবারও ডাক্তার প্রয়োজন হতে পারে।'

'কাজেই আমরা এখানে বসে থাকবো আর অপেক্ষা করবো দুনিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত?'

তিনি তার নাক ঘষলেন। 'না, অতো দিন নয়, আমি শংকিত।' ওই অপরাহ্নে রাস্তাগুলো হঠাৎ করেই মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, সবাই একই দিকে যাচ্ছিলো, অগ্রাহ্য করছিলো ডায়ারের নতুন সামরিক আইন অধ্যাদেশ। আদম নাসিমকে বলেন, 'নিশ্চয়ই মিটিং-এর পরিকল্পনা হয়ে থাকবে— সেনাবাহিনীর দিক থেকে ঝঞ্ঝাট বাধানো হতে পারে। তারা মিটিং নিষিদ্ধ করেছে।'

'তোমাকে যেতে হবে কেন? ডাকের জন্যে কেন অপেক্ষা করবে না?'

...পতিত ভূমি থেকে পার্ক যে কোনো কিছুই কম্পাউন্ড হতে পারে। অমৃতসরের সবচেয়ে বড় কম্পাউন্ডের নাম জালিয়ানওয়ালা বাগা। জায়গাটা ঘাসময় নয়। পাথর ক্যান কাচ আর অন্যান্য জিনিস সর্বত্র পড়ে আছে ছড়িয়ে। এখানে পৌছাতে হলে তোমাকে অবশ্যই দুটো ভবনের মাঝখানে অত্যন্ত সংকীর্ণ একটা গলির ভিতর দিয়ে হেঁটে আসতে হবে। ১৩ই এপ্রিল হাজার হাজার ভারতীয় ভীড় করে চললো এই গলি পথে। 'এটা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ,' কেউ একজন ডাক্তার আজিজকে বলে। ভীড়ের স্রোতে ভেসে তিনি গলির মুখে এসে পৌছলেন। হেইডেলবার্গের একটা ব্যাগ তার ডান হাতে। (ক্লোজ-আপ দরকার নেই।) তিনি, আমি জানি, অত্যন্ত পীড়িত বোধ করছেন, কারণ তার নাক অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি চুলকাচ্ছে। কিন্তু তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন ডাক্তার, তিনি ব্যাপারটা মাথা থেকে বের করে দিলেন, প্রবেশ করলেন কম্পাউন্ডের ভিতরে। কেউ একজন ভাষণ দিচ্ছে। হকাররা ভীড়ের ভিতর ঘুরে ঘুরে চালা ও মিষ্টি বিক্রি করছে। বাতাস পূর্ণ হয়ে আছে ধুলোয়। আমার নানা যতদূর দেখতে পেলেন কোথাও কোনো গুণ্ডা বা ঝঞ্ঝাট সৃষ্টিকারি তার নজরে পড়লো না। একদল শিখ মাটিতে এক খণ্ড কাপড় বিছিয়ে তার চারপাশে বসে খাওয়া-দাওয়া করছে। বাতাসে তখনো বিষ্ঠার গন্ধ লেগে আছে। ভীড়ের হৃদয়ের যন্ত্রণা অনুভব করলেন আজিজ যখন ব্রিগেডিয়ার আর. ই. ডায়ার গলিপথে প্রবেশ করলো, তাকে অনুসরণ করে এলো পঞ্চাশজন সৈনিক। সে অমৃতসরের মার্শাল কমান্ডার—একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যাই হোক। মোম লাগানো তার মোচের অগ্রভাগ গুরুত্বের স্বাক্ষর বহন করে। একান্ন জন লোক গলিপথ দিয়ে মার্চ করে এলে আমার নানার নাকের চুলকানি হাঁচির দিকে মোড় নিলো। একান্ন জন সৈনিক কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করলো, এবং অবস্থান নিলো, পঁচিশ জন ডায়ারের ডান দিকে আর পঁচিশজন ডায়ারের বাম দিকে। আদম আজিজের পক্ষে তার চারপাশের ঘটনা প্রবাহে মনোযোগ স্থির রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়লো হাঁচির প্রাবল্য বেড়ে যাওয়ার ফলে। ব্রিগেডিয়ার ডায়ার একটা আদেশ জারি করার সময় হাঁচি আমার নানার মুখে পূর্ণ আঘাত হানলো। 'ইয়ায়ায়ায়াখ-থুউউউ!' তিনি হাঁচি দিলেন আর সামনের দিকে পড়ে গেলেন, তার ভারসাম্য হারিয়ে, নাকটাকে অনুসরণ করে এবং তাতেই রক্ষা পেলো তার জীবন। তার 'ডাক্তারি-এ্যাটাচি' উন্মুক্ত হয়ে গেল;

AMARBOI.COM

বোতল, তরল মলম আর সিরিঞ্জ ধুলোয় গড়িয়ে পড়লো। লোকজনের পায়ের মধ্যে এলোপাথাড়ি তিনি নড়াচড়া করতে লাগলেন, পিঁষে যাবার আগেই তার সরঞ্জামগুলো রক্ষার চেষ্টা করছিলেন। শীতের সময়ে দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ হবার মতো একটা শব্দ হলো এবং কেউ একজন তার ওপর এসে পড়লো। লাল বস্তুতে রঞ্জিত হয়ে গেল তার শার্ট। এখন চারপাশ থেকে প্রচণ্ড আর্ত চিৎকার উঠলো আর দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাবার শব্দও সমানে চলতে লাগলো। অনেক অনেক মানুষ আছড়ে পড়তে লাগলো আমার নানার ওপর। পিঠ ভেঙে যাওয়ার ভয়ে তিনি ভীত হয়েছিলেন। লাল বড়ির একটা বোতলে তার নাক আটকে গিয়েছিলো। মানুষ আর পাখির কলরবে গুঞ্জন থেমে যায়। মনে হয় সেখানে ট্রাফিকের কোনো আওয়াজ নেই। ব্রিগেডিয়ার ডায়ারের পঞ্চাশজন সৈন্য তাদের মেশিনগান নামিয়ে নেয় এবং চলে যায়। তারা সাকুল্যে এক হাজার পাঁশ শ' ষোল রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে নিরস্ত্র জনতার ওপর। এগুলো, এক হাজার পাঁচশ' ষোলটি গুলি তাদের নিশানা খুঁজে পায়, কিছু মানুষকে হত্যা অথবা জখম করে। 'দারুন শুটিং,' ডায়ার তার লোকদের বলে, 'আমরা চমৎকার একটা কাজ করেছি।' আমার নানা যখন ওই রাতে বাড়িতে ফিরলেন, তখন আমার নানি একজন আধুনিক নারী হবার কঠিন চেষ্টা করছিলেন, নানাকে খুশি করার জন্যে, আর তাই তিনি তার আগমনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। 'দেখছি আবারও তুমি Mercurochrome মেখে এসেছো, একেবারে জাবড়া', নানি বললেন।

'এটা রক্ত,' নানা জবাব দিলেন, আর নানি চমকিত হলেন। যখন নানা তার কাছে এলেন তিনি শুধোলেন, 'তুমি আহত?'

'না,' তিনি বললেন।

'কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি, হা খোদা?'

'দুনিয়ার কোথাও না', তিনি বললেন, আর কাঁপতে আরম্ভ করলেন তার বাহুর মধ্যে।

আমার নিজের হাত, আমি স্বীকার করি, অনিশ্চিতভাবে নড়তে শুরু করেছে; এর থিমের কারণে পুরোপুরি নয়। কারণ আমি চুলের মতো পাতলা একটা ফাটল লক্ষ্য করেছি আমার কবজিতে, চামড়ার নিচে... ব্যাপার নয়। আমরা সবাই মৃত্যুর কাছে একটা জীবন ঋণী। কাজেই আমাকে উপসংহার করতে দেয়া হোক এই গুজবের সাথে যে নৌকার মাঝি তাই, যে তার ইনফেকশন থেকে দ্রুত আরোগ্য লাভ করেছে আমার নানা কাশ্মির ছেড়ে চলে যাবার পর পরই, ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মারা যায়নি; যখন (গল্প আছে) তার উপত্যকতা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের লড়াইয়ে সে ক্ষিপ্ত হয়েছিলো, এবং ছম্ব পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলো দুই বিরোধী শক্তির মাঝখানে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে, এবং তার মনের একটা অংশ তাদের দেবার জন্যে। কাশ্মির কাশ্মিরিদের ঃ এটাই ছিলো তার লাইন। স্বাভাবিকভাবেই, তারা তাকে গুলি করে হত্যা করেছিলো। অস্কার লুবিন হয়তো বাগ্মিতাপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি শনাক্ত করতে পারবে; আর. ই. ডায়ার হয়তো বা তার খুনিদের রাইফেলের দক্ষতা নির্দেশ করতে পারে।

আমাকে অবশ্যই শয্যায় যেতে হবে। পদ্ম অপেক্ষা করছে; আর আমার যৎসামান্য উষ্ণতাও প্রয়োজন।

৩ Hit-The-Spittoon
পিকদানিতে আঘাত

দয়া করে বিশ্বাস করো যে আমি ভেঙে পড়ছি।

আমি রূপকভাবে কথা বলছি না; আর এটা করুণার জন্য কোনো আবেগধর্মী নাটক, প্রহেলিকা, নোংরা আবেদনের সূচনা চালও নয়। একেবারেই সরলার্থে আমি বলছি যে একটা পুরনো জগের মতো আমি ভেঙেচুরে পড়তে শুরু করেছি– যে আমার অভাগা শরীর, একাকী, অমনোহর, ইতিহাসের দ্বারা নিগৃহিত, ওপর নিচের পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীর বিষয়, দরোজার দ্বারা হীনাঙ্গ, পিকদানির দ্বারা মস্তিষ্কসঞ্জাত, ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। সংক্ষেপে, আক্ষরিকভাবেই আমি বিয়োজিত হচ্ছি, এ সময়ে ধীর গতিতে, যদিও গতিবৃদ্ধির চিহ্নও রয়েছে। আমি তোমাকে বলি কেবলমাত্র গ্রহণ করতে (যেমন আমি গ্রহণ করেছি) যে আমি ঘটনাক্রমেই খন্ড খন্ড হয়ে ভেঙে পড়বো (প্রায়) ছয় শ' তিরিশ মিলিয়ন প্রয়োজনীয়ভাবে বিস্মৃপিরায়ণ ধুলোয়। এই কারণেই আমি কাগজে বিশ্বাস করতে কৃতসংকলন বিস্মৃত হবার আগে। (আমরা হচ্ছি বিস্মৃতকের জাতি।)

তখন সন্ত্রাসের সময়, কিন্তু তারা চলে যায়। বুদবুদ ওঠা সমুদ্র-পশুর মতো বাতাসে ভেসে ওঠে আতংক, উপরিতলে সেদ্ধ হয়, কিন্তু ঘটনাক্রমে চলে যায় গভীরে। শান্ত থাকা আমার জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি সুপারি চিবোই, একটা শস্তা পিতলের বাটি বরাবর এগিয়ে যাই, পুরেনো খেলা হিট-দ্য-স্পিটুন খেলতে থাকি: এটা নাদির খানের খেলা, আগ্রায় এক বৃদ্ধের কাছ থেকে সে খেলাটা শিখেছিলো... আর এই দিনে তুমি একটা 'রকেট পান' কিনতে পারো যাতে একটা পাতার মধ্যে ভাঁজ করা থাকে কোকেন। তবে সেটা হবে প্রতারণা।

... আমার পৃষ্ঠাগুলো থেকে উঠে পড়ার পর আসে চাটনির অভ্রান্ত বাতাসের ঝাপটা কাজেই আর আমাকে obfuscate করতে দিও: আমি, সালিম সিনাই, ইতিহাসে সবচেয়ে অধিক নিখুঁত দানকৃত ঘ্রাণ-সম্বন্ধীয় অঙ্গের অধিকারি আমার চিঠিগুলো উৎসর্গ করেছি চাটনির বড় আকারের প্রস্তুতির প্রতি। তবে এখন, 'একজন পাঁচক?' তুমি আতংকে শ্বাসরুদ্ধ: 'একজন খানসামা? কিভাবে এটা সম্ভব?' এবং, আমি স্বীকার করি, ভাষা এবং রান্নার নানাপ্রকার উপহারসামগ্রীর এ ধরনের দক্ষতা এবং ভাষা অতিশয় দুর্লভও বটে। তবু আমি একটা অধিকার করি। তুমি বিস্ময়াভিভূত হয়েছো; কিন্তু তখন, তুমি দেখ, তোমার দু'শ'-রুপি-এক-মাসের পাচক জনিদের কেউ নই আমি। কিন্তু আমার

নিজের প্রভু, কাজ করছেন জাফরানের নিচে আর আমার ব্যক্তিগত নিওন দেবির সবুজ ইশারা। এবং আমার চাটনি ও কাসুন্দি, সর্বোপরি, আমার রাত্রিকালীন হিজিবিজি লেখার সাথে সংযুক্ত– দিনের বেলায় কাসুন্দির বিশাল পাত্রের মধ্যে; রাতের বেলা এই চাদরে, সংরক্ষণের মহান কাজে আমি আমার সময় ব্যয় করছি। স্মৃতি, ফলমূলের মতো, ঘড়ির দুর্নীতি থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

কিন্তু এখানে পদ্ম আমার একেবারে কনুইয়ের কাছে। আমাকে ঠেলে দিচ্ছে রৈখিক বর্ণনার এক বিশ্বের ভিতর। পরে-কি-ঘটেছের মহাবিশ্বে: 'এই হারে', পদ্ম অভিযোগ করে, ' তোমার জন্মের কথাটা বলার অবকাশ করে নেবার আগেই তুমি হবে দুই শ' বছরের বৃদ্ধ।' তার একটা নিঃশংক নিতম্ব আমার বরাবর নড়ালো সে, কিন্তু আমাকে বোকা বানায় না। আমি এখন জানি যে সে, তার সকল প্রতিবাদ সত্ত্বেও, গেঁথে গেছে। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই: আমার গল্প তার গলা টিপে ধরেছে, যাতে করে সে আমাকে বাড়িতে যাবার, আরো অনেক গোসল করার, আমার ভিনেগার-লাগা পোশাক পরিবর্তন করার কথা বলা এক্ষুনি থামায়... এখন আমার গোবর দেবি খুব সাদামাটাভাবে এই অফিসের কোণায় একটা কোট বানায় আর দুটো কালো গ্যাস-রিঙে আমার খাবার প্রস্তুত করে, 'তোমার পক্ষে নড়াচড়া করা ভালো নতুবা তুমি জন্ম নেবার আগেই মারা যাবে।' সফল গল্প-বলিয়ের প্রকৃত অহংকার যুদ্ধ করে সরিয়ে, আমি তাকে শিক্ষা দেবার উদ্যোগ নিই। 'বিষয় আশয়ের—এমন কি মানুষেরও—একে অন্যের মধ্যে প্রবেশের একটা পথ রয়েছে,' আমি ব্যাখ্যা দিই, ' তোমার রান্না করার সময়কার স্বাদুগন্ধের মতো। উদাহরণস্বরূপ, ইলসে লুবিনের আত্মহত্যা বৃদ্ধ আদমের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং সেখানে বসে আছে যতক্ষণ না ঈশ্বরকে দেখা যায়। একইভাবে,' আমি ঘনিষ্ঠভাবে বলি, 'অতীত আমার মধ্যে ঢুকে আছে... কাজেই আমরা এটা উপেক্ষা করতে পারি না...' তার কাঁধ ঝাঁকানো, যা তার বুকে মনোহর ঢেউ সৃষ্টি করে, আমাকে থামিয়ে দেয়। 'আমার কাছে এটা হচ্ছে তোমার জীবনের গল্প বলার একটা উন্মত্ত পথ,' সে চিৎকার করে বললো, 'যদি তুমি এমন কি খুঁজে না পাও কোথায় তোমার বাবা তোমার মায়ের সাথে মিলিত হয়েছিলেন।'

... এবং নিশ্চয় পদ্ম আমার মধ্যে প্রবেশ করছে। ইতিহাস যখন আমার ফাটল-ধরা শরীর থেকে বেরিয়ে আসছে, আমার পদ্ম দল মেলছে—তখন এটাই যথাযথ হবে যে আমার উচিৎ মিঞা আবদুল্লাহর মৃত্যুর গল্পটা বলা। ধ্বংস হয়ে যাওয়া হামিংবার্ড: আমাদের কালের এক কিংবদন্তি।

... এবং পদ্ম একজন সুমার্জিত মহিলা, কারণ এই শেষ দিনগুলোতেও সে আমার পাশে রয়েছে, যদিও আমি তার জন্যে খুব বেশি কিছু করতে পারি না। সেটা ঠিক– আর আরও একবার, নাছির খানের গল্প শুরুর আগে উল্লেখ করার জন্যে এটা খাপ খাওয়ানো– আমি পুরুষের গুণ বঞ্চিত। পদ্মর অনেক ও নানারকম উপহার ও কর্তব্যকর্ম সাধন সত্ত্বেও, আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারি না, এমন কি যখন সে তার বাম পা আমার ডান পায়ের ওপর রাখে তখনও না, তার ডান পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে আমার কোমর, তার মাথা তুলে ধরে আমার দিকে আর কূজন করে; এমন কি তখনও নয় যখন আমার কানে সে

ফিসফিস করে, 'তাহলে এখন ওই লেখালেখি শেষ হয়েছে, দেখা যাক যদি আমরা তোমার অন্যান্য পেন্সিলের কাজ তৈরি করতে পারি!'; সবকিছু সে চেষ্টা করা সত্ত্বেও, আমি তার পিকদানি ঘায়েল করতে পারি না।

যথেষ্ট স্বীকারোক্তি। পরে-কি-ঘটেছে রীতির পদ্ম-চাপের প্রতি মাথা নত করে, এবং আমার বিদায়ের সময়ের নির্দিষ্ট পরিমাণ স্মরণ করে, আমি Mercurochrome থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ি।

(আমার বাবা-মাকে একত্রে পাবার ব্যাপারেও আমি উৎসুক।) এটা মনে হয় যে ওই বছরের শেষ গ্রীষ্মে আমার নানা, ডাক্তার আদম আজিজ, আশাবাদের এক ভীষণ বিপদজনক কাঠামো গঠন করেন। আগ্রায় বাইসাইকেলে ঘুরতে ঘুরতে, তিনি হুইশেল দিতে লাগলেন, খারাপভাবে, কিন্তু খুব আনন্দের সাথে। তিনি ছিলেন একা, কারণ, এটা বন্ধ করার জন্যে কর্তৃপক্ষের চেষ্টা সত্ত্বেও, ওই বছর সারা ভারতে এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছিলো, এবং নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার আগে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো। কর্ণওয়ালিস সড়কের মাথায় অবস্থিত পানের দোকানের বৃদ্ধ মানুষেরা সুপারি চিবোয় আর একটা কৌশল সন্দেহ করে। 'যতোটা বাঁচতে পারতাম, তার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ সময় আমি বেঁচে আছি,' সবচেয়ে বৃদ্ধটি বলে, একটা পুরনো রেডিওর মতো তার কণ্ঠস্বর ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিলো কারণ দশকের পর দশক সময় তার স্বর যন্ত্র ঘর্ষণ করে আসছিলো, 'আর আমি কখনো এত উৎফুল্ল মানুষজন দেখিনি এমন এক খারাপ সময়ে। এটা শয়তানের কাজ।' এটা ছিলো, বাস্তবিকই, একটা স্থিতিস্থাপক ভাইরাস– কেবলমাত্র আবহাওয়াই বাচ্চা জন্মানো থেকে এসব জীবাণুকে নিরুৎসাহিত করতে পারতো। মাটি ফেটে চৌচির হচ্ছিলো। ধুলি গ্রাস করেছে সড়কের প্রান্তসমূহ, আর কোনো কোনো দিনে বিপুল ফাটলেল আবির্ভাব ঘটে ম্যাকাডেম করা সড়কের মোড়গুলোর মধ্যে। পানের দোকানের সুপারি-চিবিয়েরা পূর্বলক্ষণ সম্পর্কে কথা বলা শুরু করে। তাদের 'পিকদানিতে আঘাত করো' খেলার সাহায্যে নিজেদের শান্ত করে তারা, সংখ্যাহীন নামহীন আল্লাহজানেন ধরনের বিষয়কে বিকট করে তোলে। বাইসাইকেল মেরামতির দোকানের একজন শিখ এক অপরাহ্নের গরমে তার মাথার পাগড়ি মাথা থেকে খুলে ফেলেছিলো, যখন তার চুল, কোনো কারণ ছাড়াই, হঠাৎ করে খাড়া হয়ে গেল। আরও বিকট ব্যাপার, পানির স্বল্পতা এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে গোয়ালারা আর পরিষ্কার পানি পেলো না দুধে মেশানোর জন্যে... আর অনেক দূরে, আবারও একটা বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। আগ্রায় গরম পড়েছিলো প্রচণ্ড। কিন্তু এর মধ্যেও আমার নানা হুইশেল বাজিয়ে চললেন। পানের দোকানের বৃদ্ধরা তার হুইশেলে তেমন একটা উচ্চাঙ্গের কিছু খুঁজে পেলো না। (এবং আমি, তাদের মতোই, ফাটলের ওপরে উত্থিত ও প্রত্যাশিত।)

বাইসাইকেলে চেপে আমার নানা হুইশেল বাজাতেন, চামড়ার এ্যাটাচি তার ক্যারিয়ারে রাখা হতো। নাকের যন্ত্রণা সত্ত্বেও তার ঠোঁট কুঞ্চিত তার বুকের ওপর একটা আঘাত সত্ত্বেও যা তেইশ বছরেও মুছে যায়নি, তার চমৎকার কৌতুক অক্ষত. বাতাস তার ঠোঁট দিয়ে ঢোকে আর শব্দে রূপান্তরিত হয়। তিনি পুরনো একটি জার্মান সুর বাজা: ট্যানেনবাউম।

মাত্র একজন মানবসন্তানের কারণে আশাবাদের মহামারী দেখা দিয়েছিলো, তার নাম, মিঞা আবদুল্লাহ, কেবল খবরের কাগজওয়ালারাই ব্যবহার করতো। প্রত্যেকের কাছেই সে ছিলো হামিংবার্ড 'জাদুকর পরিণত হয়েছেন ভেলকিবাজে,' খবরের কাগজওয়ালারা লিখতো, 'মিঞা আবদুল্লাহ দিল্লির এক বিখ্যাত জাদুকর পরিবার থেকে এসেছেন ভারতের এক শ' মিলিয়ন মুসলিমের আশায় পরিণত হতে।' হামিংবার্ড ছিলো ফ্রি ইসলাম কনভকেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা, সভাপতি, চালিকা শক্তি; এবং ১৯৪২-এ আগ্রা ময়দানে বড় তাঁবু ও বৃক্তৃতামঞ্চ জাগতে লাগলো, যেখানে কনভকেশনের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিলো। আমার নানা, বায়ান্ন বছর বয়সের বৃদ্ধ, কয়েকবছরেই তার চুল পেকে শাদা হয়ে গেছে, ময়দান অতিক্রম করে যাবার সময় হুইশেল বাজাতে শুরু করেন। অন্য সময় অন্য স্থানে তিনি তার বন্ধু কুচ নাহিন-এর রাণীকে বলেন: 'আমি একজন কাশ্মিরি হিসেবেই বেড়ে উঠেছি, মুসলিম হিসেবে নয়। তারপর আমার বুকে একটা আঘাত লেগেছে যেটা আমাকে একজন ভারতীয়তে পরিণত করেছে। আমি এখনো ততোটা মুসলিম নই, কিন্তু আমার সমস্তই আবদুল্লাহর জন্যে। আমার লড়াইটাই সে লড়ছে।' তার চোখ এখনো কাশ্মিরি আকাশের মতো নীল... তিনি বাড়িতে আসেন, হুইশেলের বাজনা থামে; কারণ তার জন্যে আঙিনায় অসন্তোষের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন আমার নানি, নাসিম আজিজ, যিনি সব সময় রেভারেণ্ড মাদার নামক অদ্ভুত উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।অকালেই তিনি বুড়ি হয়েছিলেন; নিজের এক অদৃশ্য দুর্গে তিনি বসবাস করতেন। সে বছরের প্রথম দিকে আদম আজিজ তার পরিবারের লাইফসাইজ ফটো টাঙিয়েছিলেন শোবার ঘরের দেয়ালে; তিনজন বালিকা আর দুজন বালক কর্তব্যপূর্ণ পোজ দিয়েছে, কিন্তু রেভারেণ্ড মাদার বিদ্রোহ করেন যখন তার পালা আসে। ঘটনাক্রমে আলোকচিত্রি তার অসতর্কতা ধরার চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি তার ক্যামেরাটি কেড়ে নেন এবং সেটা তার মাথায় ভাঙেন। সৌভাগ্যবশত, সে বেঁচে যায়; কিন্তু পৃথিবীর কোথাও আর আমার নানির আলোকচিত্র থাকে না। এটা তার জন্যে যথেষ্ট যে তিনি মুখের পর্দা ছাড়া থাকবেন ঘরের মধ্যে, নগ্ন অবয়ব লজ্জাহীনতা—কিন্তু এই প্রকৃত ঘটনা রেকর্ড করতে দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তিনি যেটার মধ্যে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানান তাহলো রাজনীতি। ডাক্তার আজিজ যখন এ ধরনের বিষয় নিয়ে কথা বলার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি তার বন্ধু রাণীর কাছে চলে যেতেন, এবং রেভারেণ্ড মাদার মনে মনে রাগ করতেন। কিন্তু খুব কঠিন নয়, কারণ তিনি জানতেন আদমের যাওয়াটা তার বিজয়কে তুলে ধরে।

তার রাজ্যের যমজ হৃদয় হলো তার রান্নাঘর ও তার খাবার রাখার ঘর। আমি কখনো প্রবেশ করিনি এসব সাবেকি ঘরগুলোয়, তবে খাবার রাখার ঘর তালা লাগানো পর্দা-টাঙানো দরোজার রহস্যময় দুনিয়ার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকেছি। খাবার রাখার ঘর আর রান্নাঘর ছিলো নানির অবিচ্ছেদ্য অঞ্চল; আর তিনি তা হিংস্রভাবে সুরক্ষা করতেন। তিনি যখন তার শেষ সন্তান, আমার ফুফু এমারেল্ডকে, বহন করছিলেন তখন তার স্বামী তাকে রান্নাবান্নার তদারকি থেকে সাময়িক অবকাশ নেবার প্রস্তাব করেন। তিনি কোনো উত্তর দেন না; কিন্তু পর দিন, আজিজ যখন রান্নাঘরে ঢুকেছেন, তখন তিনি হাতে একটা

ধাতব পাত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন আর দরোজাপথ আগলে দাঁড়ান। তিনি মোটা ছিলেন, তার ওপর পোয়াতি, কাজেই দরোজা পথে আর একটুও জায়গা ছিলো না। আদম আজিজ ভ্রূকুটি করেন. 'কি হচ্ছে কি?' এর জবাবে আমার নানি বলেন, 'এটা, কিযেননামএটার, একটা অত্যন্ত ওজনদার পাত্র; আর যদি একবার আমি তোমাকে ধরতে পারি এখানে, কিযেননামএটার, তাহলে তোমার মাথা এটার মধ্যে পুরে দেবো, কিছু দই মেশারেবা, আর বানাবো, কিযেননামএটার, কোর্মা।' আমি জানি না আমার নানি *কিথেননাম এটার* এই মুদ্রাকোষে কিভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তার প্রায় প্রতিটা বাক্যে এটা জায়গা করে নিয়েছিলো আরো বেশি। আমি ভাবতে পছন্দ করি যে সাহায্য কামনায় এটা তার অসচেতন আবেদন... একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে। রেভারেণ্ড মাদার আমাদের একটা ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন যে, তার উপস্থিতি ও আকার নেয়, তিনি মহাবিশ্বে ভাসমান। তিনি জানতেন না, তুমি দেখ, এটাকে কি বলে উল্লেখ করা হয়। এবং ডিনার-টেবিলে তিনি মাতব্বরি চালিয়ে গেলেন। টেবিলে খাবার সাজানো হয়নি, প্লেটও রাখা হয়নি। তরকারি ও বাসনকোসন তার ডান হাতে একটা নিচু সাইড-টেবিলের ওপর রাখা আছে, এবং আজিজ ও শিশুরা তাই খেয়ে ওঠেন যা তিনি পরিবেশন করেন। এটা এই রীতির ক্ষমতার একটা চিহ্ন যে, এমন কি যখন তার স্বামী কোষ্ঠবদ্ধতার দ্বারা পীড়িত, তিনি কখনো তাকে একবারের জন্যেও তার খাবার পছন্দ করতে দেননি, আর কোনো অনুরোধ বা উপদেশ শোনেননি। দুর্গ হয়তো বা নড়ে না। এমনকি তখনও নয় যখন এর অধীনস্থদের আন্দোলন অনিয়মিত হয়ে পড়ে।

নাদির খানের দীর্ঘ আত্মগোপনের সময়ে, তরুণ জুলফিকারের কর্ণওয়ালিস রোডের বাড়িতে বেড়ানোর সময় যে প্রেমে পড়েছিলো এমারেল্ডের এবং ধনী রেক্সিন-লেদারক্লোথ সওদাগর আহমেদ সিনাই-এর যে আমার খালা আলিয়াকে খুব খারাপভাবে আঘাত করেছিলো যার ফলে আমার খালা পঁচিশ বছর ধরে একটা হিংসা বহন করে এসেছে, নিষ্ঠুরভাবে আমার মায়ের ওপর তা চাপিয়ে দেবার আগের সময় পর্যন্ত। রেভারেণ্ড মাদারের গৃহের ওপর লৌহমুষ্টি তাতে বাধাগ্রস্ত হয়নি। আর নাদিরের উপস্থিতির আগে, আদম আজিজ এই লৌহমুষ্টি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন, এবং বাধ্য হয়েছিলেন স্ত্রীসহ যুদ্ধে যেতে।

... ১৯৩২ সালে, দশ বছর আগে, তিনি তার শিশুদের শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। রেভারেণ্ড মাদার ভয়বিহ্বল হয়ে পড়েন।. তবে এটা পিতার ঐতিহ্যগত ভূমিকা, কাজেই তিনি আপত্তি করেননি। আলিয়ার বয়স হয়েছিলো এগারো বছর; দ্বিতীয় কন্যা, মুমতাজ, প্রায় নয় বছরের। দুই বালক, হানিফ ও মুস্তাফা, আট ও ছয় বছর বয়সী, আর এমারেল্ডের বয়স তখনো পাঁচ বছর হয়নি। রেভারেন্ড মাদার তার ভীতি পারিবারিক পাচক দাউদের মনে সঞ্চালন করেছিলেন। 'সে তাদের মস্তিষ্ক ভরে দিয়েছে আমি জানি না কি সব বিদেশি ভাষায়, কিযেননামএটার, আর অন্যান্য আবর্জনা দিয়েও, কোনো সন্দেহ নেই।' দাউদ পাত্রগুলো নাড়ালো আর রেভারেণ্ড মাদার চিৎকার করে ওঠেন, 'তুমি কি কল্পনা করতে

AMARBOI.COM

পারো, কিযেননামএটার, ছোট্ট মেয়েটি নিজেকে এমারেল্ড নামে পরিচয় দেয়? ইংরেজি ভাষায়, কিযেননামএটার? ঐ লোক আমার বাচ্চাদের ধ্বংস করবে। তোমার রান্নায় আরো মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন আর অন্যলোকদের ব্যাপারে নাক গলাবে না।'

তিনি কেবল একটাই শিক্ষার ব্যাপার বুঝতেন: ধর্মীয় নির্দেশনা। আজিজের বিপরীতে তিনি ছিলেন একজন আত্মোৎসর্গী। 'তোমার হামিংবার্ড আছে,' তিনি তাকে বলেন, 'কিন্তু আমার, কিযেননামএটার, ঈশ্বরের আহ্বান আছে। ওই লোকটার চেয়ে, কিযেননাম এটার, অনেক বেশি ভালো।' এটা ছিলো তার দুর্লভ রাজনৈতিক মন্তব্যগুলোর একটি... এবং তারপর সেই দিনটি এলো যখন আজিজ ধর্মীয় শিক্ষককে বের করে দিয়েছেন। বুড়ো আঙুল ও তর্জনি মৌলভীর কানের খুবই কাছাকাছি। নাসিম আজিজ দেখলেন তার স্বামী একজন দাড়িওয়ালা অভাজনকে বাগানের দেয়ালে স্থাপিত দরোজার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

'মর্যাদাহীন মানুষ!' তিনি স্বামীকে অভিশাপ দিলেন, এবং, 'কিযেননামএটার, লজ্জাহীন মানুষ!' ছেলেমেয়েরা পিছনের বারান্দার নিরাপদ স্থান থেকে বিষয়টা লক্ষ্য করতে লাগলো। এবং আজিজ, 'তুমি কি জানো তোমার ছেলেমেয়েদের কি শিক্ষা দিচ্ছিলো ওই লোকটা?' আর রেভারেণ্ড মাদার প্রশ্নের বিপরীতে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'আমাদের মাথার ওপর বিপদ টেনে না আনার জন্যে তুমি কি করবে?'– কিন্তু এখন আজিজ, 'তুমি মনে করছো এটা নাস্তালিক স্ক্রিপ্ট, এ্যাঁ?'– এ কথায় তার স্ত্রী, উষ্ণতর হয়ে উঠে: 'তুমি কি শুওর খাবে? কিযেননামএটার, তুমি কি কুরআনের ওপর থুথু ফেলবে?' এবং, কণ্ঠস্বর চড়ছে, 'না কি এটা 'গাভি' নামক কিছু কবিতার লাইন? তুমি তাই মনে করো?'... তার কথায় কোনো মনোযোগ স্থাপন না করে, রেভারেণ্ড মাদার তার ক্লাইমেক্সে পৌঁছে গেলেন: 'তুমি কি তোমার মেয়েদের জার্মানদের সাথে বিয়ে দেবে!?' এবং বিরতি দিয়ে, শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে যুদ্ধ করে, আমার নানাকে প্রত্যুত্তর করার অবকাশ দিলেন, 'সে ওদের ঘৃণা শেখাচ্ছিলো, বৌ। সে তাদের ঘৃণা করতে বলছে হিন্দুদের, বৌদ্ধদের, জৈনদের, শিখদের আর অন্যসব নিরামিষাশীদের। তুমি কি ঘৃণাকারি সন্তান নেবে?'

'তুমি কি ঈশ্বরহীন কাউকে নেবে?' রেভারেণ্ড মাদারের মনে দোযখের বহুবিধ চিত্র আছে। সে দোযখ জুন মাসের রাজপুতনার মতো গরম আর সবাইকে শিখতে হয় সাতটা বিদেশি ভাষা... 'আমি এই শপথ নিয়েছি, কিযেননামএটার,' আমার নানি বললেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমার রান্নাঘর থেকে তোমার মুখে কোনো অন্ন জুটবে না! না, একটা চাপাতিও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি ওই মৌলভী সাহেবকে ফিরিয়ে এনে, কিযেননামএটার, তার পায়ে চুমু খাচ্ছো!'

ক্ষুধার যুদ্ধ যা সেদিন শুরু হয়েছিলো তা মৃত্যুর এক দ্বৈরথে পরিণত হয়েছিলো প্রায়। নিজের কথার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে রেভারেণ্ড মাদার তার স্বামীকে খাবার সময় তেমন খালি প্লেট পরিবেশন করলেন না। ডাক্তার আজিজ দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন খাবার খেতে অস্বীকার করে। তারপর বেরিয়ে গেলেন। দিনের পর দিন পাঁচটি ছেলেমেয়ে তাদের

বাবার চলে যাওয়া লক্ষ্য করতে লাগলো, যখন তাদের মা নিষ্প্রভভাবে খাবারের পাত্রগুলো পাহারা দিতেন। 'তুমি কি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যেতে সক্ষম হবে?' এমারেল্ড কৌতুহলের সাথে জানতে চাইতো, তারপর যোগ করতো, 'এটা করো না যতক্ষণ তুমি না জানছো যে কিভাবে ফিরে আসতে হয়।' আজিজের মুখ এবড়োথেবড়ো হয়ে গেছে; এমন কি তার নাকও অনেক পাতলা হয়ে গেছে বলে মনে হয়। তার দেহ একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে আর প্রতিদিন এর একটি অংশ উড়ে যাচ্ছে। তিনি আলিয়াকে বললেন, আলিয়া তার বড় মেয়ে, বুদ্ধিমতি: 'যে কোনো যুদ্ধে, যুদ্ধক্ষেত্র সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি ভোগ করে দুপক্ষের সৈন্যদলের চেয়েও। এটাই স্বাভাবিক।' তিনি রিকশা নিতে আরম্ভ করলেন তার রাউণ্ডের সময়। রিকশাওয়ালা হামদর্দ তার ব্যাপারে শংকিত হতে শুরু করলো।

কুচ নাহিনের রানি রেভারেণ্ড মাদারের কাছে দূতপাঠালেন ক্ষমার আবেদন জানিয়ে। 'ভারত কি ক্ষুধার্ত মানুষে পূর্ণ নয়?' দূতেরা নাসিমকে জিজ্ঞেস করলো, আর তিনি বন্ধন দিলে করলেন একটা বাসিলিস্ক চোখ ঝলসানো আলোয় যা এর মধ্যেই একটি কিংবদন্তিতে পরিণত হতে চলেছে। হাত দুটো তার কোলের ওপর রাখা, একটা মসলিন দুপাট্টা তার মাথায় বাঁধা, ভাবলেশহীনভাবে তিনি তার কাছে আসা লোকজনকে সরাসরি চোখে তাকিয়ে দেখেন। তাদের কণ্ঠস্বর পাথরে পরিবর্তিত হয়েছে। তাদের হৃদয় বরফের মতো জমে গেছে। আর একটা কক্ষে অচেনা লোকজনের সাথে আমার নানা বসে আছেন, পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন অসংখ্য চোখের দ্বারা। 'যথেষ্ট হয়েছে, কিযেননামএটার' নানি চিৎকারক করে কাকের কণ্ঠস্বরে বললো, 'বেশ, হয়তো। কিন্তু তবুও, হয়তো না।'

কিন্তু সত্যি হলো যে নাসিম আজিজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কারণ অনাহারে যখন আজিজের মৃত্যু নানার ওপর তার বিশ্বের ধারণার উচ্চপদস্থতার একটা পরিষ্কার বিক্ষোভ হবে সেটা। তিনি বিধবা হতে অনিচ্ছুক ছিলেন একটা অমিশ্রিত আদর্শের কারণে। তথাপি পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তিনি কোনো পথ দেখতে পেলেন না যা তার ফিরে আসা ও বিমর্ষ সুখের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এবং মুখ পর্দাহীন রাখার শিক্ষা নিতে নিতে আমার নানি সবচেয়ে অনিচ্ছুক ছিলেন এর কোনোটা হারাতে।

'অসুখে পড়েছো, কেন তুমি পড়ো না?'– আলিয়া, বুদ্ধিমতি বালিকা, সমাধান খুঁজে বের করলো। রেভারেণ্ড মাদার কৌশলগত কারণে কিছুটা পিছিয়ে এসেছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন যন্ত্রণার, পুরো মাত্রায় একটা খুনে যন্ত্রণা, কিযেননামএটার, আর তার বিছানায় নিয়ে যান। তার অনুপস্থিতিতে আলিয়া তার বাবার দিকে অলিভ গাছের ডালপালা এগিয়ে দেয়, চিকেন স্যুপের এক বাটির আকারে। দুই দিন পর রেভারেণ্ড মাদার উঠলেন জীবনে প্রথম স্বামীর দ্বারা পরীক্ষিত হতে অস্বীকৃতি জানান), তার ক্ষমতা সংহত করেন, আর তার কন্যার সিদ্ধান্তে কাঁধ ঝাঁকিয়ে, আজিজকে অতিক্রম করে যান।

AMARBOI.COM

এটা ছিলো দশ বছর আগের; কিন্তু এখনো, ১৯৪২-এ, পানের দোকানের বৃদ্ধ মানুষেরা বিস্মিত হয়ে যায় হুইশেল বাদনরত ডাক্তারকে দেখে যখন তার স্ত্রী এর মধ্যেই তাকে অদৃশ্য হয়ে যাবার কৌশল শিখতে বাধ্য করেছে। এমন কি যদিও তার জানা নেই কিভাবে ফিরে আসা যায়। সন্ধ্যা শেষে তারা পরস্পরকে মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে কনুই দিয়ে গুতো মারলো, 'তুমি কি মনে করতে পারো কখন–' এবং 'স্নানের লাইনে কংকালের মতো শুকনো! সে এমন কি চড়েনি তার–' এবং 'আমি তোমাকে বলি, ওই মহিলা ভয়ংকর সব কাণ্ড করতে পারে। আমি শুনেছি সে এমন কি তার মেয়ের দেখা স্বপ্নও দেখতে পারে, তাদের উদ্দেশ্য জানার জন্যে!' কিন্তু সন্ধ্যার পর কনুইয়ের গুতো নিঃশেষ হয়ে যায়, কারণ এটা প্রতিযোগিতার সময়। ছন্দময়ভাবে নীরবতার মধ্যে তাদের চোয়াল নড়াচড়া করে; তারপর হঠাৎ করে ঠোঁট ফাঁক হয়ে যায়, কিন্তু যা উত্থিত হয় তা কোনো শব্দ নয়। হুইশেলও নয়, যা বেরিয়ে আসে তা হলো পানের লাল রং, নির্ভুল নিশানায় তা নিক্ষিপ্ত হয় পুরনো একটা পিতলের পিকদানিতে। এ রকম আরও ঘটতে থাকে আর চারদিক থেকে আত্মপ্রসাদের ধ্বনি শোনা যায়, 'বাহ্, বাহ্, স্যার!' এবং, 'পুরোপুরি ওস্তাদি নিক্ষেপ!...' বুড়োদের চারপাশে শহর নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে সন্ধ্যা-উত্তীর্ণ সময়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। শিশুরা হুপ আর কাবাডি খেলে আর মিঞা আবদুল্লাহর পোস্টারে দাড়ি আঁকে। আর এখন বুড়োরা রাস্তার ওপর রেখেছে পিকদানিটা। বারবার তারা পিক ফেলে আর আগের তুলনায় আরো দূর থেকে। 'ও দারুণ, ইয়ারা!' কিন্তু এই যে একটা আর্মি স্টাফ কার... সেটা এসে পড়লো পিকদানির ওপর... এই যে, ব্রিগেডিয়ার ডডসন, শহরের মিলিটারি কমাণ্ডার, রেগে আগুন... পানের পিক লেগেছে তার মুখে... আর এই যে, তার এ. ডি. সি., মেজর জুলফিকার, তাকে একটা তোয়ালে এগিয়ে দেয়। রাস্তার ধূলির ওপর পিকদানি ছিটকে পড়লে লাল পিক ছড়িয়ে পড়ে রক্তের মতো এবং তা রাজার পশ্চাদগামি ক্ষমতার প্রতি অভিযোগ নির্দেশ করে।

একটি ছত্রাক আক্রান্ত আলোকচিত্রের স্মৃতি (হয়তো সেই একই বেচারা আলোকচিত্রির কাজ যার লাইফ-সাইজ ছবির জন্যে তাকে প্রায় তার জীবন দিয়ে দিতে হতো) ঃ আদম আজিজ, এক লোকের সাথে করমর্দন করছেন যার বয়স ষাট অথবা ওই রকম, শাদা চুল তার ভুরু বরাবর নেমে এসেছে, অধৈর্য ধরনের মুখখানা, এই হলো মিঞা আবদুল্লাহ, হামিংবার্ড। 'তুমি দেখ, ডাক্তার সাহেব, আমি নিজেকে ফিট রেখেছি। তুমি আমার পেটে আঘাত করতে চাও? চেষ্টা করো, চেষ্টা করো। আমি একেবারে টিপটপ অবস্থায় আছি।'... আলোকচিত্রের মধ্যে একটা ঢিলেঢালা শাদা শার্টের ভাঁজ পেট গোপন করে রেখেছে, আর আমার নানার মুষ্টি ঘুঁষি পাকানো নয় বরং সাবেক ভেলকিবাজের হাতে বন্দি হয়ে গেছে।) এবং তাদের পিছনে, কুচ নাহিনের রাণী, যিনি শ্বেত হয়ে যাচ্ছেন, এটা একটা ব্যাধি যা ইতিহাসে ঢুকে পড়েছে আর স্বাধীনতার অল্প পরেই ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে... 'আমি অবস্থার শিকার,' রাণী ফিসফিস করেন, আলোকচিত্রিত ঠোঁটে যা কখনো নড়ে না, 'আমার দোআঁশলা অস্তিত্বের অসহায় শিকার। আমার চামড়া হচ্ছে আমার আত্মার আন্তর্জাতিকতাবাদের বাইরের অভিব্যক্তি।' হ্যাঁ, একটা

কথোপকথন চলছে এই আলোকচিত্রটিতে। রাণী ছাড়াও– এখন খেয়াল করে শোনো; ইতিহাস আর পূর্বপুরুষগণ মিলিত হবার মুখে!– দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত এক লোক, কোমল, তার চোখ হচ্ছে পুকুরের মতো, কবির মতো লম্বা তার চুল। নাদির খান, হামিংবার্ডের ব্যক্তিগত সচিব। তার পা, যদি না সেগুলো স্ন্যাপশটে জমে গিয়ে থাকে। নিবিড়তায় নৃত্য করবে। তার বোকা বোকা হাসির ভিতর দিয়ে সে বলছে, 'এটা সত্যি; আমি কবিতা লিখেছি...' অন্যদিকে মিঞা আবদুল্লাহ বাধা দেন, তীক্ষ্ণ দাঁত বের করে তার হা করা মুখ বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে: 'কিন্তু কিসের কবিতা! পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা একটা পংক্তিও ছন্দ নেই!...' এবং রাণী, মার্জিত কণ্ঠে: 'একজন আধুনিকতাবাদী, না কি?' এবং নাদির, লাজুক ভঙ্গিতে: 'হ্যাঁ।' স্থির চিত্রটিতে এখন কী স্নায়বিক পরিস্থিতি, কী দৃশ্য! কী ধারলো তরল হাস্য-পরিহাস, যখন হামিংবার্ড কথা বলেন: 'ওটা নিয়ে চিন্তা নেই; শিল্প অবশ্যই ওপরে তোলা উচিৎ; আমাদের কেবল মনে রাখা দরকার আমাদের গৌরবময় সাহিত্য ঐতিহ্যের মহিমা!'... এবং ওটা কি একটা ছায়া, অথবা একটা ভ্রূকুটি তার সচিবের ভুরুতে... নাদিরের কণ্ঠস্বর, বিবর্ণ হয়ে আসা ছবি থেকে নিচু স্বরে; 'আমি উঁচু শিল্পে বিশ্বাস করি না, মিঞা সাহেব। এখন শিল্প অবশ্যই শ্রেণীকে ছাড়িয়ে যাবে; আমার কবিতা আর– ওই-হিট-দ্য-স্পিটুন খেলা সমান।'... কাজেই এখন রাণী, যেমন দয়ালু রমনী তিনি, কৌতুক করেন, ' বেশ, আমি এক পাশে জায়গা রাখবো, হয়তো; পান-খেকো আর খেলোয়াড়দের জন্যে। আমার একটা অতিশয় চমৎকার রুপার পিকদানি আছে, লাপিস লাজুলি রত্নখচিত, আর আপনারা সবাই অবশ্যই আসবেন আর অনুশীলন করবেন।' এবং এখন আলোকচিত্রটি শব্দ হারিয়ে ফেলেছে; এখন আমি লক্ষ্য করি, আমার মনের চোখে, সমস্ত সময় হামিংবার্ড তাকিয়ে আছে দরোজার দিকে, যা ছবিটার একেবারে প্রান্তে আমার নানার কাঁধ অতিক্রম করেছে। দরোজা ছাড়িয়ে, ইতিহাস ডাকছে। চলে যাবার জন্যে হামিংবার্ড অধৈর্য... কিন্তু সে আমাদের সাথে রয়েছে, এবং তার উপস্থিতি আমাদের দুটো সুতো এনে দিয়েছে যা আমার সমস্ত দিন জুড়ে আমাকে পশ্চাদ্ধাবন করবে: জাদুকরের মহল্লায় গেছে একটি সুতো; আরেকটি সুতো গল্প শোনায় ছন্দহীন, ক্রিয়াহীন কবি নাদির ও মূল্যহীন রূপের পিকদানির।

'কী বেআক্কেল,' আমাদের পদ্ম বলে। 'ছবি কিভাবে কথা বলবে? থামো এখন; কোনো কিছু চিন্তা করার পক্ষে তুমি এখন ক্লান্ত।' কিন্তু যখন আমি তাকে বলি যে মিঞা আবদুল্লাহ না থেকেই অবিরাম গুঞ্জন করার আশ্চর্য ক্ষমতা পেয়েছিলো, অদ্ভুত রকমের গুঞ্জন, সুরেলা নয় আবার অসুরেলাও নয়। কিন্তু কোন প্রকার যান্ত্রিক, ইঞ্জিন কিংবা ডায়নামোর মতো গুঞ্জন, পদ্ম সহজভাবে এটা গলাধকরণ করে বিচারকের মতো বললো, 'আচ্ছা, সে যদি ওই রকম একজন ক্ষমতাবান লোকই হয়ে থাকে, তো সেটা আমার

AMARBOI.COM

কাছে কোনো অবাক হবার বিষয় নয়।' আমি তাকে রিপোর্ট করি যে মিঞা আবদুল্লাহর গুঞ্জন তার কাজের ধরনের সাথে সরসরি সম্পর্কযুক্ত বলে সেই অনুযায়ী ওঠা-নামা করে। এটা তোমাকে দাঁতের যন্ত্রণা দিতে পারে আবার তার চেয়েও বেশি মাত্রায় উঠতে পারে। (আরে বাপ,' পদ্ম হাসে, 'মানুষজনের মধ্যে সে বেশ জনপ্রিয় তাতে অবাক হবার কিছু নেই!') নাদির খান, তার সচিব হিসেবে, মনিরের কম্পনসমৃদ্ধ এই কাজের দ্বারা প্রায়ই আক্রান্ত হয়, এবং তার কান চোয়াল শিশ্ন সর্বদা হামিংবার্ডের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। কেন, তাহলে, নাদির আছে তার সাথে? না– আমার বিশ্বাস– সে এটাকে তার কাব্যিক কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত করে যে ঘটনার মাঝখানে থাকা উচিৎ আর সেগুলো সাহিত্যকর্মে প্রবিষ্ট করানো উচিৎ, না, ঠিক এ কারণে নয়। আবার এ কারণেও নয় যে, নিজের জন্যে সে খ্যাতি চায়। না: আমার নানার সাথে নাদিরের মিল আছে একটা জায়গায়, আর সেটা যথেষ্ট। সেও আশাবাদী ব্যাধিতে আক্রান্ত।

আদম আজিজের মতো, কুচ নাহিনের রানির মতো, নাদির খান মুসলিম লীগকে অত্যন্ত অপছন্দ করে ('ওই ব্যাঙের দল!' রানি তার রুপোলি কণ্ঠস্বরে চিৎকার করে বলেন, 'সব ভূস্বামী– স্বার্থ রক্ষায় আগ্রহী! মুসলিমদের জন্যে কি করার আছে তাদের? তারা বৃটিশদের জায়গায় ব্যাঙের মতো যেতে চায় আর নিজেদের জন্যে সরকার গঠন করতে চায়, এখন কংগ্রেস যা করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে!' এটা ছিলো 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বছর। 'আর তাছাড়াও,' রানি চূড়ান্তভাবে বললেন, 'তারা পাগল। নইলে কেন তারা ভারতের পার্টিশন চাইবে?')

মিঞা আবদুল্লাহ, হামিংবার্ড, প্রায় একাই সৃষ্টি করেছেন ফ্রি ইসলাম কনভকেশন, লাহোরে। তিনি একাধিক উপদলের মুসলিম নেতাদের আমন্ত্রণ জানান একটা ঢিলেঢালাভাবে একত্রিত সংগঠন দাঁড় করানোর জন্যে, মুসলিম লীগারদের বিকল্প হিসেবে। এটা ছিলো একটা বিশাল কৌশল, কেননা তারা সবাই এসেছিলেন। লাথোরে সেটাই ছিলো প্রথম কনভকেশন। আগ্রায় অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয়টি। ময়দান পূর্ণ হয়ে যাবে কৃষক আন্দোলনের সদস্য, শহরের শ্রমিকদের সিণ্ডিকেট, ধর্মীয় দলের প্রতিনিধিদের দ্বারা। এই কনভকেশনে দেখানো হবে যে, লীগ কেবল নিজেরাই ভারতের বিভক্তি চায়, অন্য আর কারো পক্ষে তারা কথা বলে না। 'তারা আমাদের পিঠ দেখিয়েছে,' কনভকেশনের পোস্টারে বলা হয়, 'এবং এখন তারা দাবি করছে আমরা তাদের পিছনে দাঁড়াচ্ছি!' মিঞা আবদুল্লাহ পার্টিশনের বিরোধিতা করেছেন।

আশাবাদের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে, হামিংবার্ডের পৃষ্ঠপোষক, কুচ লাইনের রানি কখনো দিগন্তে মেঘের উল্লেখ করেননি। তিনি কখনো উল্লেখ করেননি যে আগ্রা হলো মুসলিম লীগের শক্ত ঘাঁটি। কেবল বলছেন, 'আদম আমার বাছা, হামিংবার্ড যদি এখানে কনভকেশন করতে চায়, আমি তাকে এলাহাবাদে অনুষ্ঠানের পরামর্শ দিতে পারি না।' তিনি কোনো প্রকার অভিযোগ অথবা হস্তক্ষেপ ছাড়াই যাবতীয় খরচপাতি বহন করছেন। না, বলা উচিৎ, শহরে শত্রু সৃষ্টি করা ছাড়াই। রানি অন্যান্য ভারতীয় রাজকুমারিদের মতো জীবন যাপন করতেন না। teetar-hunt এর পরিবর্তে তিনি বৃদ্ধি বিভূষিত করেন। হোটেল কেলেংকারির পরিবর্তে তিনি রাজনীতি করতেন। আর সে কারণেই গুজব শুরু

হয়েছিলো। 'তাঁর এইসব বৃত্তি, বুঝলে হে, প্রত্যেকেই জানে তাদের আলাদা কারিকুলাম ডিউটি পালন করতে হবে। তারা অন্ধকারে তার শয়নকক্ষে যায়, আর সে কখনো তার ফুসকুড়িপূর্ণ মুখটা তাদের দেখতে দেয় না, কিন্তু তাদের মোহাবিষ্ট করে বিছানায় গান-গাওয়া ডাইনির কণ্ঠস্বরে!' আদম আজিজের কোনো কালেই ডাইনিতে বিশ্বাস ছিলো না। তিনি তার উজ্জ্বল বন্ধু-বৃত্ত উপভোগ করতেন। কিন্তু নাসিম আজিজ, যিনি রানি সম্পর্কে প্রচলিত গল্পগুলো অর্ধ বিশ্বাস করতেন, কখনোই আজিজের সঙ্গে রাজকুমারির বাড়িতে যাননি। 'যদি ঈশ্বর মানুষকে অনেক কণ্ঠে কথা বলতে দেন,' তিনি তর্ক করতেন, 'তাহলে সে কেন কেবল একজনকে আমাদের মাথায় রাখবে?'

এবং তাই হামিংবার্ডের আশাবাদীরা কেউ প্রস্তুত ছিলো না কি ঘটবে তার জন্যে। তারা হিট-দ্য-স্পিটুন খেলতো, এবং মাটির ফাটলগুলো উপেক্ষা করতো।

কখনো কখনো কিংবদন্তি তৈরি করে বাস্তবতা, এবং প্রকৃত ঘটনার চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। কিংবদন্তি অনুসারে, তারপর– পান-দোকানের প্রাচীন লোকদের পালিশ করা গালগল্প অনুসারে– মিঞা আবদুল্লাহ আগ্রা রেলওয়ে স্টেশনে ময়ুরের পালক দিয়ে তৈরি একটা পাখা কিনেছিলেন, দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে নাদির খানের সতর্ক বাণী সত্ত্বেও, ওখান থেকেই তার পতনের শুরু। অধিকন্তু কাস্তের মতো এক ফালি চাঁদের ওই রাতে, আবদুল্লাহ কাজ করেছিলেন নাদিরের সাথে, তাই যখন নতুন চাঁদ উঠলো তারা দু'জনেই কাচের ভিতর দিয়ে তা দেখলেন। 'এটা একটা ব্যাপার,' পান-খোররা বলে। 'আমরা অনেক বেশি দিন ধরে বেঁচে আছি, আর আমরা জানি।' (পদ্ম সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।)

কনভকেশনের অফিসটা ছিলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত ঐতিহাসিক অনুষদ ভবনের নিচতলায়। আবদুল্লাহ ও নাদির তাদের রাতের কাজের প্রায় শেষে এসে পৌঁছলেন; হামিংবার্ডের গুঞ্জন মৃদু ছিলো আর নাদিরের প্রান্তের ওপর ছিলো। অফিসের দেয়ালে একটা পোস্টার, তাতে প্রকাশ পাচ্ছিলো আবদুল্লাহর প্রিয় বিভাগ-বিরোধী আবেগ, কবি ইকবালের একটা উদ্ধৃতি: 'কোথায় আমরা খুঁজে পাবো সেই ভূমি যা ঈশ্বরের কাছে বিদেশ?' এং ঠিক এ সময় খুনীরা ক্যাম্পাসে পৌঁছে গিয়েছিলো। ঘটনা: আবদুল্লাহর প্রচুর শত্রু ছিলো। তার প্রতি বৃটিশদের মনোভাব সব সময় ছিলো দ্ব্যর্থক. ব্রিগেডিয়ার ডডসন তাকে শহরে দেখতে চায়নি। দরোজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো এবং তার উত্তর দিলো নাদির। ছয়টা নতুন চাঁদ কক্ষের ভিতর প্রবেশ করলো, সম্পূর্ণ কালো পোশাক পরা ছয়টা লোকের হাতে ধরা ছয়টা চিকন চাঁদের মতো ছুরি, তাদের মুখও ঢাকা। দুইজন নাদিরকে ধরে রাখলো আর অন্যরা এগোলো হামিংবার্ডের দিকে।

'এই জায়গায়,' পান-খোররা বলে, 'হামিংবার্ডের গুঞ্জন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তীব্র থেকে তীব্রতর, ইয়ারা, আর আততায়ীদের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। তারপর– আল্লাহ, তারপর!– ছুরিকাগুলো গান গাইতে শুরু করে আর আবদুল্লাহ উচ্চকণ্ঠে গান করেন, এমন হাই-হাই শব্দে গুঞ্জন করেন আগে আর কখনো যা করেননি। তার দেহটা ছিলো শক্ত এবং দীর্ঘ খাঁজকাটা ছুরির ফলার পক্ষে তাকে খুন করতে সমস্যা হলো; একটা ভেঙে গেল পাঁজরে লেগে, কিন্তু অন্যগুলো দ্রুত রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠলো। কিন্তু এখন–

শোনো!– আবদুল্লাহর গুঞ্জন আমাদের মানব কানের আওতার বাইরে চলে গেছে, এবং শহরের কুকুরগুলোই কেবল তা শুনতে পারে। আগ্রায় কুকুরের সংখ্যা হতে পারে আট হাজার চার শ' কুড়িটা। ওই রাতে, এটা নিশ্চিত যে তাদের কেউ কেউ খাচ্ছিলো, অন্যরা মুমূর্ষু ছিলো। আর কিছু ছিলো যারা বিবাহ-পূর্ব যৌনসঙ্গম করেছে এবং অন্যরা ডাক শুনতে পায়নি।

ধরা যায় প্রায় দু হাজার। অন্য সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে দৌড় দিলো। এটা সুবিদিত যে এই সমস্ত ব্যাপার সত্যি। শহরের প্রত্যেকে এটা দেখেছে, কেবল তারা দেখতে পায়নি যারা ঘুমাচ্ছিলো। তারা শব্দ করতে করতে গেল, সেনাদলের মতো, এবং পরে তাদের পথচিহ্ন বরাবর ছড়িয়ে রইলো হাড় ও গোবর ও লোমের গুচ্ছ... আর সমস্তটা সময় আবদুল্লাহজী গুঞ্জন করলেন, গুঞ্জন-গুঞ্জন, এবং ছুরিকাগুলো গান গাইছিলো। এবং এখন এই: হঠাৎ করে খুনীদের একজনের চোখ ফেটে গেল। আর কোটর থেকে বাইরে ছিটকে পড়লো। পরে, কাচের টুকরোগুলো পাওয়া যায়, গালিচার মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়া!' তারা বলে, 'কুকুরগুলো যখন এলো আবদুল্লাহ তখন মৃত্যুর কাছাকাছি। আর ছুরিগুলো ভোঁতা তারা এলো বন্য প্রাণীর মতো, জানলা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো, যেটার কোনো কাচ ছিলো না কেননা আবদুল্লাহর গুঞ্জন সেগুলো ভেঙে ফেলেছিলো।... কাঠের দরোজা ভেঙে না পড়া পর্যন্ত তারা দরোজায় শব্দ করতে লাগলো... আর তারপর তারা আছে সবখানেই, বাবা!... কেউ আছে পা নেই, কারো বা চুলের অভাব, কিন্তু তাদের বেশির ভাগেরই খুব চমৎকার দাঁত, এবং এর কয়েকটি বেশ ধারালো,... এবং এখন এটা দেখ: আততায়ীরা বাধা পাওয়ার আশংকা করতে পারেনি। কেননা তারা কোনো রক্ষি বসায়নি। তাই কুকুরেরা তাদের বিস্ময়ের সাথে ধরে ফেললো... দুই ব্যক্তি নাদির খানকে ধরে রেখেছে। পশুদের ওজনের চাপে সে নিচে পড়ে গেছে। হতে পারে আটষট্টিটি কুকুর তাদের গলায়... এরপর আততায়ীরা এমন বিশ্রীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো, কেউ বলতে পারবে না।'

'কিছু কিছু পয়েন্টে,' তারা বলে, 'নাদির জানলা দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে ও দৌড় দেবে। কুকুরগুলো ও আততায়ীরা পলাতকের পিছনে ধাওয়া করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো।'

কুকুর? আততায়ী?... যদি তুমি আমাকে বিশ্বাস না করো, তাহলে চেক করো। মিঞা আবদুল্লাহ ও তার কনভকেশন সম্পর্কে তালাশ নিয়ে দেখ। আবিষ্কার করো আমরা কিভাবে তার গল্প ঝাড়ু দিয়েছিলাম গালিচার নিচে... তারপর বলতে দাও কিভাবে নাদির খান, তার লেফটেন্যান্ট, আমার পরিবারে তিনটি বছর কাটিয়েছে।

করুণ হিসেবে সে একটা রুম ভাগাভাগি করে নিয়ে থাকে একজন তৈলচিত্রকরের সাথে। তার পেইন্টিং বড় থেকে আরো বড় হচ্ছে কারণ জীবনের পুরোটা ধারণ করে তা তার শিল্পে ঢোকানোর চেষ্টা করে। 'আমার দিকে তাকাও,' সে নিজেকে নিজেই হত্যা করার আগে বললো, 'আমি একজন মিনিয়েচারিস্ট হতে চেয়েছিলাম আর পরিবর্তে আমি

পেয়েছি গোদ' এক ফালি ছুরির নৈশ ঘটনা নাদির খানকে মনে করিয়ে দেয় তার রুমমেটের কথা কারণ জীবন আবারও একবার, নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো, প্রত্যাখ্যান করে লাইফ-সাইজ থাকা। নাদির খান নির্দেশ লাভ ছাড়াই কিভাবে রাতের শহরে দৌড় দিয়ে গেল?... কর্নওয়ালিস রোডে, সেটা ছিলো একটা উষ্ণ রাত্রি। কয়লার একটা ঠেলা খালি পড়ে আছে মনুষ্যহীন একটা রিকশার পাশেই। পানের-দোকান বন্ধ আর বৃদ্ধ মানুষগুলো ছাদে গিয়ে ঘুমিয়েছে, স্বপ্ন দেখছে আগামী দিনের খেলার। একটা নির্ঘুম গাভী অলসভঙ্গিতে লাল ও সাদা রঙের একটা সিগারেটের প্যাকেট চিবোচ্ছে।

আমার নানার বৃহৎ প্রাচীন পাথুরে বাড়ি, মূল্যবান রত্নের দোকান ও অন্ধ গনির যৌতুকের মীমাংসার প্রক্রিয়া অনুযায়ী কেনা হয়েছে, দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে, সড়ক থেকে সম্মানজনক দূরত্বে পিছন দিকে ছিলো পাঁচীল-ঘেরা বাগান এবং বাগানের দরোজার পাশে নিচু বাইরের ঘর যা বৃদ্ধ হামদর্দ ও তার পুত্র রিকশা-টানা বালক রশিদ খুবই শস্তায় ভাড়া নিয়েছে। বাইরের ঘরের সামনে ছিলো পানির কূপ, তার সাথে গরু দিয়ে চালানো পানির হুইল। নাদির খান ফটকের ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়লো, এক মুহূর্ত উচ হয়ে বসলো, আরক্তিম হয়ে উঠলো জল বিয়োগের সময়। তারপর তার সিদ্ধান্তের ইতরামিতে হতাশ হয়ে সে ভুট্টার ক্ষেতে পালিয়ে গেল। সে ভ্রূণ অবস্থায় সেখানে পড়ে থাকলো।

রিকশাচালক বালক রশিদ, বয়স সতেরো, সিনেমা থেকে বাড়িতে ফিরছিলো। সেই সকালে সে দুজন লোককে দেখতে পায় একটা নিচু ট্রলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে যার ওপর হাতে তৈরি দুটি পোস্টার, নতুন ছবি গাইওয়াল্লার প্রচার চলছে। এতে অভিনয় করেন রশিদের প্রিয় অভিনেতা দেব। FRESH FROM FIFTY FIERCE WEEKS IN DELHI! STRAIGHT FROM SIXTY-THREE SHARP-SHOOTER WEEKS IN BOMBAY! পোস্টারে এগুলো লেখা। SECOND RIP-ROARIOUS YEAR! ছবিটা প্রাচ্যের ওয়েস্টার্ন। এর নাক, দেব, যিনি স্লিম নন, ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন। এটা দেখতে মনে হয় ইন্দো-গাঙ্গেয় সমতল। গাইওয়াল্লা অর্থ গরুর রাখাল এবং দেব গরুদের রক্ষাকারী হিসেবে একটি ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন। এক-হাতে! এবং দো-নলা! তিনি অসংখ্য গবাদি-প্রাণীকে রক্ষা করেন যেগুলো কসাই খানায় নিয়ে গিয়ে জবাই দেয়া হতো। (ছবিটা তৈরি করা হয়েছিলো হিন্দু দর্শকদের জন্যে, দিল্লিতে এটা দাঙ্গা সৃষ্টির কারণ হয়। মুসলিম লীগাররা সিনেমা হলের সামনে দিয়ে গরু নিয়ে যায় কসাইখানায়, এবং জনরোষে পড়ে।) নাচ-গান ভালোই ছিলো এবং একজন সুন্দর nautch মেয়ে ছিলো যাকে আরো অধিক সুন্দর লাগতো যদি না তারা তাকে দশ-গ্যালন কাউবয় হ্যাটে নাচাতো। সামনের দিকে একটা বেঞ্চে বসে ছিলো রশিদ আর শিশ ও উল্লাস ধ্বনির সাথে সেও যোগ দিচ্ছিলো। সে দুটো সমোসা খেলো, অতিরিক্ত টাকা খরচ করে ফেললো। তার মা হয়তো আঘাত পাবে, কিন্তু তার সময়টা বেশ চমৎকার কাটলো। রিকশায় পেডেল মেরে সে বাড়ির পথে চলতে শুরু করলো আর সিনেমায় দেখা কিছু চমকপ্রদ কলাকৌশল অনুশীলন জুড়ে দিলো, একপাশে নিচু হয়ে ঝুলে থাকা, মৃদু ঢালু জায়গার

AMARBOI.COM

দিকে মুক্তভাবে চালানো, গাইওয়ালা যেভাবে তার ঘোড়াটিকে চালিয়েছিলো শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তেমনিভাবে রিকশাটা চালানো। ঘটনাক্রমে সে সোজা হয়ে উঠলো, হ্যাণ্ডলবার ঘুরিয়ে দিলো এবং আনন্দের মধ্যে দেখলো রিকশাটা ভুট্টা ক্ষেতের পাশের গলি ও ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। গাইওয়ালা এই কৌশল ব্যবহার করতো গবাদি পশু কারবারিদের ওপর যারা ব্রাশে বসে থাকতো, পান করতো ও জুয়া খেলতো। রশিদ ব্রেক চাপলো আর ভুট্টার ক্ষেতে উড়ে গিয়ে পড়লো, দৌড়ালো অসন্দেহভাজন কারবারিদের দিকে, তার বন্দুক প্রস্তুত। সে যখন তাদের শিবিরাগ্নির কাছাকাছি হয়েছে তখন তাদের ভড়কে দেবার জন্যে তার 'ঘৃণার চিৎকার' জুড়ে দিলো। ইয়ায়ায়ায়ায়ায়ায়া! স্পষ্টতই সে ডাক্তার সাহেবের বাসার ততোটা নিকটবর্তী চিৎকার করেনি, কিন্তু দৌড়ানোর সময়ই সে তার মুখ স্ফীত করে, নীরবে চিৎকার করতে থাকে। ব্লাম! ব্লাম! নাদির খানের কিছুতেই ঘুম আসছিলো না আর এখন সে চোখ খুলে তাকালো। সে দেখতে পেলো– এএএইয়ায়ায়া-একটা বন্য মূর্তি তার দিকে মেল-ট্রেনের মতো ধেয়ে আসছে, সর্বোচ্চ শক্তিতে চিৎকার করছে– কিন্তু হয়তো সে কালা হয়ে গেছে, কেননা কোনো চিৎকার শোনা যাচ্ছিলো না– আর সে তার পা তুলছে। যখন রশিদ তাকে দেখতে পেলো আর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। আতংকে তারা দুজনেই থেমে গেল আর ঘুরে দৌড় লাগালো। তারপর তারা থামলো, একে অন্যকে ভুট্টা গাছের ভিতর দিয়ে লক্ষ্য করলো। নাদির খানকে রশিদ চিনতে পারলো, তার ছিঁড়ে যাওয়া পোশাক দেখতে পেলো এবং সে গভীর সংকটে ছিলো।

'আমি একজন বন্ধু,' নাদির বোকার মতো বললো, 'ডাক্তার আজিজের সাথে অবশ্যই আমাকে দেখা করতে হবে।'

'কিন্তু ডাক্তার ঘুমাচ্ছেন, এবং ভুট্টার ক্ষেতে নেই।' নিজেকে টেনে তোলো, রশিদ নিজেকে বললো, বোকার মতো কথা বলা বন্ধ করো! ইনি তো মিঞা আবদুল্লাহর বন্ধু।... কিন্তু নাদিরকে মনে হলো না এসব লক্ষ্য করেছে; তার মুখ কাজ করছিলো প্রচন্ডভাবে, কিছু শব্দ বের করার চেষ্টা করছিলো.... 'আমার জীবন,' অবশেষে সে বলতে পারলো, 'বিপদাপন্ন।' এবং এখন রশিদ, এখনো গাইওয়ালার দ্বারা প্রভাবিত, উদ্ধার কাজে এগিয়ে এলো। বাড়ির পাশে একটা দরোজায় নিয়ে এলো সে নাদিরকে। দরোজাটা বোল্ট লাগানো ও তালা মারা। কিন্তু রশিদ টান দিলো আর তালাটা তার হাতে খুলে এলো। 'ভারতে তৈরি,' ফিসফিস করে সে বললো, যেন তা সব কিছু ব্যাখ্যা করে। এবং, নাদির ভিতরে পা ফেললে, রশিদ হিস হিস করে উঠলো, 'আমাকে হিসেবে ধরবেন পুরোপুরি, সাহেব। শব্দ হচ্ছে মা! আমি আমার মায়ের ধূসর চুলের শপথ করছি।' সে তালাটা বাইরে রাখলো। হামিংবার্ডের ডানহাতকে বাস্তবিক রক্ষা করার জন্যে!... কিন্তু কি থেকে? কাদের থেকে?... বেশ, ছবির চেয়ে বাস্তব জীবন অনেক ভালো, কখনো কখনো।

'এটা সে?' পদ্ম জিজ্ঞেস করে, কিছুটা বিভ্রান্তির মধ্যে। 'এই তুলতুলে ভীরু মুটকি? সে তোমার পিতা হতে যাচ্ছে?'

8 Under The Carpet
গালিচার নিচে

আশাবাদী প্রাদুর্ভাবের সেখানেই পরিসমাপ্তি। সকাল বেলা একজন ঝাড়ুদারনি ফ্রি ইসলাম কনভকেশন-এর অফিসে এসে ঢুকলো এবং হামিংবার্ডকে আবিষ্কার করলো, নিরব, মেঝের ওপর, তার খুনীদের ছিন্নাংশ এবং পায়ের ছাপের দ্বারা বেষ্টিত। সে তীক্ষ্ম স্বরে চিৎকার করে উঠলো; কিন্তু পরে, যখন কর্তৃপক্ষ এসে চলেও গেল, তাকে তখন রুমটা পরিষ্কার করতে বলা হলো। অসংখ্য মৃত মাছি, কুকুরের লোম ইত্যাদি পরিষ্কার করার পর, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ামকের নিকট প্রতিবাদ জানালো যে, যদি ঠিক এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই থাকে, তাহলে সে সামান্য অর্থ তহবিল গঠন করবে। সে সম্ভবত আশাবাদীর সর্বশেষ শিকার। এবং তার ক্ষেত্রে অসুস্থতা দীর্ঘ সময় টেকে না, কেননা নিয়ামক ছিলেন কঠিন মানুষ, এবং তাকে জুতো দিলেন।

খুনিদের কখনোই শনাক্ত করা যায়নি। মেজর জুলফিকার আমার নানাকে ক্যাম্পাসে ডেকে পাঠালো। সে হচ্ছে ব্রিগেডিয়ার ডডসনের এ.ডি.সি.। বন্ধুর মৃত্যুর সনদ লিখে দেবার জন্যে তাকে ডাকা হলো। মেজর জুলফিকার প্রতিশ্রুত হলো ডাক্তার আজিজের সাথে সাক্ষাৎ করে কতগুলো ঢিলে হয়ে যাওয়া বিষয় বেঁধে নেবে। আমার নানা নাক ঝাড়লেন ও চলে গেলেন। ময়দানে, ছিদ্র হয়ে যাওয়া আশাগুলোর মতো তাবুগুলো নেমে আসছে। কনভকেশন আর কখনো অনুষ্ঠিত হবে না। কুচ নাহিনের রানি শয্যা গ্রহণ করলেন। তার অসুস্থতার বিরুদ্ধে দীর্ঘ এক সংগ্রামের পর তিনি তাকে অসুস্থতার কাছে দখল হয়ে যেতে দিলেন, অনেক বছর স্থির হয়ে শুয়ে থাকলেন, দেখলেন কিভাবে তার বিছানার চাদরের রঙে তার গায়ের রঙ পরিবর্তিত হয়ে গেল। ইতোমধ্যে, কর্নওয়ালিস সড়কের পুরনো বাড়িটায়, দিনগুলো পরিপূর্ণ ছিলো potential মা ও সম্ভাব্য পিতায়। তুমি দেখ, পদ্ম: তুমি এখন খোঁজাখুঁজি করতে যাচ্ছো।

আমার নাক ব্যবহার করে (কেননা, যদিও এটা তার ক্ষমতা হারিয়েছে, মাত্র সম্প্রতি, যা দিয়ে সে ইতিহাস রচনা করতো, এটা অন্যদের লব্ধ করেছে, ক্ষতিপূলণমূলক উপঢৌকন)– ভিতর দিকে ঘুরিয়ে, আমি ভারতের গুঞ্জনরত আশার মৃত্যুর পর ওইসব দিনে আমার নানার বাড়ির আবহাওয়া উড়িয়ে দিচ্ছি। প্রতিপক্ষের পতনে মুসলিম লীগ

AMARBOI.COM

আনন্দে মাতোয়ারা হলো, অবশ্যই গোপনে, আমার নানা (আমার নাক খুঁজে পায় তাকে) প্রতি সকালে বসে থাকেন সেটার ওপর যেটাকে তিনি বলেন 'বজ্রবক্স', তার চোখে জমা হয় অশ্রু। কিন্তু এই অশ্রু বেদনার নয়। আদম আজিজ ভারতীয় হবার মূল্য দিয়েছেন সাদামাটাভাবে, আর ভয়ানকভাবে কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগছেন। আর্ত টয়লেটের দেয়ালে ঝুলন্ত cnema contraption দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন।

আমি কেন আমার নানার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছি? কেন, যখন আমি হয়তো বর্ণনা করবো কিভাবে, মিঞা আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর, আদম নিজেকে কাজকর্মের মধ্যে কবর দেন, রেল সড়কের পাশে পর্ণকুটিরগুলোয় অসুস্থদের সেবা যত্ন করেন নিজের থেকেই—যেসব হাতুড়ে ডাক্তার তাদের গোলমরিচের পানি ইনজেক্ট করেছে আর চিন্তা করেছে ভাজা মাকড়শা অন্ধত্ব সারিয়ে দেবে সেইসব হাতুড়ের কবল থেকে তাদের উদ্ধার করছেন—পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন যথাযথ। কেন, যখন আমি হয়তো বা বিস্তারিত তুলে ধরবো সেই মহৎ ভালোবাসার কথা যা বড় হতে আরম্ভ করে আমার নানা ও তার দ্বিতীয় কন্যা মুমতাজের মধ্যে। মুমতাজের কালো গাত্রবর্ণ দাঁড়িয়ে ছিলো তার ও তার মায়ের স্নেহের মাঝখানে। কিন্তু তার নম্রতা, কোমলতা, প্রযত্ন তাকে প্রিয় করে তুলেছিলো তার বাবার কাছে। কেন, যখন হয়তো আমি আমার নানার নাকচুলকানোর বিবরণ দিতে পছন্দ করবো, গাদে কি আমি নোংরামি ঘাটাঘাটি করতে পছন্দ করবো? কারণ এই হলো সেই স্থান যেখানে আদম আজিজ ছিলেন, একটা ডেথ সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করার পর এক অপরাহ্নে, যখন হঠাৎ করে একটা কণ্ঠস্বর মৃদু, ভীরুর মতো, চাপা, ছন্দহীন এক কবির কণ্ঠস্বর তার প্রতি কথা বলে ওঠে কক্ষের কোনে দণ্ডায়মান বড় পুরনো লণ্ড্রি চেস্টের গভীরতা থেকে কথা বলে ওঠে, তাকে এমন এক শক দেয় যা প্রমাণিত হয়। আর দন্ড থেকে enema contraption খুলে নেয়া হয়নি। রিকশাচালক রশিদ বজ্রবাক্সকামরায় নাদিরকে নিয়ে এলো সুইপারদের চলাচলের পথ দিয়ে। সে ওয়াশিংচেস্টে নিতে অস্বীকার করলো। আমার নানার বিস্ময় যখন ঢিলে হয়ে এলো, তখন তার কান শুনতে পেলো আশ্রয়ের জন্যে একটি অনুরোধ। লিনেন, নোংরা অন্তর্বাস, পুরনো শার্ট আর বক্তার আকুলতা থেকে আসা এক অনুরোধ। কাজেই আদম আজিজ নাদির খানের লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করেন।

এখন একটা ঝগড়ার গন্ধ আসে, কারণ রেভারেণ্ড মাদার নাসিম তার মেয়েদের সম্পর্কে ভাবছেন, একুশ বছর বয়সের আলিয়া, কালো মুমতাজ, যার বয়স উনিশ, এবং মনোহর এমারেল্ড, যার বয়স এখনো পনেরো না হলেও তার চোখে এমন এক দৃষ্টি রয়েছে যা তার বোনদের থেকেও বয়সী লাগে। শহরে, পিকদানি-ওয়ালা ও রিকশাওয়ালাদের মধ্যে, ফিল্ম-পোস্টার-ট্রলি ঠেলাওয়ালা ও কলেজ-ছাত্রদের মধ্যে, তিন বোন পরিচিত ছিলো 'তিন বাতি' হিসেবে, তিনটি উজ্জ্বল আলো... আর কিভাবে রেভারেণ্ড মাদার এক অচেনা মানুষকে একই বাড়িতে বসবাস করতে দেবার অনুমতি দিতে পারেন?... 'তোমার জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছো, স্বামী। ওই মৃত্যু তোমার মস্তিষ্কে আঘাত

করেছে।' কিন্তু আজিজ, দৃঢ়তার সাথে : ' তিনি থাকছেন।' তলকুঠরিতে... কারণ লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটা ভারতে একটা সংকটজনক আকারে বিবেচনা করা হয়, তাই আজিজের বাড়িতে সম্প্রসারিত গোপন কুঠরি রয়েছে, যেখানে কেবলমাত্র মেঝের ট্রাপডোর দিয়েই প্রবেশ করা সম্ভব যা ঢাকা থাকে গালিচা ও মাদুর দিয়ে...নাদির খান শুনতে পেলো তার ভাগ্য নিয়ে একঘেঁয়ে বিবাদ ও ভীতি। হা খোদা, পৃথিবী পাপের পথে চলে গেছে... আমরা কি এই দেশের পুরুষ? আমরা কি পশু? আর আমি যদি অবশ্যই যাই, তাহলে ছুরিগুলো আসবে কখন আমাকে আঘাত করতে?... উপরতলায়, রেভারেণ্ড মাদার বলেন, 'বাড়িটা অবিবাহিত তরুণী মেয়েতে পূর্ণ, কিযেননামএটার; তোমার মেয়েদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন কি এভাবেই করো?' আমার নানা তার জবাবে বলেন, 'চপ থাকো, নারী!আমাদের আশ্রয়ের প্রয়োজন মানুষটার। সে থাকবে।' আমার নানি জবাব দেন, 'খুব আচ্ছা। তুমি আমাকে, কিযেননামএটার, চুপ থাকতে বলছো। কাজেই একটা শব্দও, কিযেননামএটার, আর আমার ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হবে না এখন থেকে।' এবং আজিজ, গরগর করছেন, 'ওহ্, বাজে ব্যাপার, নারী, তোমার উন্মত্ত শপথ ছাড়ো!'

কিন্তু রেভারেণ্ড মাদারের ঠোঁট বন্ধ হয়ে গেছে, এবং নীরবতা নেমে এসেছে। নীরবতার গন্ধ, পচনশীল হাঁসের ডিমের মতো, আমার নাকে লাগে। নাদির খান যখন তার গোপন জগতে আত্মগোপন করেছে তখন গৃহকর্ত্রীও নিজেকে লুকিয়েছে শব্দহীনতার এক বধির হয়ে যাওয়া দেয়ালের পিছনে। প্রথমে আমার নানা দেয়ালে ছিদ্র করেন, ফাটল খোঁজেন; একটাও খুঁজে পান না। অবশেষে তিনি ক্ষান্ত দেন, আর অপেক্ষা করেন কখন আমার নানি নিজে থেকেই যে বাক্য উচ্চারণ করবেন তার জন্যে; ঠিক যেভাবে একদা তিনি আমার নানির শরীরের খন্ড খন্ড অংশ দেখেছিলেন প্রেমের দৃষ্টিতে একটা ছিদ্রযুক্ত চাদরের ভিতর দিয়ে। এবং নীরবতা ভরে তুললো বাড়িটাকে, দেয়াল থেকে দেয়ালে, মেঝে থেকে ছাদে, যাতে মনে হয় মাছিরা ভনভন করাও ছেড়ে দিয়েছে, আর কামড়ানোর আগে মশারা গুঞ্জন বাদ দিয়েছে, আঙিনার হাঁসগুলোর ডাকও থামিয়ে দিয়েছে নীরবতা। শিশুরা প্রথমে ফিসফিস করে কথা বলতো, আর তারপর নীরব হয়ে যায়। অন্যদিকে ভুট্টাক্ষেতে রিকশাচালক রশিদ চিৎকার করতো তার নীরব 'ঘৃণার চিৎকার', আর রক্ষা করতো তার নিজস্ব নীরবতার প্রতিজ্ঞা।

এই রকম অবস্থার মধ্যে, এক সন্ধ্যায়, একজন খাটো আকৃতির লোক এলো যার মাথাটা ছিলো মাথার ওপর বসানো টুপির মতো সমতল; তার পা দুটো ছিলো ধনুকের মতো বাঁকা; তার নাক উপর দিকে ওঠা থুথনিকে প্রায় স্পর্শ করে যাচ্ছিলো; এবং তার কণ্ঠস্বর, ফলাফল হিসেবে, ছিলো পাতলা আর তীক্ষ্ণ... একজন মানুষ যার খাটো আকার তাকে বাধা দেয় জীবনের দিকে এক সাথে একটা পদক্ষেপ নিতে। মেজর জুলফিকার, ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ একজন মানুষ, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, কিছু দিলে হয়ে যাওয়া প্রান্ত বেঁধে দেবার জন্যে এলো। আবদুল্লাহর হত্যাকাণ্ড, এবং নাদির খানের সন্দেহজনক অন্তর্ধান, তার মাথায় চেপে বসেছিলো, আর যেহেতু আশাবাদের দ্বারা ডাক্তার আজিজের প্রভাবিত

AMARBOI.COM

হবার বিষয়টি তার জানা ছিলো, সে ভুল করলো এই ভেবে যে শোকের কারণে বাড়িতে এই নীরবতা, এবং বেশিক্ষণ সেখানে থাকবে না। ড্রয়িং রুমে পাঁচ শিশুকে নিয়ে চুপচাপ বসে, তার হ্যাট ও ছড়ি তার পাশে টেলিফানকেন রেডিও গ্রামের ওপর রাখা, তরুণ আজিজের প্রমাণ-সাইজের চিত্র দেয়াল থেকে তাকিয়ে আছে তার দিকে, মেজর জুলফিকার প্রেমে পড়লো। সে চোখে কম দেখতো, কিন্তু সে অন্ধ ছিলো না, এবং তরুণী এমারেল্ডের অসম্ভব ধরনের প্রাপ্তবয়স্ক দৃষ্টিতে, 'তিনটি উজ্জ্বল আলো'র মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলতর, সে দেখতে পেলো যে এমারেল্ড তার ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরেছে, এবং তাকে ক্ষমা করেছে, এটার কারণে, তার আবির্ভাবের কারণে; আর সে চলে যাবার আগে, সে সিদ্ধান্ত নিলো ভদ্র বিরতির পরেই তাকে বিয়ে করার। শব্দহীনতার ওইসব দিনে বিমর্ষ আলিরার আবেগময় জীবনও বেড়ে যাচ্ছিলো। আর রেভারেণ্ড মাদার প্যান্ট্রি ও কিচেনেই বন্দি, ঠোঁটে সিল, ছিলেন অসমর্থ—তার প্রতিজ্ঞার কারণে রেক্সিন ও লেদারক্লথ ব্যবসায়ী তরুণ সওদাগরের প্রতি তার অনাস্থার কথা প্রকাশ করতে যে তার মেয়েদের কাছে প্রায় সময় সাক্ষাৎ করতে আসে। (আদম আজিজ সব সময় বলতেন যে তার মেয়েদের ছেলেবন্ধু থাকার অনুমতি আছে।) আহমেদ সিনাই 'আহা!' বুঝতে পেরে বিপুল সোল্লাসে চিৎকার করে ওঠে পদ্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচিত আলিয়ার সাথে। আর বইয়ের পোকাদের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান বলে প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু নাসিম আজিজ তার ব্যাপারে অস্বস্তি অনুভব করতে থাকেন। কারণ কুড়ি বছর বয়সে তার ডিভোর্স হয়ে যায়। ('যে কেউ একটা ভুল করতে পারে,' আদম আজিজ তাকে বলেন, আর প্রায় একটা যুদ্ধ শুরু করেন, কারণ এক মুহূর্ত আমার নানি ভাবলেন যে নানার কণ্ঠস্বরে কিছু একটা অতি ব্যক্তিগত সুর রয়েছে। কিন্তু ঠিক তখনই আদম যোগ করেন, 'তার এই ডিভোর্স দু-এক বছরের মধ্যেই বিবর্ণ হয়ে যাবে; তার পর আমরা এই বাড়িকে এর প্রথম বিয়ের অনুষ্ঠানটি দেবো, বাগানে এক বিশাল সামিয়ানাসহ, আর গান-বাজনা আর মিষ্টি আর সবকিছু।' তা সবকিছু সত্ত্বেও, এমন এক আইডিয়া ছিলো যা নাসিমের মনেও আবেদন জাগালো।) এখন, নীরবতার দেয়াল ঘেরা বাগানে ঘুরতে ঘুরতে, আহমেদ সিনাই ও আলিয়া কোনো কথা দ্বারাই ভাববিনিময় করছিলো। যদিও প্রত্যেকে আশা করছিলো যে প্রস্তাব সেই দেবে, কিন্তু নীরবতায় সেও আচ্ছন্ন হয়েছে বলে মনে হলো, আর প্রশ্নটা অমীমাংসিতই থেকে গেল। এই সময়ে আলিয়ার মুখটা ভারী হয়ে ওঠে। আরও একটা ব্যাপার: মায়ের মতো মোটা হয়ে যাবার একটা প্রবণতা আলিয়ার ছিলো। সে ফুলে বেলুন হয়ে যাবে বাইরের দিকে।

এবং মুমতাজ, যে তার মায়ের গর্ভ থেকে এসেছে মধ্যরাতের মতো কালো হয়ে? মুমতাজ কখনোই বুদ্ধিদীপ্ত ছিলো না। এমারেল্ডের মতো সুন্দরও ছিলো না। কিন্তু সে ছিলো সৎ, কর্তব্য পরায়ণ, এবং নিঃসঙ্গ। সে তার বোনদের কারো সঙ্গে তেমন সময় না কাটিয়ে বেশি সময় কাটাতো বাবার সাথে। এবং সে নাদির খানের প্রয়োজন ও দেখাশোনার দায়িত নিয়েছিলো। নাসিম আজিজ সম্পর্কে স্পিটুন হিটাররা কি বলতো?

রেভারেণ্ড মাদার স্বপ্ন দেখতেন তার মেয়েদের দেখা স্বপ্ন। কাজেই, তারপর: তার বিছানায় রাতের বেলা ঘুম, রেভারেণ্ড মাদার এমারেণ্ডের স্বপ্নে একটু ভ্রমণ করলেন, আর তাদের মধ্যে আরেক স্বপ্ন খুঁজে পেলেন– মেজর জুলফিকারের ব্যক্তিগত গোপন ফ্যান্টাসি, তার বিছানার পাশে একটা বাথসহ বৃহৎ আধুনিক ফ্ল্যাটের মালিকানা প্রাপ্তির স্বপ্ন। এটা ছিলো মেজরের উচ্চাকাঙ্খার zenith এবং এই পথেই রেভারেন্ড মাদার আবিষ্কার করেন, কেবলমাত্র তার মেয়েই গোপনে তার জুলফির সাতে সাক্ষাৎ করেনি, তেমন স্থানে যেখানে বাক্যালাপ সম্ভব, কিন্তু এমারেন্ডের উচ্চাকাঙ্খা তার মানুষটার চেয়েও আরো অনেক উপরে। এবং (কেন নয়?) আদম আজিজের স্বপ্নে সে দেখতে পায় তার স্বামী শোকাচ্ছন্ন পায়ে হেঁটে চলেছে কাশ্মিরের এক পর্বতের ওপর দিকে মুঠোর মতো আকৃতির একটা গর্ত নিয়ে তার পাকস্থলিতে, আর অনুমান করে যে সে তার প্রেমে পড়ছে, আর নিজের মৃত্যুও দেখতে পায়; তাই বছরের পরবর্তী সময়ে, যখন সে শুনতে পায়, সে কেবল বললো, 'ওহ, আমি এটা জানি, যাই হোক।'... এটা এখন আর দীর্ঘ হবে না, রেভারেণ্ড মাদার ভাবেন, আমাদের এমারেন্ড তার মেজরকে তলকুঠরির অতিথি সম্পকে বলার আগেই; আর তারপর আমি আবার কথা বলতে সমর্থ হবো। কিন্তু তারপর, এক রাতে, তিনি তার কন্যা মুমতাজের স্বপ্নে প্রবেশ করেন, দক্ষিণ ভারতীয় জেলেনিদের মতো গায়ের রং কালো হওয়ায় যাকে তিনি কখনো ভালোবাসতে পারেননি। এবং বুঝতে পারেন সমস্যা ওখানেই থামবে না; কারণ মুমতাজ আজিজ—গালিচার নিচে তার অনুরাগীর মতো নিজেও প্রেমে পড়েছিলো।

কোনো প্রমাণ ছিলো না। স্বপ্নের অভিযান– অথবা একজন মায়ের জ্ঞান, অথবা একজন নারীর স্বতঃলব্ধজ্ঞান, যা খুশি তুমি বলতে পারো—এমন কিছু নয় যা আদালতে গড়াবে। রেভারেণ্ড মাদার জানতেন যে একটা মেয়েকে তার বাবার বাড়িতেই ধানাই-পানাই করার জন্যে অভিযোগ আনাটা সিরিয়াস ব্যাপার। এর সাথে যোগ হিসেবে, ইসপাতের মতো কিছু একটা প্রবিষ্ট হয় রেভারেণ্ড মাদারের মধ্যে। তিনি কিছুই না করার সিদ্ধান্ত নেন, তার নীরবতা বজায় রাখতে চান, এবং আদম আজিজকে আবিষ্কার করতে দিতে চান তার আধুনিক আইডিয়া কেমন বিশ্রীভাবে ধ্বংস করছে তার শিশুদের– তিনি নিজেই খুঁজে নিন। 'একজন তিক্ত মহিলা,' পদ্ম বলে; আমি একমত হই।

'আচ্ছা,' পদ্ম দাবি করে। 'এটা কি সত্যি?'

হ্যাঁ : একটা ধারার পর: সত্যি।

'ওখানে ধানাইপানাই চলছিলো? তলকুঠরিতে?

পরিস্থিতিটা বিবেচনা করা যাক—গোপনজগতে সব কিছু অনুমোদনযোগ্য বলে মনে হয় যা দিনের আলোয় হাস্যকর অথবা ভুল বলে মনে হবে।

'ওই মোটা কবি এটা করেছিলো বেচারা কালোকে নিয়ে? সে করেছিলো?'সে ওই খানে ছিলো দীর্ঘ সময় উড়ন্ত তেলাপোকার সাথে কথা বলা আরম্ভ করার পক্ষে যথেষ্ট

AMARBOI.COM

দীর্ঘ। আর আশংকায় আছে যে একদিন কেউ একজন তাকে চলে যেতে বলবে; আর তারপর এই বালিকা খাতার নিয়ে আসে আর তোমার পাত্র পরিষ্কার করতে মাইণ্ড করে না আর তুমি তোমার চোখ আনত করো কিন্তু তুমি একটা পায়ের গোড়ালি দেখতে পাও, একটা কালো গোড়ালি গোপনজগতের রাত্রির মতো কালো...

'আর তারপর? আরে শোনো না, বাবা, তারপর কি?' সলজ্জভাবে, সে তার দিকে তাকিয়ে হাসে।

'কি?'

এবং এর পর, গোপনজগতে আরো হাসি দেখা যায়, আর কিছু একটা শুরু হয়েছে।'

'ওহ, তাতে কি? তুমি আমাকে বলছো সেটাই সব?'

সেটাই সব: যে দিন পর্যন্ত না নাদির খান আমার নানার সাথে দেখা করতে চাইলো– নীরবতার কুয়াশার মধ্যে তার বাক্য শোনাই মুশকিল হলো– এবং তার কন্যার পানি গ্রহণের কথা বললো।

'বেচারি মেয়েটা,' পদ্ম উপসংহার করলো, 'কাশ্মিরি মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই পর্বতের কুষারের মতো পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সে কালো হয়ে জন্মেছে। বেশ, বেশ, তার চামড়া তাকে একটা ভালো বিবাহ করতে দেবে না, সম্ভবত। এবং ওই নাদির বোকা নয়। এখন তারা তাকে থাকতে দেবে, খাওয়াবে, মাথার ওপরে একটা ছাদ থাকবে। হ্যাঁ, হতে পারে সে ওই রকম বোকা নয়।

আমার নানা কঠিন চেষ্টা করলেন নাদির খানকে বোঝাতে যে সে আর বিপদে নেই। আততায়ীরা মারা গেছে, আর মিঞা আবদুল্লাহ ছিলেন তাদের আসল টার্গেট। কিন্তু নাদির এখনো গান গাওয়া ছুরিকার স্বপ্ন দেখছিলো, এবং প্রার্থনা করলো, 'এখন না, ডাক্তার সাহেব; প্লিজ, আরো কিছু দিন।' কাজেই ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালের শেষ দিকে এক রাতে– বৃষ্টির আবারও পতন শুরু হয়েছিলো আমার নানা, তার কণ্ঠস্বর ওই বাড়ির মধ্যে দূরবর্তী ও শোনাচ্ছিলো যেখানে সামান্য কিছু কথা বলা হয়েছিলো, ড্রয়িংরুমে তার শিশুদের জড়ো করলেন যেখানে তাদের প্রতিকৃতি ঝোলানো ছিলো। যখন তারা প্রবেশ করলো তারা তখন আবিষ্কার করলো যে তাদের মা সেখানে অনুপস্থিত, তার নীরবতার জাল নিয়ে তার কামরায় অবরুদ্ধ থাকাটাই পছন্দ করেছেন। কিন্তু উপস্থিত আছেন একজন আইনজীবী এবং (আজিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তিনি মুমতাজের ইচ্ছার সাথে একাত্ম হয়েছিলেন।) একজন মুল্লাহ। এবং মুমতাজ সেখানে জবরজঙ্গ বিয়ের পোশাকে উপস্থিত, এবং তার পাশে একটা চেয়ারে বসা পাতলা-চুলো, অতিরিক্ত ওজনদার নাদির খান। এটা ছিলো ওই বাড়িতে প্রথম বিয়ে যেখানে কোনো শামিয়ানা, কোনো গাইয়ে, কোনো মিষ্টি ছিলো না আর অতিথি ছিলো একেবারে সামান্য। এভাবে তাদের বিয়ে পড়ানো হয়ে গেল।

মুমতাজ আজিজ শুরু করলো একটা দ্বৈত জীবন। দিনের বেলা সে অবিবাহিত বালিকা, পড়াশোনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে; কিন্তু রাতের বেলা একটা ট্র্যাপ-ডোরের ভিতর দিয়ে সে প্রবেশ করে একটা দীপালোকিত, নিভৃত বিবাহ্ চেম্বারে যা তার গোপন স্বামী তাজ মহল বলে ডাকতে শুরু করেছে, কারণ তাজ বিবি ছিলো মুমতাজ, আগে মুমতাজ বলে ডাকতো লোকেরা– মুমতাজ মহল, সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী, যার নামের অর্থ 'পৃথিবীর বাদশা'। সে যখন মারা যায় বাদশা তার কবরটি প্রাসাদোপম করে তৈরি করেন। যা অমর হয়ে আছে পোস্টকার্ডে আর চকলেটের বাক্সে। শাহজাহান আর তার মুমতাজের মতো, নাদির ও তার কালো স্ত্রী পাশাপাশি শুয়ে থাকে। নাদিরের জন্যে মুমতাজ পান বানিয়ে দেয় কিন্তু নিজে খেতে পছন্দ করে না। এটা তার জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়। এবং পরে সে বলেছিলো, দীর্ঘ নীরবতা শেষের সময়, 'শেষে আমরা সন্তান নিতে পারতাম; কেবল তখন এটা ঠিক হতো না, সেটাই সব।' মুমতাজ আজিজ সারা জীবন শিশুদের ভালোবাসতো।

ইতোমধ্যে, রেভারেণ্ড মাদার নীরবতার মুঠির মধ্যে কয়েক মাস ধরে চলাফেরা করতে লাগলেন। সে নীরবতা এমন নিরংকুশ অবস্থা লাভ করেছিলো যে চাকর বাকররাও তাদের আদেশ-নির্দেশ পেয়ে থাকতো ইঙ্গিতের ভাষায়। একদা পাচক দাউদ তার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলো, তার উন্মত্তের মতো সংকেত বোঝার চেষ্টা করছিলো, আর চুলোর ওপর ফুটন্ত পাত্রটার দিকে তার ইঙ্গিত বুঝতে না পারার ফল স্বরূপ পাত্রটা তার পায়ের ওপর পড়লো আর সেটা ভাজা হয়ে গেল পাঁচ-আঙুল বিশিষ্ট ডিমের মতো। সে চিৎকার করার জন্যে মুখ হা করলো, কিন্তু কোনো শব্দ বের হলো না। এর পর তার ধারণা হলো বৃদ্ধা রমণীর নিশ্চয় ডাইনিসুলভ কোনো ক্ষমতা আছে, আর এত বেশি বিভ্রান্ত হলো যে তার কাজ ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো। সে মৃত্যু পর্যন্ত থাকলো তারপরেও আঙিনায় ঘুরঘুর করতো আর আক্রান্ত হতো রাজহাঁসদের দ্বারা।

বছরগুলো সহজ ছিলো না। খাদ্য সংকটের দিন চলছিলো। অতিরিক্ত মুখে খাবার জোটানো কঠিন ছিলো। রেভারেণ্ড মাদার তার প্যান্ট্রিতে জোর করে ঢুকে থাকতেন। তার ক্রোধকে যা পুরুষ্টু করে তুলতো সসের নিচে উত্তাপ দেবার মতো। তার মুখের আঁচিলে চুল গজাতে শুরু করলো। মুমতাজ নিশ্চিতভাবে লক্ষ্য করলো যে তার মা স্ফীত হচ্ছেন, মাসের পর মাস। তার ভিতরের অব্যক্ত কথা তাকে বিস্ফোরিত করছিলো... মুমতাজ লক্ষ্য করেছিলো তার মায়ের চামড়া মারাত্মকভাবে কুঁকড়ে যাচ্ছে।

এবং ডাক্তার আজিজ তার দিনগুলো বাড়ির বাইরে কাটাতেন মৃত্যুসম নীরবতা থেকে দূরে। তাই মুমতাজ, যে রাত্রিযাপন করে গোপন কুঠরিতে, ওইসব দিনে তার প্রিয় বাবাকে খুব কমই দেখতে পেতো। আর এমারেল্ড তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলো, পারিবারিক গোপনীয়তা সে প্রকাশ করেনি মেজরের কাছে। কিন্তু বিপরীত ক্রমে, তাদের সম্পর্কের ব্যাপারেও সে তার পরিবারকে কিছু বলেনি। যেটা ছিলো পরিচ্ছন্ন, সে মনে করে। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট কর্নওয়ালিস সড়কের বাড়িটা উঠে যায়, আর পরিবর্তন ঘটে সমস্ত কিছুর।

AMARBOI.COM

পারিবারিক ইতিহাসের, অবশ্যই, রয়েছে নিজস্ব খাদ্য গ্রহণ জাতীয় আইন। কেউ একজন হয়তো অনুমতিপ্রাপ্ত হলো এর কোনো অংশ গেলার ও হজম করার, অতীতের হালাল অংশ, পান করে সেগুলোর লালিমা, সেগুলোর রক্ত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, কাহিনীটাকে এটা কম রসালো করে।

১৯৪৫ সালের আগস্টে কি ঘটেছিলো? কুচ নাহিনের রানি মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু ওটার কথা আমি বলছি না। যদিও তিনি চলে যাবার সময় তার গাত্রবর্ণ এতটা শাদা হয়ে গিয়েছিলো যে সাদা বেড-ক্লথের থেকে তাকে আলাদা করে চেনাই মুশকিল হচ্ছিলো।

১৯৪৫ সালে মৌসুমি বারিপাত সময় মতো এলো। বার্মার জঙ্গলে ওর্ডে উইঙ্গাটে আর তার চিনাউটরা, সুভাষ চন্দ্র বসুর সৈন্যবাহিনীর পাশাপাশি, যারা জাপানিদেরপক্ষে লড়াই করছিলো, প্রত্যাবর্তিত বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিলো। জলন্ধরে সত্যাগ্রহ বিক্ষোভ কারিদের, অহিংসবাদের অনুসরণে রেললাইনের ওপর শুয়েছিলো, চামড়া সিক্ত হয়েছিলো। মাটির ফাটলগুলো বন্ধ হতে শুরু করলো। প্রত্যেক রাস্তার পাশে গর্তে জমা পানিতে মশার বংশবৃদ্ধি ঘটতে থাকলো। আর তলকুঠরিতে—মুমতাজের তাজ মহলে ড্যাম্প লাগলো, অবশেষে যখন সে অসুখে পড়লো তখন থেকে। কিছু দিন সে কাউকেই বলেনি, কিন্তু যখন তার চোখ দুটোয় লাল চাকা দেখা গেল আর সে জ্বরে কাঁপতে লাগলো, নাদির, নিউমোনিয়ার ভয় পেয়ে, তার নিকট অনুনয় করতে লাগলো চিকিৎসার জন্যে তার বাবার কাছে যাওয়ার। সে পরবর্তী অনেকগুলো সপ্তাহ তার কুমারীর বিছানায় কাটালো, আর আদম আজিজ তারমেয়ের বিছানার পাশে বসে থাকলেন, যখন সে কাঁপছিলো তখন তার কপালে ঠাণ্ডা তুলোর কাপড় দিচ্ছিলেন। ৬ আগস্ট অসুখ ছেড়ে গেল তাকে। ৯ আগস্ট সকালে সামান্য পরিমাণ ভারী খাবার গ্রহণ করতে সক্ষম হলো মুমতাজ।

এবার আমার নানা একটা পুরনো চামড়ার ব্যাগ আনালেন যেটার গায়ে হেইডেলবার্গ কথাটি লেখা আছে। কারণ তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, মেয়েকে থরোচেক-আপ করবেন। তিনি ব্যাগটা খুললে তার কন্যা কাঁদতে শুরু করলো ঃ

আর এখন আমরা এখানে। পদ্ম ঃ এটাই সেটা।)

দশ মিনিট পর নীরবতার দীর্ঘ সময় চিরদিনের মতো সমাপ্ত হলো যখন আমার নানা অসুস্থ-কামরা থেকে চিৎকার করতে করতে আবির্ভূত হলেন। তিনি ক্রোধোন্মও হলেন তার স্ত্রী, তার কন্যা, তার পুত্রদের জন্যে। তার ফুসফুস ছিলো শক্তিশালী, তার আওয়াজ গিয়ে পৌঁছালো গোপন কুঠরিতে নাদির খানের কানে। ব্যাপারটা অনুমান করা তার পক্ষে অসুবিধা হলো না।

ড্রয়িংরুমে রেডিওগ্রামের চারপাশে জড়ো হলো গোটা পরিবার। বয়সহীন আলোকচিত্রের নিচে। আজিজ মুমতাজকে সেখানে বয়ে নিয়ে এলেন আর একটা কৌচের ওপর বসিয়ে দিলেন। তার মুখটা ভয়ানক দেখাচ্ছিলো। তুমি কি কল্পনা করতে

পারো তার নাকের ভিতরটা কি রকম অনুভব করছিলো? কারণ নিক্ষেপ করার এই বোঝাটা ছিলো তার : যে, বিয়ের দু বছর পর, তার কন্যা এখনো কুমারী। তিন বছর পর এবার কথা বল উঠলেন রেভারেণ্ড মাদার। 'মেয়ে, এ ব্যাপারটা কি সত্যি?' নীরবতা, মাকড়শার ছেঁড়া জালের মতো যার ঘরের কোনায় ঝুলে ছিলো, অবশেষে হাওয়ায় উড়ে গেল। তবে মুমতাজ কেবল মাত্র মাথা ঝাঁকালো: হ্যাঁ। সত্যি।

তারপর সে মুখ খুললো। সে বললো সে তার স্বামীকে ভালোবাসে এবং অন্য ব্যাপারটা ঠিকঠাক মতোই হবে শেষে। সে একজন ভালো মানুষ আর যখন সন্তান নেয়া সম্ভব হবে তখন সে এটা অবশ্যই সম্ভব করার জন্যে কিছু করবে। সে বললো বিয়ে কখনো ওই ব্যাপারটার ওপর নির্ভর করে না, সে মনে করে, তাই সে ওই ব্যাপারটা উল্লেখ করেনি, এবং তার পিতা ওভাবে চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দিয়ে ঠিক কাজ করেননি। সে আরো বলতে পারতো; কিন্তু এখন রেভারেণ্ড মাদার ফেটে পড়লেন।

তিন বছরের জমা শব্দ গলগল করে বেরিয়ে এলো তার ভিতর থেকে (কিন্তু তার শরীর কমলো না)। আমার নানা টেলিফানকেন-এর পাশে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন যখন ঝড়টা তার ওপর ভেঙে পড়লো। কার আইডিয়া ছিলো এটা? কার উন্মাদ পরিকল্পনা ছিলো, কিযেননামএটার, ওই ভীরু লোকটাকে বাড়ির ভিতরে জায়গা দেবার? এখানে থাকতে দেবার, কিথেননামএটার, পাখির মতো মুক্ত, খাবার ও আশ্রয় তিন বছর ধরে, মাংসহীন দিনগুলো সম্পর্কে কি তোমার কেয়ার, কিয়েননামএটার, চালের মূল্য সম্পর্কে কি জানো তুমি? দুর্বল প্রাণী কে ছিলো, কিয়েননামএটার, হ্যাঁ, শাদা চুলের দুর্বল প্রাণী যে এই অন্যায্য বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলো? কে তার মেয়েকে ওই বদমায়েশটার বিছানায় তুলে দিয়েছিলো? কার মস্তিষ্ক অলীক বিদেশি আইডিয়ার দ্বারা অমন কোমল হয়েছিলো যে সে তার সন্তানকে ওই ধরনের অস্বাভাবিক বিয়ে দেবে? কে তার জীবন ব্যয় করেছে ঈশ্বরের মনে কষ্ট দেবার জন্যে, কিযেননামএটার, আর কার মাথার এই বিচার? কে তার বাড়িতে বিপর্যয় ডেকে এনেছে... তিনি আমার নানার বিরুদ্ধে একঘণ্টা উনিশ মিনিট কথা বলেন। এবং, তিনি থামার আগে, এমারেল্ড একটা অদ্ভুত ব্যাপার করলো।

এমারেল্ডের হাত দুটো তার মুখের পিছন দিকে উঠলো, কানে আঙুল দিলো আর চেয়ার থেকে উঠে দৌড় লাগালো—তার দোপাট্টা ফেলে রেখেই। বাইরের রাস্তায়। রিকশা-স্ট্যাণ্ড ছাড়িয়ে, পানের দোকান ছাড়িয়ে, যেখানে বৃষ্টির পর তাজা পরিষ্কার বাতাসে সতর্কভাবে বুড়ো মানুষেরা বেরিয়ে এসেছে। আর এমারেল্ডের দৌড়ানোর গতি রাস্তার ছেলেদের অবাক করে দিলো। কেননা কেউ একটা তরুণীকে এভাবে দৌড়াতে দেখায় অভ্যস্ত নয়, বিশেষ করে তিন বাত্তির কাউকে। আজকাল, শহরগুলো আধুনিক, ফ্যাশনদুরস্ত, দোপাট্টাবিহীন তরুণীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু সেই সময়ে দুঃখে তাদের জিভ কাটেন, কারণ দোপাট্টা ছাড়া নারীর কোনো সম্মান ছিলো না, এবং কেন এমারেল্ড বিবি তার সম্মান বাড়িতে ত্যাগ করতে পছন্দ করলো? বৃদ্ধরা বিভ্রান্ত হয়েছিলো, কিন্তু এমারেল্ড

AMARBOI.COM

জানতো। সে দেখতে পেলো, পরিষ্কার ভাবে, যে তাদের পরিবারের সমস্যার কারণ হলো ওই ভীরু স্থূলকায় (হ্যাঁ, পদ্ম) যে তলকুঠরিতে বসবাস করে। যদি সে তার থেকে নিষ্কৃতি পায় তবে সবাই আবার খুশি হয়ে উঠবে... একবারও না থেমে এমারেল্ড ক্যান্টনমেন্ট এলাকার দিকে চললো। সেখানে সেনাবাহিনীর ঘাঁটি।সেখানে মেজর জুলফিকার থাকবেন! নিজের শপথ ভঙ্গ করে, আমার খালা তার অফিসে উপস্থিত হলেন।

মুসলমানদের মধ্যে জুলফিকার নামটি অত্যন্ত বিখ্যাত। এটা ছিলো আলীর দুই ধার বিশিষ্ট তরবারির নাম। তিনি ছিলেন প্রেরিত পুরুষ মোহাম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র। অস্ত্রটা ছিলো অনন্যসাধারণ যা কখনো কেউ দেখেনি।

ওহ, হ্যাঁ : ওই দিনে কিছু হচ্ছিলো পৃথিবীতে। এমন ধরনের এক অস্ত্র দুনিয়ার কেউ যা আগে কখনো দেখেনি তা জাপানের পীত বর্ণের জনগণের ওপর এসে পড়ে। কিন্তু আগ্রায়, এমারেল্ড তার নিজের এক গোপন অস্ত্র ব্যবহার করছিলো। এটা ছিলো ধনুকঠেঙো, খাটো, সমতল-মাথা। এর নাক প্রায় ছুঁয়ে গিয়েছিলো এর থুৎনি। মেজর জুলফিকার কখনো সম্পূর্নভাবে নিশ্চিত ছিলো না যে নাদির খান আসলে হামিংবার্ডের হত্যার সাথে জড়িত কি না। কিন্তু সে খুঁজে বের করার সুযোগের অপেক্ষা করছিলো। এমারেল্ড যখন তাকে আগ্রার মাটির নিচের তাজ সম্পর্কে বললো, সে তখন এতটাই উত্তেজিত হলো যে রাগান্বিত হতেও ভুলে গেল। আর পনেরো জন ফোর্স নিয়ে দ্রুত ধেয়ে গেল কর্ণওয়ালিস সড়কের বাড়িটার দিকে। এমারেল্ডকে নিয়ে তারা ড্রয়িংরুমে এসে হাজির হলো। আজিজ বোবার মতো দেখলেন সৈন্যরা ড্রয়িংরুমের গালিচা গোল করে সরিয়ে ফেললো আর বড় ট্যাপ-ডোর খুলে ফেললো। এ সময় আমার নানি মুমতাজকে সান্ত্বনা দেবার চেস্টা করছিলেন। 'নারীরা অবশ্যই পুরুষদের বিয়ে করেত,' তিনি বলেন। 'ইঁদুরকে নয়, কিযেননামএটার! ওই কেঁচোটাকে ত্যাগ করার মধ্যে লজ্জার কিছুই নেই।'

কিন্তু তার কন্যা কান্না অব্যাহত রাখলো।

তার গোপনজগতে নাদিরের অনুপস্থিতি! আজিজের প্রথম সতর্ক সংকেতে, বিব্রতকর অবস্থার দ্বারা তাড়িত হয়ে যা তাকে মৌসুমি বৃষ্টির চেয়েও সহজভাবে ভাসিয়ে দিয়েছিলো, সে অদৃশ্য হয়ে গেল। টয়লেটগুলোর একটিতে একটা ট্র্যাপ-ডোর খুলে গেল—হ্যাঁ, সেই ট্যাপ-ডোর যেটা দিয়ে একদা সে ডাক্তার আজিজের সাথে কথা বলেছিলো একটা ওয়াশিং-চেষ্টের স্যাংচুয়ারি থেকে। একটা কাঠের 'বজ্রবাক্স'—একটা 'সিংহাসন'— এক পাশে পড়ে আছে, খালি এনামেলের পাত্র গড়াগড়ি খাচ্ছে কয়ার ম্যাটিং এর ওপর। টয়লেটের একটা বাইরের দরোজা আছে ভুট্টা খেতের দিকে। দরোজাটা খোলা। বাইরে থেকে সেটা তালা মেরে বন্ধ করা ছিলো, তবে সেটা ভারতের তৈরি তালা, কাজেই শক্তি খাটিয়ে খুলে ফেলা সহজ ছিলো... এবং তাজ মহলের নরম দীপালোক নির্জনতায় একটা উজ্জ্বল পিকদানি, এবং একটা নোট, মুমতাজকে উদ্দেশ্য করে, তার স্বামীর স্বাক্ষর যুক্ত, তিনটি শব্দ দীর্ঘ, ছয়টা সিলেবল, তিনটি বিস্ময়বাচক চিহ্ন : *তালাক! তালাক! তালাক!*

তুমি জানো এর অর্থ কি। নাদির খান ভদ্র কাজটি করেছে।

মেজর জুলফি ক্রোধে ফেটে পড়লো পাখি উড়ে যাওয়ায়! সে যে রং দেখলো তাহলো লাল। মেজর জুলফি প্রথমে উত্তপ্ত মেজাজে অসহায়ভাবে উপর নিচে ওঠা-নামা করলো। শেষে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলো সে। এবং দ্রুত ধাবমান হলো বাথরুমে, সিংহাসন অতিক্রম করলো, ভুট্টা ক্ষেতের পাশাপাশি, পরিমাপক ফটকের ভিতর দিয়ে। একজন পলায়নপর, স্থুল, লম্বাচুলো, ছন্দহীন কবির কোনো চিহ্নই নেই কোথাও। বাঁ দিকে তাকালো: কিছুই না। এবং ডানদিকে: শূন্য। জুলফি যখন রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছিলো তখন পান-দোকানে বুড়োরা হিট-দ্য-স্পিটুন খেলছিলো। কি এক নিদারুণ দুর্ভাগ্যজনক মুহূর্ত: তাদের ছুড়েদেয়া পিক এসে পড়লো তার গায়ে। মেজর জুলফি সর্বশক্তিতে থেমে দাঁড়ালো। ধীর গতিতে পিকদানির কাছে গেল সে আর লাথি মেরে সেটা ফেলে দিলো ধুলোর মধ্যে। সেটার ওপর সে লাফিয়ে উঠলো একবার! দুবার! আবার!—চ্যাপ্টা করে ফেললো সেটা, এবং এতে যে তার পায়ে আঘাত লাগলো তা চেপে গেল। তারপর ফিরে গেল আমার নানার বাড়ির বাইরে পার্ক করা গাড়ির কাছে। বুড়োরা তাদের হিংস্রতার শিকার পিকদানিটা তুলে এনে পিটিয়ে সেটাকে আগের আকারে আনতে আরম্ভ করলো।

'এখন তাহলে আমি বিয়ে করছি,' এমারেল্ড বললো মুমতাজকে, তোমার এটা খুব রুঢ় হবে যদি এমন কি তুমি ভালো সময় পাবার চেষ্টা না করো। আর তুমি আমাকে উপদেশ আর সবকিছু দেবে।' এ সময়ে, যদিও মুমতাজ তার ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে হাসলো, সে এটাকে ভাবলো এমারেল্ডের এ কথা বলার অংশের ওপর এটা বিশাল ধৃষ্টতা এবং, উদ্দেশ্যহীনভাবে হয়তো, যে পেন্সিলটা দিয়ে সে ছোটবোনের পায়ের পাতায় হেনার নকশা আঁকছিলো সেটার ওপর চাপ বাড়িয়ে দিলো। 'এই!' এমারেল্ড চিঁচি করে চিৎকার করলো। 'পাগল হবার দরকার নেই! আমি মাত্র ভেবেছিলাম আমাদের বন্ধু হবার চেষ্টা করা উচিৎ।'বোনদের মধ্যে, সম্পর্ক কিছুটা প্রসারিত হয়েছিলো নাদির খানের অন্তর্ধানের সময় থেকে। মেজর জুলফিকার যখন এমারেল্ডকে বিয়ে করতে চাইলো তখন সেটা পছন্দ করতে পারেনি মুমতাজ। 'এটা ব্ল্যাকমেইলের মতো', সে ভাবলো। ' যাই হোক, আলিয়ার ব্যাপারটা কি? বড়র বিয়ে সব শেষে হওয়া উচিৎ নয়। আর দেখ তার সওদাগর লোকটাকে নিয়ে সে কেমন ধৈর্য দরে আছে।' কিন্তু মুখে সে কিছুই বললো না।

১৯৪৬ সালের জানুয়ারি। শামিয়ানা, মিষ্টি, অতিথি, গানবাজনা, মূর্ছাভাবের নব বধূ উত্তেজনায় টান টান বর : একটি চমৎকার বিয়ে... যেখানে লেদারক্লথ ব্যবসায়ী, আহমেদ সিনাই, নিজেকে সদ্য তালাকপ্রাপ্ত মুমতাজের সাথে গভীর কথোপকথনের মধ্যে খুঁজে পেলো। 'তুমি শিশুদের ভালোবাসো?– কি আশ্চর্য মিল, আমিও শিশুদের ভালোবাসি...' 'আর তোমার একটাও নেই, বেচারি মেয়ে? বেশ, প্রকৃত ঘটনা, আমার স্ত্রী পারেনি...' 'ওহ, না; তোমার জন্যে কি দুঃখের; আর যে কোনো কিছুর মতো সে নিশ্চয় বদ মেজাজি হয়ে থাকবে!' '... ওহ, দোযখের মতো... আমাকে মাফ করো। আবেগের শক্তি

AMARBOI.COM

আমাকে দূরে নিয়ে গিয়েছিলো।'-সম্পূর্ণ ঠিক আছে; এ নিয়ে ভেবো না। সে কি বাসনকোসন ছুঁড়ে মেরেছিলো?' ' সে কি ছুড়েছিলো? এক মাসে আমাদের কাগজ পেতে খেতে হয়েছে!' 'না, মাই গুডনেস, কি ডাহা মিথ্যা তুমি বলছো!' 'ওহ, এটা ভালো নয়, তুমি আমার চেয়েও খুব চালাক। কিন্তু সে বাসনকোসন ছুড়ে মেরেছিলো একইভাবে।' 'তুমি দুঃখি, দুঃখি মানুষ।' 'না—তুমি। দুঃখি, দুঃখি তুমি।' আর ভাবনায়: 'অমন উৎফুল্ল যুবক, আলিয়ারসঙ্গে সব সময় তাকে একঘেঁয়ে দেখায়...' এবং, '... এই মেয়ে, আমি কখনো তার দিকে তাকায়নি, কিন্তু আমার গুডনেস আমি...' এবং, 'তুমি বলতে পারো সে শিশুদের ভালোবাসে; আর সে জন্যে আমি পারবো...' এবং, '... আচ্ছা, চামড়া সম্পর্কে চিন্তা নেই...' এটা লক্ষ্যযোগ্য যে, যখন গান গাওয়ার সময় হয়েছিলো, মুমতাজ সকল গানে যোগ দেবার শক্তি খুঁজে পেয়েছিলো। কিন্তু আলিয়া নীরব থাকে। জালিয়ানওয়ালা বাগে তার বাবা যতটুকু অস্থিভঙ্গ হয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি বিশ্রীভাবে সে অস্থিভঙ্গ হয়েছিলো। তার একটা চিহ্নও তুমি তার দেহে দেখতে পাবে না।

'তো বিষন্ন ভগিনী, সর্বোপরি তোমাকে আনন্দ উপভোগ করতে হবে।'

ওই বছরের জুন মাসে মুমতাজ পুনরায় বিয়ে করলো। তার বোন তার eue নিয়ে তাদের মায়ের কাছ থেকে—তার সাথে কথা বলেনি যে পর্যন্ত না, দু'জনেরই মৃত্যুর ঠিক আগে, সে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দেখতে পেয়েছিলো। আদম আজিজ ও রেভারেন্ড মাদার চেষ্টা করেছিলেন, অসফলভাবে, আলিয়াকে বোঝাতে যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে, দেরিতে প্রকাশ হবার চেয়ে এখন প্রকাশ হওয়া অনেক ভালো, মুমতাজ মারাত্মকভাবে আহত আর সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে একজন মানুষের সাহায্য তার প্রয়োজন... তাছাড়া, আলিয়ার বুদ্ধি সুদ্ধি আছে, সে ঠিক হয়ে যাবে।

'কিন্তু, কিন্তু,' আলিয়া বললো, 'কেউ কখনো একটা বই বিয়ে করেনি।' ' তোমার নাম বদলাও,' আহমেদ সিনাই বললো। 'নুতন করে শুরু করার এটাই সময়। মুমতাজ আর তার নাদির খানকে ছুড়ে ফেলে দাও জানলা দিয়ে। আমি তোমাকে একটা নতুন নাম পছন্দ করে দেবো। আমিনা। আমিনা সিনাই; তোমার ভালো লাগবে এ নামটা?'

'তুমি যাই বলবে, স্বামী,' আমার মা বললো।

'যা হোক', আলিয়া, জ্ঞানী শিশু, তার ডায়রিতে লেখে, 'এই বিয়ের কারবারে কে নামতে চায়? আমি না; কখনো না; না।'

প্রচুর সংখ্যক আশাবাদী মানুষের জন্যে মিঞা আবদুল্লাহ ছিলো একটা ভুল সূচনা। তার সহকারি (যার নাম আমার বাবার বাড়িতে উচ্চারিত হতো না) ছিলো আমার মায়ের ভুল টার্নিং। কিন্তু সে সব ছিলো খরার বছর। অনেক ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। মুটকির কি হলো?' পদ্ম জিজ্ঞেস করে, 'তুমি নিশ্চয় বলতে চাইছো না যে তুমি বলবে না?'

৫ A Public Announcement
একটি সাধারণ ঘোষণা

এরপর এলো এক কল্পবাদী জানুয়ারি। এর তলের ওপর এমন স্থির এক সময় যে ১৯৪৭ সাল একেবারে শুরুই হয়নি মনে হলো। যাতে ক্যাবিনেট মিশন–বৃদ্ধ পেথিক-লরেন্স, চতুর ক্রিপস, মিলিটারি এ,ভি, আলেকজাণ্ডার—দেখলো তাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্মসূচি ব্যর্থ। যাতে ভাইসরয়, ওয়াভেল, বুঝতে পারলো যে সে শেষ হয়ে গেছে, মুছে গেছে, কিংবা আমাদের নিজস্ব অভিব্যক্তিবাদী শব্দে, ফান্টুশ। যাতে মি. এ্যাটলি বামরি ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে মি. অং সামের সাথে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এবং আয়নার মতো স্থিরতার মধ্যে আমার মা, ব্র্যান্ড-নিউ আমিনা সিনাই, তাকেও স্থির ও অপরিবর্তনশীল দেখালো যদিও তার চামড়ার নিচে বিশাল ব্যাপার ঘটছিলো, জেগে উঠলো এক সকালে মাথায় নিদ্রাহীনতার ভনভন আওয়াজ নিয়ে এবং একটা না-ঘুমানোর ফলে কর্কশ জিভে উচ্চস্বরে বললো, কোনো অর্থ হচ্ছেই, সূর্য এখানে কি করছে, আল্লাহ? এটা তো ভুল জায়গায় উঠেছে।'

... আমি অবশ্যই নিজেকে বাধা দেবো। আমি আজ যাচ্ছিলাম না, কারণ পদ্ম যন্ত্রণাকাতর হতে শুরু করেছে যখনই আমার বর্ণনা আত্মসচেতন হয়েছে, একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বি পাপেটিয়ারের মতো, সুতো ধরা হাত আমি দৃষ্টিগোচর করি। কিন্তু সাধারণভাবে একটা প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করবো আমি অবশ্যই। তাই, একটা অধ্যায় সংযোজন করতে পারছি একটা আনন্দদায়ক সুযোগে, যেটার নামকরণ করেছি 'A Public Announcement.' যাহোক আমিনা সিনাই ঘুম থেকে এক সকালে জেগে উঠলো সূর্যের কথা বলতে বলতে। 'এটা ভুল জায়গায় উঠেছে!' সে চেঁচিয়ে বললো। এবং তারপরেই রাতের নিদ্রাহীনতার ভনভনে শব্দের ভিতর দিয়ে বুঝতে পারলো এই অলীক মাসে কিভাবে সে অলীকতার শিকার হয়েছে। আসল ব্যাপারটা হলোত তার ঘুম ভেঙেছে বাবার বাড়িতে নয় দিল্লিতে তার নতুন স্বামীর বাড়িতে। বাড়িটা পূর্বমুখি। সূর্যটা ছিলো সঠিক স্থানে, কেবল তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছিলো... এখানে আসার পর অনুরূপ আরো অনেক ভুল সে করেছিলো।

AMARBOI.COM

'সমাপ্তিতে, পিতাকে ছাড়াই সবাই পারে,' ডাক্তার আজিজ তার মেয়েকে বললেন বিদায় জানানোর সময়। রেভারেন্ড মাদার যোগ করলেন, 'পরিবারের আরেক এতিম, বিযেননামএটার। কিন্তু চিন্তা নেই, মুহাম্মদ ও এতিম ছিলো। আর এই কথাটা তুমি তোমার আহমেদ সিনাই-এর ক্ষেত্রেও বলতে পারো, কিযেননামএটার, অন্তত সে তো অর্ধ-কাশ্মিরি।' তখন, তার নিজের হাতে, ডাক্তার আজিজ একটা সবুজ রঙা টিনের বাক্স রেলের কম্পার্টমেন্টে উঠিয়ে দিলেন যেখানে আহমেদ সিনাই নতুন বউ-এর জন্যে অপেক্ষা করছিলো। 'যৌতুক ছোটও নয়, এইটার মস্তো বিশালও নয়,' আমার নানা বললেন। 'আমরা তো কোটিপতি নই। তুমি তো বোঝো। কিন্তু আমরা তোমাকে যথেষ্ট দিয়েছি; আমিনা আরো দেবে।' সবুজ রঙা টিনের বাক্সে ছিলো: রুপোর সামোভার, ব্রোকেডের শাড়ি, কৃতজ্ঞ রোগীদের ডাক্তার আজিজকে দেয়া স্বর্ণমুদ্রা, একটা মিউজিয়াম যাতে দেখা যায় রোগ সেরে গেছে আর জীবন রক্ষা পেয়েছে। আর এখন আদম আজিজ মেয়েকে তুলে নিলেন (নিজের হাতে); যৌতুকের পিছনে মেয়েকে হস্তান্তর করলেন এই লোকটার কাছে যে তার নতুন নামকরণ করেছে আর নতুন করে আবিষ্কার করেছে... তিনি হেঁটে চললেন (নিজের পায়ে) প্ল্যাটফর্ম ধরে, যখন ট্রেনটা চলতে লাগলো।

টেনের গতি বাড়তে লাগলো আর সেটা পরবর্তীতে ছুটে চললো রাজধানী শহরের দিকে। কম্পার্টমেন্টে নতুন আমিনা সিনাই সবুজ রঙা টিনের বাক্সের ওপর পা রেখে বসে ছিলো। সে ছুটে চলে ছিলো নতুন এক জীবনের দিকে।

ট্রেন যখন স্টেশনের বাইরে আহমেদ সিনাই তখন লাফিয়েউঠলো আর কমপার্টমেন্টের দরোজায় হুড়কো লাগিয়ে দিলো, টেনে নামিয়ে দিলো শাটারগুলো, আমিনার মনে বিস্ময় জাগিয়ে। কিন্তু তখনই হঠাৎ করে বাইরে থেকে ধাক্কার শব্দ হলো এবং মানুষের হাত দরোজার নব নড়াতে শুরু করলো আর অনেক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আমারে ভিতরে ঢুকতে দিন, মহারাজ! মহারাজিন, আপনিও আছেন, আপনার স্বামীকে বলুন খুলে দিতে।' বোম্বেগামী ফ্রন্টিয়ার মেলে এবং বছরের সমস্ত এক্সপ্রেসেই এইসব কণ্ঠস্বর আর মুঠির আওয়াজ শোনা যায়। এটা সব সময় ভীতি জাগায়, যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত বাইরে আমিও একজন ছিলাম, প্রিয় জীবনের জন্যে ঝুলন্ত, আর আকুল প্রার্থনা, 'মহারাজ! আমাকে ঢুকতে দিন, মহান স্যার।'

'সব ফন্দিবাজ,' আহমেদ সিনাই বললো, কিন্তু তারা তার চেয়েও বেশি ছিলো। তারা ছিলো একটা ভাববাণী।... এবং এখন সূর্যটা ভুল স্থানে। সে, আমার মা, বিছানায় শুয়ে আছে আর অসুস্থতা অনুভব করছে। আবার উত্তেজনাও অনুভব করছে তার ভিতরে যা ঘটেছে সেই ব্যাপারটা নিয়ে। সেটা ছিলো তার গোপন বিষয়। তার পাশে আহমেদ সিনাই প্রচণ্ড নাক ডাকছে। তার কোনো নিদ্রাহীনতা নেই; একটুও না, তার সমস্যা সত্ত্বেও যার জন্যে একটা ধুসর ব্যাগ ভর্তি টাকা বহন করছে সে এবং বিছানার নিচে তা লুকিয়ে রেখেছে যখন ভেবেছিলো আমিনা দেখছে না। আমার বাবা গভীর নিদ্রা যান, আমার মায়ের বিশাল উপহারে আবৃত, যা সবুজ রঙা বাক্সের ভিতরকার জিনিসপত্রের চেয়েও অধিক মূল্যবান : আমিনা সিনাই তার অক্ষয় অবিরাম যত্নের উপহার দিয়েছিলো আহমেদকে।

আমি যেভাবে যন্ত্রণা সয়েছি তা আর কেউ সয়নি। কালো চামড়া, জুলজুলে চোখ, প্রকৃতিগত ভাবেই আমার মা ছিলো দুনিয়ার সবচেয়ে যত্নবান ব্যক্তি। পুরনো দিল্লির বাড়িতে কামরাগুলোয় ও করিডোরে ফুল দিয়ে সাজানোর ব্যবস্থা করলো সে। নিশ্চিত যত্নের সাথে নির্বাচন করলো গালিচা। চেয়ার সাজানো নিয়ে সে দুশ্চিন্তা করলো পঁচিশ মিনিট। ইতোমধ্যে সে ঘরগোছানোর কাজ শেষ করে ফেলেছে, এখানে একটু স্পর্শ, ওখানে একটা বিকল্প, আহমেদ সিনাই আবিষ্কার করলো তার এতিম কিছু একটা ভদ্র ও প্রিয় জিনিসে বসবাস করছে। তার আগে আমিনা ঘুম থেকে ওঠে, তার যত্নশীলতা তাকে দিয়ে সব কিছু মুছে পরিষ্কার করায়। কিন্তু আহমেদ যা জানতো না তা হলো তার স্ত্রীর প্রতিভা ছিলো সবচেয়ে বেশি উৎসর্গমূলক, সবেচেয়ে বেশি দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করা শুধু তাদের বাইরের জীবনের জন্যে নয়, আহমেদ সিনাইয়ের জন্যেই। কেন সিনাইকে সে বিয়ে করেছে? সান্ত্বনার জন্যে, ছেলেমেয়ের জন্যে। কিন্তু প্রথমেই নিদ্রাহীনতা তার মস্তিষ্কে আবরণ ফেলে দেয়। আর ছেলেমেয়েরা তো একবারে আসে না। কাজেই আমিনা স্বপ্ন দেখতো অস্বপ্নযোগ্য একজন কবির মুখ নিয়ে এবং জেগে উঠতো অকহতব্য একটা নাম ঠোঁটে নিয়ে। তোমার প্রশ্ন: এ ব্যাপারে সে কি করেছিলো? আমার উত্তর: সে দাঁত খিঁচাতো আর নিজেকে সোজাসুজি রাখতো। সে নিজেকে বলতো: 'তুমি অকৃতজ্ঞ বোকা, তুমি কি দেখতে পাও না কে এখন তোমার স্বামী? তুমি কি জানো না একটা স্বামীর কি যোগ্যতা?' এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর সম্পর্কে নিস্ফল বিবাদ এড়ানোর জন্যে আমাকে বলতে দাও যে, আমার মায়ের মতামত অনুসারে একজন স্বামীর যোগ্যতা প্রশ্নাতীত আনুগত্য, এবং সংরক্ষণহীন, হৃদয়পূর্ণ ভালোবাসা। কিন্তু একটা অসুবিধা আছে: আমিনা, তার মাথা অবশ হয়ে আছে নাদির খান আর নিদ্রাহীনতায়, খুঁজে পায় যে এইসব ব্যাপার স্বাভাবিক ভাবে সে যোগাতে পারবে না আহমেদ সিনাইকে। আর সে কারণেই সে ভালোবাসতে শুরু করে তাকে। এ কাজ করার জন্যে সে দু ভাগ করে তাকে, মানসিক দিক থেকে, তার প্রতিদ্বন্দ্বি অংশের প্রত্যেক অংশে, শারীরিক ও আচরণগত... সংক্ষেপে, তার নিজের মা-বাবার ছিদ্রযুক্ত চাদরের সম্মোহনে পড়লো সে। কারণ সে তিলে তিলে তার স্বামীর প্রেমে পড়েছিলো।

প্রতিদিন সে আহমেদ সিনাইয়ের একটি করে অংশ নির্বাচন করে, আর তার সকল মনোযোগ সেটার ওপর কেন্দ্রীভূত করে যতক্ষণ না তা পুরোপুরি পরিচিত হয়ে ওঠে। যতক্ষণ না সে অনুভব করে তার ভিতরে অনুরাগ জেগে ওঠে এবং পরিণত হয় প্রেমে। '... ওহ খোদা,' সে নিজেকে বলে, 'মনে হচ্ছে প্রতিটা মানুষের লাখ লাখ আলাদা সব বিষয় আছে ভালোবাসার! কে, যাই হোক,' সে ব্যক্তিগত ভাবে কারণ দর্শায়, 'অপর মানব সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে বাস্তবিক জানে?' এবং সে তার ভাজা খাবারের প্রতি অনুরাগ, পার্সি কবিতার চয়ন উদ্ধৃতি দেবার সামর্থ, তার দুই ভুরুর মাঝখানে রাগের রেখা ইত্যাদি

AMARBOI.COM

অধ্যয়ন অব্যাহত রাখলো। 'এই অনুপাতে,' সে ভাবে, 'তাকে ভালোবাসার ব্যাপারে সব সময়ই কিছু তরতাজা থাকবে। কাজেই আমাদের বিয়ে বাসী হবে না।' এইভাবে, যত্নশীলতায়, আমার মা জীবন গুছিয়ে নেয় পুরনো নগরীতে। টিনের বাক্স না খোলা অবস্থাতেই রেখে দেয়া হয় একটা পুরনো আলমারিতে। তুমি নতুন নগরী দেখতে পাবে না পুরনো একটা থেকে। নতুন নগরীতে গোলাপি দালানকোঠার প্রতিযোগিতা। কিন্তু পুরনো নগরীর সংকীর্ণ গলিপথের বাড়িগুলো ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওভাবে কেউ তাকায় না ওদিকে। চাঁদনি চকের আশপাশে মুসলিম মহল্লা। কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই আর গবাদি পশুও দূরে সরিয়ে রাখা হয়। সেগুলো এখানে পবিত্র নয়। সব সময় বাইসাইকেলের বেল বাজার শব্দ। তার ওপর ফলবিক্রেতাদের হাঁক : সবাই এসো মহান যারা-ও, খাও কিছু খেজুর তারা-ও!

সেই জানুয়ারি মাসে আমার মা ও বাবা অন্যদের থেকে গোপন করতো সবকিছু। মি. মুস্তাফা কামাল ও মি. এস. পি. বাটের পায়ের শব্দ যাতে যুক্ত ছিলো। এবং লিফাফা দাসের ডুগডুগির আওয়াজও।

মহল্লার গলিতে যখন প্রথম পদশব্দ শোনা যায় তখনও লিফাফা দাস ও তার পিপশো ও ঢাক বেশ খানিকটা দূরে। একটা ট্যাক্সি থেকে পদশব্দ নেমে আসে আর দ্রুত সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। ইতোমধ্যে, তাদের কোণার বাড়িতে, আমার মা রান্না ঘরে দাঁড়িয়ে প্রাতরাশের জন্যে খিচুড়ি রান্না করছে আর শুনতে পাচ্ছে আমার বাবা তার দূর সম্পর্কের চাচাতো বোন জোহরার সাথে আলাপ করছে। আমার মা শুনতে পায়: '... তোমরা নতুন বিবাহিত, আমি আমি তোমাদের দেখতে আসা থামাতে পারি না, কী মিষ্টি আমি আমি কি বলবো তোমাকে!' আমার বাবা বাস্তবিকই লাল হয়ে ওঠে। ওইসব দিনে সে আনন্দের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছিলো। আর আমিনা, খিচুড়ি রান্না করতে করতে শুনতে পায় জোহরা কিছুক্ষণ ধরিয়া উচ্চ চিৎকার করছে, 'আরে দেখ, গোলাপি! কিন্তু তখন তুমি কেমন কড়চা, চাচাতো ভাই!...” এবং সে তাকে টেবিলে অল-ইন্ডিয়া রেডিও শুনতে দেয়, আমি যা করতে দেই না। লতা মঙ্গেশকর একটা প্রেমের গান গাইছিলেন 'ঠিক আমার মতো, তুমিকিভাবো,' জোহরা চালিয়ে গেল। 'সুন্দর গোলাপি শিশু পাবো আমরা, একটা নিখুঁত জুটি, না, চাচাত ভাই, চমৎকার শাদা জোড়া?' এবং পায়ের শব্দ আর পাত্র গড়াতে শুরু করে যখন 'কালো হওয়া কি যন্ত্রণাদায়ক, চাচাত ভাই, প্রত্যেক সকালে ঘুম থেকে জাগা আর দেখা সেটা তাকিয়ে আছে তোমার দিকে, আয়নায় তোমার হীনমন্যতা প্রদর্শনের জন্যে! অবশ্যই তারা জানে; এমন কি কালোরাও জানে শাদা খুবই সুন্দর, তুমিকি এমনভাবো না?' পা এখন খুবই নিকটবর্তী এবং আমিনা পাত্র হাতে ডাইনিংরুমে চলে আসে। ভাবে আজই কেন সে এসেছে যখন আমার বলার আছে অনেক খবর আর তাছাড়া তার সামনেই আমাকে টাকা চাইতে হবে। আহমেদ সিনাই পছন্দ করতো তার নিকট টাকা-পয়সা চাওয়ার বিষয়টি। রাবন গ্যাং সম্পর্কে কি জানা যায়? তাহলো এটা একটা ফ্যানাটিক মুসলিম বিরোধী আন্দোলন, যা, ওইসব দিনে দেশবিভাগের দাঙ্গার আগে, ওইসব দিনে যখন শুয়োরের মাথা ফেলে দিয়ে যাওয়া হতো শুক্রবারের মসজিদের প্রাঙ্গণে। কিছুই ব্যতিক্রম ছিলো না। এটা মানুষকে রাতের বেলা বাইরে

পাঠাতো নতুন ও পুরনো দুটো নগরীতেই দেয়ালে শ্লোগান আঁকার জন্যে : NO PARTITION OR ELSE PERDITION! MVSLIMS ARE THE JEWS OF ASIA!' আর ওই রকম আরো। এটা জালিয়ে দিয়েছিলো মুসলিমদের মালিকানাধীন কারখানা, দোকান, গুদাম। কিন্তু আরো আছে, এবং এটা সাধারণ ভাবে : সম্প্রদায়গত এই ঘৃণার পিছনে এই ভিভ্রান্তিকর. রাবন গ্যাং ছিলো প্রতিভাদীপ্ত কল্পনাসাধ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। Amonymous ফোন কল, খবরের কাগজ থেকে শব্দযুক্ত চিঠি ইস্যু করা হয়েছিলো মুসলিম ব্যবসায়ীদের জন্যে। কৌতুহলের বিষয় হলো, গ্যাং প্রমাণ করছে সে নীতি শাস্ত্র ছাড়া. দ্বিতীয় কোনো দাবি ছিলো না। আর তারা ব্যবসা বুঝতো : সম্পূর্ণ টাকা ভর্তি ধূসর রঙের ব্যাগের অনুপস্থিতি। বেশিরভাগ মানুষ অর্থ দিয়েছিলো, পুলিশকে বিশ্বাস করার চেয়ে বরং এই ঝুঁকিপূর্ণ বিকল্পই তারা পছন্দ করেছিলো বেশি। ১৯৪৭ সালে মুসলিমরা পুলিশকে মোটেও বিশ্বাস করতো না। এবং বলা হতো যে (যদিও এতে আমি নিশ্চিত নই) ব্ল্যাকমেইলের চিঠি যখন এলো, তাতে ছিলো 'সন্তুষ্ট ক্রেতাদের' তাকিা যারা অর্থ পরিশোধ করেছে আর ব্যবসায়ে রয়েছে। রাবণ গ্যাং- সমস্ত পেশাদারদের মতো—রেফারেন্স দিয়েছে।

ব্যবসায় স্যুট পরা দু'জন মানুষ, একজন পাজামা পরেছে, মুসলিম মহল্লার সংকীর্ণ গলি দিয়ে দৌড়ে যায় চাঁদনি চকে অপেক্ষমান ট্যাক্সির কাছে। তারা কৌতুহলি দৃষ্টি আকৃষ্টি করলো : তারা দৌড়ানোর চেষ্টা করছে না বলে। 'ভীতি দেখিও না,' মি. কামাল বলেন, 'শান্ত থাকো।' কিন্তু তাদের পা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিলো। লিফাফা দাস তার ঢাক পিটাচ্ছিলো আর আহ্বান জানাচ্ছিলো : 'এসো দেখ সবকিছু, এসো দেখ সবকিছু, এসো দেখ! এসো দেখ দিল্লি, এসো দেখ ইণ্ডিয়া, এসো দেখ! এসো দেখ, এসো দেখ!' কিন্তু আহমেদ সিনাইয়ের অন্য জিনিস দেখার ছিলো।

মহল্লার শিশুদের নিজস্ব নাম ছিলো। তিন প্রতিবেশির একটি দলের নাম ছিলো 'লড়াকু-মোরগ জনগণ', কারণ তাদের দলে একজন সিন্ধি ও একজন বাঙালি ছিলো যাদের বাড়ি আলাদা হয়েছিলো মাঝখনে গুটিক হিন্দু-বাড়ির দ্বারা। সিন্ধি আর বাঙালির মধ্যে খুব সামান্যই মিল ছিলো—তারা একই ভাষায় কথা বলতো না বা একই খাদ্য রান্না করতো না। কিন্তু উভয়েই ছিলো মুসলমান। এবং উভয়েই হিন্দুদের অপছন্দ করতো। ছাদের ওপর থেকে হিন্দুদের বাড়িতে আবর্জনা নিক্ষেপ করতো। জানলা থেকে বহুভাষায় অকথ্য গালিগালাজ ছুড়ে দিতো। তারা ওই হিন্দুর দরোজায় মাংসের টুকরো ছুড়ে দিতো... অপরপক্ষে ওই হিন্দুটি এর বদলা হিসেবে তাদের জানলায় পাথর মারতো পথের বালকদের পয়সা দিয়ে। পাথরে বার্তা লেখা কাগজ জড়ানো থাকতো : 'অপেক্ষা করো,' বলা হতো তাতে, 'তোমাদের পালাও আসবে...'মহল্লার বাচ্চারা আমার বাবাকে তার ঠিক নাম ধরে ডাকতো না। তারা তাকে 'লোকটি যে তার নাক অনুসরণ করে না' হিসেবে চিনতো।

AMARBOI.COM

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে রাতের রক্ষিরা শান্তির সাথে ঘুমাচ্ছিলো ফায়ার-ইঞ্জিনের শব্দের মধ্যেও। কেন? কিভাবে? কারণ তারা রাবণ গ্যাং-এর সাথে একটা চুক্তি করেছে। এ পন্থায় গ্যাং সহিংসতা এড়িয়ে গেছে, আর রাতের রক্ষিরাও আয়েশ করতে পারছে। এটা মোটের ওপর নির্বোধ আয়োজন নয়। ঘুমন্ত রক্ষিদের মধ্যে মি. কামাল, আমার বাবা ও এস. পি. বাট লক্ষ্য করেন অগ্নিদাহ্ বাইসাইকেল পুরু কালো মেঘের মধ্যে আকাশের দিকে উঠে গেছে। বাট বাবা কামাল দাঁড়িয়ে থাকে ফায়ার-ইঞ্জিনের পাশে। স্বস্তি তাদের ওপর বয়ে যায় বন্যার মতো। কেননা এটা ছিলো অর্জুন ইন্ডয়াবাইক গুদাম যা জ্বলছিলো– অর্জুন হচ্ছে ব্র্যাণ্ড-নেম, হিন্দু পুরানের এক নায়কের নাম অনুসারে এ নাম নেয়া হয়েছে, কিন্তু এই ছদ্মাবরণ ঢাকতে ব্যর্থ হয়েছে যে এই কোম্পানির মালিকও মুসলমান। স্বস্তিতে নেয়ে উঠে বাবা কামাল বাট নতুন সাইকেলের গন্ধ নেন শ্বাসের সাথে।

'ড্যাম ব্যাড বিজনেস,' মি. কামাল বলেন। তিনি সহানুভূতিশীল হতে পারছেন না। তিনি সমালোচনা করছিলেন অর্জুন ইণ্ডিয়াবাইক কোম্পানির মালিককে।

দেখ: ক্ষয়ক্ষতির মেঘ উপরে উঠেছে আর একটা বলে পরিণত হয়েছে সকালের বিবর্ণ আকাশে। পুরনো নগরীর কেন্দ্রের দিকে দেখ কিভাবে তা এগোচ্ছে। কিভাবে তা আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, হা ভগবান, চাঁদনি চকের নিকটে মুসলমানদের মহল্লা!... যেখানে, ঠিক এখন, লিফাফা দাস তার হাঁক দিচ্ছে সিনাইদের নিজস্ব গলিতে।

'এসো দেখ সবকিছু, দেখ সারা দুনিয়া, এসো দেখ!'

এটা সরকারি ঘোষণার সময়। আমি উত্তেজিত তা অস্বীকার করবো না: আমি আমার নিজের গল্প থেকে বহু দূরের পটভূমিতে ঝুলছি। এবং এটা অতিক্রম করার আগে আমার আরো কিছুটা সময় লাগবে। সবচেয়ে ভালো ভিতরটা দেখে নেয়া। কাজেই, খুব উঁচু প্রত্যাশার অনুভূতি নিয়ে, আকাশে ইঙ্গিত দেয়া মেঘের আঙুল আমি অনুসরণ করি এবং আমার বাবা-মার প্রতিবেশিদের দিকে তাকাই। তাকাই বাইসাইকেলের দিকে, রাস্তার ফেরিওয়ালাদের দিকে, উড়ন্ত কাগজের টুকরোর দিকে... এ সমস্ত কিছুই খুব খাটো হয়ে যায় আমার আকাশের-নিকটবর্তী-উঁচু দৃষ্টিভঙ্গির কাছে। আর বাচ্চারা লিফাফা দাসের ডুগডুগির আওয়াজ আর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়: 'দুনিয়া দেখো,' সারা পৃথিবী দেখ! রাজ্যের বাচ্চারা তার পিছন পিছন ভিড় করে চলেছে। নানা ধরনের পোশাক পরা ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেই সিন্ধির আট বছর বয়সের মেয়েটিও আছে। কি তার নাম? আমি জানি না। কিন্তু আমি তার ভুরুযুগল চিনি।

লিফাফা দাস : এক দুর্ভাগা সুযোগে সে তার বায়োস্কোপের বাক্সটা একটা দেয়ালের বিপরীতে সেট করলো যে দেয়ালে কেউ একটা স্বস্তিকা এঁকে রেখেছিলো (ওইসব দিনে তুমি সেগুলো সবখানেই দেখতে পেতে। চরমপন্থি আর, এস. এস. এম, পার্টি সেগুলো এঁকে রেখেছিলো প্রত্যেক দেয়ালে। নাজি স্বস্তিকা নয় যা ভুল দিকে ঘোরানো, কিন্তু ক্ষমতার প্রাচীন হিন্দু প্রতীক।)... এই লিফাফা দাস একজন তরুণ অদৃশ্য থাকে যতক্ষণ

সে না হাসে। ডুগডুগি বাদক : সারা ভারতে, তারা চিৎকার করে, 'দিল্লি দেখো,' 'এসো দেখ দিল্লি!' কিন্তু এটা হচ্ছে দিল্লি, আর লিফাফা দাস বিকল্প বের করে নিয়েছে : 'দেখ সারা দুনিয়া, এসো দেখ সবকিছু!' তারপর সে বায়োস্কোপ দেখাতে শুরু করে।

লিফাফা দাসের পিপ শোয়ের ভিতরে আছে তাজ মহলের ছবি, মীনাক্ষী মন্দির, আর পবিত্র গঙ্গা। এর পাশাপাশি আছে সমকালীন প্রতিচ্ছবি—স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ নেহরুর বাসভবন ত্যাগ করছেন; অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা হচ্ছে; রেললাইনে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত মানুষ শুয়ে আছে; মাথার ওপর পর্বতের মতো ফলের বোঝা নিয়ে এক ইউরোপীয় অভিনেত্রী—লিফাফা তাকে ডাকে কারমেন ভারাণ্ডাহ্। এমন কি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে একটি অগ্নিকাণ্ডের ছবি যা নেয়া হয়েছে খবরের কাগজ থেকে। লিফাফা দাসের এই চাকার ওপর বসানো বাক্সটার মধ্যে সাম্প্রতিক কি ছবি আছে সেটা দেখার কৌতুহলও কারো কম নয়। এবং তার সবচেয়ে বেশি নিয়মিত দর্শকদের একজন হচ্ছে আমিনা সিনাই।

কিন্তু আজ কিছু একটা বাতাসে আছে ঐতিহাসিক। মহল্লায় কিছু একটা চেখে বসেছে। আট বছরের বালিকাটি বলছে, 'আমি আগে! আমার এখান থেকে সর... আমাকে দেখতে দাও! আমি তো দেখতে পারছি না!' ইতোমধ্যে বাক্সের গর্তগুলোয় দর্শকরা চোখ রেখেছে। আর লিফাফা দাস বলছে (কাজ না থামিয়ে হাতলটা ঘোরাচ্ছে ডান দিকে যা বাক্সের ভিতরে ছবিগুলোকে সচলরাখছে), 'আর কয়েক মিনিট, বিবি। প্রত্যেকেরই পালা আসবে। কেবল অপেক্ষা করো!' আর জবাবে মেয়েটি বলছে, 'না! না! আমি প্রথম হতে চাই!' লিফাফা হাসি হাসালো– অদৃশ্য হলো– কাঁধ ঝাঁকালো। বালিকার মুখে দেখা গেল লাগামহীন, উত্তেজনা. আর একটা অপমান ওঠে। তার ঠোঁটে ভয়ানক কন্টক। 'তোমার একটা স্নায়ু আছে, এই মহল্লায় এসেছো! আমি চিনি তোমাকে : আমার বাবা তোমাকে চেনেন : সবাই জানে তুমি একটা হিন্দু!!'

লিফাফা দাস নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। বাক্সের হাতল ঘোরাতে থাকে। কিন্তু এখন বালিকাটি তার দিকে আঙুল তুলে দেখাতে থাকে, তার সাথে যোগ দেয় ইশকুলের ছেলেরা, 'হিন্দু! হিন্দু! হিন্দু!' এবং তার জানলা থেকে বালিকাটির বাবা ঝুঁকে পড়ে আর বাচ্চাদের সাথে যোগ দেয়। নতুন টার্গেট পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তাদের সাথে যোগ দেয় বাঙালিটাও... 'মাকে ধর্ষণ কারি! আমাদের কন্যাদের উপেক্ষাকারি!'... আর স্মরণ করা যাক সংবাদপত্রগুলো মুসলমান মেয়েদের অস্ত্রাঘাতের খবর দিচ্ছে। অকস্মাৎ একটা কণ্ঠস্বর প্রচণ্ড চিৎকার করে ওঠে– একটি নারী-কণ্ঠস্বর, এমন কি বোকা জোহরাও হতে পারে, 'ধর্ষণকারি! আরে আমার খোদা ওরা বদমাশটাকে খুঁজে পেয়েছে! সে ওখানে!' আর এখন মহল্লার প্রতিটা জানলা থেকে প্রতিধ্বনি ওঠে চিৎকারের, এবং ইশকুলের ছেলেরা হল্লা শুরু করেছে, 'ধর্ষণ-কারি! ধর্ষণ-কারি! ধর্ষণ-ধর্ষণ-ধর্ষণ-কারি!' তারা কি বলছে তার অর্থ না বুঝেই। ছেলেমেয়েরা লিফাফা দাসের বাক্সের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। লিফাফা দাস তার বাক্স গুটিয়ে পালানোর পথ খোঁজে। কিন্তু এখন সে রক্তেপূর্ণ

AMARBOI.COM

কণ্ঠস্বর সমূহে পরিবেষ্টিত। আর রাস্তার loater রা তার দিকে এগোয়, লোকেরা বাইসাইকেল থেকে নেমে আসে, বাতাসে একটা পাত্র ছুড়ে দেয়া হয় আর তার পাশের দেয়ালে তা আঘাত করে। একটা দরোজায় তার পিঠ ঠেকে যায় আর তেল মাখা চুলের এক লোক দাঁত সিটকে এগিয়ে আসতে থাকে ক্রূর ভঙ্গিতে তার দিকে আর বলে, 'তাহলে জনাব: এটা তুমি? জনাব হিন্দু, কে আমাদের মেয়েদের কলুষিত করে? জনাব পৌত্তলিক, কে তার বোনের সাথে শোয়?' এবং লিফাফা দাস, 'না, ভালোবাসার জন্যে...', বোকার মতো হাসে... এবং তখন তার পিছনের দরোজা খুলে যায় আর সে পিছন দিকে চিৎপটাং হয়ে পড়ে, একটা শীতল করিডোরে তার পতন থামে আমার মা আমিনা সিনাইয়ের পাশে।

সারা সকাল সে জোহরার সাথে আমদজনক করে আর রাবণ নামের প্রতিধ্বনির সাথে। সে জানতো না ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে কি হয়েছে। এবং চিৎকার যখন শুরু হয়েছে আর জোহরা—তাকে থামানোর আগেই—তাতে যোগ দিয়েছে, কিছু একটা তখন তার মধ্যে শক্ত হয়ে উঠেছে। কিছু উপলব্ধি যে সে তার বাবার কন্যা। কিছু ভুতুড়ে স্মৃতি যে নাদির খান চাঁদের মতো বাঁকানো ছুরি থেকে আত্মগোপন করছে ভুট্টার ক্ষেতে। কিছু যন্ত্রণা তার নাসারন্ধ্রে। এবং সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসে উদ্ধারে, যদিও জোহরা চিৎকার করছে, 'তুমি কি করছো, ভগিনি, ওই পাগলা জানোয়ার, আল্লাহর দোহাই, ওকে এখানে ঢুকতে দিও না, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'... আমার মা দরোজা খুলে দেন আর লিফাফা দাস ভিতরে এসে পড়ে।

সেই সকালে তার চিত্র, জনতা ও তাদের শিকারের মাঝে একটা কালো ছায়া, তার অদৃশ্য না-বোলা গোপনীয়তায় জরায়ু ফেটে পড়েছে ঃ 'বাহ, বাহ' সে ভীড়কে হাত তালি দিয়ে প্রশংসা করে। 'কিসব বীরপুরুষ! বীরের দল, একেবারে! এই ভয়ংকর একটা দানবের বিরুদ্ধে মাত্র পঞ্চাশ জন! আল্লাহ, তোমরা গর্বে আমার চোখ উজ্জ্বল করে দিয়েছো।'

... এবং জোহরা, 'ফিরে এসো, ভগিনি!' এবং তেল মাখা লোকটা, 'এই গুণ্ডার হয়ে কথা বলছেন কেন, বেগম সাহেব? এটা ঠিক হচ্ছে না।' এবং আমিনা, 'আমি এই লোকটাকে চিনি। সে ভদ্র, নম্র। যাও, দূর হও, তোমাদের কারোর কি আর কোন কাজ নেই? একটা মুসলমান মহল্লায় একটা মানুষকে তোমরা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে? যাও, নিজেদের সরাও।' কিন্তু জনতা অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং আবার সামনের দিকে অগ্রসর হয়.... এবং এখন। এখন এটা আসে।

'*শোনো,*' আমার মা চিৎকার করে, 'শোনো সবাই। আমার বাচ্চা আছে। আমি একজন মা যার একটা বাচ্চা হবে, আর আমি এই লোকটাকে আমার আশ্রয় দিচ্ছি। এখন এসো, যদি তোমার খুন করতে চাও, খুন করতে চাও একজন মাকেও আর দুনিয়াকে

দেখাও তোমার কেমন মানুষ!' এভাবেই আমার আগমন ঘোষিত হয়েছিলো,—সালিম সিনাইয়ের আগমন—বিপুল মানুষের ভীড়ে, আমার বাবা জানতে পারার আগেই। আমার conecption-এর মুহূর্ত থেকেই, মনে হয়, আমি জনতার সম্পদ হয়েছি।

কিন্তু আমার মা যদিও ঠিক করেছিলো যখন প্রকাশ্যে তার ঘোষণা দিয়েছিলো, তবে তার ভুলও হয়েছিলো। তার কারণ ঃ যে শিশুকে সে গর্ভে ধারণ করে বয়ে বেড়াচ্ছিলো সে তার পুত্র বলে পরিগণিত হয়নি।

আমার মা দিল্লিতে এলো। তার স্বামীকে যত্নশীলতার সাথে ভালোবাসতে লাগলো। চিৎকার শুনলো। প্রকাশ্য ঘোষণা দিলো। তাতে কাজ হলো। আমার আগমনের ঘোষণায় একটা প্রাণ রক্ষা পেলো।

ভীড় সরে যাবার পর, বৃদ্ধ মুসা রাস্তায় গেল আর লিফাফা দাসের বাক্সটা রক্ষা করলো। আমিনা সুন্দর হাসি মাখা মুখের তরুণটিকে গ্লাসের পর গ্লাস লেবুর পানি খাওয়ালো। অন্যদিকে জোহরা আতংকে বসে থাকলো একটা সোফার ওপর। এবং লিফাফা দাস বললো ঃ 'বেগম সাহেবা, আপনি এক মহান মানুষ। যদি আপনি অনুমতি দেন, আমি আপনার ঘরের কাজ করবো; আপনার গর্ভস্থ সন্তানের জন্যেও। কিন্তু তাছাড়াও—অনুগ্রহপূর্বক অনুমতি দিন—আমি আপনার জন্যে আরো একটা কাজ বেশি করবো।'

'ধন্যবাদ তোমাকে'. আমার মা বললো, 'কিন্তু তোমাকে কিছুই করতে হবে না।' কিন্তু লিফাফা দাস বলে চললো, 'আমার চাচাতো ভাই, শ্রী রামরাম শেঠ, একজন বিরাট ওজনদার, বেগম সাহেবা। হস্তরেখাবিদ, জ্যোতিষি, ভবিষ্যদ্বক্তা। আপনি দয়া করে তার কাছে আসবেন, আর সে আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ বলে দেবে।'

১৯৪৭ সালের জানুয়ারিতে, আমার মা আমিনা সিনাই তার জীবনের বিনিময়ে একটা ভবিষ্যৎ-বাণীর মূল্য দেয়ার প্রস্তাব পায়। এবং জোহরার 'এর কাছে যাওয়া একটা পাগলামি আমিনা ভগিনি, এটা করার কথা এক সেকেণ্ডের জন্যেও ভেবো না, এখন সাবধানে থাকার সময়' সত্ত্বেও, তার খাবার স্মৃতি সত্ত্বেও, আমার মাকে প্রস্তাবটা স্পর্শ করে আর সে জবাব পাঠায় হ্যাঁ। 'হ্যাঁ', সে বলে, 'লিফাফা দাস, রেডফোর্ট ফটকে কয়েক দিন পর তুমি আমার সাথে দেখা করবে। তারপর তুমি আমাকে তোমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাবে।'

'আমি প্রতিদিন অপেক্ষা করবো!' লিফাফা হাত জোড় করে; এবং চলে যায়।

জোহরা এতটা বিহবল হয়ে পড়ে যে, যখন আহমেদ সিনাই বাড়িতে এলো, সে কেবলমাত্র মাথা নাড়লো আর বললো, 'তোমরা নববিবাহিত; প্যাঁচার মতো উন্মত্ত; আমি তোমাদের পরস্পরের কাছে রেখে অবশ্য বিদায় নেবো!'

মুসাও তার মুখ বন্ধ রাখলো। সে নিজেকে আমাদের জীবনের পটভূমিতে রাখতো, সর্বদা, কেবল দু বার ছাড়া... একবার যখন সে আমাদের ছেড়ে যায়; একবার যখন সে দুর্ঘটনায় দুনিয়া ধ্বংস করতে ফিরে এসেছিলো।

AMARBOI.COM

৬ Many-Headed Monsters
বহু-মস্তক দানব

সুযোগের মতো আর কোনো জিনিস নেই পৃথিবীতে। যে ঘটনায় মুসা একটা টাইম-বোমের চয়ে কম ছিলো না, তার নির্দিষ্ট সময় না আসা পর্যন্ত মৃদু টিকটিক করে যাচ্ছিলো। যে ঘটনায় আমাদের উচিৎ আশাবাদী হিসেবে—*উঠে* দাঁড়ানো আর উল্লাস করা, কেননা যদি সমস্ত কিছু আগে থেকে পরিকল্পনা করা থাকে, তাহলে আমাদের সবারই একটা অর্থ আছে, আর আমরা অতিরিক্ত হিসেবে পাচ্ছি আমাদের নিজেদের জানার আতংক, *কেন* ব্যতিরেকেই। আমার বাবা কি আশা-অথবা হতাশাবাদী হয়েছিলো যখন আমার মা তার খবরটা তাকে দিয়েছিলো (প্রতিবেশি প্রত্যেকে তা শোনার পর), এবং বাবা উত্তর দিয়েছিলো, 'আমি তোমাকে ওই রকমই বলেছিলাম; এটা কেবলমাত্র সময়ের ব্যাপার?' আমার মায়ের গর্ভধারণ, মনে হয়, ছিলো ভাগ্য-পর্যবসিত। আমার জন্ম, যাই হোক, দুর্ঘটনার কাছে ঋণী ছিলো।

'এটা কেবলমাত্র সময়ের ব্যাপার', আমার বাবা বলে, আনন্দের সকল প্রকাশ ঘটিয়ে; কিন্তু সময় একটা অস্থির ঘটনা, আমার অভিজ্ঞতায়, এমন এক ব্যাপার যার ওপর ভরসা রাখা চলে না। এটাও এমন কি বিভক্ত হতে পারে ঃ পাকিস্তানে ঘড়িসমূহ তাদের ভারতীয় প্রতিপক্ষের চেয়ে আধঘন্টা আগে চলবে... মি. কামাল, যিনি বিভক্তি নিয়ে কিছুই করতে চাননি, বলতে ভালোবাসতেন যে, 'কর্মসূচির বোকামির প্রমাণ এখানে আছে! ওই লীগাররা একটা পুরো তিরিশ মিনিটকে নিয়ে আত্মগোপন করার পরিকল্পনা এঁটেছে! বিভক্তি ছাড়া সময়,' মি. কামাল চিৎকার করেন, 'সেটাই টিকেট!' এবং এস. পি.বাট বলেন, 'তারা যদি ঠিক ওইভাবেই সময়কে বদলাতে পারে, তাহলে বাস্তব আর বেশি কি? আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি? সত্য কি?'

বড় প্রশ্নের জন্যে এটা একটা দিনের মতো মনে হয়। অনির্ভরযোগ্য বছরগুলোর ওপর থেকে আমি উত্তর দিই এস. পি. বাটকে, যিনি তার গলা বিভক্তির দাঙ্গায় বিদারণ করেন আর সময়ের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন ঃ 'কি বাস্তব আর কি সত্য তা খুব প্রয়োজনীয়ভাবে একরকম নয়।' *সত্য*, আমার ক্ষেত্রে, ছিলো আমার জীবনের প্রথম দিনগুলো থেকে মেরি পেরেইরার গল্পের ভিতরে লুক্কায়িত কিছু যা আমাকে সে বলেছিলো ঃ মেরি আমার আয়া যে একই সাথে ছিলো মায়ের চেয়ে কমও আবার বেশিও। মেরি যে আমাদের সবার সম্পর্কে সবকিছু জানতো। *সত্য* একটা বিষয় দিগন্তের ওপরে অনুচ্চারিত যার দিকে আঙুল দিয়ে দেখায় জেলেরা আমার দেয়ালে টাঙানো ছবিতে। অন্যদিকে তরুণ

র‍্যালে তার গল্প শোনে। এখন, আমার আলোর কৌণিক পুকুরে এটা লেখা, আমি সত্যকে মাপি ওইসব আগের বিষয়গুলোর বিপরীতে ঃ এটা মেরি কিভাবে বলবে? আমি জিজ্ঞেস করি। জেলেরা কি বলবে?... এবং ওই মানে এটা অনস্বীকার্যভাবেই সত্য যে, ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসের এক দিন, আমার মা আমার সম্পর্কে যাবতীয় কিছু জেনে ফেলেছিলো আমি জন্মাবার ছয় মাস আগেই। অন্যদিকে আমার বাবা যখন একটা দানব রাজার বিরুদ্ধে গিয়েছিলো। আমিনা সিনাই একটা মোক্ষম সময়ের অপেক্ষা করছিলো লিফাফা দাসের প্রস্তাব গ্রহণের জন্যে। কিন্তু ইণ্ডিয়াবাইক ফ্যাক্টরি পোড়ানোর পর দুই দিন ধরে আহমেদ সিনাই ঘরেই কাটালো। একবারের জন্যে কন্নট প্লেসে তার অফিসে গেল না। যেন বা সে নিজেকে গোপন করে রাখছে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে। দুই দিন ধরে বিছানার নিচে তার দিকটাতে তার ধূসর-রঙা মানিব্যাগটা পড়ে থাকলো। আমার বাবা কামনা দেখালো না। তাই আমিনা নিজেকে বললো, 'তাকে অমনি হতে দাও; কার কি আসে-যায়?' কেননা তারও তো একান্ত গোপনীয়তা আছে, চাঁদনি চকের ওপরে রেড ফোর্টের তোরণের কাছে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা। আমার মা লিফাফা দাসকে তার নিজের মধ্যে রেখেছিলো। 'যতক্ষণ না সে আমাকে বলছে কি হয়েছে, আমি কেন তাকে বলতে যাবো?' সে তর্ক করে।

আর তারপর ঠাণ্ডা জানুয়ারির এক হিম সন্ধ্যায়, যখন 'আমাকে আজ রাতে বাইরে যেতে হবে' বলে আহমেদ সিনাই; এবং আমার মায়ের 'ঠাণ্ডা—তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে....' আবেদন সত্ত্বেও, সে তার বিজনেস স্যুট ও কোট গায়ে চাপালো যার নিচে রহস্যজনক ধূসর ব্যাগটা খুব হাস্যকরভাবে স্পষ্ট উঁচু হয়ে থাকলো। কাজেই শেষবারের মতো আমার মা বললো, 'গরম জড়িয়ে থাকো', আর তাকে পাঠিয়ে দিলো যেখানেই সে যাক না কেন, জানতে চাইছিলো, 'তোমার ফিরতে কি দেরি হবে?' যার উত্তরে সে বললো, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়।' সে চলে যাবার পাঁচ মিনিট পর, আমিনা সিনাই রেড ফোর্টের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো, তার এ্যাডভেঞ্চারের হৃৎপিণ্ডে।

একটা জানুয়ারি শুরু হয়েছিলো একটা দুর্গে। একটা শেষ হতে পারতো একটা দুর্গে, এবং হয়নি। একজন ভবিষ্যৎ বলে দেয় আগাম। অন্যরা নির্ধারণ করে এর ভৌগোলিক অবস্থান। একটা ভ্রমণে, বাঁদরেরা নাচে মনোরঞ্জনের জন্যে; ইতোমধ্যে, অন্য স্থানে, একটা বাঁদর নাচছিলো, তবে বিপর্যয় কর ফলাফল নিয়ে। উভয় এ্যাডভেঞ্চারেই, একটা ভূমিকায় অংশ নিয়ে থাকে শকুনেরা। এবং অসংখ্য মাথাওয়ালা দানব উভয় সড়কের প্রান্তে প্রতিজ্ঞা করে।

একবারে এক সাথে, তারপর... আর এই যে আমিনা সিনাই রেড ফোর্টের উঁচু দেয়ালের নিচে, যেখানে মুঘলরা শাসন চালিয়েছে, যার উচ্চতা থেকে নতুন জাতি দাবি করবে যে...শাসনকর্ত্রী নয়, ঘোষণা-প্রচারক ও নয়। আমার মা উষ্ণতার সাথে অভ্যর্থনা পেলো (আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও)। দিনের সর্বশেষ আলোয়, লিফাফা দাস বিস্ময়ে চিৎকার করলো, 'বেগম সাহেবা! ওহ, দারুণ ব্যাপার যে আপনি এসেছেন!' শাদা শাড়িতে

AMARBOI.COM

কালো চামড়া, সে তাকে ট্যাক্সির দিকে ইঙ্গিত করলো; লিফাফা পিছনের দরোজা খুলতে গেল। কিন্তু গাড়ির চালক নাক সিটকে বললো, 'কি ভাবো তুমি? নিজেকে কি মনে করো? সামনের সিটে বসো, বেগম সাহেবাকে পিছনের সিটে বসতে দাও!' কাজেই আমিনা তার সিট ভাগভাগি করে নেয় চাকার ওপর বসানো একটা কালো রঙের বায়োস্কপের বাক্সের সাথে। এর মধ্যে লিফাফা দাস ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইছে,: 'দুঃখিত, বেগম সাহেবা। সৎ উদ্দেশ্য দোষের নয়।'

কিন্তু এখানে, এর পালার জন্যে অপেক্ষা প্রত্যাখ্যান করছে, আরেকটি ট্যাক্সি, আরেক দুর্গের বাইরে থেমে আছে বিজনেগ স্যুট পরা তিনজন ভদ্রলোকের একটা কার্গো, সেটা আনলোডিং করা হচ্ছে।, তিনজন ভদ্রলোকের প্রত্যেকে যে যার কোটের নিচে বহন করছেন ধূসর একটা ভারী ব্যাগ... একজন মানুষ জীবনের মতো দীর্ঘ এবং মিথ্যার মতো পাতলা। দ্বিতীয় জনের মেরুদন্ডের অভাব মনে হয়েছে, আর তৃতীয় জনের ঠোঁট অভিক্ষিপ্ত, যার ভুড়ি আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। যার চুল পাতলা হয়ে যাচ্ছে, এবং যার ভ্রূযুগলের মাঝখানে খাঁজ যা গভীর হয়ে গেছে তিক্ত, রাগী লোকের ক্ষতচিহ্নে। ঠাণ্ডা সত্ত্বেও ট্যাক্সি-ড্রাইভার উত্তেজনায় ফুটছে. 'পুরানা কিল্লা!' সে হৈ চৈ করে হাঁক দেয়, 'সবাই বাইরে, প্লিজ! ওল্ড ফোর্ট, এখানে আমরা এসেছি!'... দিল্লির অনেকগুলো নগরী রয়েছে। এবং ওল্ড ফোর্ট দিল্লির প্রাচীন কীর্তি। এক অসম্ভব রকমের এন্টিক সময়ে কামাল, বাট ও আহমেদ সিনাইকে একটা অদ্ভুত ফোন ডেকে নেয় যা নির্দেশ করে, 'আজ রাতে। ওল্ড ফোর্ট। ঠিক সূর্যাস্তের পর। কিন্তু কোনো পুলিশ নয়... নয়তো গুদাম ফানটুশ!' তাদের ধূসর ব্যাগগুলো মুঠিতে ধরে তারা প্রাচীন এক দুনিয়ার দিকে চললো।

... তার হ্যান্ডব্যাগ হাতের মুঠিতে চেপে ধরে আমার মা বসে আছে একটা পিপশোর পাশে, লিফাফা দাস বসে আছে সামনের সিটে, তার পাশে হতচকিত ড্রাইভার। গাড়িটা চলেছে জেনারেল পোস্ট অফিসের ভুল দিক দিয়ে। আর এই এলাকায় মানুষ এক অদৃশ্য জীবন যাপন করে, দারিদ্র্য কুরে কুরে খায় তাদের শুষ্কতার মতো। এখানে কিছু একটা নতুন ব্যাপার আমার মাকে জর্জরিত করে। এইসব রাস্তার চাপে যেগুলো অতিশয় সংকীর্ণ, প্রতি ইঞ্চিতে অসম্ভব ভিড়ের ঠাশাঠাশি, এখানে সে তার 'নগর চোখ' হারিয়ে ফেললো। তোমার যখন 'নগর চোখ' থাকবে তখন তুমি অদৃশ্য মানুষদের দেখতে পাবে না। আমার মা তার নগর চোখ হারিয়ে ফেললো এবং যা সে দেখছিলো তার নতুনত্ব তাকে চমকিত ফেললো, শিলাবৃষ্টির মতো এক নতুনত্ব তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ করলো তার গাল। দেখ, হা খোদা, ওই সুন্দর শিশুদের দাঁত কালো! তুমি কি বিশ্বাস করবে... মেয়ে শিশুদের স্তনের বোঁটা কেমন বড়দের মতো! কী ভয়ানক, বাস্তবিক! আর, আল্লাহ তওবা, বেহেশ্‌ত প্রতিহত, ঝাড়ুদার নারীরা— না! কী ভয়ংকর!— ভেঙে পড়া মেরুদন্ড, আর পল্লবের গুচ্ছ, আর গোত্রের কোনো চিহ্ন নেই; অস্পৃশ্য, মধুর আল্লাহ!... হ্যাঁ, চাকাওয়ালা বাক্সে ভিখারিরা, বয়স্ক মানুষ পা বাচ্চাদের মতো, বাক্সগুলো বাতিল রোলার স্কেট আর আমের

প্যাকিং বাক্স দিয়ে বানানো; আমার মা চেঁচিয়ে ওঠে, 'লিফাফা দাস, ফিরে চলো!'... কিন্তু লিফাফা হাসছে তার সুন্দর হাসি, আর বলে, 'আমাদের অবশ্যই এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে।' ফিরে যাবার কোনো উপায় না দেখে আমার মা ট্যাক্সি অপেক্ষা করতে বলে, আর বদ-মেজাজি ড্রাইভরটা বলে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই, একজন মহিয়সির জন্যে অপেক্ষা ছাড়া আর কি করা, আর আপনি যখন আসবেন তখন আমাকে মেইন-রোড পর্যন্ত পিছন দিক করে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কারণ গাড়ি ঘোরানোর জায়গা এখানে নেই!'... ছেলেমেয়েরা আমার মায়ের শাড়ির পাল্লু টানাটানি করছে, চারপাশে সবগুলো মাথা তাকিয়ে আছে তার দিকে, সে ভাবছে, এটা ভয়ংকর কোনো দানবের দ্বারা পরিবেষ্টিত হবার মতো অবআ, এমন এক দানব যার অসংখ্য মাথা। কিন্তু সে নিজের ভুল সংশোধন করে নেয়, না, দানব নয় অবশ্যই, এইসব গরির গরিব মানুষেরা কি তাহলে? এক রকম ক্ষমতা, এক ধরনের শক্তি যে তার শক্তি সম্পর্কে জানে না... 'আমি শংকিত,' আমার মা নিজেকে চিন্তাযুক্ত দেখতে পেলো। একটা হাত যেমন তার বাহু স্পর্শ করলো। ঘুরে সে দেখতে পেলো– অসম্ভব! একটা শাদা মুখ, যে একটা ছেঁড়াখোঁড়া হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আর বিদেশি গানের মতো কণ্ঠস্বরে বলছে, 'কিছু দেন, বেগম সাহেবা...' আর ভাঙা রেকর্ডের মতো বার বার বলতে লাগলো কথাগুলো যখন আমার মা সবিস্ময়ে চোখের দীর্ঘ পাপড়ি ও বাঁকা প্যাট্রিসিয়ান নাকযুক্ত তার শাদা মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখছিলো– বিস্ময়, কারণ লোকটা শ্বেতাঙ্গ, আর ভিক্ষা তো শ্বেতাঙ্গদের বিষয় নয়, । '... কলকাতা থেকে সারা পথ, পায়ে হেঁটে,' লোকটা বলছিলো, 'আর ছাইয়ে ঢাকা, যেমন আপনি দেখছেন, বেগম সাহেবা, গত আগস্টে আপনি মনে করুন, বেগম সাহেবা, চার দিনে কয়েক হাজার মানুষ ছুরিকাহত হয়...' লিফাফা দাস পাশে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, বুঝতে পারছে না একজন শাদা মানুষের সাথে ঠিক কেমন ভাবে আচরণ করা উচিৎ, এমন কি শেতাঙ্গ ভিখারির সাথে, এবং '... আপনি কি ইউরোপিয়ানদের সম্পর্কে শুনেছেন?' ভিখারিটা জিজ্ঞেস করলো, '... হ্যাঁ, খুনীদের মাঝখানে, বেগম সাহেবা, রক্ত মাখা শার্ট গায়ে রাতের বেলা শহরের মধ্যে হেঁটে চলা, একজন শাদা মানুষ, আপনি শুনেছেন?'... এবং ওই গানের এখন একটু বিরতি, তারপর : ' সে আমার স্বামী।' মাত্র এখনই আমার মা ন্যাকড়ার নিচে স্তন দেখতে পেলো... 'আমাকে কিছু দেন।' তার এক হাত টানতে লাগলো। লিফাফা দাস অন্য হাতটি টানতে লাগলো, ফিসফিসিয়ে বললো, হিজড়া, চলে আসুন, বেগম সাহেবা। দু দিক থেকে টানাটানির মধ্যে আমিনা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো। বলতে চাইলো, দাঁড়াও, শ্বেতকায় নারী, কেবল আমাকে আমার কাজটা শেষ করতে দাও, আমি তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবো, খাওয়াবো পরাবো, তোমার নিজের পৃথিবীতে তোমাকে ফেরত পাঠাবো। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে মহিলাটি কাঁধ ঝাঁকালো আর শূন্য-হাতেই সংকীর্ণ রাস্তা ধরে চলে গেল। আর এখন লিফাফা দাস, তার মুখে অদ্ভুত এক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে, বলে, 'ওরা ফানটুশ! সবাই শেষ! শীগগিরই ওরা সবাই চলে

AMARBOI.COM

যাবে; আর তারপর আমরা একে অপরকে হত্যার জন্যে মুক্ত হবো।' একটা হালকা হাতে নিজের পেট স্পর্শ করে, আমার মা তাকে অনুসরণ করে চললো একটা অন্ধকার দরোজা পথ দিয়ে। তারপর তার মুখ আগুনের শিখায় ঝলকে উঠলো।

... অন্য দিকে ওল্ড ফোর্টে আহমেদ সিনাই অপেক্ষা করছিলো রাবণের জন্যে। সূর্যাস্তে আমার বাবা : একটা অন্ধকার দরোজা পথে দাঁড়িয়ে একদা যেটা ছিলো দুর্গের ধ্বংসপ্রাপ্ত দেয়ালের একটা কক্ষ। নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছিলো, পিছন দিকে হাত মুঠি করছিলো, টাকা বিয়ে মাথায় আশংকা গিজগিজ করছিলো। সে কখনোই সুখী মানুষ ছিলো না। ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার গন্ধ সে কদাচিৎ পেতো। চাকর-বাকরদের সাথে সে দুর্ব্যবহার করতো। হয়তো সে ইচ্ছা করতো যে, তার মরহুম পিতার লেদারক্লোথ ব্যবসা অনুসরণ করার পরিবর্তে তার যদি বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা থাকতো তার আসল উচ্চাকাঙ্খা, সঠিকভাবে অনুক্রমিক নিয়মে কুরআন পুনরায় সাজানো। (সে একদা আমাকে বলেছিলো : 'মুহাম্মদ যখন বাণীপ্রাপ্ত হতেন, লোকজন তখন তালপাতায় লিখে নিতো তার কথাগুলো, যেগুলো বাক্সের ভিতর সংরক্ষণ করা হতো। তার মৃত্যুর পর, আবুবকর ও অন্যরা চেষ্টা করেছিলেন সঠিক অনুবর্তিতা মনে করার; কিন্তু তাদের স্মৃতি শক্তি খুব ভালো ছিলো না।' আরেকটি ভুল আবর্তন : একটা পবিত্র গ্রন্থ পুনর্লেখনের পরিবর্তে, আমার বাবা একটা ধ্বংসাবশেষে গুপ্ত-অবস্থান করছে, অপেক্ষায় আছে দানবের। সে যে সুখী ছিলো না তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই; আর আমার কিছু করার ছিলো না। আমার জন্মের সময়, আমি তার পায়ের বুড়ো আঙুল ভেঙে ফেলি।)... আমার অসুখী পিতা, পুনরুক্তি করি, বদমেজাজের সাথে নগদ অর্থ নিয়ে ভাবেন। তার স্ত্রী সম্পর্কে, যে তার রুপি ফুসলে নেয় এবং রাতের বেলা তার পকেট মারে। আর তার সাবেক-স্ত্রী ঘটনাক্রমে যে নিহত হয়েছে এক দুর্ঘটনায়, যখন, সে ঝগড়া করছিলো উষ্ট্র-শকটের একজন চালকের সাথে আর উটটি কামড় দিয়ে ধরেছিলো তার গলা), তাকে অবিরাম চিঠি লিখতো, তালাক হয়ে যাবার পরেও। আর তার দূর সম্পর্কের চাচাতো বোন জোহরা, তার কাছ থেকে যার প্রয়োজন ছিলো যৌতুকের টাকা। এবং তারপর মেজর জুলফিকারের প্রতিশ্রুত অর্থ (এই স্তরে, মেজর জুলফি ও আমার বাবা বেশ সচ্ছন্দে চলে)। মেজর চিঠি লিখছিলো এই কথা বলে যে, আপনাকে অবশ্যই পাকিস্তানের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আমাদের মতো লোকদের জন্যে এটা হবে নির্ঘাত একটা সোনার খনি। স্বয়ং এম.এ. জে. এর সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতে দিন আমাকে...' কিন্তু আহমেদ সিনাই অবিশ্বাস করতো মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে, এবং কখনো গ্রহণ করেনি জুলফির প্রস্তাব। কাজেই জিন্নাহ যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন ভেবে দেখার জন্যে আরেক ভুল আবর্তন হয়েছিলো। এবং, চূড়ান্তভাবে, আমার বাবার পুরনো বন্ধুর কাছ থেকেও চিঠি এসেছিলো, তিনি বোম্বের গাইনিকোলজিস্ট ডাক্তার নারলিকার। 'বৃটিশরা চলে যাচ্ছে, সিনাই ভাই। সম্পত্তি একেবারে ধুলোর মতো শস্তা! এখানে চলে এসো, জায়গাজমি কেনো। তোমার

বাকি জীবনটা বিলাসের মধ্যে কাটাও!' মাথাভর্তি নগদ টাকার ভাবনার মধ্যে কুরআনের পংক্তির কোনো জায়গা ছিলো না... এবং, ইতোমধ্যে, এখানে সে, এস. পি. বাটের পাশে যে কি না পাকিস্তান অভিমুখি একটা রেলগাড়িতে মারা যাবে, এবং মুস্তাফা কামাল যে গুণ্ডাদের দ্বারা নিহত হবে তার ফ্ল্যাগস্টাফ রোডের বাড়িতে এবং বুকের উপরে তারই রক্তে লেখা থাকবে 'মার্তৃ-ধর্ষক মজুতদার... এই দুজন ধ্বংস হয়ে যাওয়া লোকের পাশে, আমার বাবা অপেক্ষমান একটা ধ্বংসাবশেষের গোপন ছায়ায় একজন ব্ল্যাকমেইলারের ওপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে যে তার টাকার জন্যে আসছে। 'দক্ষিণ-পশ্চিম কোন,' ফোনে বলা হলো, মিনার. ভিতরে পাথরের সিঁড়ি। উঠে যাও। সর্বোচ্চ ল্যাণ্ডিং। সেখানেই টাকা রাখো। চলে যাও। বুঝতে পেরেছো,?' হুকুম অমান্য করে, তারা ধ্বস্ত কক্ষের ভিতর লুকিয়ে আছে। তাদের ওপরে কোথাও, মিনার টাওয়ারের সর্বোচ্চ ল্যাণ্ডিং-এ, তিনটি ধূসর ব্যাগ অপেক্ষা করছে জড়ো হওয়া অন্ধকারে।

... জড়ো হওয়া অন্ধকারের মধ্যে একটা বাতাসহীন সিঁড়িতে আমিনা সিনাই একটা ভবিষ্যৎ বাণীর দিকে চড়ছিলো। লিফাফা দাস তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলো। কারণ সে ট্যাক্সিতে এসে এখন তার দয়ার এক সংকীর্ণ বোতলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো। তার মধ্যে বিকল্পের অনুভূতি সঞ্চার করেছে সে। তারা চড়বার সময় সে তাকে পুনরায় আশ্বস্ত করে। অন্ধকার সিঁড়িতে অসংখ্য চোখ তাকে লক্ষ্য করছিলো। আমার মা অনুভব করে তার ইচ্ছা উবে যাচ্ছে, যা হবে, হবে, তার মানসিক শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে সিঁড়ির অন্ধকারে। তার পদযুগল অনুসরণ করছে লিফাফা দাসকে। একদম উপরে তার চোখে পড়লো লম্বা লাইনে দাঁড়ানো খঞ্জনের মাথার ওপর একটা আলো জ্বলছে। 'আমার দু নম্বর চাচাতো ভাই,' লিফাফা দাস বলে, তারা হাড় জোড়া দেয়ার চিকিৎসক।' ভাঙা হাত-পা, পিছন দিকে অসম্ভব বেঁকে যাওয়া পা-বিশিষ্ট নারী-পুরুষদের অতিক্রম করে গেল আমার মা। একজন ডাক্তারের কন্যা প্রবেশ করছে এমন এক দুনিয়ায় যেটা সিরিঞ্জ ও হাসপাতালের চেয়েও পুরনো। অবশেষে লিফাফা দাস বলে, 'আমরা এসে গেছি, বেগম,' এবং তাকে একটা কামরার মধ্যে নিয়ে যায় যেখানে বোন-সেটার তার রোগীদের চিকিৎসা করছিলো... আমিনা, আলোর উজ্জ্বলতার মধ্যে হটাৎ এসে পড়ায় চোখ পিট পিট করছিলো, এখন ছাদের দিকে বারান্দার মতো একটা জায়গায় তার চোখ পড়লো : বাঁদর নাচছে, বেজি লফালাফি করছে, ঝুড়ির ভিতর সাপ ফুঁসছে; আর নিচু পাঁচীলের ওপর, বিশাল পাখির সিল্যুয়েট, যার দেহ তার চঞ্চুর মতোই নিষ্ঠুর : শকুন। 'আরে বাপ,' আমার মা চেঁচিয়ে ওঠে, 'তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে?'

'ভয় পাবার কিছু নেই, বেগম, প্লিজ,' লিফাফা দাস বলে, 'এরা সব আমার চাচাতো ভাই। আমার তিন ও চার নম্বর চাচাতো ভাই। ওই একটা হলো বাঁদর-নর্তক...'

'কেবল অনুশীলন করছে, 'বেগম!' একটা কণ্ঠস্বর বললো। 'দেখ : বাঁদর যুদ্ধে যায় আর তার দেশের জন্যে মরে!'

AMARBOI.COM

'... আর ওই যে, সাপ আর বেজি মানুষ।'

'দেখ বেজি লাফায়, সাহেবা!দেখ গোখরোর নাচ!'

'... কিন্তু পাখি?...'

'কিছু না, ম্যাডাম : এখান থেকে পার্সিদের টাওয়ার অব সাইলেন্স খুব কাছেই। আর ওখানে যখন কোনো মৃতদেহ থাকে না, তখন শকুনগুলো আসে এখানে। ওরা এখন ঘুমাচ্ছে। দিনের বেলায়, আমার মনে হয়, ওরা আমার চাচাতো ভাইদের অনুশীলন লক্ষ্য করে।'

একটা ক্ষুদ্র কক্ষ, ছাদের একেবারে শেষের দিকে। আমিনা সেখানে ঢুকতেই দরোজা দিয়ে আলোর প্রবাহ বয়ে গেল... কক্ষের ভিতরে তার স্বামীর সমান বয়সী একজন লোক, কয়েকটা থুৎনি বিশিষ্ট প্রকাণ্ড এক লোক, শাদা রঙের ট্রাউজার তার পরণে আর একটা লাল চেক শার্ট, আর কোনো জুতো নেই পায়ে, ভিমটোর বোতল থেকে সে পান করছে, পা আড়াআড়ি করে বসে আছে একটা কক্ষে যেটার দেয়াল বিষ্ণুর ছবি তার প্রত্যেক অবতারের সাথে, আর লেখা আছে : **সাক্ষাতের সময় থুথু ফেলা একটি বদ অভ্যাস। কোনো আসবাবপত্র নেই... এবং শ্রী রামরাম শোধ পা আড়াআড়ি করে বসে আছে, মাটি থেকে ছয় ইঞ্চি শূন্যে...**

আমি এটা অবশ্যই স্বীকার করি : লজ্জার মাথা খেয়ে, আমার মা চিৎকার করে উঠলো...

... **অন্য দিকে, ওল্ড ফোর্টে,** rampart দের মধ্যে বাঁদর চ্যাঁচায়। দীর্ঘ লেজবিশিষ্ট ও কালো-মুখো বাঁদররা উঁচুতে ওঠার অভিযানে লিপ্ত থাকে। ধ্বংসাবশেষের সর্বত্র ও সর্বোচ্চ স্থান পর্যন্ত তারা উঠে থাকে। পদ্ম, এটা সত্যি : তুমি কখনো সেখানে ছিলে না, কখনো গোধুলি আলোয় ওই প্রাণীদের পাথরে কাজ করতে দেখনি... প্রতিদিন বাঁদররা পাথর টেনে বের করে দেয়ালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে দেয়। এক দিন ওখানে কোনো ওল্ড ফোর্ট থাকবে না। এবং এখন এক বাঁদর সমতল টিবি বরাবর দ্রুতবেগে ছুটছে—আমি তাকে হনুমান বলবো, সেই বাঁদর দেবতার নামানুসারে যে রামকে সাহায্য করেছিলো আসল রাবণকে পরাজিত করতে। এখন তার এই নিচু পাঁচীলে আগমন লক্ষ্য করো– তার এলাকা। তার রাজ্যের কোন থেকে কোনে সে দৌড়াদৌড়ি করছে, পেছন দিক ঘষছে পাথরে, তারপর বিরতি দিচ্ছে, কিছু ছুড়ে ফেলছে যা এখানে থাকা উচিৎ নয়... হনুমান দৌড়ে উঠে গেল সর্বোচ্চ ল্যাণ্ডিং-এ যেখানে তিনজন মানুষ তিনটি ধূসর বস্তু রেখে দিয়েছে। এবং, যখন ডাকঘরের পিছন দিকে একটা ছাদের ওপর বাঁদররা নাচছে, হনুমান ক্ষিপ্ত হয়ে নাচ শুরু করে। ধূসর বস্তুগুলোর ওপর থাবা মারে। সেগুলো ঢিলে ছিলো, হনুমানকে এখন লক্ষ্য করো, দূর্গের বাইরের দিকের দেয়ালের ওপরে গভীর গহবরে সে জিনিসগুলো ছুড়ে দেয়। হনুমান তার আগ্রহ হারিয়ে ফ্যালে, আবার পাথরে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে।... অন্যদিকে, নিচে, আমার বাবা অন্ধকার ছায়া থেকে উত্থিত

এক ফিগার হয়েছে। উপরে সংঘটিত বিপর্যয় সম্পর্কে কিছুই জানছে না, সে তার ভগ্ন কক্ষের ছায়া থেকে দানবটাকে লক্ষ্য করে। দানবের মস্তকাবরণে ছেঁড়াখোঁড়া পাজামা পরা একটা প্রাণী। রাবণ গ্যাং-এর নিয়োজিত প্রতিনিধি। সংগ্রাহক। তিনজন ব্যবসায়ী দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে আসা এই অপচ্ছায়াকে সিঁড়ির দিকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে যেটা উঠে গেছে ল্যান্ডিং-এ। এবং এক মুহূর্ত পর, শূন্য রাতের স্থিরতার মধ্যে, শুনতে পায় শয়তানটার নিখুঁত মানব শপথ। 'মাতৃ-ধর্ষক! কোনো খান থেকে খোজা করিস!'... তারা দেখে তাদের অদ্ভূত ঢংয়ের যন্ত্রণার আবির্ভূত, অন্ধকারে দ্রুত ঢুকে পড়ে, অদৃশ্য হয়ে যায়। তার কটুবাক্য `ছাইয়ের সডোমাইজাররা"! বরাহের বাচ্চারা! নিজের বর্জ্যখেকোরা!'... হাওয়ায় ভেসে যায়। এবং এখন চলে যাবার সময় তাদের মনে বিভ্রম দেখা দেয়। আমার বাবা চোখের কোন দিয়ে একটা বাঁদর দেখতে পায়... আর তারা অনুমান করতে পারে কি ঘটেছে।

এখন তাদের মাথায় অঘোষিত এক যুদ্ধ শুরু হয় : টাকা না গুদাম না গুদাম না টাকা? অগ্নিসংযোগকারীদের এখন কিভাবে থামানো যাবে?– অবশেষে, একটা কথাও উচ্চারণ না করে, নগদ অর্থ তাদের ওপর জয়লাভ করলো। তারা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে এলো, ঘাসে ঘেরা লন পেরিয়ে, ভগ্ন ফটক দিয়ে, এসে পৌছালো গভীর গহ্বরে, হনুমানের ছড়ে ফেলা টাকাগুলো কুড়িয়ে পকেটে ভরতে লাগলো, পচা ফল আর মুতের পুকুরকে আমলেই আনলো না। বিশ্বাস করতে লাগলো যে আজ রাতে—মাত্র আজ রাতে আর একবার গ্যাং তাদের প্রতিশ্রুত প্রতিশোধ নিতে পারবে না। কিন্তু, অবশ্যই...

... কিন্তু, অবশ্যই, রামরাম আসলে শূন্যে ভাসছিলো না মাটি থেকে ছয় ইঞ্চি উপরে। আমার মায়ের চিৎকার নিষ্প্রভ হয়ে গেল; সে দেয়াল-সংলগ্ন ছোট তাকটা লক্ষ্য করলো। 'শস্তা কৌশল,' নিজেকে সে বললো, এবং, 'এখানে আমি কি করছি এই ঘুমন্ত শকুন আর বাঁদর নর্তকদের জায়গায়, অপেক্ষা করছি একজন গুরুর কে জানে কোন বোকামি শোনার জন্যে যে একটা তাকের ওপর বসে শূন্য ভ্রমণ করে?'

আমিনা সিনাই যা জানতো না তাহলো, ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো, আমার উপস্থিতি অনুভব করানোর উদ্যোগ নিই আমি। (না : তার পেটের স্ফীতি হয়ে নয় : অর্থাৎ আমি নিজে,আমার ঐতিহাসিক ভূমিকায়, যার জন্যে প্রধানমন্ত্রীরা লেখেন '... এটা, এক অর্থে, আমাদের সকলের দর্পণ।' বড় শক্তিগুলো কাজ করছিলো ওই রাতে; আর সকল বর্তমান তাদের শক্তি অনুভব করছিলো, আর শংকিত হয়েছিলো।)

চাচাতো ভাইয়েরা—এক থেকে চারজন—দরোজা পথে জড়ো হয় যার ভিতর দিয়ে কালো ভদ্রমহিলা গেছে, তার অগ্রসর হওয়া লক্ষ্য করে। উৎসাহের ফিসফিসানি এখন : 'ও কি চমৎকার সুন্দর এক ভাগ্যের কথা এখন সে বলবে, সাহেবা!' এবং, 'এসো, চাচাতো ভাই, ভদ্রমহিলা অপেক্ষমান!'... কিন্তু এই রামরাম কি করতো? একজন ইতর ফেরিওয়ালা, একজন অতিশস্তা হস্তরেখাবিদ, বোকা নারীদের কাছে একজন নিখুঁত ভবিষ্যৎ

AMARBOI.COM

বাণী দাতা— অথবা খাঁটি বস্তু, চাবির ধারক? এবং লিফাফা দাস : সে কি দেখেছিলো, আমার মায়ের মধ্যে, একজন নারীকে যে কি না সন্তুষ্ট হতে পারে দুই টাকার জোচ্চুরির দ্বারা, অথবা সে কি দেখেছিলো গভীরে, তার দুর্বলতার গোপন হৃদয়ে?—এবং যখন ভবিষ্যৎ বাণীএলো, তখন কি চাচাতো ভাইয়েরাও বিস্মিত হয়েছিলো?—এবং মুখের গাঁজলা সেটার কি? এবং এটা কি সত্যি ছিলো যে আমার মা, সেই হিস্টেরিয়ার মতো সন্ধ্যার স্থানবিচ্যুত প্রভাবে, তার অভ্যাসগত ধারণাকে পরিত্যাগ করে—যা সে অনুভব করে তাকে ছেড়ে যাচ্ছে সিঁড়ির আলোহীন অন্ধকারের মধ্যে—এবং মনের এক স্তরে প্রবেশ করে যেখানে যেকোনো ঘটনা ঘটতে পারে আর বিশ্বাস করা হতে পারে? আর আরও একটা, অধিক ভয়ানক সম্ভাবনাও আছে; কিন্তু আমার সন্দেহ আমি উচ্চারণ করার আগে, আমি অবশ্যই বর্ণনা করবো, বাস্তবিক কি ঘটেছিলো : আমি অবশ্যই বর্ণনা করবো আমার মাকে, অগ্রসরমান হস্তরেখাবিদের দিকে তার হাতের তালু প্রসারিত, তার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে—এবং চাচাতো ভাইয়েরা, 'কি রেখার পাঠ তুমি নিতে এসেছো, সাহেবা!' এবং, 'বলো, চাচাতো ভাই, বলো!'—কিন্তু পর্দা আবারও নেমে আসে, তাই আমি নিশ্চিত হতে পারি না—সে জীবন-রেখা হৃদয়-রেখা আর সন্তানদের কথা বলে যারা হবে কোটিপতি, চাচাতো ভাইয়েরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, 'ওয়াহ্ ওয়াহ!' এবং, 'একেবারে ওস্তাদি পাঠ, ইয়ারা!'—এবং তারপর, সে কি পরিবর্তিত হয়?— রামরাম কি শক্ত হয়ে যায়-চোখ ওপর দিকে ঘুরতে থাকে যতক্ষণ না ডিমের মতো শাদা হয়ে ওঠে—সে কি, আয়নার মতো অদ্ভুত এক কণ্ঠস্বরে, জিজ্ঞেস করে, 'তুমি অনুমতি দেবে আমাকে, ম্যাডাম, ওই স্থানে স্পর্শ করার?'—তখন চাচাতো ভাইয়েরা ঘুমন্ত শকুনের মতো নিশ্চুপ হয়ে যায়—এবং আমার মা, অদ্ভুতভাবে, উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, আমি অনুমতি দিলাম।' ফলে দর্শক তৃতীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয় যে তাকে তার জীবনে স্পর্শ করেছে, তার পরিবারের সদস্যদের বাইরে—এবং আমার মায়ের মুখ চেক শার্ট পরা পয়গম্বরকে লক্ষ্য করতে থাকে; তারপর তার অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হয় একটি শব্দ— 'ছেলে হবে তোমার।'নিশ্চুপ চাচাতো ভাইয়েরা তার ঠোঁটে ইতিহাসের কথা খুঁজে পায়। বলতে শুরু করে, 'একটি ছেলে... এমন একটি ছেলে!' এবং তারপর আসে এটা, 'একটি ছেলে, সাহেবা, যে কখনো তার মাতৃভূমির চেয়ে বয়স্ক হবে না—না বয়স্ক না কনিষ্ঠ।' এবং তারপর সবার মাঝে ভীতির সঞ্চার হয়, কারণ রামরামকে এমন কথা আগে আর কখনো তারা বলতে শোনেনি যে, 'মাথা হবে দুটো—তবে তুমি দেখবে মাত্র একটা—হাঁটু আর একটা নাক হবে, একটা নাক আর হাঁটু।' নাক আর হাঁটু এবং নাক আর হাঁটু... সতর্কভাবে শোনো, পদ্ম; লোকটা কিছুই ভুল পায়নি! 'সংবাদপত্র তার প্রশংসা করে, দু'জন মা তাকে বড় করে! বাইসাইকেল চালকরা তাকে ভালোবাসে—কিন্তু, মানুষের ভিড় তাকে ধাক্কা দেবে! বোনেরা কাঁদবে; গোখরো চুপিসারে চলবে...' রামরাম, ঘূর্ণায়মান দ্রুততর, অন্যদিকে চারজন চাচাতো ভাই বিড় বিড় করে, 'এটা কি, বাবা?' এবং, 'দেও, শিব, রক্ষে

করো আমাদের!' তখন রানরাম, 'মান তাকে লুকাবে—কণ্ঠস্বর তাকে পরিচালনা করবে! বন্ধুরা তার অঙ্গহানি ঘটাবে— রক্ত তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবে!' এবং আমিনা সিনাই, 'সে কি বলছে? আমি বুঝতে পারছি না—লিফাফা দাস—তার মধ্যে কি ঢুকেছে?' কিন্তু রামরাম বলে গেল : 'পিকদানি তাকে বুদ্ধি দেবে— ডাক্তাররা তাকে ফেলে দেবে— জঙ্গল তাকে দাবি করবে—জাদুকর তাকে পুনরুদ্ধার করবে! সৈন্যরা তাকে ধাওয়া করবে—প্রজাপীড়ক শাসক তাকে ভেজে ফেলবে...' ব্যাখ্যার জন্যে আমিনা যখন আবেদন করছে তখন চাচাতো ভাইয়েরা একটা অসহায় বোধের মধ্যে পড়ে গেছে কারণ কিছু একটা ঘটে গেছে আর রামরাম শেঠকে স্পর্শ করার সাহস কারো হচ্ছে না যে তার ঘূর্ণনের চরমসীমায় পৌঁছে গেছে : 'পুত্র না নিয়েই সে পুত্র পাবে! বৃদ্ধ হবার আগেই সে বৃদ্ধ হবে! *এবং সে মারা যাবে... মরার আগেই।*'

এই কি যা ঘটেছিলো? তার চেয়েও অধিক ক্ষমতার দ্বারা বিলয়প্রাপ্ত, রামরাম শেঠ মেঝের ওপর আচমকা পড়ে গেল? তার দাঁত লেগে গেলে তা ছাড়ানোর জন্যে দুই পার্টি দাঁতের মধ্যে লাঠি ঢোকানো হয়েছিলো? লিফাফা দাস কি বলেছিলো, 'বেগম সাহেবা, আপনাকে অবশ্যই চলে যেতে হবে, দয়া করে : আমাদের চাচাতো ভাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে'?

অনেক বছর পর, তার অপরিণত বার্ধক্যে শিশুসুলভ ভাবের সময়, যখন সবধরনের ভূত তার অতীত থেকে বেরিয়ে গেছে তার চোখের সামনে নাচার জন্যে, আমার মা আবারও বায়স্কোপওয়ালার দেখা পায় যাকে সে রক্ষা করেছিলো আমার আগমনের ঘোষণা দিয়ে, এবং সাধারণভাবে তার সাথে কথা বলেছিলো, অন্তরে সঞ্চিত বিদ্বেষ ছাড়াই। 'তাহলে তুমি ফিরে এসেছো,' আমার মা বললো, 'বেশ, আমাকে বলতে দাও : তোমার চাচাতো ভাই কি বলতে চেয়েছে তা যদি বুঝতে পরতাম—রক্ত সম্পর্কে, হাঁটু আর নাক সম্পর্কে। কারণ কে জানে? আমি অন্য ধরনের একটা পুত্র পেতে পারতাম।'

শুরুতে আমার নানার মতো, একজন অন্ধ মানুষের বাড়িতে একটা মাকড়শার জালে ভরা করিডোরে, এবং আবারও শেষে; যেসেফকে হারিয়ে ফেলার পরের মেরি পেরেইরার মতো, এবং আমার মতো, আমার মা ভূত দেখায় ছিলো ভালো।... কিন্তু এখন, যেহেতু আরো অনেক প্রশ্ন ও অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে, নিশ্চিত সন্দেহগুলো উচ্চারণ করতে আমি বাধ্য। সন্দেহও অনেক মাথাবিশিষ্ট দানব; কেন, তাহলে, আমি এটা আমার মায়ের প্রতি ছেড়ে দিতে করতে নিজেকে থামাতে পারি না?... কি হবে একটা, আমি প্রশ্ন করি, সুন্দর বর্ণনা দর্শকের পেটের? এবং স্মৃতি আমার নতুন, সব-জান্তা স্মৃতি, যা দিকনির্দেশনা করে মা বাবা নানা নানীর জীবনের বেশিটুকু আর পত্যেকের—উত্তর দেয় : কোমল; ভুট্টার আটার পুডিং-এর মতো। আবার, অনিচ্ছার সাথে, আমি প্রশ্ন করি : তার ঠোঁটের অবস্থা কেমন ছিলো? এবং অবশ্যাম্ভাবি উত্তর : পরিপূর্ণ; মাংসল; কাব্যিক। তৃতীয় বারের মতো আমি জিজ্ঞাসাবাদ করি আমার এই স্মৃতিকে : তার চুল ছিলো কি রকম? উত্তর : পাতলা;

AMARBOI.COM

কালো; রোগা ও লম্বা তার কানের ওপর বেয়ে পড়ছিলো। এবং এখন আমার অগ্রহণযোগ্য সন্দেহ জিজ্ঞেস করে চূড়ান্ত প্রশ্নটি... আমিনা কি, বিশুদ্ধের বিশুদ্ধ, বাস্তবিকই... নাদির খান সদৃশ লোকদের প্রতি তার দুর্বলতার কারণে, সে করতে পেরেছিলো... তার মনের বিদঘুটে কাঠামোয়, আর দর্শকের অসুস্থতায় আলোড়িত হয়ে, সে হয়তো না... 'না!' পদ্ম চিৎকার করে ওঠে, ভয়ানকভাবে. 'কেমন স্পর্ধা তুমি এমন কথা বলো? ওই সুন্দর নারী সম্পর্কে—তোমার নিজের মা যে? সে ওটা করেছিলো? তুমি একটা ব্যাপারও জানো না আর এখনো বলো এটা?' এবং, অবশ্যই, সে ঠিক কথাই বলেছে, সব সময়ের মতো। যদি সে জানতো, সে বলতো আমি কেবল আমার প্রতিশোধ নিচ্ছি, যা আমি নিশ্চিতভাবেই দেখেছি আমিনা করছে, অনেক বছর পর, পায়োনিয়ার কাফে-এর ধোঁয়াচ্ছন্ন জানলার ভিতর দিয়ে; এবং হতে পারে ওই হলো সেই জায়গা যেখানে আমার বিচার শকিহীন ধারণা জন্ম নিয়েছিলো, যুক্তিহীনভাবে সময়ের পেছন দিকে বেড়ে ওঠা, আর এই তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ পরিপক্কতায় পৌছানো—আর হ্যাঁ, প্রায় নিশ্চিতভাবেই নির্দোষ—এ্যাডভেঞ্চার। হ্যাঁ, সেটাই হবে অবশ্যই। কিন্তু দানবটা শুয়েপড়বে না... 'আহ,' সেটা বলে, 'কিন্তু তার খেয়ালি বদমেজাজের ব্যাপারে কি—সেটা সে নিক্ষেপ করেছিলো আহমেদ যেদিন তাদের বোম্বে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলো?' এখন এটা তাকে প্রহসনের অভিনেতা করে : 'তুমি—সব সময় তুমি সিদ্ধান্ত নাও। আমার ব্যাপারে কি? ধরা যাক আমি চাই না... আমি কেবল এখন এই বাড়ি পেয়েছি সোজাসুজি এবং ইতোমধ্যে...!' ওই রকম পদ্ম : ওটা কি গৃহবধূসুলভ গভীর অনুভূতি ছিলো—না কি একটা ছদ্মবেশ হ্যাঁ, একটা সন্দেহ গড়িমসি করে। দানব প্রশ্ন করে, 'কেন সে ব্যর্থ হয়েছিলো তার সফর সম্পর্কে স্বামীকে বলতে?' অভিযুক্তের জবাব (আমার মায়ের অনুপস্থিতিতে পদ্মর কণ্ঠস্বরে) : 'কিন্তু ভেবে দেখ সে কি রকম রেগে উঠতো, হা খোদা! অদ্ভুত মানুষেরা, একজন নারী তার নিজের ওপর ; সে বন্য হয়ে যেতো! বন্য, সম্পূর্ণরূপে!'

অনর্থক সন্দেহ... আমি অবশ্যই সেগুলো বাতিল করি; অবশ্যই রক্ষাকরি আমার কাঠামো পরবর্তীর জন্যে, যখন, অনিশ্চয়তার অনুপস্থিতিতে, মেঘাচ্ছন্ন পর্দা ছড়াই, সে আমাকে দিয়েছিলো কঠিন, পরিষ্কার, অকাট্য প্রমাণ।

... কিন্তু, অবশ্যই, সেই রাতে দেরিতে যখন আমার বাবা বাড়ি ফিরলো, গভীর গহবরের অপ্রীতিকর গন্ধ নিয়ে, তার নাসারন্ধ্রে গন্ধক ঢুকেছিলো আর তার মাথার ওপর স্মোকড লেদারক্লোথের ধূসর গুঁড়ো... কেননা অবশ্যই তারা গুদাম পুড়িয়ে ফেলেছিলো।

'কিন্তু রাতের প্রহরিরা?'—ঘুমন্ত, পদ্ম, ঘুমন্ত।... ওই সব সাহসি লালা, যোদ্ধা পাঠান যারা, নগরে জন্ম, কখনো খাইবার দেখেনি, তারা তাদের চারপায়া গুটিয়ে দূরে গিয়ে ভেঙে পড়া থাম থেকে নিজেদের নিরাপদ রেখেছিলো: এবং দড়ির বিছানায় শুয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে ঘুমের অতলে তলিয়ে গিয়েছিলো। প্রথমে তারা কর্কশ-শব্দ করে পরিণত হয়; পশুতু ভাষায় চিৎকার করে তাদের প্রিয় বেশ্যাদের প্রশংসা করতে থাকে; তারপর তারা

চেতনা হারিয়ে ঢলে পড়ে নিদ্রার গভীর প্রদেশে... আহমেদ, বাট ও কামাল ট্যাক্সি যোগে এসে পৌছায়—ট্যাক্সি চালকের স্নায়ু প্রায় বিগড়ে যাবার দশা হয় লোক তিনজনের হাতের মুঠিতে ধরা টাকাগুলোর গা থেকে গভীর গহবরের বিশ্রী গন্ধ আসায়, সে অপেক্ষা করতে চায়নি, তখন তারা তার ভাড়া দিতে অস্বীকার করে। 'আমাকে যেতে দিন, স্যার,' সে আবেদন জানায়, 'আমি একটা ছোট মানুষ; আমাকে এখানে রাখবেন না...' কিন্তু ততক্ষণে তারা পিছন ফিরে তার থেকে চলে যেতে লেগেছে দূরে আগুনের দিকে। তাদের দৌড়ানোর সময় সে তাদের লক্ষ্য করে, তাদের টাকাগুলো মুঠোর মধ্যে ধরা যা টমেটো আর কুকুরের বিষ্ঠার গন্ধে মাখামাখি হয়ে গেছে; হা-করা মুখে সে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে জ্বলন্ত গুদামের দিকে, রাতের আকাশের মেঘের দিকে, এবং দৃশ্যেরপ্রত্যেকের মতো সেও বাধ্য হয় লেদারক্লোথ ও দেশলাইকাঠি ও জ্বলন্ত চালের গন্ধপূর্ণ বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করতে। চোখের ওপর তার হাত রেখে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করে, ছোট ট্যাক্সি-ড্রাইভার তার অপ্রতিদ্বন্দ্বি গুম্ফ নিয়ে দেখতে পায় মি. কামাল, একটা demented পেন্সিলের মতো পাতলা, বেত্রাঘাত করছে ও লাথি মারছে নৈশ প্রহরিদের ঘুমন্ত শরীরে; এবং সে সন্ত্রাসে প্রায় কেঁপে উঠলো যখন আমার বাবা চিৎকার করে বললো, 'দেখ!'... আগুনের লাল শিখায় গুদাম বিস্ফোরিত হলো, আগুনের উত্তপ্ত লাল ফুল আকাশ মুখো ফুটে উঠলো, তারপর গুদামের সব জিনিসপত্র এসে পড়লো তখনো ঘুমন্ত নৈশ-প্রহরিদের খোলা মুখের ওপর। 'খোদা আমাদের বাঁচিয়েছেন,' মি. বাট বললো, কিন্তু মুস্তাফা কামাল, আরো বাস্তবধর্মী ভাবে উত্তর দিলো : 'খোদাকে ধন্যবাদ আমরা ভালোভাবেই বীমাকৃত।'

'তখন এটা ঠিক ছিলো,' আহমেদ সিনাই পরে তার স্ত্রীকে বলে, 'সেই মুহূর্তে ঠিক যে আমি লেদারক্লোথের ব্যবসা থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। অফিস বিক্রি, গুডউইল, আর রেকসিন ব্যবসা সম্পর্কে আমি যা জানি তার সব কিছু ভুলে যাওয়া। তারপর—আগেও নয়, পরেও নয়—আমি মনস্থির করলাম, এও যে, তোমার এমারেল্ডের জুলফির এই পাকিস্তান সহজে প্রশংসা কেনার কৌশল সম্পর্কেও আর কোনো ভাবনা নয়। ওই অগ্নির উত্তাপে,' আমার বাবা ফাঁস করে—একটা স্ত্রী সুলভ খেয়ালি বদমেজাজের ঘোরে উন্মোচন করে—'আমি বোম্বে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, আর সম্পত্তি ব্যবসায় প্রবেশ করি। সম্পত্তি একেবারেই শস্তা এখন সেখানে,' তার প্রতিবাদ শুরু হবার আগেই তাকে সে বলে, 'নারলিকার জানে।'

(কিন্তু সময়ে নারলিকারকে সে বিশ্বাসঘাতক বলবে।)

আমার পরিবারে, আমরা কেবল ঠেলা দিলেই চলি—৪৮-এর বরফ স্থবিরতা কেবল এই নিয়মের ব্যথতায় ঘটিয়েছিলো। নৌকার মাঝি তাই আমার নানাকে কাশ্মির থেকে ঠেলে দিয়েছিলো; Mercurochrome তাকে অমৃতসর থেকে বিতাড়িত করে; গালিচার নিচে জীবন ভেঙে পড়লে আমার মাকে সেই কারণে আগ্রা ত্যাগ করতে

AMARBOI.COM

হয়োছলো সরাসরি; আর অনেক মাথাওয়ালা দানব আমার বাবাকে পাঠিয়েছিলো বোম্বেতে, যাতে সেখানে আমি জন্মগ্রহণ করতে পারি। সেই জানুয়ারির শেষে, ইতিহাস শেষপর্যন্ত নিজেকে সেই স্থানে নিয়ে এলো যা আমার প্রবেশকে প্রায় প্রস্তুত করে ফেলে। কিছু রহস্য ছিলো যা ভেদ করা যায়নি যতক্ষণ না আমি দৃশ্যের ভিতর পা ফেলি... রহস্য, উদাহরণ স্বরূপ, শ্রী রামরামের সবচেয়ে জটিল মন্তব্য : 'হাঁটু আর একটা নাক হবে : হাঁটু, আর একটা নাক।'

বীমার টাকা এলো; জানুয়ারি শেষ হলো; আর দিল্লিতে তাদের জীবননাট্য বন্ধ হলো, তারা চললো সেই নগরীর দিকে যেখানে—যেমনটা জানে গাইনিকোলজিস্ট নারলিকার—সম্পত্তি সাময়িকভাবে ধুলোর মতো শস্তা। আমার মা গভীরভাবে বাবাকে ভালোবাসার জন্যে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলো। তার একটা বিষয় কেবল সে কখনো ভালোবাসতে পারেনি; ওইসব রাতে যখন সে তার শরীরের ওপর উঠে আসতো—যখন তার গর্ভস্থ শিশু একটা ব্যাঙের চেয়ে বড় নয়—এটা একেবারে ভালো ছিলো না।... 'না, অতো তাড়াতাড়ি নয়, জানুম, আমার জীবন, একটু দীর্ঘ প্লিজ,' আমার মা বলছে; এবং আহমেদ, চেষ্টা করছে আগুনের কথা ভাবতে, সেই রাতের সর্বশেষ ঘটনাটি, যাবার জন্যে ঘোরামাত্রই আকাশে নোংরা আওয়াজ শুনতে পায় সে, এবং, উপরের দিকে তাকিয়ে, দেখতে পায় একটা শকুনরাতের বেলা!—টাওয়ার অব সাইলেন্স থেকে একটা শকুন এসে উড়ছে মাথার ওপর, এবং সেটা একটা পার্সির হাত ফেললো, ডান হাত, যে হাতটা এসে পড়লো—এখন!—তার মুখের ওপর; আমিনা, বিছানায় আমার বাবার দেহের নিচে, হাসফাস করে : তুমি উপভোগ করতে পারো না কেন, বোকা নারী, এখন থেকে তুমি অবশ্যই *চেষ্টা* করবে।

৪ জানুয়রি, ফ্রন্টিয়ার মেইলে আমার বাবা-মা বোম্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। ওই দিনেই, বার্মার আর্ল মাউন্টব্যাটের একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে ভারত বিভক্তির ঘোষণা দেয়, এবং তার কাউন্টডাউন ক্যালেণ্ডার ঝুলিয়ে দেয় দেয়ালে : ক্ষমতা হস্তান্তরের বাকি আর সত্তুর দিন... উনসত্তুর... আটষট্টি... টিক, টক।

৭ Methwold
মেথওয়াল্ড

এখানে প্রথমে ছিলো জেলেরা। মাউন্টব্যাটেনের টিকটকের আগে, দানব আর প্রকাশ্য ঘোষণার আগে; যখন গোপন বিয়ের কথা এমন কি অকল্পনীয়, আর পিকদানি অপরিচিত; Mercurochrome-এর আগে; মহিলা কুস্তিগীরদের চেয়েও আগে যারা ছিদ্রযুক্ত চাদর ধরে থাকতো; এবং অতীতে ও অতীতে, ডালহৌসি ও এলফিনস্টোন-এর পিছনে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তার দুর্গ নির্মাণের অনেক আগে, প্রথম উইলিয়াম মেথওয়াল্ড-এর আগে; সময়ের প্রত্যূষে, বোম্বে যখন ছিলো ডাম্বেল-আকৃতির একটা দ্বীপ, কেন্দ্রে, একটা সংকীর্ণ উজ্জ্বল তীরভূমি যার পিছনে দেখা যাবে এশিয়ার সবচেয়ে বড় ও সুন্দর প্রাকৃতিক বন্দর, যখন মাজাগাঁও ও ওয়ার্লি, মাতুঙ্গা ও মহিম, স্যালসেট ও কোলাবা ছিলো দ্বীপ। সংক্ষেপে, পুনরুদ্ধারের আগে; জেলেরা সেই আদিমতার যুগে আরব সাগরে অস্তগামী সূর্যের বিপরীতে নৌকায় লাল পাল উড়িয়ে দিতো। তারা সামুদ্রিক মাছ আর কাঁকড়া ধরতো, আর আমাদের মৎস্য প্রেমিক করে তুলতো সবাইকে। সেখানে আরো ছিলো নারকেল ও চাল। এবং এ সমস্ত কিছুর ওপর, সদাশয় দেবী মুম্বাদেবীর প্রভাবে কৃতজ্ঞ করতো, যার নাম—মুম্বাদেবী, মুম্বাবাই, মুম্বাই–নগরীতে পরিণত হবে। কিন্তু সেই সময়, পর্তুগীজরা বন্দরের জন্যে জায়গাটির নামকরণ করে বোম বাহিয়া, এবং সেটা সমুদ্র মৎস্যের দেবীর জন্যে নয়... পর্তুগীজরা ছিলো প্রথম আক্রমণকারি, বন্দরটি ব্যবহার করছিলো তাদের বাণিজ্য তরী ও যোদ্ধাদের আশ্রয় দেবার জন্যে; কিন্তু তারপর, ১৬৩৩ সালের একদিন, মেথওয়াল্ড নামে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন অফিসার একটা দৃশ্য দেখলো। এই দৃশ্য— একটি বৃটিশ বোম্বাইয়ের স্বপ্ন, ফর্দাফাই হয়ে গেল, ভারতের পশ্চিমকে সকল আগুন্তকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে দাঁড় করানো ছিলো সেই ধরনের শক্তির ধারণা যা গতিতে সময় স্থাপন করতো। ইতিহাস সামনের দিকে মন্থিত করে; মেথওয়াল্ড মারা যায়; এবং ১৬৬০ সালে, ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগীজ হাউজ অব ব্রাগাঞ্জার ক্যাথারিকে বাগদান করেন— সেই ক্যাথারিন যে কি না, তার সমস্ত জীবনে, কমলা-বিক্রয় নেলের দ্বিতীয় অপ্রধান অংশের ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু তার এই সান্ত্বনা রয়েছে

AMARBOI.COM

যে— যে এটা তার বিয়ের যৌতুক যা বোম্বাইকে বৃটিশের হাতের মধ্যে নিয়ে আসে, হয়তো বা একটা সবুজ রঙা টিনের বাক্সে, এবং মেথওয়াল্ডের স্বপ্নকে বাস্তবের দিকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে আসে। তার পর, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৬৮৮ সালে, যখন কোম্পানি দ্বীপটি হাতের মধ্যে পেয়েছে... এবং তারপর তারা গিয়েছে, তাদের দুর্গ আর জমি পুনরুদ্ধার সহ, আর তুমি চোখ পিটপিট করে তাকানোর আগেই এখানে একটা নগরী, বোম্বাই, যার পুরনো গীত হলো ঃ

Prima in indis,
ভারতের প্রবেশ তোরণ,
পুবের নক্ষত্র
পশ্চিমে মুখ করে।

আমাদের বোম্বে, পদ্ম! তখন এটা ছিলো খুবই অন্যরকম, তখন কোনো নাইট-ক্লাব ছিলো না অথবা আচার কারখানা অথবা ওবেরয়-শেরাটন হোটেল কিংবা চলচ্চিত্র স্টুডিও। কিন্তু নগর বেড়ে যাচ্ছিলো গলাভাঙা গতিতে, একটা ক্যাথিড্রাল তৈরি হয়েছিলো আর মারাঠি যুদ্ধবাজ রাজা শিবাজীর একটা অশ্বারোহিত মূর্তি যা (আমরা ভাবতে অভ্যস্থ ছিলাম) রাতের বেলা জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং নগরীর রাস্তাগুলোয় টহল দেয়—ঠিক মেরিন ড্রাইভ বরাবর! চৌপট্টির বালুর ওপর! মালাবার হিলের বিশাল বাড়িগুলো ছাড়িয়ে, কেম্প'স্ কর্ণারের চারপাশে সমুদ্র বরাবর স্ক্যাডণ্ডাল পয়েন্টে! এবং হ্যাঁ, কেন নয়, আমার এই ওয়ার্ডের রোডে, ঠিক ব্রিচ ক্যাণ্ডির সুইমিং পুলের পাশাপাশি, বিপুল মহালক্ষ্মী মন্দিরের ওপর এবং পুরনো উইলিংডন ক্লাবে... আমার শৈশবের ভিতরে যখনই বোম্বাইতে খারাপ সময় এসেছে, কোনো বিনিদ্রার রোগী নৈশচারী রিপোর্ট করতো যে সে মূর্তিটাকে নড়তে দেখেছে; বিপর্যয়, আমার যৌবনের, নগরীতে, নাচতো একটা অশ্বের ধূসর, পাথুরে ক্ষুরে।

আর এখন তারা কোথায়, প্রথম বাসিন্দারা? নারকেল সব কিছুর চেয়ে ভালো করেছে। নারকেল এখনো পাড়া হয় প্রতিদিন চৌপট্টি সৈকতে; অন্যদিকে জুহু সৈকতে, সান'এন'স্যাণ্ড হোটেলে চলচ্চিত্র তারকাদের মদালস দৃষ্টির মধ্যে, ছোট ছোট বালকেরা নারকেল তাল এখনো কুড়িয়ে আনে আর দাড়িওয়ালা ফল নামিয়ে নিয়ে আসে। নারকেলের এমন কি নিজস্ব উৎসবও রয়েছে, নারিকেল দিবস, যা আমার জন্মের মাত্র কয়েকদিন আগেই অনুষ্ঠিত হয়। তুমি নারকেল সম্পর্কে পুনরায় নিশ্চিত হতে পারো। চাল অতোটা সৌভাগ্য পায়নি; ধানক্ষেত এখন শুয়ে আছে কংক্রিটের নিচে; কিন্তু এখনো, নগরীতে, আমরা বিশাল চাল-খেকো। পাটনা চাল, বাসমতি, কাশ্মিরি চাল মহানগরীতে যায় প্রতিদিন; তাই আসল, উর-চাল আমাদের সবার ওপর তার দাগ রেখে গেছে, তার বলা যাবে না যে শিরায় গিয়ে মারা গেছে। যেমন মুম্বাদেবী– সে এখনকার দিনে তেমন একটা জনপ্রিয় নয়, তার স্থানে লোকের ভালোবাসায় জায়গা পেয়েছে হস্তিমস্তক গণেশ। উৎসবের ক্যালেণ্ডার তার শব্দরূপ উন্মোচন করে : গণেশ— 'গণপতি বাবা'— তার

রয়েছে গনেশ চতুর্থীর দিন; যখন বিশাল শোভাযাত্রা বের হয় আর চৌপট্টির দিকে যায় দেবতার মূর্তি বহন করে, যেটা তারা বিসর্জন দেয় সমুদ্রে। গণেশের দিন হচ্ছে বৃষ্টি-কামনার উৎসব, এটা বৃষ্টিপাত সম্ভব করে, এটা আমার আগমনের আগে অনুষ্ঠিত হয় টিকটক ক্ষণগণনার শেষে—কিন্তু মুম্বাদেবীর দিবস কোথায়? এটা ক্যালেণ্ডারে নেই। সমুদ্র মৎস্য জনতার প্রার্থনা কোথায়, কাঁকড়া-শিকারিদের আত্মত্যাগ?... প্রথম বাসিন্দাদের সবার, ক্যোলি জেলেরা সব চেয়ে বেশি বাজে অবস্থার ভিতর দিয়ে এসেছে। হাতের আকৃতির মতো উপদ্বীপের বুড়ো আঙুলের ভিতর ছোট্ট একটা গ্রামে তারা মিশে আছে, অনুমতিক্রমে তাদের নাম দেয়া হয়েছে একটা অঞ্চলে- কোলাবা। কিন্তু কোলাবা কজওয়ে ধরে এগোলে— শস্তা কাপড়ের দোকান, ইরানি রেস্তোরাঁ, শিক্ষক সাংবাদিক কেরানিদের জন্যে দ্বিতীয় মানের ফ্ল্যাট— এবং তুমি সেগুলো খুঁজে পাবে নৌঘাঁটিও সমুদ্রের মধ্যে ফাঁদে আটকা পড়া। এবং কখনো কখনো কোলি নারীরা চমৎকারভাবে কনুই দিয়ে গুঁতো মারে করে কোলা বাস-কিউয়ের মাথার দিকে, তাদের গায় লাল শাড়ি তাদের দু পায়ের মধ্যে কুঁচকে তোলা। একটা দুর্গ, এবং পরে একটা নগর, তাদের জমি কেড়ে নিয়েছে; ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে বৃটিশরা তাদের সরিয়ে নিয়ে যায়; কোনো রাজত্ব চিরকাল টেকে না।

এবং ১৯শে জুন, ফ্রন্টিয়ার মেইলে তাদের আগমনের দুই সপ্তাহ পর। আমার মা-বাবা তেমনি এক ইংরেজের সাথে অদ্ভুত দর কষাকষিতে লিপ্ত হয়। তার নাম ছিলো উইলিয়াম মেথওয়াল্ড।

মেথওয়াল্ডের এস্টেটের পথ (এখন আমরা প্রবেশ করছি আমার রাজ্যে, আমার শৈশবের হৃৎপিণ্ডে আসছি; একটা ছোট পিন্ড আবির্ভূত হয়েছে আমার গলায়) ওয়ার্ডেন রোডে মোড় নিয়েছে একটা বাস-স্টপ ও ছোট একসারি দোকানের মাঝখানে। চিমালকারের খেলনার দোকান; রিডার'স প্যারাডাইস; চিমান-ভয় ফাৎভয় জুয়েলারি স্টোর; এবং, সব কিছুর ওপরে, কনফেকশনারি বোম্বেলি'স, তাদের মার্কিস কেক, তাদের এক আঙিনা চকলেট! আরো কতো নাম; কিন্তু এখন সময় নেই। ব্যাণ্ডবক্স লন্ড্রিতে কার্ডবোর্ডের বেলবয় হাত তুলে অভিবাদন জানাচ্ছে, সেটা অতিক্রম করে গেলে সড়ক আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে। ওইসমস্ত দিনে নারলিকার নারীদের গোলাপি স্কাইস্ক্রাপারের কথা কল্পনাও করা যায়নি; রাস্তাটি চলে গেছে একটা নিচু পাহাড়িকার ওপরে, যেটা একটা দোতলা ভবনের চেয়ে বেশি উঁচু হবে না; সেটা উঁচু নিচু হয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, তাকিয়ে আছে নিচে ব্রিচ ক্যাণ্ডি সুইমিং ক্লাবের দিকে, যেখানে গোলাপি মানুষেরা বৃটিশ ইণ্ডিয়া আকারের একটা পুকুরে সাঁতার কাটতে পারে কোনো কালো চামড়ার ঘষা লাগার ভয় ব্যতিরেকেই; তারপর একটু ঘুরলেই উইলিয়াম মেথওয়াল্ডের প্রাসাদ, যার ওপর ঝোলানো আছে একটা সাইনবোর্ড যেটা—আমার নিজেকে ধন্যবাদ—বহু বছর পর আবারও টাঙানো হবে, দুটি শব্দ বহন করছে সেটা; মাত্র দুটি শব্দ, কিন্তু সে দুটিই প্রলুব্ধ করে আমার অসতর্ক মা-বাবাকে মেথওয়াল্ডের অদ্ভুত খেলার ভিতর : বিক্রয় হইবে।

AMARBOI.COM

মেথওয়াল্ডের এস্টেট : চারটি বিশাল দালান-বারান্দাযুক্ত ঘর, চাকরদের কোয়াটার, লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি, বাড়ির পিছনে লুকানো। উইলিয়াম মেথওয়াল্ড প্রতিটা ভবনকে ইউরোপের প্রাসাদগুলোর নামানুসারে রাজকীয়ভাবে নামকরণ করেছে : ভার্সাই ভিলা, বাকিংহাম ভিলা, এস্কোরিয়াল ভিলা এবং সান্স সুকি। সেগুলো বেয়ে উঠেছে বুগেনভিলিয়া। নীল জলাকায়ে সাঁতার কাটছে গোল্ডাফিশ। পাথুরে বাগানে জন্মেছে ক্যাকটাস। ছোট ছোট আমাকে-ছুঁয়ো-না গুল্ম জন্মেছে তেঁতুল গাছের নিচে। লনে প্রজাপতি, গোলাপ, বেতের চেয়ার। এবং মধ্য জুনের সেই দিনে, মি. মেথওয়াল্ড তার শূন্য প্রাসাদ বিক্রি করে দেন খুব হাস্যকর কম মূল্যে– কিন্তু শর্ত ছিলো তার। তাই এখন, আরো অকারণ হৈ চৈ ছাড়াই, আমি তাকে তোমার কাছে উপস্থাপন করবো, তার চুলোর মাঝখানে সিঁথিসহ পুরোপুরি... ছয়-ফুট লম্বা টাইটান, এই মেথওয়াল্ড, গোলাপের মতো তার মুখ গোলাপি আর চিরন্তন যুবা। ঘন কালো চুল সমৃদ্ধ তার মাথা, মাঝখান থেকে সিঁথি করা। এই মাঝখানে ভাগ করে সিঁথি নিয়ে আমরা আবার কথা বলবো, যার প্রভাব মেথওয়াল্ডকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে নারীদের কাছে, যারা নিজেদের রোধ করতে অসমর্থ অনুভব করে তা ভাঁজ করতে... মেথওয়াল্ডের চুল, মাঝখানে বিভক্ত, আমার শুরুকে প্রচুর প্রভাবিত করেছে। এটা ছিলো ওইসব কেশরেখার একটি যার সাথে ইতিহাস এবং যৌনতা আন্দোলিত হয়।

মেথওয়াল্ডের এস্টেট বিক্রি করা হলো দুটি শর্তে : একেবারে শেষ জিনিসটা পর্যন্ত পুরোপুরি কিনতে হবে বাড়িগুলো, সমস্ত কিছু নতুন মালিকের দ্বারা ধরে রাখতে হবে; এবং প্রকৃত হস্তান্তর ১৫ই আগস্টের মধ্যরাতের আগে করা হবে না।

'সমস্ত কিছু?' আমিনা সিনাই জিজ্ঞেস করলো। 'এমন কি একটা চামচও আমি ছুড়ে ফেলতে পারবো না? আল্লাহ, ওই বাতির ঢাকনা আমি একটা চিরুনির যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে পারি না?'

'Lock, stock and barrel,' মেথওয়াল্ড বললো, 'ওগুলোই আমার শর্ত। একটা খেয়াল, মি. সিনাই... তুমি কি অনুমতি দেবে একজন বিদায়ী উপনিবেশিককে তার ছোট্ট খেলায়? আমাদের আর বেশি কিছু তো করার নেই, আমরা বৃটিশ, আমাদের খেলা ব্যতীত।'

'শোনো এখন, শোনো, আমিনা,' আহমেদ পরে বলছে, 'তুমি এই 'হোটেল কক্ষে চিরকাল থাকতে চাও? এটা একটা অকল্পনীয় মূল্য; অকল্পনীয়, পুরোপুরি। আর চুক্তি হস্তান্তর করার পর আর কি করতে পারে সে? তখন তুমি ইচ্ছা মতো যে কোনো বাতির ঢাকনা ছুড়ে ফেলে দিতে পারো। এটা তো দু মাসেরও কম...' 'তোমরা বাগানে একটা ককটেল নিয়ে যাবে?' মেথওয়াল্ড বলছে, 'প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টায়। ককটেল প্রহর। কুড়ি বছরে কখনো পরিবর্তিত হয়নি।'

'কিন্তু ওহ খোদা, পেইন্ট... আর কাপবোর্ড ভর্তি পুরনো কাপড়, জানুম... আমাদের স্যুটকেসের ভিতর বসবাস করতে হবে, স্যুট রাখারই তো জায়গা নেই!'

'খারাপ কারবার, মি. সিনাই,' ক্যাকটাস আর গোলাপের মধ্যে মেথওয়াল্ড তার স্কচে চুমুক দেয়, 'এমন কখনো দেখিনি। মার্জিত সরকারের শতাধিক বছর, তারপর হঠাৎ করে উত্থান ও পতন। তুমি স্বীকার করবে যে আমরা প্রত্যেকেই খারাপ নই : নির্মাণ করেছি তোমাদের সড়ক, বিদ্যালয়, রেলওয়ে ট্রেন, সংসদীয় পদ্ধতি, সমস্ত অর্থপূর্ণ বিষয়। তাজ মহলের পতন ঘটছিলো যতক্ষণ একজন ইংরেজের চোখে তা ধরা পড়ে। আর এখন, হঠাৎ করে, স্বাধীন। দূর হয়ে যাবার জন্যে হাতে আছে আর সত্তুর দিন। এর বিপরীতে আমি মারাই গেছি, কিন্তু কি করা যাবে?'

'... আর গালিচার দাগ দেখ, জানুম; দু মাসের জন্যে আমাদেরও ওই বৃটিশারদের মতো জীবন যাপন করতে হবে? তুমি বাথরুমগুলো দেখেছো? পটের কাছে পানি নেই একটুও। আমি কখনো বিশ্বাস করিনি, কিন্তু এটা সত্যি, মাই গড, তারা তাদের নিম্নাঙ্গ মোছে শুধুমাত্র কাগজ দিয়ে!...'

'আমাকে বলো, মি. মেথওয়াল্ড,' আহমেদ সিনাইয়ের কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়েছে, একজন ইংরেজের উপস্থিতিতে এটা অক্সফোর্ড কায়দা করে টেনে টেনে কথা বলার লুকানো ঠাট্টায় পরিণত হয়েছে, 'দেরি করার দরকারটা কি? দ্রুত বিক্রি হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা। ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে ফেলা যাক।'

'... আর বৃদ্ধা ইংরেজ মহিলাদের ছবি সবখানে, বাবা! দেয়ালে আমার বাবার ছবি টাঙানোর কোনো জায়গা নেই!...'

'যা মনে হয়, মি. সিনাই,' মি. মেথওয়াল্ড গ্লাস পূর্ণ করে নিচ্ছেন আবার, ওদিকে আরব সাগরে ঝাঁপ দিচ্ছে সূর্য ব্রিচ ক্যান্ডির পিছনে, 'যে এই ইংলিশ এক্সটেরিওর ভারতীয় মানসিকতায় ওতপেতে থাকে।'

'আর অতিরিক্ত পান, জানুম... ওটা ভালো নয়।'

'আমি নিশ্চিত নই— মি. মেথওয়াল্ড, আ— ঠিক কোন ব্যাপারটা তুমি বোঝাতে...'

'... ওহ, তুমি জানো : একটা ফ্যাশনের পর, আমি ক্ষমতা বদল করছি। এটা করতে খানিকটা চুলকানি হচ্ছে একই সময়ে রাজও যা করে। যেমন আমি বলেছি : একটা খেলা। রঙ্গরস আমি, তুমি করবে না, সিনাই? সর্বোপরি : মূল্য, তুমি স্বীকার করেছো, খারাপ নয়।'

'তার মাথা কি নিরেট হয়ে গেছে, জানুম? তুমি কি মনে করো : যদি সে উন্মত্ত হয়ে থাকে তাহলে কি তার সাথে দরকষাকষি করা সঙ্গত হবে?'

'এখন শোনো, বৌ,' আহমেদ সিনাই বলছে, 'এটা অনেক দূর দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। মি. মেথওয়াল্ড বেশ চমৎকার মানুষ; উৎপাদনশীল একজন ব্যক্তি; মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ; অন্যসব ক্রেতারা তেমন চেঁচামেচি করছে না,' আমি নিশ্চিত... যাই হোক, আমি তাকে হ্যাঁ বলেছি, কাজেই এটা শেষ হয়েছে।'

'একটা ক্র্যাকার নাও,' মি. মেথওয়াল্ড বলছে, একটা প্লেট উপস্থাপন করছে, 'চালিয়ে যাও, মি. এস., চালাও। হ্যাঁ, একটা কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা। এই রকম তো আর দেখিনি। আমার পুরনো প্রজা পুরনো ভারতীয় হ্যাণ্ডস, প্রচুর— হঠাৎ, উত্থিত ও পতিত

WWW.AMARBOI.COM

হলো। খারাপ নাটক। ভারতের জন্যে হারালো তাদের পেট। সারা রাত। আমার মতো সাধারণ এক লোককে বিস্মিত করে দিলো। মনে হয়েছিলো তারা তাদের হাত ধুয়েছে— একটা টুকরোও নিজেদের সাথে নিতে চায়নি। 'যেতে দাও এটা,' তারা বললো। বাড়িতে ফিরে যাবার পরিষ্কার শুরু। শিলিং নয়, ওগুলোর কিছু নয়, তুমি বোঝো, কিন্তু এখনো, রাম। বাচ্চাটাকে ধরে রাখার জন্যে আমাকে রেখে যাচ্ছে। তারপর আমার নিজের ধারণা ছিলো।'

'... হ্যাঁ, সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত,' আমিনা তেজের সঙ্গে বলছে, 'আমি এখানে বসে আছি বাচ্চাসহ একটা পিন্ডের এটা নিয়ে আমার কি করার আছে? এই শিশুকে নিয়ে আমাকে অবশ্যই এক অচেনা লোকের বাড়িতে বাস করতে হবে, তাতে কি হয়েছে?... ওহ, তুমি আমাকে কি... 'কেঁদো না,' আহমেদ এখন বলছে, হোটেল কক্ষের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, 'বাড়িটা ভালো। তুমি জানো বাড়িটা তোমার পছন্দ। আর দুই মাস... দুইয়েরও কম... কি, ও কি লাথি ছুড়ছে? আমাকে অনুভব করতে দাও... কোথায়? এখানে?'

'ওখানে,' আমিনা বলে, তার নাক মুছছে, 'এমন বড় একটা লাথি।' 'আমার ধারণা,' মি. মেথওয়াল্ড ব্যাখ্যা করে, অস্তগামী সূর্যের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে, 'হচ্ছে সম্পদের নিজস্ব হস্তান্তর। পিছনে সমস্ত কিছু ফেলে যাওয়া তুমি দেখছো? পছন্দসই ব্যক্তি নির্বাচন— তোমার মতো, মি. সিনাই!— সমস্ত কিছু পরিপূর্ণ অক্ষতভাবে হস্তান্তর : পরিচ্ছন্ন কর্ম শৃঙ্খলায়। তোমার চারপাশে তাকাও : সমস্ত কিছুই চমৎকার অবস্থা, তুমি একমত হবে না? টিকেটি বু, আমরা বলতে অভ্যস্ত। কিংবা, তোমরা যেমন হিন্দুস্তানি ভাষায় বলো : সবকুচ টিকটক হ্যায়।

সমস্ত কিছু চমৎকার।'

'চমৎকার মানুষেরা বাড়িঘর কিনছে,' আহমেদ তার রুমাল এগিয়ে দেয় আমিনার দিকে, 'চমৎকার নতুন প্রতিবেশি... মি. হোমি ক্যাটরাক ভার্সাই ভিলা, পার্সি, কিন্তু একজন রেসের ঘোড়ার মালিক। চলচ্চিত্র প্রযোজনা করে আর সব। আর সান্স সুকির ইব্রাহিমরা, নুসি ইব্রাহিম বাচ্চা নিচ্ছে একটা, তোমরা পরস্পর বন্ধু হতে পারো... আর গৃহস্বামী ইব্রাহিম, আফ্রিকায় তার বিশাল সিমল গাছের খামার। চমৎকার পরিবার।' '... এবং তারপর আমি বাড়িটা নিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারবো...?' 'হ্যাঁ, তারপর, স্বাভাবিক ভাবেই, সে তো চলে যাবে....' '... সমস্ত কিছুই অতিশয় চমৎকারভাবে সম্পন্ন হয়েছে,' 'উইলিয়াম মেথওয়াল্ড বলে। 'তুমি কি জানো আমার পূর্বপুরুষরা এই নগর নির্মাণের আইডিয়া করেছিলো? র‍্যাফল্‌স অব বোম্বাই ধরনের। তার উত্তরসূরি হিসেবে, এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে, আমি অনুভব করি, তুমি জানো না, আমার ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা। হ্যাঁ, অতিশয় চমৎকারভাবে... তুমি কখন উঠবে? বলবে কথাটা আর আমি তাজ মহলের দিকে যাবো। আগামীকাল? চমৎকার। সবকুচ টিকটক হ্যায়।'

এইসব মানুষদের মধ্যে আমার ছেলেবেলা কেটেছিলো : মি. হোমি ক্যাটরাক, চলচ্চিত্র ম্যাগনেট এবং রেসের ঘোড়ার মালিক, তার নির্বোধ কন্যা টক্সি, তাকে তার সেবিকা বাই-আপ্পার সাথে আটকে রাখা হতো, বাই-আপ্পা ছিলো আমার দেখা সবচেয়ে ভীতিকর নারী; সান্স সুকির ইব্রাহিমরা, গৃহস্বামী ইব্রাহিম ইব্রাহিম, তার ছেলেরা ইসমাইল ও ইসহাক, এবং ইসমাইলের ক্ষুদ্রকায় স্ত্রী নুসি, আমরা তাকে পাতিহাঁস-নুসি বলে ডাকতাম, যার গর্ভে আমার বন্ধু সনি বড় হয়ে ওঠে... এস্কোরিয়াল ভিলা বিভিন্ন ফ্ল্যাটে বিভক্ত ছিলো। গ্রাউণ্ড ফ্লোরে বাস করতো দুবাশেরা, লোকটা একজন পদার্থবিদ যে কিনা ট্রমবাই পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে একটা প্রধান আলোকস্তম্ভে পরিণত হবে, স্ত্রীলোকটি একজন শূন্য, যার শূন্যতার নিচে একটি সত্যকার ধর্মীয় উন্মাদনা শুয়ে আছে— কিন্তু সেটা নয়, আমি কেবল উল্লেখ করতে চাই যে তারা সাইরাসের পিতা-মাতা, সাইরাস আমার প্রথম বিজ্ঞ পরামর্শদাতা, ইশকুলের নাটকে যে মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতো এবং পরিচিত ছিলো সাইরাস-দ্য-গ্রেট নামে। এদের সবার উপরে ছিলো আমার বাবার বন্ধু ডা. নারলিকার, সেও এখানে একটা ফ্ল্যাট কিনেছিলো... সে আমার মায়ের মতোই কালো ছিলো। এবং, শেষে, সবার ওপর তলায়, কমাণ্ডার সবরমতি ও লীলা সবরমতি ছিলো নৌবাহিনীতে সর্বোচ্চ ফ্ল্যাইয়ারদের একজন, এবং তার স্ত্রীর ছিলো ব্যয়বাহুল্যের ঝোঁক। তাকে এমন শস্তায় এত চমৎকার একটা ফ্ল্যাট কিনে দেবার ভাগ্য তার হবে তা সে বিশ্বাস করতেই পারেনি। তাদের দুই ছেলে, একজনের বয়স আঠারো মাস, অন্যজনের চার, যারা খুব ধীরে বেড়ে উঠছিলো এবং ডাকনাম দেয়া হবে আইস্লাইস ও হেয়ারঅয়েল; এবং তারা জানতো না যে (কিভাবেই বা জানবে?) আমি তাদের জীবন ধ্বংস করে দেবো... উইলিয়াম মেথওয়াল্ড কর্তৃক নির্বাচিত এই সব মানুষেরা আমার জীবনের কেন্দ্র গঠন করে আর সহ্য করে ইংরেজের অদ্ভুত খেয়াল কারণ, সর্বোপরি, মূল্যটা ছিলো সঠিক।

... ক্ষমতা হস্তান্তরের বাকি ছিলো আর তিরিশ দিন এবং লীলা সবরমতি টেলিফোনে কথা বলছিলো, 'তুমি কিভাবে এটা সহ্য করবে, নুসি? এখানে প্রত্যেকটা কক্ষে কথা-বলা কেমন ব্যাপার, আর আলমারিতে আমি পোকায় খাওয়া কাপড়চোপড় আর ব্যবহৃত ব্রেসিয়ার পেয়েছি!'... এবং নুসি বলছে আমিনাকে, 'গোল্ডফিশ, আল্লাহ, এই প্রাণীটাকে আমি সহ্য করতে পারি না, কিন্তু মেথওয়াল্ড সাহেব নিজে আসে খাওয়াতে... আর মাংসের নির্যাসের অর্ধশূন্য পাত্র সে বলে আমি ফেলে দিতে পারবো না... এটা পাগলামি, আমিনা আপা, এই রকম আমরা কি করছি?'... এবং বুড়ো ইব্রাহিম তার শয়ন কক্ষে সিলিং ফ্যানের সুইচ অন করতে অস্বীকার করছে, বিড়বিড় করে সে বলছে, 'যন্ত্রটা মাথার ওপর পড়বে—অমন ভারী কিছু কতো দিন সিলিং থেকে ঝুলে থাকতে পারে?'... এবং হোমি ক্যাটরাক বড় নরম মাদুরে শুতে বাধ্য তার কঠোর তপশ্চর্যার কারণে, সে পিঠের ব্যথায় আর নিদ্রাহীনতায় ভুগতে লাগলো এবং তার চোখের চারপাশে কালো বৃত্ত দেখা গেল, এবং তার বেয়ারার তাকে বলে, 'বিদেশি সাহেবরা সবাই যে চলে গেছে তাতে

বিস্ময়ের কিছু নেই, সাহেব, তাদের অবশ্যই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে কিছু ঘুমের প্রয়োজন।' কিন্তু সমস্যার পাশাপাশি সুবিধাও ছিলো। লীলা সবরমতির কথা শোনা যাক... 'একটা পিয়ানোলা, আমিনা আপা! আর চালু! সারাদিন আমি বসে বসে আছি, বাজাচ্ছি ঈশ্বর জানেন কি সব! "শালিমারের পাশে নিরুপ্রভ হতে আমি ভালোবাসি"... এমন মজা, আপনাকে কেবল পেডালে চাপ দিতে হবে!'... এবং আহমেদ সিনাই বাকিংহাম ভিলায় খুঁজে পেলো একটা ককটেল কেবিনেট (আমাদের হবার আগে যে বাড়িটা ছিলো মেথওয়াল্ডের নিজের); সে চমৎকার স্কচ হুইস্কির উৎফুল্লতা আবিষ্কার করছে আর চিৎকার করে, 'তাতে কি হয়েছে? মি. মেথওয়াল্ড একজন ক্ষুদ্র পাগলাটে, ব্যস– আমরা তাকে রসিকতা করতে পারি না? আমাদের প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে, আমরা কি তার মতো সভ্য হতে পারি না?'... এবং এক বারে গ্লাসের পানীয় সে গিলে ফেললো। সুবিধা আর অসুবিধা : 'এই সব কুকুর দেখাশোনা করা দরকার, নুসি আপা,' লীলা সবরমতি অনুযোগ করেন। 'আমি কুকুর ঘৃণা করি, পুরোপুরি। আর আমার ছোট্ট কুচি বেড়াল আপাদমস্তক আতংকিত হয়ে পড়েছে!'... এবং ডা. নারলিকার, 'আমার বিছানার ওপর! শিশুদের ছবি, সিনাই ভাই! আমি তোমাকে বলছি : মোটা! গোলাপি! তিনজন! এটা কি শোভন?'... কিন্তু এখন বাকি আছে আর কুড়ি দিন, সবকিছু ঠিকঠাক হচ্ছে, তাই তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হলো কি ঘটনা ঘটছে : এস্টেট, মেথওয়াল্ডের এস্টেট, তাদের বদলে দিচ্ছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টায় তারা তাদের বাগানে আসে, ককটেল প্রহরউদযাপন করে; এবং তারা শিখছে, সিলিং ফ্যান, গ্যাস কুকার ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস, এবং মেথওয়াল্ড। তাদের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে করতে, তার শ্বাসের নিচে অস্পষ্ট আওয়াজ করছে। মনোযোগ সহকারে শোনো : সে কি বলছে? হ্যাঁ, সেটা এই। 'সবকুচ টিকটাক আছে।

যখন *Times of India* বোম্বাই সংস্করণে, আসন্ন স্বাধীনতা উৎসব বিষয়ে মানুষের আগ্রহ অনুসন্ধান করছিলো, ঘোষণা দিলো যে বোম্বাইয়ের যে কোনো মাকে পুরস্কার দেয়া হবে যদি সে নতুন জাতির জন্মের ঠিক মাহেন্দ্রক্ষণে নিজের সন্তান জন্ম দিতে পারে, তখন আমিনা সিনাই, যে কিনা মাত্র ফ্লাইপেপারের একটা রহস্যজনক স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে, নিউজপ্রিন্টের সাথে আঠার মতো সেঁটে গেল। আহমেদ সিনাইয়ের নাকের নিচে নিউজপ্রিন্ট ধাক্কা দিচ্ছিলো এবং আমিনার আঙুল, মত্ততার সাথে পৃষ্ঠায় খোঁচা মারছে, তার কণ্ঠস্বরের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা সঞ্চার করেছে। 'দেখ,জানুম?' আমিনা ঘোষণা করলো 'পুরস্কারটা আমিই পাবো।' তাদের চোখে ভেসে ওঠে মোটা অক্ষরের হেডলাইনের ঘোষণা 'শিশু সিনাইয়ের একটি উল্লসিত ভঙ্গি—এই মহিমান্বিত ক্ষণের সন্তান!' কিন্তু আহমেদ তর্ক আরম্ভ করে, 'এর বিপরীতে বিদঘুটে ব্যাপার ভাবো, বেগম,' আমিনা জবাব দেয়, 'আমার মধ্যে কোনো কিন্তু নেই; আমি সঠিক; আমি এটা নিশ্চিতভাবেই জানি। কিভাবে তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না।'

এবং আহমেদ তার স্ত্রীর ভবিষ্যৎ বাণী উইলিয়াম মেথওয়াল্ডের নিকট পুনরাবৃত্তি করলো, ককটেল প্রহরের কৌতুক হিসেবে, আমিনা অকম্পিত থাকে, এমন কি যখন মেথওয়াল্ড

হাসলো তখনো, 'মেয়েদের স্বতঃলব্ধ জ্ঞান— দারুণ ব্যাপার, মিসেস এস.! কিন্তু বাস্তবিকই, তুমি আশা করতে পারো আমাদের যে...' আমিনা তবুও নিশ্চিয়তা ব্যক্ত করলো, কারণ তার হৃদয়ের গভীরে গাঁথা হয়ে গিয়েছিলো রামরামের ভবিষ্যৎ বাণী।

সত্যি কথা বলতে, আমিনার গর্ভধারণ সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবার সাথে সাথে, ভবিষ্যৎ বক্তার কথাগুলো তার কাঁধের ওপর ভার হয়ে উঠছিলো ক্রমাগত। তার মাথা, তার স্ফীত স্তন পর্যন্ত। প্রথমে, তারপর, কিছু একটা দ্ব্যর্থক ছিলো তার নিশ্চয়তা সম্পর্কে যে টাইমস্-এর পুরস্কার সেই পাবে। যদি এটা ঠিক হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে ভবিষ্যৎ বক্তার অন্য বাণীগুলোও ফলে যাবে, সেগুলোর অর্থ যাইহোক না কেন। আমার মা বললো, স্বতঃলব্ধ জ্ঞান নয়, মি. মেথওয়াল্ড। এটা সুনিশ্চিত।' নিজের প্রতি সে যোগ করলো; 'এবং এটাও : আমি একটা ছেলের জন্ম দিতে যাচ্ছি। কিন্তু তার প্রচুর যত্নের প্রয়োজন হবে।'

আমার মনে হয় যে, আমার মায়ের শিরার গভীরে চলমান, হয়তো সে যতটুকু জানে তার চেয়েও বেশি গভীরে। নাসিম আজিজের অতিপ্রাকৃত উদ্ভট ধারণা তার চিন্তাভাবনা ও আচরণে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিলো—সেইসব উদ্ভট ধারণা যা রেভারেণ্ড মাকে এই ধারণায় বিশ্বাসি করেছিলো যে উড়োজাহাজ হচ্ছে শয়তানের আবিষ্কার, এবং ক্যামেরা তোমার আত্মাকে চুরি করতে পারে। এবং ভূত হচ্ছে বেহেশতের মতোই বাস্তবতার এক স্পষ্ট অংশ' যে এখন তার মেয়ের কানে ফিসফিস করে বলছিলো, 'এমন কি যদিও আমরা এই ইংরেজ আবর্জনার মাঝখানে বসে আছি,' আমার মা ভাবতে শুরু করেছিলো, 'এটা এখনো ভারত, এবং রামরাম শেঠের মতো লোকেরা জানে তারা কি জানে।'

বৃষ্টির কাল এসেছিলো জুনের শেষে। ভ্রূণ তার সন্তানের থলিতে সম্পূর্ণ আকার পেয়ে যায়। হাঁটু ও নাক উপস্থিত; আর যেমন অনেক মাথা গজাবে সেটা এখন ঠিকঠাক অবস্থানে। যেটা (শুরুতে) একটা ফুলস্টপের চেয়ে বেশি বড় ছিলো না, সেটা বর্ধিত হয়ে হলো একটা কমা, একটা শব্দ, একটা বাক্য, একটা প্যারাগ্রাফ, একটা অধ্যায়; এখন এটা আরো জটিল আকারে উন্নত হচ্ছে, পরিণত হচ্ছে, কেউ হয়তো বলতে পারে, একটা পুস্তকে—হয়তো একটা এনসাইক্লোপিডিয়া এমন কি একটা সম্পূর্ণভাষা... আমার মায়ের পেট বড় ও ভারী হয়ে উঠলো; ওয়ার্ডেন রোডে আমাদের দো-তলার সমান পাহাড়িকার পাদদেশে হলুদ নোংরা বৃষ্টির পানি বন্যার মতো জমে গেল, পরিত্যক্ত বাসগুলোয় জং ধরতে লাগলো, আর তরল রাস্তায় ছেলেমেয়েরা সাঁতরাতে লাগলো।

অনিঃশেষ বৃষ্টি। সমুদ্র : ধূসর ও ভারিক্কি আর সংকীর্ণ দিগন্তে বৃষ্টিমেঘের সাথে মিলিত। বৃষ্টি আমার মায়ের কানে ঢোল পেটানোর আওয়াজ করছিলো।

... এবং মুসা, আমার বাবার পুরনো ভৃত্য, তাদের সঙ্গে যে বোম্বাইতে এসেছিলো, অন্য চাকরদের সে বলতে গিয়েছিলো, লাল-টাইল করা প্রাসাদের রান্নাঘরগুলোয়, ভার্সাই ও এস্কোরিয়াল ও সান্স সুকির পিছনে চাকরদের কোয়ার্টারে : 'একটা সত্যিকারের দশ-রুপির বাচ্চা হবে; জ্বি, স্যার! অপেক্ষা করো আর দেখ!' চাকররা খুশি হয়েছিলো; কেননা

AmarBoi.com

একটা জন্ম খুব সুন্দর ব্যাপার আর একটা সুন্দর বড় শিশু তো সর্বোত্তম...

... এবং আমিনা যার পেট ঘড়ি বন্ধ করে দিয়েছিলো, অনড় হয়ে বসে ছিলো একটা মিনারের একটা কক্ষে এবং তার স্বামীকে বলেছিলো, 'ওখানে তোমার হাত রাখো, ওকে অনুভব করো... ওখানে, অনুভব করছো?.. কি বড় শক্তিশালী বালক; আমাদের ক্ষুদে চাঁদের টুকরো।'

বৃষ্টিপাত শেষ হলো, আমিনা আরো ভারী হয়ে উঠলো। দুজন চাকর তাকে তোলার জন্যে একটা চেয়ার বানালো। চারটে বাড়ির মধ্যে সার্কাস-রিঙে গান গাইতে ফিরে এলো উয়ি উইলি উইঙ্কি। এবং তখনই আমিনা আবিষ্কার করলো যে তার একটি নয়, দুটি গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বি রয়েছে টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ার পুরস্কার দখলের জন্যে। আর প্রতিযোগিতাও চলবে খুব টাঁয়ে-টাঁয়ে।

'উয়ি উইলি উইঙ্কি আমার নাম; আমার নৈশভোজে গান গাওয়া আমার সুনাম!' সাবেক জাদুকর এবং বায়োস্কোপওয়ালা এবং গাইয়ে... এমন কি আমি যখন জন্মগ্রহণ করিনি তারও আগে, সমাধি স্থাপিত হয়েছিলো। মনোরঞ্জনকারিরা আমার জীবন ঝংকৃত করেছিলো।

সার্কাস-রিঙে দাঁড়ানো একর্ডিওন হাতে একজন ভাঁড়। বাকিংহাম ভিলার বাগানে, আমার বাবার পায়ের বুড়ো আঙুল হেঁটে বেড়াল উইলিয়াম মেথওয়াল্ডের মাঝখানে সিঁথির পাশে ও নিচে... স্যাণ্ডেল পরিহিত, কন্দাকৃতি, একটা বুড়ো আঙুল অসচেতন এর আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে। এবং উয়ি উইলি উইঙ্কি (যার আসল নাম আমরা কখনো জানতাম না) কৌতুক করে গেল আর গান গাইলো। দোতলার বারান্দা থেকে আমিনা লক্ষ্য করলো ও শুনলো। এবং প্রতিবেশি বারান্দা থেকে পাতিহাঁস নুসির প্রতিদ্বন্দ্বি দৃষ্টিপাত অনুভব করলো।

... ইতোমধ্যে আমি, আমার ডেস্কে, পদ্মর অধৈর্যের হুল অনুভব করি। পদ্ম বলে : 'আমি এখন এই উইঙ্কি সম্পর্কে জানতে চাই না; দিবস রজনী আমি অপেক্ষা করে আছি আর এখনো তুমি জন্মাচ্ছো না!' কিন্তু আমি ধৈর্য ধরি; সব কিছুর যথাযথ সময় আছে। এবং উইঙ্কিরও উদ্দেশ্য ও স্থান রয়েছে। এখন সে বারান্দায় দাঁড়ানো পোয়াতি ভদ্রমহিলাদের ত্যক্ত করতে লাগলো, 'আপনারা পুরস্কারের কথা শুনেছেন, মহীয়সীগণ? আমিও শুনেছি। আমার ভ্যানিটার সময় হবে শীগগিরই, শীগগিরই-শীগগিরই; আর তার ছবিই হয়তো কাগজে ছাপা হবে, আপনাদের নয়!'... এবং আমিনা ভ্রূকুটি করছে, এবং মেথওয়াল্ড হাসছে (সেটা কি জোর করে হাসা? কেন?) তার মাঝখানে সিঁথির নিচে, এবং আমার বাবা বলে, 'ওই ব্যাটা একটা উদ্বৃত; বাড়াবাড়ি করে খুব।' কিন্তু মেথওয়াল্ডকে এখন বেশ ঘনিষ্ঠ এমন কি অপরাধি দেখা—আহমেদ সিনাইকে তিরস্কার করতে, 'ননসেন্স, বুড়ো খোকা। বোকাদের ঐতিহ্য, তুমি জানো। ত্যক্ত আর প্ররোচিত করার জন্যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সেফটি-ভাল্‌ভ।'

এবং আমার বাবা, কাঁধ ঝাকাচ্ছেন, 'হ্‌ম্‌।' কিন্তু সে চতুর ধরনের, এই উইঙ্কি, কারণ এখন সে জলে এখন তেল ঢালছে। বলছে, 'জন্ম একটি সুন্দর ব্যাপার; দুটো জন্ম

দুটো সুন্দর! মহীয়সীগণ, কৌতুকও সুন্দর, আপনারা দেখুন?' এবং নাটকীয় এক ধারণা সে তুলে ধরে, একটা সংকটপূর্ণ ভাবনা : 'ভদ্রমহিলা, ভদ্রমহোদয়গণ, কেমন করে আপনারা সচ্ছন্দ এখানে বোধ করবেন, মি. মেথওয়ান্ড সাহেবের দূর অতীতের এই একেবারে মধ্যিখানে? আমি বলি আপনাদের : এটা অবশ্যই অদ্ভুত লাগবে; বাস্তব না; কিন্তু এখন এটা একটা নতুন জায়গা, লেডিস, ল্যাডাহ্‌স, এবং কোনো নতুন জায়গাই বাস্তব নয় যতক্ষণ না তা কোনো জন্ম দেখে। প্রথম জন্ম আপনাদের মনে বাড়িতে থাকার অনুভূতি জাগাবে।' এর পর, একটা গান : 'ডেইজি, ডেইজি...' এবং মি. মেথওয়ান্ড, যোগ দিচ্ছেন, কিন্তু কিছু একটা গাঢ় দাগ তার ভুরুতে...

... এবং ব্যাপারটা এই : হ্যাঁ, এটা অপরাধ, কেননা আমাদের উইঙ্কি হয়তো চতুর ও মজাদার কিন্তু সে যথেষ্ট চতুর নয়, আর এখন সময় হয়েছে উইলিয়াম মেথওয়ান্ডের মাঝখানে সিঁথির প্রথম গোপনীয়তা উন্মোচনের, কারণ এটা তার মুখে দাগ দিতে উদ্যত হয়েছে : এক দিন, টিকটক ও লকস্টকএ্যাণ্ডব্যারেল বিক্রির অনেক আগে, মি. মেথওয়ান্ড উইঙ্কি ও ভ্যানিটাকে আমন্ত্রণ জানায় তাকে গান শোনানোর জন্যে একান্ত ব্যক্তিগতভাবে, এখন যেটা আমার মা-বাবার প্রধান অভ্যর্থনা কক্ষ সেই কক্ষে; এবং কিছুক্ষণ পর সে বললো, 'দেখ, উয়ি উইলি, আমার একটা উপকার করে দাও, ম্যান : আমার এই প্রেসক্রিপশন পূর্ণ করা দরকার, ভয়ানক মাথা ব্যথা, এটা নিয়ে যাও কেমপ্'স কর্নারে আর কেমিস্টকে খুঁজে বের করে বটিকাগুলো নিয়ে এসো, চাকররা ঠাণ্ডায় সব কাহিল হয়ে পড়েছে।' উইঙ্কি, গরিব হওয়ায়, বললো জ্বি সাহেব এক্ষুণি সাহেব এবং চলে গেল। আর তখন ভ্যানিটা মাঝখানে সিঁথিওয়ালার সাথে একা, তার আঙুলে একটা টান অনুভব করে যা রোধ করা ছিলো অসম্ভব, এবং মেথওয়ান্ড অনড় হয়ে বসে আছে একটা বেতের চেয়ারে, হালকা ক্রিম স্যুট তার পরনে, ল্যাপেলে একটি গোলাপ, ভ্যানিটা নিজেকে তার দিকে যাচ্ছে দেখতে পেলো, আঙুল সামনে বাড়ানো, অনুভব করলো আঙুল তার চুল স্পর্শ করছে; মাঝখানের সিঁথি খুঁজে পায়; এবং ভাঁজ করতে শুরু করে।

তাই এখন, নয় মাস পর, উয়ি উইলি উইঙ্কি তার স্ত্রীর আসন্ন বাচ্চা ও ইংরেজটার কপালের দাগ নিয়ে তামাশা করে।

'তো?' পদ্ম বলে। 'আমি কি এই উইঙ্কি আর তার স্ত্রী সম্পর্কে কেয়ার করবো যাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে বলোনি পর্যন্ত?'

কিছু মানুষ আছে যারা কখনো সন্তুষ্ট হয় না; কিন্তু পদ্ম হবে, শীগগিরই।

এবং এখন সে আরও হতাশ হয়ে গেছে; কারণ, আমি একটা নগরের ওপর দিয়ে উড়ছি যা বৃষ্টিপাতের পর তাজা ও পরিষ্কার; আহমেদ ও আমিনাকে উয়ি উইলি উইঙ্কির গানের মধ্যে রেখে, আমি ডানা মেলছি ওল্ড ফোর্ট এলাকার দিকে, ফ্লোরা ফাউন্টেন অতিক্রম করে যাচ্ছি, এবং পৌঁছাচ্ছি একটা বিশাল ভবনে যা ম্লান আলোয় ও সৌরভে পূর্ণ... কেননা এইখানে, সেন্ট টমাস'স ক্যাথিড্রালে, মিস মেরি পেরেইরা ঈশ্বরের রং সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করছিলো।

'নীল,' ঘনিষ্ঠতার সাথে বললো তরুণ যাজক। 'সমস্ত সহজলভ্য সাক্ষ্য, আমার কন্যা, নির্দেশ করে যে আমাদের প্রভু খৃষ্ট যিশু ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর, নিরপ্রভ আকাশি নীলের স্বচ্ছ ছায়া।'

amarboi.com

স্বীকারোক্তির কাঠের জানলায় ক্ষুদ্রকায় নারী এক মুহূর্তে নীরব হয়ে থাকলো। এক উদ্বিগ্ন, নীরবতা। তারপর : 'কিন্তু কিভাবে, ফাদার? মানুষেরা তো *নীল* নয়। এই বিশাল বিশ্বে তো কোনো মানুষ নীল নয়!'বিশপ বললো, 'সাম্প্রতিক ধর্মান্তর নিয়ে সমস্যা... রঙ সম্পর্কে যখন তারা প্রশ্ন করে তখন তারা প্রায় সর্বদা... সেতু নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ, আমার পুত্র। মনে রেখো,' বিশপ বলে, 'ঈশ্বর হলো ভালোবাসা; এবং হিন্দু প্রেমদেবতা, কৃষ্ণ, সর্বদা ছিলো নীল গাত্রবর্ণের। তাদের নীল বলো; এটা হবে বিশ্বাসের মধ্যে এক প্রকার সেতু; তাছাড়া নীল হচ্ছে নিরপেক্ষা রঙ, নিত্যনৈমিত্তিক রঙের সমস্যা এড়িয়ে যায়, তোমাকে কালো ও শাদা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে : হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত সম্পূর্ণরূপে এটাই একমাত্র পছন্দের রঙ।' এমন কি বিশপরাও ভুল করতে পারে, তরুণ ফাদার চিন্তা করছে। কিন্তু এখন সে এমন একস্থানে যে কাঠের গ্রিলের ভিতর দিয়ে একটা মেয়ে তাকে প্রশ্ন করে : 'কি ধরনের উত্তর নীল, ফাদার, এমন একটা বিষয় কিভাবে বিশ্বাস করা যাবে? রোমে হোলি ফাদার পোপের নিকট আপনার পত্র লেখা উচিৎ, তিনি আপনাকে সঠিক উত্তর বাতলে দেবেন। কিন্তু মানুষ কখনো নীল ছিলো না তা জানার জন্যে কারো পোপের শরণাপন্ন হতে হয় না!' তরুণ ফাদার চোখ বন্ধ করে, গভীর ভাবে শ্বাস নেয়, প্রতি-আক্রমণ করে। 'চামড়া রঞ্জিত হয়েছে নীল,' সে হোঁচট খায় বৃটেনের প্রাচীন জাতি নীল আরব যাযাবররা; শিক্ষার সুবিধা নিয়ে আমার কন্যা, তুমি দেখবে...' কিন্তু এখন এক ভয়ংকর প্রতিধ্বনি শোনা যায় মেয়েটির কণ্ঠে। 'কি, ফাদার? আপনি আমাদের প্রভুকে জংলিদের সাথে তুলনা করছেন? ও প্রভু, লজ্জায় অবশ্য আমি আমার কান ধরবো!'... এবং তরুণ ফাদার অনুধাবন করেএই নীল বিষয়ের পিছনে আরো গুরুতর কোনো ব্যাপার আছে এবং প্রশ্ন করে। তরুণ ফাদার সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলে, 'শান্ত হও, শান্ত হও, আমাদের প্রভুর স্বর্গীয় দ্যুতি নিশ্চয় সামান্য রঞ্জক পদার্থের বিষয় নয়?'... লবণ জলের ভিতর দিয়ে একটা কণ্ঠস্বর : 'হ্যাঁ, ফাদার, আপনি ততো খারাপ নন সর্বোপরি; আমি তাকে বলেছিলাম ঠিক ওঠা, একেবারে হুবহু ওই কথাটিই শুধু, কিন্তু সে অনেক রুঢ় কথা বললো আর শুনলো না...' তো তাহলে এই ব্যাপার, সে প্রবেশ করেছে গল্পে, এবং মেরি পেরেইরা এক স্বীকারোক্তি প্রদান করে যা আমাদের এক সংকটপূর্ণ ক্লু দেয় তার মোটিভ সম্পর্কে, আমার জন্মের রাতে, সে সর্বশেষ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে বিংশ শতাব্দীর ভারতের সমগ্র ইতিহাসে আমার নানার নাকের আঘাতের সময় থেকে আমার প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার সময় পর্যন্ত।

মেরি পেরেইরার স্বীকারোক্তি : প্রত্যেক মেরির মতো তারও জোসেফ ছিলো। জোসেফ ডি' কস্টা, ডা. নারলিকার'স নার্সিং হোম নামে পেডার রোডের এক ক্লিনিকে সে অর্ডারলির কাজ করতো ('ওহো!' পদ্ম শেষ পর্যন্ত একটা যোগসূত্র দেখতে পায়) যেখানে মেরি কাজ করতো ধাত্রীর। সবকিছু ভালোই ছিলো প্রথম দিকে, সে মেরির জন্যে চায়ের কাপ অথবা লাসসি অথবা ফালুদা নিয়ে আসতো আর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতো। কিন্তু এখন সমস্ত কিছু বদলে গেছে।

'হঠাৎ হঠাৎ সে সারাক্ষণ বাতাস টেনে নিতো। খুব মজার ভঙ্গিতে, নাক উপর দিকে তুলে। আমি জিজ্ঞেস করি, 'তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে, নাকি, জো?' কিন্তু ও বলে না; না, ও বলে, উত্তর দিক থেকে আসা বাতাসে সে টেনে নিতো। কিন্তু আমি ওকে বলি, জো, বোম্বাইতে বাতাস সমুদ্র ছুঁয়ে আসে, পশ্চিম দিক থেকে, জো...' ভগ্ন কণ্ঠে মেরি পেরেইরা বর্ণনা করে জোসেফ ডি'কস্টার ক্রোধ, যে তাকে বলে, 'তুমি কিছুই জানো না, মেরি, বাতাস এখন উত্তর দিক থেকে আসে, আর তা পুরোপুরি মূমূর্ষু। এই স্বাধীনতা কেবলমাত্র ধনীদের জন্যে; গরিবরা সৃষ্টি হয়েছে পরস্পরকে মাছির মতো হত্যা করার জন্যে। পাঞ্জাবে, বাংলায়। দাঙ্গা দাঙ্গা, গরিবের বিরুদ্ধে গরিব। এটা বাতাসে রয়েছে।'

এবং মেরি : 'তুমি উম্মাদের মতো কথা বলছো, জো, ওইরকম খারাপ ব্যাপার নিয়ে কেন তুমি উৎকণ্ঠিত হচ্ছো? আমরা এখনো শান্তভাবে জীবন যাপন করতে পারি। নয়?'

'চিন্তা নেই, একটা ব্যাপার তুমি জানো না।'

'কিন্তু জোসেফ, হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা যদি সত্যিও হয়, তা শুধু হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে; তাদের মধ্যে খৃষ্টানরা জড়াবে কেন? ওরা তো একে অন্যকে হত্যা করেছে চিরকাল।' 'তুমি আর তোমার খৃষ্ট। এটা তোমার মাথায় ঢোকে না যে ওটা শ্বেতাঙ্গদের ধর্ম? শাদা মানুষের জন্যে শাদা দেবতা ত্যাগ। ঠিক এ মুহূর্তে আমাদের নিজেদের মানুষ মরছে। আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। মানুষকে দেখাতে হবে একে অন্যের বদলে কার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, বুঝতে পারছো?'

এবং মেরি, 'সে জন্যেই আমি ওই সম্পর্কে জানতে চাই, ফাদার... এবং আমি জোসেফকে বলেছি, আমি বলেছি এবং বলেছি, যুদ্ধ খারাপ, এমন বন্য চিন্তা ত্যাগ করো; কিন্তু তখন সে আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে, এবং বিপদজনক লোকদের সাথে চলাফেরা শুরু করে, আর তার সম্পর্কে গুজব রটছে, ফাদার, প্রায়ই সে কিভাবে বড় বড় মোটর গাড়ির ওপর ইট নিক্ষেপ করে, এবং জ্বলন্ত বোতলও, সে উন্মত্ত হয়ে যাচ্ছে, ফাদার, তারা বলে সে বাসে আগুন ধরাতে আর ট্রাম বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিতে সাহায্য করে, এবং আমি জানি না আর কি। কি করা যাবে, ফাদার, এ ব্যাপারে আমার বোনকে বলি। আমার বোন এ্যালিস, একটা ভালো মেয়ে বাস্তবিকই, ফাদার আমি বললাম : "ওই জো, সে একটা কসাইখানার কাছে থাকে, হয়তো ওই গন্ধ তার নাকে গিয়েছে আর তাকে উন্মত্ত করে তুলেছে।" তাই এ্যালিস তাকে খুঁজতে যায়, "আমি তোমার হয়ে কথা বলবো," সে বলে; কিন্তু তখন, হা ঈশ্বর দুনিয়ায় কি হচ্ছিলো... আমি আপনাকে সত্যি করে বলি, ফাদার.... ও বাবা...' এবং বন্যা তার কথা ডুবিয়ে দিচ্ছে, তার গোপনীয়তা লবণাক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে তার চোখের পানি হয়ে, কারণ এ্যালিস ফিরে এসে তাকে দোষারোপ করে, জোসেফ আর চায় না মেরিকে, কেননা জনগণকে জাগানোর দেশাত্মবোধক তার উদ্দেশ্যে মেরি সমর্থন দেবার পরিবর্তে বাধা দিয়েছে। মেরির চেয়ে এ্যালিস বেশি তরুণ; এবং মনোহর; এবং এসবের পর আরো গুজব ছড়িয়েছে, এ্যালিস ও জোসেফকে নিয়ে, আর মেরি তার বোধশক্তির শেষে পৌঁছে গেছে। 'ওই একজন,' মেরি

WWW.AMARBOI.COM

বললো, 'এই রাজনীতি-রাজনীতি সম্পর্কে ও কি জানে? একটা বোকা ময়না পাখির মতো কেবল জোসেফের কথারই তো পুনরুক্তি করবে। আমি হলফ করে বলতে পারি, ফাদার...' 'সাবধান, কন্যা। তুমি ঈশ্বর নিন্দার খুব কাছে...' 'না, ফাদার, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমি জানি না ওই মানুষটাকে ফিরে পেতে কি আমি করবো না। হ্যাঁ : চিন্তা করি না কি সে... আই-ও-আই-ওওও!'

স্বীকারোক্তি দেবার মেঝে ধুয়ে যায় লবণ জলে। তরুণ ফাদার ছিলো প্রথম বাইরের লোক যে ধনীদের প্রতি জোসেফ ডি'কস্টার অত্যন্ত বিষাক্ত ঘৃণার কথা শুনেছিলো, এবং মেরি পেরেইরার ভয়ংকর দুঃখের কথা।

আগামীকাল আমাকে স্নান করতে ও শেভ কতে হবে। আমি একটা নতুন কুর্তা গায়ে দিতে যাচ্ছি, আর ম্যাচ করা পাজামা। আয়নার কাজ করা চপ্পল যা সামনের দিকে উপরমুখো বাঁকানো পায়ে দেবো। আমার চুল নিখুঁতভাবে আঁচড়ানো থাকবে (যদিও মাঝখানে সিঁথি করা হবে না), আমার দাঁত ঝকঝক করছে... এক বাক্যে, আমাকে সর্বোত্তম দেখাবে।

আগামীকাল, অবশেষে, গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটবে যা আমি আমার মনের ঘূর্ণায়মান নির্জন কোন থেকে বের করেছি। কারণ মাউন্টব্যাটেনের ক্ষণগণনা ক্যালেণ্ডারের তাল রাখার সঙ্গীত আর উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। মেথওয়াল্ড এস্টেটে, বৃদ্ধ মুসা এখনো টিকটিক করছে একটা টাইম-বোমার মতো; কিন্তু সে শুনতে পাবে না, কারণ আরেকটা শব্দ এখন স্ফীত হচ্ছে, কানে তালা লাগানো, দৃঢ়ভাবে উক্ত; সেকেণ্ডের শব্দ অতিক্রান্ত হচ্ছে, অভিমান করছে, অপরিহার্য এক মধ্যরাতের।

৮ Tick, Tock
টিক, টক

পদ্ম এটা শুনতে পারে : ঝুলন্ত ভবনের জন্যে ক্ষণগণনার মতো আর কিছুই নেই। আজ কাকের সময় আমার গোবরের ফুলকে আমি লক্ষ্য করি, ঘূর্ণিবাতাসের মতো জালাগুলো ঘুরছে, যেন তা সময়কে দ্রুততর করবে।

কিন্তু আজ, পদ্ম শুনলো মাউন্টব্যাটেনের টিক টক... ইংরেজের তৈরি, যথার্থের সঙ্গে চলছে। এবং এখন কারখানা শূন্য; ধোঁয়া উঠছে, কিন্তু পাত্রগুলো স্থির; এবং আমি আমার কথা রেখেছি। নয়টায় পোশাক আশাক পরে, আমি পদ্মকে অভিবাদন জানাই আমার ডেস্কে এলে, আমার পাশে মেঝের ওপর ঘাঘরা নাড়ায়, আদেশ করে : 'আরম্ভ করো।' আমি একটু সন্তোষের হাসি ফোটাই মুখে; অনুভব করি মধ্যরাতের শিশুরা আমার মাথার মধ্যে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কোলি জেলেনিদের মতো ঠেলাঠেলি আর কনুই দিয়ে ধাক্কা মারছে; আমি তাদের অপেক্ষা করতে বলি, এখন আর বেশিক্ষণ লাগবে না; আমি আমার গলা পরিষ্কার করি, আমার কলমটা সামান্য ঝাঁকাই; এবং শুরু করি। ক্ষমতা হস্তান্তরের বত্রিশ বছর আগে, আমার নানার নাক ঘষটে গিয়েছিলো কাশ্মিরি মাটির সাথে। সেখানে ছিলো রুবি আর ডায়মণ্ড। ছিলো ভবিষ্যতের বরফ, জলের চামড়ার নিচে অপেক্ষা করছিলো। ছিলো একটা শপথ : ঈশ্বর কিংবা মানুষ কারো সামনেই মাথা আনত না করা। শপথ সৃষ্টি করেছিলো একটা গর্ত, যা সাময়িকভাবে পূর্ণ হয়েছিলো ছিদ্র যুক্ত চাদরের পিছনের এক নারীতে। একজন মাঝি যে আমার নানার রাজবংশ সম্পর্কে একদা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলো, সে সক্রোধে তাকে পার করে দিয়েছিলো হ্রদ। ছিলো অন্ধ ভূস্বামী আর মহিলা কুস্তিগীর। এবং একটা ছায়াচ্ছন্ন কক্ষে ছিলো একটা চাদর। সেই দিন, আমার বংশগতি গঠন শুরু হয়– কাশ্মিরি আকাশের নীল যা ফোটায় ফোটায় ঝরে পড়েছিলো। আমার নানার চোখে; আমার প্র-মাতামহির দীর্ঘ ভোগান্তি যা আমার নিজের মায়ের দীর্ঘভোগান্তিতে পরিণত হয়েছিলো, এবং নাসিম আজিজের কাঠিন্য; এবং সমস্ত কিছুর ওপরে, সেই ছিদ্রযুক্ত চাদরের ভূতুড়ে সৌগন্ধ্য, যা আমার মাকে শেষ করে ফেলে একজন মানুষকে ভালোবাসার বিষয় বুঝতে পারার ক্ষেত্রে, এবং যা আমাকে বাধা দেয় আমার নিজের জীবন দেখতে– এর অর্থ; এর কাঠামো– তাই সময়ের সাথে আমি এটা বুঝতে পেরেছি, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিলো।

বছর চলে যায় টিক টিক করে– এবং আমার বংশগতি বেড়ে ওঠে, কারণ এখন

AMARBOI.COM

আমি মাঝি ভাইয়ের পৌরানিক সোনার দাঁত পেয়েছি, এবং তার ব্র্যাণ্ডির বোতল যা পূর্বকথন করে আমার বাবার পানাসক্ত জ্বিন; আমি ইলসে লুবিনকে পেয়েছি তার আত্মহত্যার জন্যে; এবং আমি অ-ধোয়া মাঝির গন্ধও পেয়েছি যা আমার নানা-নানিকে দক্ষিণে নিয়ে আসে, এবং বোম্বাইকে তৈরি করে একটা সম্ভাবনা।... এবং এখন, পদ্ম আর টিকটক দ্বারা চালিত, আমি এগিয়ে চলি, মহাত্মা গান্ধি ও তার হরতাল, সেই মুহূর্তটা গিলতে থাকি যখন আদম আজিজ জানতেন না তিনি কাশ্মিরি না ভারতীয়; এখন আমি Mercurochrome পান করছি এবং হাতের আকৃতির দাব দিচ্ছি, আর আমি ডায়ারকে দেখছি, গুম্ফ এবং আর সব; আমার নানা রক্ষা পান তার নাকের জন্যে, তার বুকে একটা ফাটল দেখা দেয়, কখনো বিবর্ণ হয় না, যাতে করে আমি ও তিনি প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে পাই, ভারতীয় না কাশ্মিরি? তাই মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু তার জাদু আমাদের ওপর রয়েই যায়, আর আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।... হিট-দ্য-স্পিটুন খেলার কথা মনে আনার জন্যে আমাকে বিরতি দিতে হয়। একটা জাতির জন্মের পাঁচ বছর আগে, আমার বংশগতি বেড়ে ওঠে, একটা আশাবাদী ব্যাধি সংযুক্ত করার জন্যে যা আমার নিজের সময়েও আবার জ্বলে উঠবে, মাটির ফাটল যা পুনর্জন্ম নেবে আমার চামড়ায়, এবং সাবেক জাদুকর হামিংবার্ড যে রাস্তার মনোরঞ্জনকারির দীর্ঘ লাইন শুরু করেছিলো যা ছুটেছে আমার জীবনের সমান্তরালে, এবং আমার নানির আঁচিলের মতো ডাইনিসুলভ স্তনবৃন্ত ও আলোকচিত্রের প্রতি ঘৃণা, এবং কিযেননামএটার, এবং অনশন ও নীরবতার যুদ্ধ, এবং আমার খালা আলিয়ার জ্ঞান যা পরিণত হয় কণ্টকময়তা আর তিক্ততায় আর শেষ পর্যন্ত ভয়ংকর প্রতিশোধে ফেটে পড়ে, এবং এমারেল্ড ও জুলফিকারের ভালোবাসা যা আমাকে একটা বিপ্লব আরম্ভ করতে সমর্থ করে, এবং চন্দ্রাকৃতির ছুরিকা, আমার জন্যে আমার মায়ের ভালোবাসার নামের দ্বারা মারাত্মক চাঁদ প্রতিধ্বনিত, তার নির্দোষ চাঁদ-কা-টুকরা, তার ভালোবাসার চাঁদের... এখন বড় হচ্ছে, ভাসছে অতীতের অস্মার তরলের মধ্যে, এবং রিকশাওয়ালা রশিদ উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে নীরবে চিৎকার করে ধাবিত হয়ে, এবং নাদির খানকে নিয়ে আসে একটা টয়লেটের ভিতর; হ্যাঁ, আমি ভারী হয়ে যাচ্ছি প্রতি সেকেণ্ডে, এবং মুমতাজের গালিচার নিচে ভালোবাসা, আমিনা থামিয়ে দেয় মুমতাজ হওয়া, এবং আহমেদ সিনাই হয়েছে, এক অর্থে, যেমন স্বামী তেমনি পিতা... বাবা ও মাকে জন্মের ক্ষমতা দেওয়া : যা আহমেদ চেয়েছিলো আর পায়নি কখনো।

আমি ধাপ্পাবাজদের দেখছি, এবং ময়ূরের পালকের পাখা কেনার বিপদ, আমিনার অধ্যবসায় আমার মধ্যে চুইয়ে পড়ে এবং অধিক অশুভ ব্যাপার- clattering পদক্ষেপ, আমার মায়ের টাকার জন্যে আবেদন, যতক্ষণ না আমার বাবার কোলে ন্যাপকিন শিউরে শিউরে উঠতে আরম্ভ করে আর সামান্য চাঁদোয়া সৃষ্টি করে- এবং অর্জুন ইন্ডিয়াবাইকের দাহের ভষ্ম, এবং একটা পিপশো যার ভিতরে দুনিয়ার সবকিছু রাখার চেষ্টা করতো লিফাফা দাস, অনেক মাথাওয়ালা দানব স্ফীত হয় আমার মধ্যে মুখোশধারি রাবনরা, আট-বছর-বয়সী বালিকা আধোবোল সহ, জনতার দঙ্গল চিৎকার করছে ধর্ষণকারি। জনসমক্ষে ঘোষণা আমাকে পুষ্ট করে যখন আমি আমার সময়ের দিকে বেড়ে উঠি, এবং আর মাত্র সাত মাস বাকি ছিলো।

কতো প্রকার বিষয় মানুষেরা ধারণা করে আমাদের সঙ্গে আমরা নিয়ে আসি পৃথিবীতে, কতো প্রকার সম্ভাবনা আর সম্ভাবনার বাধাও!– কারণ এই সমস্ত কিছু ছিলো সেই মধ্য রাতে জন্ম নেয়া শিশুর মা-বাবার, এবং মধ্যরাতের শিশুদের প্রত্যেকে যেমন আরো অনেকে ছিলো। মধ্যরাতের মা-বাবার মধ্যে : ক্যাবিনেট মিশন কর্মসূচির ব্যর্থতা; এম. এ. জিন্নাহর সুদৃঢ় প্রত্যয়, যিনি মুমূর্ষু ছিলেন আর চেয়েছিলেন তার জীবদ্দশায় পাকিস্তান গঠন দেখে যেতে, এবং সব কিছু করতে পারতেন এটা নিশ্চিত করার জন্যে— সেই একই জিন্নাহ আমার বাবা যার সাথে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো; এবং মাউন্টব্যাটেন তার অনন্যসাধারণ দ্রুততা সহ ও তার চিকেন রেস্ট খেকো স্ত্রী; এবং আরো অধিক অধিক—রেড ফোর্ট ও ওল্ড ফোর্ট, বাঁদর আর শকুন, এবং একটা গুদামের অগ্নিকাণ্ড যা আমার বাবাকে সম্পদশালী মানুষে পরিণত করে, এবং আহমেদের অংশ বিশেষ আমিনা যা ভালোবাসতে পারেনি। মাত্র একটা জীবনকে বুঝতে, তোমাকে গোটা দুনিয়া গিলতে হবে। আমিতোমাকে এটা বললাম। এবং জেলেরা, এবং ব্রাগাঞ্জার ক্যাথেরিন, এবং মুম্বাদেবী নারকেল চাল; শিবাজীর মূর্তি আর মেথওয়াল্ডের এস্টেট; বৃটিশ ইণ্ডিয়া আকারের একটা সুইমিং পুল, এবং দোতলা একটা পাহাড়িকা; একটি মাঝখানে সিঁথি; একটা ছোট্ট সার্কাস; Budgerigers, সিলিং ফ্যান, টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া এ সমস্ত কিছু পৃথিবীতে বয়ে আনা আমার লাগেজের অংশ। তুমি কি ভাবতে পারো, সেক্ষেত্রে, যে আমি ছিলাম বিপুলদেহী এক শিশু? নীল শিশু আমার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে; এবং মেরির সাহসিকতা, এবং জোসেফের বিপ্লবী বন্যতা, এবং এ্যালিস পেরেইরার উড়ু উড়ু ভাব... এ সমস্ত কিছুও আমাকে তৈরি করেছে। যদি আমি সামান্য অদ্ভূত মনে করি, স্মরণ করি আমার বংশগতি বন্য প্রাচুর্য... হয়তো, কেউ অবশ্যই নিজেকে অদ্ভুত সৃষ্টি করে।

"অবশেষে,' পদ্ম বলে সন্তোষের সাথে, 'তুমি শিখছো ঘটনা কিভাবে বাস্তবিকই দ্রুত বলতে হয়।'

১৩ই আগস্ট, ১৯৪৭ : উর্ধলোকে অতৃপ্ত। বৃহস্পতি, শনি ও শুক্র গোলমেলে শিরায়; অধিকন্তু, আড়াআড়ি তিনটি নক্ষত্র মধ্যাধিক দুর্ভাগ্যের ঘরের দিকে সরে যাচ্ছে। বেনারসির জ্যোতিষীরা ভীতিপূর্ণভাবে এর নাম দেয় : 'কারামস্তান! ওরা প্রবেশ করছে কারামস্তানে!'

জ্যোতিষীরা যখন কংগ্রেস পার্টির নেতাদের কাছে ক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করছে, আমার মা শুয়ে পড়েছে তার অপরাহ্নের মানচিত্রে। একটা সিলিং ফ্যানের ধীর গতিতে ঘূর্ণায়মান ছায়া আমিনাকে নিয়ে যায় ঘুমের জগতে। এম. এ. জিন্নাহ, একথা নিশ্চিতভাবে জেনে যে তার পাকিস্তান আর মাত্র এগার ঘণ্টার মধ্যে জন্ম নেবে, স্বাধীন ভারতের পুরো একদিন আগে, যার জন্যে ভারতের আরো পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে, বিস্ময়চকিত হয়ে মাথা নাড়ছেন, আমিনার মাথাও এপাশ ওপাশ নড়ছে।

কিন্তু সে ঘুমন্ত। এবং তার বোল্ডারের মতো গর্ভধারণের এই দিনগুলোয় ফ্লাইপেপারের এক রহস্যজনক স্বপ্ন তার ঘুমের সময় মহামারি হয়ে উঠেছে... কাগজ

AMARBOI.COM

তাকে মুঠি করে ধরে, সে নগ্ন হয়ে যায়, তার নাকে চুলে দাঁতে বুকে উরুতে কাগজ লেগে যায়, আর সে চিৎকার করার জন্যে মুখ হা করলে তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বাদামি আঠাল লালা পড়তে থাকে...

'আমিনা বেগম!' মুসা বলছে। 'জাগো! খারাপ স্বপ্ন, বেগম সাহেবা!'

ওই সর্বশেষ কয়েক ঘণ্টার ঘটনা– আমার বংশগতি সর্বশেষ তলানি : যখন আর পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা বাকি, আমার মা তখন মাছির মতো একটা বাদামি কাগজে আটকে পড়ার স্বপ্ন দেখে। এবং ককটেল প্রহরে (আর তিরিশ মিনিট বাকি) বাকিংহাম ভিলার বাগানে উইলিয়াম মেথওয়াল্ড আমার বাবার সাথে দেখা করতে এলো।

ফ্লাইপেপারের স্বপ্ন আর কাল্পনিক পূর্বপুরুষদের নিয়ে আমি এখনো জন্মগ্রহণ করা থেকে একদিন পিছনে... কিন্তু এখন অবিরাম টিকটক নিজেকে সজাগ করে : আর উনত্রিশ ঘণ্টা, আটাশ, মাতাশ...

পুরাণ, দুঃস্বপ্ন, ফ্যান্টাসি ভাসছিলো বাতাসে। এটা অধিক নিশ্চিত : ওই সর্বশেষ রাতে, আমার নানা আদম আজিজ, কর্নওয়ালিস রোডের বিশাল বাড়িতে এখন যিনি একা— শুধুমাত্র একটা বউ ব্যতীত যার ইচ্ছার ক্ষমতা মনে হয় বেড়ে চলেছিলো অকল্পনীয়ভাবে— হঠাৎ করে নস্টালজিয়ার বিশাল ধাতব ক্ষুরের দ্বারা বন্দি, আর শুয়ে আছেন যেন তারা তার বুকে চাপ দিয়েছে; ১৪ই আগস্টের ভোর ৫টায়—আরও উনিশ ঘণ্টা বাকি—তিনি অদৃশ্য শক্তির দ্বারা বিছানার বাইরে ঠেলা খেয়ে পড়েন এবং একটা পুরনো টিনের বাক্সের দিকে আসেন। সেটা খুলে তিনি আবিষ্কার করেন : জার্মান সাময়িক পাত্রের পুরনো কবি; লেনিনের *কি করতে হবে?*; ভাঁজ করা একটা জায়নামাজ; এবং সব শেষে তিনি বের করে আনেন, তার অতীতের টিনের বাক্স থেকে, একটি দাগ ধরা এবং ছিদ্রযুক্ত চাদর, এবং আবিষ্কার করেন যে ছিদ্রটা বড় হয়ে গেছে; এবং তিনি তার স্ত্রীকে ধাক্কা মেরে ঘুম থেকে তুলে চিৎকার করেন : 'পোকায় কাটা! দেখ, বেগম : পোকায় কাটা! তুমি ন্যাপথলিন দিতে ভুলে গিয়েছিলে!'

কিন্তু এখন ক্ষণগণনা অস্বীকার করা যাবে না... আঠারো ঘণ্টা; সতেরো; ষোল... এবং ইতোমধ্যে, ডা. নারলিকারের নার্সিং হোমে, একজন নারীর প্রসববেদনার আওয়াজ শোনা সম্ভব। উয়ি উইলি উইঙ্কি এখানে আছে; এবং তার স্ত্রী ভ্যানিটা; সে একটা বিলম্বিত, অনুৎপাদনশীল যন্ত্রণার ভিতরে আছে আট ঘণ্টা ধরে। শত শত মাইল দূরে, এম. এ জিন্নাহ মধ্যরাতে একটা মুসলিম জাতির ঘোষণা দেন... কিন্তু এখনো সে একটা বেড়ে বেদনা ভোগ করে নারলিকার হোমের 'দাতব্য ওয়ার্ডে' (গরিবদের বাচ্চাদের জন্যে সংরক্ষিত)... তার চোখ অর্ধেক ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড় হয়েছে; ঘামে তার সর্বাঙ্গ সিক্ত; কিন্তু বাচ্চাটা আসার কোনো চিহ্ন দেখাচ্ছে না; সকাল আটটা, কিন্তু তখনও সম্ভাবনা রয়েছে যে বাচ্চাটি মধ্যরাতের জন্যে অপেক্ষা করবে।

নগরে গুজব : 'গতরাতে মূর্তিটি ঘুরছে!'... 'এবং নক্ষত্রসমূহ প্রতিকূল!'... কিন্তু

এসব অশুভ চিহ্ন সত্ত্বেও, নগর কৌতূহলে উত্তেজিত ছিলো, এর চোখের কোণে এক নতুন মিথ চিকচিক করছিলো। বোম্বাইয়ে আগস্ট : উৎসবের একটি মাস, কৃষ্ণের জন্ম দিনের মাস এবং নারিকেল দিবস। এবং এই বছর– চৌদ্দ ঘণ্টা বাকি আছে আর, তের, বারো– ক্যালেণ্ডারে এক অতিরিক্ত উৎসব রয়েছে, এক নতুন মিথ উদযাপন করা হবে, কেননা একটা জাতি যে আগে কখনো অস্তিত্ববান ছিলো না এখন তার স্বাধীনতা অর্জনের খুব কাছাকাছি। যদিও এর ছিলো পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস, যদিও সে আবিষ্কার করেছিলো দাবা খেলা এবং বাণিজ্য করতো মধ্য রাজ্য মিশরের সাথে। ভারত, নতুন এক মিথ– একটা যৌথ উপন্যাস যার মধ্যে সবকিছুই সম্ভব ছিলো, একটা উপকথা যা অপর দুটো শক্তিশালি ফ্যান্টাসির দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বি হয়েছিলো : টাকা এবং ঈশ্বর।

আমি, আমার সময়ে, এই যৌথ স্বপ্নের অবিশ্বাস্য প্রকৃতির জীবন্ত প্রমাণ হয়েছি; সাধারনিকৃত এই ধারণা থেকে মুখ ফিরিয়ে আমি মনোযোগ স্থির করেছি ব্যক্তিগত রীতিনীতিতে। বিভক্ত পাঞ্জাবের সীমান্তে ব্যাপক রক্তপাতের বিবরণ আমি দেবো না (যেখানে বিভক্ত জাতি নিজেদের ধুয়ে নিচ্ছে একে অন্যের রক্তে, এবং মেজর জুলফিকার উদ্বাস্তুদের সম্পত্তি কিনে নিচ্ছে হাস্যকর মূল্যে, একটা ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করছে যা প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে উঠবে হায়দারাবাদের নিজামের); বাংলার সহিংস ঘটনা এবং মহাত্মা গান্ধির দীর্ঘ শান্তিপূর্ণ পরিব্রাজন থেকে আমি চোখ ফিরিয়ে নিই। আত্মকেন্দ্রিক? সংকীর্ণচিত্ত? বেশ, হয়তো; কিন্তু ক্ষমনীয়ভাবে ওই রকম, আমার মতামত অনুযায়ী। সর্বোপরি, একজন মানুষ তো আর প্রতিদিন জন্মায় না।

বারো ঘণ্টা বাকি আছে। আমিনা সিনাই, তার ফ্লাইপো পারের দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার পর, আর সে ঘুমাবে না যে পর্যন্ত না রামরাম শেঠ তার মস্তিষ্ক পূর্ণ করছে, একটা সংক্ষুব্ধ সাগরে সে ভাসছে যেখানে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে ভয়ের জলজ গভীরতা নিয়ে। কিন্তু তার সতর্ক হাত দুটো রাখা আছে তার পেটের ওপর।

আট ঘণ্টা বাকি আছে... সেই অপরক্তি চারটের সময়, উইলিয়াম মেথওয়াল্ড তার কালো রঙের ১৯৪৬ রোভার চালিয়া দোতলা পাহাড়িকার দিকে আসে। গাড়িটা পার্ক করে চারটে ভিলার মাঝখানে সার্কাস রিঙে; কিন্তু আজ সে গোল্ডফিশের পুকুরে কিংবা ক্যাকটাসের বাগানে যায় না; সে রীতি মাফিক লীলা সবরমতিকে অভিবাদন জানায় না, 'পিয়ানোলা কেমন চলে, সবকিছু টিকেটি-বু?'–বৃদ্ধ ইব্রাহিমকেও সে সালাম জানায় না যে বসে আছে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের বারান্দার ছায়ায়, একটা রকিং চেয়ারে দোল খাচ্ছে সে এমন কি তাকায় না কাটরাক কিংবা সিনাইয়ের দিকে, সার্কাস-রিঙের ঠিক মাঝখানে সে নিজের অবস্থান গ্রহণ করে। ল্যাপেলে গোলাপ, ক্রিম রঙের হ্যাট ধরা আছে বুকের সাথে, অপরাহ্নের আলোয় মাঝখানে সিঁথি চকচক করছে, উইলিয়াম মেথওয়াল্ড সোজা তাকিয়ে আছে সামনে, ক্লক-টাওয়ার ও ওয়ার্ডের রোড ছাড়িয়ে, ব্রিচ ক্যাণ্ডির মানচিত্র আকৃতির পুকুরের ওপারে, চারটের সময়কার সোনালি ঢেউয়ের ওপর দিয়ে; ইতোমধ্যে, দিগন্তের ওপর, সূর্য ঝাঁপ দেয়া শুরু করেছে সমুদ্রের দিকে।

আর ছয় ঘণ্টা। ককটেল প্রহর। উইলিয়াম মেথওয়াল্ডের উত্তরাধিকারিরা তাদের বাগানে এসেছে গেছে– ব্যতিক্রম শুধু আমিনা, সে বসে আছে তার মিনার কক্ষে; পাশের দরোজার নুসির দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে চায়; সকৌতূহলে তারা ইংরেজটাকে পর্যবেক্ষণ করে, সে স্থির ও অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর নতুন একজনের আগমন ঘটে। দীর্ঘ,

সিড়িঙ্গি চেহারার এক লোক। গলায় তিন পাল্লার জপমালা পরা, মুরাগির হাড়ের একটা বেল্ট কোমরে; কালো চামড়া ছাই দিয়ে লেপা, দীর্ঘ ছাড়া চুল– একেবারে উলঙ্গ, একজন সাধু; লাল টাইলের ম্যানসনগুলোর ভিতর দিয়ে সে এগোচ্ছে। মুসা, বৃদ্ধ বেয়ারার, তাকে সরানোর জন্যে এগিয়ে আসে; কিন্তু পিছু হটে যায়, পারছে না একজন পবিত্র মানুষকে কিভাবে আদেশ করতে হয়। মুসার সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে সাধু প্রবেশ করে বাকিংহাম ভিলার বাগানে; আমার হতচকিত বাবাকে অতিক্রম করে; পা আড়াআড়ি করে, বাগানের জল নির্গজন ট্যাপের নিচে বসে।

'তুমি এখানে কি চাও, সাধুজী?'–মুসা, পার্থক্য এড়িয়ে যেতে অক্ষম। যার জবাবে সাধু বলে,হ্রদের মতো শান্ত : 'আমি এক জনের আসার জন্যে অপেক্ষা করতে এসেছি। মুবারক–সেই যে আশীর্বাদপ্রাপ্ত। এটা খুব শীগগিরই ঘটবে।'

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন : আমাকে নিয়ে দুইবার ভবিষ্যৎবাণী করা হয়। আর সে দিন সবকিছুই যথা সময়ে হচ্ছিলো। আমার মায়ের সময়জ্ঞানও ব্যর্থ হয়নি। সাধুর শেষ কথাটা উচ্চারণের সাথে সাথে, মিনার কক্ষ থেকে ভেসে আসে চিৎকার... 'আরে আহমেদ!' আমিনা সিনাই চিৎকার করে, 'জানুম, বাচ্চা! সে আসছে—'

মেথওয়াল্ডের এস্টেটে বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে যায়... হোমি ক্যাটরাক ছুটে আসে, প্রস্তাব দেয় : 'আমার স্টুডিবেকার আপনার জন্যে রাখা আছে, সিনাই সাহেব; এক্ষুণি ওটা নিয়ে চলে যান!'... এবং তখনো পাঁচ ঘণ্টা তিরিশ মিনিট বাকি আছে। সিনাই পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, ক্যাটরাকের গাড়ি নিয়ে পাহাড়িকা থেকে নেমে আসে, ছুটে যায় ডা. নারলিকারের নার্সিং হোমের দিকে। সেখানে একটা দাতব্য ওয়ার্ডে উয়ি উইলির ভ্যানিটা তখনো যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে এবং মেরি পেরেইরা নামক একজন ধাত্রী তার প্রসবের অপেক্ষায় আছে... কাজেই আহমেদ কিংবা আমিনা কেউই উপস্থিত ছিলো না যখন শেষ বারের মতো মেথওয়াল্ডের এস্টেটে সূর্যাস্ত হয়। এবং সর্বশেষ আড়াল হয়ে যাবার আগে– পাঁচ ঘণ্টা দুই মিনিট তখনো বাকি– উইলিয়াম মেথওয়াল্ড তার মাথার ওপর একটা লম্বা শাদা হাত ওঠালো। শাদা আঙুলে চুল ধরলো, এবং দ্বিতীয় ও শেষ রহস্য উন্মোচিত হলো, তার হাতের সাথে উঠে এলো মাথার সব চুল; এবং সূর্যের আড়াল হয়ে যাবার মুহূর্তে মি. মেথওয়াল্ড তার এস্টেটের আলোর মধ্যে উঠে দাঁড়ালো তার চুল হাতে নিয়ে।

'টাক!' পদ্ম উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

টাক, টাক; চকচকে চাঁদি! উন্মোচিত হয়েছে : যা একজন একর্ডিওন বাদকের স্ত্রীকে চালাকিতে ফেলেছিলো। স্যামসনের মতো, উইলিয়াম মেথওয়াল্ডের ক্ষমতা তার চুলে স্থির হয়েছিলো; কিন্তু এখন, টাক চকচক করছে প্রদোষের আলোয়, তার মোটর গাড়ির জানলা দিয়ে সে বণ্টন করে দেয় তার স্বাক্ষর করা টাইটেল-বিড; এবং গাড়ি চালিয়ে চলে যায়। মেথওয়াল্ডেরএস্টেটের কেউ আর কখনো দেখেনি তাকে; কিন্তু আমি, যে একবারও কখনো দেখেনি তাকে, খুঁজে পাই যে তাকে ভোলা অসম্ভব।

হঠাৎ করে সব কিছু জাফরান ও সবুজ হয়ে ওঠে। আমিনা সিনাই একটা কক্ষে রয়েছে যার দেয়াল জাফরান রঙের ও সবুজ কাঠের কাজ করা। পাশের একটা কক্ষে উয়ি উইলি উইঙ্কির স্ত্রী ভ্যানিটা সবুজ হয়ে গেছে। দেয়ালের ঘড়িতে জাফরান মিনিট আর সবুজ সেকেণ্ড টিক টিক আওয়াজ করে যাচ্ছে। ডা. নারলিকারের নার্সিং হোমের বাইরে, ভিড় আর আতশবাজি পোড়ানো হচ্ছে, রাতের বর্ণকে আরো নিশ্চিত করা হচ্ছে– একটা জাফরান ও সবুজ গালিচার ওপর ডা. নারলিকার কথা বলছে আহমেদ সিনাইয়ের সাথে : 'তোমার বেগমকে আমি নিজে দেখবো,' সে বলে, সন্ধ্যার রঙের মতো বিনম্র কণ্ঠে, 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তুমি এখানে অপেক্ষা করো; পায়চারি করার জন্যে প্রচুর জায়গা আছে।' ডা. নারলিকার, শিশুদের যে অপছন্দ করতো, ছিলো একজন দক্ষ গাইনিকোলজিস্ট। অতিরিক্ত সময়ে সে জন্মনিরোধের ওপর বক্তৃতা দিতো, লিখতো, প্রচারপত্র রচনা করতো জাতির উদ্দেশ্যে। 'জন্মনিয়ন্ত্রণ,' সে বলে, 'এক নম্বর জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেইদিন আসবে যখন আমি তা মানুষের মিরেট মাথায় ঢোকাতে পারবো।' আহমেদ সিনাই বিদঘুটেভাবে হাসে, নার্ভাস হয়ে। 'শুধু আজ রাতের জন্যে,' আমার বাবা বলে, 'বক্তৃতা ভুলে যাও– আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে সাহায্য করো।' মধ্যরাতের আর বাকি ঊনত্রিশ মিনিট। ডা. নারলিকারের নার্সিং হোম প্রায় ফাঁকা করে স্টাফরা চলে গেছে নতুন এক জাতির জন্মমুহূর্তের সাক্ষী হতে। আজ তারা বাচ্চা প্রসবে সহযোগিতা করবে না। জনতার বিশাল ভিড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলে একটা পুলিশকার। মধ্যরাতের তখন সাতাশ মিনিট বাকি। পুলিশ একজন ভয়ংকর বিপদজনক অপরাধীকে খুঁজছে। তার নাম ঃ জোসেফ ডি'কস্টা। তার কাজের জায়গা থেকে, তার থাকার জায়গা থেকেও সে আজ কয়েকদিন হাওয়া হয়ে গেছে। এবং নিখোঁজ হয়ে গেছে একজন মেরির জীবন থেকেও।

কুড়ি মিনিট অতিক্রান্ত। আমিনা সিনাই প্রসব বেদনায় আহ শব্দ করছে। প্রতি মিনিটে বাড়ছে তা। পাশের কামরা থেকে ভ্যানিটার আহ বলার শব্দও শোনা যায়। সড়কে সড়কে জনতার ভিড়, উল্লাস, আলোকসজ্জা, জনতা ইতোমধ্যে উৎসব শুরু করে দিয়েছে। এবং দিল্লিতে, একজন গম্ভীর ধাঁচের মানুষ এ্যাসেম্বলি হলে বসে আছেন আর বক্তৃতা দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এদিকে মেথওয়াল্ডের এস্টেটে গোল্ডফিশ স্থির হয়ে ঝুলে আছে পুকুরে আর বাসিন্দারা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে, মিষ্টি বিতরণ করছে, আলিঙ্গন করছে, চুমু খাচ্ছে একে অপরকে। এবং সমস্ত নগরে সমস্ত শহরে সমস্ত গ্রামে ছোট ছোট প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে জানলার তাকে; অন্যদিকে পাঞ্জাবে আগুন জ্বলছে ট্রেনে।

এবং লাহোর নগরীও জ্বলছে।

হালকা গড়নের ধারালো চেহারার মানুষটা উঠে দাঁড়াচ্ছেন। তানজোর নদীর পবিত্র জলে অভিষিক্ত, তিনি উঠে দাঁড়ান;

মন্দ্রপূত ছাইয়ে তার কপাল লেপা, তিনি গলা পরিষ্কার করলেন। লিখিত বক্তৃতা

AMARBOI.COM

হাতে না নিয়েই, কোনো পূর্বপ্রস্তুত কথামালা মনে না এনেই, তিনি, জওয়াহরলাল নেহরু শুরু করেন : '... অনেক বছর আগে গন্তব্য নিয়ে আমরা এক উর্ব নির্দিষ্ট সময় ও স্থান সৃষ্টি করেছিলাম; এবং এখন সময় এসেছে যখন আমরা দায়মুক করবো আমাদের তমসুক– সম্পূর্ণরূপে অথবা সম্পূর্ণ মাত্রায় নয়, কিন্তু অত্যন্ত সঙ্গতিপন্ন ভাবে...'

বারোটা বাজতে দুই মিনিট। ডা. নারলিকারের নার্সিং হোমে, আলোয় উজ্জ্বল ডাক্তার, ফ্লোরি নামে একজন ধাত্রী সহযোগে আমিনা সিনাইকে উৎসাহিত করে : 'ঠেলো! জোরে!.. মাথাটা দেখতে পাচ্ছি!...' অন্যদিকে পাশের কক্ষে ডা. বসু পাশে মেরি পেরেইরাকে নিয়ে– ভ্যানিটার চব্বিশ-ঘন্টার প্রসব যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করছে... 'হ্যাঁ; এবার; আর মাত্র একবার শেষ চেষ্টা তারপর সব যন্ত্রণার শেষ!...' অন্যপাশের কক্ষে পুরুষরা নিশ্চুপ। উয়ি উইলি উইঙ্কি এক কোণে আগে পিছে দুলছে, এবং আহমেদ সিনাই একটা চেয়ার খুঁজছে। কিন্তু এই কক্ষে কোনো চেয়ার নেই। এ কক্ষটা তৈরি করা হয়েছে পায়চারি করার জন্যে। তাই আহমেদ সিনাই একটা দরোজা খোলে, একটা জনশূন্য অভ্যর্থনা কক্ষে একটা চেয়ার খুঁজে পায়। সেটা তুলে নিয়ে আসে পায়চারি করার কক্ষে। সেখানে উয়ি উইলি উইঙ্কি দুলছে, দুলছে, অন্ধ মানুষের মতো শূন্য তার চোখের দৃষ্টি.. তার বৌ কি বাঁচবে? বাঁচবে না?... এবং এখন, অবশেষে, এটা মধ্যরাত।

রাস্তায় জনতার ভিড় গর্জন শুরু করে। অন্যদিকে দিল্লিতে একজন ধারালো মানুষ বলছেন, '... মধ্যরাতের ঘন্টা বাজার সময়, যখন বিশ্ব ঘুমিয়ে আছে, ভারত জেগে উঠেছে জীবনে ও স্বাধীনতায়...' এবং জনতার গর্জনের নিচে আরো দুটো চিৎকার ভেসে ওঠে, শিশুদের পৃথিবীতে আগমনের চিৎকার। রাতের আকাশে ভেসে যায় তাদের চিৎকার– 'একটা মুহূর্ত আসে, ইতিহাসে তা খুবই দুর্লভ, যখন আমরা পুরনো থেকে বেরিয়ে পা ফেলি নতুনে। যখন সমাপ্তি ঘটে একটা যুগের। এবং যখন একটা জাতির আত্মা দীর্ঘ বান্দিত্বের পর খুঁজে পায় মুক্তি...' অন্যদিকে জাফরান-ও-সবুজ গালিচা পাতা একটি কক্ষে আহমেদ সিনাই তখনো একটা চেয়ার ধরে আছে মুঠি করে যখন ডা. নারলিকার প্রবেশ করে তাকে জানাতে : 'মধ্যরাতের ঘন্টা ধ্বনির সময়, সিনাই ভাই, তোমার বেগম সাহেবা জন্ম দিয়েছে একটা বড়, স্বাস্থ্যবান সন্তান : একটি পুত্র!' এবার আমার বাবা আমার সম্পর্কে ভাবতে শুরু করে (জানে না...); আমার মুখখানার কথা ভাবতে গিয়ে সে ভুলে গেল চেয়ারের কথা। সেটা পড়ে গেল তার হাত ফসকে।

হ্যাঁ, এটা আমারই দোষ (সমস্ত কিছু সত্ত্বেও)... এটা ছিলো আমার আয়বের ক্ষমতা, শুধু আমার এবং আর কারো নয়, যার কারণে আহমেদ সিনাইয়ের হাত ঢিলে হয়ে যায় আর চেয়ার ফসকে পড়ে, সেকেণ্ডে বত্রিশ ফুট গতিতে, এবং জওয়াহরলাল নেহরু যেমন সে মুহূর্তে এ্যাসেম্বলি হলকে বলেন, 'আমরা আজ দুর্ভাগ্যের কাল শেষ করলাম,' আমার বাবাও চিৎকার করে ওঠেন, কারণ চেয়ার তার পায়ের ওপরে পড়ায় তার পায়ের বুড়ো আঙুল ভেঙে যায়।

তার চিৎকার প্রত্যেকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সবাই ছুটে আসে। এক মুহূর্তের জন্যে আমার বাবা তার আঘাত নিয়ে লাইমলাইটে চলে আসে দু'জন মায়ের যন্ত্রণা থেকে, দু জন, যুগপৎ মধ্যরাতের জন্ম—কারণ শেষ পর্যন্ত ভ্যানিটাও জন্ম দিয়েছে লক্ষ্যণীয় আকৃতির একটি শিশু : 'আপনি এটা বিশ্বাস করতে পারতেন না,' ডা. বসু বললো, 'বিশাল আকারের বাচ্চাটি আসছিলো আর আসছিলো, শেষই হতে চায় না!' এবং নারলিকার, নিজেকে পরিষ্কার করতে করতে : 'আমারটাও।' তারপর তারা আহমেদ সিনাইয়ের ভাঙা আঙুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এদিকে ধাত্রীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো

বাচ্চাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে। মেরি পেরেইরা তখন তার অবদান রাখলো।

'যাও, যাও,' বেচারি ফ্লোরিকে সে বললো, 'দেখ তুমি সাহায্য করতে পারো কি না। এখানে আমি একাই যথেষ্ট।' আর যখন সে একা– তার হাতে দুটি বাচ্চা– দুটি জীবন তার ক্ষমতায়–সে এটা করেছিলো জোসেফের জন্যে, তার একান্ত ব্যক্তিগত বিপ্লবী ক্রিয়া, ভেবেছিলো এ জন্যে জোসেফ নিশ্চয় তাকে ভালোবাসবে; সে সদ্য জন্ম নেয়া দুই শিশুর নামের ট্যাগ পরিবর্তন করে দিলো, দরিদ্র বাচ্চাটিকে দিলো সুবিধাপ্রাপ্তের জীবন, এবং ধনী-হয়ে-জন্মানো বাচ্চাটিকে দিলো এ্যাকর্ডিওন ও দারিদ্র্য... 'আমাকে ভালোবাসো, জোসেফ!' এই ছিলো মেরির চিন্তা। বিশাল আকারের বাচ্চাটির চোখ হয়েছিলো কাশ্মিরি আকাশের মতো নীল–যা মেথওয়াল্ডের চোখের মতোও নীল ছিলো এবং কাশ্মিরি নানার মতো নাটকীয় এক নাক– তার পায়ের দিকে সে রাখলো এই নামটি : *সিনাই।* আমি হয়ে গেলাম মধ্যরাতের পছন্দ করা শিশু, যার মা-বাবা নয় তার নিজের মা-বাবা, যার পুত্র হবে না তার নিজের পুত্র... আমার মায়ের সন্তানটিকে মেরি নিয়ে গেল, যে হবে না তার সন্তান, কিন্তু তার চোখ ইতোমধ্যে বাদামি হয়ে উঠেছে, হাঁটু হয়েছে আহমেদ সিনাইয়ের হাঁটুর মতো গাঁটযুক্ত, ওই শিশুটাকে সবুজে জড়িয়ে সে নিয়ে গেল উয়ি উইলি উইঙ্কির কাছে– যে তার দিকে তাকালো শূন্যচোখে.. উঙি উইলি উইঙ্কি মাত্র জানতে পেরেছে যে ভ্যানিটা সন্তান জন্ম দিয়েও নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। মধ্যরাত অতিক্রান্ত হবার তিন মিনিট পর ভ্যানিটার রক্তক্ষরণ হয় এবং সে মারা যায়।

তো আমাকে নিয়ে আসা হয় আমার মায়ের কাছে; এবং সে এক মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করেনি আমার জন্মসূত্র নিয়ে। আহমেদ সিনাই তার বিছানায় বসে যখন সে বলে : 'দেখ, জানুম, বেচারা, ওর নাকটা পেয়েছে ওর নানার।' যখন সে নিশ্চিত করে যে মাথা একটাই তখন বাবা রহস্যাবৃত হয়; এবং তারপর সে পুরোপুরি স্বস্তি অনুভব করে।

'জানুম,' আমার মা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, 'তুমি অবশ্য পত্রিকায় খবর দেবে। *টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া* খবর দাও। কি বলেছিলাম আমি তোমাকে? আমিই জিতেছি।'

'... এটা ধ্বংসাত্মক সমালোচনার সময় নয়,' জওয়াহরলাল নেহরু এ্যাসেম্বলিকে বলেন, 'অশুভ ইচ্ছারও সময় নয়। আমাদের নির্মাণ করতে হবে মুক্তভারতের এক গৃহ, যেখানে তার সব শিশু বাস করতে পারবে।' একটা পতাকা ওড়ানো হয় : জাফরান, শাদা, সবুজ।

'একজন এ্যাংলো?' আতংকে চিৎকার করে পদ্ম। 'কি বলছো তুমি আমাকে? তুমি একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান? তোমার নাম তোমার নিজের নয়?'

'আমি সালিম সিনাই,' আমি তাকে বলি, শিকনি-নাক, দাগমুখো, টেকো, চাঁদের টুকরো। যাই তুমি বলো না কেন– আমার নিজের নয়?'

'সব সময়,' পদ্ম রাগত স্বরে বলে, 'তুমি আমার সাথে চালাকি করো। তোমার মা, তুমি বলেছো; তোমার বাবা, তোমার নানা, তোমার খালা। তুমি একটা কি যে তুমি এমন কি তোমার মা-বাবা সম্পর্কে সত্যি কথাটা বলতেও কেয়ার করো না? তুমি কেয়ার করো না যে তোমাকে জীবন দিতে গিয়ে তোমার মা মৃত্যুবরণ করে? যে তোমার বাবা হয়তো বা এখনো বেঁচে আছে কোথাও, ককার্দকশূন্য, গরিব? তুমি একটা দানব না অন্য কিছু?'

না : আমি দানব নই। আর চালাকির অপরাধেও আমি অপরাধি নই। আমি ক্লু দিতে... কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে। সেটা এই : যখন আমরা মেরি পেরেইরার অপরাধ ঘটনাক্রমে উদঘাটন করি। আমরা আবিষ্কার করি যে *এতে পার্থক্য কিছু নেই!* আমি তখনো তাদের সন্তান ছিলাম : তারাও আমার মা-বাবা হয়েই রয়ে যায়। কাজেই : সেখানে ছিলো হাঁটু ও নাক, নাক ও হাঁটু। বস্তুত, সমগ্র নতুন ভারতে, আমরা সবাই স্বপ্ন ভাগাভাগি করে নিই– মধ্যরাতের শিশুরা সময়েরও শিশু। তারা ইতিহাসের দ্বারা পিতৃস্বীকৃত।

'যথেষ্ট হয়েছে,' পদ্ম বলে। 'আমি শুনতে চাই না।' যাই হোক না কেন, সে শুনছে কি শুনছে না, সব কিছু আমাকে নথিভুক্ত করতে হবে।

আমার জন্মের তিন দিন পর, মেরি পেরেইরা ভুল বুঝতে পারে! জোসেফ ডি'কস্টা ঠিক মেরির মতো তার বোন এ্যালিসকেও উপেক্ষা করে। এবং ক্ষুদ্রাঙ্গিনি মহিলাটি উপলব্ধি করতে পারে যে সে একটা বোকা। 'গাধী কোথাকার!' নিজেকে সে অভিশম্পাত দেয়। কিন্তু গোপনীয়তা চেপে রাখে। সে নার্সিং হোমের কাজটা ছেড়ে দেয় এবং আমিনা সিনাইয়ের কাছে এসে বলে, 'ম্যাডাম, আপনার বাচ্চাটাকে মাত্র একবার আমি দেখেছি আর ভালোবেসে ফেলেছি। আপনার কি একজন আয়া দরকার?' এবং আমিনা, মাতৃত্বের কারণে তার চোখ জ্বলজ্বল করছে, 'হ্যাঁ।' মেরি পেরেইরা ('তুমি বরং তাকেই তোমার মা ডাকতে পারতে,' পদ্ম মাঝখানে ঢুকিয়ে দেয়, কথাগুলো প্রমাণ দিচ্ছে সে এখনো আগ্রহী, 'সেই তো তোমাকে তৈরি করেছে, তুমি জানো'), সেই মুহূর্ত থেকে, আমাকে বড় করে তোলার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে।

২০শে আগস্ট, নুসি ইব্রাহিম আমার মায়ের পদাংক অনুসরণ করে পেডার রোড ক্লিনিকে যায়। পুচকে সনি জন্ম নেয় আমাকে অনুসরণ করে– আমার জন্মের পর সেদিন একটা জাফরান ও সবুজ কক্ষে আমাকে নিয়ে আসে আমার মা। সঙ্গে টাইমস অব ইণ্ডিয়া (বোম্বাই সংস্করণ) থেকে আসা দুজন লোক। আমি একটা সবুজ দোলনার মধ্যে শুয়ে

থাকি, নড়াচড়া করি জফরানে, এবং তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। একজন ছিলো রিপোর্টার সে আমার মায়ের সাক্ষাৎকার নিয়ে খরচ করেছিলো তার সময়; আর

ফটোগ্রাফার আমার প্রতি তার মনোযোগ উৎসর্গ করেছিলো। পরদিন, ছবি আর খবর ছাপা হয়েছিলো সংবাদপত্রে... অতি সম্প্রতি আমি একটা ক্যাকটাস বাগান সফর করি, যেখানে একদা, বহু বছর আগে, আমি একটা ছোট্ট টিনের ভূগোলক মাটিতে পুতে রেখেছিলাম। তার ভিতরে স্কচ টেপ দিয়ে আটকানো ছিলো একটা চিঠি ও খবরের কাগজের কার্টিং সেগুলো এখন আমার বাঁ হাতে ধরা, যেহেতু আমি লিখছি, আমি এখনো দেখতে পাই– হলুদ হয়ে আসা সত্ত্বেও– আমার কাছে লেখা একটা ব্যক্তিগত চিঠি, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর যুক্ত; অন্যটি পেপার কার্টিং। তাতে হেডলাইন : **মধ্যরাতের শিশু**।

এবং মূল সংবাদ : 'শিশু সেলিম সিনাইয়ের উল্লসিত ভঙ্গি, যে জন্মগ্রহণ করেছে আমাদের জাতির স্বাধীনতার ঠিক মাহেন্দ্রক্ষণে সেই মহিমান্বিত সময়ের সুখী সন্তান!' এবং একটা বড়ো আলোকচিত্র : যেখান থেকে এখনো স্পষ্ট খুঁজে বের করা যায় তার গালের দাগ আর চকচকে নাক। (ছবিটির ক্যাপসন : আলোকচিত্র কালিদাস গুপ্ত।)

সাক্ষাৎকারের মেষে, ফটোগ্রাফার আমার মাকে একটা চেক উপহার দেয়– এক হাজার রুপির।

এক হাজার রুপি! এর চেয়ে আরো অংকের কথা ভাবা সম্ভব? এটা এমন অংক যাতে কেউ অপমান বোধ করতে পারে। যাহোক, আমি তাদের সত্যিকার ইতিহাস জ্ঞানের অভাব ক্ষমা করে দিই।

হতাশ হয়ো না,' পদ্ম বলে, 'এক হাজার রুপি কিছু কম নয়; সর্বোপরি, সবাই জন্মায়, এটা অমন বড় কোনো ব্যাপার নয়।'

AMARBOI.COM

৯ The Fisherman's Pointing Finger
জেলের দিক নির্দেশক আঙুল

লিখিত শব্দের প্রতি ঈর্ষাকাতর হওয়া কি সম্ভব? রাত্রিকালীন হিবিজি লেখাকে প্রকাশ করতে যেন বা সেগুলো কোনো যৌন প্রতিদ্বন্দ্বির নির্দিষ্ট রক্তমাংস? আমি পদ্মর কিম্ভূতকিমাকার আচরণের আর কোনো কারণ ভাবতে পারিনা; আর অন্ততপক্ষে এই ব্যাখ্যার বিদেশির মতো ক্রোধের গুণ রয়েছে যাতে সে আক্রান্ত হয় যখন, আজ রাতে, আমি একটা শব্দ লিখতে ভুল করি (এবং সশব্দে পড়ি) যা বলাটা উচিৎ হতো না... হাতুড়ে ডাক্তারের ভিজিটের এপিসোডের সময় থেকে, আমি পদ্মর মধ্যে একটা অদ্ভুত অসন্তোষ বের করেছি, দেহ থেকে নিঃসরণ করছি এর এহেনিকাময় পলায়নপর পদচিহ্ন তার ecerine (অথবা appocrine) গ্রন্থি থেকে (হয়তো আমার 'অন্য পেন্সিল' এর পুনর্জীবন আনয়নে তার মধ্যরাতের উদ্যোগের পলায়নপর পরিপূর্ণতার দ্বারা হয়রান। অন্য পেন্সিল মানে আমার প্যান্টের মধ্যে লুকানো আদরকারি শশা, (এবং তখন গত রাতে, আমার জন্মের গোপনীয়তার উদঘাটনের প্রতি তার বদমেজাজি প্রতিক্রিয়া, এবং আমার একশ' রুপির অংকের নিচু মতামতে তার যন্ত্রণা।) আমি নিজেকে দোষারোপ করি : আমার আত্মজৈবনিক কারবারে গভীর মগ্ন, আমি তার অনুভূতিকে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হই, এবং আজ রাতে শুরু করি সর্বাধিক দুর্ভাগ্যের মিথ্যা নোট।

'ভগ্ন একটি জীবনে একটা ছিদ্রযুক্ত চাদরের দ্বারা নিন্দিত,' আমি লিখি আর সশব্দে পড়ি, 'আমি আমার নানার চেয়ে খুব বেশি উত্তম কিছু করিনি; কেননা আদম আজিজ যখন ওই চাদরের শিকার হয়েছেন আমি তখন সেটার প্রভুতে পরিণত হয়েছি এবং পদ্ম সেই একজন যে এখন এটার অধীনে মন্ত্রাবিষ্ট। আমার মন্ত্রমুগ্ধ ছায়ার মধ্যে বসে, আমি প্রদান করি নিজের প্রতিদিনের ক্ষণিক দৃষ্টি— অন্যদিকে সে, আমার ক্ষণিক দৃষ্টি দান করি বন্দিনি, ক্ষণিক দৃষ্টি দ্বারা স্থিরতার মধ্যে জমে যাওয়া বেজির মতো অসহায়, ফনাতোলা সাপের চোখের পলকহীনতা বিবশ হ্যাঁ!– ভালোবাসার দ্বারা!'

ওটাই ছিলো শব্দটা : ভালোবাসা। লিখিত-ও-উচ্চারিত, এটা তার কণ্ঠকে তীক্ষ্ণ ও চড়া করে তুললো; এটা তার *ঠোঁট* থেকে অবমোচন করলো এক সহিংসতা যা আমাকে বিক্ষত করতে পারতো। '*তোমাকে* ভালোবাসা?' আমাদের পদ্ম বাঁশির মতো চিৎকার

AMARBOI.COM

করলো, 'কিসের জন্যে, হা খোদা? তোমাকে দিয়ে দরকারটা কি, পুচকে নৃপুঙ্গব,' এবং এখন তার আক্রমণ এলো, *'একজন প্রেমিক হিসেবে?'* হাত প্রসারিত করে সে আমার দিকে তর্জনি দিয়ে ইঙ্গিত করলো; তাতে আমার মনে পড়ে গেল আরেক, দীর্ঘ হারিয়ে যাওয়া আঙুলের স্মৃতি... তাই সে, দেখছে তার তীর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হচ্ছে, তীক্ষ্ম চিৎকার করে, 'কোথাকার পাগল! ওই ডাক্তারই ঠিক বলেছিলো!' এবং কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। আমি শুনতে পাই পায়ের শব্দ ধাতব সিঁড়িতে খটখটশব্দ করে কারখানার মেঝের দিকে। অন্ধকার ছায়ার মধ্যে রাখা বিশাল পাত্রগুলোর মধ্যে পা চলতে লাগলো দ্রুত। এবং একটা দরোজা, প্রথমে খুলে গেল এবং তারপর সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

এভাবে বাধা আসে, আমি ফিরে এসেছি, কোনো সুযোগ থাকে না, আমার কাজে।

জেলের দিক সূচক আঙুল : ছবিটার অবিস্মরণীয় কেন্দ্রবিন্দু যা ঝুলে ছিলো বাকিংহাম ভিলার একটা আকাশ-নীল দেয়ালে, আকাশ-নীল দোলনার সরাসরি ওপরে যার ভিতরে, শিশু সালিম হিসেবে, মধ্যরাতের সন্তান, আমার জীবনের প্রথম দিককার দিনগুলো আমি কাটিয়েছিলাম। তরুণ র‍্যালে– আর কেই বা হবে?– উপবিষ্ট, সেগুনের মধ্যে কাঠামোকৃত, একজন বৃদ্ধ, নাবিকের পায়ের কাছে,– তার কি সিন্ধু ঘোটকের মতো গুম্ফ ছিলো?– যার ডান হাত, সম্পূর্ণ প্রসারিত, এক জলজ দিগন্তের দিকে গড়ানো, অন্যদিকে তার তরল গল্প ঘুরপাক খাচ্ছে র‍্যালের চমকিত কানের চারপাশে–আর কেই বা হবে? কারণ ছবিতে আরো একজন বালক ছিলো, পা আড়াআড়ি ভাঁজ করে বসে আছে, ফ্রিল করা কলার ও বাটন-ডাউন টিউনিক পরিহিত... আর এখন একটা স্মৃতি ফিরে আসছে আমার কাছে : এক জন্মদিনের আসরের যেখানে এক গর্বিত মা ও সমভাবে গর্বিত আয়া ঠিক ওইরকম কলার, ঠিক ওইরকম টিউনিকের পোশাক পরাচ্ছে প্রকাণ্ড নাকযুক্ত এক শিশুকে। একজন দর্জি আকাশ-নীল এক কক্ষে বসে আছে, দিকসূচক আঙুলের নিচে, এবং ইংলিশ জমিদারের পোশাক অনুকরণ করছে... 'দেখ, কি মিষ্টি!' লীলা সবরমতি আমার চিরন্তন যন্ত্রণার প্রতি সোল্লাসে বলছে, 'ঠিক মনে হচ্ছে ও যেন বেরিয়ে এসেছে ছবিটা থেকে!'

শয়নকক্ষের দেয়ালে ঝুলন্ত একটা ছবিতে, আমি বসে আছ ওয়াল্টার র‍্যালের পাশে এবং আমার দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছি একজন জেলের দিকসূচক আঙুলকে। চোখ জোড়া সেঁটে আছে দিগন্তে, যার ওপাশে শুয়ে আছি– কি?– আমার ভবিষ্যৎ, হয়তো; আমার বিশেষ নিয়তি, শুরু থেকেই আমি যার জন্যে সতর্ক ছিলাম, ওই আকাশ-নীল কক্ষে

ম্লান ধুসর উপস্থিতি হিসেবে, কিন্তু অবহেলা করা অসম্ভব... কেননা আঙুলটা কম্পমান দিগন্তের থেকে আরো অনেক দূর পর্যন্ত নির্দেশ করছিলো, সেগুন ফ্রেমের ওপারে তা নির্দেশ করছিলো, আকাশ-নীল দেয়ালের সামান্য একটু জায়গা পেরিয়ে, আমার দৃষ্টিকে চালনা করছে'আরেকটি ফ্রেমের দিকে, যার মধ্যে আমার পলায়ন-অযোগ্য গন্তব্য ঝুলছে, কাচের নিচে চিরকাল স্থির : এর মধ্যে জাম্বো সাইজের একটা শিশুর স্ন্যাপ রয়েছে স্বর্গীয় বাণীর মতো ক্যাপশনযুক্ত; এবং এখানে, এর পাশে, উচ্চমানসম্পন্ন চর্মপত্রের ওপর একটা

চিঠি, রাষ্ট্রীয় সিলে এমবোস করা– প্রধানমন্ত্রীর প্রেরিত পত্রাদির ধর্মচক্রের ওপর দণ্ডায়মান সরনাথের সিংহ, যেটা এসেছিলো, পোস্ট-বয় বিশ্বনাথের হাত ঘুরে, *Times of India*-র প্রথম পাতায় আমার ছবি ছাপা হবার এক সপ্তাহ পর। সংবাদপত্র আমাকে নিয়ে উৎসব করেছিলো; রাজনীতিকরা আমার অবস্থানকে নিন্দিত করে। জওয়াহরলাল নেহরু লিখেছিলেন : 'প্রিয় শিশু সালিম, তোমার জন্মের মুহূর্তে সংঘটিত সুখকর দুর্ঘটনায় জানাই আমার বিলম্বিত অভিনন্দন! তুমি ভারতের সেই প্রাচীন মুখচ্ছবির নবতম বাহক যা চিরকালীনভাবেও তরুণ। ঘনিষ্ঠ মনোযোগ সহকারে আমরা তোমার জীবন পর্যবেক্ষণ করতে থাকবো; এটা হবে, এক অর্থে, আমাদের নিজেদেরই দর্পণ।'

এবং মেরি পেরেইরা, ত্রাসাহত, 'সরকার, ম্যাডাম? একটা চোখ রাখবে বাচ্চার ওপর? কিন্তু কেন, ম্যাডাম? ওর দোষ কি?'– এবং আমিনা, তার আয়ার কণ্ঠস্বরে ভীতির আভাস না বুঝে : 'এটা আসলে একটা পন্থা আর কি, মেরি; যা বলা হচ্ছে আসলে তা নয়।' কিন্তু মেরি স্বস্তি পায় না; এবং সর্বদা, যখনই সে বাচ্চার কক্ষে প্রবেশ করে, তার চোখ আটকে যায় ফ্রেমে বাধানো চিঠির দিকে; সে চারপাশে তাকায়, চেষ্টা করে সরকার লক্ষ্য করছে কি না; অনুসন্ধিৎসু চোখ : সেগুলো কি জানে? কেউ কি দেখতে পেয়েছে?... আমার ক্ষেত্রে যেমন, আমি যখন বড় হয়ে উঠি, আমি আমার মায়ের ব্যাখ্যা আদৌ মেনে নিইনি; কিন্তু এটা আমাকে মিথ্যা নিরাপত্তার একটা অনুভূতির মধ্যে প্রশমিত করে।

হয়তো জেলের আঙুল ফ্রেমে বাধানো চিঠিটার দিকে নির্দেশ করছে না; কারণ কেউ যদি আবার লক্ষ্য করে, তাহলে নির্দেশটা অনুসরণ করে তার দৃষ্টি জানলার বাইরে চলে যাবে, দোতলা পাহাড়িকার দিকে, ওয়ার্ডেন সড়কের ওপাশে, ব্রিচ ক্যাণ্ডি পুলের পিছনে, এবং আরেক সমুদ্রের দিকে যেটা ছবির সমুদ্র নয়; একটা সমুদ্র যার ওপর কোলির পাল গাঢ় কালচে লাল দেখায় অস্তগামী সূর্যের আভায়... একটি অভিযুক্ত আঙুল, তখন, আমাদের তাকাতে বাধ্য করে নগরীর অধিকারচ্যুতদের দিকে।

অথবা হতে পারে– এবং এই ধারণা আমাকে সামান্য কাঁপুনি অনুভব করায় উত্তাপ সত্ত্বেও– ওটা সতর্কতা জ্ঞাপক আঙুল, এর উদ্দেশ্য নিজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ; হ্যাঁ, এটা হতে পারতো, কেননা, অন্য এক আঙুলের ঐশি বাণী, একটি আঙুল নিজের থেকে যা বিসদৃশ নয়, আমার গল্পে যার অন্তর্ভুক্তি মুক্তি দেবে আলফা ও ওমেগার ভয়াবহ যুক্তি... ওহ খোদা, কী ধারণা আমার দোলনার ওপর কতোটা ঝুলে আছে আমার ভবিষ্যৎ, তাকে বোঝার জন্যে অপেক্ষায় আছে আমার? কতোগুলো সতর্ক সংকেত আমাকে দেয়া হয়েছে– কতোগুলো উপেক্ষা করেছি আমি?... কিন্তু না। আমি হবো না 'পাগল কোথাকার,' পদ্মর অলংকারপূর্ণ শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করতে।

আমিনা সিনাই ও শিশু সালিম যখন একটা ধার করা স্টুডিবেকার গাড়িতে চেপে বাড়িতে ফিরে এলো, আহমেদ সিনাই সাথে করে নিয়ে এলো একটা ম্যানিলা মোড়ক। মোড়কের ভিতর : একটা কাচের, লেবুর কাসুন্দি ছিলো, ধোয়া, সেদ্ধ, বিশুদ্ধ– এবং এখন, আবার পূর্ণ। চমৎকারভাবে সিলকরা একটা কাচের পাত্র, রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে আটকানো টিনের মুখ। রাবারের নিচে কি ছিলো সিল করা, কাচের ভিতর সংরক্ষিত,

ম্যানিলায় আবৃত্ত? এই : বাবা, মা ও বাচ্চার সাথে বাড়িতে আসছিলো কিছু পরিমাণ লোনা পানি, যেটার মধ্যে ঝুলছিলো একটা umbilical cord. (কিন্তু এটা কি আমার ছিলো না অন্যজনের? একথা আমি তোমাকে বলতে পারি না।) অন্যদিকে নতুন ঠিক করা আয়া, মেরি পেরেইরা, মেথওয়াল্ডের এস্টেটে আসছিলো বাসে করে। শিশু সালিম প্রাপ্তবয়স্কতার দিকে বেড়ে উঠছিলো যখন, umbilical টিস্যু অপরিবর্তিত অবস্থায় ঝুলছিলো বোতলজাত লোনা জলের ভিতর, একটা সেগুণকাঠের আলমারির পিছন দিকে। এবং যখন, অনেক বছর পর, আমাদের পরিবার শুদ্ধ ভূমিতে নির্বাসনে যায়, যখন আমি বিশুদ্ধতার দিকে সংগ্রাম করছি, umbilical cord সংক্ষিপ্তভাবে তাদের দিন নিতে পারতো।

কিছুই তখন ফেলে দেয়া হয়নি; বাচ্চা ও জনবম পরবর্তী জিনিস দুইই রেখে দেয়া হয়েছিলো; দুটোই পৌছায় মেথওয়াল্ডের এস্টেটে; দুইই অপেক্ষা করে তাদের সময়ের।

আমি সুন্দর চেহারার শিশু ছিলাম না। শিশুর স্ন্যাপ উন্মোচন করে যে আমার বড় চাঁদ-মুখটা খুবই বড়; অতিমাত্রায় নিখুঁতভাবে গোলাকার। থুৎনির এলাকায় কিছু একটার অভাব। আমিনা সিনাই, আমার এক মাথায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, তার ওপর দৃষ্টিপাত করে দ্বিগুণ-দ্বিগুণ মাতৃস্নেহের সাথে, সৌন্দর্যকৃত এক কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখে, উপেক্ষা করে যায় আমার আকাশ-নীল চোখের বরফ-সদৃশ উৎকেন্দ্রিকতা, শিঙের মতো উঁচু মাথার চাঁদি, এমন কি বেঢড় শশার মতো নাক।

শিশু সালিমের নাক : সেটা ছিলো দানবাকৃতির; এবং সেটা চলতো।

আমার প্রথম জীবনের রহস্যময় আকৃতি : বৃহৎ এবং অসুন্দর যেমনটা ছিলাম আমি, প্রতীয়মান হতো আমি ধারণ করছিলাম না। আমার একেবারে প্রথম দিনগুলো থেকেই আমি আত্মবর্ধনের একটা বীরোচিত কর্মসূচি প্রবৃতবত হই। (যেন আমি জানতাম যে, আমার ভবিষ্যৎ-জীবনের বোঝা বহনের জন্যে, আমার বিশালকৃতি হওয়া প্রয়োজন।) মধ্যসেপ্টেম্বর নাগাদ আমি আমার মায়ের বুকের দুধ খেয়ে শেষ করে ফেললাম। দুধ দেবার এক সেবিকা অবিলম্বে নিয়োগ করা হলো কিন্তু সে পশ্চাদাপসরণ করলো, মাত্র এক পক্ষ কালের মধ্যে শুকিয়ে গেল মরুভূমির মতো, তার স্তনের বোঁটায় দন্তহীন মাড়ি দিয়ে কামড়ানোর অভিযোগ করলো সে শিশু সালিমের বিরুদ্ধে। আমি বোতলের দিকে গেলাম এবং প্রচুর পরিমাণ পান করতে থাকলাম : বোতলের বোঁটাও ভোগান্তির শিকার হলো, অভিযোগকারিনি সেবিকার কথাই সত্য বলে তুলে ধরলো। বেবি বুক রাখা হতো অতি সতর্ক ভাবে; তাতে উন্মোচিত হয় যে আমি আকারে বেড়ে যাচ্ছিলাম প্রায় দৃশ্যমানভাবেই, বেড়ে যাচ্ছিলাম দিনে দিনে; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার নাকের কোনো পরিমাপ রাখা হতো না, তাই আমি বলতে পারবো না শরীরের অন্য অংশের চেয়ে সেটা দ্রুত বাড়ছিলো কি না। আমি অবশ্যই বলবো যে আমার খুব স্বাস্থ্যবান বিপাক ক্রিয়া ছিলো। আমার নাক থেকে নানা প্রকার বাতিল পদার্থ বেরিয়ে আসতো আমার মায়ের বাথরুমে... আমি চোখ শুকনো রাখতাম। 'কতো ভালো ছেলে, ম্যাডাম,' মেরি পেরেইরা বলতো; 'এক ফোঁটা চোখের পানিও ফেলে না কখনো।'

ভালো শিশু সালিম ছিলো এক শান্ত বাচ্চা; আমি প্রায়শ হাসতাম, কিন্তু শব্দ করতাম কম। একটা সময়ে আমিনা ও মেরি আশংকা করতে শুরু করেছিলো যে বাচ্চাটি বোবা; কিন্তু, ঠিক যে মুহূর্তে তারা তার বাবাকে বিষয়টি জানাতে যাচ্ছিলো (যার কাছ থেকে তারা তাদের দুর্ভাবনা গোপন করে যেতো– কোনো পিতাই চায় না পঙ্গু সন্তান), সেই মুহূর্তে সে প্রচণ্ড শব্দ করে উঠলো, এবং উত্তমরূপে স্বাভাবিক হয়ে গেল, 'এটা এমন,' আমিনা ফিসফিস করে মেরিকে বললো, 'যেন সে আমাদের শান্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

আরো একটা গুরুতর সমস্যা ছিলো। আমিনা ও মেরি সেটা লক্ষ্য করলো কয়েক দিন পর। আরা আমার চোখের পাতার অচলতা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। আমিনা, মনে করে কিভাবে, তার গর্ভধারণকালে, তার না-জন্মানো শিশুর ওজন সময়কে ধরে রেখেছিলো একটা মৃত সবুজ পুকুরের মতো স্থির, কল্পনা করতে আরম্ভ করেছিলো তার বাচ্চার কোনো জাদুকরি শক্তি আছে কি না– আর তা দ্রুত বাড়ছিলো, যাতে করে মা-ও-আয়া সবকিছু করার মতো যথেষ্ট সময় না পায় যা করার দরকার, যাতে করে বাচ্চাটি অবিশ্বাস্য হারে দ্রুত বেড়ে উঠতে পারে; ওই রকম ক্রমিক দিবাস্বপ্নের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে আমার মা আমার সমস্যা লক্ষ্য করেনি। কেবল যখন সে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে আইডিয়াটা ঝেড়ে ফেললো, এবং নিজেকে বললো যে আমি প্রচুর হজমশক্তি সম্পন্ন একজন ভালো বালক। আগেভাগে দৈহিকভাবে বেড়ে ওঠা একজন। মাতৃপ্রেমের vcils করেছিলো যথেষ্ট তার মায়ের ও মেরির জন্যে যাতে তারা চিৎকার করে, দ্বৈতকণ্ঠে : 'দেখ, বাপ-রে-বাপ! দেখুন, ম্যাডাম! দেখো, মেরি! পুচকেটা কখনো চোখ পিটপিট করে না!'

চোখ দুটোও ছিলো নীল : কাশ্মিরি-নীল, এক শিশুর বদলে রেখে যাওয়া অন্য শিশু-নীল, অনির্গত অশ্রুর ভাবের নীল, এত নীল যে চোখ পিটপিট করা যায় না। যখন আমি খাদ্য গ্রহণ করি তখন আমার চোখ মড়াচড়া করে না; কুমারি মেরি যখন আমাকে তার কাঁধের ওপর বসায়, চিৎকার করে, 'ওওফ, কী ভারী, সুইট জেসাস!' আহমেদ সিনাই যখন আমার দোলনার দিকে ঝুঁকলো তখন আমি চেঁচিয়ে উঠি... 'একটা ভুল হতে পারে, ম্যাডাম,' মেরি বললো। 'হয়তো ছোট সাহেব আমাদের অনুকরণ করছে—চোখ পিটাপিট করছে যখন আমরা পিটপিট করছি।' এবং আমিনা : 'আমরা পালাক্রমে চোখের পাতা ফেলবো আর লক্ষ্য করবো ও কি করে।' তাদের চোখের পাতা বন্ধ হলো ও খুললো পালাক্রমে, তারা আমার চোখের তুষারের মতো নীল রঙ পর্যবেক্ষণ করলো; কিন্তু সেখানে সামান্যতম কম্পন ছিলো না; যে পর্যন্ত না আমিনা ব্যাপারটা নিজের হাতের মধ্যে নিলো এবং ক্রাডলটা ধরলো আমার চোখের পাতা নিচের দিকে নামিয়ে দেবার জন্যে। পাতাগুলো বন্ধ হলো : আমার শ্বাসপ্রশ্বাস ঘুমের ছন্দে মিলে গেল। এর পর, কয়েক মাস, মা ও আয়া আমার চোখের পাতা খোলা ও বন্ধ করার কাজ চালিয়ে গেল পালাক্রমে। 'ও শিখলে ম্যাডাম,' মেরি আশ্বস্ত করে আমিনাকে, 'ও খুব ভালো বাধ্যাগত শিশু।' আমি শিখেছিলাম : আমার জীবনের প্রথম শিক্ষা : সারাক্ষণ চোখ খুলে রেখে কেউই দুনিয়াকে মোকাবেলা করতে পারে না।

এখন, শিশুর চোখ দিয়ে অতীতের দিকে তাকিয়ে, আমি এটা নিখুঁতভাবে দেখতে

AMARBOI.COM

পারি– এটা খুব চমকপ্রদ কতোটুকু তুমি স্মরণ করতে পারো যখন চেষ্টা করো। আমি যা দেখতে পারি : নগর, গ্রীষ্মের উত্তাপের ভিতর রক্তচোষা গিরগিটির মতো রোদ পোহাচ্ছে। আমাদের বোম্বে : এটা দেখতে লাগে একটা হাতের মতো কিন্তু এটা বাস্তবিকই একটা মুখ, সব সময় খোলা, সব সময় বুভুক্ষু, ভারতের সবখান থেকেই গ্রাস করছে খাদ্য আর প্রতিভা। একটা চাকচিক্যময় জোঁক কিছুই উৎপন্ন করে না কেবল সিনেমা বুশ-শার্ট মাছ ছাড়া... পার্টিশনের পরিণামে, আমি দেখি পোস্ট বয় বিশ্বনাথ বাইসাইকেল চালিয়ে আসছে আমাদের দোতলা পাহাড়িকার দিকে, তার বয়স্ক অর্জুন ইণ্ডিয়াবাইকে চড়ে আসছে একটা পচনশীল বাসের পাশ দিয়ে– পরিত্যক্ত যদিও এখন বর্ষার মৌসুম নয়, কারণ হলো এর চালক অকস্মাৎ পাকিস্তানে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়, ইঞ্জিনের সুইচ বন্ধ করে এবং চলে যায়, রেখে যায় এক বাসভর্তি উন্মূল যাত্রী, জানলা থেকে যারা ঝুলছিলো, ছাদ উপচে পড়ছিলো, দরোজায় ঠাশাঠাশি হয়ে ছিলো... আমি তাদের অভিস্পাত শুনতে পাই, শুওরের বাচ্চা, খচ্চড়ের ভাই; দুই ঘণ্টা পর তারা বাসটিকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে স্থান ত্যাগ করে। এবং, এবং : ইংলিশ চ্যানেলে ভারতের প্রথম সাঁতারু, মি. পুষ্প রায়, আসছেন ব্রিচ ক্যাণ্ডি পুলের গেটে। জাফরান রঙের বাথিং-ক্যাপ তার মাথায়; টাওয়েল জড়ানো তার কোমরে, এই পুষ্প স্নানের কেবল মাত্র-শ্বেতাঙ্গ নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সে একটা মহিশুর চন্দনকাঠ সাবান ধরে আছে হাতে; নিজেকে তুলে রেখেছে ওপর দিকে; গেটের ভিতর দিয়ে মার্চ করে এগোয়... সেখানে ভাড়া করা পাঠানরা তাকে ধরে ফেলে, নিত্যনৈমিত্তিক একজন ভারতীয় একপাশে সরে যায় হাত থেকে ভারতীয়রা রক্ষা করে ইউরোপীয়দের, এবং সে যায়, কঠিনতর সংগ্রামরত, ব্যাঙের মতো। চ্যানেল সাঁতারু লাফ দেয় সড়কে, অল্পের জন্যে ধাক্কা লাগে না উট ট্যাক্সি বাইসাইকেলের সাথে (বিশ্বনাথ তার সাবান এড়ানোর জন্যে swerves করে)... কিন্তু সে নিবৃত্ত হয় না; উঠে দাঁড়ায়; গায়ে ঝাড়া দেয়; এবং আগামীকাল ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করে। আমার শৈশবের বছরগুলোর ভিতর দিয়ে, দিনগুলো নিয়মানুবর্তি হয়েছিলো সাঁতারু পুষ্পের দৃশ্যের দ্বারা, যার মাথায় জাফরান রঙের ক্যাপ ও কোমরে পতাকা-আঁকা তোয়ালে, লাফ দিচ্ছে অনিচ্ছুকভাবে ওয়ার্ডেন সড়কে। এবং শেষ পর্যন্ত তার প্রচারণা বিজয় অর্জন করলো, কারণ আজ পুল নির্দিষ্ট ভারতীয় 'উত্তমদের'– তাদের মানচিত্র-আকৃতির পানিতে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু পুষ্প ওই উত্তমদের অন্তর্ভুক্ত নয়; এখন সে বৃদ্ধ এবং বিস্তৃত, দূর থেকে এখন সে পুলটা লক্ষ্য করে... এবং এখন বেশি বেশি জনতা আমার দিকে বন্যার মতো ভেসে আসে– যেমন বনো দেবী, সেকালের বিখ্যাত মহিলা কুস্তিগীর, যে কেবল পুরুষদের সাথে কুস্তি লড়তো আর হুমকি দিতো যে তাকে হারাবে তাকে সে বিয়ে করবে, যার প্রতিজ্ঞার ফলাফল হিসেবে সে কখনোই একটা বাউটও হারতো না; এবং (বাড়ির এখন নিকটে) আমাদের বাগানের ট্যাপের নিচে সাধুটি, যার নাম ছিলো পুরুষোত্তম এবং যাকে আমরা (সনি, আইস্লাইস, কেশতেল, সাইরাস ও আমি) সব সময় গুরু-পুরু বলে ডাকতাম– আমি মুবারক হবো বিশ্বাস করে, সেই আশীর্বাদপ্রাপ্ত একজন, সে তার জীবন উৎসর্গ করলো আমার ওপর একটা নজর রাখার জন্যে, এবং তার দিনগুলো পরিপূর্ণ করে তুললো আমার বাবাকে হস্তরেখা পাঠ শিখিয়ে আর আমার মায়ের দুর্ভাবনা দূর করে; এবং

তারপর বৃদ্ধ বেয়ারার মুসা ও নতুন আয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, explode না হওয়া পর্যন্ত যা বাড়তেই থাকবে; সংক্ষেপে, ১৯৪৭ সালের শেষে, বোম্বের জীবন ছিলো পরিপূর্ণ, বহুধার মতো,.. এটা ছাড়া যে আমি পৌঁছেছি; মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আমি ইতোমধ্যে আমার স্থান নিতে শুরু করেছি; এবং এই আবসরে আমি শেষ হয়ে যাই, সবার কাছে আমি এর অর্থ প্রদান করি। তুমি বিশ্বাস করছো না আমাকে? শোনো : আমার cradle-এর পাশে, মেরি পেরেইরা একটা ছোট গান গাইছে :

যা কিছু তুমি হতে চাও, তুমি হতে পারবে :
তুমি হতে পারো ঠিক কি—সমস্ত তুমি পাঠাও।

গোয়ালিয়া ট্যাংক রোডে অবস্থিত রয়েল বারবার হাউজের একজন নরসুন্দর আমার মাথা মুন্ডন করার সময়, আমি মেথওয়াল্ড এস্টেটে অধিক চাহিদার মধ্যে ছিলাম। (ঘটনাচক্রে, মাথা মুণ্ডনের বিষয়ে : আমি এখনো শপথ করে বলতে পারি যে দাঁত সিটকানো নরসুন্দরের কথা আমি স্মরণ করতে পারি, সে আমার কপালের চামড়া টেনে ধরে তার কাজ করছিলো; ক্ষুর dessending করছে, এবং যন্ত্রণা; কিন্তু আমাকে বলা হয়েছিলো যে, ওই সময়ে, আমি চোখের পাতা এতটুকু নড়িনি।)

হ্যাঁ, আমি খুব জনপ্রিয় একটা ক্ষুদে মানুষ ছিলাম : আমার দুই মা, আমিনা ও মরি, আমাকে যথেষ্ট সময় পেতো না। সমস্ত বাস্তব ব্যাপারেই, তারা ছিলো ঘনিষ্ঠ মিত্র। আমার মাথা কামানোর পর, এক সাথে তারা আমাকে গোসল করায়; এবং স্নানের পানিতে আমার অবতরণ অঙ্গটা সক্রোধে নড়েচড়ে উঠলে তারা একসাথে ফিকফিক করে হেসে ওঠে। 'এই বালকটাকে গোপনে লক্ষ্য করা বরং ভালো হবে, ম্যাডাম,' মেরি দুষ্টুমি করে বলে, 'ওর জিনিসটার প্রাণ আছে!' এবং আমিনা, 'চ্, চ্, মেরি, তুমি ভয়ংকর, সত্যি...' কিন্তু তখন হাসির দমকে, 'দেখুন না, ম্যাডাম, ওর ছোট্ট সু-সু!' একসাথে তারা সুন্দরভাবে আমার যত্ন নেয়; কিন্তু আবেগের ব্যাপারে, তারা ছিলো মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বি। একবার, যখন তারা আমাকে মালাবার পাহাড়ের ওপর ঝুলন্ত বাগানের ভিতর দিয়ে পেরামবুলেটরে চড়ানোর জন্যে নিয়ে যায়, আমিনা শুনতে পায় অন্য আয়াদের মেরি বলছে, 'দেখ : এই যে আমার নিজের বড় ছেলে'– এবং বিদঘুটেরকম হুমকি অনুভব করে। শিশু সালিম পরিণত হয়, এর পর, তাদের ভালোবাসার যুদ্ধক্ষেত্রে; স্নেহ-মমতা প্রদর্শনে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে; সে অন্যদিকে, এ সময় চোখ পিটপিট করছে, জোরে জোরে শব্দ করে কুলকুচি করে, তাদের আবেগ গিলে খায়, তার দৈহিক বেড়ে ওঠাকে গতিশীল করার কাজে লাগায়, স্ফীত করে বাড়িয়ে নেয় নির্দিষ্ট আলিঙ্গন চুম্বন থুৎনির নিচে স্পর্শ, মুহূর্তের দিকে অভিঘাত সৃষ্টি করে মানুষ হিসেবে তার অপরিহার্য চারিত্র্যের চাহিদা : প্রতি দিন, এবং মাত্র ওই দুর্লভ মুহূর্তগুলোয় যখন আমি জেলের দিকসূচক আঙুলের সাথে একা থেকে যাই, আমি নিজেকে আমার বিছানার মধ্যে গুটিগুটি মারার চেষটা করি।

(এবং অন্যদিকে আমি পায়ের ওপর দাঁড়াবার প্রচেষ্টা চালাই, আমিনাও, অক্ষম এক সমাধানের মুঠির মধ্যে সে চেষ্টা করছিলো তার মন থেকে তার নাম-উচ্চারণ–অযোগ্য

www.amarboi.com

স্বামীর স্বপ্ন বহিষ্কার করতে, যেটা আমার জন্মের পরের রাতে দেখা ফ্লাইপেপারের স্বপ্ন সরিয়ে জায়গা নিয়েছিলো, বাস্তবতার এমন এক স্বপ্ন যে তা জাগ্রত অবস্থার সময় লেগে থাকতো। তাতে, নাদির খান তার বিছানার কাছে আসে আর তাকে গর্ভবতি করে; এই ব্যাপারটা আমিনাকে বিভ্রান্ত করে তোলে তার বাচ্চার পিতৃত্ব সম্পর্কে। প্লটার মুঠিতে অসহায় আমার মা আমিনা ওই সময় অপরাধের কুয়াশা গঠন করতে থাকে যেটা, পরবর্তী বছরগুলোয়, তার মাথার চারপাশে ঘিরে থাকে একটা গাঢ় কালো আভার মতো।)

আমি কখনো উয়ি উইলি উইঙ্কি সম্পর্কে তার সেরা সময়ের কথা কিছু শুনিনি। তার অন্ধ-চোখের শোকের পর, তার দৃষ্টিশক্তি ক্রমান্বয়ে ফিরে আসে; কিন্তু কিছু একটা কর্কশ ও তিক্ত অবস্থান করে তার কণ্ঠস্বরে। আমাদের বলে এটা এ্যাজমা, এবং মেথওয়াল্ডের এস্টেটে সপ্তাহে একবার গান গাইতে আসা চালিয়ে যেতে থাকে। 'শুভ রাত্রি, ভদ্রমহিলারা,' সে গায়; এবং, আজকের দিন পর্যন্ত ধরে রেখে, যোগ করে 'মেঘ খুব তাড়াতাড়ি ঘুরবে' এবং, অল্প একটু পর, 'জানলার ওই কুকুরটির দাম কতো?' সে নস্টালজিয়াপূর্ণ গান গেয়ে চলে, এবং তাকে সরিয়ে দেবার সাহস কারো হয় না। উইলিয়াম মেথওয়াল্ডের আমলের যে কয়েকজন মাত্র বেঁচে আছে উইঙ্কি ও জেলের আঙুল তাদের মধ্যে দু'জন, কারণ ইংরেজটির চলে যাবার পর তার উত্তরাধিকারীরা প্রাসাদগুলো খালি করে ফেলে। লীলা সবরমতি তার পিয়ানোলা সংরক্ষণ করে; আহমেদ সিনাই রক্ষা করছে তার হুইস্কি-ক্যাবিনেট; বৃদ্ধ ইব্রাহিম সিলিং-ফ্যানগুলো দেখে আসছে; কিন্তু গোল্ডফিশগুলো মারা যায়, কিছু অনাহারে, অন্যগুলো অধিক খাদ্যের চাপে; এবং পুরনো আলমারির ভিতরে রাখা বিবর্ণ হতে থাকা পোশাকগুলো বিতরণ করে দেয়া হয় এস্টেটের ঝাড়ুদার মহিলা ও অন্যান্য চাকরদের মধ্যে। কিন্তু উইঙ্কি ও আমার দেয়ালের ওপরকার ছবি বেঁচে থাকে; গায়ক ও জেলে পরিণত হয় আমাদের জীবনের প্রতিষ্ঠানে, ককটেল প্রহরের মতো, যা ইতোমধ্যে এমন প্রচণ্ড এক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে ভাঙা অসম্ভব। 'প্রত্যেক ছোট অশ্রু আর দুঃখ,' উইঙ্কি গায়, ' তোমাকে শুধু আমার আরো কাছে নিয়ে আসে...' এবং তার কণ্ঠস্বর খারাপ থেকে আরও খারাপ হতে থাকে। তারপর তা সিতারের মতো শব্দ করে। মৃত্যুর আগেই তার কণ্ঠস্বর পুরোপুরি সে হারিয়ে ফেলে; চিকিৎকরা তার গলার ক্যান্সারের ডায়াগনসিস আবারও তুলে ধরে; কিন্তু তারাও ভুল করেছিলো, কেননা উইঙ্কি কোনো অসুখে মারা যায়নি সে মারা গেছে বৌকে হারানোর তিক্ততায় যার বিশ্বাসঘাতকতা সে কখনো সন্দেহ করেনি। তার পুত্র, সৃষ্টি ও ধ্বংসের দেবতা শিবের নামে যার নাম, তার পায়ের কাছে বসে থাকতো সেইসব প্রথমদিককার দিনগুলোয়, নীরবে বহন করতো তার বাবার ধীর পতনের কারণ হবার বোঝা (অথবা ওই রকম হবার কথা সে ভাবতো); এবং ক্রমান্বয়ে, আগত বছরগুলো জুড়ে, আমরা লক্ষ্য করতাম তার চোখ দুটো এক ক্রোধে পূর্ণ হতো যা কথা বলতো না; লীলা সবরমতির ছেলের বয়স যখন আট বছর, তখন সে শিবকে উত্যক্ত করতে শুরু করে; মেরির অপরাধ যাকে দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে সে তখন একটা তীক্ষ্ণ চ্যাপ্টা পাথর খণ্ড তুলে নেয়, যার প্রান্ত ক্ষুরের মতো ধারালো, সেটা দিয়ে সে উত্যক্তকারির ডান চোখে আঘাত করলো। আইস্লাইসের দুর্ঘটনার পর, উয়ি উইলি উইঙ্কি মেথওয়াল্ডের এস্টেটে একা একা

আসতো, তার ছেলেকে অন্ধকার স্মৃতিতে প্রবেশের জন্যে পিছনে ছেড়ে এসেছে যার থেকে কেবল মাত্র একটা যুদ্ধই পারতো তাকে রক্ষা করতে।

উয়ি উইলি উইঙ্কির আগমন প্রতিদিন সহ্য করতো কিভাবে মেথওয়াল্ডের এস্টেট তার কণ্ঠস্বরের ক্ষয় আর তার ছেলের সহিংসতা সত্ত্বে : একবার সে তাদের জীবন সম্পর্কে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ক্লু দিয়েছিলো। 'প্রথম জন্ম,' সে বলেছিলো, 'তোমাকে বাস্তব করে তুলবে।'

উইঙ্কির ক্লুর সরাসরি ফলাফল হিসেবে, আমি ছিলাম, আমার জীবনের প্রথম দিককার দিনগুলোয়, অত্যন্ত চাহিদা সম্পন্ন আমিনা ও মেরি আমার মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে চেষ্টা করে; কিন্তু এস্টেটে অবস্থিত প্রত্যেকটি বাড়িতে এমন মানুষ ছিলো যারা আমাকে জানবে চাইতো। এবং ঘটনাচক্রে আমিনা, আমাকে তার দৃষ্টির আড়ালে যেতে দিতে তার অনিচ্ছাকে জয় করতে আমার জনপ্রিয়তায় গর্ব অনুভব করতো, আমাকে ধার দিতে রাজী হতো, পর্যায়ক্রমিকভাবে, পাহাড়ের ওপর বসবাসকারি বিভিন্ন পরিবারের কাছে। মেরি পেরেইরা আমাকে একটা আকাশ-নীল গ্রামে ঠেলে দেয়, লাল টাইল করা প্রাসাদের চারপাশে আমি বিপুল উন্নতি আরম্ভ করি, আমার উপস্থিতি দিয়ে প্রত্যেককে পালাক্রমে সন্তুষ্ট করি, আর তাদের মালিকদের নিকট তাদের বাস্তব করে তুলি। এবং সে কারণেই, শিশু সালিমের চোখে অতীতের দিকে তাকিয়ে, আমার প্রতিবেশিত্বের বেশিরভাগ পোপনীয়তা আমি উম্মোচন করতে পারি, কারণ বড়রা আমার সামনেই তাদের জীবন যাপন করতো এ ভয় মনে না নিয়েই যে তাদের পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, তারা জানতোও না যে, অনেক বছর পর, কেউ একজন পিছন ফিরে তাকাবে শিশুর চোখ নিয়ে এবং থলের বেড়াল বের করে দেবার সিদ্ধান্ত নেবে।

তো এই যে বৃদ্ধ ইব্রাহিম, দুশ্চিন্তায় মুমূর্ষু, কারণ সুদূর আফ্রিকায়, সরকার তার সিসল গাছের খামার জাতীয়করণ করছে; এই যে তার বড় ছেলে ইসহাক, তার হোটেল ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত যা ঋণের জালে জড়াচ্ছে, যাতে করে সে টাকা ধার নিতে বাধ্য হচ্ছে স্থানীয় গ্যাংস্টারদের কাছ থেকে; এই যে ইসহাকের চোখ, তার ভাইয়ের বৌয়ের ব্যগ্রলালসা হচ্ছে, যদিও পাতিহাঁস নুসি যে কারো প্রতি কেন যৌন আগ্রহ বোধ করে তা আমার কাছে এক রহস্য; আর এই যে নুসির স্বামী, আইনজীবী ইসমাইল, যে কি না তার পুত্রের উল্টো-জন্ম থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিখেছে : 'জীবনে কিছুই বেরিয়ে আসে না,' সে তার পাতিহাঁস মার্কা স্ত্রীকে বলে, 'যতক্ষণ না জোর করে আনা হয়।' তার আইন পেশায় এই দর্শন প্রয়োগ করে, সে চিৎকার করে জালিয়াত বিচারক ও ভণ্ড জুরির পেশার বিরুদ্ধে; সব শিশুরই তাদের মা-বাবাকে পরিবর্তন করে দেবার ক্ষমতা আছে, এবং সনি তার বাবাকে প্রচণ্ড সফল একজন শঠ বানিয়ে দিলো। এবং, ভার্সেই ভিলার দিকে অগ্রসরমান, এই যে মিসেস দুবাশ দেবতা গণেশের পট সহ, আমাদের বাড়িতে, একটি এপার্টমেন্টের কোণায় সংলগ্ন ওই ধরনের আধিভৌতিক অসচ্ছতা যে 'দুবাশ' শব্দটি পরিণত হয়েছে একটি ক্রিয়ায়, যার অর্থ 'একটা তালগোল সৃষ্টি করো'... 'ওহ, সালিম, আবার তুমি তোমার কামরা দুবাশ করেছো, তুমি কালো মানুষ!' মেরি চিৎকার করবে। আর এখন তালগোলের কারণে, আমার তালগোলের হুড়ের ওপর দিয়ে থুৎনির নিচে চার্ম

করতে : আদি দুবাশ, পদার্থবিদ, এটম ও লিটারের অসাধারণ প্রতিভা। তার স্ত্রী, এখনও সে সাইরাস-দ্য-গ্রেটকে বহন করছে, ঝুলছে পিছনে, বড় করছে তার শিশুকে, তার চোখের ভিতরের দিকের কোণে কিছু একটা উম্মাদক চিকচিক করছে, এর সময়কে ধারন করছে; এটার কখনো উত্থান ঘটবে না যে পর্যন্ত মি. দুবাশ, যার প্রতিদিনের জীবন খরচ হতো দুনিয়ার সবচেয়ে বিপদজনক বস্তু নিয়ে কাজ করার ভিতর দিয়ে। আমি কখনো ডা. নারলিকারের ফ্লাটে আমন্ত্রিত হইনি, শিশু ঘৃণাকারী গাইনিকোলজিস্ট; কিন্তু লীলা সবরমতি অথবা হোমি ক্যাটরাকের বাড়িতে আমি একজন ভ্রমণকারিতে পরিণত হই, লীলার এক হাজার এক বিশ্বাসঘাতকতার একটা ক্ষুদ্র পার্টিতে, এবং ঘটনাক্রমে নৌ কর্মকর্তার স্ত্রী ও চলচিত্র-ম্যাগনেট-রেসের ঘোড়ার-মালিকের মধ্যে লিয়াজোঁ শুরুর একজন সাক্ষি; যা, পুরোটাই ভালো সময়ে, আমাকে চমৎকারভাবে সার্ভ করবে যখন আমি প্রতিশোধ নেয়ার সুনিশ্চিত পরিকল্পনা গ্রহণ করবো।

এমন কি একটা শিশুও এটা সীমা নিরূপনের সমস্যার মুখোমুখি হয়; আর আমি বলতে বাধ্য যে আমার প্রথম দিককার জনপ্রিয়তার নিজস্ব সমস্যাজনিত দৃষ্টভঙ্গি ছিলো, কারণ আমি বিষয়টির ওপর দৃষ্টিভঙ্গির এক বিভ্রান্তিকর বহুতায় বোমাহত ছিলাম, একজন গুরুর কাছে ট্যাপের নিচে একজন আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়ে, লীলা সবরমতির কাছে একজন ভ্রমণকারি; আমার দুই মাথাযুক্ত মায়ের কাছে আমি ছিলাম সবরকম শিশুসুলভ বস্তু– তারা আমাকে ডাকতো জুনু-মুনু, এবং পুচ-পুচ, এবং চাঁদের টুকরো।

কিন্তু, সর্বোপরি, এ সমস্ত কিছু গিলে ফেলা ছাড়া একটা শিশু আর কি করতে পারে? শান্তভাবে, শুষ্ক চোখে, আমি আত্মভূত করি নেহরুর চিঠি এবং উইস্কির ভবিষ্যদ্বানী; কিন্তু সমস্তকিছুর গভীরতর ছাপ তৈরি হয়েছিলো যে দিন হোমি ক্যাটরাকের বোকা কন্যা তার চিন্তাভাবনা পাঠিয়েছিলো সার্কাস রিঙে এবং আমার শিশুর মতো মাথায়।

টক্সি ক্যাটরাক, বেঢপ মাথা আর লম্বাটে মুখের; টক্সি, যে সর্বোচ্চ তলার একটা গরাদে লাগানো জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলো, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, হস্তমৈথুন করছিলো যে কখনো কখনো আমাদের মাথায় আঘাত করে... তার বয়স হয়েছিলো একুশ বছর, অনেক বছরের সন্তান না হবার উৎপাদন; কিন্তু আমার ভাবনায় সে সুন্দরী, কেননা যাতে করে প্রত্যেক শিশু জন্মায় সেই উপহার সে হারায়নি এবং যাতে জীবন ক্ষয়ের দিকে যাত্রা শুরু করে। টক্সি যা বলেছিলো আমি তার কিছুই মনে রাখতে পারি না যখন তার ভাবনা ফিসফিস করে পাঠানো হয়। সম্ভবত কুলকুচি ও থুথু ফেলা ব্যতীত আর কিছুই নয়;

এখনকার মতো এই যথেষ্ট, শিশু সালিম সম্পর্কে ইতোমধ্যেই আমার এই নির্দিষ্ট উপস্থিতি ইতিহাসের ওপর একটা ক্রিয়া সৃষ্টি করেছে; এর মধ্যে শিশু সালিম তার চারপাশের জনতার পরিবর্তনের ওপর কাজ করে যাচ্ছে; এবং, আমার বাবার মামলায়; আমি দোষি বিবেচিত হয়েছিলাম যে লোকটা আমিই যে কিনা তাকে অতিরিক্ততার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলো যা ফ্রিজের আতংকজনক সময়ের দিকে নিয়ে যায়, হয়তো অবশ্যম্ভাবিরূপেই...

আহমেদ সিনাই তার পায়ের বুড়ো আঙুল ভাঙার জন্যে তার পুত্রকে কখনো ক্ষমা

করেনি। এবং এমন কি ব্যাণ্ডেজ সরিয়ে নেবার পর, একটা ক্ষুদ্র ক্ষত থেকেই যায়। আমার বাবা আমার দোলনার ওপর ঝুঁকে পড়েছিলো এবং বলেছিলো : 'কাজেই, আমার পুত্র : তুমি আরম্ভ করছো। আর ইতোমধ্যে তোমার বেচারা বৃদ্ধ পিতাকে লজ্জায় রাঙা করে তুলছো!' আমার মতে, এটা অর্ধেক একটা কৌতুক মাত্র। কারণ, আমার জন্মে, আহমেদ সিনাইয়ের জন্যে সবকিছুই পরিবর্তিত হয়ে যায়। গৃহে তার অবস্থান আমার আগমন উপলক্ষে ছিলো নিম্নবর্তি এখন, ' তোমার ছেলের এটা-ওটা দরকার।' অথবা 'জানুম, এই এই জিনিসের জন্যে তোমাকে অবশ্যই টাকা দিয়ে যেতে হবে।' খারাপ লক্ষণ, আহমেদ সিনাই ভাবলো। আমার বাবা ছিলো একজন আত্ম-গুরুত্বপূর্ণ মানুষ।

এবং তাই এটা ছিলো আমার কাজ যে আহমেদ সিনাই পতিত হয়েছিলো, যমজ ফ্যান্টাসির মধ্যে, সমুদ্রের নিচের তলদেশের আর জ্বিনের অবাস্তব দুনিয়ায়।

এক শীতল-মৌসুমের সন্ধ্যায় আমার পিতার একটি স্মৃতি মনে পড়ে, আমার বিছানায় বসে (আমার বয়স সাত বছর) এবং আমাকে বলছে, সামান্য ভরাট কণ্ঠে, জেলের গল্প একটা বোতলের মধ্যে জ্বিনকে যে খুঁজে পায় সেইতে... 'জ্বিনের প্রতিজ্ঞায় কখনো বিশ্বাস করবে না, আমার পুত্র! ওদের বোতলের বাইরে আসতে দাও আর ওরা তোমাকে খেয়ে ফেলবে!' এবং আমি, বাবার নিঃশ্বাসে বিপদের গন্ধ পাই : 'কিন্তু, আব্বা, একটা জ্বিন কি বাস্তবিকই বোতলের মধ্যে থাকতে পারে?' আমার বাবা, মেজাজের এক রক্তিম পরিবর্তনে, হাসির গর্জনে ফেটে পড়ে তার কক্ষ ত্যাগ করে, ফিরে আসে সাদা লেভেল লাগানো গাঢ় সবুজ একটা বোতল নিয়ে। 'দেখ,' সে বলে, 'এর ভিতরকার জ্বিনটাকে তুমি কি দেখতে চাও?' 'না!' আমি ভয়ে চিৎকার করি; কিন্তু 'হ্যাঁ!' চিৎকার করে আমার পাশের বিছানা থেকে আমার বোন পেতলের বাঁদর... এবং সন্ত্রাসের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি যে সে বোতলের মুখটা খুলছে আর নাটকীয়ভাবে বোতলের মুখটা বন্ধ করে তার হাতের তালুতে, আর এখন, অন্য হাতে, একটা সিগারেট-লাইটার এখন দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছে। আমার বাবা চিৎকার করে। এবং, তার হাত সরিয়ে নিচ্ছে, আগুনের শিখা ধরছে বোতলের মুখে। বেদনাহত বাঁদর ও আমি একটা আগুনের শিখা দেখি, নীল-সবুজ হলুদ, বোতলের বাইরের দিকে সেই আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ছে; যতক্ষণ না বোতলের তলায় গিয়ে পৌছালো, তখন শিখা উঠলো সামান্য এবং নিভে গেল। পরদিন হাসি আমার আর মুখে ধরে না যখন আমি সনি, আইস্লাইস, ও কেশতেলকে সবিস্তারে তুলে ধরেছি যে, আমার বাবা জ্বিনদের সাথে লড়াই করে; সে তাদের পেটায়; এটা সত্যি!... এবং এটা সত্যি ছিলো! আহমেদ সিনাই, শুরু করলো, আমার জন্মের অল্প পরেই, জ্বিনের বোতলের সাথে জীবন-মেয়াদী যুদ্ধ।

ওইসব দিনে, বোম্বেকে একটা শুষ্ক রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিলো। একটা ড্রিংক পেতে হলে তেমাকে এ্যালকোহলিক হিসেব সনদপ্রাপ্ত হতে হবে; এবং নতুন জাতের একদল ডাক্তার আবির্ভূত হয়, জ্বিন-ডাক্তার, তাদের একজন, ডা. শরাবি, পাশের দরোজায় তার সাথে আমার বাবার পরিচয় করিয়ে দেয় হোমি ক্যাটরাক। এর পর, প্রত্যেক মাসের প্রথমে, আমার বাবা ও মি. ক্যাটরাক এবং নগরীর সর্বাধিক সম্মানিত

AMARBOI.COM

লোকদের অনেকে লাইন দেয় ডা. শরাবির সার্জারি দরোজার বাইরে, ভিতরে প্রবেশ করে, এবং এ্যালকোহলিজ্‌ম-এর ছোট ছোট গোলাপি চিঠি নিয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আমার বাবার প্রয়োজনের তুলনায় অনুমোদিত রেশনের পরিমাণ খুবই কম; আর তাই সে তার চাকরদের পাঠাতে আরম্ভ করলো, এমন কি বাগানের মালী, বেয়ারার, ড্রাইভার (এখন আমাদের একটা মটর-কার আছে, রানিং বোর্ডসহ একটা ১৯৪৬ রোভার, ঠিক উইলিয়াম মেথওয়াল্ডের গাড়িটার মতো), এমন কি বৃদ্ধ মুসা ও মেরি পেরেইরাকে পর্যন্ত, তারা আমার বাবাকে বেশি বেশি গোলাপি চিঠি এনে দিচ্ছে। আহমেদ সিনাই সবুজ বোতল ও তার চাকরদের আনা ওই পানীয় পানের দ্বারা নিজের প্রান্তগুলো ভর্তি করে। গরিবরা ছোটছোট গোলাপি কাগজের টুকরোয় তাদের পরিচয় বিক্রি করে দেয়; এবং আমার বাবা, তাদের তরলে পরিণত করে এবং তাদের পান করে।

প্রত্যেক দিন সকাল ছয়টায়, আহমেদ সিনাই জ্বিনদের রাজ্যে প্রবেশ করে; এবং প্রত্যেক সকালে, তার চোখ হয় লাল, সারা রাতের যুদ্ধে তার মাথা ঝুঁকে পড়তে হতে থাকে, দাড়ি-মোচ না কামানো অবস্থায় সে প্রাতরাশের টেবিলে আসে; এবং বছরগুলোর পথ ধরে, তার শেভ করার আগের ভালো মেজাজের জায়গা দখল করে বোতলজাত আত্মার সাথে তার যুদ্ধের যন্ত্রণাকর ক্লান্তি প্রাতরাশের পর, সে নিচের তলায় চলে যায়। গ্রাউণ্ডফ্লোরে এক পাশে দুটো কক্ষ সে ঠিক করেছে তার অফিস হিসেবে, কেননা তার পরিচালনার জ্ঞান সব সময়ের মতোই খারাপ ছিলো। আমার মায়ের বাচ্চাকে নিয়ে তার ক্রোধ নতুন এক রূপরেখা খুঁজে পায় তার অফিসের দরোজার পিছনে— আহমেদ সিনাই তার সেক্রেটারিদের সাথে খুনসুটি করতে শুরু করে। রাতের পর বোতলের সাথে তার বিবাদ কখনো কখনো কর্কশ ভাষায় উদগীরণ হয়–'কি একটা বউ আমার জুটেছে! আমি একটা পুত্র কিনতে পারতাম আর একজন নার্স ভাড়া নিতে পারতাম– পার্থক্য কি?' এবং তখন অশ্রুপাত, এবং আমিনা, 'ওহ, জানুম– আমাকে অত্যাচার করো না!' তার বদলে, 'অত্যাচার আমার পা! একজন লোক তার বউয়ের মনোযোগ দাবি করলে সেটা অত্যাচার বলে তুমি মনে করো? বোকা নারীদের থেকে খোদা আমাকে রক্ষা করুন!'– আমার বাবা নিচতলায় অবস্থান করেন কোলাবা মেয়েদের দিকে দৃষ্টি দেবার জন্যে। এবং কিছুদিন পর আমিনা লক্ষ্য করলো কিভাবে তার সেক্রেটারিরা কখনোই দীর্ঘ সময় টেকে না, কিভাবে তারা হঠাৎ করে চলে যায়, কোনো প্রকার নোটিশ ছাড়াই আমাদের পথে অস্থিরভাবে চলতে শুরু করে; এবং তুমি অবশ্যই বিচার করবে যে আমার মা অন্ধ হয়ে থাকাই পছন্দ করুক, অথবা এটাকে একটা শাস্তি হিসেবেই গ্রহণ করুক, এ ব্যাপারে সে কিছুই করেনি, অব্যাহতভাবে আমার পিছনেই সময় ব্যয় করতে থাকে; তার একমাত্র প্রতিক্রিয়া ছিলো মেয়েগুলোর একটা যৌথ নাম দেওয়া। 'ওই এ্যাংলোরা,' সে মেরিকে বলেছিলো, আত্মশ্লাঘার স্পর্শ নিয়ে, 'তাদের মজাদার সব নামসহ, ফার্নান্ডা এবং এ্যালোনসো আর অন্যসব, এবং উপাধি, আমার খোদা! সুলাকা এবং কোলাকো আর আমি জানি না কি নয়। তাদের ব্যাপারে আমি কেয়ার করতে যাবো কেন? শাস্তা মেয়ে মানুষের দল। আমি বলি

ওরা তার কোকা-কোলা মেয়ে– ওদের সবাইকে এই রকমই শোনায়।'

মেরি বলে, 'তাদের নামগুলো মজাদার নয়, ম্যাডাম; ক্ষমা করবেন, কিন্তু ওগুলো সুন্দর খৃষ্টীয় শব্দ।' এবং আমিনার মনে পড়ে আহমেদের চাচাতো বোন জোহরা কালো চামড়া নিয়ে ব্যঙ্গ করতো– এবং ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে সে, 'ওহ, তুমি নও, মেরি, তুমি কিভাবে ভাবতে পারলে তোমাকে নিয়ে আমি সরলতার দ্বারা মুক্ত হয়ে, আহমেদ এক ঘণ্টা ধরে দিবাস্বপ্ন দেখবে কুরআন পুনর্গঠন বিষয়ে। এবং তারপর ছয়টা বাজবে, ককটেল প্রহর, জ্বিনদের সময়... কিন্তু এই সন্ধ্যায় নারলিকার বললো, 'না।' এবং আহমেদ, 'না? কি এই *না?* এসো, বসো, খেলো, গল্পগুজব...' নারলিকার, বাধা দিচ্ছে : 'আজ রাতে, ভাই সিনাই, তোমাকে একটা কিছু আমি দেখাবো।' তারা এখন একটা ১৯৪৬ রোভার গাড়িতে, নারলিকার ক্র্যাংকশ্যাফটে কাজ করছে আর লাফিয়ে উঠছে ভিতরে; তারা ওয়ার্ডেন রোড ধরে উত্তর দিকে গাড়ি চালাচ্ছে, বাঁ দিকে মহালক্ষ্মী মন্দির ছাড়িয়ে গেল এবং ডান দিকে উইলিংডন ক্লাব গল্ফ-র্সে, পিছনে রেস-ট্র্যাক রেখে যাচ্ছে, সমুদ্র দেয়ালের পাশে হর্নবি ভেলার্ড বরাবর চলেছে; বল্লভভাই প্যাটেল স্টেডিয়াম দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে সেটার বিশাল আয়তনবিশিষ্ট কুস্তিগীরদের কার্ডবোর্ড কাট আউটস্, বনো দেবী এবং দারা সিং... সমুদ্রের ধারে চানাওয়ালা আর কুকুরসহ পদচারিগণ। 'থামো,' নারলিকার আদেশ করে। এবং তারা নেমে আসে। তারা সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়; সমুদ্র-বাতাস ঠাণ্ডা করে দেয় তাদের মুখমণ্ডল; এবং ওখানে, ঢেউয়ের মাঝখানে সিমেন্টের একটা সংকীর্ণ পথের শেষে, একটা দ্বীপ যার ওপর অতীন্দ্রিয় হাজি আলির মাজার। ভেলার্ড এবং মাজারের মধ্যে তীর্থযাত্রীরা ঘোরাঘুরি করছে। 'ওখানে,' নারলিকার আঙুল দিয়ে দেখালো, 'কি দেখতে পাও?' এবং আহমেদ, রহস্যাবৃত, 'কিছুই না। কবর। লোকজন। এসব কিসের জন্যে, বুড়ো খোকা?' এবং নারলিকার, 'ওসবের কিছুই না। *ওখানে!*' এবং এখন আহমেদ দেখে যে নারলিকারের নির্দেশিত আঙুল সিমেন্টের পথের দিকে স্থির... 'promenade?' সে জিজ্ঞেস করে, 'ওটা কি তোমার কাছে? কয়েক মিনিটের মধ্যে জোয়ার আসবে এবং ওটা ঢেকে ফেলবে; প্রত্যেকে জানে...' নারলিকার, একটা beacon-এর মতো তার গায়ের চামড়া চকচক করছে, দার্শনিকতায় পরিণত হয়। 'ঠিক তাই, ভাই আহমেদ; ঠিক তাই। ভূমি এবং সমুদ্র; সমুদ্র এবং ভূমি; চিরকালীন সংগ্রাম, তাই নয় কি?' আহমেদ, চমকিত, নীরব থাকে। 'একদা সাতটা দ্বীপ দিলো,' নারলিকার তাকে মনে করিয়ে দেয়, 'ওয়ারলি, মহিম, সালসেট, মাতুঙ্গা, কোলাবা, মাজাগাঁও, বোম্বাই। বৃটিশরা এগুলো যুক্ত করেছিলো। সমুদ্র, ভাই আহমেদ, পরিণত হয় ভূমিতে। জমি জেগে ওঠে, এবং জোয়ারের পানির নিচে তলিয়ে যায় না!' আহমেদ তার হুইস্কির জন্যে উদ্বিগ্ন; তার ঠোঁট শুকিয়ে যেতে থাকে। 'আসল ব্যাপার,' সে দাবি করে। এবং নারলিকার, 'আসল ব্যাপার, আহমেদ ভাই, হলো *এই!*

এইটা তার পকেট থেকে বের হয় : একটা ছোট্ট দুই ইঞ্চি লম্বা প্লাস্টার-অফ-

www.amarboi.com

প্যারিসের মডেল : tetrapod! থ্রি-ডাইমেনশনাল মার্সিডিস বেন্জ গাড়ির প্রতীক চিহ্নের মতো, তার হাতের তালুতে তিনটা পা রেখে দাঁড়ানো, চতুর্থ পা পিছন দিকে তোলা, এটা আমার বাবাকে বিস্ময়-চকিত করে। 'কি এটা? সে জিজ্ঞেস করে; এবং' এখন নারলিকার তাকে বলে : 'এটা হলো সেই বাচ্চা যে আমাদের ধনী বানিয়ে দেবে হায়দারাবাদের চেয়েও, ভাই! ছোট্ট কৌশল যেটা তোমাকে, তোমাকে ও আমাকে, ওটার প্রভু বানাবে!' সে আঙুল দিয়ে দেখালো সমুদ্র যেখানে উত্তাল ভেঙে পড়ছে জনমানবশূন্য সিমেন্টের পথের ওপর... 'সমুদ্রের নিচের জমি, বন্ধু আমার! আমরা অবশ্যই এটা তৈরি করবো হাজার হাজার! আমরা অবশ্যই জমি দখলের চুক্তির জন্যে দরপত্র দেবো; একটা সৌভাগ্য অপেক্ষা করছে; এটা মিস করো না, ভাই, এটা সারাজীবনের একটা সুযোগ!'

আমার বাবা কেন একজন গাইনিকোলজিস্টের বিনোদনমূলক স্বপ্ন দেখতে রাজী হলো? হয়তো এ কারণে যে আরো একটা মোড় ফেরার বিষয় মিস হয়ে যাবার ভয়ে সে ভীত ছিলো; হয়তো বা শতরঞ্জ খেলার সাথীত্বের কারণে; কিংবা হতে পারে এটা ছিলো নারলিকারের বাকচ্যুতর্যতা— 'তোমার পুঁজি আর আমার যোগাযোগ, আহমেদ ভাই, তাহলে আর তাতে সমস্যা হবে কি? এই নগরীর সব বড় মানুষেরই একটা সন্তান আছে যে দুনিয়ায় এসেছে আমারই হাত ধরে; কোনো দরোজাই বন্ধ হবে না; তুমি প্রস্তুত করবে; আমি কন্ট্রাক্ট পাবো! ফিফটি ফিফটি; ফেরার ইজ ফেয়ার!' কিন্তু, আমার দৃষ্টিতে, একটা সহজতর ব্যাখ্যা আছে। আমার বাবা, স্ত্রীর মনোযোগ থেকে দূরে, পুত্রের দ্বারা স্থানচ্যুত, হুইস্কি আর জ্বিনের দ্বারা আচ্ছন্ন দুনিয়ায় তার অবস্থান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছিলো; এবং tetrapods- এর স্বপ্ন তাকে সুযোগ দিলো। পরিপূর্ণ হৃদয়ে, বিশাল মূর্খতার মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করলো সে; চিঠিপত্র লেখা হলো, দরোজায় দরোজায় নক করা হলো, কালো টাকা হাত বদল হলো; সবকিছু আহমেদ সিনাইয়ের নামটিকে সচিবালয়ের করিডোরে পরিচিত করে তুললো– সবাই একজন মুসলমানকে পেলো যে পানির মতো রুপি ছড়াচ্ছিলো চারপাশে। এবং আহমেদ সিনাই, পান করছিলো ঘুমানোর জন্যে, যার মধ্যে সেই বিপদ সম্পর্কে অসচেতন ছিলো।

আমাদের জীবন, এই সময়কালে, চিঠিপত্রের দ্বারা আকৃতি পেয়েছিলো। প্রধানমন্ত্রী আমাকে চিঠি লিখেছিলেন যখন আমার বয়স মাত্র সাত দিন– আমার নাক মোছা শেখার আগেই টাইম্স অব ইণ্ডিয়ার পাঠকদের কাছ থেকে আমি চিঠি পাচ্ছিলাম; এবং জানুয়ারির এক সকালে আহমেদ সিনাই নিজেও একটা চিঠি পেলো যার কথা কখনোই সে ভুলবে না। কাজের দিনের কামানো থুৎনির পাশে লাল চোখ অনুসরণ করলো প্রাতরাশের টেবিল; পদক্ষেপ নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে; কোকা-কোলা মেয়েদের সতর্ক ফিকফিক হাসি। এবং এক মিনিট পর, আহমেদ সিনাই সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে আসে, আমার মায়ের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে; 'আমিনা! এখানে এসো, বৌ! বেজন্মারা আমার অন্তকোষ একটা বরফের বালতিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে!'

আহমেদ তার সকল সম্পত্তি ফ্রিজ করা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাওয়ার পর পরবর্তী

দিনগুলোয় সারা দুনিয়া এক সাথে কথা বললো... 'দুঃখের কথা, জানুম, ওই রকম ভাষা!' আমিনা বলছে– এবং এটা আমার কল্পনা, কিংবা একটা শিশু আকাশ নীল দোলনার মধ্যে লজ্জায় লাল হয়?

এবং নারলিকার, ঘর্মাক্তের চামড়া পরে উপস্থিত হয়ে, 'সম্পূর্ণভাবে আমি নিজেকে দোষী করি; আমরা নিজেদের খুব বেশি প্রচার করে ফেলেছি। এটা খারাপ সময়, সিনাই ভাই– একজন মুসলমানের সম্পদ ফ্রিজ করে দেয়া, ওরা বলে, মানে হলো তাকে পাকিস্তানে চলে যেতে বাধ্য করা, তার সব সম্পত্তি পিছনে ফেলে রেখে। গিরগিটির লেজ ধরো এবং সে লেজটা ঝাড়া মারবে! এই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কিছু দুষ্ট আইডিয়া রয়েছে।' 'সমস্ত কিছু,' আহমেদ সিনাই বলছে, 'ব্যাংক একাউন্ট; সেভিংস বণ্ড; কুর্লা প্রপারটিজের ভাড়া– সমস্ত আটকেছে, ফ্রিজ করেছে। আদেশের দ্বারা, চিঠিতে লিখছে। আদেশের দ্বারা তারা আমাকে চার আনাও পেতে দেবে না, বৌ– পিপশো দেখার জন্যে একটা চাবান্নিও নয়!'

'কাগজের ওই ছবিগুলো,' আমিনা বললো। 'নতুবা তারা জানবে কিভাবে কাকে কতল করতে হবে? আমার আল্লাহ, জানুম, এটা আমার দোষ....'

'চানা খাওয়ার জন্যে দশটা পয়সাও নয়,' আহমেদ সিনাই যোগ করে, 'ভিক্ষুককে দেবার জন্যে এক আনাও নয়। হিমায়িত করেছে ফ্রিজে রাখার মতো!'

'এটা আমার দোষ,' ইসমাইল ইব্রাহিম বলছে, 'আপনাকে সতর্ক করা উচিৎ ছিলো আমার, সিনাই ভাই। ফ্রিজ করা সম্পর্কে আমি শুনেছিলাম– শুধুমাত্র অবস্থাপন্ন মুসলমানদের সিলেক্ট করা হয়েছিলো, স্বাভাবিকভাবেই। আপনাকে লড়তে হবে অবশ্যই....'

'... দাঁতে নখে!' হোমি ক্যাটরাক উদ্দীপ্ত করে, 'সিংহের মতো! আওরঙ্গজেবের মতো– আপনার পূর্বসূরি, নয় কি?– ঝাঁসির রানির মতো! তারপে দেখা যাক কেমন দেশ আমরা বানিয়েছি!'

'এই রাষ্ট্রে আইন আদালত আছে,' ইসমাইল ইব্রাহিম যোগ করে; পাতিহাঁস নুসি একটা হাসি হাসে সনিকে চুমু খেতে খেতে; তার আঙুল নড়ে, নানা রকমভাবে... 'আপনি অবশ্যই আমার আইনগত সেবা গ্রহণ করবেন,' ইসমাইল বলে আহমেদকে, 'একেবারে বিনা খরচে, আমার ভালো বন্ধু। না, না আমি এটা শুনবো না। তা কি করে হবে? আমরা প্রতিবেশি।'

'ভেঙে গেছে,' আহমেদ বলছে, 'জমে গেছে, পানির মতো।'

'শান্ত হও তো এখন,' আমিনা তাকে বাধা দেয়; তার আত্মত্যাগ নতুন উচ্চতায় উঠছে, সে তাকে শয়নকক্ষের দিকে নিয়ে যায়.. 'জানুম, তোমার কিছু সময় শুয়ে থাকা দরকার।' এবং আহমেদ : 'এটা কি, বৌ? এই রকম একটা সময়– একেবারে পরিষ্কার; শেষ; বরফের মতো গুঁড়িয়ে যাওয়া– আর তুমি ভাবো যে....' কিন্তু সে দরোজা বন্ধ করে দেয়; পাদুকা ছুড়ে ফেলা হয়; বাহু মেলে সে এগিয়ে যায় তার দিকে; এবং কয়েক মুহূর্ত পর তার হাত নিচের দিকে নামতে থাকে নিচের দিকে নিচের দিকে নিচের দিকে; এবং

AMARBOI.COM

তারপর, 'ওহ্ মাই গুডনেস, জানুম, আমি ভেবেছিলাম তুমি শুধু নোংরা কথা বলছিলে কিন্তু এটা সত্যি! এমন ঠাণ্ডা, আল্লাহ্, এমন ঠাণ্ডাআআআ, ঠিক বরফের গোলাকার ছোট কিউবের মতো!'

এমন ঘটনাও ঘটে; রাষ্ট্র আমার বাবার সম্পত্তি ফ্রিজ করার পর আমার মা অনুভব করতে লাগলো ওগুলো শীতল থেকে শীতলতর হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। প্রথম দিনে, পিতলের বাঁদর গর্ভে সঞ্চারিত হয়েছিলো– যথাযথ সময়ে, কারণ তার পর, যদিও আমিনা প্রতিরাতে স্বামীর সাথে শোয় তাকে গরম করে তোলার জন্যে, যদিও সে তাকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে যখন অনুভব করে সে কাঁপছে ঠাণ্ডায়, কিন্তু সে আর বেশিদিন তার হিম শীতল বরফের কিউব ধরে রাখতে পারবে না।

তাদের— আমাদের— জানা দরকার খারাপ কিছু ঘটতে পারে। সেই জানুয়ারি, চৌপট্টি বীচ, এবং জুহু এবং ট্রমবাই, মৃত সমুদ্র-মৎস্যের লাশে পূর্ণ যা ভাসছে, ব্যাখ্যার ভূত ছাড়াই, পেট উপর দিকে, সমুদ্রকূলে।

১০ Snakes And Ladders
সাপ ও মই

এবং অন্যান্য শুভাশুভ লক্ষণ : ব্যাক বে'র ওপর রকেটবিস্ফোরিত হতে দেখা গেছে; খবর প্রচারিত হয়েছে যে ফুল থেকে আসল তাজা রক্ত ঝরতে দেখা গেছে; এবং ফেব্রুয়ারি মাসে শাপস্টেকার ইনস্টিটিউট থেকে সাপেরা পালিয়ে গেল। গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে একজন পাগল বাঙালি সাপুড়ে, একজন টুবরিওয়ালা, ঘুরছিলো সারা দেশ, বন্দিত্ব থেকে সরিসৃপদের মুক্তি দিচ্ছিলো। সাপের খামার থেকে সেই ছেড়ে দিয়েছে সাপগুলোকে (শাপস্টেকার হলো সেই ধরনের একটি খামার যেখানে সাপের বিষের থেকে ওষুধ উৎপাদন নিয়ে গবেষণা করা হয়) তার বাঁশি বাজিয়ে, তার প্রিয় সোনার বাংলা পার্টিশন হয়ে যাবার কারণে। কিছু পরে গুজবে এও যোগ হলো যে টুবরিওয়ালা সাত ফুট লম্বা, উজ্জ্বল নীল তার গায়ের রং। সে ছিলো কৃষ্ণ, এসেছিলো তার মানুষদের শোধনার্থে শাস্তি দিতে। এটা মনে হয় যে, আমার বদলে জন্মের অবশেষে যখন আমি দৈহিকভাবে অতিদ্রুত বেড়ে যাচ্ছিলাম, হতে পারে এমন সব কিছু ওভাবে শুরু করা যেতে পারে। ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে সর্প শীতে, এবং পরবর্তী গরম ও বর্ষা ঋতুতে, ঘটনার পর ঘটনার স্তূপ জমতে লাগলো, তাতে এই সময়ে পেতলের বাঁদর জন্মগ্রহণ করেছিলো সেপ্টেম্বর মাসে। আমরা সবাই ক্লান্ত হয়েছিল, এবং কয়েক বছরের বিশ্রামের জন্যে প্রস্তুত।

পলাতক গো করোগুলো নগরীর পয়ঃনিষ্কাষণ নালার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে; বাসগুলোয় ব্যাণ্ড বাধা kraifs দেখা গেল। ধর্মীয় নেতারা সর্প পলায়নের ঘটনাটি বর্ণনা করলো একটি সতর্ক সংকেত হিসেবে– দেবতা নাগ প্রকাশ্য হয়েছিলো, তারা ফতোয়া দিলো, জাতির আনুষ্ঠানিক অস্বীকৃতির শাস্তি হিসেবে। ('আমরা একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র,' নেহরু ঘোষণা দেন, এবং মোরারজি ও প্যাটেল ও মেনন সবাই তাতে সম্মতি দেন; কিন্তু এখনো আহমেদ সিনাই কাঁপছে ফ্রিজের প্রভাবে।) এবং একদিন, যখন মেরি জিজ্ঞেস করছিলো, 'এখন আমরা বাঁচবো কেমন করে, ম্যাডাম?' হোমি ক্যাটিরাক আমাদের সাথে ড. শাপস্টেকারের পরিচয় করিয়ে দেয়। তার বয়স একাশি বছর; তার কাগুজে ঠোঁটের মধ্যে তার জিভ বার বার বাইরে ভিতরে আসা-যাওয়া করে; এবং তিনি আরব সাগরের দিকে মুখ করা একটা এপার্টমেন্টের সর্বোচ্চ তলা ভাড়া নেবার জন্যে নগদ অর্থ পরিশোধ

AMARBOI.COM

করতে প্রস্তুত ছিলেন। আহমেদ সিনাই, ওইসব দিনে, তার শয্যা নিয়েছিলো; ফ্রিজের বরফের মতো শীতলতা তার বিছানার চাদরটাকে গর্ভবতী করে; চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ হুইস্কি পান করতে হয় তাকে, কিন্তু হুইস্কি ও ব্যর্থ হয় তাকে উষ্ণ করে তুলতে... তাই আমিনা বাকিংহাম ভিলার ওপর তলা সাপের ডাক্তারকে ভাড়া দিতে সম্মত হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে, সাপের বিষ প্রবেশ করে আমাদের জীবনে।

ডা. শাপস্টেকার এমন ধরনের মানুষ ছিলেন যিনি অবিশ্বাস্য গল্প তৈরি করতেন। তার ইনস্টিটিউটের সর্বাধিক আধিদিব্যক অর্ডরলিরা একথা বলতো যে সর্প-দংশিত হওয়া বিষয়ে প্রতিরাতে স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা ছিলো তার। অন্যরা ফিসফিসিয়ে বলতো যে তিনি নিজেই একটা অর্ধ-সর্প, একজন নারী ও একটা গোখরোর অপ্রাকৃতিক মিলনের ফলে সৃষ্ট। ব্যাণ্ড বাধা krait-এর সর্প-বিষ নিয়ে তার বৃদ্ধ-সংস্কার— *bungarus fasciatus* — কিংবদন্তিতে পরিণত হচ্ছিলো। বদ্ধ-সংস্কার-এর দংশনের কোনো পরিচিত প্রতিষেধক ছিলো না : কিন্তু শাপস্টেকার তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন একটা উদ্ভাবনের জন্যে। ক্যাটরাকদের আস্তাবল থেকে (অন্যান্যের মধ্যে) ভেঙে-পড়া ঘোড়া কিনে তিনি সেগুলোকে অল্পমাত্রায় বিষ ইনজেকশন করেন; কিন্তু ঘোড়াগুলো, সহায়তা করতে পারে না, ব্যর্থ হয় এ্যান্টিবডি তৈরি করতে, মুখে গাঁজলা ওঠে, দাঁড়ানো অবস্থাতেই মারা যায় এবং আঠায় রূপান্তরিত হয়। বলা হয় যে ডা. শাপস্টেকার– 'শার্পস্টিকার সাহেব'– এখন ঘোড়া মেরে ফেলার ক্ষমতা অর্জন করেছেন মাত্র একটা হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ দিয়েই... কিন্তু আমিনা এ সমস্ত লম্বা গল্পের প্রতি একেবারেই মনোযোগ দিতো না। 'উনি একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক,' সে মেরি পেরেইরাকে বলে; 'যারা তার সম্পর্কে বাজে কথা বলে আমরা কেন তাদের কেয়ার করতে যাবো? তিনি ভাড়া পরিশোধ করেন, এবং আমাদের বাঁচার সুযোগ দেন।' আমিনা এই ইউরোপীয় সাপের ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলো, বিশেষ নির্দিষ্ট করে ফ্রিজের সেইসব দিনে যখন আহমেদকে যুদ্ধ করার মতো স্নায়ুশক্তির অধিকারি বলে মনে হতো না। 'আমার প্রিয় বাবা ও মা,' আমিনা লেখে, 'আমার চোখ ও মাথার দিব্যি আমি জানি না কেন এ ধরনের ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটছে... আহমেদ ভালো মানুষ, কিন্তু এই ব্যবসা তাকে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। তোমাদের যদি মেয়ের জন্যে কোনো পরামর্শ থাকে, তাহলে তা তার ভীষণভাবেই প্রয়োজন।' তারা এ চিঠি পাবার তিনদিন পর, আদম আজিজ ও ভোরেন্ড মাদার ফ্রন্টিয়ার মেলে এসে উপস্থিত হলেন বোম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশনে; এবং আমিনা, আমাদের ১৯৪৬ রোভারে করে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসছিলো, পাশের জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিলো বাইরে এবং দেখতে পেয়েছিলো মহালক্ষ্মী রেসকোর্স; এবং তার অপরিনামদর্শি আইডিয়ার প্রথম জীবাণু পেয়েছিলো।

'এই আধুনিক ডেকোরেশন তোমাদের, তরুণদের জন্যে খুবই ঠিক আছে, কিযেননাম এটার,' রেভারেণ্ড মাদার বললেন। 'কিন্তু বসার জন্যে আমাকে একটা পুরনো রীতির তখ্‌ত দাও। এইসব চেয়ার এত নরম, কিযেননামএটার, যে আমার মনে হয় আমি যেন পড়ে যাচ্ছি।'

'সে কি অসুস্থ?' আদম আজিজ জিজ্ঞেস করলেন। 'আমি কি তাকে পরীক্ষা করে দেখবো আর প্রেসপিশন দেবো?'

'এখন বিছানায় লুকিয়ে থাকার সময় নয়,' রেভারেণ্ড মাদার উচ্চারণ করলেন। 'এখন, সে অবশ্যই একজন পুরুষ, কিঙেননামএটার, এবং তাকে পুরুষের মতো কাজ করতে হবে।'

'তোমাদের দু'জনকে কি চমৎকার লাগছে, আমার মা-বাবা,' আমিনা সজোরে বলে, ভাবতো এতদিন যে তার বাবা একজন বৃদ্ধতে পরিণত হচ্ছিলো যে কিনা হারিয়ে যাওয়া বছরগুলোয় লম্বায় খাটো হয়ে যাচ্ছিলো; অন্যদিকে রেভারেণ্ড মাদার এত বেশি চওড়া হয়ে গিয়েছিলো যে আর্ম চেয়ার, যদিও নরম, গোঁ গোঁ আওয়াজ করতো তার ওজনের ভারে... ভাবতো সে দেখছে, তার বাবার দেহের মাঝখানে, গর্তের মতো একটা গভীর কালো ছায়া।

'এই ভারতে আর আছেটা কি?' রেভারেণ্ড মাদার জিজ্ঞেস করেন, বাতাসে ছুরি চালানোর মতো হাত চালান। 'সব ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে যাও। দেখ ওই জুলফিকার কি চমৎকার করছে– সে তোমাকে একটা শুরু ধরিয়ে দেবে। পুরুষের মতো হও, আমার পুত্র– উঠে পড়ো আর আবার শুরু করো!'

'ও এখন কথা বলতে চায় না,' আমিনা বলে, 'ওর অবশ্যই বিশ্রাম দরকার।'

'বিশ্রাম?' আদম আজিজ গর্জন করেন।

'মানুষটা একটা জেলি!'

'এমন কি আলিয়া, কিযেননামএটার,' রেভারেণ্ড মাদার বললো, 'সমস্ত কিছু তার নিজের ওপর, চলে গেছে পাকিস্তানে– এখন কি সে তৈরি করছে একটা মার্জিত জীবন, শিক্ষা দিচ্ছে একটা সুন্দর ইশকুলে। লোকেরা বলে শীগগিরই সে প্রধান শিক্ষিকা হবে।'

'শ্‌শ্‌শ্‌, মা, ও ঘুম চাইছে... আমাদের রুমে যাওয়া যাক...

'ঘুমের একটা সময় আছে, কিযেননামএটার, এবং সময় আছে ঘুম থেকে জাগার! শোনো : মুস্তাফা প্রতি মাসে হাজার হাজার রুপি বানাচ্ছে, কিযেননামএটার, সিভিল সার্ভিসে। তোমার স্বামী কি করে? কাজ করায় খুব বেশি ভালো?'

'মা, ও আপসেট। ওর গায়ের তাপ এখন এত কম যে...'

'কি খাবার দিচ্ছো? আজ থেকে, কিযেননামএটার, আমি তোমার রান্নাঘর চালাবো। আজকের দিনের তরুণ বাচ্চাদের মতো, কিযেননামএটার!'

'তুমি যেমনটা পছন্দ করো, মা।'

'আমি তোমাকে বলি কিযেননামএটার, এ হলো পত্রিকার সেই সব ছবি। আমি লিখেছিলাম– আমি কি লিখিনি?– ওর থেকে ভালো কিছু পাওয়া যাবে না। তোমার টুকরো নিয়ে গেছে আলোকচিত্রসমূহ। আমার আল্লাহ, কিযেননামএটার, যখন আমি তোমার ছবি দেখি, তুমি তখন এতটা স্বচ্ছ হয়ে যাও যে আমি অপর পাশের লেখা দেখতে পাই ঠিক তোমার মুখ থেকে আসছে!'

'কিন্তু ওটা শুধুমাত্র...'

'তোমার গল্প আমার কাছে বলো না, কিযেননামএটার! আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ দিই যে তুমি ওই আলোকচিত্র থেকে রেহাই পেয়েছো!'

AMARBOI.COM

সেইদিনের পর, আমিনা তার সংসার চালানোর সবকিছু থেকে মুক্ত হলো। রেভারেণ্ড মাদার ডাইনিং টেবিলের মাথায় বসেন, খাবার পরিবেশন করেন (আমিনা প্লেট নিয়ে যায় আহমেদের কাছে, যে বিছানায় থাকতো, থেকে থেকে গুঙিয়ে উঠতো, 'গুড়ো হয়ে গেছি, বৌ! পরিষ্কার– তুষারের মতো!'); অন্যদিকে, রান্নাঘরে, মেরি পেরেইরা সময় নিলো, তাদের অভ্যাগতদের সুবিধার জন্যে, আমের আচার, লেবুর চাটনি, আর শশার কাসুন্দি প্রস্তুত করার। শেষ পর্যন্ত দিনটি এলো যখন আমিনা, যে আমাকে লক্ষ্য করছিলো বাথরুমে চন্দনকাঠের খেলনা ঘোড়া নিয়ে খেলতে, হঠাৎ করে পুনরাবিষ্কার করলো দুঃসাহসিক গুণ, যা সে পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। সেই গুণ আদম আজিজকে যা পর্বত উপত্যকা থেকে নিচে নামিয়ে এনেছে; আমনিা মেরি পেরেইরার দিকে তাকালো এবং বললো, 'আমি একেবারে ফেড আপ। এই বাড়ির কেউ যদি সব কিছু ঠিকঠাক না করে, তাহলে সব আমার ওপর নির্ভর করে!'

আমিনার চোখের পিছনে খেলনা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা যায়, সে আমাকে মোছানোর জন্যে মেরির কাছে রেখে যায়, এবং শয়নকক্ষে চলে যায়। সে একপাশে শাড়ি ও পেটিকোট রাখতে রাখতে ভাবতে থাকে তার মাথায় এসে চেপে আছে মহালক্ষ্মী রেসকোর্স। তার গালে একটা অপরিনমের্শিত পরিকল্পনার উত্তাপ চিক চিক করে ওঠে যখন সে একটা পুরনো টিনের বাক্সের ডালা খোলে... কৃতজ্ঞ রোগীদের এবং বিয়ের অতিথিদের রুপির নোট ও মুদ্রা দিয়ে পার্সটা ভর্তি করে, আমার মা রেসে যায়।

তার মধ্যে বেড়ে ওঠা পিতলের বাঁদরকে নিয়ে, আমার মা রেসকোর্সের paddocks পদচারণা করে যেটার নাম ধনের দেবীর নামে; সে Tote জানলার সামনের লাইনে দাঁড়ায়, টাকা রাখে তিন ঘোড়া ও দীর্ঘ বহিরাগতের ওপর। ঘোড়া সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ আমার মা জকিদের ওপর টাকা ধরেছে তাদের হাসি পছন্দ হওয়ায়। যৌতুকে পূর্ণ একটা পার্স মুঠিতে ধরেছিলো সে, যেটা তার নিজের মা প্যাকেট করে দেয়ার পর এ যাবৎ অস্পর্শ অবস্থায় পড়েছিলো একটা বাক্সের ভিতর, সে স্ট্যালিয়নগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবলো ওগুলো শাপস্টেকার ইনস্টিটিউটের জন্যে উপযুক্ত... এবং জিতেছে, এবং জিতেছে, এবং জিতেছে।

'ভালো খবর,' ইসমাইল ইব্রাহিম বলছে, 'আমি সব সময় চিন্তা করি বেজম্মাদের বিরুদ্ধে তোমার লড়াই করা উচিৎ। আমি অবিলম্বে প্রসিডিংস শুরু করবো... কিন্তু এতে টাকা লাগবে, আমিনা। তোমার কি টাকা আছে?'

'টাকা হবে।'

'আমার নিজের জন্যে নয়,' ইসমাইল ব্যাখ্যা করে, 'আমার সার্ভিস, যেমনটা আমি বলেছি, ফ্রি। সৌজন্য সম্পূর্ণরূপে। কিন্তু, আমাকে ক্ষমা করো, তুমি অবশ্যই জানো সবকিছু কেমন, একজনের রাস্তা পরিষ্কার করতে হলে লোকজনকে ছোটখাটো উপঢৌকন দিতে হয়...'

'এই যে,' আমিনা তার হাতে একটা খাম দেয়, 'এতে কি এখন হবে?'

'আমার খোদা,' ইসমাইল ইব্রাহিম বিস্ময়ে খামটা ফেলে দেয় হাত থেকে আর রুপির নোটগুলো তার সিটিং রুমের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে। ' কোথায় তোমার হাত রেখেছো...' এবং আমিনা, 'জিজ্ঞেস না করাই ভালো– এবং আমি জিজ্ঞেস করবো না কিভাবে আপনি এ টাকা খরচ করবেন।'

শাপস্টেকার-এর ভাড়ার টাকা দিয়ে আমাদের খাদ্যের বিল পরিশোধ করা হয়; কিন্তু আমাদের যুদ্ধে ঘোড়াগুলো লড়াই করে। রেসের ময়দানে আমার মায়ের ভাগ্যের গুণ অনেক দীর্ঘতর হয়েছিলো, এমন ধনী এক গতি, যে যদি এটা না ঘটতো তাহলে এটা বিশ্বাস্য হতে পারতো না... মাসের পর মাস, সে বাজি ধরতো একজন জকির সুন্দর ঢেউ খেলানো চুলের স্টাইলের ওপর কিংবা একটা ঘোড়ার প্রীতিকর বর্ণবৈচিত্র্যের ওপর; এবং নোট ভর্তি মোটাসোটা বড় একটা খাম না নিয়ে কখনোই সে রেসের ময়দান ছাড়েনি। 'সব কিছু ভালোই চলছ,' ইসমাইল ইব্রাহিম তাকে বলে, 'কিন্তু আমিনা বোন, খোদাই জানেন তোমার কি হয়েছে। এটা কি মার্জিত? এটা কি বৈধ?' এবং আমিনা : 'খামোখা দুশ্চিন্তা করবেন না। যা আরোগ্য করা যাবে না তা অবশ্যই প্রশমিত করতে হবে। যা অবশ্যই করতে হবে আমি তাই করছি।'

ওই সমস্ত সময় একবারও আমার মা তার বিশাল বিজয়গুলোর জন্যে আনন্দ উপভোগ করেনি; কেননা একটা শিশু ছাড়াও আরো অনেক বেশি ওজনের ভারে সে ভারাক্রান্ত হয়েছিলো– প্রাচীন সংস্কার পূর্ণ রেভারেণ্ড মাদারের তরকারি খাচ্ছিলো, সে উপলব্ধি করেছিলো যে জুয়া হচ্ছে দুনিয়ায় অতিশয় বাজে একটা ব্যাপার, এ্যালকোহলের পরই; কাজেই, যদিও সে অপরাধী ছিলো না, সে পাপের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে বলে অনুভব করতো।

Verrucas তার পায়ে মহামারি ছড়ালো, সাধু পুরুষোত্তম যে আমাদের বাগানের ট্যাপের নিচে বসে থাকতো যতক্ষণ না তার মাথার চুল মাদুরের মতো মাথায় ফেঁটে যাচ্ছে, তাদের আনন্দ দান করায় ছিলো চমকিত; কিন্তু সর্প শীত আর গরম ঋতুর মধ্যে আমার মা তার স্বামীর হয়ে যুদ্ধ করলো।

তুমি জিজ্ঞেস করবে : কিভাবে সেটা সম্ভব? কিভাবে একজন গৃহবধূ ঘোড়ার ওপর বাজি ধরে সৌভাগ্য জিতে নেয়, দিনের পর দিন ঘোড়দৌড়, মাসের পর মাস? তুমি নিজেই ভাববে : আহা, ওই হোমি ক্যাটরাক, সে একজন ঘোড়ার মালিক; এমন প্রত্যেকেই জানে যে বেশির ভাগ রেস পাতানো; আমিনা তার প্রতিবেশির কাছে হট টিপ্‌স চাইছিলো! এটা একটা ধারণা; কিন্তু স্বয়ং মিস্টার ক্যাটরাক যতটা জেতে হারেও ততটাই; সে রেসের ময়দানে আমার মাকে দেখে, আর তার সাফল্যে আপ্লুত হয়ে যায়। ('প্লিজ,' আমিনা তাকে বলে, 'ক্যাটরাক সাহেব, এটা আমাদের গোপন বিষয় থাকতে দিন। জুয়া একটা ভয়ানক খেলা; আমার মা জানতে পারলে যে কি লজ্জার ব্যাপার হবে।' এবং

ক্যাটরাক, মাথা নেড়ে বলে, 'যেমন আপনি ইচ্ছা করেন।') কাজেই এটা ওই পার্সি নয় যে এর পিছনে ছিলো– কিন্তু হয়তো আমি আরেকটি ব্যাখ্যা উপস্থাপনা করতে পারি। সেটা হলো, দেয়ালে একজন জেলের দিকনির্দেশক আঙুলের ছবিসহ একটা আকাশ-নীল কামরায় একটা আকাশ-নীল দোলনায়: এখানে, যখনই তার মা চলে যায় গোপনীয়তা ভর্তি একটা পার্স মুঠি করে ধরে, শিশু সালিম, যে অর্জন করেছিলো সর্বাধিক একাগ্রচিত্ততার এক অবিভ্যক্তি, যার চোখদুটো এমন বিপুল ক্ষমতার একক উদ্দেশ্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে ছিলো যে তা চোখ দুটোকে গভীর নেভি ব্লু রঙের করে তুলেছে গাঢ়বর্ণে, এবং যার নাক অদ্ভুতভাবে উঁচু করে যখন সে দূরের কোনো ঘটনা দেখার জন্যে বেরিয়ে আসে, দূর থেকে গাইড করা হবে যাকে, ঠিক যেমন চাঁদ নিয়ন্ত্রণ করে জোয়ার।

'কোটি খুব শীগগিরই আসছে,' ইসমাইল ইব্রাহিম বলে, 'আমি মনে করি তুমি চমৎকার আত্মবিশ্বাসী হবে... আমার খোদা, আমিনা, তুমি কি বাদশা সোলেমানের রত্নের খনি পেয়েছো?' বোর্ডের খেলা খেলবার মতো বয়সের মুহূর্তে, আমি সাপ ও মইয়ের প্রেমে পড়ি। হে পুরস্কার ও পেনাল্টির নিখুঁত পাল্লা! হে পাশার ঘুঁটির দ্বারা সৃষ্ট যথেষ্ট পছন্দ! সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠা, সাপের কারণে নেমে আসা নিচে, আমার জীবনের সবচেয়ে সুখী দিনগুলোর কিছু আমি খরচ করি। যখন, আমার বিচারের সময়, আমার বাবা আমাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় শররঞ্জ খেলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে, তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি তাকে ক্ষিপ্ত করি, পরিবর্তে, মই ও সাপের মধ্যে সুযোগ নেয় তার ভাগ্য।

সমস্ত খেলারই নৈতিকতা আছে; এবং সাপ ও মই-এর খেলা দখল হয়ে যায়, যেন আর কোনো তৎপরতার আশা করা যায় না, চিরন্তর সত্য যে প্রত্যেক মইয়ে তুমি উঠবে, একটা সাপ অপেক্ষা করছে ঘরের ঠিক কোণায়; এবং প্রতিটা সাপের জন্যে, একটা মই অপেক্ষা করবে। কিন্তু এটা তার চেয়েও অধিক; কোনো গাজর-লাঠির ঘটনা নয়; নিচের বিরুদ্ধে উপরের দ্বৈত লড়াই, অশুভের বিরুদ্ধে শুভ; মইয়ের প্রকৃত ভারসাম্য বজায় রাখে সর্পের বিষময়তা গোখরো ও সিঁড়ির বিপরীতে আমরা দেখতে পাই, প্রতীকিভাবে, সমস্ত প্রকাশযোগ্য বিপরীত, ওমেগার বিরুদ্ধে আলফা, মায়ের বিরুদ্ধে বাবা ; এই তো মেরি ও মুসার যুদ্ধ, এবং হাঁটু ও নাকের মেরুত্ব কিন্তু আমি আবষ্কার করি, আমার জীবনের একেবারে প্রথম দিকে, যে খেলাটির একটা গুরুতর মাত্রার অভাব আছে, সেটা দ্ব্যর্থকতা— যে একটা মই নামিয়ে নেয়া হয় এবং একটা সাপের বিষে চড়ে যায় সর্বোচ্চ স্থানে... এ মুহূর্তের জন্যে সব কিছু সাদামাঠা রক্ষা করে, যাইহোক, আমি রেকর্ড করি যে খুব শীগগিরই আমার মা বিজয়ের মই আবিষ্কার করেছে তার ঘোড়দৌড়ের ভাগ্য দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে। তার মনে পড়ে যে দেশের নর্দমাগুলোর এখনো সাপদের সাথে জন্মদান করছে।

আমিনার ভাই হানিফ পাকিস্তানে যায়নি। শৈশবের স্বপ্নকে অনুসরণ করে যা সে ফিসফিস করে বলেছিলো রিকশাওয়ালা রশিদকে আগ্রার এক ভুট্টা ক্ষেতে, সে বোম্বাই

এসে পৌছায় এবং বিশাল ফিল্ম স্টুডিওগুলোয় কাজ পেয়ে যায়। পূর্ববর্তী অবস্থায় আত্মবিশ্বাসী, সে শুধু ভারতের চলচ্চিত্র ইতিহাসে একজন তরুণতম পরিচালকেই পরিণত হয়নি সে ওই সেলুলয়েডের বেহেশতের উজ্জ্বলতর নক্ষত্রের একজনকে বিয়েও করে; স্বর্গীয় পিয়া, যার মুখ ছিলো তার ভাগ্য, এবং যার শাড়ি এমন নকশাদার হতো যে তা প্রমাণ করতো একটা একক প্যাটার্নেই পুরুষের কাছে পরিচিত প্রতিটি রঙ কেমন সমন্বিত ও ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। রেভারেণ্ড মাদার স্বর্গীয় পিয়াকে পছন্দ করলেন না, কিন্তু আমার পরিবারের সবার মধ্যে হানিফ ছিলো সেই একজন যে তার প্রভাবের বাইরে ছিলো; চমৎকার একজন মানুষ সে, গলা ফাটিয়ে হাসতো নৌকার মাঝি তাইয়ের মতো, তার বাবা আদম আজিজের নির্দোষ রাগ, সে তাকে নিয়ে গেল সাধারণভাবে বসবাসের জন্যে মেরিন ড্রাইভেরএকটা ছোট্ট, অ-ফিল্মি ধরনের এ্যাপার্টমেন্টে, তাকে চললো, 'আমি নাম করার পর সম্রাটদের মতো জীবন কাটাবার প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।' সে তার প্রথম কাহিনীচিত্রে অভনয় করে, যেটায় অংশত অর্থায়ন করেচিলো হোমি ক্যাটরাক এবং অংশত ডি. ডব্লিউ. রাম স্টুওি (প্রাঃ) লিঃ – ছবিটার নাম ছিলো *দ্য লাভারস্ অব কাশ্মির* ; এবং তার যন্ত্রণাকর দিনগুলোর মাঝে একদিন সন্ধ্যায় আমিনা সিনাই প্রিমিয়ার দেখতে গেল। তার মা-বাবা এলেন না। রেভারেণ্ড মাদারের সিনেমার ঘৃণা সহকারে পরিহারের এর প্রতি ধন্যবাদ, যার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন সংগ্রাম চালাবার শক্তি নেই আদম আজিজের– ঠিক যেমন তিনি, লড়াই করেছেন মিঞা আবদুল্লাহর সাথে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, তার সাথে আর ঝগড়া করেন নাযখন সে দেশের প্রশংসা তুলে ধরে; কিন্তু আহমেদ সিনাই, তার শাশুড়ির রন্ধন বিদ্যার দ্বারা পুনরায় তেজীয়ান, কিন্তু তার অব্যাহত উপস্থিতি বিরক্ত, বিশেষ পায়ের ওপর দাঁড়ালো এবং তার স্ত্রীর সাথে গেল। তারা তাদের আসন নিলো, হানিফ ও পিয়া এবং) ছবির পুরুষ তারকার পাশেই, তারকাটি ছিলো ভারতের সবচেয়ে সফল 'লাভার-বয়দের' একজন, আই.এস. নায়ার। এবং, যদিও তারা এটা জানতো না, উইং-এ একটা অজগর অপেক্ষা করছিলো... কিন্তু ইতোমধ্যে, হানিফ আজিজকে তার সময় পেতে দেওয়া হোক; ওইসব দিনে কোনো লাভারবয় ও তার লেডিসের অনুমতি ছিলো না পর্দায় একে অন্যকে স্পর্শ করার। এই ভয়ে যে তাদের আচরণ হয়তো তরুণ সমাজকে বিপথগামী করবে... কিন্তু *দ্য লাভারস অব কাশ্মির-* এর প্রিমিয়ার শুরুর আধ ঘণ্টা পরে দর্শকরা আহত হবার গুঞ্জন করে উঠলো নিচুস্বরে, কারণ পিয়া ও নায়ার চুমু খেতে শুরু করেছে– একে অন্যকে নয়– জিনিসপত্রে।

পিয়া একটা আপেলে চুমু খেলো, আবেগপূর্ণভাবে, তার রঙ করা ঠোঁটের সমৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতাসহ; তারপর সেটা দিলো নায়ারের কাছে; যে এর বিপরীত দিকে সকাম মুখ স্থাপন করলো। এটাই ছিলো সেই বিষয়টির জন্ম যেটাকে প্রচ্ছন্ন চুম্বন নামে পরবর্তীতে অভিহিত করা হয়– এবং আমাদের বর্তমান কালের সিনেমার চেকে এটা কত অধিক সফিস্টিকেটেড ছিলো; যৌনাচারে এখন সিনেমা কেমন পোয়াতি! সিনেমার দর্শক দেখতো, পর্দায় সেঁটে যেতো, পিয়া ও নায়ারের ভালোবাসায়, দাল হ্রদ আর বরফ-নীল কাশ্মিরি আকাশের পটভূমিতে, তার প্রকাশ ঘটায়গোলাপি কাশ্মিরি চায়ের কাপে চুমু দিয়ে; শালিমার বর্ণনার কাছে একটা তরবারির সাথে তারা ঠোঁট চেপে ধরে... কিন্তু এখন,

হানিফ আজিজের বিজয়ের উচ্চতায়, সর্প অপেক্ষায় থামতে চাইলো না; এর প্রভাবে, ঘরের বাতি উঠে এলো। পিয়া ও নায়ারের একটা প্রমাণ সাইজের চেয়ে বড়ো মূর্তির বিপরীত,নেপথ্যসঙ্গীতে ঠোঁট মেলনোর সময় তারা আমে চুমু খাচ্ছিলো, একজন দড়িওয়ালা লোকের ফিগার দেখা গেল। পর্দার নিচে সে দৌড়ে গেল মঞ্চের ওপর দিয়ে। তার হাতে একটা মাইক্রোফোন। অজগরটি অপ্রতাশিত আকার নিতে পারে। এখন, এই নিস্ক্রিয় হাউজ মানেজারের বেশে, সেটা বিষ উদগীরণ করলো। পিয়া ও নায়ার বিবর্ণ হয়ে গেল ও মারা গেল; আর দাড়িওয়ালা লোকটার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বললো : 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, ক্ষমা করবেন; একটি ভয়ংকর খবর আছে।' তার কণ্ঠস্বর ভেঙে গেল– অজগরের থেকে একটা ফোঁপানি, ওটার দাঁতে ক্ষমতা দেওয়ার জন্যে!– এবং তারপর আবার বলে চললো, 'এই বিকেলে, দিল্লির বিড়লা হাউজে, আমাদের প্রিয় মহাত্মা খুন হয়েছেন। একজন পাগল তাকে গুলি করেছে পেটে, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ– আমাদের বাপু চলে গেছেন!'

দর্শকরা চিৎকার করা শুরু করলো সে শেষ করার আগেই; তার কথার বিষ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তাদের শিরায়– বয়স্ক মানুষেরা তাদের পেট ধরে পাক খাচ্ছিলো, হাসছিলো না কিন্তু কাঁদছিলো, *হায় রাম! হায় রাম!* – আর নারীরা তাদের চুল ছিঁড়ছিলো : বিষাক্রান্ত ভদ্রমহিলাদের কানের চারপাশে নগরীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য কাঁপছিল– চলচ্চিত্র তারকারা চিৎকার করছিলো মতো আর বাতাসে ভয়ংকর কিছু গন্ধ ছড়াচ্ছিলো– এবং হানিফ ফিসফিস করে, 'এখান থেকে বেরিয়ে যাও, বড় বোন– যদি কোনো মুসলমান এটা করে থাকে তাহলে দোযখ ভেঙে পড়বে।'

প্রত্যেক মইয়ের জন্যে, একটা করে সাপ আছে... এবং দ্য লাভারস্ *অফ কাশ্মির* শেষ হবার আটচল্লিশ ঘণ্টা পরও, আমাদের পরিবার বাকিংহাম ভিলার দেয়ালের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকলো ('দরোজায় আসবাবপত্র দিয়ে ঠেকনা দিয়ে রাখো, কিযেননামএটার!' রেভারেণ্ড মাদার হুকুম দিলেন। 'হিন্দু চাকর বাকর থাকলে তাদের বাড়ি চলে যেতে দাও!'); এবং আমিনা রেসের ময়দানে যাবার সাহস করলো না।

কিন্তু প্রত্যেক সাপের জন্যে, একটা করে মই রয়েছে : এবং শেষ পর্যন্ত রেডিও আমাদের একটা নাম জানালো। নাথুরাম গডসে। 'আল্লাহকে শুকরিয়া,' আমিনা ফেটে পড়লো, 'এটা মুসলমানের নাম নয়!'

এবং আদম, যার ওপর গান্ধির মৃত্যুর খবর বয়সের নতুন এক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে : 'এই গডসে কিছুই নয় যার জন্যে কৃতজ্ঞ হওয়া যাবে!' আমিনা, স্বস্তির কারণে মাথা হালকা হয়ে গেছে, এখন দ্রুত স্বস্তির লম্বা মই বেয়ে উপরে উঠছে... 'কেন যাবে না? গডসে হয়েই না সে আমাদের জীবন রক্ষা করেছে!'আহমেদ সিনাই, তার অনুমিত রোগশয্যা থেকে ওঠার পর, অসুস্থ মানুষের মতো আচরণ করতে লাগলো। ধোঁয়াচ্ছন্ন কাচের মতো এক কণ্ঠস্বরে সে আমিনাকে বললো, 'তো, ইসমাইলকে তুমি আদালতে যেতে বলেছো; বেশ বেশ, ভালো; কিন্তু আমরা হারবো। এইসব আদালতে বিচারকদের কিনতে হবে তোমাকে....' এবং আমিনা, ইসমাইলের দিকে ছুটে গিয়ে, 'কখনো না–

কখনো কোনো অবস্থাতেই আপনি টাকার কথা বলবেন না আহমেদকে। মানুষকে অবশ্যই তার গৌরব রক্ষা করতে হবে।' এবং, পরে, 'না, জানুম, আমি কোথাও যাচ্ছি না; বাচ্চাটা মোটেও ক্লান্তিকর নয়; তুমি বিশ্রাম নাও, আমি অবশ্যই দোকানে যাবো– হতে পারে আমি হানিফের সাথেও দেখা করতে পারি– আমরা নারীরা, তুমি জানো, অবশ্যই আমাদের দিন পূরণ করি!'

এবং রুপি নোটে ঠাশা খাম নিয়ে বাড়িতে আসছে... 'নাও, ইসমাইল, এখন যেহেতু সে উঠেছে আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে আর সাবধানে!' এবং মায়ের পাশে দায়িত্বপূর্ণভাবে বসে সন্ধ্যায়, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুমি ঠিক বলেছো, আর আহমেদ খুব শীগগিরই প্রচণ্ড ধনী হয়ে যাবে, তুমি কেবল দেখবে!' এবং আদালতে অন্তহীন বিলম্ব; এবং খাম, খালি হয়ে চলেছে; এবং ক্রমবর্ধমান শিশু, সেই অবস্থার কাছাকাছি যাতে আমিনা ১৯৪৬ রোভারের ড্রাইভিং হুইলের পিছনে বসাতে পারবে না নিজেকে; এবং তার ভাগ্য কি থামতে পারে? এবং মুসা ও মেরি, বয়স্ক ব্যাঘ্রের মতো ঝগড়া করছে।

লড়াই শুরু হয় কিসে?

কিসের অপরাধের অবশিষ্ট অংশ ভয় পায় লজ্জাকে, মেরির দুঃখের এ সময়ের দ্বারা আচার হওয়া; তাকে স্বেচ্ছায় নিয়ে গেছে? নাকি অনিচ্ছুক হয়ে থাকলেও? এক ডজন বিভিন্ন ধরনের পন্থায় বয়স্ক বেলারারকে প্ররোচিত করতে– তার সুপিরিয়ার স্ট্যাটাসের নির্দেশ বোঝানোর জন্যে নাকের একটা সংঘাতের দ্বারা। মৌসি উপাধি গ্রহণের দ্বারা, তার ওপর আরোপিত হয়েছিলো এস্টেটের অন্য চাকরদের দ্বারা, মুসা যেটাকে তার স্ট্যাটাসের ওপর হুমকি হিসেবে দেখতো; বেগম সাহেবার সাথে অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতার দ্বারা– কোণে কোণে ফিসফিসানি উঠতো, আর জোরে বলা হতো আনুষ্ঠানিক, কঠিন, সঠিক যাতে মুসা শুনতে পায় এবং অনুভব করে কোনোভাবে প্রতারিত?

অথবা অবশ্যই আমরা দেখবো মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি আমাদের উত্তর রয়েছে ঐ ধরনের বক্তব্যের ভিতরে। একটা সাপ শুয়ে অপেক্ষা করছে মেরির জন্যে। এবং মুসা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো মইয়ের দ্ব্যর্থকতা সম্পর্কে শিখতে গিয়ে? অথবা আরো রয়েছে, সাপ ও মইয়ের ফিতা, আমাদের কি ঝগড়ায় ভাগ্যের হাত দেখা উচিৎ ছিলো না এবং ধরা যাক, বিস্ফোরক ভূত হিসেবে মুসার ফিরে আসার কারণে, একটা প্রত্যাগমন প্রকৌশল করা প্রয়োজন ছিলো...

শেষ প্রশ্ন, প্রকৃত ঘটনার প্রতি আমি নিজেকে নিশ্চিত করেছি : মুসা ও মেরি পরস্পরের প্রতি ছিলো অত্যন্ত মারমুখী। এবং হ্যাঁ : আহমেদ তাকে অপমান করেছে, এবং আমিনার শান্তির প্রচেষ্টা হয়তো বা সফল হবে না; এবং হ্যাঁ : বয়সের ছায়া গ্রাস করলো তাকে। যে কিনা বহিষ্কৃত হতে পারে যে কোনো সময়, সতর্ক সংকেত ছাড়াই, যে কোনো মুহূর্তে; এবং তাই আমনিাই আবিষ্কার করলো, আগস্টের এক সকালে, যে বাড়িতে সিঁদেল চুরি হয়েছে। পুলিশ এলো। আমিনা রিপোর্ট করলো যা হারিয়েছে : ল্যাপিস লাজুলি লাগানো একটা রূপার পিকদানি; স্বর্ণ মুদ্রা; রত্নখচিত সামোভার এবং রূপার তৈরি

AMARBOI.COM

চায়ের সরঞ্জাম; একটা সবুজ রঙের টিনের বাক্সে এগুলো ছিলো। হলঘরে চাকরদের সারিবেধে দাঁড় করানো হলো আর তারা ইন্সপেক্টর জনি ভাকিলের হুমকির বিষয়ে পরিণত হলো। 'ভালোয় ভালোয় স্বীকার কর'– তার পায়ে লাঠি দিয়ে সে মৃদু আঘাত করছিলো– 'নইলে তোরা দেখতে পাবি তোদের আমরা কি করতে পারি না। তোরা কি সারাদিন আর সারারাত এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাস? তোরা চাস তোদের সারা গায়ে পানি ঢেলে দেয়া হোক, কখনো ফুটন্ত, কখনো বরফের মতো ঠাণ্ডা? পুলিশ বাহিনীতে আমাদের অনেকরকম পন্থা আছে...' এবং এখন চাকরদের কাছ থেকে আওয়াজের একটা গোঙানি, আমার কাছ থেকে নয়, ইন্সপেক্টর সাহেব, আমি সৎ বালক; আপনার দোহাই, আমার জিনিসপত্র অনুসন্ধান করুন, সাহেব! এবং আমনিা : 'যথেষ্ট হয়েছে, মহাশয়, আপনি খুব বেশি এগিয়ে গেছেন। আমি জানি আমার মেরি নির্দোষ। আমার তাকে জিজ্ঞেস করার নেই।' পুলিশ অফিসারের দমিত যন্ত্রণা। জিনিসপত্রের অনুসন্ধান প্রতিষ্ঠিত 'ঘটনাচক্রে যদি, ম্যাডাম। এইসব লোকদের রয়েছে সীমিত বুদ্ধি এবং হতে পারে আপনি চোরটাকে খুব শীগগিরই আবিষ্কার করবেন!'

অনুসন্ধান সফল হলো। বৃদ্ধ বেয়ারার মুসার বেডরোলের মধ্যে : রূপার একটি পিকদানি। তার কাপড়চোপড়ের গাদায় জড়ানো : স্বর্ণ মুদ্রা, রূপার একটি সামোভার। তার চারপায়ার নিচে গোপন করে রাখা : হারানো চায়ের সরঞ্জাম। এবং মুসা এখন নিজেকে নিক্ষেপ করেছে আহমেদ সিনাইয়ের পায়ের কাছে; মুসা ভিক্ষা মাগছে, 'ক্ষমা করুন, সাহেব! আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম; আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলতে যাচ্ছেন!' কিন্তু আহমেদ সিনাই শুনবে না; ফ্রিজ চড়ে আছে তার ওপর; 'আমি খুব দুর্বল বোধ করছি,' সে বলে, এবং কক্ষটা ত্যাগ করে; এবং আমিনা, জিজ্ঞেস করে, : 'কিন্তু, মুসা, তুমি ওই ভয়ংকর শপথ করেছিলে কেন?'

... কারণ, প্যাসেজে সারি দিয়ে দাঁড়ানো আর চাকরদের কোয়ার্টারে আবিষ্কারের মধ্যবর্তী সময়ে, মুসা তার মনিবকে বলেছিলো : 'আমি এ কাজ করিনি, সাহেব। আমি যদি চুরি তাহলে যেন আমি কুষ্ঠরোগিতে পরিণত হই! আমার পুরনো চামড়া যেন খশে পড়ে!'

আমিনা, মুখে আতংক নিয়ে, মুসার উত্তরের অপেক্ষা করে। বৃদ্ধ বেয়ারারের প্রাচীন মুখটা ক্রোধের মুখোশে খমখম করে; শব্দ বেরিয়ে আসে থুথুর মতো। 'বেগম সাহেবা, আমি কেবল আপনার মূল্যবান জিনিস নিয়েছি, কিন্তু আপনি, এবং আপনার সাহেব, এবং তার বাবা, আমার পুরো জীবনটাই নিয়ে গেছেন; আর আমার বৃদ্ধ বয়সে আপনি আমাকে খৃষ্টান আয়া দিয়ে নিপীড়ন করেছেন।'

বাকিংহাম ভিলায় নীরবতা– কোনো অভিযোগ দায়ের করলো না আমিনা, মুসা এখন চলে যাচ্ছে। বেডরোল পিঠে নিয়ে, একটা প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ি নেমে যাচ্ছে নিচে, আবিষ্কার করছে যে মই যেমন উপরে ওঠে তেমনি নিচেও নামে; পাহাড়িকার পাদদেশে সে হেঁটে যায়, বাড়িটার ওপর রেখে যায় একটা অভিশাপ।

এবং (ওই অভিশাপই কি এটা করেছিলো?) মেরি পেরেইরা এটা আবিষ্কারের মধ্যে ছিলো

যে এমন কি যখন তুমি একটা যুদ্ধ জয় করো, সিঁড়ির ধাপগুলো যখন তোমার অনুকূলে কাজ করে, তখনও তুমি সাপকে এড়িয়ে যেতে পারো না।

আমিনা বলে, 'আমি তোমাকে আর টাকা-পয়সা দিতে পারবো না, ইসমাইল; তুমি যথেষ্ট পেয়েছো?'

এবং ইসমাইল, 'আমি তাই আশা করি– কিন্তু আপনি কখনো জানেন না– কোনো সুযোগ আছে কি...' কিন্তু আমিনা : 'ঝঞ্ঝাট হচ্ছে, আমি এত বিরাটকায় হয়েছি যে গাড়ির মধ্যে আর ঢুকতে পারছি না। এটা মাত্র করতে হবে।'

... আমিনার জন্যে সময় আবারও নামতে লাগলো; আবারও, তার দৃষ্টি লিড করা চশমার ভিতর দিয়ে দেখে, যাতে করে লাল টিউলিপ, হেম এক সাথে নাচে; দ্বিতীয়বারের মতো, তার দৃষ্টি পড়ে একটা ক্লকটাওয়ারের ওপর যেটা ১৯৪৭ সালের বৃষ্টিপাতের পর থেকে আর কাজ করছে না; আবারও, বৃষ্টি হচ্ছে। ঘোড়দৌড়ের মৌসুম শেষ হয়েছে।

একটা বিবর্ণ নীল ক্লকটাওয়ার : কর্ম-অক্ষম? সার্কাস রিঙের শেষে একটা কালো আলকাতরা লাগানো কংক্রিটের ওপর এটা দাঁড়ানো– ওয়ার্ডেন সড়কের বাড়িগুলোর দোতলার ওপরের সমতল ছাদ, তাই যদি তুমি বাকিংহাম ভিলার বাউণ্ডারি দেয়ালের ওপর ওঠো, সমতল কালো আলকাতরা থাকবে তোমার পায়ের নিচে। এবং কালো আলকাতরার নিচে ব্রিচ ক্যাণ্ডি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, যেখান থেকে, টার্ম চলাকালে প্রত্যেক অপরাহ্নে, মিস হ্যারিসনের পিয়ানো বাজনোর শব্দ শোনা যায়; এবং তার নিচে, দোকানপাট, রিডার'স প্যারাডাইস, ফ্যাটভয় জুয়েলারি, চিমালকার'স টয়েজ এ্যাণ্ড বোম্বেলি'স, এর জানলাগুলো ভর্তি ওয়ান ইয়ার্ডস অব চকলেট দিয়ে। ক্লকটাওয়ারের দরোজা তালা দেয়া বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু এটা এমন শস্তা ধরনের তালা যা নাদির খান বেশ চিনতে পারতো : ভারতে তৈরি। এবং আমার প্রথম জন্মদিনের আগে তিনটি সফল সন্ধ্যায়, মেরি পেরেইরা, রাতে আমার জানলার ধারে দাঁড়িয়ে, লক্ষ্য করলো একটি ছায়া ছাদের ওপর ভাসছে, তার হাতে আকারহীন বস্তু, ছায়াটা তাকে অচেনা ভয়ে পূর্ণ করে তুললো। তৃতীয় রাতের পর, সে আমার মাকে বললো; পুলিশ তলব করা হলো; এবং ইন্সপেক্টর ভাকিল ফিরে এলো মেথওয়াল্ড এস্টেটে, ক্র্যাক অফিসারদের একটি বিশেষ স্কোয়াড নিয়ে 'সব মৃতচোখ গুলিবিদ্ধ, বেগম সাহেবা; এ ব্যাপারটা আপনি কেবল আমাদের ওপর ছেড়ে দিন!'– তারা, সুইপারের ছদ্মবেশে, তাদের ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকের নিচে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে, সার্কাস রিঙের ধুলি ঝাড়তে ঝাড়তে ক্লকটাওয়ার নজরে রাখলো। রাত্রি এলো। পর্দার আড়াল থেকে মেথওয়াল্ডের দিকে সুইপাররা, হাস্যকরভাবে, রাতের অন্ধকারেও তাদের কাজ চালিয়ে গেল। জনি ভাকিল আমাদের বারান্দায় অবস্থান নিলো, রাইফেল দৃষ্টির আড়ালে... এবং, মধ্য রাতে, একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এলো ব্রিচ ক্যাণ্ডি স্কুলের দেয়ালের পাশে এবং টাওয়ারের দিকে এগিয়ে চললো, এক কাঁধে ঝুলছে একটা বস্তা... 'সে ভিতরে ঢুকবে অবশ্যই,' ভাকিল বললো আমিনাকে; 'একেবারে

AMARBOI.COM

নিশ্চিত আমরা ঠিক জনিকেই পেয়েছি।' জনি, টাওয়ারে এসে উপস্থিত হলো, ঢুকলো ভিতরে। 'ইন্সপেক্টর সাহেব, অপেক্ষা করছেন কিসের জন্যে?'

'শ্‌শ্‌, বেগম, এটা পুলিশের ব্যাপার; দয়া করে কিছুটা ভিতরে যান। আমরা ওকে ধরবো যখন বেরিয়ে আসবে; আমার কথাটা লক্ষ্য করুন। ধরা পড়বে,' সন্তোষের সাথে ভাকিল বললো, 'ফাঁদে আটকা পড়া ইঁদুরের মতো।'

'কিন্তু কে ও ?'

'তা কে জানে?' ভাবিকল কাঁধ ঝাঁকালো। 'নিশ্চয় কোনো বদমাশ। এই আজকালকার দিনে সবখানেই রয়েছে পচা ডিম।'

... এবং তারপর রাতের নীরবতা ভেঙে পড়লো একটা চিৎকারে কেউ ক্লকটাওয়ারের দরোজায় শব্দ. করলো; হাট করে খুলে গেল সেটা; পতন ঘটলো কিছুর; এবং কিছু একটা বেরিয়ে এলো কালো টারমাকে। ইন্সপেক্টর ভাকিল এ্যাকশনে নেমে পড়লো, রাইফেল বাগিয়ে ধরলো, জন ওয়েনের মতো মিতব্বের কাছে থেকেই গুলি ছুড়লো; সুইপাররা তাদের অস্ত্র বের করে ঝাঁপিয়ে পড়লো... উত্তেজিত নারীদের তীক্ষ্ম চিৎকার, চাকরদের হল্লা... নীরবতা।

কি পড়ে আছে, বাদামি ও কালো, ব্যাণ্ড বাঁধা কালো টারমাকের ওপর? কি, কালো রক্ত ঝরিয়ে, প্ররোচিত করলো ডা. শব্বমপস্টেকারকে তার টপ-ফ্লোরের ব্যালকনি থেকে কিচিরমিচির চিৎকার করতে : 'তোমরা সম্পূর্ণ বোকারা! মালচাটার ভাইয়েরা! হিড়ের পুত্ররা!'... কি, সরু খণ্ডিত জিভ বিশিষ্ট, মৃত্যু মুখে পতিত হয় ভাকিল যখন ছুটে যায় আলকাতরা লাগানো ছাদে?

এবং ক্লকটাওয়ার দরোজার ভিতরে? কোন ভারী বস্তু অমন পতনের শব্দ করেছে? কার হাত দরোজা খুলেছে; কার গোড়ালিতে দুটো লাল, প্রবাহিত গর্ত দৃশ্যমান হয় যা সাপের বিষে পরিপূর্ণ যার কোনো জানা প্রতিষেধক নেই, এমন এক বিষ যা এক আস্তাবল ভর্তি ঘোড়া মেরে ফেলেছে? কার দেহ টাওয়ার থেকে বের করে আনে সাদা পোশাক পরা লোকজন? কেন, যখন চাঁদের আলো পড়ে মৃতের মুখের ওপর, মেরি আলুর বস্তার মতো মেঝের ওপর পড়ে যায়, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাবার মতো হয় হঠাৎ এবং নাটকীয় এক মূর্চ্ছায়?

এবং ক্লকটাওয়ারের ভিতরকার দেয়ালের লাইনিং : কি এইসব অদ্ভুত মেকানিজম, শস্তা ঘড়ির সাথে সংযুক্ত– ওগুলোর গলার সাথে ওইসব ন্যাকড়া জড়ানো বোতল কেন?

'ড্যাম লাকি বেগম সাহেবা, যে আপনি আমার ছেলেদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন,' ইন্সপেক্টর ভাকিল বলছে। 'এ হচ্ছে জোসেফ ডি'কস্টা– আমাদের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকার। এক বছর ধরে আমরা তার অনুসন্ধান করছিলাম। পুরোমাত্রায় বদমাশ। ক্লকটাওয়ারের ভিতরের দেয়াল আপনার দেখা দরকার ছিলো! তাকের পর তাক, মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ভর্তি হোম-মেড বোমায়। এই পাহাড়টাকে উড়িয়ে সমুদ্রে ফেলে দেবার মতো যথেষ্ট পরিমাণ বিস্ফোরক!'

অতিনাটকীয়তার ওপর জমে অতিনাটকীয়তা; জীবন রূপধারণ করে একটা বোম্বে টকির রঙের; সাপ অনুসরণ করে মই, মই সাপদের; এত অধিক সব ঘটনার মাঝে, শিশু সালিম অসুখে পড়ে। যেন এতসব কিছু হজম করতে অপারগ, সে চোখ বন্ধ করে এবং লাল হয়ে যায় যখন আমিনা অপেক্ষা করে রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দায়েরকরা ইসমাইলের মামলার ফলাফলের; যখন পেতলের বাঁদর বড় হতে থাকে তার গর্ভে; যখন মেরি আঘাতের একরাজ্যে প্রবেশ করে যার থেকে সে বেরিয়ে আসবে কেবলমাত্র জোসেফের প্রেতাত্মা যখন তার কাছে ফিরে আসবে তাকে তাড়িত করতে; যখন umbilical cord আচারের পাত্রে ঝুলতে থাকে এবং মেরির চাউনি আমাদের স্বপ্নকে পূর্ণ করে দিকনির্দেশক আঙুলসহ; যখন রেভারেণ্ড মাদার রান্নাঘর চালান। তখন আমার নানা আমাকে পরীক্ষা করেন এবং বলেন, 'আমি শংকিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই; বাচ্চার টাইফয়েড হয়েছে।'

'হা খোদা,' রেভারেণ্ড মাদার চিৎকার করে ওঠেন, 'কোন শয়তান এসেছে, কিথেননামএটার, এই বাড়িতে বসার জন্যে?' এইভাবে আমি অসুস্থতার গল্প শুনেছি যা আমাকে প্রায় থামিয়েই দিয়েছিলো শুরু করার আগেই : দিন ও রাত, ১৯৪৮-এর অগাস্ট মাসের শেষের দিকে, মা ও নানা আমার দেখাশোনা করতেন; মেরি আমার কপালে ঠাণ্ডা ফ্লানেলের চাপ দিতো; রেভারেণ্ড মাদার lullabies গাইতো আর চামচে করে খাবার তুলে দিতো আমার মুখে; এমন কি আমার বাবা, মুহূর্তের জন্যে তার নিজের অসুস্থতার কথা ভুলে যেতো, দরোজার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতো অসহায়ের মতো। কিন্তু সেই রাত্রিটা এলো যখন ডাক্তার আজিজ, ভেঙে পড়া বুড়ো ঘোড়ার মতো দেখাচ্ছিলো তাকে, বললেন, 'আমার আর কিছু করার নেই। সকালের মধ্যেই ও মারা যাবে।' এবং সন্ত্রস্ত মহিলাদের মধ্যে কড়া নাড়ার শব্দ হলো। একজন চাকর এসে ডা. শাপস্টেকারের আগমন ঘোষণা করলো। তিনি আমার নানার কাছে একটা ছোট আকৃতির বোতল দিয়ে বললেন, 'এ ব্যাপারে আমি লুকোচুরি খেলি না : এটা হয় মেরে ফেলে, নয়তো সুস্থ করে তোলে। ঠিক দুই ড্রপ; তারপর অপেক্ষা করো আর দেখ।'

আমার নানা, মাথায় হাত রেখে বসে আছেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কি এটা?' ডা. শাপস্টেকার, বয়স যার প্রায় বিরাশি বছর, তার মুখের কোণে জিভটা নড়াচড়া করছে : 'রাজ গোখরোর বিষ। কাজে এর পরিচিতি এসেছে।' আমার নানা, জানেন যে আমি মারা যাবোই, কোবরার বিষ অনুমোদন করলেন। পরিবার দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো যখন বিষ ছড়িয়ে পড়লো শিশুর দেহে... এবং ছয় ঘণ্টা পর, আমার শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে এলো। এর পরে, আমার দৈহিকভাবে বেড়ে ওঠার হার তার পূর্ব ধারণা হারালো; কিন্তু বিনিময়ে কিছু একটা দিলো : জীবন, এবং সাপের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে প্রারম্ভিক সচেতনতা। যখন আমার টেম্পারেচার নেমে এলো, তখন আমার বোনের জন্ম হচ্ছে নারলিকারের নার্সিং হোমে। সেটা ১ সেপ্টেম্বর। আর জন্মের ব্যাপারটা এমন চুপচাপ ও ঘটনাহীনভাবে সম্পন্ন হলো যে মেথওয়াল্ডের এস্টেটের কেউ তা লক্ষ্যই করলো না সেভাবে। ওই একই দিনে ইসমাইল ইব্রাহিম ক্লিনিকে গিয়ে দেখা করলো আমার মা-বাবার সাথে এবং ঘেষাণা দিলো যে মামলায় জিতে গেছে... যখন ইসমাইল উৎসব

করছে, আমি তখন আমার খাটের লৌহদণ্ড চেপে ধরেছিলাম; যখন সে চিৎকার করলো, 'ফ্রিজ করার অধিক! তোমার সম্পদ আবারও তোমার! হাই কোর্টের হুকুম অনুযায়ী!' এবং যখন ইসমাইল ঘোষণা করলো, সরাসরি মুখে, 'সিনাই ভাই, আইনের শাসন এক বিখ্যাত বিজয় অর্জন করেছে,' এবং আমার মায়ের উৎফুল্ল চকচকে দৃষ্টি এড়িয়ে, আমি, শিশু সালিম, বয়স ঠিক এক বছর, দুই সপ্তাহ, একদিন, আমার খাটে নিজেকে সোজা হিঁচড়ে তুলি।

সেদিনের ঘটনাপ্রবাহের ক্রিয়া ছিলো দুই ভাঁজের; ধনুকের মতো বাঁকা পা নিয়ে আমি বড় হয়ে উঠি, কেননা বেশি আগেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে শুরু করি আমি; এবং পেতলের বাঁদর (এমন বলা হতো তার লালচে সোনালি চুলের জন্যে, সে নয় বছর বয়সে না পড়া পর্যন্ত যা কালো হয়নি) শিখেছিলো যে, যদি সে তার জীবনের প্রতি কোনো মনোযোগ দেয়, তাহলে তাকে প্রচুর আওয়াজ করতে হবে।

১১ Accident In a Washing—Chest
ওয়াশিং চেস্টে দুর্ঘটনা

পুরো দুইদিন পদ্ম আমার জীবন থেকে বাইরে আছে। দুই দিনের জন্যে আমের কাসুন্দির ভ্যাটে তার স্থানটি নিয়েছে অন্য আরেকজন মহিলা— তারও কোমর মোটা, কনুইয়ের নিচে লোম; কিন্তু, আমার চোখে, এটা কোনো বদল নয়!— যখন আমার নিজের গোবর-পদ্ম অদৃশ্য হয়ে গেছে আমি জানি না কোথায়। একটা ভারসাম্য ক্ষুণ্ন হয়েছে; আমি অনুভব করি আমার শরীরের দৈর্ঘ্য বরাবর ফাটগুলো চওড়া হচ্ছে; কেননা আকস্মিকভাবে আমি একা, আমার প্রয়োজনীয় কান ছাড়াই, এবং এটা যথেষ্ট নয়। আমি ক্রোধের আকস্মিক এক মুষ্ঠাঘাতে ধরাশায়ী হই : কেন আমি অমন অযৌক্তিকভাবে আপ্যায়িত হবো আমার একজন শিষ্যের দ্বারা? অন্য মানুষেরা গল্প আবৃত্তি করেছে আমার সামনে; অন্য মানুষেরা তেমন অসচ্চরিত্র ছিলো না। যখন বাল্মিকী, রামায়নের লেখক, তার মাস্টারপিসটা নির্দেশ করেছিলেন হস্তিমস্তক গণেশকে, তখন কি দেবতা সরে গিয়েছিলো তাকে ছেড়ে? সে নিশ্চিতভাবেই ছেড়ে যায়নি। (এখানে বলা দরকার যে, আমার মুসলমান ব্যাকগ্রাউণ্ড সত্ত্বেও আমি বোম্বের অধিবাসীদের মতো হিন্দু ধর্মের কাহিনীগুলো খুব ভালো করেই জানি। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে, শুঁড়ওয়ালা, কুলোর মতো কানযুক্ত গণেশ নিবিষ্ট মনে নির্দেশনা নিচ্ছে এই ইমেজটার আমি ভীষণ অনুরাগী!)

কিভাবে পদ্মকে বোঝানো যায় কিভাবে বাদ দেয়া যাবে তার উপেক্ষা আর কুসংস্কার? কিভাবে চলা যাবে তার আত্মার পার্থিবতা ব্যতীত, যা আমার পদযুগলকে ভূমিকে রাখে— রেখেছিলো? আমি পরিণত হয়েছি, আমার কাছে মনে হয়, একটা ত্রিভূজের শীর্ষে সমানভাবে সমর্থিত যমজ দেবত্বের দ্বারা, স্মৃতির বন্য দেবতা আর বর্তমানের পদ্ম-দেবী... কিন্তু এখন অবশ্যই আমাকে আনত হতে হবে একটা সরল রেখার সংকীর্ণ এক মাত্রাতলের

আমি হয়তো, আত্মগোপন করছি এই সমস্ত প্রশ্নের পিছনে। হ্যাঁ, হয়তো তাই ঠিক। আমার সহজভাবে কথা বলা উচিৎ, একটা প্রশ্নপত্রের ধরন ব্যতিরেকেই : আমাদের পদ্ম চলে গেছে, আর আমি তাকে মিস করছি। হ্যাঁ, এটাই কথা।

কিন্তু এখনো কিছু কাজ আছে যা করতে হবে : উদাহরণ স্বরূপ : ১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মে, যখন দুনিয়ার বেশির ভাগ বস্তুই ছিলো আমার চেয়ে বড় ধরনের, আমার বোন পেতলের বাঁদর জুতোয় আগুন লাগানোর অদ্ভুত অভ্যেস রপ্ত করেছিলো। অন্যদিকে নাসের জাহাজ ডুবিয়ে দেন সুয়েজ খালে, এতে দুনিয়ার আন্দোলনগুলো ধীর গতি হয়ে পড়ে, কেপ অব গুড হোপ ঘুরে যেতে বাধ্য হওয়ায়, আমার বোনও আমাদের প্রগতি রোখার করার চেষ্টা চালায়। মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে যুদ্ধ করতে বাধ্য, ঘটনার মাঝখানে নিজেকে স্থাপনের আকাংখা, এমন কি অমনোরম একজনের (সে ছিলো আমার বোন, যাই হোক না কেন; কিন্তু কোনো প্রধানমন্ত্রী তাকে চিঠি লেখননি, কোনো সাধু তাকে লক্ষ্য করেনি বাগানের ট্যাপের নিচে তাদের স্থান থেকে; ভবিষ্যৎবাণী না করা, আলোকচিত্র না তোলা, তার জীবন ছিলো শুরু থেকেই এক সংগ্রাম), সে তার যুদ্ধটাকে পাদুকার জগৎ পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলো, আশা করছিলো, হয়তো, যে আমাদের জুতো পুড়িয়ে সে আমাদের দাঁড় করিয়ে রাখবে সে যে আছে তা আমরা লক্ষ্য করা পর্যন্ত;;; তার অপরাধ মোচনে সে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। যখন আমার বাবা নিজের কামরায় ঢুকে দেখতে পেলো এক জোড়া কালো অক্সফোর্ড আগুনে পুড়ছে, পেতলের বাঁদর দাঁড়িয়ে আছে পাশে, হাতে দেশলাই। বাবার নাসারন্ধ্র বুট-লেদারের দুর্বিষহ গন্ধে কুঁচকে গেল, গন্ধ হলো চেরি ব্লসম বুটপালিশ আর একটা ছোট থ্রি-ইন-ওয়ান তেলে... 'দেখ, আব্বা!' উৎফুল্ল কণ্ঠে বাঁদর বললো, 'দেখ কি মনোহর— ঠিক হুবহু আমার চুলের রঙ!'

সব রকম পূর্ব-সতর্কতা সত্ত্বেও, আমার বোনের বদ্ধ-সংস্কারের মেরি লাল ফুল ফুটেছিলো সারা এস্টেটে সেই গ্রীষ্মে, ফুটেছিলো পাতিহাঁস নুসির স্যাণ্ডেলে আর হোমি ক্যাটরাকের ফিল্ম-ম্যাগনেট পাদুকায় কেশবর্ণ আগুনের শিখা দগ্ধ করে মি. দুবাশের সোয়েড ও লীলা সবরমতির স্টিলেটো হিল। দেশলাইয়ের খরচ ও চাকরবাকরদের স্বেচ্ছাশ্রম সত্ত্বেও, পেতলের বাঁদর তার পথ খুঁজে বের করতো, শাস্তি আর হুমকিতে নির্ভীক বছর ধরে মেথওয়াল্ডের এস্টেট দগ্ধ হতে থাকলো জুতোর আগুনে যখন তার চুলরাশি বাদামি রঙের হয়ে উঠলো, তখন দেশলাইয়ের প্রতি আগ্রহ হারালো সে।

আমিনা সিনাই, তার বাচ্চাদের পেটানোর ধারণাকে গ্রাহ্য করে, তার উইটের শেষে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলো; আর বাঁদরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিলো, দিনের পর দিন, নীরবতা। এটা ছিলো আমার মায়ের পছন্দ করা শৃঙ্খলা তত্ত্ব : আমাদের পেটাতে অসমর্থ হয়ে, সে আমাদের হুকুম দেয় ঠোঁট সিল করে দেয়ার। কিছু প্রতিধ্বনি, সন্দেহ নেই, ওই বিশাল নীরবতার যা দিয়ে তার নিজের মা আহত করেছিলেন আদম আজিজকে– কারণ নীরবতারও রয়েছে এক প্রতিধ্বনি, যে কোনো শব্দের কম্পনের চেয়েও গভীরতর ও দীর্ঘমেয়াদি— এবং এক শাব্দিক চাপে সে আড়াআড়ি একটা আঙুল রাখে তার ঠোঁটের ওপর এবং আমাদের জিভ স্থির রাখার হুকুম করে। এটা ছিলো একটা শাস্তি যা কখনো ব্যর্থ হয়নি আমাকে গরু বানাতে; পেতলের বাঁদর, যাহোক, কম নমনীয় বস্তুতে তৈরি হয়েছিলো। বিনা শব্দে, তার নানীর মতো শক্ত ঠোঁটে, সে চামড়ার দহনের চক্রান্ত

করতো— ঠিক যেমন একদা, অনেক কাল আগে, অন্য আরেক নগরীর অন্য আরেক বাঁদর একটা লেদারক্লথ গুদামে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো...

সে ততোটাই সুন্দরী ছিলো যতোটা আমি কদাকার ছিলাম।

কিন্তু প্রথম থেকেই সে ছিলো ঘূর্ণিবাতাসের মতো ধূর্ত এবং ভিড়ের মতো হট্টগোলে। জানলা আর ফুলদানি ভাঙতো উদ্দেশ্যমূলকভাবে দুর্ঘটনাক্রমে; খাবার-দাবার ফেলে দিতো প্রায় সময় তার ডিনার-টেবিল থেকে, মূল্যবান পারস্য গালিচায় দাগ পড়তো তাতে! নীরবতা ছিলো, প্রকৃতপক্ষে, খুব বাজে শাস্তি তার জন্যে। কিন্তু আনন্দের সাথেই এ শাস্তি সে গ্রহণ করলো, ভাঙা চেয়ার আর খণ্ড-বিখণ্ড গয়নার মাঝখানে নিষ্পাপের মতো দাঁড়িয়ে থেকে। মেরি পেরেইরা বললো, 'ওই একটা! ওই বাঁদর! চার পা নিয়ে ওর জন্মানো উচিৎ ছিলো!' কিন্তু আমিনা, যার মনে দুই মাথাওয়ালা একটি পুত্রের জন্মদান থেকে তার সংকীর্ণ পলায়নের স্মৃতি কিছুতেই মুছে যায়নি, চিৎকার করে বললো, 'মেরি! কি বলছো তুমি? অমন কথা এমন কি চিন্তাও করো না!'... আমার মায়ের প্রতিবাদ সত্ত্বেও, এটা সত্যিই যে পেতলের বাঁদরকে মানুষ মনে না হয়ে বরং পশুই মনে হতো; এবং, মেথওয়াল্ডের এস্টেটের সকল চাকর ও শিশুরা যেমন জানতো, সে পাখিদের সাথে কথা বলতে পারতো, এবং বেড়ালদের সাথে। কুকুরের সাথেও : কিন্তু তাকে কামড়ানোর পর, ছয় বছর বয়সের সময়, ভর্তি করা হয় ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে, সেখানে হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করতো, তিন সপ্তাহ ধরে প্রতি বিকেলে পেটে ইঞ্জেকশন দেবার সময়, মনে হয়েছিলো তখন যে হয় সে প্রাণীদের ভাষা ভুলে গেছে নয় তো তাদের সাথে আর কখনো কথাবার্তা বলতে রাজী নয়। পাখিদের কাছ থেকে ও শিখেছিলো কিভাবে গান গাইতে হয়; বিপদজনক স্বাধীনতার একটা ধরন শিখেছিলো বেড়ালদের কাছ থেকে। ভালোবাসার শব্দ গেঁথে তার সাথে কেউ কথা বললেও তাতে সে কখনো আপ্লুত হতো না।

... এই রকমই একটা সময় চলছিলো যখন সনি ইব্রাহিম সাহস করে তাকে বললো, 'এই, শোনো, সালিমের বোন— তুমি একেবারে খাঁটি ধরনের। আমি, উম্, তুমি জানো, তোমার প্রতি ভীষণ দুর্বল' এবং তৎক্ষণাৎ পেতলের বাঁদর মচি করে সরাসরি পৌঁছে গেল সনির বাবা-মার সামনে যারা সান্স সুকির বাগানে বসে লাসসি পান করছিলো, তাদের ও বললো, 'নুসি আন্টি, আমি জানি না আপনার সনির কি হয়েছে। এই মাত্র দেখে এলাম সাইরাস আর সে একটা ঝোপের পিছনে, ওদের সু-সু নিয়ে ওরা কী মজার ডলাডলি করছে!'...

পেতলের বাঁদর আর আমি খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম, দিল্লির চিঠি আর ট্যাপের নিচের সাধুর পরিবর্তে। শুরু থেকেই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে নয় মিত্র হিসেবে গ্রহণ করবো; এবং, ফলস্বরূপ, সে কখনো আমাকে দোষারোপ করেনি আমাদের গৃহসামগ্রীতে আমার অংশিদারিত্বের জন্যে, বলেছে, 'দোষ দেবার কি আছে? তুমি গ্রেট যদি তারা ভাবে, সেটা কি তোমার দোষ?' (কিন্তু যখন অনেক বছর পর, আমিও সনির মতো একই ভুল করি, সে একই রকম আচরণ করে।)

AMARBOI.COM

এবং বাঁদর, একটা নির্দিষ্ট রং-নাম্বার টেলিফোন করে জবাব দিতে গিয়ে, ঘটনার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলো যা আমাকে দুর্ঘটনায় পতিত করে কাঠের তৈরি একটা শাদা ওয়াশিং চেস্টে।

ইতোমধ্যে, প্রায় নয় বছর বয়সের কাছাকাছি, আমি এটা বেশ জানতাম : সবাই আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। মধ্যরাত্রি এবং শিশুর ছবি, পয়গম্বর আর প্রধানমন্ত্রিগণ আমার চারপাশে প্রত্যাশার এক উজ্জ্বল কুয়াশা সৃষ্টি করেছে যার থেকে পালানো সম্ভব নয়... যার জন্যে বাবা আমাকে তার থলথলে ভুড়ির মধ্যে টেনে নেন ককটেল প্রহরের শীতলতায় বলতে, 'বিশাল ব্যাপার! আমার পুত্র : তোমার জন্যে কি মজুত রাখা হয়নি? বিশাল চুক্তি এক মহান জীবন!' আমি তখন, শিকনিতে তার শার্ট ভিজিয়ে, নীল হয়ে গেছি আর অনুনয় করছি, 'আমাকে যেতে দাও, আব্বা! সবাই দেখে ফেলবে!' এবং সে, নিচু হয়ে, 'ওদের দেখতে দাও! সারা দুনিয়াকে দাও কেমন আমি ভালভাসি আমার পুত্রকে!... দেখতে এবং আসার নানী, এক শীতে এসেছিলেন আমাদের কাছে, আমাকে পরামর্শও দেন : 'তোমার মোজা টেনে তোলো, কিযেননামএটার, আর তুমি হবে সারা বিস্তৃত দুনিয়ার যে কারো চেয়ে উত্তম!'... আমি এর মধ্যেই আমার মধ্যে সেই আকারহীন পশুর প্রথম নড়াচড়া অনুভব করেছিলাম, যা এখনো, এই পদ্ম-বিহীন রাতে, আমার পাকস্থলির মধ্যে champs ও csratch করে : আশার ও ডাকনামের (এর মধ্যেই আমার ডাকনাম জুটেছে চুলচুল এক বহুত্বের দ্বারা অভিশপ্ত, আমি শঙ্কিত হতাম যে প্রত্যেকেই ভ্রান্ত— যে আমার অতিমাত্রায় ঢাক-ঢোল পেটানো অস্তিত্ব হয়তো মোড় নেবে একেবারেই অদরকারি হিসেবে, আর এটা ছিলো এই পশুর কাছ থেকে পলায়ন, যে নিজেকে আমি লুকিয়ে রাখছিলাম, প্রথম দিককার বয়স থেকেই, আমার মায়ের বৃহৎ আকারের শাদা ওয়াশিং-চেস্টের মধ্যে; কারণ যদিও প্রাণীটা আমার ভিতরে ছিলো, লিনেনের মোড়কের উপস্থিতি স্বস্তি দিতো।

ওয়াশিং-চেস্টের বাইরে, উদ্দেশ্যপূর্ণ লোকজনের দ্বারা পরিবেষ্টিত, আমি নিজেকে ডুবিয়ে দিই রূপকথার গল্পের মধ্যে। হাতিম তাই এবং ব্যাটম্যান, সুপারম্যান এবং সিন্দাবাদ আমাকে আমার প্রায় নয়বছর বয়সটাকে পেরিয়ে যেতে সাহায্য করে। আমি যখন মেরি পেরেইরার সাথে কেনাকাটা করতে যাই— মুরগির বাচ্চার গলা দেখে সেটার বয়স সে বলতে পারবে কি না তা নিয়ে অতিশংকিত, দৃঢ়চিত্ততার দ্বারা যার সাহায্যে সে মৃত সমুদ্র-মৎস্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলো— আমি তখন আলাদিনে পরিণত হই, সমুদ্রযাত্রা করছি একটা অবিশ্বাস্য গুহায়; আমি কল্পনা করি আলি বাবার চল্লিশ চোর লুকিয়ে আছে ধূলিময় পাত্রের মধ্যে। বাগানে, পুরুষোত্তম সাধুর দিকে তাকিয়ে, আমি প্রদীপের দৈত্যে পরিণত হই, এবং এই প্রকারে এড়িয়ে যাই, বেশিরভাগ অংশ, ভয়ংকর ধারণা যে আমার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একাকী, কোনো ধারণা নেই আমি কি হবো, অথবা কেমন আমি আচরণ করবো। উদ্দেশ্য : এটা আমার পিছনে উত্থিত হয় যখন আমি দাঁড়িয়ে আমার জানলা থেকে ইউরোপীয় মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকি যারা সমুদ্রের পাশে মানচিত্র-আকৃতির পুলে লাফ-ঝাঁপ করছে। 'কোথায় পাও তুমি এটা?' আমি জোরে চিৎকার করি; পেতলের বাঁদর ও আমার আকাশনীল কক্ষেই ভাগাভাগি করে থাকতো, লাফিয়ে ওঠে। আমার বয়স তখন আটেরকাছাকাছি; সে প্রায়সাত। এটা একেবারে প্রারম্ভিক বয়স অর্থময়তার দ্বারা চমকিত হবার।

কিন্তু চাকররা ওয়াশিং— চেষ্ট থেকে বাদ পড়েছিলো; ইশকুলের বাসও অনুপস্থিত। আমার নয়েরকাছাকাছি বয়সে আমি ক্যাথেড্রাল এবং পুরনো ফোর্ট এলাকার আউটরাম রোডে অবস্থিত জন কনোন বয়েজ' হাই স্কুলে উপস্থিত হতে আরম্ভ করি; পরিচ্ছন্ন ও আচড়ানো প্রতি সকালে, আমি দাঁড়িয়ে থাকি আমাদের দোতলা পাহাড়িকার পাদদেশে, শাদা শর্ট্‌স পরিহিত, নীল স্ট্রাইপের স্নেক-বাকল লাগানো ইলাস্টিক বেল্ট, কাঁধের ওপর থলে আর বিশাল শশা-সদৃশ নাক। আইস্লাইস ও কেশতৈল, সনি ইব্রাহিম ও সাইরাস-দ্য-গ্রেটও অপেক্ষা করছে। এবং বাসে, সারিবদ্ধ আসন ও জানলার নস্টালজিক শব্দের মধ্যে, কি নিশ্চয়তা! নয়েরকাছাকাছি বয়স কি নিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে! সনির কাছ থেকে একটা ধারণা : 'আমি বুলফাইটার হতে যাচ্ছি; স্পেইন! চিকিতাস হেই, তরো, তরো!' তার সামনে থলেটা ধরা আছে, সে তার ভবিষ্যৎ কল্পনা করেছে যখন বাসটি চলেছে কেম্প'স কর্ণার বরাবর, অতিক্রম করে যায় টমাস কেম্প এ্যাণ্ড কোম্পানি (কেমিস্ট্‌স), এয়ার ইণ্ডিয়ার রাজার পোস্টারের নিচে ('পরে দেখা হবে, ঘোড়েল আমি এয়ার-ইণ্ডিয়ায় লণ্ডনের পথে!') আর অন্যান্য ছবি যাতে আমার শৈশবের ভিতর দিয়ে, কলিনস কিড, উজ্জ্বল দাঁত বিশিষ্ট পরনে সবুজ, ক্লোরোফিল হ্যাট দাবি করে যে তারা কলিনস টুথপেস্টের : 'দাঁত পরিষ্কার রাখো এবং দাঁত ঝকঝকে রাখো! কলিনস সুপার হোয়াইট রাখো দাঁত!' তার বিজ্ঞাপনের ছবির বাচ্চা, শিশুরা একটা বাক্সে এক-ডাইমেনশন বিশিষ্ট, দ্বারা সমতল, তারা জানতো তারা কিসের জন্যে, এই যে গ্ল্যাণ্ডি কীথ কোলাকো, 'আমি আমার বাবার সিনেমা হল চালাতে যাচ্ছি। তোমরা বদমাশরা চলচ্চিত্র দেখতে চাও। তোমাদের আমার কাছে আসতে হবে এবং সিটের জন্যে অনুনয় করবে!'... এবং ফ্যাট পার্স ফিশওয়ালা, যার কাজ হলো কোনো কিছু নয় শুধু খাওয়া, এবং যে, গ্ল্যাণ্ডি কিথের সঙ্গে, সুবিধাপ্রাপ্তের অবস্থান দখল করে নেয়, 'বাহ্! ওটা কিছুই নয়। আমার পেতে হবে হীরক, এমারেল্ড্‌স, মুনস্টোন! আমার অন্তর্কোষের মতো বড় মুক্তা!' ফ্যাট পার্সের বাবা নগরীর আরেকটি জুয়েলারির ব্যবসা চালায়; তার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে মি. ফাৎভয়-এর পুত্র, যে, ছোটখাটো ও বুদ্ধিবৃত্তি হয়েছে, খুব বিশ্রীভাবে বেরিয়ে আসে মুক্তা শিশুদের যুদ্ধে... এবং আইস্লাইস, একজন টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে সে নিজের ভবিষ্যৎ ঘোষণা করে, তার একটি খালি কোটরের প্রতি চমৎকার শ্রদ্ধাসহ; এবং কেশতৈল, বলে, 'কি স্বার্থপর পাছা রে তুই! আমি বাবার পদাংক অনুসরণ করে নেভিতে যাবো; আমি আমার দেশ প্রতিরক্ষা করবো!' বাসের ভিতর আমি আমার শান্তি বজায় রাখি; 'এই, শিকনিনেকো গ্ল্যাণ্ডি কিথ চিৎকার করে, 'এই, আমাদের সর্দিনেকো বড় হয়ে কি হবে বলে তোমাদের ধারণা?' এবং ফাট পার্স ফিশওয়ালার কাছ থেকে উত্তরের চিৎকার, 'পিনোচ্চিও!' এবং অবশিষ্টরা, একযোগে কোরাসের একটা গান গেয়ে ওঠে 'আমার পরণে একটা সুতোও নেই!'... অন্যদিকে সাইরাস-দ্য-গ্রেট জ্ঞানীর মতো চুপচাপ বসে থাকে এবং জাতির প্রধান পারমাণবিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভবিষৎ পরিকল্পনা করতে থাকে। এবং, বাড়িতে,

AMARBOI.COM

জুতোয় অগ্নিসংযোগকারিনি পেতলের বাঁদর; এবং আমার বাবা, তার পতনের গভীরতা থেকে উত্থিত, আরও একবার, tetrapods-এর বোকামিতে... 'কোথায় পাও তুমি এটা?' আমি জানলায় আবেদন করি; জেলের আঙুল নির্দেশ করে, ভুল ভাবে, সমুদ্রের দিকে।

ওয়াশিং— চেস্ট থেকে নিষিদ্ধ : 'পিনোচ্চিও! শশা-নাক! গু-ফেস!' বলে চিৎকার— আমার লুকানোর জায়গায় লুকায়িত আমি মিস কাপাডিয়ার স্মৃতি থেকে নিরাপদ ছিলাম, মিস কাপাডিয়া ছিলো ব্রিচ ক্যাণ্ডি কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষিকা যে কিনা, ইশকুলে আমার প্রথম দিনে, তার ব্ল্যাকবোর্ড থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো আমাকে স্বাগত জানাতে, দেখে আমার নাক, এবং হতচকিত হয়ে হাত থেকে ডাস্টার ফেলে দেয়, তার পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর পেরেকের আঘাত লাগে, একটা চিৎকার ময় কিন্তু নাতিবৃহৎ প্রতিদ্বনি আমার বাবার বিখ্যাত দুর্ঘটনার; কাদামাটি লাগা হ্যাংকিজ আর কোঁচকানো পাজামার মধ্যে ডুবে, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, একটা সময়ের জন্যে, আমার কদর্যতা।

টাইফয়েড আক্রমণ করলো আমাকে; Krait-বিষ আমাকে আরোগ্য করে তুললো; এবং আমার প্রাথমিক, অতিউত্তপ্ত দেহ-বর্ধনের হার শীতল হয়ে গেল। নয়ের কাছাকাছি যখন আমার বয়স সনি ইব্রাহিম তখন আমার থেকে আরও দেড় ইঞ্চি বেশি লম্বা। কিন্তু শিশু সেলিমের একটা খণ্ড মনে হয় অসুখ দমন করে ও সাপের নির্যাস আমার চোখের মাঝখানে, এটা ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়েছে বাইরের দিকে ও নিচের দিকে, যেন বা আমার সমস্ত খরচসাপেক্ষ শক্তি, আমার শরীরের অবশিষ্ট অংশ থেকে বেরিয়ে গেছে, সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো এই একটা তুলনাবিহীন বিষয়ে মনোযোগ স্থাপন করেছিলো... আমার চোখের মাঝখানে এবং আমার ঠোঁটের ওপর, আমার নাক ফুটে উঠেছিলো একটা উপঢৌকনের মতো।

নাকে কি আসে যায়? গতানুগতিক উত্তর : 'ওটা সাদামাটা। একটা শ্বাস যন্ত্র; চুল।' কিন্তু আমার ঘটনায়, উত্তরটা আরও অধিক সাদামাটা ছিলো, যদিও, আমি স্বীকার করতে বাধ্য, কিছুটা অনিচ্ছুক : আমার নাকে যা ছিলো তা শিকনি। ক্ষমা চেয়ে নিই, আমি অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিস্তরিত বর্ণনা করছি : নাসাতন্ত্র আমাকে শ্বাসকার্য চালাতে বাধ্য করেছে আমার মুখের ভিতর দিয়ে, আমাকে দিচ্ছে হাসফাস করা একটি গোল্ডফিসের বাতাস; এই বাধা আমার শৈশব ধ্বংস করেছে সুগন্ধিহীনতায়, যা উপেক্ষা করে মুখোশের এবং চাম্বেলির এবং আমের কাসুন্দির এবং ঘরে তৈরি আইসক্রিমের গন্ধ : এবং নোংরা ওয়াশিং ও।

উদ্দেশ্য সংস্কারবদ্ধ আমার নাক নিয়ে আমি শংকিত। তিক্ত পোশাক পরিহিত যা নিয়মিতভাবে আসে আমার প্রধান শিক্ষিকা আলিয়া খালার কাছ থেকে, আমি ইশকুলে যাই, ফরাসি ক্রিকেট খেলি, লড়াই করি, রূপকথার গল্পে প্রবেশ করি... এবং উৎকণ্ঠিত হই। (ওইসব দিনে, আমার খালা আলিয়া আমাদের কাছে বাচ্চাদের পোশাকের এক

সমাপ্তিহীন স্রোত পাঠাতে শুরু করে।) আমার নাক : গণেশের শুঁড়ের মতো হস্তিসদৃশ এটা হতে পারতো, আমি চিন্তা করি, একটা দারুণ শ্বাসযন্ত্র; কোনো উত্তর ছাড়াই এটা গন্ধ গ্রহণে সক্ষম, যেমন আমরা বলি; পরিবর্তে, এটা স্থায়ীভাবে অকার্যকর এবং কাঠে শিক-কাবাবের মতোই অকেজো।

যথেষ্ট। ওয়াশিং-চেস্টের ভিতর আমি বসে আছি এবং ভুলে গেছি নাকের কথা; ১৯৫৩ সালে এভারেস্ট পর্বতে চড়ার কথা ভুলে গেছি— যখন আইস্লাইস ফিকফিক করে হাসে 'এই, ভাই! তুমি মনে করো যে তেনজিং শিকনি নেকোর মুখ বেয়ে উঠতে পারবে?'– এবং আমার নাক নিয়ে আমার মা-বাবার মধ্যে ঝগড়া সম্পর্কে, যে ব্যাপারে আহমেদ সিনাই আমিনার বাবাকে দোষ দিতে কখনো ক্লান্ত হয় না : 'আগে কখনোই আমার পরিবারে এইরকম নাক ছিলো না! আমাদের চমৎকার নাক রয়েছে; গর্বিত নাক; রাজকীয় নাক, বৌ!' আহমেদ সিনাই ইতোমধ্যেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলো, ওই সময়ে, উইলিয়াম মেথওয়াল্ডের কল্যাণে সৃষ্ট তার উপন্যাসোপম কাহিনি জিন আক্রান্ত সে দেখতে পায় মুঘল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তার ধমনিতে... ভুলেও গিয়েছিলো, সেই রাতে যখন আমার বয়স সাড়ে আট, এবং আমার বাবা, তার নিঃশ্বাসে জ্বিন ভর করেছিলো, আমার কক্ষে এসে আমার চাদর তুলে জানতে চায় : 'তোমার কি হয়েছে? শুওর! কোথাকার শুওর?' আমাকে ঘুম-কাতুরে দেখায়, নিষ্পাপ; বিস্মিত সে গর্জন করে। 'ছি-ছি! নোংলা এটা যারা করে সে সব বালকদের খোদা শাস্তি দেন! এর মধ্যেই তোমার নাক বানিয়েছেন তিনি পপলারের সমান বড়। তিনি তোমার দৈহিক বর্ধন ক্ষর্ব করবেন; তিনি তোমার সু-সু কুঞ্চিত করবেন।' এবং আমার মা, বিস্মিত কক্ষের ভিতর নৈশপোশাকে উপস্থিত হয়, 'জানুম, যন্ত্রণার দোহাই; ছেলেটা মাত্র ঘুমাচ্ছিলো।' আমার বাবার ঠোঁটের ভিতর দিয়ে জ্বিন গর্জন করে, তাকে গ্রাম করে সম্পূর্ণভাবে : 'ওর মুখের দিকে তাকাও! ঘুমের থেকে এমন নাক কে পায়?'

ওয়াশিং— চেস্টে কোনো আয়না নেই; রুঢ় কৌতুক এখানে পৌছায় না, কোনো দিক নির্দেশক আঙুলও নয়। পৃথিবীতে ওয়াশিং চেস্ট হচ্ছে একটা গর্ত, একটা স্থান যেখানে সভ্যতা নিজেকে বাইরে রেখেছে। ওয়াশিং চেস্টে, আমি ছিলাম নাদির খানের মতো, সব ধরনের চাপ থেকে নিরাপদ, বাবা-মা আর ইতিহাসের চাহিদা থেকে লুকানো... আমার বাবা, তার ভুড়ির দিকে আমাকে টেনে নিয়ে, তাৎক্ষণিক আবেগের কণ্ঠে বলে : 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি একটা ভালো ছেলে; তুমি যা করতে চাও করতে পারো; তোমাকে শুধু তা চাইতে হবে যথেষ্ট! ঘুমাও এখন...' এবং মেরি পেরেইরা, তার প্রতিধ্বনি করে নিজের ছোট্ট ছড়ায় : 'তুমি যা করতে চাও, তুমি তা করতে পারো; তুমি হতে পারো যা হতে চাও!' এটা আমার মনে ইতোমধ্যেই জাগ্রত হয়েছিলো যে আমাদের পরিবার সুন্দর ব্যবসায়িক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলো আমার ওপর তাদের বিনিয়োগ থেকে একটা হ্যাণ্ডসাম রিটার্ন তারা আশা করতো। শিশুরা পায় খাদ্য ভালো আশ্রয় হাত খরচের

AMARBOI.COM

টাকা দীর্ঘছুটি ও ভালোবাসা, আপাত দৃষ্টিতে এর বেশির ভাগই বিনামূল্যে, এবং অধিকাংশ ক্ষুদে বোকা মনে করে এটা জন্ম নেবার জন্যে এক ধরনের খেসারত 'আমার ওপর কোনো সুতো নেই!' তারা গান গায়; কিন্তু আমি, পিনোচ্চিও, সুতো দেখতে পাই। বাবা-মা অভিভূক্ত মুনাফার লক্ষণের দ্বারা— বেশিও নয়, কমও নয়। তাদের মনোযোগের জন্যে, তারা আশা করে, আমার কাছ থেকে, মহত্ত্বের লাভ আমাকে ভুল বুঝো না। আমি কিছু কিছু মনে করিনি। আমি ছিলাম, সেই সময়ে, কর্তব্য পরায়ণ বালক। তারা যা চায় তা দিতে আমি নিবেদিত ছিলাম, যা বাধানো চিঠি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তাদের; আমি আসলেই জানি না কিভাবে। মহত্ত্ব এসেছিলো কোত্থেকে? কিভাবে তুমি পেয়েছিলে কিছুটা? *কখন?*... যখন আমার বয়স সাত বছর, আদম আজিজ ও রেভারেণ্ড মাদার আমাদের কাছে বেড়াতে এসেছিলেন। আমার সপ্তম জন্মদিনে, কর্তব্যপরায়ণভাবে, আমি জেলের ছবির বালকদের মতো পোশাক পরিধান করলাম; আমি অবিরাম হাসতে লাগলাম। 'দেখ, আমার ছোট্ট চাঁদের-টুকরো!' আমিনা চেঁচিয়ে বললো কেক কাটতে কাটতে, 'কি মিষ্টি! কখনো কাঁদে না এক ফোঁটাও!' আমি এক স্লাইস কেক নিয়ে যাই রেভারেণ্ড মাদারের কাছে, যিনি অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শয়ে আছেন। আমাকে ডাক্তারদের একটা স্টেথোস্কোপ দেয়া হয়েছিলো; সেটা আমার গলায় ঝোলানো। তিনি আমাকে অনুমতি দেন তাকে পরীক্ষা করার; আরো অনুশীলনের প্রেসক্রিপশন দিই আমি। 'তোমাকে অবশ্যই কামরার মধ্যে হাঁটাহাঁটি করতে হবে, আলমারি পর্যন্ত, দিনে একবার। তুমি আমার ওপর *ঠেশ* দিতে পারো; আমি ডাক্তার।' তিনি আমার কথা মান্য করেন। এই চিকিৎসার তিন মাস পর, তিনি পুরোপুরি সেরে ওঠেন। প্রতিবেশিরা উৎসব করতে আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে রসগোল্লা ও গুলাব-জামান এবং অন্যান্য মিষ্টি। রেভারেণ্ড মাদার, শোবার ঘরে একটা তখ্তের ওপর রাজকীয়ভাবে বসে, ঘোষণা করেন : 'আমার নাতিকে দেখেছো? সে আমাকে সুস্থ করে তুলেছে, কিথেননামত্রটার। জিনিয়াস! জিনিয়াস, কিযেননামএটার : এ খোদার দান।' সেটাই কি ছিলো, তাহলে? আমি কি দুশ্চিন্তা বন্ধ করবো? মহত্ত্ব পতনশীল আঙরাখা : যা কখনো ধোপার কাছে পাঠানোর প্রয়োজন হয় না। কেউ জিনিয়াস পাথরের ওপর পেটায় না... ওই এক সূত্র, আমার নানীর, ছিলো আমার একমাত্র আশা; এবং, যেমনটা দেখা গিয়েছিলো, তিনি খুব একটা ভুল করেননি। (দুর্ঘটনাটি প্রায় আমার ওপরই; এবং মধ্যরাতের শিশুরা অপেক্ষা করছে।)

কয়েক বছর পর, পাকিস্তানে, সেই নির্দিষ্ট রাতে যখন তার মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়ে এবং তার স্তাবকতা গুঁড়ো করে দেয়, আমিনা সিনাই দেখতে পায় একটা দৃশ্যে পুরনো ওয়াশিং-চেস্ট। 'তাহলে আবারও তুমি?' সে ওটাকে বলে, 'বেশ, কেন নয়? সব কিছু আমার কাছে ফিরে আসছে এসব দিনে। মনে হয় তুমি কোনো কিছু পিছনে ফেলে আসতে পারো না।' আমাদের পরিবারের সকল নারীর মতো সেও অপরিণত বয়সে বৃদ্ধা হয়ে গেল; ১৯৫৬ সালের প্রচণ্ড গরম মেরি পেরেইরা আমাকে বলেছিলো যে, ক্ষুদ্র জ্বলন্ত

অদৃশ্য পতঙ্গ ছিলো এর উৎস— তার কানে আবারও ভনভন আওয়াজ সৃষ্টি করলো। 'আমার গোড়ালির ফুসকুড়ি আমাকে খুন করতে শুরু করেছে তখন,' সে বললো। কিন্তু গরম পতঙ্গের গ্রীষ্মে, আমার মা শেষ পর্যন্ত verrucas-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাস্ত হলো, কেননা সাধু পুরুষোত্তম হঠাৎ করে তার ইন্দ্রজাল হারিয়ে ফেলেছিলো। এটা কি আমার দোষ যে তার মন্ত্রের ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছে? ভীষণ এক সমস্যার বাতাসে, সে আমার মাকে বললো, 'চিন্তা নেই; কেবল অপেক্ষা করো; আমি নিশ্চিত তোমার পা ফিক্স করে দেবো।' কিন্তু আমিনা গোড়ালির ফুসকুড়ি বিশ্রী বেড়ে গেল; সে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার বার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে শীতল করে দিলো পুরোপুরি শূন্য পর্যায়ে। কিন্তু তাতে ও গুলো ফিরে এলো দ্বিগুণের দ্বিগুণ হয়ে, তাতে সে কাতরাতে লাগলো, আর সে বৃদ্ধ বয়সের অভ্রান্ত অভিবাদন চিনতে পারলো। (ফ্যান্টাসিতে পরিপূর্ণ হয়ে আমি তাকে রূপান্তরিত করি এক রেশমিতে 'আম্মা, হতে পারে তুমি আসলে একটা জলপারি একটা মানুষের ভালোবাসার জন্যে মানব আকৃতি ধারণ করেছো— কাজেই প্রত্যেকটা পদক্ষেপই হচ্ছে রেজর ব্লেডের ওপর দিয়ে হাঁটার মতো!' আমার মা নিঃশব্দে হাসির মতো ঠোঁট বাঁকায়, কিন্তু হাসে না।)

১৯৫৬। আহমেদ সিনাই ও ডা. নারলিকারের দাবা খেলছিলো ও বিতর্ক করছিলো— আমার বাবা নাসেরের এক কঠোর বিরোধী, অন্যদিকে নারীলকার খোলাখুলি তার অনুরাগী। 'ব্যবসায়ে লোকটা একেবারে বাজে,' আহমেদ বলে; 'কিন্তু তার স্টাইল আছে,' নারলিকার জবাব দেয়। একই সময়ে, জওয়াহরলাল নেহরু জ্যোতিষিদের সাথে আলোচনা করছিলেন দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে, আরেকটি কারামস্তান এড়িয়ে যাবার নিমিত্তে; আর আমি লুকায়িত একটা ওয়াশিং-চেস্টের ভিতর যেটা আর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যথেষ্ট বড় নয়; এবং আমিনা সিনাই অপরাধে পূর্ণ হয়েছে। সে ইতোমধ্যে চেষ্টা করছিলো তার মন থেকে ঘোড়দৌড়ের এ্যাডভেঞ্চার মুছে ফেলতে; কিন্তু পাপের বোধ ছেড়ে যাচ্ছিলো না; কাজেই verrucasকে শাস্তি হিসেবে কল্পনা করা তার পক্ষে অসুবিধা হচ্ছিলো না... তার দিকে ফিরে তাকালে এখন আমার মনে হয় যে অপরাধের একটা কুয়াশা জমতে শুরু করেছিলো তার মাথার চারপাশ ঘিরে— তার কালো চামড়া উদগীরন করছিলো কালো মেঘ যা ঝুলে ছিলো তার দু চোখের সামনে। (পদ্ম এটা বিশ্বাস করবে; পদ্ম বুঝবে আমি কি বলতে চাইছি!) এবং তার অপরাধ যেমন বাড়তে লাগলো, কুয়াশাও পুরু হলো ততো— হ্যাঁ, কেন নয়? এমন দিন ছিলো যখন তুমি কদাচিৎ তার মাথাটা দেখতে পেতে তার ঘাড়ের ওপর!.... আমিনা পরিণত হয়েছিলো সেই দুর্লভ মানুষদের একজনে যারা পৃথিবীর ভার তুলে নিয়েছিলো নিজেদের পিঠে; ইচ্ছাকৃত অপরাধীর চৌম্বকত্ব সে ছড়াতে করতে শুরু করেছিলো; এবং সেই থেকে যে কেউ তার সংস্পর্শে এলে নিজের গোপন পাপ স্বীকার করার প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করেছে। তারা আসতো, আলোকিত হতো, রেখে যেতো তাদের বোঝা আমার মায়ের কাঁধে; এবং অপরাধের

AMARBOI.COM

কুয়াশা পুরু হতো। আমিনা শুনেছিলো চাকরদের নিগৃহীত হওয়া আর কর্মকর্তাদের উৎকোচ খাওয়া সম্পর্কে। দুনিয়ার অপরাধের মুখোমুখি, আমার মা কুয়াশাময় মৃদু হাসে আর শক্ত করে তার চোখ বন্ধ করে; এবং ছাদ ভেঙে তার মাথায় পড়ার সময়ে তার দৃষ্টি শক্তি ছিলো অত্যন্ত অস্বচ্ছ কিন্তু তখনো সে দেখতে পেতো ওয়াশিং— চেস্ট।

আমার মায়ের অপরাধের তলে আসলে কি ছিলো? আমি বলছি বাস্তবিক, verrucas ও জ্বিন ও স্বীকারোক্তির নিচে? তা ছিলো এক অকহতব্য অসুস্থতাবোধ এক উৎপীড়ন যার নামকরণ ও হতে পারতো না, এবং যা নিজেই আর ধৃত ছিলো না একজন গোপন জগতের স্বামীর স্বপ্নে... আমার মা মন্ত্রাবিষ্ট হয়েছিলো (যেমন আমার বাবাও মন্ত্রাবিষ্ট হবে) টেলিফোনের।

ওই গ্রীষ্মের বিকেলে, তোয়ালের মতো গরম ছিলো বিকেলগুলো, টেলিফোন বাজতো। আহমেদ সিনাই যখন ঘুমিয়ে তার কক্ষে, তার চাবির গোছা বালিশের নিচে নিয়ে, আর umbilical cord তার আলমারিতে, টেলিফোনীয় তীক্ষ্ণ শব্দ উত্তাপ পতঙ্গের ভনভনানি যন্ত্রণাক্ত হয়; এবং উত্তর দেবার জন্যে আমার মা হলরুমে আসে। এবং এখন, কেমন অভিব্যক্তি এটা, শুষ্ক রক্তের রঙের মতো তার মুখ?... জানছে না যে তাকে লক্ষ্য করা হচ্ছে, কেমন মাছের মতো ঠোঁটের flutter ings এগুলো?... এবং কেন, ঝাড়া পাঁচ মিনিট ধরে শোনার পর, আমার মা বলে, ভাঙা কাচের মতো কণ্ঠস্বরে, 'দুঃখিত : রং নাম্বার'?

তার চোখের পাতায় কেন হীরক ঝিলিক দিচ্ছে?... পেতলের বাঁদর আমাকে ফিসফিস করে বলে, 'পরের বার রিং হলে, আবিষ্কার করা যাক।'

পাঁচ দিন পর। আবারও বিকেল বেলা; কিন্তু আমিনা আজ দূরে, বেড়াতে গেছে পাতিহাঁস নুসির কাছে, তখন টেলিফোন মনোযোগ দাবি করে। 'তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি নইলে বাবাকে জাগিয়ে দেবে!' বাঁদর, যেমন তার নাম, রিসিভার তুলে নিলো আহমেদ সিনাই এমন কি তার নাক ডাকার ধরন পরিবর্তন করার আগেই... 'হাল্লো? ইয়াস? এটা সাত শূন্য পাঁচ ছয় এক; হাল্লো?' আমরা শুনি, প্রতিটা স্নায়ু টানটান; কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে কোনো সাড়া শব্দ নেই। তারপর, যখন আমরা আশা ছেড়ে দিয়েছি প্রায়, কণ্ঠস্বরটা এলো। '... ওহ... হ্যাঁ... হাল্লো...' এবং বাঁদর, প্রায় চেঁচিয়ে, 'হাল্লো? কে বলছেন, প্লিজ?' আবার নীরবতা; কণ্ঠস্বরটি, কথা বলা থেকে বিরত করতে পারছে না, উত্তর বিবেচনা করে; এবং তারপর, '... হাল্লো... এটা শান্তি প্রসাদ ট্রাক হায়ার কোম্পানি, প্লিজ?...' এবং বাঁদর, অতি দ্রুত : 'হ্যাঁ, কি চান আপনি?' আরেকবার বিরতি, ঘনিষ্ঠ শোনায়, ক্ষমা প্রার্থনার সুরে প্রায়, বলে, 'আমি একটা ট্রাক ভাড়া নিতে চাই।' হে টেলিফোনীয় কণ্ঠস্বরের রূপকথার অজুহাত হে ভূতের স্বচ্ছ আলাপারিতা টেলিফোনের কণ্ঠস্বরটা কোনো ট্রাক-ভাড়া নেবার মানুষের কণ্ঠস্বর ছিলো না; কণ্ঠস্বরটা ছিলো কোমল, কিছুটা মাংসল একজন কবির কণ্ঠস্বর... কিন্তু তার পরে, টেলিফোন নিয়মিত বাজতো;

কখনো আমার মা উত্তর দিতো, চুপচাপ শুনতো আর তার মুখ মাছের মতো নড়তো, এবং শেষ পর্যন্ত, অনেক দেরি করে, বলতো, 'দুঃখিত, রং নাম্বার'; অন্য সময়ে বাঁদর আর আমি এর চারপাশে ঘুরঘুর করতাম, এয়ারপিসে দুই কান, অন্যদিকে বাঁদর ট্রাক ভাড়ার অর্ডার নিতো। আমি চমকিত হতাম : 'এই, বাঁদর, কি মনে করো তুমি? লোকটা কি কখনো ভাববে না ট্রাক আসে না কেন?' এবং সে, বিস্ফারিত চোখে, চকিত কণ্ঠস্বরে : 'ম্যান, তোমার কি ধারণা... হয়তো ভাবতে পারে!' কিন্তু আমি বুঝতাম না কিভাবে; আর সন্দেহের এক ক্ষুদ্র বীজ রোপিত হয়আমার মধ্যে, এক ধারণার ক্ষুদ্র ঝলকানিতে যে আমাদের মায়ের হয়তো একটা গুপ্ত বিষয় রয়েছে– আমাদের আম্মা! যে সর্বদা বলতো, 'গোপনীয়তা নিজের মধ্যে চেপে রাখো, তোমার ভিতরে খারাপ কিছু সৃষ্টি করবে তা; কিছু বলবে না, তাতে তোমার পেট ব্যথা করবে!'— এবং এখন, অবশেষে, নোংরা লণ্ড্রির সময় এটা। মেরি পেরেইরা আমাকে বলতে ভালোবাসে, 'তুমি যদি একজন বড় মানুষ হতে চাও, বাবা, তোমাকে অবশ্যই তাহলে অতিশয় পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। পোশাক পাল্টাওসে পরামর্শ দিতো, 'নিয়মিত স্নান করো। যাও, বাবা, নইলে আমি তোমাকে ধোপার কাছে পাঠাবো, আর সে তোমাকে তার পাথরের ওপর ফেলে কাচবে।' সে আমাকে উকুনের হুমকিও দিতো : 'ঠিক আছে, নোংরা থাকো, মাছিরা ছাড়া আর কেউ ভালোবাসবে না তোমাকে।' যখন তুমি ঘুমাবে তখন ওগুলো এসে তোমার গায়ে বসবে; তোমার চামড়ার নিচে ডিম পাড়বে!'

জুন মাসের এক বিকেলে, নিদ্রামগ্ন বাড়ির করিডোর দিয়ে আমি পা টিপে টিপে আমার পছন্দের রাস্তার দিকে যাচ্ছিলাম; আমার ঘুমন্ত মাকে অতিক্রম করে তার বাথরুমের শাদা টাইলকৃত নীরবতায়; আমার লক্ষ্যের লিড ওঠাই; এবং ঠেলে ঢোকাই এর টেক্সটাইলের নরম কন্টিনুয়ামের ভিতর; যার একমাত্র স্মৃতি আমার পূর্ববর্তী আগমনগুলো। মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে, আমি লিড নামিয়ে দিই টেনে, এবং প্যান্টস্ ও ভেস্টকে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা ডলাইমলাই করে সরিয়ে দিতে দিই, উদ্দেশ্যহীন এবং প্রায় নয় বছর বয়স্ক।

বাতাসে বিদ্যুৎ। উত্তাপ, ভনভন করছে মৌমাছির মতো। একটা আঙরাখা আকাশের কোথাও ঝুলছে, আমার কাঁধের চারপাশে পড়ার অপেক্ষায়... কোথাও, একটা আঙুল একটা ডায়ালের দিকে এগোয়; একটা ডায়াল ঘোরায় বারবার, বৈদ্যুতিক শিরা কম্পন সৃষ্টি করে তারে সাত, শূন্য, পাঁচ, ছয়, এক। টেলিফোন বাজে। একটা ঘণ্টার প্যাঁচানো তীক্ষ্ণ শব্দ যন্ত্রণা দেয় ওয়াশিং— চেস্টকে, যার ভিতর এক প্রায়নয়বছরবয়সী বালক শুয়ে আছে অস্বস্তিকর লুকানো... আমি, সালিম, আবিষ্কারের ভয়ে শক্ত হয়ে থাকলাম, কারণ এখন চেস্টের ভিতর আরো অনেক শব্দ প্রবেশ করে : বিছানার স্প্রিং-এর ক্যাচঁক্যাঁচ করিডোরে স্লিপারের মৃদু ছপছপ টেলিফোন, মাঝপথে নীরব হয়ে গেছে; এবং নাকি এটা কল্পনা? তার কণ্ঠস্বর কি এত মৃদু ছিলো যে শোনাই যাচ্ছিলো না?– কথাগুলো, গতানুগতিকভাবে

অনেক দেরি করে বলা হয় : 'দুঃখিত। রং নাম্বার।'

এবং এখন, সতর্ক পদক্ষেপ ফিরে যাচ্ছে শয়নকক্ষে; এবং লুকায়িত বালকের বিশ্রী রকমের ভীতি এখন পরিপূর্ণ। দরোজার নব, ঘুরছে, তার প্রতি হুঁশিয়ারি ছোড়ে; ক্ষুর ধার পদক্ষেপ তাকে গভীরভাবে কর্তন করে শীতল টাইলের দিকে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে। সে বরফের মতো জমে থাকে, লাঠির মতো অনড়; নোংরা কাপড়-চোপড়ের মধ্যে তার নাক নিঃশব্দে সর্দি ঝরায় একটা পাজামার কর্ড ধ্বংসের সাপ-সদৃশ অস্তিত্ব— তার বাঁ দিকে নাসারন্ধ্রে ঢুকে পড়ে। স্বাগত করা হবে মৃত্যু : সে এ নিয়ে ভাবনা প্রত্যাখ্যান করলো।

... আতংকের মুঠিতে শক্তভাবে আটকা পড়ে, সে খুঁজে পায় তার চোখ একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখতে নোংরা ওয়াশিং-এ... এবং দেখতে পায় একজন মহিলা বাথরুমের ভিতর কাঁদছে। এক পুরু কালো মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ছে। আর এখন আরও শব্দ, আরো গতি : তার মায়ের কণ্ঠস্বর কথা বলতে শুরু করেছে, দুই সিলেব্‌ল, বারবার; আর তার হাত দুটো নড়তে আরম্ভ করেছে। কানে অন্তর্বাস জড়িয়ে যাওয়ায় একটা শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়নি– ওই শব্দটা : *দির? বীর? দিল?* – আর অন্য অংশটি : *হা? রা?* না– না। হা ও রা নিঃশেষ দিল ও বীর অদৃশ্য হয়ে গেছে চিরকালের মতো; এবং বালকটি শুনতে পায়, তার নিজের কানে, একটি নাম যে নাম আর উচ্চারিত হয়নি যখন থেকে মুমতাজ আজিজ পরিণত হয়েছে আমিনা সিনাইয়ে : নাদির। নাদির। না। দির। না।

এবং তার হাত নড়ছে। অন্য দিনগুলোর স্মৃতির মধ্যে হারিয়ে, যা ঘটেছিলো আগ্রার একটা তলকুঠরিতে হিট-দ্য-স্পিটুন খেলার পর, তারা আনন্দের সঙ্গে তার গালে আদর করেছিলো; তারা তার স্তন চেপে ধরেছিলো যে কোনো ব্রেসিয়ারের চেয়ে শক্ত করে; এবং এখন তারা আদর করে তার নগ্ন কোমর তারা হাত বোলায় করে তলপেটের নিচে... হ্যাঁ, এটা করতে আমরা অভ্যস্ত, আমার প্রিয়, এটা ছিলো যথেষ্ট, আমার জন্যে যথেষ্ট, এমন কি যদিও আমার বাবা আমাদের তৈরি করেছে, এবং তুমি চালিয়ে যাও করো, আর এখন টেলিফোন, নাদিরনাদিরনাদিরনাদিরনাদিরনাদির... যে হাতদুটো টেলিফোন ধরে আছে তা এখন ধরে আছে মাংস, ওদিকে অন্য স্থানে আরেকটি হাত কি ধরে আছে?... কোনো ব্যাপার নয়; কেননা এখানে, তার গোয়েন্দা-অধ্যুষিত গোপনীয়তায়, আমিনা সিনাই পুনরাবৃত্তি করে একটি প্রাচীন নাম, বার বার, যে পর্যন্ত না সে চিৎকারে ফেটে পড়ে, 'আরে নাদির খান, কোত্থেকে?'

গোপন। এক জন লোকের নাম। এক বালকের মন ভাবনায় পরিপূর্ণ যার কোনো আকার নেই, আইডিয়ার দ্বারা অস্তিত্বশীল যা শব্দে নিস্পত্তি হতে চায় না; এবং বাম নাসারন্ধ্রের ভিতর, একটা পাজামার ফিতা উঠছে উপরে উপরে উপরে, উপেক্ষিত হতে অস্বীকার করছে...

এবং এখন— হে লজ্জাহীনা মা! আবেগের যার কোনো স্থান নেই পারিবারিক জীবনে; আধিকন্তু : হে উন্মোচনকারিনি কালো আমের!– আমিনা সিনাই, তার চোখ মুছছে, আরো অধিক একটি প্রয়োজনে সাড়া দেয়; এবং তার পুত্রের ডান চোখ উঁকি দিয়ে দেখছে ওয়াশিং-চেস্টের উপরের দিকে কাঠের ফাঁকের ভিতর দিয়ে, আমার মা তার শাড়ি তোলে! তখন আমি, ওয়াশিং-চেস্টের ভিতর নীরবে : 'এটা করো না এটা করো না করো না!'...

কিন্তু আমি আমার চোখ বন্ধ করতে পারি না। বরফ-নীল চোখে আমি দেখি– ওহ, কি ভয়ানক!— আমার মায়ের যোনি, রাতের মতো কালো, গোলাকার ও খাঁজকাটা, দুনিয়ায় কোনো কিছুর মতোই নয় কেবল যেন একটা বিশাল, কালো আলফোনসো আম! ওয়াশিং-চেস্টে, দৃশ্যটির দ্বারা স্নায়ু বিকল অবস্থা, আমি নিজের সাথে কুস্তি করছিলাম... আত্মনিয়ন্ত্রণ হয়ে পড়ে অসম্ভব... কালো আমের প্রভাবে, আমার স্নায়ু ছিঁড়ে যায়; পাজামার ফিতা বিজয় অর্জন করে; আর আমনিা সিনাই যখন একটা কমোডের ওপর বসে, আমি.. কি? হ্যাঁচ্চো করি না; এটা হাঁচির চেয়েও অনেক কম ছিলো। পেশি সংকোচন ও প্রসারণও নয়, অন্যদিকে; এটা ছিলো তার চেয়েও বেশি। এখন সহজভাবে কথা বলার সময় ঃ

যন্ত্রণা। আর তখন গণ্ডগোল সন্ত্রস্ত করছে। রক্ষাকরছে শোরগোল তার মাথার ভিতরে!... একটা কাঠের ওয়াশিংচেস্টের ভিতর, আমার খুলির অন্ধকার অডিটোরিয়ামে, সঙ্গে সঙ্গে, আমার নাক গান গাইতে শুরু রেছে।

কিন্তু এখন কথা শোনার মতো সময় নয় : কারণ একটি কণ্ঠস্বর বাস্তবিকই খুব কাছে। আমিনা সিনাই ওয়াশিং—চেস্টের নিচের দিকের দরোজা খুলেছে; আমি কাপড়চোপড়ের মধ্যে আরো নিচে সেঁধিয়ে যাচ্ছি। পাজামার ফিতে ঝটকা খেয়ে বেরিয়ে এলো আমার নাক থেকে; আর এখন আমার মায়ের চারপাশে জমে থাকা কালো মেঘে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো এবং একটা বাস্তু হারিয়ে গেল চিরকালের জন্যে।

'আমি তাকাইনি!' আমি মিউমিউ করি মোজা আর চাদরের ভিতর দিয়ে। 'আমি কোনো কিছু দেখিনি, আম্মি, আমি হলফ করে বলছি!'

এবং অনেক বছর পর, বাতিল তোয়ালে আর রেডিওতে যুদ্ধ বিজয়ের ঘোষণার মধ্যে একটা বেতের চেয়ারে বসে, আমিনা পুরনো স্মৃতি মনে করবে যে কেমন করে সে বুড়ো আঙুল ও তর্জনি দিয়ে তার ছেলের কান ধরে টেনে নিয়ে যাবে মেরি পেরেইরার কাছে, যে নিত্যনৈমিত্তিকের মতো একটা বেতের মাদুরের ওপর শুয়ে ছিলো একটা আকাশ-নীল কক্ষে; এবং বলে, 'এই তরুণ খুদে, এই কোথাকার অকর্মা পুরো একদিন কথা বলতে পারবে না।'... এবং, ছাদটা তার ওপর পড়ার ঠিক আগে, সে জোরে বলে : 'এটা আমার দোষ। আমি ওকে বড় করেছি খুব খারাপ ভাবে।' বাতাসে যখন বোমার বিস্ফোরণ ঘটছে; সে যোগ করলো, মৃদু কিন্তু দৃঢ়ভাবে, ওয়াশিং-চেস্টের একটা ভূতের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে তার সর্বশেষ কথা! 'দূর হও এখন, তোমাকে আমি অনেক দেখেছি।'

সিনাই পর্বতের ওপর, পয়গম্বর মুসা কিংবা মোসেস শুনেছিলেন অপার্থিব আদেশনামা; হিরা পর্বতে, পয়গম্বর মুহাম্মদ (মোহাম্মদ, ম্যাহোমেট, সর্বশেষ ও মাহুন্দ নামেও পরিচিত) কথা বলেছিলেন ফেরেশতা (গাব্রিয়েল কিংবা জিবরাইল, যেমন তোমার খুশি)-এর সাথে। এবং ক্যাথিড্রালের মঞ্চ কিংবা জন কনোন বয়েজ' হাই স্কুলে, পরিচালিত হতো এ্যাংলো-স্কটিশ এডুকেশন সোসাইটির অধীনে, আমার বন্ধু সাইরাস দ্য-গ্রেট, গতানুগতিকভাবে একটা নারী চরিত্রে অভিনয় করছে, শুনতে পায় সেন্ট জোয়ানের কণ্ঠস্বর বার্নার্ড শ'এর বাক্য বলছে। কিন্তু সাইরাস বিদঘুটে একটা : জোয়ানের মতো নয়, যার কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিলো একটা মাঠে, কিন্তু মুসা কিংবা মোসেস-এর মতো, মুহাম্মদের মতো আমি কণ্ঠস্বর শুনতে পাই একটা পাহাড়ে।

মুহাম্মদ (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমাকে যোগ করতে দাও; আমি কাউকে আক্রমণ করতে চাই না) শুনেছিলেন একটা কণ্ঠস্বর বলছে, 'পড়ো!' এবং ভেবেছিলেন তিনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন; আমি শুনতে পাই, প্রথমে, এক মাথাভর্তি কণ্ঠস্বর, একটা রেডিওর মতো; আর মাতৃ আদেশের দ্বারা ঠোঁট বন্ধ করে, আমি সান্ত্বনা চাইতে অপারগ ছিলাম। মুহাম্মদ, চল্লিশ বছর বয়সে, স্ত্রী ও বন্ধুদের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছিলেন : 'অবশ্যই,' তাকে তারা বলেছিলেন, 'আপনি আল্লাহর বার্তাবাহক।' আমি, নয়ের কাছাকাছি বয়সে আমার শাস্তি ভোগ করছি, চাইতে পারিনি পেতলের বাদরের সহযোগিতা অথবা মেরি পেরেইরার কাছ থেকে কোনো কোমল কথা।

সেই নীরব রাত্রির উত্তাপের মধ্যে উত্তেজনার গরম আঙুল আমাকে মুঠি করে ধরে– আমার পেটের ভিতর উত্তেজনার পতঙ্গ নৃত্য করে— কেননা শেষ পর্যন্ত, সেই মুহূর্তে আমি পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও, যে দেরোজাটা একদা আমার মাথায় করাঘাত করেছিলো টক্সি ক্যাটরাক সেটা সজোরে খুলে গেল; আর এর ভিতর দিয়ে আমি ক্ষণিখ দৃষ্টিপাত করতে পারি—এখনো ছায়াচ্ছন্ন, রহস্যজনক আমার জন্মগ্রহণের কারণ।

গাব্রিয়েল কিংবা জিবরাইল বলেছিলো মুহাম্মদকে : 'পড়ো!' এবং পড়তে শুরু করে আরবীতে যেমন আছে আল-কুরআনে : 'পড়ো: তোমার স্রষ্টা প্রভুর নামে, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন রক্ত কিন্তু থেকে...' এটা ঘটেছিলো মক্কা শরিফের বাইরে হিরা পর্বতে; একটা দোতলা পাহাড়িকায় ব্রিচ ক্যাণ্ডি পুলের বিপরীতে, অনেক কণ্ঠস্বর আমাকেও নির্দেশ দেয় পড়তে : 'আগামীকাল!' আমি উত্তেজিতভাবে চিন্তা করি। 'আগামীকাল!'

সূর্যোদয়ের সময়, আমি আবিষ্কার করি যে কণ্ঠস্বরগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায়— আমি একটা রেডিও রিসিভার, আর ভলিউম বাড়াতে বা কমাতে পারি; আমি একক কণ্ঠস্বর নির্বাচন করতে পারি; আমি এমন কি, ইচ্ছার এক চেষ্টার দ্বারা, সুইচ বন্ধ করেও দিতে পারি আমার নতুন-আবিষ্কৃত অভ্যন্তরীণ কানের! এটা খুব আশ্চর্যজনক যে কত দ্রুতভীতি আমাকে ছেড়ে গেল; কাল নাগাদ, আমি ভাবছিলাম, 'ম্যান, এটা অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর চেয়ে ভালো, ম্যান; ভালো রেও সিলোনের চেয়েও!'

বোনের আনুগত্য প্রদর্শনের জন্যে : চব্বিশ ঘণ্টা যখন পুরো হয়ে গেছে, পেতলের বাঁদর ছুটে গেল আমার মায়ের শয়নকক্ষে।

'সময় পুরো হয়েছে!' সে জোরে জোরে বলে, আমার মাকে ঘুম থেকে ঝাঁকিয়ে ওঠায়। 'আম্মা, ওঠো : সময় হয়েছে : সে কি কথা বলতে পারে এখন?'

'ঠিক আছে,' আমার মা বলে, আমাকে আলিঙ্গন করার জন্যে একটা আকাশ-নীল কক্ষে আসছে, 'এখন তুমি ক্ষমা পেয়েছো। কিন্তু আর কখনো লুকাবে না...

'আম্মা,' আমি সহজভাবে বলি, 'আমার আম্মি, দয়া করে শোনো) আমি কিছু অবশ্যই বলতে চাই তোমাকে। বড় কিছু। কিন্তু দয়া করে, দয়া করে সব কিছুর আগে, আব্বাকে জাগাও।'

এবং কিছুক্ষণ 'কি' 'কেন?' 'নিশ্চয় না' ইত্যাদির পর আমার মা অসাধারণ কিছু একটা আমার চোখের মধ্যে দেখতে পায় এবং আহমেদ সিনাইকে ঘুম থেকে তুলতে যায় উদ্বিগ্নতার সঙ্গে, 'জানুম, দয়া করে ওঠো। আমি জানি না সেলিমের কি হয়েছে।'

সিটিং রুমে পরিবার আর আয়া জড়ো হলো। আমি তাদের উদ্বিগ্ন চোখের সামনে মৃদু হাসি এবং আমি প্রস্তুত আমার revelation-এ। এই ছিলো সেটা; তাদের বিনিয়োগের রিপেমেন্টের আরম্ভ; আমার প্রথম ডিভিডেণ্ড–প্রথম, আমি নিশ্চিত, অনেকগুলোর... আমার কালো মা, lip jutting বাবা, বাঁদর বোন-আর অপরাধ concealing আয়া ভীষণ বিভ্রান্তির মধ্যে অপেক্ষমান।

এর থেকে বেরিয়ে যাওয়া। সরাসরি। ' তোমারাই প্রথম শুনছো আমার এ কথা;' আমি বললাম, 'গতকাল আমি অনেক কণ্ঠস্বর শুনেছি। আমার মস্তিষ্কের ভিতর কথা বলছিলো সে সব কণ্ঠস্বর। আমি মনে করি—আম্মি, আব্বু আমি সত্যিই মনে করি—যে ফেরেশতা আমার সাথে কথা বলা শুরু করেছে।'

এখন! আমি ভেবেছিলাম। এখন! বলা হয়েছে! এখন পিঠ চাপড়ানো, মিষ্টান্ন, সাধারণ ঘোষণা, হয়তো আরও আলোকচিত্র। হায় শৈশবের অন্ধ নির্দোষতা! এমন কি বাঁদর পর্যন্ত বিরক্তির সুরে : 'হায় খোদা, সেলিম, এই সমস্ত তামাশা, এইসব নাটক তোমার বোকার মতো একটা পাগলামির কারণে?' এবং বাঁদরের চেয়েও খারাপভাবে মেরি পেরেইরা : 'খৃস্ট যিশু! আমাদের রক্ষা করো, প্রভু! রোমের পবিত্র পিতা, এমন অধর্মের কথা আমি আজ শুনেছি!' এবং মেরি পেরেইরার চেয়েও খারাপভাবে আমার মা আমিনা সিনাই : কালো আম লুকানো এখন, তার নিজের অনুচ্চার্য নাম এখনো তার ঠোঁটে উষ্ণতা ছড়ায়, সে চিৎকার করে, 'বেহেশ্‌ত বিদারণ এই বাচ্চার কারণে আমাদের মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়বে!' (এটাও আমার দোষ ছিলো?) এবং আমিনা চালিয়ে গেল : 'তুমি কালো মানুষ! গুণ্ডা! হে সেলিম, তোমার মাথা কি নিরেট হয়ে গেছে? কি হয়েছে আমার প্রিয় বাছার— তুমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছো— একজন নিপীড়ক!?' এবং আমিনার চিৎকারের চেয়েও খারাপ ছিলো আমার বাবার নীরবতা; মায়ের ভীতির চেয়েও খারাপ ছিলো তার কপালে রেখাপাত করা বন্য ক্রোধ; এবং সমস্ত কিছুর চেয়ে খারাপ ছিলো আমার মাথার পাশে বাবার ষাঁড়ের মতো প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতের এক ভয়ংকর মুষ্টাঘাত। সেই দিনের পর থেকে আমি আর আমার বাম কানে ঠিকঠাক মতো শুনতে পাই না। আমি কক্ষের মধ্যে দূরে ছিটকে পড়ি।

একটা শাদা-টাইলকরা বাথরুমে একটা ওয়াশিং-চেস্টের পাশে, আমার মা আমাকে Mercurochrome দিয়ে পরিচর্যা করছিলো। আমার কেটে যাওয়া স্থানে কাপড় বেঁধে দিচ্ছিলো। অন্যদিকে দরোজার ভিতর দিয়ে ভেসে আসছিলো আমার বাবার আদেশ, 'বউ, আজ ওকে খাবার দিতে দিও না কাউকে। তুমি শুনতে পাচ্ছো আমার কথা? খালি পেটে ওকে ওর কৌতুক উপভোগ করতে দাও!'

সেই রাতে, আমিনা সিনাই স্বপ্ন দেখবে রামরাম শেঠের, যে ভূমির ছয় ইঞ্চি উপরে ভাসছে, তার চোখের কোটর পূর্ণ হয়ে আছে ডিমের মতো শাদায়: 'স্নান তাকে লুকাবে... কণ্ঠস্বর তাকে গাইড করবে"... কিন্তু যখন, কয়েক দিন পর তার কাঁধে স্বপ্নটা চেপে বসেছিলো সে যেখানেই যাক, সে তার ছেলেকে বিষয়টি সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চায়, তখন তার ছেলে শৈশবের না-কান্না অশ্রুর মতো শুষ্ক কণ্ঠে বলে : 'এটা বোকামি ছিলো, আম্মা! একটা বোকা কৌতুক, যেমন তুমি বলেছো।' সে মারা গেল, নয় বছর পর, সত্যকে আবিষ্কার না করেই।

AMARBOI.COM

১২ All–India Radio
অল-ইন্ডিয়া রেডিও

বাস্তবতা হচ্ছে দর্শনানুপাতের একটি প্রশ্ন; অতীত থেকে যতো বেশি তুমি নেবে, ততো বেশি সেটা মজবুত ও দৃঢ়– কিন্তু তুমি বর্তমানকে অভিগমন করলে তা অবশ্যম্ভাবি মনে হবে অবিশ্বাস্য। ধরা যাক তুমি একটা সিনেমা হলে, পিছনের সারিতে বসেছো প্রথমে, এবং ক্রমান্বয়ে সামনে এগোচ্ছো, সারির পর সারি, যতক্ষণ না তোমার নাক প্রায় ঠেকে যায় পর্দার সাথে। ক্রমান্বয়ে তারকাদের মুখ নৃত্যরত পর্দায় মুছে যায়– কিংবা বরং এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে অবাস্তবতা নিজেই বাস্তবতা... আমরা ১৯১৫ থেকে ১৯৫৬, তে এসেছি, কাজেই আমরা আমরা পর্দার খুব কাছাকাছি... আমার প্রতীক প্রতিবন্ধকতা করে, তখন, সম্পূর্ণভাবে কোনো প্রকার লজ্জা বোধ ছাড়াই, আমার অবিশ্বাস্য দাবি : একটা ওয়াশিং-চেস্টের ভিতর একটা কৌতুহলোদ্দীপক দুর্ঘটনার পর, আমি এক ধরনের রেডিওয় পরিণত হয়েছি।.. কিন্তু আজ, আমি বিভ্রান্তি অনুভব করছি। পদ্ম ফিরে আসেনি– আমার কি পুলিশকে সতর্ক করা উচিৎ? সে কি একজন নিখোঁজ বক্তি?– এবং তার অনুপস্থিতিতে আমার নিশ্চয়তাসমূহ ভেঙে পড়ছে। এখন কি আমার নাকও আমার সাথে চালাকি খাটাচ্ছে– দিনের বেলা, আমি আচার-পাত্রের মধ্যে পদচারণা করি, যা লক্ষ্য করে আমাদের শক্তির সেনাদল, রোমশ-বাহুবিশিষ্ট, প্রতিযোগি মহিলারা, আমি নিজেকে কমলা থেকে লেবুগন্ধ পৃথক করতে ব্যর্থ হিসেবে আবিষ্কার করি কর্মিবল হাতের পিছনে ফিকফিক করে হাসে : বেচারা সাহেব ক্রস করেছে—কি?—নিশ্চয় প্রেম নয়?... পদ্মকে, এবং ফাটল ছড়িয়ে পড়ে আমার সবখানে, আমার নাভি থেকে একটা মাকড়শার জালের মতো প্রদীপ্ত করছে; এবং উত্তাপ... এই পরিস্থিতিতে একটু বিভ্রম নিশ্চয় অনুমোদনযোগ্য। পূর্ণবার আমার রচনা পড়তে গিয়ে ক্রমপঞ্জিতে তে একটা ভুল আবিষ্কার করেছি। মহাত্মা গান্ধির হত্যাকাণ্ড, এইসব পৃষ্ঠাগুলোয়, ঘটেছিলো ভুল তারিখে। কিন্তু আমি বলতে পারি না, এখন, প্রকৃত ঘটনাবলী কি হতে পারতো; আমার ভারতে, গান্ধি সব সময় মরতেই থাকবেন ভুল সময়ে।

একটি মাত্র ভুল কি সমগ্র কাপড় বিনষ্ট করে দেয়? আমি যতোটা এগিয়েছি, অর্থবোধের জন্যে আমার ভয়ানক প্রয়োজনে, যে আমি সমস্ত কিছু মুচড়ে সরিয়ে প্রস্তুত—একটা কেন্দ্রীয় ভূমিকায় আমাকে স্থাপন করার উদ্দেশ্যে নিখুঁতভাবে আমার সময়ের সমগ্র ইতিহাস পুনর্লেখন করতে? আজকের দিনে, আমার বিভ্রান্তির মধ্যে, আমি বিচার করতে

AMARBOI.COM

পারি না। এটা অন্যদের জন্যে রেখে যেতে হবে আমাকে। আমার নিজের ক্ষেত্রে, পিছনে ফিরে যাওয়া হতে পারে না; যা শুরু করেছি তা অবশ্যই আমাকে শেষ করতে হবে, এমন কি যদি, অপরিহার্যভাবে, যা শেষ করবো তা শুরুর দিকে মোড় নাও নেয়...

ইয়ে আকাশবাণী হ্যায়। দিস ইজ অল-ইণ্ডিয়া রেডিও। দ্রুত কিছু খাবার জন্যে কাছের একটা ইরানি কাফে-তে যাই বাইরের প্রচণ্ড উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে, এ্যাঙ্গলপয়জডড়-এ আমার রাত্রিকালীন পুলে ফিরে আসি বসার জন্যে। শস্তা একটা ট্রান্সিস্টর সাথে নিয়ে। উষ্ণ, উত্তপ্ত রাত; নীরব পিক্‌ল ভ্যাটের গন্ধে বাতাস ভরপুর; অন্ধকারে নানারকম কণ্ঠস্বর। আঁচারের বাষ্প উত্তাপের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে গরুভার, স্মৃতির জুসগুলো জাগিয়ে তোলে, অতীত ও বর্তমানের ভিতরকার পার্থক্য ও সাদৃশ্য নিরূপণ করে... তখন ছিলো গরম; এটা (অমৌসুমীভাবে) গরম এখন। এখনকার মতো তখন, কেউ জেগে ছিলো অন্ধকারে, শুনতে পাচ্ছিলো অদৃশ্য কণ্ঠস্বর। এখনকার মতো তখন, একটি বধির কান। এবং ভীতি, উত্তাপের মধ্যে সতেজ হয়ে উঠছে।... এটা কণ্ঠস্বরসমূহ ছিলো না (তখন কিংবা এখন) যা ভয় পাওয়াচ্ছিলো। সে, তরুণ-সেলিম তখন, শংকিত হয়েছিলো একটা আইডিয়ায়— যে তার মা-বাবার ক্রোধ হয়তো তাদের ভালোবাসা তুলে নেবে; যে এমন কি যদি তারা তাকে বিশ্বাস করতেও আরম্ভ করে, তাহলেও তারা তাকে এক রকম লজ্জাকর বিকৃত গঠন হিসেবেই দেখবে... অন্যদিকে আমি, এখন, পদ্ম-বিহীন, এইসব কথা পাঠাই অন্ধকারে এবং আমাকে বিশ্বাস করা হবে না বলে শংকিত হই। সে আর আমি, আমি আর সে... আমি আর তার উপঢৌকন নই; সেও আর কখনো আমার নয়। সময়ে তাকে অচেনা আগুন্তক মনে হয়, প্রায়... পদ্ম আমাকে বিশ্বাস করবে; কিন্তু পদ্ম নেই। এখনকার মতো তখন, ক্ষুধা রয়েছে। কিন্তু আলাদা ধরনের : আমার ডিনার গ্রহণ না-করা ক্ষুধা নয়, বরং পাচককে হারানো।

এবং অন্য আরেকটি, আরো স্পষ্ট পার্থক্য : তখন, কণ্ঠস্বর কোনো ট্রান্সিস্টরের ভালভের ভিতর দিয়ে আসতো না... তখন, প্রায়নয়বছরবয়সীর জন্যে তার মধ্যরাত্রির বিছানায় কোনো মেশিনের প্রয়োজন ছিলো না।

আলাদা ও সদৃশ, আমরা উত্তাপের দ্বারা যুক্ত একটা কম্পিত তাপ আবছায়া, তখন আর এখন, তার তখনকার সময় কালি লেপন করে আমার মধ্যে... আমার বিভ্রম, তাপপ্রবাহে সঞ্চরণশীল, তারও বিভ্রম।

গরমে যা ভালো জন্মায় : আঁখ; নারকেল তাল; নির্দিষ্ট কিছু শস্য যেমন বজরা, রাগি ও জোয়ার; তিসি এবং চা এবং ধান। আমাদের গরম দেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তুলা উৎপাদনকারি দেশও বটে— অন্তত পক্ষে, আমি যখন ভূগোল বিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলাম মি. এমিল জাগালোর ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টির অধীনে, যিনি ছিলেন একজন স্প্যানিশ। কিন্তু ট্রপিক্যাল গ্রীষ্মে অদ্ভুত সব ফলমূল জন্মায়, যেমন : কল্পনার উত্তেজক পুষ্প ফোটে, প্রচণ্ড সৌরভে মাতিয়ে দেয় রাত্রিগুলো... ভাষাবাদীরা বোম্বে রাজ্যকে ভাষাভিত্তিক বাউণ্ডারিতে ভাগ করার দাবি ওঠালো– মহারাষ্ট্রের স্বপ্ন জেগে উঠলো কোনো মিছিলের মাথায়, গুজরাটের মরীচিকা অন্যদের এগিয়ে নিলো সামনে। উত্তাপ, ফ্যান্টাসি ও বাস্তবতার মধ্যে মনের বিভাগে ক্ষয় হচ্ছে, সবকিছুই সম্ভব বলে প্রতীয়মান করে তুললো।

গরমে সবচেয়ে যা ভালো জন্মায় : ফ্যান্টাসি; যুক্তিহীনতা; কমে. ১৯৫৬ সালে, তখন, দিনের বেলায় রাস্তায় ভাষা মার্চ করে যেতো উগ্রভাবে; রাতে সেগুলো দাঙ্গা বা বাধাতো আমার মস্তিষ্কে। *ঘনিষ্ঠ মনোযোগে আমরা তোমার জীবন পর্যবেক্ষণ করবো; এটা হবে, এক অর্থে, আমাদের নিজেদেরই দর্পণ।* এখন কণ্ঠস্বর সম্পর্কে কথা বলার সময়।

কিন্তু কেবল আমাদের পদ্ম যদি এখানে থাকতো...

Archangels সম্পর্কে আমি ভুল করেছিলাম, অবশ্যই। আমার বাবার হাত— আমার কান walloping করছিলো অন্যের (চেতনায়? উদ্দেশ্যহীনতায়?) অনুকরণে, দেহহীন হাত, যা একদা তার মুখে প্রচণ্ড আঘাত করেছিলো— অন্ততপক্ষে একটা উপকারি ক্রিয়া : এটা আমাকে বিবেচনা করতে বাধ্য করে এবং চূড়ান্তভাবে ক্ষান্ত করতে আমার মূল, পয়গম্বর অনুকরণের অবস্থান। আমার দুর্দশার সেই রাতটিতে বিছানায়, আমাদের নীল-অনুকরণের ভরে তুলেছিলো তার ক্ষোভ: 'কিন্তু কিসের জন্যে তুমি এটা করেছো, সালিম? তুমি যে কি না সব সময় ভালো?'... সে অসন্তোষ নিয়ে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত আর তখনো নীরবে ঠোঁট নড়ছিলো তার। আমি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি আমার বাবার সহিংসতার প্রতিধ্বনি নিয়ে, যা ভনভন করছে আমার বাম কানে, ফিসফিস করছে, 'মাইকেল নয় আনায়েলও নয়; গাব্রিয়েল নয়; ভুলে যাও কাসিয়েল, সাচিয়েল আর সামুয়েলকে! ফেরেশতারা আর কখনো মরণশীলদের সাথে কথা বলে না; ওহী নাজিল অনেক আগেই সম্পূর্ণ হয়েছে আরবে; সর্বশেষ পয়গম্বর আসবেন কেবল সমাপ্তি ঘোষণার জন্যে।' সেই রাতে, আমার মাথায় শ্রুত কণ্ঠস্বর ফেরেশতার নয় বুঝতে পেরে, আমি সিদ্ধান্ত নিই, স্বস্তি ছাড়াই নয়, যে পৃথিবীর সমাপ্তি ঘোষণার জন্যে আমাকে মনোনীত করা হয়নি।

টেলিপ্যাথি, সেক্ষেত্রে; তুমি সব সময় যে ধরনের বিষয় পড়ছো উত্তেজক পত্রিকায়। কিন্তু আমি ধৈর্য কামনা করি— অপেক্ষা করো। কেবল অপেক্ষা করো। এটা ছিলো টেলিপ্যাথি; কিন্তু আবার টেলিপ্যাথিরও অধিক। আমাকে অমন সহজভাবে লিখো না।

টেলিপ্যাথি, সেক্ষেত্রে : ভিতরকার স্বগত কথন সকলের, গণ ও শ্রেণীর, আমার মাথায় জায়গা নেবার জন্যে গুতোগুতি করেছিলো। শুরুতে ছিলো ভাষা সমস্যা। কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করতো মালয়ালম থেকে নাগা উপভাষা পর্যন্ত সমস্ত কিছু, লক্ষ্মৌ-এর উর্দুর বিশুদ্ধতা থেকে দক্ষিণাঞ্চলীয় তামিল। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারতাম না। পরবর্তী সময়ে যখন আমি ছিদ্র করতে শুরু করেছি, তখন শিখেছি যে পারফেস ট্রান্সমিশনের নিচে ভাষা মুছে যায় ধীরে ধীরে, এবং রূপান্তরিত হয় বিশ্বজনীন ভাবনার আকারে... কিন্তু আরো মূল্যবান সব সংকেত ছিলো, অন্য সমস্ত কিছুর থেকে আলাদা, সেগুলোর বেশিরভাগই ছিলো নিষ্প্রভ ও দূরবর্তী... সংকেত দিতো সেগুলোর অস্তিত্বের চেয়ে অধিক কিছুর নয়,

AMARBOI.COM

সাধারণভাবে সম্প্রচার করতো : 'আমি।' অনেক দূর থেকে উত্তরে, 'আমি।' এবং দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম : 'আমি।' 'আমি।' 'এবং আমি।'

কিন্তু আমি নিশ্চয় নিজের সামনে যাবো। শুরুতে, আমার টেলিফ্যাথির—অধিকে ঢুকে পড়ার আগে, আমি নিজেকে পূর্ণ করতে থাকি শ্রবণে; এবং শীগগিরই আমার ভিতরকার কান 'টিউন' করতে সমর্থ হই সেইসব কণ্ঠস্বরের দিকে যেগুলো আমি বুঝতে পারতাম; আমার পরিবারের সদস্যদের কণ্ঠস্বর ধরতে আমার বেশি সময় লাগেনি; এবং মেরি পেরেইরার; এবং বন্ধুদের, সহপাঠীদের, শিক্ষকদের। রাস্তায়, চলমান অচেনা লোকদের মন-প্রবাহ কিভাবে শনাক্ত করতে হয় তা আমি শিখেছিলাম।

যার সমস্ত কিছুই আমি নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছিলাম। প্রতিদিন স্মরণ করতাম (আমার বাম কানের ভনভনানির কারণে) আমার বাবার প্রচণ্ড রোষ, এবং আমার ডান কান ঠিকঠাক মতো কাজ করার উপযোগি রাখতে উদ্বিগ্ন, আমি আমার ঠোঁট বন্ধ রাখি। নয়-বছর-বয়সী একটা বালকের ক্ষেত্রে, জ্ঞান গোপনের অসুবিধাগুলো প্রায় অসহনীয় কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, আমার কাছের... প্রিয় মানুষগুলো আমার উচ্ছ্বাস ভুলতে উৎকণ্ঠিত যেমনটা আমি সত্যকে গোপন করতে।

'ও, তুমি সেলিম! কেমন কথা তুমি বলেছো গতকাল! ধিক তোমাকে, বালক : ভালো হয় তুমি বরং সাবান দিয়ে তোমার মুখ ধুয়ে এসো!'... দুর্দশার পর সকাল, মেরি পেরেইরা, তার একটা জেলির মতো কাঁপছে, আমার পুনর্বাসনের খাঁটি অর্থ নির্দেশ করছে। মাথাটা নিচু করে, আমি চলে যাই, একটি শব্দ ও উচ্চারণ না করে, শয়নকক্ষের ভিতর, এবং সেখানে, আয়া ও বাঁদরের বিস্ময়-চকিত দৃষ্টির সামনে, টুথব্রাশে কোলটার সোপ সাবান লাগিয়ে দাঁত মাড়ি জিভ মুখের ছাদ ঘষতে থাকি। আমার এই নাটকীয় আচরণের খবর বাড়ির চারপাশে দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ে, মেরি এবং বাঁদরের কৃতিত্বে; এবং আমার মা আমাকে জড়িয়ে ধরে, 'ভালো ছেলে; আমরা আর এ নিয়ে কিছু বলবো না,' এবং আহমেদ সিনাই প্রাতরাশের টেবিলে মাথা নাড়ে, 'অন্তত পক্ষে স্বীকারের ছাড় পেয়েছে সে যখন বেশি বেড়ে গেছে।'

আমার কাচে লেগে কেটে যাওয়া দাগ মুছে যাবার সাথে যেন আমার ঘোষণাও মুছে গিয়েছিলো; এবং আমার নবম জন্মদিনের সময়ে, আমি ছাড়া আর কেউ স্মরণ করেনি সেই দিনটির কথা যে দিন আমি দেবদূতের নাম নিয়েছিলাম। সাবানের স্বাদ অনেক সপ্তাহ পর্যন্ত আমার জিভেতে লেগে ছিলো, গোপনীয়তার প্রয়োজনের কথা আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিতো।

এমন কি পেতলের বাঁদরও আমার বেদনা প্রদর্শনে তুষ্ট হয়েছিলো— তার চোখে, আমি আকার ফিরে পেয়েছিলাম, এবং আরো একবার পরিবারের ভালো দুই-জুতো। পুরনো নিয়ম পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তার সদিচ্ছা প্রদর্শন করতে, সে আমার মায়ের প্রিয় স্লিপার আগুনে নিক্ষেপ করলো, এবং পারিবারিক ডগহাউজে তার সঠিক জায়গাটি পুনরুদ্ধার করলো। বাইরে লোকদের মধ্যে সে এমন রক্ষণশীলতা প্রদর্শন করতো যা তুমি অমন বয়সের একটা বালিকার ভিতরে সন্দেহ করতে পারবে না—সে আমার মা-বাবার কাছে ছিলো খুব ঘনিষ্ঠ, এবং আমার একটা বিপথগমন সে গোপন করে রেখেছিলো তার বন্ধুদের ও আমার কাছ থেকে।

এমন এক দেশে যেখানে কোনো শিশুর মধ্যে যেকোনো প্রকার শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য গভীর পারিবারিক লজ্জার উৎস হিসেবে দেখা হয়, সেখানে, আমার মা-বাবা, আমার মধ্যে আর কোনো এমন বিষয় দেখতে রাজী নন; আমার নিজের ক্ষেত্রে, আমি একবারও আমার কানের ভনভন আওয়াজ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করিনি, বধিরতার বেল বাজার ধ্বনি, যন্ত্রণা। আমি শিখেছিলাম যে গোপনীয়তা সর্বদাই খারাপ কিছু নয়।

কিন্তু আমার মাথার ভিতরকার বিভ্রান্তি কল্পনা করো! কোথায়, লুকায়িত মুখের পিছনে, সাবানের স্বাদ নেয়া জিভের ওপরে, ছিদ্রযুক্ত কানের পর্দার দ্বারা শক্ত একটা মন... তুমি কল্পনা করো তার ভিতরে আমি, আমার চোখের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছি, আওয়াজ শুনছি, কণ্ঠস্বর শুনছি, এবং এখন সর্বসাধারণকে জানতে না দেয়ার বাধা-বিপত্তি, সবচেয়ে কঠিন ছিলো বিস্ময়াভিভূত হবার অভিনয়, যেমন আমার মা যখন বললো হে সেলিম কল্পনা করো আমরা বনভোজন করতে আরি মিল্ক কলোনিতে যাচ্ছি তখন আমি উত্তেজনার সুরে বললাম ওয়াও!, আমি এ কথা আগেই জেনেছিলাম কেন না, আমি তার অনুচ্চারিত অভ্যন্তরীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম এবং আমার জন্মদিনে সবগুলো উপহার দেখতে পেয়েছিলাম দাতাদের মনের মধ্যে এমন কি সেগুলোর মোড়ক খোলার আগেই এবং গুপ্তধন শিকার ধ্বংস হয়েছিলো কারণ আমার বাবার মাথার মধ্যে ছিলো প্রতিটা পুরস্কারের সূত্রের লোকেশন এবং আরো কঠিন বিষয় যেমন আমার বাবাকে দেখতে যাওয়া তার গ্রাউণ্ড ফ্লোরে অবস্থিত অফিসে, এখানে আমরা, এবং যে মুহূর্তে আমি ওখানে আমার মাথা আল্লাহ জানেন কিসে ভর্তি কেননা সে তার সেক্রেটারির কথা ভাবছে, এ্যাসি কিংবা ফার্নান্ডা, তার সর্বশেষ কোকা-কোলা গার্ল, সে মনে মনে তার পোশাক খুলছে ধীরে ধীরে এবং তা আমার মাথাতেও, মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বসে আছে একটা বেতের চেয়ারে এবং এখন উঠে দাঁড়াচ্ছে, তার সারা নিতম্ব জুড়ে আড়াআড়ি দাগ, ওটা আমার বাবা ভাবছে, *আমার বাবা*, এখন সে আমার দিকে তাকাচ্ছে পুরো মজাদার ব্যাপার কি পুত্র তুমি কি ভালো বোধ করছো না হ্যাঁ চমৎকার আব্বা চমৎকার, এখন অবশ্যই গিয়ে হোমওয়ার্ক করতে হবে, আব্বা, এবং দৌড়ে বাইরে সে তোমার মুখে সূত্র খুঁজে পাবার আগেই (আমার বাবা সদা সর্বদা বলে থাকে যে যখন আমি মিথ্যা কথা বলি তখন আমার কপালে একটা লাল আলো জ্বলে)... তুমি দেখ এটা কতো কঠিন, আমাকে কুস্তিতে নিয়ে যাবার জন্যে আসে আমার মামা হানিফ, এবং আমরা হর্নবি ভেলার্ড-এ বল্লভভাই প্যাটেল স্টেডিয়ামে পৌঁছানোর আগেই আমি দুঃখ অনুভব করছি আমরা জনতার ভিড়ের সাথে হেটেঁ যাচ্ছি দারা সিং ও টাগরা বাবার বিশাল কার্ডবোর্ড কাট-আউট অতিক্রম করে এবং বাকিদের ও তার বেদনা, আমার প্রিয় মামার বেদনা আমার মধ্যেও প্রবিষ্ট হচ্ছে, একটা গিরগিটির মতো তা বেঁচে থাকে, তার প্রচণ্ড হাসির আওয়াজে লুকায়িত একটা যা ছিলো মাঝি তাই-এর হাসি, আমরা একটা অতিশয় চমৎকার সিটে বসে আছি, প্যাঁচ লাগা কুস্তিগিরদের পিছনে ফ্লাড লাইট নাচানাচি করছে, এবং আমি ধরা পড়েছি আমার মামার বেদনার অবিচ্ছেদ্য মুঠিতে, তার ব্যর্থ ফিল্ম ক্যারিয়ারের বেদনা, ফ্লপের পর ফ্লপ, সে সম্ভবত আর কখনো ছবি পাবে না কিন্তু আমি অবশ্যই আমার চোখ দিয়ে বেদনা প্রকাশ করতে পারি না সে আমার ভাবনার মধ্যে মাথা গলাচ্ছে ওহে পাহ্‌লোয়ান, ওহে ক্ষুদে

AMARBOI.COM

কুস্তিগির, তোমার মুখ প্রকাশ করছে কি, একটা খারাপ চলচ্চিত্রের চেয়েও এটা লম্বা দেখাচ্ছে, তুমি চানা খাবে? পাকোরাস? কি? এবং আমি মাথা ঝাঁকাচ্ছি, না, কিছুই না, হানিফ মামু, তাতে সে শিথিল হয়, সরে যায়, চিৎকার শুরু করে ওহে দারা, তাকে দোযখ দেখিয়ে দাও, দারা *ইয়ারা!* এবং বাড়িতে আমার মা আইস-ক্রিম টাব নিয়ে করিডোরে পায়চারি করছে, তার আসল বাইরের কণ্ঠস্বরে বলছে, তুমি এটা তৈরি করতে আমাকে সাহায্য করতে চাও, পুত্র, তোমার প্রিয় কিস্টাচিত্ত ফ্লেভার, এবং আমি হাতল ঘোরাচ্ছি, কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ কণ্ঠস্বর লাফাচ্ছে আমার মাথার অভ্যন্তরণে ধাক্কা খেয়ে, আমি দেখতে পাই সে কেমনভাবে পূর্ণ করতে চেষ্টা করছে তার প্রতিটা কোণ এবং তার ভাবনার চিড় প্রতিদিনের বিষয়গুলো দিয়ে, সমুদ্র-মৎস্যের মূল্য, ডাইনং রুমে সিলিং-ফ্যান মেরামত করতে অবশ্যই বিদ্যুৎ মিস্ত্রিকে ডাকা, কেমন করে ভয়ানকভাবে তার স্বামীর ওপর মনোযোগ গাঢ় করছে তাকে ভালোবাসার জন্যে, কিন্তু অনুল্লেখ্য শব্দ জায়গা খুঁজছে, দুটো সিলেব্‌ল যা বেরিয়ে এসেছিলো তার ভিতর থেকে বাথরুমের মধ্যে সেদিন, না দির না দির না, সে দেখতে পাচ্ছে যখন রং নাম্বার আসে তখন টেলিফোন নামিয়ে রাখা কেমন কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে, *আমার মা* আমি তোমাকে বলি যখন একটা বালক প্রাপ্তবয়স্কের চিন্তাভাবনার মধ্যে প্রবেশ করে তখন তারা তাকে সম্পূর্ণরূপে বিশৃংখল করে বাস্তবিক অর্থেই এবং এমন কি রাতেও, কোনো সাময়িক বিরতি নয়, আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি মধ্যরাতের ঘণ্টায় মাথার ভিতর মেরি পেরেইরার স্বপ্ন নিয়ে রাতের পর রাত সর্বদা আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ- প্রহরে, যার আরও অর্থ রয়েছে তার জন্যে তার স্বপ্ন এক ব্যক্তির ভাবমূর্তির দ্বারা আক্রান্ত যে অনেক বছর আগেই মারা গেছে, জোসেফ ডি'কস্টা, স্বপ্ন আমাকে নামটা বলে, একটা অপরাধের মোড়কে ঢাকা যা আমি বুঝি না, সেই একই অপরাধ যা আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রতিবার তার চাটনি খাবার সময় এখানে একটা রহস্য আছে কিন্তু গোপন বিষয়টি তার মনের সম্মুখভাগে না থাকার কারণে আমি সেটা খুঁজে বের করতে পারি না, এবং ইতোমধ্যে জোসেফ সেখানে, প্রতি রাতে, কখনো কখনো মানব দেহের আকারে, কিন্তু সব সময় নয়, কখনো বা সে একটা নেকড়ে, অথবা একটা শামুক, একবার ঝাঁটা, কিন্তু আমরা (সে-স্বপ্ন দেখছে, আমি-সেটা দেখছি) জানি এ সেই, স্থাপন অযোগ্য অঙ্গলপূর্ণ দোষি, তার আবির্ভাবের ভাষায় অভিশাপ দিচ্ছে তাকে, তার দিকে দীর্ঘ ডাক ছাড়ছে যখন সে নেকড়ে-জোসেফ, তাকে ঢেকে দিচ্ছে শামুক, পেটাচ্ছে তাকে ঝাটার সাহায্যে... এবং সকালে যখন সে আমাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ইশকুলের জন্যে প্রস্তুত হতে বলে তখন প্রশ্নের কামড় খাই আমি, নয় বছর বয়স আমার আর অন্য লোকদের জীবনের বিভ্রমে হারিয়ে যাওয়া যা এক সাথে কালি লেপন করছে গরমে।

আমার রূপান্তরিত জীবনের প্রথম দিককার এই বিবরণ সমাপ্ত করার জন্যে, আমি অবশ্যই যুক্ত করবো একটা বেদনাদায়ক স্বীকারোক্তি : এটা আমার কাছে উন্মোচিত হয় যে আমি আমার সম্পর্কে মা-বাবার মতামত উন্নত করতে পারতাম আমার নতুন ইশকুলের পড়ার নতুন অনুষদ ব্যবহার করে সংক্ষেপে, আমি ক্লাসে প্রতারণা শুরু করি। সেটা হলো, আমি আমার ইশকুল শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ কণ্ঠস্বরে টিউন করি এবং আমার অতিমাত্রায়

সেয়ানা সহপাঠীদের মধ্যে, এবং তাদের মনের খবর জেনে যাই। আমি আবিষ্কার করে যে আমার শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজন তাদের মনের ভিতর কোনো আদর্শ উত্তর নিয়ে চিন্তাভাবনা না করেই পরীক্ষা নিতে পারতেন– এবং আমি জানি, এও, যে ওইসব দুর্লভ ঘটনায় শিক্ষক যখন অন্যসব ব্যাপারে মশগুল, তার ব্যক্তিগত প্রেম-জীবন কিংবা আর্থিক বিপত্তি, সমাধান সবসময় খুঁজে পাওয়া যেতো আমাদের ক্লাসের প্রতিভা সাইরাস-দ্য-গ্রেটের মাথায়। আমার নম্বর নাটকীয়ভাবে উন্নতি লাভ করতে লাগলো– কিন্তু সব সময়ের মতো নয়, কারণ আমার সংস্করণ তাদের চুরি করা আসলটা থেকে আলাদা করতে আমি সচেষ্ট ছিলাম; এমন কি যখন আমি সাইরাসের থেকে পুরো একটা ইংরেজি রচনা টেলিপ্যাথির মাধ্যমে আত্মসাৎ করি, আমি তার সাথে মাঝখানের একটা সংখ্যা যোগ করি আমার নিজেরটার সাথে যা স্পর্শ করে। আমার উদ্দেশ্য ছিলো সন্দেহ এড়ানো। আমি পারি না, কিন্তু আমি আবিষ্কারের মধ্যে পলায়ন করি। এমিল জাগালোর ক্রোধোন্মত্ত, জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে আমি নির্দোষভাবে ভালোমানুষ হয়ে থাকি, ইংরেজি শিক্ষক মি. ট্যানডনের মাথা ঝাঁকানো, আমি নীরবে আমার চক্রান্ত চালিয়ে যাই– জানি যে তারা সত্যকে বিশ্বাস করবে না এমন কি আমি যদি শিম উপচে ওঠেলি।

আমাকে অংক মেলাতে দাও : আমাদের শিশু-জাতির ইতিহাসে এক ক্রান্তিলগ্নে, একটা সময়ে যখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং নির্বাচন অভিগমন করা হচ্ছে আর ভাষা বিষয়ক মিছিলকারিরা বোম্বাইতে লড়াই করছে, একটা নয়-বছর বয়সী বালক যার নাম সেলিম সিনাই অধিকারী হয়েছে অলৌকিক দানের। এই ক্ষমতা সে তার অনুন্নত দেশের কাজে ব্যবহার করতে পারতো, কিন্তু তার প্রতিভা সে লুকাতে করতে পছন্দ করলো, সামান্য প্রতারণায় তা ব্যবহার করলো। এই আচরণ— না, আমি স্বীকার করি, একজন হিরোর আচরণ– ছিলো আমার মনের বিভ্রান্তির সরাসরি ফলাফল, যা নৈতিকতাকে কর্দমাক্ত করেছে অপরিবর্তনীয়ভাবে—যা সঠিক তা করার আকাঙ্খা–এবং জনপ্রিয়তা পিতৃ-মাতৃক সমাজ থেকে বহিষ্কারে-এ ভয় পাওয়া, সে তার রূপান্তরের খবর দমন করে; পিতৃ-মাতৃক অভিবাদন পাবার কামনায়, ইশকুলে তার প্রতিভা নষ্ট করে সে। বিভ্রান্ত ভাবনা তার ক্যারিয়ারের বেশির ভাগ ভূতোর মতো পেয়ে বসেছিলো।

আমার আত্ম-বিচারে আমি কঠোর হতে পারি যখন ইচ্ছা করি।

ব্রিচ ক্যাণ্ডি কিণ্ডারগার্টেনের সমতল ছাদের ওপর কি দাঁড়িয়ে ছিলো—একটা ছাদ, তুমি মনে করবে, যেটার ওপর ওঠা যায় বাকিংহাম ভিলার বাগান থেকে, একটা বাউণ্ডারি দেয়াল বেয়ে? কি আমাদের ওখান থেকে লক্ষ্য করতো সে বছর যখন এমন কি শীতকালও ঠাণ্ডা হবার কথা ভুলে গিয়েছিলো—কি পর্যবেক্ষণ করতো সনি ইব্রাহিম, আইয়াইস, কেশতৈল, এবং আমাকে, যখন আমরা খেলতাম কাবাডি, এবং ফরাসি ক্রিকেট, এবং সাত-চাড়া, যাতে মাঝে মধ্যে অংশ নিতো সাইরাস-দ্য-গ্রেট এবং অন্যান্যরা, বেড়াতে আসা বন্ধুরা : ফ্যাট পার্স ফিশওয়ালা এবং গ্ল্যাণ্ডি কিথ কোলাকো? কি

উপস্থিত থাকতো প্রায় যখন টক্সি ক্যাটরাকের নার্স বাই-আপ্পাহ হোমির বাড়ির ওপরতলা থেকে চিৎকার করতো : 'Brats! Rackety অকম্মার দল! তোদের হৈ চৈ বন্ধ কর!'... এর ফলে আমরা দৌড়ে পালাতাম, ফিরে আসতাম (যখন সে অদৃশ্য হয়ে যেতো আমাদের দৃষ্টি থেকে) সেই জানলার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচি কাটতে যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিলো? সংক্ষেপে, সেটা যা ছিলো, লম্বা ও নীল ও বর্ণচ্ছটাময়, যা আমাদের জীবন পূর্বার দ্রষ্ট করে দিলো, যা মনে হয়েছিলো, কিছু সময়ের জন্যে, সময়কে চিহ্নিত করছে, কেবল নিকটবর্তী সময়েরই অপেক্ষা করছে না যখন আমরা লম্বা ট্রাইজার পরিধান করবো, কিন্তু এছাড়াও, হয়তো, এভি বার্নস-এর আগমনের জন্যে? হয়তো তুমি ক্লু পছন্দ করবে : লুকায়িত বোমা একদা কি ছিলো? জোসেফ ডি'কস্টা সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিলো তাতে কি ছিলো'... যখন, অভ্যন্তরীণ পীড়নের কয়েকমাস পর, আমি অবশেষে প্রাপ্তবয়স্ক কণ্ঠস্বর থেকে প্রত্যাখ্যান sought করি, আমি এটা আবিষ্কার করি একটা পুরনো ক্লকটাওয়ারে, যেটা তালা দেবার কষ্ট কেউ করেনি; এবং এখানে, মরচে সময়ের নির্জনতায়, আমি আত্মবিরোধিভাবে আমার প্রথম পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করি সেই বিশাল ঘটনাবলী আর জনজীবনের সংশ্লিষ্টতার দিকে যার থেকে আমি আর কখনোই মুক্ত হবো না... কখনো না, যে পর্যন্ত না বিধবা...

ওয়াশিং চেস্ট থেকে নিষিদ্ধ হয়ে, আমি আরম্ভ করি, যখনই সম্ভব, অক্ষম প্রহরগুলোয় টাওয়ারে অলক্ষ্যে চুপিসারে চলতে। সার্কাস রিং যখন গরমে জনশূন্য হয়ে পড়ে অথবা সুযোগ বুঝে অথবা উঁকি-মারা দৃষ্টিতে; যখন আহমেদ ও আমিনা canasta সন্ধ্যার জন্যে উইলিংডন ক্লাবে যায়; পেতলের বাঁদর যখন দূরে থাকে, তার নতুন পাওয়া বীরাঙ্গনাদের চারপাশে ঝুলতে থাকে, ওয়ালসিংহ্যাম স্কুল ফর গার্লস' সুইমিং এ্যাণ্ড ডাইভিং টিম... বলা হয়ে থাকে, পরিস্থিতি যখন অনুমতি দেয়, আমি প্রবেশ করি আমার গোপন আস্তানায়, সার্ভেন্টস' কোয়ার্টার থেকে চুরি করা মাদুর বিছিয়ে দিই, আমার চোখ বন্ধ করি, এবং আমার নতুন-জাগ্রত অভ্যন্তরীণ কান (যুক্ত, অন্য সব কানের মতো, আমার নাকের সাথে) নগরীর চারদিকে মুক্তভাবে ঘুরতে দিই– এবং আরও, উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম– সব ধরনের বিষয় শুনতে থাকি। আমার চেনা মানুষদের ওপর আড়ি পেতে অসহনীয় চাপ থেকে রেহাই পেতে, আমি অচেনা লোকদের ওপর আমার শিল্প চর্চা করি। এইভাবে ভারতের জনজীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে আমার প্রবেশ উন্মোচন করে সম্পূর্ণভাবে অপ্রকাশ্য কারণগুলো– অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতার দ্বারা বিমর্ষ, আমি আমাদের পাহাড়িকার বাইরের বিশ্বকে ব্যবহার করি হালকা স্বস্তির জন্যে।

একটা ভেঙে-পড়া ক্লকটাওয়ার থেকে যে রূপে আবিষ্কৃত পৃথিবী : প্রথমে, আমি একজন পর্যটনের চেয়ে বেশি কিছু ছিলাম না, একটা ব্যক্তিগত 'দিল্লি– দেখো' যন্ত্রের অলৌকিক উঁকি-দেবার গর্ত দিয়ে দেখছে একটা শিশু। ডুগডুগি বাজে আমার বাম (ক্ষতিগ্রস্ত) কানের মধ্যে যেন একজন মোটা ইংরেজ মহিলার চোখ দিয়ে আমি প্রথমবার

তাজ মহলের দিকে তাকাই যে ভুগছিলো পেট-নামায়—এবং যার পরে, উত্তরের বিপরীতে দক্ষিণকে ভারসাম্যময় রাখতে, আমি প্রবেশ করি মাদুরাইয়ের মীনাক্ষী মন্দিরে এবং একজন ধ্যানরত পুরোহিতের অতীন্দ্রিয় কল্পমূর্তির কাছাকাছি আস্তানা গাড়ি। একজন অটো-রিকশা চালকের ছদ্মবেশে দিল্লিতে কনুট প্রাসাদ সফর করি; তিক্ততার সাথে অভিযোগ করি গ্যাসোলিনের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে; কলকাতায় আমি একগাদা ড্রেনপাইপের মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়েছি। এই সময়ে আগাগোড়া ট্রাভেল ব্যাগের দ্বারা দংশিত, আমি কেপ কমোরিন-এ ভেসে যাই এবং একজন জেলোনিতে পরিণত হই যার শাড়ি তার শিথিল নৈতিকার মতোই আঁটোও ছিলো... তিন সাগরের দ্বারা বিধৌত লাল বালুর ওপর দাঁড়িয়ে, আমি দ্রাবিড় সৈকত—বিশাল ফেনিল তরঙ্গের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করি এমন এক ভাষায় যে ভাষা আমি বুঝতাম না; তখন হিমালয় পর্যন্ত একটা গুজার উপজাতির ছত্রাকে ঢাকা নিয়ানডারথাল কুটিরের মধ্যে, একটা পুরোপুরি গোলাকৃতি রংধনুর গৌরব এবং কোলাহই গ্লেসিয়ারের একটা প্রাচীন দুর্গে আমি একজন মহিলার অভ্যন্তরীণ জীবন নমুনা হিসেবে নিই, যে কিনা কাচের কাজ করা পোশাক তৈরি করছে এবং খাজুরাহোতে আমি ছিলাম একটা যৌবনে পর্দাপনোদ্যত গ্রাম্য বালক, গভীরভাবে embarrassed erotic-এর দ্বারা, মাঠের মধ্যে দাঁড়ানো চান্ডেলা মন্দিরে তান্ত্রিক খোদাই, কিন্তু আমার অশ্রু মুছে ফেলতে অপারগ... পর্যটনের অনাড়ম্বরতায় আমি শান্তি খুঁজে পেতে সমর্থ ছিলাম। কিন্তু, পরিশেষে, পর্যটন সন্তোষ হতে নিবৃত্ত হয়; কৌতূহল শুরু করেছে; 'খুঁজে বের করা যা,' আমি নিজেকেই বলি, 'এখানে আসলে কি হচ্ছে।

'আমার ওপর ভর করা আমার নয় বছরের বৈদ্যুতিক আত্মা নিয়ে, আমি চলচ্চিত্র তারকা ও ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মাথার ভিতরে প্রবেশ করি– আমি নর্তকী বৈজয়ন্তীমালা সম্পর্কে *Filmfare* পত্রিকার মুখরোচক চটুল সংবাদের পিছনের প্রকৃত সত্য জানতে পারি, এবং আমি ব্র্যার্বোন স্টেডিয়ামে পলি উমরিগড়ের সাথে ক্রিজে ছিলাম; আমি ছিলাম প্লেব্যাক গায়িকা লতা মঙ্গেশকর এবং সিভিল লাইন্স-এর পিছনকার সার্কাসে ক্লাউন বাবু... এবং অপরিহার্যভাবে, আমার মন প্রবেশের দেদার প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে, আমি রাজনীতি আবিষ্কার করি।

এক সময়ে আমি উত্তর প্রদেশের একজন ভূস্বামী ছিলাম, আমার পেট পাজামার ফিতার ওপর দিয়ে বেয়ে পড়েছিলো... অন্য এক মুহূর্তে উড়িষ্যায় আমি অনাহারে মরতেযাচ্ছিলাম, যেখানে নিত্যনৈমিত্তিক খাদ্য ঘাটতি চলছিলো : আমার বয়স ছিলো দুই মাস আর আমার মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিলো। আমি দখল করি, সংক্ষিপ্তভাবে, কংগ্রেস পার্টির একজন কর্মীর মন, ঘুষ দিচ্ছে একজন ইশকুল শিক্ষককে আগামী নির্বাচনে তার ভোটটি গান্ধি ও নেহরুর দলকে দেবার জন্যে; এছাড়াও কেরালার একজন কৃষকের ভাবনা যে কম্যুনিস্টকে ভোট দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার সাহস বৃদ্ধি পায় :

AMARBOI.COM

এক বিকেলে আমি সুচিন্তিতভাবে আমাদের নিজেদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় অনাধিকার প্রবেশ করি, আমি যেভাবে সেটা আবিষ্কার করি, কুড়ি বছর আগে এটা একটা জাতীয় কৌতুকে পরিণত হয়েছিলো, যে মোরারজি দেসাই 'নিজের মুত খান' প্রতিদিন... আমি ছিলাম তার ভিতরে, উষ্ণতা পরীক্ষা করছিলাম যখন তিনি কুলকুচা করছিলেন এক গ্লাস গঁজানো মুত। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে আমি হিট করি আমার সর্বোচ্চ বিন্দুতে : আমি পরিণত হই জওয়াহরলাল নেহরু, প্রধানমন্ত্রী ও ফ্রেমে বাধানো চিঠির রচয়িতা : আমি মহান মানুষটির সাথে বসি এক গাদা জ্যোতিষির মাঝে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঠিকঠাক করি বৈচিত্র্যময় শ্রেণীবদ্ধতায় সেটাকে আনার জন্যে গোলকের সঙ্গীতসহ... উচ্চ জীবন একটা বিষয়। 'আমাকে দেখ!' আমি নীরবে বলি। 'যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যেতে পারি।' সেই টাওয়ারে একদা যেটা জোসেফ ডি'কস্টার জড়ো করা বিস্ফোরকে পূর্ণ ছিলো, ওই স্তর আমার ভাবনায় সম্পূর্ণভাবে টুপ শব্দ করে : আমি বোম্বাইতে একটি সমাধি... আমাকে বিস্ফোরিত হতে দেখো!'

কেননা আমার ওপর অনুভূতিটা এসেছিলো যে আমি কোনো প্রকারে একটা বিশ্ব সৃষ্টি করছি; যে ওই চিন্তা যার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তা *আমার*, যে দেহগুলো দখল করেছিলাম সেগুলো আমা৲ আদেশে চলে; যে, সাম্প্রতিক ঘটনা হিসেবে' শিল্পকলা, খেলাধুলা, একটা প্রথম শ্রেণীর রেডিও-স্টেশনের পুরোসমৃদ্ধ বৈচিত্র্য আমার মধ্যে ঢুকে যায়, আমি কোনোভাবে তাদের... যাই হোক, আমি প্রবেশ করেছিলাম শিল্পীদের এক অলীকতায়। 'আমি সব ব্যাপারই খুঁজে বের করতে পারি!' আমি সোল্লাসে বলি, 'একটা ব্যাপারও নেই যে আ৲ি জানি না!'

আজ, হারানো ও ব্যয় হয়ে যাওয়া বছরগুলোর পশ্চাৎ অভিক্ষেপসহ, আমি বলতে পারি যে আত্মা যা আমাকে বন্দি করেছিলো তখন ছিলো একটা প্রতিফলন, আত্ম সংরক্ষণের জন্যে একটা সহজাত প্রবৃত্তির জন্ম। আমি যদি বহুত্বের নিয়ন্ত্রণে আমার নিজেকে বিশ্বাস না করতাম, তাদের গণ পরিচয় বিলুপ্ত করতে হতো আমাকে... কিন্তু সেখানে আমার ক্লকটাওয়ারে, আমি পাপে পরিণত হয়েছিলাম, প্রাচীন চন্দ্র-দেব (না, ভারতীয়দের নয় : আমি তাকে আমদানি করেছিলাম প্রাচীনের হাদ্রামাউত থেকে), দূর থেকে অভিনয়ে পটু এবং বিশ্বের জোয়ার স্ফীত করছে।

কিন্তু মৃত্যু, যখন সে মেথওয়াল্ডের এস্টেট সফর করে, অবাক করে আমাকে নিতে প্রস্তুত।

যদিও তার সম্পত্তি ফ্রিজিংএর ঘটনা শেষ হয়ে গেছে বহু বছর আগে, আহমেদ সিনাইয়ের কোমরের নিচ-অঞ্চলে তখনো বরফের মতো ঠাণ্ডা। সেই দিন থেকে যখন সে চিৎকার করে তার অন্তকোষ ঠাণ্ডা হয়ে যাবার কথা বলছিলো গালিগালাজ করে, এবং আমিনা তা হাতের মধ্যে নিয়েছিলো গরম করার জন্যে, এবং তার সেক্স ছিলো অক্রিয়, একটা আইসব্যাগে একটা পশমি হাতির মতো, সেই একটির মতো ১৯৫৬ সালে তারা

রাশিয়ায় যেমন একটা খুঁজে পেয়েছিলো তেমনি। আমার মা আমিনা, শিশুদের জন্যে যে বিয়ে করেছিলো, অনুভব করতো অসৃষ্ট জীবন পচছে তার গর্ভাশয়ে এবং নিজেকে অভিযোগ করছে তার কাছে অনাকর্ষণীয়তে পরিণত হবার জন্যে, সে তার অসুখী অবস্থা নিয়ে মেরি পেরেইরার সাথে আলোচনা করে, কিন্তু আয়া কেবলমাত্র তাকে বলে যে 'পুরুষদের' কাছ থেকে কোনো সুখ অর্জন করা সম্ভব নয়। যদিও আহমেদ সিনাইয়ের অফিসের সময় পূর্ণ হয়ে ছিলো সেক্রেটারিদের সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ডিকটেশন নেয়ার ফ্যান্টাসিতে, তার ফার্নাণ্ডা কিংবা পপি তাদের জন্মদিনের পোশাকে নিতম্বের ওপর আড়াআড়ি বেতের চিহ্ন নিয়ে হেঁটে বেড়ানোর দৃশ্যে, তার যন্ত্রটি প্রত্যাখ্যান করলো সাড়া দিতে; এবং এক দিন, যখন আসল ফার্নাণ্ডা অথবা পপি বাড়িতে চলে গেছে, সে দাবা খেলছিলো ডা. নারলিকারের সাথে, তার জিভ (তার খেলার মতোই) জ্বিনের দ্বারা কিছুটা এলিয়ে গিয়েছিলো, এবং সে বিদঘুটেভাবে বললো, 'নারলিকার, তুমি-জানো-কি এইরকম ব্যাপারে আমার মনে হয় আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি।'

উজ্জ্বল গাইনিকোলজিস্টের থেকে বিকিরিত আয়োগের একটা রশ্মি; জন্ম-নিয়ন্ত্রণ উন্মাদ অন্ধকারে, তার চোখের ভিতর দিয়ে দেখেন এবং এই বক্তৃতা দিয়ে থাকেন : 'ব্র্যাভো!' ডা. নারলিকার চিৎকার করেন, 'ভাই সিনাই, *কি দারুণ শো!* তুমি এবং, আমি কি যোগ করতে পারি, নিজে– হ্যাঁ, তুমি আর আমি, সিনাইভাই, দুর্লভ আধ্যাত্মিক মূল্যের মানুষ! আমি তোমাকে বলি শোনো, এই সমুদ্র থেকেই আমরা মাটি তুলে আনবো!' আহমেদ সিনাই পান করে; আমার পিতা এবং ডা. নারলিকার তাদের চারপেয়ে নিরেট স্বপ্নের উদ্দেশ্যে টোস্ট পান করে।

'ভূমি, হ্যাঁ! ভালোবাসা, না!' ডা. নারলিকার বলে, অল্প সামান্য অস্থিরতার মধ্যে; আমার বাবা তার গ্লাস পূর্ণ করে।

১৯৫৬ সালের শেষ দিনগুলো নাগাদ, হাজার হাজার বৃহৎ কংক্রিটের tetrapod-এর সাহায্যে সমুদ্র থেকে জমি হাসিলের স্বপ্ন– সেই একই স্বপ্ন যা ফ্রিজের কারণ হয়ে ছিলো– এবং যা এখন, আমার বাবার পক্ষে, এক ধরনের যৌন তৎপরতার অংশ ছিলো যা ফ্রিজের ফল হিসেবে তাকে অস্বীকার করে– বাস্তবিকই মনে হয়েছিলো ফলাফলের খুব কাছাকাছি চলে আসছে। এইবার, যাহোক, আহমেদ সিনাই তার টাকা খরচ করছিলো সাবধানে; এইবার পিছন দিকে সে লুকিয়ে থাকলো, আর তার নাম কোনো দলিল দস্তাবেজে উল্লেখ করা হলো না; এইবার, ফ্রিজের শিক্ষা সে গ্রহণ করেছিলো এবং তার প্রতি যতোটা সম্ভব কম মনোযোগ আকর্ষণের ব্যাপারে সদৃঢ় সংকল্প ছিলো; যাতে করে যখন ডা. নারলিকার তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে মরণের দ্বারা, tetrapod স্কিমে আমার বাবার জড়িত থাকার কোনো রেকর্ড রেখে যাচ্ছে না পিছনে, আহমেদ সিনাই (যে ছিলো প্রবণ, যেমনটা আমরা দেখেছি, বিপর্যয়ের মুখে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে) দীর্ঘ সাপের মতো বাঁকানো মুখ গহ্বরে পতিত হয়েছিলো যেখান থেকে সে উঠে আসতে পারেনি যে পর্যন্ত না, তার জীবনের একেবারে শেষ লগ্নে, অবশেষে সে প্রেমে পড়ে তার স্ত্রীর।

AMARBOI.COM

মেথওয়াল্ডের এস্টেটে এই গল্পটা ছড়িয়েছিলো : ডা. নারলিকার গিয়েছিলো মেরিন ড্রাইভের কাছাকাছি বন্ধুদের নিকট বেড়াতে; বেড়ানোর শেষে, সে চৌপট্টি বিচ ধরে হাঁটাহাঁটি করেছিলো আর নিজের জন্যে কিছু ভেলপুরি ও সামান্য নারকেল দুধ কিনেছিলো। সমুদ্র-দেয়ালের পাশ দিয়ে পেভমেন্ট ধরে হাঁটাহাঁটি করতে করতে, সে একটা ভাষা মিছিলের শেষপ্রান্ত অতিক্রম করে, যে মিছিলটা ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলো আর ভজন করছিলো শান্তিপূর্ণভাবে। ডা. নারলিকার স্থানটির কাছে গে যেখানে, পৌর করপোরেশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, সে একটা প্রতীকি tetrapod সমুদ্র-দেয়ালের ওপর স্থাপন করে, একটা আইকন হিসেবে যা ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশ করছে; আর এখানে সে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলো যা যুক্তি নষ্ট করে দিলো। ভিখারিনিদের একটি দল tetrapod-এর চারপাশে ঘুরছে এবং পুজা অর্চনা করছে। বস্তুটির ধাপে তারা তেলের প্রদীপ জ্বালিয়েছে; তাদের একজন এটার গায়ে ওম-প্রতীক অংকন করেছে; তারা অর্চনার সাথে আগাগোড়া tetrapod-টি ধোয়ার সময় জোরে জোরে প্রার্থনা করে। প্রযুক্তিগত অলৌকিক বিষয়টি রূপান্তরিত হয়েছিলো শিবলিঙ্গমে; ডাক্তার নারলিকার, নারীর সন্তান উৎপাদনের উর্বরাশক্তির বিরোধী, এই দৃশ্যে একেবারে পাগল হয়ে গেল, এতে তার মনে হলো যে প্রাচীন ভারতের যাবতীয় অন্ধকার শক্তি বিংশশতাব্দীর কংক্রিটের সৌন্দর্যের ওপর উন্মোচিত হচ্ছে... সে অর্চনারত নারীদের লক্ষ্য করে চিৎকার ছুড়ে দিলো, ক্রোধোন্মত্ত হয়ে; উঠলো; তাদের কাছে পৌঁছে, সে লাথি মেরে ফেলে দিলো তাদের তেলের প্রদীপ। বলা হয় যে সে এমন কি নারীদের ধাক্কা মেরে ফেলে দেবারও চেষ্টা চালায়। এমন তাকে দেখে ফেলেছিলো ভাষা মিছিলকারীরা।

ভাষা মিছিলকাররা তার জিভের কর্কশ ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলো; মিছিলকারীদের পাগুলো থেমে যায়, তাদের কণ্ঠস্বর চড়তে থাকে। মুঠি নাড়তে থাকে; শপথ করা হয়। একটা নীরবতা বিরাজ করে আর তার ক্ষমতা ফুঁসে ওঠে করে, নীরবতা মিছিলকারীদের নিয়ে আসে গাইনিকোলজিস্টের দিকে, যে দাঁড়িয়ে ও বিলাপরত নারীদের মাঝখানে। নীরবতায় মিছিলকারীদের হাত নারলিকারের দিকে এগিয়ে যায় এবং গভীর এক শব্দহীনতায় সে দৃষ্টিপাত করে চারপেয়ে কংক্রিটের দিকে, অন্যদিকে তারা তাকে টেনে নামাতে চেস্টা করে নিজেদের দিকে। পরিপূর্ণ শব্দহীনতার মধ্যে, ভীতি ডা. নারলিকারকে শক্তি জোয়ালো; তার হাত সেঁটে গেল tetrapod-এর সাথে এবং আর পৃথক হলো না। মিছিলকারীরা তাদের যাবতীয় ভার চাপিয়ে দিলো তার ওপর। ডা. সুরেশ নারলিকার, তার মুখ খোলা একটা কণ্ঠস্বরহীন A আকারে,.. মানুষ আর চার-পেয়ে কংক্রিট একটা শব্দও না করে পতিত হলো। জলের বিস্ফোরণ ভেঙে দিলো মন্ত্র।

বলা হয় যে যখন ডা. নারলিকার পতিত হয় এবং তার প্রিয় সংস্কারের ভারে পিষ্ট হয়ে মারা যায়, তখন দেহটা লুকিয়ে ফেলার ঝামেলা আর কেউ করেনি কারণ জলের ভিতর দিয়ে আগুনের মতো তার আলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিলো।

'তুমি কি জানো কি ঘটেছে?' 'এই, বৎস, কি ব্যাপার?'– শিশুরা,আমিও ছিলাম, এস্কোরিয়াল ভিলার বাগানে উঁকিঝুঁকি মারছিলো, ওখানেই ছিলো ডা. নারলিকারের ব্যাচেলর কোয়ার্টার; এবং লীলা সবরমতির একজন হামাল এসে আমাদের খবর দিলো, 'ওরা তার মৃতদেহ নিয়ে এসেছে, সিলকে মোড়ানো।'

তার শক্ত, সিঙ্গল বিছানায় নারলিকারের মৃদদেহ ফুল দিয়ে ঢেকে শুইয়ে রাখা হলো, আমাকে তার লাশ দেখার অনুমতি দেয়া হলো না। কিন্তু এ ব্যাপারে যাবতীয় খবরাখবর পেতে আমার সমস্যা হয়নি আদৌ, কেননা এই খবরটা দ্রুত বিস্তারিতভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো তার কক্ষের বাইরে। আমি বেশি শুনেছিলাম এস্টেটের চাকরদের কাছ থেকে। যারা মৃত্যুর কথা বলতো খোলাখুলি আর অধিকাংশ সময় অপর দিকে জীবনের কথা বলতো অত্যন্ত কম এবং কদাচিৎ, কেননা জীবনে তো সমস্ত কিছুই স্পষ্ট।হোমি ক্যাটরাকের মালী বললো, 'মৃতদেহের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা বিপদজনক; নতুবা তুমি কিছুটা তোমার ভিতরে এর অস্তিত্ব অনুভব করবে, এবং তার প্রতিক্রিয়া পড়বে।' আমরা জিজ্ঞেস করি : প্রতিক্রিয়া? কিসের প্রতিক্রিয়া? কোন প্রতিক্রিয়া? কেমন? এবং সাধু পুরুষোত্তম, কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম বাকিংহাম ভিলার বাগানের ট্যাপের নিচে তার স্থানটি থেকে বেরিয়ে এসেছিলো, বললো : 'একটা মৃত্য জীবিতদের তাদের নিজেদের অধিক পরিষ্কারভাবে দেখতে সাহায্য করে; এর উপস্থিতিতে তারা থাকার পর, তারা অতিরঞ্জিত হয়ে যায়।' এই অনন্যসাধারণ দাবি, বস্তুত, ঘটনার মাধ্যমে বেরিয়ে আসে, কারণ টক্সি ক্যাটরাকের নার্স বাই-আপাহ মুর্দা গোসল করিয়েছিলো, সে তারপর কাহিল ও আতংকিত হয়ে পড়েছিলো। এবং এটা মনে হয়েছিলো যে ডা. নারলিকারের মৃতদেহ যারাই দেখেছিলো তাদের ওপরই একটা প্রতিক্রিয়া পড়েছিলো।

amarboi.com

আমাদের পরিবার, যাহোক, মৃতদেহ থেকে দূরে ছিলো। আমার বাবা লাশ দেখতে ও তার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে অস্বীকৃতি জানায়। আর কখনোই তার পারলোকগত বন্ধুর নাম উল্লেখ না করে বলেছে : 'ওই বিশ্বাসঘাতক।'

দুইদিন পর, খবরটা যখন সংবাদপত্রে প্রকাশ পেলো, তখন দেখা গেল ডা. নারলিকারের সাথে নারীদের বিপুল সম্পর্ক ছিলো। আমুল ডেয়রি, সিনেমার বক্স-অফিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মরত নারীরা ছাড়াও অসুখী বিয়ের নারীদের এক বিশাল গোষ্ঠীর সাথে তার সম্পর্ক ছিলো আর সবাই এখন তারা মিছিল করে এসে জড়ো হলো। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে তাদের বিলাপ চললো আর কেউ ঘুমাতে পারলো না ওই বিলাপের আওয়াজে। তারা নার্সিং হোমের দখল নিয়ে নিলো, নারলিকারের সকল ব্যবসায়িক বিষয় তদন্ত করলো, এবং তারা আমার বাবাকে tetrapod-এর ডিল থেকে ঠাণ্ডা মাথায় বের করে দিলো। ওইসব বছরের পর আমার বাবার পকেটে একটা গর্ত ছাড়া আর কিছু ছিলো না, অন্যদিকে ওই নারীরা নারলিকারের মৃতদেহ নিয়ে যায় বেনারসে দাহ করার জন্যে, এবং এস্টেটের

চাকররা আমার কানে ফিসফিস করে বলেছিলো যে তারা শুনেছে কিভাবে ডাক্তারের দেহভস্ম মনিকারনিকা-ঘাটে পবিত্র গঙ্গার জলে ছড়িয়ে পড়েছিলো আর আগুনের মতো জ্বলছিলো, সেগুলো ডোবেনি, জলের ওপর ভেসে আলো ছড়াচ্ছিলো আর সাগরের দিকে ভেসে গিয়ে ছিলো যার উজ্জ্বলতা দেখে নিশ্চয় জাহাজের ক্যাপ্টেনরা ভয় পেয়ে থাকবে।

আহমেদ সিনাইয়ের ক্ষেত্রে : আমি হলফ করে বলবো যে নারলিকারের মৃত্যুর পর আর নারীদের আগমনে সে বিবর্ণ হতে থাকে... ক্রমান্বয়ে তার চামড়া নিষ্প্রভ হয়, তার চুল রং হারায়, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই সে পুরোপুরি সাদা হয়ে যায় কেবল তার চোখের কালো রং ছাড়া। (মেরিঠাণ্ডা; কাজেই এখন তার চামড়া বরফ হয়ে গেছে, শাদা বরফ একটা ফ্রিজের মতো।') আমার বলা উচিৎ যে, সমস্ত সততা নিয়েই যে যদিও সে উৎকণ্ঠার ভান করছিলো তার শাদা মানুষে রূপান্তরিত হবার ঘটনায়, এবং ডাক্তার দেখাচ্ছিলো, কিন্তু গোপনে সে সন্তুষ্ট হয়েছিলো যখন তারা এর ব্যাখ্যা দিতে বা চিকিৎসাপত্র দিতে ব্যর্থ হয়েছিলো। আমি অবশ্য বিকল্প একটা ব্যাখ্যা দেবার ঝুঁকি নিতে পারতাম, একটা থিওরি, যা আমার ক্লকটাওয়ারের বিমূর্ত গোপনীয়তায় ডেভলপ করা হয়েছিলো...

১৯৫৬ সালের শেষের দিকে কোনো সময়ে, সমস্ত সম্ভাবনার মধ্যে, গায়ক ও অসতী স্ত্রি স্বামি উয়ি উইলি উইঙ্কিও মৃত্যুবরণ করলো।

১৩ Love In Bombay
বোম্বেতে ভালোবাসা

রমজানের সময়, উপবাসের মাস, যতো বেশি পারতাম আমরা সিনেমা দেখতে যেতাম। আমার মায়ের হাতের ঝাঁকুনি খেয়ে ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে জেগে উঠি; চিনিমিশ্রিত লেবুর পানি ও তরমুজের প্রাক-প্রত্যুষকালীন প্রাতরাশের পর, এবং বিশেষ করে রবিবার সকালে, পেতলের বাঁদর ও আমি পালাক্রমে (কিংবা কখনো কখনো একযোগে) আমিনাকে মনে করিয়ে দিই : 'সকাল সাড়ে দশটার শো! এটা মেট্রো কাব ক্লাব ডে, আম্মা, প্লিইইইইজ!' তারপর রোভার চালিয়ে। সিনেমা হলে যেখানে আমরা স্বাদ গ্রহণ করতে পারি না কোকা-কোলা অথবা পটেটো ক্রিসপ্স-এর, না কোয়ালিটি আইস-ক্রিমের না সামোসার; কিন্তু নিদেন পক্ষে সেখানে ছিলো শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, কাব ক্লাব ব্যাজ পিন দিয়ে লাগানো থাকতো আমাদের পোশাকে, আর প্রতিযোগিতা, আর জন্মদিনের ঘোষণা দেয়া হতো একটা গোঁফের সাথে তুলনা করে; এবং শেষত, চলচ্চিত্র, 'পরবর্তী আকর্ষণ' ও 'শীঘ্রই আসিতেছে' এবং কার্টুন ('কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, বড় চলচ্চিত্র: কিন্তু প্রথমে...!') : *Quentin Durward*, হয়তো, কিংবা *Scaramouche*, ছবি দেখার পর আমরা একজন আরেকজনকে বলি, 'Swashbuckling!' চলচ্চিত্র সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করি; এবং, 'একটা rumbustious, bawdy romp!'— যদিও আমরা swashbuckles ও bawdiness সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। আমাদের পরিবারে খুব বেশি ধর্মীয় প্রার্থনা পালন করা হচ্ছিলো না (কেবল ঈদ-উল-ফিৎর ব্যতিত, সেদিন আমার বাবা আমাকে শুক্রবারের মসজিদে নিয়ে যেতো, একটা রুমাল বেঁধে দিতো আমার মাথায় এবং আমার কপাল ঠেশে ধরতো মাটিতে)... কিন্তু আমরা সব সময় উপবাস করতে ইচ্ছুক ছিলাম, কারণ আমরা সিনেমা দেখতে ভালোবাসতাম।

এভি বার্নস আর আমি এক মত হই : বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম চলচ্চিত্র তারকা রবার্ট টেইলর। টন্টো হিসেবে জে সিলভারহিল্‌সকেও আমি পছন্দ করি।

ইভলিন লিলিথ বার্নস ১৯৫৭ সালের নববর্ষের দিনে এসে হাজির হলো, একটা এ্যাপার্টমেন্টে তার বিপত্নীক পিতাকে নিয়ে থাকার জন্যে, আমাদের পাহাড়িকার পাদদেশে : আমেরিকান ও অন্যান্য বিদেশিরা বসবাস করে (এভির মতো) নূর ভিলে; আগত

AMARBOI.COM

ভারতীয়দের সকল গল্প শেষ হয় লক্ষ্মী ভিলায়। মেথওয়াল্ডের এস্টেটের উচ্চতা থেকে আমরা নিচে তাদের সবার দিকে তাকাই, শাদা ও বাদামি সাদৃশ্যে; কিন্তু কেউ কখনো এভি বার্নস-এর দিকে তাকায়নি– একবার ছাড়া।

আমি আমার প্রথম ফুল প্যান্ট পরবার আগেই এভির প্রেমে পড়ি; কিন্তু প্রেম সে বছর ছিলো একটা, চেইন রিঅ্যাকটিভ ব্যাপার। সময় বাঁচানোর জন্যে, আমি আমাদের সবাইকে মেট্রো সিনেমায় একই সারিতে বসাবো; রবার্ট টেইলার আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত হয় আমরা বসার পর– এবং প্রতীকি সিকোয়েন্সেও : সালিম সিনাই বসেছে যার-প্রেমে-পড়েছে সেই এভি বার্নস্-এর পাশে, বার্নস্ বসেছে-যার-প্রেমে-পড়েছে সেই সনি ইব্রাহিমের পাশে, ইব্রাহিম বসেছে যার-প্রেমে-পড়েছে সেই পেতলের বাঁদরের পাশে যে বসে আছে aisle-এর পাশে এবং ক্ষুধা অনুভব করছে... আমি এভিকে ভালোবেসেছি আমার জীবনের হয়তো ছয়মাস; দুই বছর পর, সে আমেরিকায় ফিরে যায়, এক বৃদ্ধা নারীকে দুরিকাঘাত করে এবং তাকে সংশোধনী স্কুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আমার কৃতজ্ঞতার একটা সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি এই পর্যায়ে নিয়মানুগ : যদি এভি আমাদের মধ্যে বসবাস করার জন্যে ফিরে না আসে, আমার গল্প হয়তো আর এগোতে না ক্লকটাওয়ারে ভ্রমণ ও ক্লাসে প্রতারণার দিকে... এবং তখন একটা বিধবার হোস্টেলে কোনো climax হতে পারতো না, আমার অর্থের কোনো পরিষ্কার প্রমাণ নেই, একটা জ্বলন্ত কারখানায় কোনো coda নয়। নিওনে দেবী মুম্বাদেবীর জাফরান-ও-সবুজ রঙের নৃত্যরত ফিগার। কিন্তু এভি বার্নস (সে কি সাপ কিংবা মই ছিলো? উত্তরটা অতিশয় স্পষ্ট : উভয়ই।) যদি আসে, একটা সিলভার বাইসাইকেল সমেত পূর্ণ যা আমাকে কেবল মধ্যরাতের শিশুকে আবিষ্কার করতেই সহায়তা করে না, বোম্বাই রাজ্য বিভক্তির বিষয়টিও নিশ্চিত করে।

সূচনা থেকে শুরু : তার চুল শনের মতো, তার চামড়া মরিচের মতো লাল এবং তার দাঁত চরমভাবে বিশৃংখল ও এবড়োখেবড়ো, আর তাকে ভয়ানক বিরক্ত করে ভয়ানকভাবে যখন সে আইসক্রিম খায়। মনে হতো তার দাঁত ছিলো দুনিয়ায় একমাত্র বস্তু যার ওপর সে ক্ষমতাহীন। (আমি এটা সাধারণীকরণ করেছিলাম এইভাবে : পৃথিবীর ওপর প্রভুত্ব করে আমেরিকানরা, কিন্তু তাদের মুখের ওপর তাদের কোনো রাজ্য নেই; অন্যদিকে ভারত অক্ষম, কিন্তু তার ছেলেমেয়েদের চমৎকার দাঁত আছে।)

দাঁতের যন্ত্রণায় কাতর, আমার এভি চমকপ্রদভাবে যন্ত্রণার উর্ধে উঠে যায়। হাড় ও মাড়ির দ্বারা শাসিত হওয়ার ব্যাপারটাকে প্রত্যাখ্যান করে, সে কেক খায় আর কোক পান করে; এবং কখনো অভিযোগ করে না। একটা কঠিন বাচ্চা, এভি বার্নস : তার ভোগান্তির অভিযান আমাদের ওপর তার সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করে। এটা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে সকল আমেরিকানের একটা সীমান্ত দরকার : যন্ত্রণা ছিলো তার সীমান্ত, এবং সে দৃঢ়সংকল্প ছিলো সেটা ঠেলা মেরে সরিয়ে দিতে। একবার, আমি সলজ্জভাবে তাকে একটা ফুলের মালা দিয়েছিলাম (আমার lily-of-the eve'এর জন্যে queen-of-

the-night), স্যাণ্ডাল পয়েন্টে একজন মহিলা-হকারের কাছ থেকে কিনেছিলাম আমার নিজের পকেট খরচের টাকা দিয়ে। 'আমি ফুল পরি না,' ইভলিন লিলিথ বললো, আর বাতাসে ছুড়ে দিলো অনাকাংখিত মালাটি, মাটিতে পড়ার আগেই সেটাকে বর্শাবিদ্ধ করলো তার ডেইজি এয়ার পিস্তল থেকে নিক্ষিপ্ত একটা গুলি দিয়ে। ডেইজির সাহায্যে ফুল ধ্বংস করা, সে লক্ষ্য করলো যে হাতকড়ায় আবদ্ধ হবে না, এমন কি একটা গলার মালার দ্বারাও না : সে ছিলো আমাদের তীরন্দাজ, এবং ইভও। আমার দৃষ্টির এ্যাডাম'স এ্যাপল।

কিভাবে আগমন ঘটে তার : সনি ইব্রাহিম, আইস্লাইস ও কেশতৈল সুরমতি, সাইরাস দুবাশ, বাঁদর এবং আমি মেথওয়াল্ডের চার প্রাসাদের মাঝখানে সার্কাস রিঙে ফরাসি ক্রিকেট খেলছিলাম। একটা নববর্ষ দিবসের খেলা : টক্সি তার গরাদে দেয়া জানলা থেকে ciapping করছে; এমন কি বাই-আপাহ পর্যন্ত ভালো মেজাজে ছিলো এবং একবারও আমাদের বিরক্ত করেনি। ক্রিকেট– এমন কি ফরাসি ক্রিকেটও, এবং এমন কি যখন শিশুরাও খেলে– একটা শান্ত খেলা : শান্তি তিসির তেলে সিক্ত হয়। চামড়া ও উইলোর চুম্বন; মাঝে মধ্যে চিৎকার– 'শট! শট, স্যার!'– 'আও *জ্যাট?*' কিন্তু ইভ তার বাইসাইকেলের ওপর থাকায় এ সবের কিছুই পায় না।

'এই, তুমি! আল্লা তুমি! ওহে ব্যাপার কি? তোমরা সবাই কালা না কি?' আমি ব্যাটিং করছিলাম (রনজীর মতো ঢৌকনভাবে, ভিনু মানকাড়ের মতো শক্তিশালী ভাবে) যখন সে পাহাড়ের দিকে উঠতে থাকে তার দুই-চাকার ওপর চড়ে, শনের মতো তার চুল উড়ছে বাতাসে, ... 'ওহে, তুমি হাঁদারা দেকো! বোকা বলে নজর রাখা থামাও, তুমি! আমি তোমাকে নজর রাখার মতো আরও মূল্যবান কিছু দেখাবো!'

বাইসাইকেলে আরোহণ করা অবচ্ছা ছাড়া এভি বার্নস-এর ছবি কল্পনা করা অসম্ভব; আর কেবলমাত্র যে-কোনো দুই-চাকাই নয়, পুরনো কালের প্রধান বাইসাইকেলের সর্ব শেষগুলোর একটিও তাকে চালাতে দেখা যায়, সেটি হলো অতিশয় ঝকঝকে অবস্থার একটা অর্জুনা ইণ্ডিয়াবাইক, ঝুলে পড়া হ্যাণ্ডল্‌বার মোড়ানো মাস্কিং টেপে এবং পাঁচটা গিয়ার এবং চিতা-চামড়া রেকসিনে প্রস্তুত একটা সিট। এবং একটা সিলভার ফ্রেম (রং, আমার বলার প্রয়োজন নেই তোমাকে, লোন রেঞ্জারের ঘোড়ার মতো)...আইস্লাইওপাটি কেশতৈল, প্রতিভাবান সাইরাস ও বাঁদর ও সনি ইব্রাহিম ও আমি নিজে–সেরা বন্ধুরা, এস্টেটের প্রকৃত সন্তানেরা, জন্মগতভাবে এর উত্তরাধিকারী– হ্যাঁ, আমরা সবাই, ভবিষ্যৎ বুলফাইটার ও নৌবাহিনী প্রধানগণ আর সব কিছু, হা-করা মুখে বরফের মতো জমে দাঁড়িয়ে থাকি যখন এভি বার্নস তার সাইকেল চালাতে আরম্ভ করেছে, দ্রুতদ্রুতদ্রুত, সার্কাস রিঙের চারপাশে। 'এখন আমাকে দেখ : আমার যাওয়া লক্ষ্য করো, ডামির দল!'

সিটে বসে ও না-বসে এভি সাইকেল চালানো দেখালো। এক পা সিটে, এক পা পিছন দিকে উঁচু করে, সে আমাদের চারপাশে ঘুরতে লাগলো; সে গতি বাড়ালো আর

AMARBOI.COM

তারপরে সিটের ওপর মাথা রেখে পা উপরে দিয়ে সাইকেল চালালো! সে পিছন দিকে ঘুরে উল্টোমুখো হয়ে পেডেল মেরে সাইকেল চালিয়ে গেল অবলীলায়... মধ্যাকর্ষন তার দাস, গতি তার উপাদান, এবং আমরা জানতাম যে একটা ক্ষমতা এসেছে আমাদের মধ্যে, চাকার ওপর একজন ডাইনি, এবং ঝোপের সারির ফুল তার পাপড়ি নিক্ষেপ করে, সার্কাস রিঙের ধুলো ওড়ে মেঘের মতো, সার্কাস রিঙও তার মনিবনি খুঁজে পেয়েছে : এটা ছিলো তার ঘুর্নায়মান চাকার ব্রাশের নিচে ক্যানভাস।

এখন আমরা লক্ষ্য করি যে আমাদের নায়িকা তা'র ডান দিকের নিতম্বের ওপর একটা ডেইজি এয়ার পিস্তল খাপে ভরে রেখেছে... 'আরো আছে, তোমরা শূন্যের দল!' সে চিৎকার করে, আর অস্ত্রটা বের করে। আমরা আনা ছুড়ে দিই বাতাসে আর সে সেগুলো গুলি করে নামায়, পাথরের মতো স্থির মৃত। 'টার্গেট! আরো টার্গেট!'– এবং আইস্লাইস টু শব্দও না করে তার প্রিয় rummy কার্ডের প্যাকেটটা সমর্পণ করে, যাতে সে রাজার মাথায় গুলি করতে পারে। তার নিখুঁতে বন্দুক চালনা সম্পর্কে প্রশ্ন করার সাহস করেনি কেউ, একবার ব্যতিত, আর সেটাই ছিলো তার কর্তৃত্বের সমাপ্তি, ব্যাপক বিড়াল অভিযান চলাকালে; এবং উত্তেজনাকর পরিস্থিতি ছিলো।

ঘর্মাক্ত কলেবরে এভি বার্নস্ সাইকেল থেকে নামে এবং ঘোষণা দেয় : 'এখন থেকে, এখানে একজন বড় নতুন প্রধান থাকবে। ঠিক আছে, ভারতীয়গণ? কোনো বিতর্ক?'

কোনো বিতর্ক নয়; তখন থেকে জানি আমি প্রেমে পড়েছি। জুহু সমুদ্রসৈকতে এভির সাথে : সে উষ্ট্রদৌড়ে বিজয়ীনি হয়, আমাদের যে কারো চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে নারকেল দুধ পান করে, আরব সাগরের তীব্র লবণাক্ত পানির নিচে তার চোখ খুলতে পারে।

ছয় মাসে এমন পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে? (এভি ছিলো আমার চেয়ে আধ বছরের ছোট।) এভিকে দেখা যেতো বৃদ্ধ ইব্রাহিম ইব্রাহিমের সাথে গল্প-গুজব করছে; সে দাবি করে যে লীলা সবরমতি তাকে মেক-আপ লাগানোর কায়দা-কৌশল শিক্ষা দিয়েছে; সে বন্দুক নিয়ে গল্প-গুজব করতে যায় হোমি ক্যাটরাকের কাছে। (হোমি ক্যাটরাকের জীবনের এটাই ট্রাজিক আয়রোনি যে এভির মধ্যে সে একজন মাতৃহীন শিশুকে খুঁজে পেয়েছিলো যে ছুরির মতো ধারালো আর বোতলের মতো উজ্জ্বল।)

ওই রকম ছিলো ইভলিন লিলিথ; এবং তার আগমনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, আমি চেইন রিঅ্যাকশনের মধ্যে পড়ি যার প্রতিক্রিয়া থেকে আমি সম্পূর্ণ রেহাই পাই না আর কখনো।

শুরু হয়েছিলো সনি ইব্রাহিমকে দিয়ে, পাশের-দরোজার-সনি, যে আমার গল্পের উইংস-এ শান্তভাবে বসে রয়েছে, অপেক্ষায় আছে তার খেই-এর। ওইসব দিনে, সনি ছিলো একটা দারুণ ভগ্ন মানুষ। পেতেলের বাঁদরকে (এমন কি শব্দটির নয়-বছর-বয়সী ধারণায়) ভালোবাসাটা খুব সহজ ব্যাপার ছিলো না।

যেমন আমি বলেছি, আমার বোন, প্রেম-ভালোবাসার যে কোনো কথায় সহিংস প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতো। যদিও সে পাখি ও বেড়ালের ভাষায় কথা বলায় বিশ্বাসী ছিলো, তথাপি প্রেমিকদের কোমল সুরের কথা তার মধ্যে পশুর ক্রোধ জাগিয়ে তুলতো; কিন্তু সাবধান করে দেবার পক্ষে সনি ছিলো খুবই সাদামাটা। কয়েক মাস ধরে সে চেষ্টা করে আসছিলো তাকে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য দিয়ে, যেমন, 'সালিমের বোন, তুমি দারুন সলিড ধরনের মানুষ!' কিংবা, 'শোনো, তুমি কি আমার প্রেমিকা হতে চাও? আমরা ছবি দেখতে যেতে পারি এক সাথে তোমার আয়াকে নিয়ে, হয়তো...' এবং সমান সংখ্যক মাস ধরে সেও সনিকে ভোগাচ্ছে তার প্রেমের কারণে– তার মাকে গল্প বলছে; দুর্ঘটনাক্রমে-কিন্তু-আসলে-উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাকে ঠেলে দিচ্ছে কাদার মধ্যে, এমন কি শারীরিকভাবে একবার তাকে জখমও করলো, তার মুখে নখের আঁচড়ের দাগ বসিয়ে দিলো; কিন্তু এতে তার ক্ষি হলো না। এবং সে জন্যেই, অবশেষে, সে তার সবচেয়ে ভয়ংকর প্রতিশোধের পরিকল্পনা গ্রহণ করলো।

বাঁদর ভর্তি হয়েছিলো নেপিয়ান সি রোডে অবস্থিত ওয়ালসিংহ্যাম স্কুল ফর গার্লস-এ; দীর্ঘাঙ্গীনি, চমৎকার পেশীময় দেহের ইউরোপীয়তে স্কুলটি ভর্তি, যারা মাছের মতো সাঁতার কাটতো আর সাবমেরিনের মতো পানিতে লাফ দিতো। তাদের অতিরিক্ত সময়ে, আমাদের শয়নকক্ষের জানলা থেকে তাদের দেখা যেতো, ব্রিচ ক্যাণ্ডি ক্লাবের মানচিত্র আকৃতির পুলে সাঁতার করছে, যেটা থেকে আমরা, অবশ্যই, অধিকার বঞ্চিত... এবং আমি এক সময়ে আবিষ্কার করলাম বাঁদর কোনোভাবে নিজেকে এইসব সাঁতারুদের সাথে যুক্ত করতে পেরেছে, একধরনের ম্যাস্কট হিসেবে। তার জন্যে আমি সত্যিকারভাবে গর্ব অনুভব করলাম হয়তো বা প্রথমবারের মতো... কিন্তু তার সাথে বিতর্ক চলে না; সে তার নিজের পথে চলতো। মাংসল পনেরো-বছর-বয়সী শ্বেতাঙ্গ মেয়েরা ওয়ালসিংহ্যাম স্কুল বাসে তাদের পাশে বসার স্থান দিতো তাকে। তিনজন ওইরকম নারী তার সাথে সেখানে অপেক্ষা করে প্রত্যেক সকালে। ওই একই জায়গায় ক্যাথিড্রাল স্কুলের বাসের জন্যে অপেক্ষা করতাম আমি, সনি, আইগ্লাইস, কেশতৈল, সাইরাস-দ্য-গ্রেট।

একদিন সকালে, বিস্তৃত কিছু কারণে, কেবল সনি আর আমি সেখানে অপেক্ষা করছিলাম। হতে পারে সেখানে একটা ছারপোকা ঘুরছিলো বা অন্য কিছু। বাঁদর অপেক্ষ করলো যতক্ষণ না মেরি পেরেইরা আমাদের একা রেখে চলে গেল, মাংসল সাঁতারুদের দায়িত্বে; এবং তখন আমস্মিকভাবে যা সে পরিকল্পনা করছিলো তার সত্য আমার মাথায় ঝলসে উঠলো যখন, কোনো নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই, আমি তার ভাবনায় ডটিউন করলাম; এবং আমি চিৎকার করলাম 'হেই!'–কিন্তু বেশ দেরিতে। বাঁদর তীক্ষ্ম চিৎকার করলে, 'তুমি এর বাইরে থাকো!' এবং তখন সে ও তিনজন মাংসল সাতারু এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লো সনি ইব্রাহিমের ওপর, রাস্তায় ঘুমানো লোকজন ও ভিখারি ও বাইসাইকেল আরোহি কেরানিরা বিস্ময়চকিত দৃষ্টিতে ঘটনা দেখতে লাগলো, কেননা তারা লক্ষ্য

AMARBOI.COM

করছিলো সনির দেহ থেকে ছিঁড়ে নেয়া কাপড়ের প্রতিটা টুকরো... 'ড্যাম ইট ম্যান, তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে খালি?'– সনি সহায্যের জন্যে চিৎকার করছিলো, কিন্তু আমি অনড় হয়ে গিয়েছিলাম, আমার বোন আর আমার সেরা বন্ধুর মধ্যে কিভাবে আমি পক্ষাবলম্বন করবো, এবং সনি, 'তোমার কথা আমি আমার বাবাকে বলবো!' চোখে পানি ভর্তি এখন, অন্যদিকে বাঁদর, 'সেটা তোমাকে নোংরা কথা বলার শিক্ষা দেবে– আর সেটা তোমাকে শিক্ষা দেবে,' সনির জুতো, খুলে গেছে; শার্ট বলতে আর কিছু নেই; তার ভেস্ট, একজন হাই-বোর্ড ডাইভার খুলে নিয়েছে, 'আর সেটা তোমাকে শিক্ষা দেবে তোমার নোংরা প্রেমপত্রগুলো লেখার,' কোনো মোজা নেই এখন, এবং প্রচুর ক্রন্দন, এবং 'ওই যে!' চিৎকার করে বাঁদর; ওয়ালসিংহ্যাম বাসটি এসে যায় আর আক্রমণকারীনি ও আমার বোন লাফ দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে, 'টা-টা-বা-টা, লাভার বয়!' তারা সোল্লাসে চিৎকার করে, এবং রাস্তায় পড়ে থাকে সনি, চিমালকার'স ও রিডার'স প্যারাডাইসের বিপরীত দিকে পেভমেন্টের ওপর, যেদিন সে জন্মেছিলো ঠিক সেদিনের মতো উলঙ্গ; এবং তার চোখ ভেজা যখন সে, 'সে কেন এটা করলো, ম্যান? কেন, যখন আমি শুধুমাত্র তাকে বলেছি আমি পছন্দ করি...'

'আমাকে অনুসন্ধান করো,' আমি বলি, জানি না কোন দিকে তাকাবো, 'সে অনেক কিছু ঘটায়, ব্যস।' জানি না যে সময় আসবে যখন সে আমার খারাপ কিছু করবে।

কিন্তু সেটা নয় বছর পর... ইতোমধ্যে, ১৯৫৭ সালের প্রথম দিকে, নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হয়েছিলো : জান সিং প্রচারণা চালাচ্ছিলো বয়স্ক পবিত্র গরুদের বিশ্রাম ঘরের জন্যে; কেরালায়, ই. এম. এম. নাম্বুদিরিপদ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন যে কম্যুনিজম্ সবাইকে খাদ্য ও কাজ দেবে; মাদ্রাজে সি. এন. আন্নাদুরাইয়ের আন্না-ডি. এম. কে. পার্টি আঞ্চলিকতাবাদের অগ্নিশিখায় বাতাস দিচ্ছিলো; কংগ্রেস সংস্কার নিয়ে লড়াই করছিলো যেমন হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, যা হিন্দু নারীদের সম্পত্তিতে সমান অধিকার দান করে... সংক্ষেপে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিষয় নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলো; আমি, যাহোক, এভি বার্নসএর মুখোমুখি একেবারে নীরব হয়ে যাই, এবং সনি ইব্রাহিমের দিকে ফিরি তাকে আমার পক্ষে ওকালতি করতে বলার জন্যে।

ভারতে, আমরা ইউরোপীওদের প্রতি সর্বদা বিক্ষত থেকেছি... এভি আমাদের সঙ্গে আছে মাত্র কয়েক সপ্তাহ। এবং আমি ইতোমধ্যেই ডুবে গেছি ইউরেপীয় সাহিত্যের ভিতর। (আমরা *সাইরানো* পড়া শেষ করেছি, একটা সাধারণকৃত সংস্করণে, বিদ্যালয়ে আমি এছাড়াও পড়েছি *ক্লাসিক্স ইলাসট্রেটেড* কমিকের বাই) হয়তো এটা বলা নির্দোষ হবে যে ইউরোপ নিজেকেই পুনরাবৃত্তি করে, ভারতে, যেমন প্রহসন... এভি ছিলো আমেরিকান। একই ঘটনা।

'কিন্তু হেই, ম্যান, তুমি নিজেই এটা করো না কেন?' 'শোনো, সনি,' আমি আবেদনের সুরে বলি, 'তুমি আমার বন্ধু, ঠিক?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এমন কি আমাকে সাহায্য...'

'সে আমার বোন, সনি, কাজেই কিভাবে আমি করবো?'

'না, তাই তুমি করবে তোমার নোংরা...'

'হেই, সনি, ম্যান, ভাবো। শুধু ভাবো। এইসব মেয়েদের সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়, ম্যান। দেখ বাঁদর কেমন করে হাতল ছেড়েই ওড়ে! তোমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, ইয়ার, তুমি এর ভিতর দিয়ে এসেছো। তুমি জানবে এই সময়ে কেমন নম্রভাবে চলতে হয়। আমি কি জানি, ম্যান? হতে পারে সে আমাকেও পছন্দ করে না এমন কি। তুমি চাও আমার জামা-কাপড়ও ছিঁড়ে নামানো হোক? সেটা তোমাকে শান্তি দেবে?'

এবং নির্দোষ, সু-প্রকৃতির সনি, '..ইয়ে, না..'

'ঠিক আছে, তাহলে। তুমি যাও। আমার প্রশংসা গাও একটু। ধরো আমার নাক নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। চরিত্রই হলো আসল কথা। তুমি সেটা করতে পারো?'

'... আআআ আচ্ছা.....আমি... ঠিক আছে, কিন্তু তুমি তোমার বোনের সাথেও কথা বলবে, হ্যাঁ?'

'বলবো, সনি। আমি কি প্রতিজ্ঞা করতে পারি? তুমি জানো সে কেমন। তবে নিশ্চিতই আমি তার সাথে কথা বলবো।'

যতোটা সাবধানে চাও ততোটা সাবধানে তুমি তোমার কৌশল সাজাতে পারো, কিন্তু নারীরা তা এক আঘাতেই নস্যাৎ করে দিতে পারে। প্রতিটি বিজয়সূচক নির্বাচনি প্রচারণায়, দ্বিগুণের বেশি ব্যর্থ হয়ে যায়... বাকিংহাম ভিলার বারান্দা থেকে, আমি সনি ইব্রাহিমের ওপর গোয়েন্দাগিরি করি, সে আমার পছন্দের প্রার্থির পক্ষে ক্যানভাস করছে... এবং শুনতে পাই এভি বার্নস-এর কণ্ঠস্বর : 'কে? ও? তাকে গিয়ে নাক ঝাড়তে বলছো না কেন? ওই শিকনি-নেকো? সে তো বাইকেও চড়তে পারে না!'

কথাটা সত্যি ছিলো।

আর আরো খারাপ ব্যাপার এসে গেল; কারণ এখন আমি কি দেখি না এভির মুখ পরিবর্তিত ও কোমল হতে শুরু করেছে?–এভির হাত কি এগিয়ে যাচ্ছে না আমার নির্বাচনী এজেন্টের দিকে?– আর এভি কি বলেছে না কি সে বলেনি : 'এখন তুমি ধরা যাক : তুমি কি কিউট?' আমাকে দুঃখের সাথে নিশ্চিত করে বলতে দাও যে আমি দেখেছি; যাচ্ছে; সে বলেছে।

সালিম সিনাই ভালোবাসে এভি বার্নসকে; এভি ভালোবাসে সনি ইব্রাহিমকে; সনি আগ্রহি পেতলের বাঁদরের ব্যাপারে; কিন্তু বাঁদর কি বলে?

'আমাকে অসুস্থ করে ফেলো না, আল্লাহ,' আমার বোন বললো যখন আমি চেষ্টা করলাম– সনির ব্যাপারটা নিয়ে। ভোটাররা বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়েছিলো আমাদের দু'জনকেই।

AMARBOI.COM

আমি তখনো ছেড়ে দিচ্ছিলাম না; এভি বার্নস-এর সাইরেন— আমার ব্যাপারে যার কখনোই কেয়ার ছিলো না, আমি স্বীকার করতে বাধ্য- আমার পতনে সাহায্য করে। (কিন্তু তার বিরুদ্ধে আমার কোনো প্রমাণ নেই; কারণ আমার পতন একটা উত্থানের সূচনা ঘটায়।)

'মাধ্যমের কথা ভুলে যাও,' আমি নিজেকে পরামর্শ দিই, 'তোমার নিজেকেই এটা করতে হবে।' শেষ পর্যন্ত, আমি কর্মসূচি গঠন করি : তার আগ্রহ ভাগ করতে হবে আমাকে, তার প্রণয় সৃষ্টি করতে আমার প্রতি... বন্দুকের কোনো আবেদন নেই আমার কাছে। বাইকে চড়তে হয় কিভাবে আমাকে তার সমাধান বের করতে হবে।

এভি, এইসব দিনে, পাহাড়িকার বাচ্চাদের অনেক দাবির মধ্যে তাদের তার বাইসাইকেল আর্ট শিক্ষা দিতে রাজি হয়; কাজেই শিক্ষাগ্রহণের জন্যে কিউতে দাঁড়ানো আমার পক্ষে খুব সাধারণ ব্যাপার ছিলো। আমরা সার্কাস রিঙে জড়ো হই; এভি, পাঁচজন সমনোযোগি সাইকেল-চালকের মাঝখানে দাঁড়ানো... অন্যদিকে আমি দাঁড়িয়ে তার পাশে, বাইকবিহীন। এভির আগমনের আগে পর্যন্ত চাকার প্রতি আমি কখনো আগ্রহ দেখাইনি, তাই কখনো আমাকে দেয়া হয়নি কোনো... আসলে, আমি ভুগছি এভির জিভের চাবুকে।

'তুমি কোথায় থাকো, মোটা নাক? আমার ধারণা তুমি আমারটা ধার চাও?'

'না,' আমি শান্তভাবে মিথ্যা কথা বলি. 'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' এভি কাঁধ ঝাঁকালো, সিটে বসো আর দেখা যাক তুমি কিসে তৈরি।'

এভি বাইকটা ধরে হ্যাণ্ডলবারে, চারপাশে হাঁটে, আর চিৎকার করে বলে, 'ভারসাম্য রাখতে পারছো না এখনো? না? কেউই তো সারা বছর পায়নি!' এভি আমাকে যেন পেরামবুলেটরে চড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমি অনুভব করি... শব্দটা কি?... সুখ।

চারপাশচারপাশচারপাশ... শেষে, তাকে খুশি করার জন্যে, 'ঠিক আছে... আমার মনে হয় আমি.. আমাকে করতে দাও,' আর তৎক্ষণাৎ আমাকে ছেড়ে দেয় এভি, আর বাইকটা উড়তে উড়তে যায় সার্কাস-রিঙের প্রান্তে... আমি শুনতে পাই তার চিৎকার : 'ব্রেক! ব্রেকটা ব্যবহার করো, dummy!'_ কিন্তু আমার হতে নড়ে না, আর আমার সামনে এসে পড়ে সনি ইব্রাহিম, সংঘর্ষের লাইনে, পথ থেকে সরে যাও উন্মাদ, সনি চেষ্টা করে আর ব্যর্থ হয়, দুই সাইকেলের মধ্যে সংঘর্ষটা ঘটে যায়, সনি ডানদিকে লাফিয়ে পড়ে কিন্তু আমিও গিয়ে পড়ি তার ওপর, দু'জনের মধ্যে প্রচণ্ড ঠোকাঠুকি লাগে মাথায়, পতন ঘটে দু'জনের, এক মুহূর্তের জন্যে দুনিয়া আঁধার হয়ে আসে।

তখন এভি জ্বলে ওঠে, 'ওহ ক্ষুদে সর্দির গাদা, তোমরা ধ্বংস করলে আমার...' কিন্তু আমি শুনছিলাম না, কেননা সার্কাস-রিঙের দুর্ঘটনা সম্পূর্ণ করলো যা শুরু করেছিলো ওয়াশিং-চেস্ট ক্ষয়ক্ষতি, আর তারা তখন আমার মাথায় এসেছিলো, এখন সামনে, আমি যা লক্ষ্য করিনি তেমন একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো, তাদের প্রত্যেকে, পাঠাচ্ছিলো তাদের আমি এখানে সংকেত, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে... অন্য যে সব শিশু জন্মেছিলো সেই মধ্যরাত চলাকালে, তারা সংকেত দিচ্ছিলো 'আমি,' 'আমি,' 'আমি' এবং 'আমি।'

'হেই! হেই, শিকনি-মাথা! তুমি ঠিক আছো?... হেই, ওর মা কোথায়?'

বিঘ্ন, আর কিছু না শুধু বিঘ্ন! আমার এক রকম জটিল জীবনের বিভিন্ন অংশ, নিখুঁতভাবে থাকা তাদের আলাদা কম্পার্টমেন্টে।

সেই জানুয়ারি মাসে আমার মা-বাবা আমাদের আগ্রায় নিয়ে গেল একটি পারিবারিক পুনর্মিলনের জন্যে যা কুখ্যাত (এবং কাল্পনিক) কলকাতার ব্ল্যাক হোলের চেয়েও খারাপে মোড় নিলো। দু'সপ্তাহের জন্যে আমরা এমারেল্ড ও জুলফিকারের কথা শুনতে বাধ্য হলাম (জুলফিকার এখন একজন মেজর জেনারেল এবং জেনারেল বলে সম্ভাষিত হতে পছন্দ)। এবং তাদের অবিশ্বাস্য সম্পদের ইঙ্গিতও, যা এতদিনে পাকিস্তানে সপ্তম বৃহৎ ব্যক্তিগত সৌভাগ্যে পরিণত হয়েছে; তাদের পুত্র জাফর চেষ্টা করেছিলো (কিন্তু মাত্র একবার!) বাঁদরের বিবর্ণ হয়ে আসা লাল পিগ-টেইল ধরে টান দেবার। এবং আমরা নীরব আতংকের মধ্যে দেখতে বাধ্য হয়েছিলাম আমার সিভিল সার্ভেন্ট মামা মুস্তাফা ও তার অর্ধ ইরানি স্ত্রী সোনিয়া তাদের নামহীন, লিঙ্গহীন বাচ্ছাকে পেটাচ্ছে এবং জালিয়ার চক্রান্তের তিক্ত গন্ধ বাতাস ভরে তুলেছে আর আমাদের খাদ্য নষ্ট করেছে; এবং আমার বাবা তাড়াতাড়ি উঠে গেছে জ্বিনদের বিরুদ্ধে তার গোপন নৈশকালীন যুদ্ধ শুরু করার জন্যে; এবং খারাপ, এবং খারাপ, এবং খারাপ।

এক রাতে বারোটার ঘণ্টা বাজার সময় আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম আমার মাথার মধ্যে আমার নানার স্বপ্ন নিয়ে, এবং যেমন নিজেকে তিনি দেখছিলেন তেমন তাকে দেখা কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারলাম না।... ইতোমধ্যে রেভারেণ্ড মাদার পুরো এক পক্ষ কাল ব্যয় করলেন আমার মামা হানিফের চলচ্চিত্র-অভিনেত্রী স্ত্রীকে আপন করার সুযোগ সন্ধানে। এবং ওটা সেই সময়ও ছিলো যখন আমি শিশুদের একটা নাটকে ভূতের ভূমিকায় অভিনয় করি, এবং আবিষ্কার করি, আমার নানার আলমারির ওপরে একটা পুরনো চামড়ার এ্যাটাচি-কেসের ভিতরে, একটি চাদর যা মথে চিবিয়েছে, কিন্তু যেটার বড় ছিদ্রটা মানুষের তৈরি : এই আবিষ্কারের মূল্য দিতে হয়েছিলো আমাকে নানার ক্রোধের গর্জন।

তবে একটা অর্জনও হয়েছিলো। রিকশাওয়ালা রাশিদের দ্বারা আমি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ পেয়েছিলাম (সেই ব্যক্তি যে কিনা, তার যৌবনে, একটি ভুট্টার ক্ষেতে নীরবে চিৎকার করেছিলো আর নাদির খানকে সাহায্য করেছিলো আদম আজিজের টয়লেটে যেতে) : তার ডানার নিচে নিলো আমাকে– এবং আমার মা-বাবাকে না বলেই,দুর্ঘটনার পর আমার জন্যে শীগগিরই তারা এটা নিষিদ্ধ করেছিলো–সে আমাকে শেখালো কিভাবে বাইসাইকেলে চড়তে হয়। আমরা চলে আসার সময়, আমি এই গোপন বিষয় সরিয়ে রেখেছিলাম আমার অন্য সব কিছুর সাথে : কেবল এ বিষয়টি বেশিদিন গোপন করে রাখার উদ্দেশ্য আমার ছিলো না।

... এবং বাড়িতে আসার পথে ট্রেনে, কম্পার্টমেন্টের বাইরে কণ্ঠস্বর ঝুলছিলো : 'ওহে, মহারাজ! খুলে দিন, মহান মহাশয়!'– কিন্তু অনেক কণ্ঠস্বরের মধ্যে কেবল একটি কণ্ঠস্বর আমি শুনতে চেয়েছিলাম– এবং তারপর বোম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশনে ফিরে, এবং গাড়িতে করে যাবার সময় রেসকোর্স ও মন্দির ছাড়িয়ে, আর এখন ইভলিন লিলিথ বার্ন্‌স দাবি করছে যে আমাকে তার অংশ শেষ করতে হবে প্রথমে অন্যান্য উচ্চতর বিষয়ে মনোযোগ ঘনীভূত করার আগে।

'বাড়িতে আবার!' বাঁদর চেঁচিয়ে ওঠে। 'হুররে... Bom-এ ফিরে আসা!'

এটা রেকর্ডের একটা ব্যাপার যে স্টেটস রিঅরগানাইজেশন কমিটি ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসেই তার রিপোর্ট পেশ করেছিলো মি. নেহরুর নিকট; এক বছর পর, এর সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হয়। ভারত নতুন করে ভাগ করা হয় চৌদ্দটি রাজ্যে ও ছয়টি কেন্দ্র-মাসিত 'অঞ্চলে'। তবে এইসব রাজ্যের সীমানা নির্ধারিত হয় না নদী অথবা পাহাড়, অথবা যেকেনো প্রাকৃতিক বস্তুর দ্বারা; সেগুলো ছিলো, পরিবর্তে, কথার দেয়াল। ভাষা আমাদের বিভক্ত করেছিলো : কেরালা মালয়ালম ভাষীদের জন্যে, পৃথিবীতে একমাত্র palindromically নামাংকিত ভাষা; কর্ণাটকে তোমাকে কানাড়ি ভাষায় কথা বলতে হবে; এবং মাদ্রাজ– আজকের দিনে তামিল নাড়ু নামে পরিচিত–। কিন্তু বোম্বাই রাজ্য গিয়ে কিছুই করা হয়নি; এবং মুম্বাদেবী নগরে, ভাষা মিছিলকারীরা আরো দীর্ঘ ও কোলাহলপূর্ণ হয়ে উঠলো আর শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে বস্তুগত হলো; সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতি যারা দাঁড়িয়েছিলো মারাঠি ভাষার পক্ষে এবং দাবি করছিলো ডেক্কান স্টেট অব মহারাষ্ট্র সৃষ্টির, এবং মহা গুজরাট পরিষদ যারা গুজরাট ভাষার পতাকাতলে মিছিল করছিলো আর বোম্বাই নগরীর উত্তরের অংশ নিয়ে একটা রাজ্য গড়ার স্বপ্ন দেখছিলো, কাথিওয়াড় উপদ্বীপ থেকে রান অব কচ পর্যন্ত.. এই শীতল ইতিহাসে আমি গরম হয়ে উঠছিলাম। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আগ্রা থেকে আমাদের ফিরে আসার অল্প কিছু দিনের পরেই, একদিন, ওয়ার্ডেন রোড বিপুল জনস্রোতে প্লাবিত হয়ে গেল। একটা মিছিল এত দীর্ঘ ছিলো যে তা শেষ হতে দুই দিন লাগলো। মিছিলকারীরা কালো পতাকা বহন করছিলো; তাদের অনেকেই ছিলো হরতালের দোকানদার; অনেক ধর্মঘটি টেক্সটাইল-শ্রমিক এসেছিলো মাজাগাঁও ও মাতুঙ্গা থেকে; কিন্তু আমাদের পাহাড়িকার ওপর, আমরা তাদের কাজ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না; আমাদের শিশুদের কাছে ওয়ার্ডেন সড়কে ভাষার অন্তহীন পিঁপড়ে সারি ছিলো চুম্বকের মতো চমকপ্রদ যেমন পতঙ্গের নিকট লাইট-বাল্ব। এই মিছিলটা এমন ছিলো যা আগের সকল মিছিলের স্মৃতি মুছে দিয়েছিলো মন থেকে যেন সেগুলো ঘটেইনি কখনো– আর আমাদের জন্যে পাহাড়িকার দিকে মিছিল দেখতে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। তো আমাদের ভিতর সবচেয়ে সাহসী ছিলো কে? বিস্ফারিত চোখ, অবাধ্য ভারতীয়রা তাদের আমেরিকান প্রধানকে অনুসরণ করেছিলো ('তারা হত্যা করেছে ডা. নারলিকারকে– মিছিলকারীরা,' কম্পিত কণ্ঠে কেশতৈল আমাদের সতর্ক করে। এভি থুথু ফেলে তার জুতোর ওপর।)

কিন্তু আমি, সালিম সিনাই, আমার অন্য মাছ আছে ভাজার জন্যে। 'এভি,' আমি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলি, 'আমাকে বাইসাইকেল চালাতে দেখতে কেমন লাগে তোমার?' কোনো সাড়া নেই। দ্বিতীয়বার, এবং আরো সামান্য কিছুটা গাঢ় স্বরে, আমি বলি, 'আমি এটা চালাতে পারি, এভি। আমি বাঁদরের সাইকেল চালাবো। তুমি দেখতে চাও?' এবং এখন এভি, নিষ্ঠুরভাবে, 'আমি এটা দেখছি। এটা ভালো। আমি তোমাকে দেখতে চাইবো কেন?' এবং আমি, কিছুটা কাতরভাবে এখন, 'কিন্তু আমি শিখেছি, এভি, তোমাকে...' আমাদের নিচে ওয়ার্ডেন রোড থেকে গর্জন ভেসে এসে ডুবিয়ে দেয় আমার কথাগুলো। তার পিঠ আমার দিকে; আর সনির পিঠ, আইস্লাইস ও কেশতৈলের পিঠ

দুটো, সাইরাস-দ্য-গ্রেটের বুদ্ধিজীবীসুলভ পশ্চাৎদেশ... আমার বোন, আমার ওপর ডিম ছোঁড়ে : 'চালিয়ে যাও। চালিয়ে যাও, দেখাও ওকে। ও কে ও মনে করে?' এবং তার বাইকের ওপরে... 'আমি এটা করছি, এভি, দেখ!' গোলাকার বৃত্তে বাইসাইকেল চালানো। 'দেখছো? তুমি দেখছো?' এবং তারপর এভি, 'তুমি আমার রাস্তা থেকে সরবে, নাকের দোহাই? আমি ওটা দেকতে চাই!' আমার ভিতরে কিছু একটা ক্ষতবিক্ষত করে; আর আমি চালাচ্ছি এভির চারপাশে, দ্রুতদ্রুতদ্রুত, আমি ওর মনের মধ্যে প্রবেশ করি, সেখানে ঠাশাঠাশি হয়ে আছে মারাঠি ভাষা মিছিলকারীরা। তার ভাবনার এক কোণে লেগে আছে আমেরিকান পথ সঙ্গীত, কিন্তু কোনো কিছুতেই আমি আগ্রহী নই; এবং এখন, কেবলমাত্র এখন, একেবারেই প্রথমবারের মতো এখন, এখন প্রেমের অশ্রুতে চালিত, আমি ছিদ্র করতে শুরু করি... আমি দেখি তার প্রতিরক্ষার পশ্চাতে আমি ঠেলছি, ঝাঁপাচ্ছি, বলপ্রয়োগ করছি আমার পথ... একটা গোপন স্থানে যেখানে তার মায়ের একটা ছবি যে পরে আছে একটা গোলাপি স্মক আর একটা ছোট মাছের লেজ ধরে আছে।

'দূর হও!' এভি বার্নস চিৎকার করে। হাত কপালে তোলা। আমি বাইসাইকেল চালাচ্ছি, ভেজা-চোখ, ভিতরে, লাফিয়ে যাচ্ছি; এভি বার্নস যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ক্ল্যাপবোর্ড বেডরুমের দরোজা পথে ধরে আছে একটা, ধরে আছে একটা তীক্ষ্ণ কিছু আর বিছানায় একটা মেয়েমানুষ; যে কিনা, গোলাপি পোশাকে, মাই গড, এবং এভির সাথে, আর লাল দাগ হয়ে যায় গোলাপি, আর একটা মানুষ আসছে, মাই গড, এবং না না না না না...

'দূর হও দূর হও দূর হও!' চমকিত শিশুরা তাকায় যখন এভি চিৎকার করে, ভাষা মিছিল বিস্মৃত, কিন্তু আকস্মিকভাবে পুনরায় স্মরণে আসে, কেননা এভি মুঠি করে ধরেছে বাঁদরের বাইকের পিছন দিক *অ্যাঁ কি করছো এভি* এটা সে ঠেলা দেবার সময় *দূর হয়ে যাও তুমি দূর হয়ে যাও নরকে।*– সে আমাকে কঠিন থেকে কঠিনতর ভাবে ঠেলা দেয়। *মাই গড মিছিলটা* অতিক্রম করে ব্যাণ্ডবক্স লণ্ড্রি, নূর ভিলা এবং লক্ষ্মী ভিলাস, এএএএ এবং মিছিলের মুখে, মাথা পা দেহ মিছিলের ঢেউ দু ভাগ হয়ে যায় যখন আমি আসছি, চিৎকার করছি নীল হত্যা, ইতিহাসের সাথে ধাক্কা খাচ্ছি একটা পলায়নে, তরুণী-মেয়ের বাইক।

অনেক হাত হ্যাণ্ডলবার মুঠি করে ধরে। চমৎকার দাঁত বের করে অনেক মুখের হাসি আমাকে ঘিরে ধরে চারপাশ থেকে। সে হাসি বন্ধুসুলভ নয়। 'দেখ দেখ, বড় ধনি পাহাড় থেকে এই ছোট লাট সাহেব নেমে এসেছে আমাদের সাথে যোগ দিতে!' তারা বলে মারাঠি ভাষায় যা আমি কমই বুঝি, ইশকুলে এটা ছিলো আমার সবচেয়ে খারাপ বিষয়, আর হাসি-মুখগুলো জিজ্ঞেস করছে, 'তুমি এস. এম. এস.-এ যোগ দিতে চাও, ক্ষুদে রাজকুমার?' এবং আমি, কি বলতে হবে জানা সত্ত্বেও, সত্যের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ি, আমার মাথা নাড়ি–না। আর হাসি, 'ওহো! তরুণ নবাব আমাদের ভাষা পছন্দ করেন না! উনি কি পছন্দ করেন?' এবং আরেক হাসি, 'হয়তো গুজরাটি! আপনি গুজরাটি ভাষায় কথা বলেন, ধর্মাবতার?' কিন্তু আমার গুজরাটি ঠিক মারাঠির মতোই বাজে। কাথিওয়াড়ের জলা ভাষায় আমি কেবল একটা জিনিস জানতাম; আর হাসি, দাবি জানাচ্ছে, আর

AMARBOI.COM

আঙুলগুলো, 'বলুন, ক্ষুদে প্রভু! কিছুগুজরাটি বলুন!'– তাই আমি তাদের বলি যা আমি জানি, ইশকুলে গ্ল্যাণ্ডি কিথ কোলাকোর কাছ থেকে শেখা একটা ছড়া, গুজরাটি বালকদের সাথে মেলামেশা করার সময় গ্ল্যাণ্ডি সেটা ব্যবহার করতো, ভাষার ছন্দে মজা করার মতো করে লেখা হয়েছিলো ছড়াটি :

সো চে? সারু চে!
ডাণ্ডা লে কে মারু চে!

তুমি কেমন আছো?– আমি ভালো আছি!– আমি একটা লাঠি নেবো আর পিটিয়ে তোমাকে নরকে পাঠাবো! একটা অর্থহীন; একটা কিছুই না; নয়টি শব্দের শূন্যতা... কিন্তু যখন আমি এগুলো আবৃত্তি করি, হাসি-মাখা মুখগুলো সশব্দে হাসতে শুরু করে; আর তারপর আমার নিকটবর্তী কণ্ঠস্বর, আর তারপর দূরে সরে যায়। *তুমি কেমন আছো? আমি ভালো আছি!* এবং তারা আমার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, 'চলে যাও চলে যাও তোমার বাইসাইকেল নিয়ে, মাস্টারজী,' *আমি একটা লাঠি নেবো আর পিটিয়ে তোমাকে নরকে পাঠাবো,* আমি পাহাড়িকার ওপরে পালিয়ে আসি, ওদিকে আমার ভজন সামনে পিছনে আসা-যাওয়া করে দুই-দিন-দীর্ঘ মিছিলের, পরিণত হয় রণ সঙ্গীতে।

সেই বিকেলে, সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতির মিছিলের প্রধান সংঘর্ষে লিপ্ত হয় কেম্প'স কর্নারের কাছে মহা গুজরাট পরিষদের বিক্ষোভকারিদের প্রধানের সাথে; এস. এম. এস.-এর কণ্ঠস্বর ভজন করে 'সো চে? সারু চে!' আর এম. জি. পি.-এর লোকদের গলা বিভ্রান্তিতে হা হয়ে যায়; এয়ার ইণ্ডিয়া রাজা ও কলিনোস কিড-এর পোস্টারের নিচে দুই দল একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ভাষা নিয়ে দাঙ্গার প্রথম সূচনা ঘটে, পনেরো জন এতে নিহত হয়, তিন শতাধিক হয় আহত।

এইভাবেই সহিংসতা উস্কে দেবার জন্যে সরাসরি আমিই দায়ী যার ফলে বোম্বাই রাজ্যের বিভক্তি বন্ধ করে দেয়া হয়, এরই ফলশ্রুতিতে নগরীটি পরিণত হয় মহারাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে– কাজেই অন্তত পক্ষে আমি বিজয়ী দলে। এভির মনে কি ছিলো? অপরাধ না স্বপ্ন? আমি কখনো আবিষ্কার করতে পারিনি; কিন্তু অন্য কিছু আমি শিখেছিলাম : যখন তুমি কারো মনের গভীরে প্রবেশ করো, *সে সেখানে অনুভব করে তোমাকে।*

ইভলিন লিলিথ বার্ন্‌স সেই দিনের পর থেকে আর আমাকে নিয়ে বেশি কিছু করতে চায়নি; তবে, আশ্চর্যের বিষয়, আমি তার ব্যাপার থেকে আরোগ্য হয়ে উঠলাম। (নারীরাই সব সময় আমার জীবন বদলে দিয়েছে : মেরি পেরেইরা, এভি বার্ন্‌স, জামিলা গায়িকা, ডাইনি-পার্বতী অবশ্যই উত্তর দেবে কে আমি; এবং বিধবা, যাকে আমি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করছি; এবং সমাপ্তির পর, পদ্ম, আমার গোবরের দেবী; নারীরাই আমাকে স্থির করেছে ঠিক, কিন্তু হয়তো কখনোই তারা কেন্দ্র ছিলো না– হয়তো যে স্থানটি তারা পূর্ণ করতে পারতো, আমার মাঝখানের গর্ত যেটা আমার নানা আদম আজিজের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার, আমার কণ্ঠস্বরই সেই স্থানটি বেশি দখল করে ছিলো। কিংবা হয়তো– যে কেউ সকল সম্ভাবনা বিবেচনা করবে নিশ্চয়– তারা সর্বদা আমাকে কিছুটা শংকিত করেছে।)

১৪ My Tenth Birthday
আমার দশম জন্মদিন

'হে জনাব, কি বলবো? সমস্ত আমার নিজেরই দোষ!' পদ্ম ফিরে এসেছে। এবং, এখন আমি বিষ-মুক্ত হয়েছি এবং আমার ডেস্কে বসেছি আবার, বেশি করে লেখার জন্যে নীরব থাকা দরকার। বারবার, আমার প্রত্যাবর্তিত পদ্ম নিজেকে। রাগান্বিত করে, বাজায় তার প্রকাণ্ড স্তন, সর্বোচ্চ গলায় চিৎকার করে (আমার ভঙ্গুর অবস্থায়, এটা খুব বিরক্তিকরণ তবে কোনো কিছুর জন্যেই আমি তাকে দোষ দিই না।)

'বিশ্বাস করুন, জনাব, আমি কতোটুকু আপনার হয়ে আছি আমার হৃদয়ে! কেমন প্রাণী আমরা, আমরা নারীরা, আমাদের পুরুষেরা অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকলে এক মুহূর্তের জন্যেও শান্তিতে থাকতে পারি না... আমি খুব খুশি যে তুমি সুস্থ, তুমি জানো না!' পদ্ম'র গল্প (তার নিজের ভাষায় প্রদত্ত, এবং সাথে সাথে চোখ বড় বড় করা, সুনিশ্চয়তা); 'এটা আমার নিজের বোকা অহংকার সালিম বাবা, যে কারণে আমি তোমার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম, যদিও এখানকার কাজটা ভালো, আর তোমার একজন দেখা-শোনার মানুষেরও প্রয়োজন খুব বেশি! কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যে আমি ফিরে আসার জন্যে ছটফট করছিলাম।

'তাই আমি ভাবলাম, এই মানুষটার কাছে কিভাবে আমি ফিরে যাবো যে আমাকে ভালোবাসে না আর খালি কিছু লেখে বোকামিপূর্ণ? (ক্ষমা করো, সালিম বাবা, কিন্তু আমাকে অবশ্যই সত্য কথা বলতে হবে। আর ভালোবাসা, আমাদের নারীদের কাছে, সমস্ত কিছুর চেয়ে সবচেয়ে বিশাল জিনিস।)

'তাই আমি একজন পবিত্র মানুষের কাছে ছিলাম যে আমাকে শিখিয়েছে আমাকে অবশ্যই কি করতে হবে। তারপর আমার সামান্য কটা পয়সা নিয়ে আমি একটা বাসে উঠে পল্লী অঞ্চলে যাই কিছু শেকড়-বাকড় সংগ্রহ করতে, যার দ্বারা তোমার পুরুষত্ব তার নিদ্রা থেকে জেগে উঠবে... কল্পনা করুন, জনাব, এই শব্দগুলো দিয়ে আমি জাদুমন্ত্র আওড়েছি ঃ "শেকড়-বাকড় তোকে উপড়ে ফেলেছে ষাড়!" তারপর আমি শেকড়-বাকড় জলে ও দুধে ভিজিয়েছি। বলেছি, "তুই সক্ষম আর কামুক শেকড় বাকড়! গন্ধর্বের মাধ্যমে তার নিজের জন্যে বরুন যা খুঁড়ে তুলেছিলো! আমার জনাব সালিমকে দে তোর শক্তি। ইন্দ্রের আগুনের মতো উত্তাপ দে। পুরুষ হরিণের মতো, হে শেকড়-বাকড়, তোর আছে সকল শক্তি, তোর আছে ইন্দের ক্ষমতা, আর পশুদের কামুক শক্তি।"

AMARBOI.COM

'এই প্রিপারেশন নিয়ে আমি ফিরে আসি তোমাকে সব সময়ের মতো একাকী পেতে। কিন্তু ঈর্ষা, আমি হলফ করে বলবো, আমি রেখে এসেছি আমার পিছনে; এ জিনিস মুখে জায়গা নেয় আর বৃদ্ধ করে তোলে। হে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করো, তোমার খাবারে আমি এই প্রিপারেশন দিই!... আর তারপর, হায়-হায়, স্বর্গাধিপতি আমাকে ক্ষমা করুক, কিন্তু আমি একজন সাধারণ নারী, যদি পবিত্র মানুষ আমাকে বলে, আমি তর্ক করবো কিভাবে?... কিন্তু এখন অন্তত তুমি ভালো, ঈশ্বর ধন্যবাদার্হ, আর হয়তো তুমি রাগান্বিত হবে না।' পদ্মর আচরণের প্রভাবে, এক সপ্তাহের জন্যে আমি ঘোরে পরিণত হলাম। আমার গোবর-পদ্ম শপথ করলো যে আমি তক্তার মতো শক্ত ছিলাম, সাথে আমার মুখে বুদবুদ। তাছাড়া জ্বরও ছিলো। আমার ঘোরের সময়ে আমি সাপ সম্পর্কে বর্ণনা করি; কিন্তু আমি জানি যে পদ্ম কোনো সরিসৃপ নয়, আর আমার ক্ষতি করবে না।

'এই ভালোবাসা, জনাব,' পদ্ম হৈচৈ করছে, 'এটা যে কোনো নারীকে উন্মত্ত করে তুলবে।'

আমি পুনরাবৃত্তি করি : আমি পদ্মকে দোষ দিই না। ওয়েস্টার্ন ঘাটের পাদদেশে সে অনুসন্ধানা করছিলো যৌনক্ষমতার ভেষজ, *mucuna pruritus* ও *feronia elephantum*-এর শিকড়; কে জানে সে কি খুঁজে পেয়েছে? কে জানে আমার ভিতরে কি ঢুকেছিলো সেই অবস্থাকালে, দুধ আর আমার রক্তের সাথে মিশে, যেটা থেকে, যেমনটা জানবে হিন্দু জ্যোতি-বিদ্যার সকল শিক্ষার্থী, বস্তু সৃষ্টি করেছে ইন্দ্র? চিন্তা নেই। এটা ছিলো একটা শুভ উদ্যোগ; এমন কি আসল mucunaও পারতো না আমার অক্ষমতা দূর করতে; feronia আমার মধ্যে জাগাতে পারতো না 'পশুদের কামুক শক্তি'। এখন, আবার আমি আমার টেবিলে; আবার পদ্ম আমার পায়ের কাছে বসেছে, আমার নিকট আবেদন জানাচ্ছে। আমি আবারও ভারসাম্যময়।

এক ধরনের জাদু কাজ করছে, তখন; আর প্রণয় আচরণ অনুসন্ধানে পদ্মর শিকষা সফর আমাকে দ্রুত সংযুক্ত করেছে সেই প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষা ও জাদুকরের পৃথিবীর সাথে যা আজকাল আমাদের অধিকাংশের দ্বারা বিঘ্নিত; কিন্তু (মুখে গাঁজলা আর জ্বর ও পেট ফাঁপা সত্ত্বেও) আমার শেষ দিনগুলোয় এর উদগীরণে আমি দারুন খুশি।

এটা ভাবো ; ইতিহাস, আমার দৃষ্টিতে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট নতুন এক স্তরে প্রবেশ করেছে– কিন্তু অন্য এক দৃষ্টিতে, ওই পলায়ন অযোগ্য তারিটি কচলি যুগ, অন্ধকারের যুগে তাৎক্ষণিক ভাসমান কিছুর অধিক ছিলো না, যাতে করে নৈকিতার গাভীটি ছোট করে দাঁড় করানো হয়েছে এক পায়ে! কাল যুগ– আমাদের জাতীয় চাকতি ক্রীড়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট নিক্ষেপ; সকিছুর চেয়ে সবচেয়েবাজে; সেই যুগ যখন সম্পদ একজন মানুষকে পদবি দিতো, আকাংখা যখন পরিণত হয়েছে পুরুষ ও নারীর একান্ত বন্ধনে; যখন মিথ্যা বয়ে আনে সাফল্য (এটা কি কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার ওই রকম এক সময়ে, যে আমি নিজেও ভালো ও মন্দ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়েছি?)... শুক্রবারে শুরু হয়, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ৩১০২ খৃস্টপূর্বাব্দ; এবং টিকে থাকবে নিদেনপক্ষে ৪৩২,০০০ বছর! এর মধ্যেই অনুভব করছি কিছুটা ক্ষর্ববকায়, আমার যোগ করা উচিৎ যে অন্ধকারের যুগ বর্তমান মহা-যুগ চক্রের শুধুমাত্র চতুর্থ পর্যায় যা সর্বসাফুল্যে, লম্বায় দশগুণ বেশি; এবং যখন তুমি বিবেচনা

করো যে ব্রহ্মার একটা মাত্র দিন সৃষ্টিতে এক হাজার মহা-যুগ লাগে, তখন তুমি দেখবে যে পরিমাণ সম্পর্কে আমি আসলে কি বোঝাই। এই পর্যায়ে অল্পবিস্তর বেদনা, আমি অনুভব করি, ধর্তব্যে আসে না।

পদ্ম তার ওজন ওঠায়, 'তুমি কি বলছো?' সে জিজ্ঞেস করে, কিছুটা লাল হয়ে ওঠে। 'ওসব ব্রাহ্মণের কথা; এতে আমার কি হবে'

... জন্ম ও বেড়ে ওঠা মুসলিম ঐতিহ্যে, আমি একেবারে আকস্মিকভাবে নিজেকে খুঁজে পাই একটা প্রাচীনতর শিক্ষার দ্বারা; অন্য দিকে এখানে আমার পাশে আমার পদ্ম, যার প্রত্যাবর্তন আমি খুব আন্তরিকভাবে আকাংখা করেছিলাম... আমার পদ্ম! পদ্ম দেবী; যে মধুর মতো। আর সোনার তৈরি; যার পুত্ররা হলো আর্দ্রতা ও কর্দম...

'এখনো তুমি জ্বরাক্রান্ত হবে নির্ঘাত;' সে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে, 'কেমন সোনার তৈরি, জনাব? আর তুমি জানো আমার নেই কোনো হিম...'

...পদ্ম, যক্ষা দানবের সাথে, যে পৃথিবীর পবিত্র গুপ্ত ধন সংরক্ষণ করে, আর পবিত্র নদীগুলো, গঙ্গা যমুনা সরস্বতি, এবং বৃক্ষ দেবীগণ, জীবনের অভিভাবকদের একজন, মরণশীল মানুষদের ও সান্ত্বনা দিচ্ছে যখন তারা মায়ার স্বপ্ন জালের ভিতর দিয়ে যায়... পদ্ম, যা জন্ম নিয়েছে বিষ্ণুর নাভি থেকে, এবং যেটা থেকে স্বয়ং ব্রহ্ম জন্ম গ্রহণ করেছিলেন; পদ্ম হলো উৎস, সময়ের মা!...

'হেই,' সে এখন উদ্বেগের আওয়াজ করছে, 'তোমার কপালটা দেখতে দাও!'

... এবং কোথায়, ঘটনাবলীর এই স্কিমে, আমি? আমি কি (তার আগমেন আশ্বস্ত) কদাচ মরণশীল না কি আরো অধিক কিছু? যেমন– হ্যাঁ, কেন নয়– ম্যামথ-মস্তক, গণেশ-নেকো যেমন আমি– হয়তো, হাতি, যে নিয়ন্ত্রণ করে পানি, বয়ে আনে বৃষ্টির উপহার... যার মা ছিলো ইরা, কাশ্যপের রানি, বৃদ্ধ কচ্ছপ মানব, প্রভু ও progenitor পৃথিবীর সকল প্রাণীর... হাতি যে কি না এবং ধনুও বটে, আর বজ্র, এবং যার প্রতীকি মূল্য, এটা অবশ্যই যুক্ত করতে হবে, উচ্চতর সমস্যামূলক ও অস্পষ্ট।

বেশ, তারপর : রংধনুর মতো, বজ্রের মতো অপ্রতিরোধ্য, গণেশের মতো সিদ্ধ, মনে হয় প্রাচীন জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমার নিজের স্থান রয়েছে, সর্বোপরি।

'আমার ঈশ্বর।' ঠাণ্ডা পানিতে একটা তোয়ালে ভেজানোর জন্যে পদ্ম দ্রুত ধাবমান, 'তোমার কপাল পুড়ে যাচ্ছে! এখন শুয়ে পড়া ভালো তোমার; আগে-ভাগেই শুরু করে দিয়েছো এইসব লেখালেখি! অসুস্থতা কথা বলছে; তুমি নও।'

কিন্তু ইতোমধ্যে আতি একসপ্তাহ হারিয়েছি; কাজেই, জ্বর হোক বা না-হোক, আমাকে অবশ্যই চাপ দিতে হবে; কেননা, প্রাচীন আমলের কল্প কথার এই প্রভাবে, আমার নিজের গল্পের আজগুবি হৃদয়ে আসছি আমি, এবং অবশ্যই সাদামাটা আটাকা ফ্যাশনে লিখবো, মধ্যরাতের শিশুদের সম্পর্কে।

বোঝো আমি যা বলছি ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের প্রথম ঘণ্টার কালে– মধ্যরাত ও একটার মধ্যে– কমপক্ষে এক হাজার একটি শিশু জন্ম নেয় সার্বভৌম শিশু রাষ্ট্র ভারতের সীমান্তের মধ্যে। সেটা কোনো অগতানুগতিক ব্যাপার নয়– সেই সময়ে, বিশ্বে

AMARBOI.COM

আমাদের এই অংশে মৃত্যুকে দাড়িয়ে গিয়েছিলো জন্ম প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ছয় শ' সাতাশি জনে। যা এই ঘটনাকে লক্ষ্যণীয় করে তুলেছিলো তা ছিলো এইসব শিশুদের প্রকৃতি; যাদের প্রত্যেকে ছিলো, জীববিজ্ঞানের কোনো প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে, অবয়ব, প্রতিভা অথবা ধীশক্তিতে যা কেবল বর্ণিত হতে পারে অলৌকিক হিসেবে। এটা ছিলো যেন বা ইতিহাস, এসে পৌছেছে প্রতিশ্রুতি আর সর্বোচ্চ উৎকর্ষতার বিন্দুতে, বপনে আগ্রহী হয়েছে, ওই তাৎক্ষণিকতায়, এক ভবিষ্যতের বীজ যা ওইসময়ে দেখা দুনিয়ার সবকিছুর থেকে হবে সম্পূর্ণ আলাদা।

যদি অনুরূপ আরেকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকে সীমান্তের ওপরে, পার্টিশনে আলাদা হয়ে যাওয়া নতুন পাকিস্তানে, তবে সে সমপর্কে আমার কোনো কিছু জানা নেই; আমার ধারণা সীমাবদ্ধ ছিলো আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর, হিমালয় পর্বত পর্যন্ত, এছাড়াও কৃত্রিম দুই সীমান্ত দ্বারা যা খণ্ডিত করেছে পাঞ্জাব ও বাংলাকে। অবশ্যম্ভাবি, এইসব শিশুদের কিছু সংখ্যক জীবন রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। পুষ্টিহীনতা, ব্যাধি ও দৈনন্দিন জীবনের দুর্ভাগ্য কমপক্ষে এদের চার শ' কুড়ি জনের প্রাণ হরণ করে যে সময়ে আমি তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি।

১৯৫৭ সাল নাগাদ, বেঁচে থাকা পাঁচ শ' একাধিক জন শিশু তাদের দশম জন্মবার্ষিকীর কাছাকাছি এগিয়ে চললো, সম্পূর্ণ অজ্ঞ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একে অপরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যদিও এর মধ্যে নিশ্চিত ব্যতিক্রমও ছিলো। বড় শহরে, ওড়িষার মহানদী নামক নদীর ওপর, ছিলো একজোড়া যমজ বোন যারা ইতোমধ্যে ওই অঞ্চলে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলো, কারণ তাদের প্রভাবদায়ক সহজতা সত্ত্বেও তারা উভয়েই এমন সামর্থ্য ধারণ করতো যাতে করে যারা তাদের দিকে তাকাতো তারা প্রত্যেকেই তাদের প্রেমে পড়তো আশাহীন ও একেবারে আত্মধ্বংসিভাবে, কাজেই তাদের মা-বাবা অন্তহীনভাবে উদ্বিগ্ন ছিলো একটি মানবপ্রবাহ দ্বারা বাচ্চা দুটোর যে কোনো একজনকে অথবা দু'জনকেই যারা বিয়ে করার প্রস্তাব দিচ্ছে; একেবারে বৃদ্ধ থেকে শুরু করে তরুণ পর্যন্ত সবাই; আর আরও একটি অধিক বিরক্তিকর মিছিল ছিলো পরিবারের যারা অভিশাপ দিতো যমজ মেয়ে দুটোকে তাদের পুত্রদের দাসি করার জন্যে তাদের ওপর ওই ছেলেদের সহিংস আচরণ করার জন্যে, ওই রকম দুর্লভ ঘটনার ব্যতিক্রম সত্ত্বেও, যাইহোক না কেন, মধ্যরাতের শিশুরা বেড়ে উঠেছিলো তাদের বাস্তবিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে অসতর্ক।

এবং তারপর, একটি বাই-সাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাপ্ত একটি সংঘর্ষের ফলাফল হিসেবে, আমি, সালিম সিনাই, সাবধান হয়েছিলাম তাদের সবার সম্পর্কে।

তাৎক্ষণিকভাবে আমার বলা দরকার যে, সমস্ত শিশুর দানই পছন্দনীয় ছিলো না, অথবা এমন কি শিশুরা নিজেরাও পছন্দ করতো না; এবং, কিছু ক্ষেত্রে, শিশুরা প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলো।

উদাহরণ স্বরূপ (বউী) যমজদের কাহিনীর সহযাত্রী একটি অংশ হিসেবে) দিল্লীর একজন ভিখারিনি বালিকার কথা উল্লেখ করা যায় যার নাম সুন্দরি, জেনারেল পোষ্ট আফিসের পিছনে একটা রাস্তায় যার জন্ম হয়েছিলো, রামরাম শেঠের সাথে আমিনা সিনাই

যেখানে সাক্ষাৎ করেছিলো সেই ছাদের কামরা থেকে অদূরে, এবং তার রূপের ঝলক এমনই ছিলো যে জন্মের কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাতে তার মা ও তাকে ভূমিষ্ঠ হতে সাহায্য করতে আসা প্রতিবেশি নারীরা অন্ধ হয়ে গেল; তার পিতা, নারীদের চিৎকার শুনে কক্ষের দিকে বাধিত হচ্ছিলো, যথাসময়ে তারা সাবধান করে তাকে থামালো; কিন্তু কন্যার প্রতি তার একটি ভাসমান দৃষ্টি তার চোখ এমন ভয়ানকভাবে প্রভাবিত করে যে এরপর সে ভারতীয় ও বিদেশি পর্যটকদের পৃথক করতে অপারগ হয়, একটা প্রতিবন্ধি যা দারুণভাবে প্রভাব ফেলে ভিখারি হিসেবে তার আয় করার ক্ষমতার ওপর। এর কিছু সময় পর সুন্দরির মুখের ওপর ন্যাকড়া জড়িয়ে দেয়া হয়; একজন বৃদ্ধা নিষ্ঠুর দাদি মা তাকে তুলে নেয় অস্থিসর্বস্ব হাতের মধ্যে এবং একটা কিচেন নাইফ দিয়ে তার মুখে নয়বার পোচ দেয়। তার সম্পর্কে আমি যখন সচেতন হয়েছি সেই সময়, সুন্দরি রোজগার করছে মোটামুটি চমৎকার, কারণ তার দিকে যে-ই তাকাতো তারই মনে দয়ার উদ্রেক হতো, তার পরিবারের যেকোনো সদস্যের চেয়ে বেশি সমাদর পেতো সে।

প্রথমে, বাইসাইকেল দুর্ঘটনার পর, আমি নিজেকে পূর্ণ করতে থাকলাম একের পর এক অবিশ্বাস্য লোকজনের গোপনবিষয় আবিষ্কার করে যারা হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়েছিলো আমার দৃষ্টির মানসিক ক্ষেত্রে, তাদের সংগ্রহ করছিলাম, যেমনভাবে পতঙ্গ সংগ্রহ করে কিছু বালক, আর অন্যরা শনাক্ত করে রেলওয়ে ট্রেন; অটোগ্রাফ বুক আর অন্যসব জড়ো করা সহজাত প্রবৃত্তির ঘোষণার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে, যখনই সম্ভব আমি প্রবেশ করি পার্থক্যের মধ্যে, এবং হুবহু এক সাথে পাঁচ শ' একাশি জনের উজ্জ্বল বাস্তবতা। (আমরা দুই শ' ছেষট্টিজন ছিলাম বালক; আর আমরা পরাস্ত্র ছিলাম আমাদের নারী প্রতিপক্ষের দ্বারা– তিনশ' পনেরো জন তারা, পার্বতীসহ! ডাইনি পার্বতী।)

মধ্যরাতের শিশুরা!... কেরালার একজন বালকের সামর্থ্য ছিলো আয়নার প্রতিবিম্বের মধ্যে ঢুকে যাবার এবং যে কোনো প্রতিফলক উপরিতলে ভেসে ওঠার হ্রদের ভিতর দিয়ে এবং (ভীষণ অসুবিধা নিয়ে) মোটর গাড়িগুলোর পালিশ করা ধাতব দেহের ভিতর দিয়ে... আর শিশুরা ছিলো, রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা ছিলো যাদের : নীলগিরি পাহাড়ের এক জংলি, আর বিন্ধ্যা'র বিশাল জলা, একটা ছেলে তার ইচ্ছামতো নিজের দেহের আমার কমাতে বা বাড়াতে পারতো... এবং ইতোমধ্যেই দানবের ফিরে আসার গুজব ও দুর্দমনীয় ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিলো... কাশ্মিরের একটি নীল চোখের শিশুর আসল লিঙ্গ সম্পর্কে আমি কখনোই নিশ্চিত ছিলাম না, কারণ পানিতে সে স্নান করার সময় খুশি মতো লিঙ্গ পরিবর্তন করে নিতে পারতো। আমাদের কেউ কেউ এই শিশুটির নাম দিয়েছিলো নারদ, অন্যরা বলতো মার্কণ্ড্য, নির্ভর করতো লিঙ্গ পরিবর্তন বিষয়ক যেসব রূপকথার গলপ আমরা শুনেছিলাম তার ওপর...দক্ষিণাত্যের কেন্দ্রে অবস্থিত জালনার নিকটে আমি এক যুবাকে আবিষ্কার করি, আর কলকাতার বাইরে বজবজ এলাকায় একজন তীক্ষ্ণ জিভ বিশিষ্ট বালিকাকে যার মুখনিসৃত শব্দাবলী শারীরিক ক্ষত সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখতো, যার কারণে কয়েকজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক যেন নিজেদের রক্তক্ষরিত অবস্থায় দেখতে পেলো, তখন তারা তাকে বাঁশের একটা খাঁচায় আটকে রেখে গঙ্গা নদীর ভাটিতে সুন্দরবনের দিকে ভাসিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলো যেটা ছিলো দৈত্য আর ভৌতিকতার ন্যায়সঙ্গত আবাস; কিন্তু কেউই

www.boiRboi.com

তার দিকে অগ্রসর হবার সাহস পায়নি, আর সে ভয়ের শূন্যতা দিয়ে ঘেরা শহরটার ভিতরে দিয়ে চলাফেরা করে; তার খাবার অস্বীকার করার সাহস কারো ছিলো না। একটা বালক ছিলো যে ধাতু খেতে পারতো আর একটি মেয়ে যার আঙুল এমন সবুজ ছিলো যে খর মরুভূমিতে সে উদ্যান জন্মাতে পারতো; এবং আরও আরও আরও... তাদের সংখ্যার দ্বারা ক্ষমতাবান, আমি খুব সামান্যই মনোযোগ দিই, সেইসব প্রথম দিনগুলোয়; কিন্তু অপরিহার্যভাবে আমাদের সমস্যা, যখন সেগুলো ওঠে, ছিলো প্রত্যেক দিন, মানবিক সমস্যা যা আসে চারিত্র্য-ও-পরিবেশ থেকে; আমাদের ঝগড়ায়, আমরা ছিলাম মাত্র এক গাদা বাচ্চাকাচ্চা।

একটি লক্ষ্যণীয় প্রকৃত বিষয় ঃ আমাদের জন্মের মুহূর্তটি যতো বেশি মধ্যরাতের কাছাকাছি ছিলো, ততো বেশি বিশাল ছিলো আমাদের পুরস্কার। সর্বশেষ ঘণ্টার শেষ কয়েক সেকেণ্ডে জন্ম নেয়া শিশুরা সার্কাস তামাশার চেয়ে কিছু অধিক ছিলো : দাড়িওয়ালা বালিকা, মিঠাপানির মহাসীর ট্রাউটের সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল কানকো যুক্ত একটি বালক, এক মাথা ও গলাবিশিষ্ট দুই দেহের siamese যমজ-মাথাটা কথা বলতে পারে দুটো কণ্ঠস্বরে, একটি পুরুষের, অন্যটি নারীর, এবং উপমহাদেশের প্রত্যেকটি ভাষা ও উপভাষায় কথা বলতে পারে; কিন্তু তাদের সব বিস্ময়করতার পক্ষে, এরা ছিলো দুর্ভাগা, সেই ঘণ্টার জীবন্ত ক্ষয়ক্ষতি। অর্ধ-ঘণ্টার দিকে আরো কৌতুহলোদ্দীপক ও দরকারি ব্যাপার ঘটতে থাকে– গির বনে বাস করতো একটা ডাইনি-মেয়ে, হাতের চিৎকরা তালুর দ্বারা নিরাময় করার ক্ষমতা ছিলো তার, এবং শিলং-এ ছিলো একজন ধনী চা বাগানীর ছেলে সে যা কিছু দেখতো কিংবা শুনতো তার কোনো কিছুই ভুলে যেতে পারতো না। কিন্তু সমস্ত কিছুর প্রথম মিনিটে যেসব শিশু জন্মগ্রহণ করে এইসব শিশুদের জন্যে ঘণ্টা সেই সর্বোচ্চ প্রতিভা সংরক্ষণ করে রেখেছিলো যার শুধু স্বপ্নই দেখতো মানুষেরা। যদি তুমি, পদ্ম, জন্মের একটা রেজিস্টার রাখতে যাতে সঠিক সেকেণ্ড পর্যন্ত সময় লিখে রাখা হতো, তাহলে, তুমিও, জানতে একটা মহান লখ্নৌ পরিবারে কি অবস্থা সম্পূর্ণরূপে কৃত হয়েছিলো, দশ বছর বয়সে, আলকেমির হারানো শিল্প, এবং যাতে মাদ্রাজের ধোপার মেয়ে নিজের চোখ বন্ধ করে পাখির চেয়েও অনেক উর্ধে উড়তে পারতো...

ডাইনি পার্বতী জন্মগ্রহণ করেছিলো নয়া দিল্লির একটি বস্তিতে; সেটা কোনো সাধারণ বস্তি নয়, যদিও কুটিরগুলো তৈরি করা হয়েছে পুরনো প্যাকিং বাক্স, করুগেটেড টিনের টুকরো, আর পাটের দড়িদড়া ও চটের সাহায্যে যা মসজিদের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে জবুথবু হয়ে, অন্য কোনো বস্তির থেকে আলাদা দেখায় না... কারণ এটা ছিলো জাদুকরদের হ্যাঁ, সেই জায়গা বস্তি, যার প্রতি মহান ফকির ও ধারাবাহিকভাবে জড়ো হয়েছিলো, রাজধানী মহানগরীতে তাদের ভাগ্য খুঁজতে। তারা টিনের কুটির খুঁজে পায়, আর পুলিশি হয়রানি, আর ইঁদুর... পার্বতীর বাবা একদা ছিলো ওযুধের মহান জাদুকর; সে বড় হয়ে উঠেছিলো শব্দ-ঐন্দ্রজালিকাদের মধ্যে যারা পাথরকে দিয়ে কৌতুক বলাতো এবং বাজিকর যারা নিজেদের পা গিলে ফেলতে পারতো এবং অগ্নিখেকো যারা অগ্নিশিখা খেতে পারতো।

আমি সালিম সিনাই ও শিব, আমরা দুই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম ঠিক মধ্যরাতের ঘণ্টা বাজার মুহূর্তে। সালিম ও শিব শিব ও সালিম, নাক ও হাঁটু, হাঁটু ও নাক... শিবের পক্ষে,

সময়টা দিয়েছিলো যুদ্ধের উপঢৌকন... আর আমার কাছে, সমস্ত কিছুর চেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা– মানুষের হৃদয় ও মনের ভিতরটা দেখে নেবার সামর্থ্য।

কিন্তু এটা কালি-যুগ; অন্ধকার সময়ের শিশুরা জন্মেছিলো, আমি শংকিত, অন্ধকার যুগের মধ্যখানে, কাজেই সহজেই তাদের বুদ্ধিদীপ্ত হিসেবে পেলেও আমরা সর্বদা বিভ্রান্ত ছিলাম ভালো হয়ে থাকা সম্পর্কে।

সেই; এখন আমি এটা বলেছি। সেটাই ছিলাম আমি—ছিলাম আমরা।

পদ্মকে দেখাচ্ছে যেন তার মা ইন্তেকাল করেছে– তার মুখমণ্ডল, খুলছে-বন্ধ হচ্ছে তার মুখ, একটা তীরে ওঠা সমুদ্র-মৎস্যের মুখ। 'ও বাবা!' সে অবশেষে বলে। 'ও বাবা! তুমি অসুস্থ; কি বলেছো তুমি?'

না, সেটা খুব সহজ হবে। অসুস্থতায় শয্যা নিতে আমি অস্বীকার করি। দুর্লভ ঘোর হিসেবে আমি যা উন্মোচন করেছি তা খারিজ করে দেবার ভুল করো না; আমি আগেই বর্ণনা দিয়েছি যে, আমি প্রতীকি কথা বলছি না; আমি যা কিছু লিখেছি (আর পদ্মকে বোঝাতে করতে সশব্দে পড়েছি) তা আক্ষরিক দিকে কম কিছু নয়, আমার মায়ের মাথার চুলের মতো সত্য।

বাস্তবতা ধারণ করতে প্রতীকি বিষয়বস্তু, তাতে সেটা কম বাস্তব হয়ে যায় না। এক হাজার একটা শিশু জন্মগ্রহণ করেছিলো; এক হাজার একটি সম্ভাবনা ছিলো যা আগে কখনো এক সময়ে এক স্থানে উপস্থিত ছিলো না; আর এক হাজার একটি চির সমাপ্তি ছিলো। মধ্যরাতের শিশুরা অনেক জিনিস উপস্থাপন করতে পারতো, তোমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে : কিন্তু তারা মানসিক অসুস্থতার সৃষ্টি হতে পারে না। নাঃ অসুস্থতা এখানে নয় ওখানেও নয়।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাবা,' পদ্ম আমাকে শান্ত করার উদ্যোগ নেয়। 'অমন আড়কাঠ হচ্ছো কেন? এখন বিশ্রাম নাও, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও, এটুকুই বলছি।'

AMARBOI.COM

আমার জন্মদিনের কাছাকাছি এ দিনগুলোয় এটা ছিলো নিশ্চিতভাবেই মতিভ্রমমূলক সময়; কিন্তু মতিভ্রম আমার মাথায় ছিলো না। আমার বাবা, আহমেদ সিনাই, ডা. নারলিকারের বিশ্বাসঘাতকসুলভ মৃত্যু আর জ্বিন-ও-টনিকের ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী ক্রিয়ার দ্বারা, উপদ্রবশীল অবাস্তবতার একটা স্বপ্ন-জগতে পালায়ন করে; আর মানুষের এটাকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে গ্রহণ করে... সনির মা যেমন, পাতিহাস নুসি, আমাদের বাগানে এক সন্ধ্যায় আমিনাকে বলছে : 'কি দারুন দিন আপনাদের, আমিনা বোন, এখন আপনার আহমেদ তার সাফল্যের চূড়ায়! অমন ভালো একজন মানুষ, আর পরিবারের জন্যে কতোটা উন্নতিই না উনি করেছেন!' সে যথেষ্ট জোরেই কথাগুলো বলে যাতে আহমেদ সিনাই শুনতে পায়; এবং যদিও আহমেদ ভান করে বাগানের মালিকে বুগেনভিলিয়া নিয়ে কি করতে হবে তা বলছে, তথাপি তার অজ্ঞাতসারে তার শরীর উপরের দিকে ঝাঁকি খেয়ে ওঠে। এমন কি পুরুষোত্তম, বাগানের ট্যাপের নিচে বিষণ্ন সাধু, চকিত।

আমার নিষ্প্রভ হতে থাকা পিতা... প্রায় দশ বছর তাকে ভালো মেজাজে দেখা গেছে প্রাতরাশের টেবিলে; কিন্তু তার মুখের চুল শাদা হয়ে যায় তার নিষ্প্রভ হয়ে আসা চামড়ার সাথে, এই মুখের এই নির্দিষ্ট অবস্থা একটা নিশ্চয়তায় আটকা পড়ে যায়; আর সেই দিনটি আসে যখন প্রথমবারের মতো সে তার মেজাজ হারিয়ে ফেলে প্রাতরাশের টেবিলে। সেটা ছিলো কর আদায়ের দিন এবং আদায়কৃত করের হারও ক্রমে নেমে যাচ্ছিলো; আমার বাবা ভয়ংকর দেহভঙ্গি করে সজোরে আছড়ে ফেলে টাইমস অব ইণ্ডিয়া এবং তার চারপাশে রক্তচক্ষু মেলে দৃষ্টিপাত করে, আমি জানতাম রাগ করলে তার চোখ ওইরকম হয়ে যেতো। 'এটা ঠিক বাথরুমে যাওয়ার মতো!' সে ফেটে পড়লো; ডিম টোস্ট চা কেঁপে উঠলো তার কথার বিস্ফোরণে। 'তুমি শার্ট তোলো আর ট্রাউজার নামাও! বউ, এই সরকার আমাদের ওপর দিয়ে বাথরুমে যাচ্ছে!' আর আমার মা, কালো থেকে লজ্জায় তার মুখ গোলাপি হয়ে গেছে, 'জানুম, বাচ্চারা আছে, প্লিজ', কিন্তু আমার বাবা থেমে গিয়েছিলো, আমাকে পেছনে ত্যাগ করে গেল মানুষ কি অর্থ করছে যখন তারা বলে যে দেশ যাচ্ছিলো পায়খানায় তা পরিষ্কার বোঝার জন্যে। পরবর্তী সপ্তাহগুলোয় আমার বাবার সকালবেলার থুৎনি নিষ্প্রভ থাকা অব্যাহত রইলো, এবং প্রাতরাশের টেবিলের শান্তির চেয়েও বেশি কিছু হারিয়ে গেল : সে ভুলে যেতে আরম্ভ করলো কি ধরনের মানুষ ছিলো সে সেই পুরনো দিনগুলোয়।আমাদের গৃহ-জীবনের ritual শুরু করলো ক্ষয় হতে। প্রাতরাশের টেবিল থেকে সে দূরে থাকতে আরম্ভ করলো, কাজেই তার পকেট থেকে টাকা সরাতে পারতো না আমিনা; কিন্তু তার নগদ টাকাপয়সার ব্যাপারে সে একেবারেই উদাসীন হয়ে পড়লো, এবং তার পোশাক-আশাক ভর্তি থাকতো রুপির নোট আর মুদ্রায়। কিন্তু পারিবারিক জীবন থেকে তার নিজেকে সরিয়ে নেবার আরও বিমর্ষ ইঙ্গিত ছিলো এই যে খুব কমই সে আমাদের ঘুমানোর আগে বিছানায় শুয়ে গল্প শোনাতো, আর যখন বলতো তখন তা আমরা উপভোগ করতাম না, কেননা সে গল্পগুলো মনে রেখাপাত করতো না ও কল্পনা জাগাতো না। সেগুলোর মূল বিষয় হতো একই আমার বাবা পরিণত হয়েছিলো বিমূর্ততায়। এটা মনে হতো যে নারলিকারের মৃত্যু ও তার tetrapod স্বপ্নের পরিসমাপ্তি আহমেদ সিনাইকে দেখিয়েছিলো মানব সম্পর্কের অনির্ভরযোগ্য প্রকৃতি; ওই ধরনের সকল বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো সে। সূর্যোদয়ের আগে সে উঠতো আর তার বর্তমান ফার্নাণ্ডা কিংবা ফ্লোরিকে নিয়ে নিচের তলার অফিস-কক্ষে নিজেকে তালা দিয়ে রাখতো, যার জানলার বাইরে দুটো চিরহরিৎ বৃক্ষ সে রোপন করেছিলো আমার জন্ম স্মরণীয় করার জন্যে। আমরা কদাচিৎ তাকে বিরক্ত করার সাহস দেখাতাম, আমার বাবা এক গভীর নির্জনতায় প্রবেশ করেছিলো, অস্বাভাবিকতায় সীমানা দেয়ার মতো আমাদের অতভিড়াক্রান্ত দেশে অগতানুগতিক এক অবস্থা; আমাদের রান্নাঘরের খাদ্য প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছিলো সে আর জীবন ধারণ করতো টিফিন-ক্যারিরয়ারে করে আর নারীদের নিয়ে আসা শস্তা খাবারে। তার অফিসের দরোজার তল থেকে অদ্ভুত একটা গন্ধ উঠে আসতো; আমিনা এটাকে শস্তা বাজে খাবারের গন্ধ বলে মনে করতো; কিন্তু এটা আমার বিশ্বাস যে, একটা পুরনো সৌরভ ফিরে এসেছিলো আরও জোরালো হয়ে, ব্যর্থতার পুরনো থেকে।

বোম্বেতে আসার পর স্বল্প মূল্যে কেনা অনেক বাড়ি অথবা কুটির সে বিক্রি করে দিলো, আর যার ওপর আমাদের পরিবারের ভাগ্য ভিত্তি করে ছিলো। মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল ব্যবসায়ী যোগাযোগ থেকে মুক্ত হয়ে এমন কি তার বাড়ি কুর্লা ও ওয়ার্লিতে, মাতুঙ্গা ও মাজাগাঁও ও মহিমে– সে তরলিকৃত করেছিলো তার সম্পদ, এবং অর্থনৈতিক আজগুবির এক দূর্লভ ও বিমূর্ত বাতাসে প্রবেশ করে। তার অফিসে তালা-বন্ধ, সেইসব দিনে, বাইরের দুনিয়ার সাথে তার একমাত্র (ফার্নাণ্ডারা বাদে) যোগাযোগ ছিলো টেলিফোন। সে তার দিন খরচ করতো এই যন্ত্রটির সাথে গভীর সম্মেলন করে। ঘটনাক্রমে তার ক্যালিকো-স্কার্ট পরিহিতা সেক্রেটারিদের সর্বশেষ জন কাজ ছেড়ে চলে গেল, এমন পাতলা আর বিমূর্ত পরিবেশে শ্বাস নেয়া আর জীবনকে সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিলো; এবং এখন আমার বাবা মেরি পেরেইরাকে ডেকে পাঠালো এবং তাকে ভর্ৎসনা করলো এই বলে, 'আমরা তো বন্ধু, মেরি, তাই নয় কি, তুমি আর আমি?', যার উত্তরে বেচারা মহিলাটি বললো, 'হ্যাঁ, সাহেব, আমি জানি তুমি আমাকে দেখাশোনা করবে যখন আমি বৃদ্ধা,' আর প্রতিশ্রুতি ছিলো তাকে বদলি কাউকে খুঁজে এনে দেবে। পরদিন সে তাকে এনেছিলো তার বোন এ্যালিস পেরেইরাকে, যে কাজ করতো সব ধরনের বসদের জন্যে। এ্যালিস ও মেরি অনেক দিন ঝগড়া করেছিলো জো ডি' কস্টাকে নিয়ে; দিন শেষে ছোট মহিলাটি প্রায়ই ওপরতলায় আমাদের সাথে থাকতো। আমি তার অনুরাগী ছিলাম, এবং তার ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের বাবার বিশাল আক্রোশ সম্পর্কে জানতে পারি, যার শিকার ছিলো একটা budgerigar এবং একটা mongrel কুকুর।

জুলাই মাসে আহমেদ সিনাই অসুস্থতার প্রায় স্থায়ী এক রাজ্যে প্রবেশ করলো; একদিন, এ্যালিস খবর দিলো, হঠাৎ করে গাড়ি নিয়ে বাইরে গেল, আর ফিরে আসে একটা পাখির খাঁচা নিয়ে যার ভিতরে, সে বলেছিলো তার নতুন চাহিদা, একটা বুলবুল বা ভারতীয় নাইটিঙ্গেলে পাখি। 'ঈশ্বর জানেন কতক্ষণ ধরে,' এ্যালিস বললো, 'উনি আমাকে বুলবুল সম্পর্কে যাবতীয় কিছু বললেন; এই পাখির গান আর সবকিছু সম্পর্কে সব রূপকথার গল্প; এই খলিফা এর গানের কারণে কিভাবে বন্দি, কিভাবে তার গান রাতের সৌন্দর্য দীর্ঘ করে; ঈশ্বর জানেন মানুষটা কিসের বর্ণনা করছিলেন, পারসি আর আরবি উদ্ধৃতি দিয়ে, আমি তার আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু তারপর উনি ঢাকনা সরিয়ে ফেললেন, এবং খাঁচার ভেতর আর কিছুই না একটা কথা বলিয়ে budgie, চোর বাজারের কোনো বদমাশ নিশ্চয়ই পালকে রং লাগিয়ে থাকবে! এখন কেমন করে বেচারা মানুষটাকে আমি বলি, সে তার পাখিটাকে নিয়ে এমন উত্তেজিত, ওখানে বসে বলছেন, 'গাও, ছোট্ট বুলবুল! গাও!'... আর একটা এমন মজার, রং করার ফলে মারা যাবার আগে পর্যন্ত তার কথা অনুকরণ করতে লাগলো– *গাও! ছোট্ট বুলবুল, গাও!'*

কিন্তু আরো খারাপ ছিলো সামনে। কয়েক দিন পর আমি এ্যালিসের সাথে বসে ছিলাম চাকরদের প্যাঁচানো লোহার সিঁড়িতে, তখন সে বললো, 'বাবা, আমি জানি না তোমার বাবার মধ্যে এখন কি ঢুকেছে। সারা দিন ওখানে বসে কুকুরটাকে অভিশাপ দিচ্ছেন!'

mongoel কুকুরটাকে আমরা নাম দিয়েছিলাম শেরি। ওই বছর সেটা দোতলা পাহাড়িকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো আর একেবারে সাদামাটা ভাবে আমাদের পালিত পশু হয়ে গেল, জানতো না যে মেথওয়াল্ডের এস্টেটে পশুদের জন্যে জীবন ব্যাপারটা একটা বিপদজনক ব্যাপার। আর তার cups-এ আহমেদ সিনাই ওটাকে পারিবারিক অভিশাপ নিয়ে তার গবেষণার গিনি-পিগ বানালো।

এটা ছিলো সেই একই কাল্পনিক অভিশাপ উইলিয়াম মেথওয়াল্ডকে প্রভাবান্বিত করার জন্যে যার স্বপ্ন দেখছিলো সে, কিন্তু এখন তার মনের চেম্বারে জ্বিন তাকে বোঝায় করে যে এটা কাল্পনিক নয়, যে সে মাত্র শব্দগুলো ভুলে গেছে; কাজেই সে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে লাগলো তার নির্জন অফিসে ফর্মুলা নিয়ে গবেষণায়... 'বেচারা প্রাণীটাকে নিয়ে অমন ব্যাপার অভিস্পাত করছে সে!' এ্যালিস বললো, 'আমি বিস্মিত যে ওটা সরাসরি মারা যাচ্ছে না!'

কিন্তু শেরি ওখানে একটা কোণে বসে আছে আর বোকার মতো তার প্রতি দাঁত খিঁচাচ্ছে, গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে গেল না বা সেদ্ধ হয়ে ভেঙে পড়লো না, যে পর্যন্ত না একটি সন্ধ্যায় তার অফিস থেকে সে বেরিয়ে এলো আর আমিনাকে আদেশ দিলো গাড়িতে করে হর্নবি ভেলার্ডে আমাদের নিয়ে যেতে। শেরিও আসে আমাদের সাথে। আমরা ছায়া বীথি ধরে হাঁটলাম, চমৎকৃত হবার অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো আমাদের অবয়বে, ভেলার্ডের ওপরে নিচে, আর তারপর বাবা বললো, 'গাড়িতে ওঠো, সসাবই।' সে কেবল শেরিকে উঠতে দিলো না ভিতরে... আমার বাবা হুইলে বসে রোভার চালিয়ে দিলে শেরি দৌড়াতে লাগলো গাড়ির পিছনে, তখন বাঁদর চিৎকার করলো বাবাবাবা এবং আমিনা আবেদন করলো জানুমপ্লিজ এবং আমি আতংকের মধ্যে বসে থাকলাম, আমাদের কয়েক মাইল গাড়ি চালাতে হলো, প্রায় সান্তা ক্রুজ বিমানবন্দরপযৃন্ত সারা পথ,... দৌড়ানোর ফলে কুকুরটার একটা আর্টারি ফেটে গেল আর মুখ দিয়ে রক্ত উঠে সেটা মারা গেল, একটা ক্ষুধার্ত গরুর নির্নিমেষ দৃষ্টির সামনে। পেতলের বাঁদর (যে নিজেও এমন কি কুকুর পছন্দ করতো না) এক সপ্তাহ ধরে কাঁদলো; আমার মা ডিহাইড্রেশন সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো আর গ্যালন গ্যালন পানি পান করতে লাগলো, এমনভাবে যেন সে একটা লন, বললো, মেরি; কিন্তু আমার দশম জন্তদিনে বাবার কিনে দেয়া নতুন কুকুর শাবেকটা আমার খুব পছন্দ হলো, অপরাধের কিছু স্তরের বাইরে হয়তো : বাচ্চাটার নাম ছিলো ব্যারোনেস সিমকি ভন ডের হেইডেন, একটা চ্যাম্পিয়ন এ্যালসেশিয়ান, যদিও আমার মাআবিষ্কার করলো যে, নকল বুলবুলের মতো এটাও নকল, আমার বাবার বিস্মৃত শাপের মতো কাল্পনিক বেং মুগল বংশ; এবং ছয় মাস পরে যৌন অসুখে কুকুরটা মারা গেল। এরপর আমাদের আর গৃহপালিত প্রাণী ছিলো না।

আমার বাবাই কেবল একমাত্র ব্যক্তি ছিলো না যে ব্যক্তিগত স্বপ্নের মেঘে মাথা হারিয়ে ফেলেছিলো আর আমার দশম জন্মদিন অভিগমন করেছিলো; কারণ মেরি

পেরেইরা, চাটনি কাসুন্দি আর সর্বপ্রকার আচার তৈরিতে তার অনুরাগে উদ্বেলিত, এবং তার বোন এ্যালিসের উৎফুল্ল উপস্থিতি সত্ত্বেও তার মুখে কিছু একটা অশুভ রেখাপাত ছিলো।

'হাল্লো, মেরি!' পদ্ম-যাকে দেখে মনে হয় আমার দুর্বৃত্ত আয়ার জন্যে একটা কোমল দাগ সে উন্নত করেছে– তার মধ্যমঞ্চে ফিরে আসার জন্যে অভিনন্দন জানায়। 'তো কি তাকে খাচ্ছে?'

এই, পদ্ম : জোসেফ ডি'কস্টার দ্বারা ছুরিবাহত হবার দুঃস্বপ্ন কবলিত, মেরি আবিষ্কার করলো ঘুমানো উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে যাচ্ছে। জানতো কি স্বপ্ন জমা আছে তার জন্যে, সে নিজেকে জাগিয়ে রাখার জন্যে শক্তি খাটাতো; তার দুচোখ ঘিরে কালো দাগ পড়ে গেল। জোসেফ ডি'কস্টা, বস্তুত, সীমান্ত অতিক্রম করার ব্যবস্থা করেছিলো, আর এখন আবর্ভিূত হয় বাকিং হাম ভিলায় একটা দুঃস্বপ্ন হিসেবে নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ একটা ভূত হিসেবে। দৃশ্যমান (এই সময়ে) কেবল মেরি পেরেইরার কাছেই, সে তাকে তাড়িত করতে লালো আমাদের সবগুলো কক্ষে, যা, মেরির আতঙ্ক ও লজ্জার মধ্যে, সে ব্যবহার করতে লাগলো যেন তার নিজেরই। মেরি তাকে দেখতে পায় ড্রয়িংরুমে ফুলদানি আর ড্রেসডেন মূর্তিগুলোর মধ্যে আর সিলিংফ্যানের ছায়ার মধ্যে, নরম হাতল চেয়ারেপা তুলে বসা অবস্থায়; তার চোখ ডিমের মতো শাদা এবং তারপায়ে যেখানে সাপ কামড় দিয়েছিলো সেখানে গর্ত। একবার সে তাকে এক অপরাহ্নে দেখতে পেলো আমিনা বেগমের বেডরুমে, আমার ঘুমন্ত মায়ের পাশে ঠিক যেন শশার মতো শীতল হয়ে শুয়ে আছে আর সে চিৎকারে ফেটে পড়ে, 'এই, তুমি! ওখান থেকে এক্ষুণি চলে যাও! কি ভাবো তুমি, তুমি এক ধরনের লাট সাহেব?'– আমার মা এই চিৎকারে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। জোসেফের ভূত, মেরিকে তড়িত করে শব্দহীনভাবে; আর এর সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হলো যে তার ভিতরে হাসপাতালের মৃত পের্টারের আত্মার প্রতি জেগে ওঠে এক নস্টালজিক ভালোবাসা।

কিন্তু ভালোবাসা আর ফিরে আসে না; জোসেফের ডিমের মতো শাদা চোখ ভাবলেশাহীন; তার ঠোঁট স্থির হয়ে থাকে; এবং অবশেষে মেরি বুঝতে পারে যে নতুন এই ইশতেহার তার পুরনো স্বপ্নের জোসেফের থেকে ভিন্ন কিছু নয় (যদিও এটা তাকে কখনো আঘাত করেনি),আর যদি সে তার থেকে মুক্ত হতে পারতো তাহলে সে অভাব নীয় কাজ করতে পারতো আর দুনিয়ার কাছে তার অপরাধ স্বীকার করতে পারতো। কিন্তু সে স্বীকার করেনি, যেটা সম্ভবত ছিলো আমারই দোষ– কেননা মেরি আমাকে ভালোবাসতো তার নিজের অর্গভসঞ্জাত ও পুত্রের মতোই, আর তার স্বীকারোক্তি আমাকে বিশ্রীভাবে আঘাত করতো, কাজেই আমার জন্যেই সে তার চেতনায় ভূতের ভোগান্তি সহ্য করতো এবং রান্নাঘরে ভূতগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো (আমার বাবা এক সন্ধ্যায় পাচককে বরখাস্ত করে) রান্না করতো আমাদের রাতের খাবার এবং পরিণত হতো, দুর্ঘটনাক্রমে, আমার লাতিন টেক্সটবুকের উদ্বোধনি লাইনের embodiment-এ, *Ora*

AMARBOI.COM

Maritima : 'সাগর তীরে, আয়া খাবার রান্না করে।' *Ora Maritima, ancilla cenam parat.* রান্নার এক আয়ার চোখের দিকে তাকাও, আর তুমি টেক্সটবুক যা জানে তার চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পাবে।

আমার দশম জন্মদিনে, অনেক মুরগির বাচ্চা ঘরে আসছিলো ঘুমাতে।

আমার দশম জন্মদিনে, এটা পরিষ্কার ছিলো যে খারাপ আবহাওয়া– ঝড়, বন্যা, মেঘবিহীন এক আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি— যা ফসল করেছিলো ১৯৫৬ সালের অসহ্য তাপ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ধ্বংস করতে ভূমিকা রেখেছিলো। সরকার বাধ্য হয়ে ছিলো– যদিও নির্বাচন ঘনিয়ে এসেছিলো– দুনিয়ার কাছে ঘোষণা করতে যে সে আর উন্নয়ন ঋণ গ্রহণ করবে না যদি ঋণদাতারা ঋণ-পরিশোধের জন্যে অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ইচ্ছুক না হয়। (কিন্তু আমাকে বিষয়টা অতি বর্ণনা করতে দেয়া না হোক : যদিও ফিনিশড্ ইস্পাতের উৎপাদন পৌঁছেছিলো ১৯৬১ সালে পরিকল্পনার শেষে মাত্র ২.৪ মিলিয়ন টন, এবং যদিও, ওই পাঁচ বছর চলাকালে, ভূমিহীন ও বেকারদের সংখ্যা প্রকৃত পক্ষে বৃদ্ধি পেয়েছিলো, বৃটিশ রাজের শাসনামলে শাকার চেয়েও বেশি, তাছাড়া আরও ছিলো বস্তুগত অর্জন। লৌহ আকারের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিলো; বিদ্যুৎ সামর্থ্য হয়েছিলো দ্বিগুণ; কয়লা উৎপাদন আটত্রিশ মিলিয়ন থেকে চুয়ান্ন মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়েছিলো। তাছাড়া বৃহৎ সংখ্যায় বাইসাইকেল, যন্ত্রপাতি, ডিজেল ইঞ্জিন, পাওয়ার পাম্প আর সিলিং ফ্যান তৈরি করা হয়। কিন্তু একটা বিষয় উল্লেখ না করে আমি থামতে পারি না : নিরক্ষরতা টিকে ছিলো; জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত ছিলো ব্যাঙের ছাতার মতো।)

আমার দশম জন্মদিনে, আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম আমার মামা হানিফের কাছে, মেথওয়াল্ডের এস্টেটে নজেকে সে অজনপ্রিয় করে তুলেছিলো উৎফুল্ল চিৎকারে, 'নির্বাচন আসছে! কম্যুনিস্টদের লক্ষ্য রেখো!' আমার দশম জন্মদিনে, যখন আমার মামা হানিফ তার ভুল পদক্ষেপ তৈরি করলো, আমার মা (যে 'রহস্যজনক কেনাকাটা'য় চোখের আড়ালে থাকতে আরম্ভ করেছিলো) তখন নাটকীয়ভাবে ও অলক্ষ্যে লজ্জায় আরক্তিম হলো।

আমার দশম জন্মদিনে, আমাকে একটা ভুয়া এ্যালসেশিয়ান কুকুর-শাব দেয়া হয়েছিলো অল্পদিনের মধ্যেই সিফিলিসে যার মৃত্যু হয়েছিলো।

আমার দশম জন্মদিনে, মেথওয়াল্ডের এস্টেটের প্রত্যেকে উৎফুল্ল থাকার ভীষণ চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু প্রত্যেকের ভাবনা ছিলো একই রকম : 'দশ বছর, মাই গড! কোথায় গেছে তারা? কি করেছি আমরা?'

আমার দশম জন্মদিনে, বৃদ্ধ ইব্রাহিম মহা গুজরাট পরিষদের পক্ষে তার সমর্থন ঘোষণা করলো; বোম্বে মহানগরীর অবস্থান যতদিন সুনিশ্চিত, ততদিন সে পরাজয়মুখী পক্ষের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

আমার দশম জন্মদিনে, একটা লজ্জা-রাঙার কারণে আমার সন্দেহ জাগে, আমি গোয়েন্দাগিরি করি আমার মায়ের ভাবনার ওপর; এবং সেখানে আমি যা দেখি সেই দেখা থেকেই তাকে আমি অনুসরণ করতে আরম্ভ করি, পরিণত হতে থাকি বোম্বের কিংবদন্তি ডম মিন্টোর মতো দুঃসাহসি একজন প্রাইভেট গোয়েন্দায়, আর পায়োনিয়ার কাফেতে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করতে থাকি।

আমার দশম জন্মদিনে, একটা পার্টি দেয়া হয়েছিলো, তাতে আমার পরিবার উপস্থিত হয়েছিলো, যা ভুলে গিয়েছিলো কিভাবে মার্জিত হতে হয়, ক্যাথিড্রাল স্কুলের সহপাঠিদের দ্বারা, যাদের পাঠিয়েছিলো তাদের বাবা-মারা, এবং ব্রিচ ক্যাণ্ডি পুলের কিছু সংখ্যক কোমল মেয়ে সাঁতারুর দ্বারা, যারা পেতলের বাঁদরকে অনুমতি দিয়েছিলো তাঁদের সাথে থাকতে; প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ছিলো মেরি ও এ্যালিস পেরেইরা, এবং ইব্রাহিমরা ও হোমি ক্যাটরাক ও মামা হানিফ ও পিয়া আন্টি; এবং লীলা সবরমতি যার কাছে প্রত্যেক ইশকুল বালকের চোখ (আর হোমি ক্যাটরাকেরও) রয়ে গেছে দৃঢ়ভাবে স্থির, পিয়ার বিবেচ্য যন্ত্রণার প্রতি। কিন্তু পাহাড়শীর্ষের দলের একমাত্র সদস্য ছিলো অনুগত সনি ইব্রাহিম। সে আমাকে একটা বার্তা দেয় : 'এভি তোমাকে বলতে বলেছে, তোমাকে দল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।'

আমার দশম জন্মদিনে, এভি, আইস্লাইস, কেশবৈল এবং এমন কি সাইরাস-দ্য-গ্রেট ঝড় তুলে দেয় আমার ব্যক্তিগত গুপ্তস্থানে গুথানে; তারা দখল করে নেয় ক্লকটাওয়ার, এটার আশ্রয় থেকে আমাকে উৎখাত করে।

আমার দশম জন্মদিনে, সনিকে বিষণ্ণ দেখায়, এবং পেতলের বাঁদর নিজেকে আলাদা করে নেয় তার সাতারুদের কাছ থেকে আর এভি বার্নসকে নিয়ে পরিণত হয় পরোপুরি ক্রোধোন্মত্ত 'আমি ওকে শিক্ষা দেবো,' সে আমাকে বলে। 'তুমি দুশ্চিন্তা করো না, বড় ভাই; আমি দেখিয়ে দেবো ওটাকে, ঠিক মতো।'

আমার দশম জন্মদিনে, এক সেট ছেলেমেয়ের দ্বারাabandoned, আমি জেনেছিলাম যে পাঁচশ' এবং একাশিজন অন্য ছেলেমেয়েও তাদের জন্মদিন পালন করছে; যাতে করে আমি আমার জন্মের আসল সময়ের গোপন বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলাম। এবং, অন্য একটি দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে, আমি নিজের দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিই, এমন একটা দল যা দেশের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছড়িয়ে পড়বে, আর যার সদরদপ্তর হবে আমার ভুরুর পিছনে।

এবং আমার দশম জন্মদিনে, আমি মেট্রো কাব ক্লাবের নাম সংক্ষেপ চুরি করি– যা সফররত ইংলিশ ক্রিকেট টিমেরও নাম সংক্ষেপে— আর তাদের দিয়ে দিই নতুন মধ্যরাতের শিশুদের সম্মেলন, আমি নিজের এম. সি. সি.।

এমনই ছিলো সব যখন আমার বয়স দশ বছর ঃ কিছুই না কিন্তু সমস্যা ছিলো আমার মস্তিষ্কের বাইরে, কিছুই না কিন্তু এর ভিতরে ছিলে অলৌকিক ঘটনা।

১৫ At The Pioneer Cafe
পায়োনিয়ার কাফেতে

সবুজ আর কালো ব্যতিত আর কোনো রং নেই দেয়াল সবুজ আকাশ কালো (কোনো ছাদ নেই) তারা সবুজ বিধবা সবুজ তবে তার চুল কালোর মতো কালো। একটা উঁচু উঁচু চেয়ারে বিধবা বসে আছে চেয়ারটা সবুজ আসনটা কালো বিধবার চুল মাঝখান থেকে ভাগ করা এটা সবুজ বাঁয়ে ও ডানে কালো। আকাশের মতো উঁচু চেয়ারটা সবুজ আসনটা কালো বিধবার হাত মৃত্যুর মতো লম্বা এর চামড়া সবুজ আঙুলের নোখ বড় বড় আর তীক্ষ্ণ আর কালো। দেয়ালের মাঝখানে শিশুরা সবুজ দেয়াল সবুজ বিধবার হাত সাপের মতো নেমে আসছে সাপটার রং সবুজ শিশুরা ভয়ে চিৎকার করছে আঙুলের নোখ কালো; শিশুরা চিৎকার করছে দৌড়াচ্ছে বিধবার হাত তাদের চারপাশে প্যাঁচিয়ে ধরেছে সবুজ ও কালো। এখন একজন একজন করে শিশুরা বিধবার হাতে এক এক করে তুলে নিচ্ছে শিশুদের সবুজ তাদের রক্ত কালো এক একজন করে হাতটা শিশুদের আকাশের সমান উঁচুতে তুলে নেয় আকাশ কালো কোনো নক্ষত্র নেই বিধবা হাসে তার জিভ সবুজ কিন্তু তার দাঁত কালো। এবং শিশুরা বিধবার হাতে ছিঁড়ে দু'টুকরো হয় যে হাত শিশুদের ছেঁড়া অংশ পাকাতে পাকাতে ছোট বল বানিয়ে ফেলে বল সবুজ রাত্রি কালো। এবং দেয়ালের মধ্যে ছোট ছোট বল উড়ে বেড়ায় শিশুরা চিৎকার করে একজনের পর একজন বিধবার হাতে। এবং একটা কোণে বাঁদর আর আমি (দেয়াল সবুজ আর ছায়াকালো) হামাগুড়ি দিই প্রশস্ত উঁচু দেয়ালে সবুজ বিবর্ণ হতে হতে কালো হয়ে যায় কোনো ছাদ নেই এবং বিধবার হাত আসে একের পর এক শিশুরা চিৎকার করে আর ম্ম্ফ্ফ্ আর ছোট বল আর হাত আর চিৎকার আর ম্ম্ফ্ফ্ আর কালোর ছলকে ওঠা দাগ। এখন কেবলমাত্র সে আর আমি আর কোনো চিৎকার নয় বিধবার হাত আসে শিকারে শিকারে চামড়া সবুজ নোখ কালো কোণের দিকে শিকারে যখন আমরা কোণের ভিতর সেঁধিয়ে যাই আমাদের চামড়া সবুজ আমাদের ভীতি কালো এবং এখন হাত আসছে ধরতে ধরতে আর সে আমার বোন ঠেলে আমাকে কোণ থেকে বের করে দেয় সে থেকে যায় হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে নোখ বাঁকা হয়ে যাচ্ছে চিৎকার আর ম্ম্ফ্ফ্ আর কালোর উচ্ছ্বাস আর আকাশের মতো উঁচু আর

AMARBOI.COM

হাস্যময় বিধবা কাঁদছে আমি পাক খেতে খেতে ছোট বলে পরিণত হচ্ছি বল সবুজ আর বাইরে রাতের মধ্যে রাত কালো...

জ্বর আজ ছেড়েছে। দুই দিন ধরে (আমাকে বলা হয়েছে) পদ্ম সারারাত জেগে বসে থেকেছে, ভেজা শীতল কাপড় দিয়েছে আমার কপালে, বিধবার হাতের স্বপ্ন আর আমার কম্পনে আমাকে ধরে রেখেছে; দুইদিন ধরে সে নিজেকে দোষারোপ করেছে অজানা গাছগাছড়ার প্রতি তার অনুরাগের কারণে। 'কিন্তু,' আমি তাকে পুনরায় নিশ্চিত করি, 'এইবার, শেকড়বাকড়ের জন্যে আমার জ্বর আসেনি।' আমি এই জ্বরকে চিনি; এটা আমার ভিতর থেকে আসে এবং অন্যখান থেকে নয়; ঠিক এইরকম জ্বরেই আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম আমার দশম জন্মদিনে, এবং দুইদিন বিছানায় ছিলাম; এখন, যেহেতু আমার মধ্যে আমার স্মৃতি ফিরে আসছে, সেই সাথে এই পুরনো জ্বর ও ফিরে এসেছে। 'চিন্তা করো না,' আমি বলি, 'আমি এই জীবানুকে আক্রান্ত হয়েছি প্রায় একুশ বছর আগে।'

আমরা নিঃসঙ্গ নই। কাসুন্দি কারখানায় সকাল; তারা আমার পুত্রকে নিয়ে এসেছে আমাকে দেখতে। কেউ একজন (চিন্তা নেই কে) আমার বিছানার পাশে দাঁড়ায় পদ্মর পাশে, তাকে ধরে আছে হাতে। 'বাবা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তুমি সুস্থ, তুমি জানো না অসুস্থতার সময় কি বলছিলে তুমি।' কেউ একজন উকণ্ঠিতভাবে কথা বলে, চেষ্টা করছে সময়ের আগে আমার গল্পের মধ্যে তার পথ জোর করে ঢোকাতে; কিন্তু তাতে কাজ হয় না... কেউ একজন, যে প্রতিষ্ঠা করেছিলো এই কাসুন্দি কারখানা আর এর বোতলজাত করার কাজ, যে আমার অযন্ত্রণাদায়ক শিশুকে দেখাশোনা করে আসছে, যেমন মাত্র একবার... অপেক্ষা করো! সে প্রায় উষ্ণভাবে এটা আমার ভিতর থেকে বের করে দেয় তখন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে নিজের সম্পর্কে আমার রঙ্গ এখনো বহাল রয়েছে, জ্বর হোক বা না হোক! কেউ একজন মাত্র পিছনে পা ফেলবে এবং ছদ্মনামের মধ্যে আবৃত হয়ে থাকবে যতক্ষণ না তার পালা আসে; এবং তা হবে না যতক্ষণ না একেবারে শেষ হয়। আমি তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নই পদ্মর দিকে তাকানোর জন্যে। 'ভেবো না,' আমি আশ্বস্ত করি তাকে, 'যে যেহেতু আমার জ্বর হয়েছিলো, যা তোমাকে আমি বলেছি তা পুরোপুরি সত্য নয়। সবকিছু ঘটেছে ঠিক যেমন আমি বর্ণনা দিয়েছি।'

'ও খোদা, তুমি আর তোমার গল্প,' সে চিৎকার করে, 'সারা দিন, রারা রাত– তুমি নিজেকে অসুস্থ করেছো! একটু সময় মামো, না, কিসে এটা আঘাত দেবে?' আমার ঠোঁট আমি স্থির করে রাখি; আর এখন সে, মেজাজের এক হঠাৎ পরিবর্তনে : 'কাজেই, আমাকে এখন বলো, জনাব : কোনো কিছু তুমি চাও?'

'সবুজ চাটনি,' আমি অনুরোধ করি, 'উজ্জ্বল সবুজ– ঘাসফড়িঙের মতো সবুজ।' এবং কেউ একজন যার নাম উল্লিখিত হবে না মনে করে আর পদ্মকে বলে (কোমল স্বরে যা কেবল রোগশয্যা আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়) 'আমি জানি উনি কি বোঝাতে চাইছেন।'

... কেন, এই সংকটজনক মুহূর্তে যখন সমস্ত ধরনের বিষয় প্রতীক্ষা করছিলো বর্ণিত হবার– যখন পায়োনিয়ার কাফে ছিলো খুবই কাছে, আর হাঁটু ও নাকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা–

কথোপকথনের মধ্যে আমি কি একটা সংযুক্ত করেছি? (কেন আমি সময় নষ্ট করবো, এই অবস্থায়, একটা সংরক্ষণে, যখন আমি ১৯৫৭ সালের নির্বাচন বর্ণনা করছি– যখন সারা ভারত অপেক্ষা করছে, একুশ বছর আগে, ভোট দেবার জন্যে?) কারণ আমি বাতাস গ্রহণ করি; আর, আমার দর্শনার্থীদের নীরব অভিব্যক্তির পিছনে, বিপদের একটা তীব্র গন্ধ পাই। আমি চেষ্টা করি নিজেকে রক্ষা করতে; তবে আমি চাহিদা জানাই চাটনি সহযোগিতার...

দিনের আলোয় আমি তোমাকে কারখানাটি দেখায়নি এ পর্যন্ত। এটা অবর্ণিত অবস্থায় রয়েছে : সবুজ কাঁচের জানলার ভিতর দিয়ে, আমার কক্ষটা দেখায় একটা লোহার ক্যাটওয়াকের মতো তারপর নেমে গেছে রান্নাঘর পর্যন্ত, যেখানে তামা ভ্যাটস্ ও সিথ, যেখানে শক্তিশালী বাহুবিশিষ্ট নারীরা কাঁঠের সিঁড়িতে পা রেখে দাঁড়ায়। তখন সকালের রোদ রেলসড়কে ঝিলিক দিচ্ছে। দিনের বেলায়, আমাদের জাফরান-ও-সবুজ নিওন দেবী কারখানার দরোজার ওপর নাচ করে না। আমরা সুইচ বন্ধ করি বিদ্যুৎ বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু ইলেকট্রিক ট্রেন এই বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে : হলুদ-আর-বাদামি লোকাল ট্রেন দক্ষিণে যাত্রা করে এখন বরিভলি দাদার-এর থেকে, কুরলা আর রেসিন রোডের থেকে। আমি অস্বীকার করবো না, কারখানার দেয়ালের মধ্যে, তুমি দেখবে কিছু মাছি। কিন্তু গিরগিটিও আছে, সিলিং-এ ঝুলে থাকে উল্টো হয়ে... শব্দও অপেক্ষা করে থাকে শ্রবণের : পাত্রের ঠনঠন উচ্চস্বরে গান, কর্কশ কথাবার্তা মহিলাদের নির্লজ্জ কৌতুক; তীক্ষ্ণ নাক, পাতলা-ঠোঁট ওভারসিয়ারদের হট্টগোল এবং ট্রেনের তাড়া, এবং মাছির ভনভনানি... অন্যদিকে ঘাসফড়িং-সবুজ চাটনি বের হয়ে আসে পাত্র থেকে, ধোয়া-মোছা প্লেটে করে নিয়ে আস হয়, অন্যান্য প্লেটের সঙ্গে গাদা করে রাখা হয় স্থানীয় ইরানি শপের স্ন্যাক্সের সাথে; এদিকে, আমি, আমার অফিসের বিছানায় একা, সতর্কতার সাথে বুঝতে পারি যে বাইরে যাবার বিষয়টি পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

'... তুমি যখন শক্তিশালী,' কেউ একজন বলছে যার নাম উচ্চারিত হবে না, 'এলিফ্যান্টায় একটা দিন, কেন নয়, চমৎকার ভ্রমণ একটা মোটর-লঞ্চে, আর ওইসব গুহা যেখানে আছে অতিশয়-সুন্দর সব নকশা খোদাই করা; কিংবা জুহু সৈকত, সাঁতার কাঁটা আর নারকেল-দুধ আর উষ্ট্রদৌড়; কিংবা আরে মিল্ক কলোনি, এমন কি!...' এবং পদ্ম : তাজা বাতাস, হ্যাঁ, আর পুচকেটা ওর বাবার সাথে থাকতে খুবই পছন্দ করবে।' এবং কেউ একজন, আমার পুত্রকে তার মাথার ওপর উঁচু করে : 'সেটাই, অবশ্যই, আমরা সবাই যাবো। দারুন বনভোজন; দারুন দিন বাইরের। বাবা, এতে তোমার ভালো হবে...'

চাউনি আসে, বাহক বাহতি, আমার কক্ষে। আমি দ্রুত এইসব পরামর্শ থামিয়ে দিই। 'না,' আমি প্রত্যাখ্যান করি। 'আমাকে কাজ করতে হবে।' আর আমি দেখতে পাই পদ্ম ও কেউ একজন পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে; আর আমি দেখি যে সন্দিগ্ধ হয়ে আমি ঠিকই করেছি। কারণ এর আগেও একবার বনভোজনের প্রস্তাব দিয়ে আমাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছিলো! একদা আগে, মিথ্যা হাসি আর আরে মিল্ক কলোনির প্রস্তাব আমাকে

AMARBOI.COM

বোকা বানিয়েছিলো দরোজার বাইরে যাওয়ায় ও মোটর কারে বড়ায়; এবং তার পর আমি এটা জানাল আগেই অনেকগুলো হতে আমাকে ধরে ফেলেছিলো, তারপর হাসপাতালের করিডোর ও ডাক্তার ও নার্সরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো যথাস্থানে, অন্যদিকে আমার নাকে একটা মাস্ক লাগিয়ে দেয়া হয়েছিলো এ্যানেস্থেটিক দেবার জন্যে আর একটা কণ্ঠস্বর বলেছিলো, সংখ্যা গণনা করো এখন, গণনা করো দশ পর্যন্ত... আমি জানি তারা কি পরিকল্পনা করছে। 'শোনো,' আমি ওদের বলি, 'ডাক্তারদের আমার দরকার নেই।'

এবং পদ্ম, 'ডাক্তার? কে বলছে...' তবে সে কাউকে বোকা বানাচ্ছে না; আর একটু মৃদু হেসে আমি বলি, 'এখানে : প্রত্যেকে : একটু চাটনি নাও। আমি তোমাদের অবশ্যই কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো।' এবং যখন চাউনি– সেই একই চাটনি যা, ১৯৫৭ সালের ফেলে আসা দিনে, আমার আয়া মেরি পেরেইরা দারুণ নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করে ছিলো; ঘাসফড়িং-সবুজ চাটনি যা চিরকাল সেইসব দিনের সাথে সংযুক্ত তাদের নিয়ে যায় আমার অতীতের জগতে, আমি তখন কথা বলি তাদের উদ্দেশে, কোমলভাবে এবং এক মিশ্রনের দ্বারা যা আমাকে সবুজ ওষুধে আক্রান্ত লোকদের হাত থেকে দূরে রাখবে। আমি বলি : 'আমার পুত্র বুঝবে। যে কোনো জীবন্ত প্রাণীর পক্ষে যতটুকু সম্ভব, আমি ওর জন্যে আমার গল্প বলছি, যাতে করে পরবর্তীতে, যখন আমি ফাটলের বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম হারিয়ে ফেলবো, সে জানতে পারবে। নৈতিকতা, বিচার, চরিত্র... সব শুরু হয় স্মৃতি থেকে... আর আমি কার্বন রেখে চলেছি।'

কাঁচা মরিচের পাকোরাসের ওপর সবুজ চাটনি, কারো জিভে অদৃশ্য হচ্ছে; ঘাস-ফড়িং সবুজ চাপাতির ওপর, অদৃশ্য হচ্ছে পদ্মর ঠোঁটের পিছনে। আমি তাদের দুর্বল হতে আরম্ভ করেছে দেখতে পাই, এবং চাপ দিই। 'আমি তোমাদের সত্য বলেছি,' আমি আবারও বলি, 'স্মৃতির সত্য, কারণ স্মৃতির নিজেরই বিশেষ ধরন আছে। সে নির্বাচন করে, বাতিল করে, গৌরবান্বিত করে, আর মূল্যায়নও করে; কিন্তু শেষে সে তার নিজের বাস্তবতা নির্মাণ করে, তার সাধারণত ঘটনার সংস্করণ; আর কোনো মানব সত্তা অন্য কারো সংস্করণে আস্থা আনতে পারে না তার নিজেরটার চেয়ে বেশি।' হ্যাঁ : আমি বললাম প্রকৃতিস্থ। আমি জানি তারা কি ভাবছিলো : 'প্রচুর ছেলেমেয়ে কাল্পনিক বন্ধু আবিষ্কার করে; কিন্তু এক হাজার এক! ওটা একেবারে উন্মত্ততা!' মধ্যরাতের শিশুরা আমার বর্ণনায় এমন কি পদ্মর বিশ্বাসও নাড়িয়ে দেয়; কিন্তু আমি তাকে বাস্তবে নিয়ে আসি, আর এখন বাইরে বেড়াতে যাওয়া নিয়ে আর কোনো কথা নেই।

আমি কিভাবে তদের প্রভাবিত করি : আমার ছেলের কথা বলে, যার প্রয়োজন আছে আমার জীবনবাহিনী শোনার; স্মৃতির কর্মের ওপর আলোর ছায়াপাত করে; এবং অন্যান্য যন্ত্র দিয়ে, কিছু সৎ, অন্যগুলো শেয়ালের মতো। 'এমন কি মুহাম্মদ,' আমি বলি, 'প্রথমে নিজেকে পাগল বলে বিশ্বাস করেছিলেন : তুমি কি মনে করো এই ধারণা কখনো আমার মন অতিক্রম করেনি? কিন্তু রসুল তার খাদিজাকে পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন আবু-

বক্‌র্‌কে, তার আহবানের খাঁটিত্ব সম্পর্কে তাকে আশ্বস্ত করতে; কেউ তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি খুনি ডাক্তারদের হাতের মধ্যে তুলে দিয়ে।' এতক্ষণে, সবুজ চাটনি তাদের পূর্ণ করে ফেলেছে বহু বছর আগের ভাবনায়; আমি তাদের মুখে অপরাধের ছায়া দেখতে পাই, আর লজ্জা। 'সত্য কি?' আমি বাগ্মিতার মোম লাগিয়ে দিই।

যিশু কি কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন? হিন্দুরা কি মেনে নেয়নি– পদ্ম–যে বিশ্ব এক ধরনের স্বপ্ন; যে ব্রহ্মা স্বপ্ন দেখে, মহাবিশ্বের স্বপ্ন দেখছে; ওই স্বপ্নের জাল ভেদ করে আমরা কেবল অস্পষ্ট দেখতে পাই, যা হচ্ছে মায়া। মায়া,' আমি বক্তৃতার ঢঙে বদলে নিই কণ্ঠস্বর, 'হতে পারে সীমা-নিরূপিত সমস্ত বিভ্রমের মতো; ভূত, বিভ্রম, মরীচিকা, ভেলকি, বিভিন্ন বিষয়ের অনুরূপ গঠন : এই সমস্তই হলো মায়ার অংশ। যদি আমি বলি যে নির্দিষ্ট বিষয় স্থান নিয়েছে যা তুমি, ব্রহ্মার স্বপ্নে নিখোঁজ, দেখবে বিশ্বাস করা কঠিন, তখন তাহলে আমাদের মধ্যে কে ঠিক? আরো কিছু চাটনি নাও,' আমি যোগ করি, নিজেও খানিকটা নিই। 'এটার স্বাদ খুব ভালো।'

পদ্ম কাঁদতে শুরু করে। 'আমি কখনো বলিনি আমি বিশ্বাস করি না,' সে কাঁদে। 'অবশ্যই, প্রত্যেক মানুষই তার নিজের মতো করে নিজের কাহিনী বলবে; কিন্তু...'

'কিন্তু,' আমি উপসংহার টেনে দেবার মতো করে বলি, 'তুমিও— নয় কি— জানতে চাও কি ঘটেছে? স্পর্শ না করেই নাচে যে হাত সেই হাত সম্পর্কে, আর হাঁটু? এবং পরে, কমাণ্ডার সবরমতির অদ্ভুত ব্যাটন, এবং অবশ্যই বিধবা? এবং শিশুরা কি হয়েছিলো তাদের?' এবং পদ্ম মাথা নাড়ে। ডাক্তার খুনিদের পক্ষে অনেক বেশি। আমাকে লিখতে হবে। (একাকী, কেবল আমার পায়ের কাছে পদ্ম ছায়া।) চাটনি ও বক্তৃতা, ধর্মশ্রাস্ত্র আর কৌতুহল : এই সব বিষয় আমাকে রক্ষা করেছিলো। আর আরও একটি এটাকে বলে শিক্ষা, বা শ্রেণী-উৎস; মেরি পেরেইরা হলে এটাকে বলতো আমার 'বেড়ে ওঠা'। আমার বিদ্যা প্রদর্শনের দ্বারা এবং আমার উচ্চারণের বিশুদ্ধতার দ্বারা, আমি তাদের লজ্জায় ফেলে দিই আমাকে বিচার করার চেষ্টার জন্যে; খুব ভালো কিছু নয়, কিন্তু কোণের দিকে যখন এ্যাম্বুলেন্স অপেক্ষা করে, তখন সবই নিষ্কলংকে। (ওটা ছিলো : আমি গন্ধ পেয়েছিলাম।) এখনো– আমার একটা মূল্যবান সতকবাণী আছে। একজনের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যজনের ওপর চাপানো একটা বিপদজনক খেলা।

পদ্ম ঃ যদি তুমি আমার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সামান্য অনিশ্চিত থাকো, বেশ, সামান্য অনিশ্চয়তা কিছু খারাপ জিনিস নয়। সুনিশ্চিত পুরুষেরা ভয়ংকর কাজ করে থাকে। মহিলারাও।

ইতোমধ্যে, আমার বয়স দশ বছর, আর আমার মায়ের গাড়ির বুটে কিভাবে লুকিয়ে থাকতে হয় তা নিয়ে কাজ করছি।

সেটা ছিলো সেই মাস যখন সাধু পুরুষোত্তম (যাকে আমি কখনো আমার ভিতরের জীবনের কথা বলিনি) শেষ পর্যন্ত তার অবিচল অস্তিত্ব হতাশ করলো এবং আত্মহননকারি

www.amarboi.com

হিক্কার সাথে সংযুক্ত হলো যা পুরো একটা বছর তাকে পীড়িত করলো, যখন তখন তার দেহ কয়েক ইঞ্চি শুন্যে ওঠালো যার ফলে পানিতে টাক হয়ে যাওয়া তার মাথা টক্কর খেতো বাগানের ট্যাপের সাথে, এবং শেষ পর্যন্ত তাতেই তার মৃত্যু হয়। আমি যখন প্রায়শ সন্ধ্যা বেলায় বাকিংহাম ভিলার বাগানে দাঁড়াই, দেখি আকাশ অতিক্রম করছে স্পুৎনিক, আর তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন অনুভব করি লাইকার মতো, প্রথম ও এখনো পর্যন্ত একমাত্র কুকুর যাকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছিলো (ব্যারনেস সিমকি ভন ডের হেইডেন, সিফিলিস আক্রান্ত হবার অল্পদিন পরে, আমার পাশে বসে তার এ্যালসেশিয়ান চোখে স্পুৎনিক-২-এর উজ্জ্বল আলো লক্ষ্য করে– তখন সময়টা ছিলো মহাশূন্য প্রতিযোগিতার বিপুল উৎসাহ); যখন এভি বার্নস ও তার দল আমার ক্লকটাওয়ার দখল করে নেয়, এবং ওয়াশিং-চেস্ট নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, তাই গোপনীয়তা আর পাগলামির খাতিরে আমি সীমিত করতে বাধ্য হয়েছিলাম মধ্যরাতের শিশুদের কাছে যাওয়া আমাদের ব্যক্তিগত, নীরব সময়ে– আমি প্রতি মধ্যরাতে তাদের সাথে যোগাযোগ করতাম, কেবল মধ্যরাতে, ওই সময়ে যা অলৌকিক ঘটনার জন্যে সংরক্ষিত, যা কোনোভাবে সময়ের বাইরেও; এবং যখন– আসল বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্যে আমি প্রমাণ সমাধান করি, আমার নিজের চোখের সাক্ষ্যে, ভয়ংকর ব্যাপার আমি দৃষ্টিপাত করেছিলাম আমার মায়ের ভাবনার সামনে বসে। যখন থেকে আমি ওয়াশিং- চেস্টের ভিতর লুকিয়ে দুটো অপবাদমূলক syllables শুনেছিলাম, আমি গোপন করা নিয়ে আমার মাকে সন্দেহ করছিলাম তখন থেকে; তার ভাবনা প্রক্রিয়ার মধ্যে আমার অনুসন্ধান আমার সন্দেহকে নিশ্চিত করে; তো এটা ছিলো আমার চোখে একটা কঠিন ঝিলিক এবং ইস্পাতসুলভ সুদৃঢ়তা, যে আমি ইশকুল শেষে এক বিকেলে সনি ইব্রাহিমের সাথে দেখা করতে যাই, তার সাহায্য তালিকাভুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

সনিকে তার কামরায় আমি পাই, স্প্যানিশ ষাঁড়ের লড়াইয়ের পোস্টারে পরিবেষ্টিত, নিজে নিজেই খেলছে ইনডোর ক্রিকেট। আমাকে দেখতে পেয়ে সে নিরানন্দভাবে চিৎকার করে উঠলো, 'এই যে ম্যান আমি এভির ব্যাপারে ভয়ানক দুঃখিত ম্যান সে কারো কথা শুনবে না ম্যান তুমি কি ছাই করবে তাকে নিয়ে?'... কিন্তু আমি একটা নিয়মানুবর্তি হাত তুলি, নির্দেশ করি নীরবতার।

'ওসবের সময় নেই এখন, ম্যান,' আমি বললাম। 'বিষয়টা হলো, আমার জানা দরকার চাবি ছাড়া তালা খোলে কিভাবে।'

সনি ইব্রাহিম সম্পর্কে একটা আসল সত্য : তার সমস্ত ষাঁড়ের লড়াইয়ের স্বপ্ন সত্ত্বেও, তার প্রতিভা ছিলো যন্ত্রপাতির মধ্যে। এখন থেকে কিছু সময়, সে মেথওয়াল্ডের এস্টেটের সমস্ত বাইক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নিয়েছিলো কমিক-বই আর বিনামূল্যে fizzy পানীয় লাভের বিনিময়ে। এমন কি ইভলিন লিলিথ বার্নস পর্যন্ত তার প্রিয় ইণ্ডিয়ারাইক তার যত্নের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলো। সমস্ত যন্ত্রপাতি, মনে হতো, জিতে নেয়া হয়েছিলো নির্দোষ

উৎফুল্লতায় যা দিয়ে সে আদর করতো সেগুলোর সচল যন্ত্রাংশগুলো; সনি ইব্রাহিম তালা খোলার বিশেষজ্ঞে পরিণত হয়েছিলো।

এখন আমার প্রতি তার আনুগত প্রদর্শনের একটা সুযোগ পেয়ে তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'আমাকে কেবল তালাটা দেখাও, ম্যান! জিনিসটার কাছে আমাকে নিয়ে চলো!'

যখন আমরা নিশ্চিত হলাম আমাদের লক্ষ্য করা হচ্ছে না, তখন আমরা বাকিংহাম ভিলা ও সনির সান্স সুকির মাঝখানে গাড়ি চলাচলের পথে রওয়ানা করলাম; আমরা এসে দাঁড়াই আমার পরিবারের পুরনো রোভারের পিছনে; আর আমি বুটটা দেখালাম আঙুল দিয়ে। 'ওটাই সেইটা,' আমি বললাম। 'বাইরে থেকে আমি ওটা খোলার ব্যবস্থা চাই, আবার ভিতর থেকেও।'

সনির চোখ দুটো বড় বড় হলো। 'এই, তোমার কি হয়েছে, ম্যান? তুমি বাড়ি থেকে গোপনে পালাচ্ছো?'

ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে, আমি রহস্যজনক এক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলি। 'ব্যাখ্যা করতে পারবো না, সনি,' আমি বলি শান্তশিষ্টভাবে, 'সর্বোচ্চ ড্রয়ারে রক্ষিত বিশেষায়িত তথ্য।'

'ওয়াও, ম্যান,' সনি বললো, এবং আমাকে তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে দেখিয়ে দিলো একটা পাতলা গোলাপি প্লাস্টিকের ফিতের সাহায্যে কিভাবে বুটটা খুলতে হবে। 'এটা রাখো, ম্যান,'

বললো সনি ইব্রাহিম, 'আমার চেয়ে এটা তোমারই বেশি দরকার।'

একদা এক সময়ে এক মা ছিলো, মা হবার জন্যে যে তার নাম পরিবর্তন করতে রাজি হয়েছিলো; যে একটু একটু করে তার স্বামীর প্রেমে পড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলো, কিন্তু সে কখনো একটা অংশকে ভালোবাসার ব্যবস্থা করতে পারেনি, সেই অংশ যথেষ্ট কৌতুহলোদ্দীপক, যা তার মাতৃত্ব সম্ভব করেছিলো; যার পদযুগল verrucas-এর দ্বারা আক্রান্ত এবং যার বাঁধ ভার হয়েছিলো বিশ্বের অপরাধের নিচে; যার স্বামীর প্রেম-অযোগ্য অঙ্গটি ফ্রিজের প্রতিক্রিয়া থেকে আরোগ্য লাভে ব্যর্থ হয়েছিলো; এবং যে, তার স্বামীর মতো, শেষ পর্যন্ত আত্মগোপন করে টেলিফোনের রহস্যের মধ্যে, লম্বা সময় খরচ করতে থাকে রং নাম্বার কলারের কথা শুনে শুনে... আমার দশম জন্মদিনের অল্প কিছুদিন পরেই (যখন আমি আরোগ্য লাভ করেছি সেই জ্বর থেকে যা সম্প্রতি আমাকে আক্রান্ত করার জন্যে ফিরে এসেছে একুশ বছর বিরতির পর), আমিনা সিনাই শুরু করেছে হঠাৎ করে চলে যাবার সাম্প্রতিক অনুশীলন, এবং সব সময় একটা রং নাম্বারের ঠিক পরপরই, জরুরি কেনাকাটায়। কিন্তু এখন, রোভারের বুটে আত্মগোপন করে, তার সাথে ভ্রমণ করে, যে লুকিয়ে শুয়ে আছে আর সুরক্ষা পাচ্ছে চুরি করা কুশনে, তার হাতের মুঠিতে চেপে ধরে আছে গোলাপি রঙের প্লাস্টিকের একটা পাতলা ফিতে।

AMARBOI.COM

ও, ভোগান্তির শিকার! কম্পন ও ঝাঁকুনি রবারের গন্ধময় বাতাস বুটের মধ্যে! আর তাৎক্ষণিকভাবে, আবিষ্কারের ভয়... 'ধরা যাক বাস্তবিক সে কেনাকাটা করতেই যায়? বুটটা কি হঠাৎ করে খুলে যাবে? জীবন্ত মুরগির বাচ্চা কি ছুড়ে দেয়া হবে ভিতরে, পা বাঁধা এক সাথে, ডানা আটকানো, পাখিগুলো কি আমার লুকানোর গর্ত দখল করে নেবে? সে কি দেখবে আমার খোদা, আমাকে এক সপ্তাহ নিশ্চুপ থাকতে হবে!' আমার হাঁটু ঠেকে আছে আমার থুৎনির সাথে– আমি চলেছি অজানার উদ্দেশ্যে। আমার মা ছিলো একজন সাবধানি চালক; সে ধীরে গাড়ি চালায়, আর মোড় ঘোরে সতর্কতার সাথে; অন্ধকার থেকে আমার মনকে সরিয়ে নেবার জন্যে, আমি প্রবেশ করি, চরম সতর্কতার সাথে, আমার মায়ের মনের সেই অংশে যা গাড়ি চালনার দায়িত্বে নিয়োজিত, আর ফলাফল আমাদের রুট অনুসরণ করতে সমর্থ হওয়া। (এবং, তাছাড়াও, আমার মায়ের অভ্যাসগত মন বিশৃঙ্খলার একটা সতর্কসূচক। আমি ইতোমধ্যে শুরু করেছিলাম, সেইসব দিনে, মানুষের শ্রেণীবিভাগ করতে এবং আবিষ্কার করতে যে আমি সাধারণ ধরনের লোকদের পছন্দ করি, যাদের ভাবনা, একজনের থেকে আরেকজনের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে প্রবেশ করে যাতে খাবারের ভাবমূর্তি হস্তক্ষেপ করে যৌন ফ্যান্টাসি আর জীবিকা উপার্জনের গুরুত্বপূর্ণ কারবারসহ যাতে সবকিছুই সচল সব কিছুর মধ্যে এবং সচেতনতার শাদা বিন্দু ডানাহীন কীটের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে যায় একটা থেকে আরেকটা বস্তুতে... আমিনা সিনাই, যার নিয়মানুগ-প্রবৃত্তি তাকে প্রদান করেছিলো তার প্রায় অস্বাভাবিক খুঁতহীনতার একটা মস্তিষ্ক, ছিলো বিভ্রান্তির কৌতুহলোদ্দীপক এক রিক্রুট।)

আমরা উত্তরে যাচ্ছিলাম। ব্রিচ ক্যাণ্ডি হাসপাতাল ও মহালক্ষ্মী মন্দির ছাড়িয়ে। হর্নবি ভেলার্ড বরাবর বল্লভভাই প্যাটেল স্টেডিয়াম ও হাজি আলির দ্বীপ কবর অতিক্রম করে, উত্তরের দিকে যা একদা (প্রথম উইলিয়াম মেথওয়াল্ড একটা বাস্তবতায় পরিণত হবার স্বপ্নের আগে) ছিলো বোম্বে দ্বীপ। আমরা যাচ্ছিলাম বিপুল আবাসন ও জেলেদের গ্রাম ও বস্ত্র কারখানা ও ফিল্মস্টুডিওর দিকে যেগুলো মিলে নগর পরিণত হয়েছিলো এই উত্তরাঞ্চলে (এখান থেকে দূরে নয়! যেখানে আমি বসে আছি লোকাল ট্রেনের দৃষ্টি সীমার মধ্যে সেখান থেকে নয় মোটেও দূরে!)... একটা এলাকা যা ছিলো, সেইসব দিনে, আমার সম্পূর্ণ অচেনা; আমি খুব দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম এবং তখন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলাম যে আমি হারিয়ে গেছি! অবশেষে, ড্রেইন-পাইপে ঘুমানো লোকজন, বাইসাইকেল মেরামতের দোকান এবং ছেঁড়াখোঁড়া মানুষ ও বালকে পরিপূর্ণ একটা সাইড-স্ট্রিটে এসে, আমরা থামলাম। আমার মা গাড়ি থেকে নামলে শিশুদের দল তাকে ঘিরে ধরলো; সে, যে কি না একটা মাছিকেও হুস করে তাড়ায়নি কখনো, ছোট মুদ্রা বের করে তাদের দেয়, এতে ভিড় আরও বিপুল আকারে বৃদ্ধি পায়। সে তাদের থেকে নিজেকে ঠেলে সামনে এগিয়ে যায় সড়ক ধরে; একটা বালক আকুতিমিনতি করছিলো, 'গাড়িটা মুছতে হবে, বেগম? এক নম্বর এ-ক্লাস পালিশ, বেগম? আমি গাড়ি পাহারা দেবো

আপনি না ফেরা পর্যন্ত, বেগম? আমি খুব ভালো পাহারাদার, জিজ্ঞেস করুন যে কাউকে!'... কিছুটা ভীতির মধ্যে, আমি তার উত্তর শোনার জন্যে কান খাড়া করি। একটা পাহারাদার রাস্তার ছেলের চোখের সামনে আমি কিভাবে বুট থেকে বেরিয়ে আসবো? তাছাড়া আমার আত্মপ্রকাশ সড়কে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে... আমার মা বললো, 'না।' সে দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে সড়কে। পালিশ করতে ও পাহারাদার হতে চাওয়া ছেলেটি ক্ষান্ত দিলো। এরপর সমস্ত চোখ দ্বিতীয় আরেকটি চলন্ত কারের ওপর নিবদ্ধ হলো। গাড়িটা থামলে একজন ভদ্রমহিলা নেমে এলো আর পয়সা ছড়াতে লাগলো বাদামের মতো; আর সেই অবসরে আমি আমার গোলাপি প্লাস্টিক দিয়ে তালা খুলে ফেললাম আর বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। আমার মা যেদিকে গেছে সেদিকে হাঁটতে শুরু করলাম, এবং এসে পৌঁছালাম, কয়েক মিনিট পর, পায়োনিয়ার কাফে-তে। জানলায় অপরিষ্কার কাঁচ; টেবিলের ওপর অপরিষ্কার গেলাস পায়োনিয়ার কাফে মোটেও তেমন কিছু নয় যখন তুলনা করা হয় নগরীর অধিক চাকচিক্যময় অংশের গেলর্ডস্ এবং কোয়ালিটিস-এর সাথে। একটা সত্যিকার সংযোগ, সাথে বোর্ডের ওপর লেখা LOVELY LASSI এবং FUNTABULOUS FALOODA এবং BHEL-PURI BOMBAY FASHION, ক্যাশ-টিলের পাশে রাখা একটা সস্তা রেডিও থেকে ভেসে আসছে হিন্দি ছায়াছবির গান, লম্বা সংকীর্ণ সবুজাভ একটা কক্ষ, একটা নিষিদ্ধ জগৎ যেখানে দাঁত-ভাঙা লোকেরা বসে আছে রেক্সিন-আচ্ছাদিত টেবিলে হাতে কার্ড নিয়ে আর ভাবলেশহীন চোখে। কিন্তু এর সমস্ত প্যাঁচ-ঘোঁচের উদন্তের জন্যে, পায়োনিয়ার কাফে ছিলো অনেক স্বপ্নের এক অবস্থান প্রত্যেক সকালের শুরুতেই, এটা পূর্ণ হয়ে যায় নগরীতে কখনো-সুবিধা করতে না পারা সেরাদের ভিড়ে, সমস্ত গুণ্ডা ও আক্সি-চালক ও ছোটখাটো চোরকারবারি ও ঘোড়দৌড়ের দালালরা একদা যারা, অনেক দিন আগে, নগরীতে এসেছিলো চলচ্চিত্রের দালালরা stardom-এর স্বপ্ন নিয়ে, কদর্য বাড়ির ও কালো টাকা পেমেন্টের; কারণ প্রতিদিন সকাল ছয়টায়, প্রধান স্টুডিও থেকে সেদিনের শুটিং-এর জন্যে এক্সট্রাদের বেছে নেবার জন্যে পায়োনিয়ার কাফেতে লোক পাঠাতো। প্রতিদিন সকালে আধঘণ্টা, যখন ডি. ডব্লিউ. রাম স্টুডিওস ও ফিল্মিস্তান টকিজ ও আর কে ফিল্মস তাদের কাংখিতলোকদের নিয়ে যায়, পায়োনিয়ার কাফে তখন সমগ্র নগরীর উচ্চাকাংখা ও আশার ফোকাস; তারপর স্টুডিওর স্কাউটরা চলে গেলে, দিনের ভাগ্যাবানদের নিয়ে, এবং কাফে শূন্য হয়ে পড়ে গতানুগতিক ধারায়, নিওন-আলোকিত কক্ষ মধ্যাহ্নভোগের সময়। ভিন্ন ধরনের এক প্রস্থ স্বপ্ন কাফের মধ্যে প্রবেশ করে, অপরাহ্ন কাটাতে পিঠ-কুঁজো করে তাশ খেলে আর চমৎকার লাসসি ও কড়া বিড়ি সহযোগে ভিন্ন স্বপ্ন নিয়ে ভিন্ন মানুষ : আমি তখন এটা জানতাম না, কিন্তু অপরাহ্নের পায়োনিয়ার ছিলো কম্যুনিস্ট পার্টির একটা কুখ্যাত গোপন স্থান তখন অপরাহ্ন; আমি আমার মাকে পায়োনিয়ার কাফেতে ঢুকতে দেখি; তাকে অনুসরণ করার সাহস না পেয়ে, সড়কে আমি দাঁড়িয়ে থাকি, জানলার শার্সির

মাকড়শার জালভর্তি একটা কোণে নাক চেপে ধরি; আমার কৌতুহলকর দৃষ্টিপাতের তোয়াক্কা করি না– কারণ আমার চোখের শাদা অংশ, যদিও বুটের দাগ-লাগা, কখনো কম শাদা ছিলো না; আমার চুল, ছিলো পরিপাটি তেল-দেয়া; আমার জুতো তখনো অতিশয় চমৎকার আমি তাকে আমার চোখ দিয়ে অনুসরণ করি যখন সে ভিতরে যায় দ্বিধার সঙ্গে এবং কঠিন চোখের লোকদের অতিক্রম করে; আমি দেখি আমার মা একটা ছায়াচ্ছন্ন টেবিলে বসে সংকীর্ণ জায়গাটির একেবারে দূরপ্রান্তে; এবং তারপর আমি দেখতে পাই সেই লোকটাকে যে তাকে স্বাগত জানাতে উঠে দাঁড়ায়।

তার মুখের চামড়া ভাঁজ খেয়েছে যাতে বোঝা যায় যে একদা তার ওজন ছিলো মাত্রতিরিক্ত; তার দাঁত পানের দাগ-লাগা। সে পরে আছে বোতামের ঘরের চারপাশে লখনৌ-এর কাজ করা পরিষ্কার শাদা কুর্তা। তার চুল লম্বা, কবিসুলভ লম্বা, তার কানের ওপর দিয়ে ঝুলছে কিন্তু তার মাথার চাঁদি টাক পড়া ও চকচকে। নিষিদ্ধ syllables আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয় : না। দির। নাদির। আমি উপলব্ধি করি যে আমি বেপরোভাবে ইচ্ছা করি যে আমার জন্যে আমি কখনো কৃতসংকল্প হবো না।

একদা এক কালে ছিলো একজন গুপ্ত স্বামী যে পালিয়ে গিয়েছিলো, তালাকের প্রিয় বার্তা রেখে; একজন কবি যার কবিতায় ছন্দ ছিলো না, যার জীবন রক্ষা করেছিলো পোষা কুকুররা; একটি হারানো দশকের পর সে আত্মপ্রকাশ করে খোদা জানে কোত্থেকে, তার চামড়া ঝুলে পড়েছিলো স্মৃতিতে; এবং, তার একদা-এক-কালের স্ত্রী মতো, সেও নতুন একটি নাম গ্রহণ করেছিলো... নাদির খান এখন কাসিম খান, কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার আনুষ্ঠানিক প্রার্থী। লাল কাসিম। কোনো কিছুই অর্থবিহীন নয় : কোনো কারণ ছাড়া গাল আরক্তিম হয় না। আমার মামা হানিফ বলেছিলো 'কম্যুনিস্টদের প্রতি লক্ষ্য রেখো!' আর আমার মা লাল হয়ে উঠেছিলো; রাজনীতি আর প্রবল আবেগানুভূতি একত্রিত হয়েছিলো তার গালে... পায়োনিয়ার কাফের জানলার অপরিষ্কার, চৌকো, কাঁচের সিনেমা স্ক্রিনের ভিতর দিয়ে, আমি লক্ষ্য করি আমিনা সিনাই ও এখন-আর-নাদির-নয় অভিনয় করছে তাদের ভালোবাসার দৃশ্য; খাঁটি এ্যামেচারের নৈপূণ্য নিয়ে তারা অভিনয় করছে।

রেক্সিনে-বাধানো টেবিলের ওপর, এক প্যাকেট সিগারেট; স্টেট এক্সপ্রেস ৫৫৫। সংখ্যাও লক্ষণনীয় : ৪২০, জোচ্চোরদের নাম; ১০০১, রজনীর সংখ্যা, জাদুর, বিকল্প বাস্তবতার একটা সংখ্যা কবিদের প্রিয় আর রাজনীতিকদের কাছে বিস্বাদের, যার পক্ষে দুনিয়ার সমস্ত বিকল্প সংস্করণ হলো হুমকি; এবং ৫৫৫, অনেক বছর ধরে যেটাকে আমি সবচেয়ে অশুভ সংখ্যা বলে বিশ্বাস করে আসছি, দিয়াবলের শূন্য মহা পশু, শয়তান স্বয়ং! (সাইরাস-দ্য-গ্রেট আমাকে অনুরূপ বলেছিলো, এবং আমি তার ভুল হবার সম্ভাবনা পুজো করিনি। কিন্তু সে ভুল করেছিলো : আসল শয়তানি সংখ্যা ৫৫৫ নয়, বরং ৬৬৬ : তথাপি, আমার মনে, আজ পর্যন্ত তিনটা পাঁচের চারপাশে একটা অন্ধকার ঝুলে আছে।)... কিন্তু আমি অন্যদিকে চলে যাচ্ছি। বলা বাহুল্য যে নাদির কাসিমের পছন্দনীয় ব্র্যাণ্ড ছিলো পূর্বে

উল্লিখিত স্টেট এক্সপ্রেস; পাঁচ অংকটি তিনবার লেখা হয়েছে প্যাকেটের ওপর; এবং এটার প্রস্তুতকারক ছিলো W.D. & H. O. Wills. আমার মায়ের মুখের দিকে তাকাতে অসমর্থ, আমি মনোযোগ ঘনীভূত করি সিগারেটের প্যাকেটের ওপর, প্রেমিকযুগলের দুটো শট থেকে সরে এসে নিকোটিনের এই চরম ক্লোজ-আপে।

কিন্তু এখন ফ্রেমের ভিতর প্রবেশ করে হাত– প্রথমে নাদির কাসিমের হাত, সেগুলোর কবিসুলভ কোমলতা এইসব দিনে কিছুটা মলিন; মোম-শিখার মতো জলজ্বল করছে হাত দুটো, সামনের দিকে ঝুঁকছে তারপর ঝাঁকি খেয়ে সরে যাচ্ছে পিছনে; পরবর্তীতে একজন নারীর হাত, কালির মতো কালো, clegant মাকড়শার মতো ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোয় সামনের দিকে; হাত উপরে ওঠে, রেক্সিন-মোড়া টেবিলের শীর্ষে, হাত চলাচল করে তিনটি পাঁচের ওপর, শুরু করে অদ্ভুত উত্থান, পতন, একটিকে পেঁচিয়ে ধরে অন্যটি, হাত এগিয়ে যায় স্পর্শের জন্যে– কিন্তু অবশেষে সর্বদা ঝাঁকি খেয়ে ফিরে যায়দ আঙুল এড়িয়ে যায় আঙুল, কারণ যা আমি এখানে দেখছি আমার অপরিস্কার কাচের সিনেমা-স্ক্রিনের ওপর তা হলো, সর্বোপরি, একটা ভারতীয় চলচ্চিত্র, যাতে শারীরিক মিলন নিষিদ্ধ কেননা তা পুষ্পসম ভারতীয় তরুণদের নষ্ট করে ফেলতে পারে; এবং টেবিলের নিচে পা আর টেবিলের ওপরে মুখ, পা এগিয়ে যায় পায়ের দিকে, মুখ কোমলভাবে এগোয় করে মুখের দিকে, কিন্তু নিষ্ঠুর এক সেন্সরের কাটে আকস্মাৎ ঝাঁকি খেয়ে সরে যায়...দুইজন আগুন্তুক, প্রত্যেকের রয়েছে একটি করে সিনেমার নাম যা তাদের জন্মের নাম নয়, অভিনয় করে তাদের অর্ধ-অনাকাংখিত ভূমিকা। সমাপ্তির আগেই আমি সিনেমাটি ছেড়ে আসি, পালিশ না-করা পাহারা না-দেয়া রোভারের বুটে সেঁধিয়ে পড়ার জন্যে, ইচ্ছা করি আমি এটা দেখতে যাইনি, সবটা আবার দেখতে চাওয়ার ইচ্ছা প্রতিরোধ করতেও পারি না। একদম শেষে যা আমি দেখি : আমার মায়ের হাত তুলে ধরছে চমৎকার লাসসির একটি অর্ধ-খালি গ্লাস; আমার মায়ের হাত গ্লাসটা দিচ্ছে তার নাদির-কাসিমের হাতে; সে রাখছে, গ্লাসের বিপরীত দিকে, তার নিজের করিসুলভ মুখ। তো এটা ছিলো সেই জীবন অনুকরণ করে খারাপ শিল্প, এবং আমার মামা হানিফের বোন প্রচ্ছন্ন চুম্বনের যৌন কামনা করে আনে পায়োনিয়ার কাফের সবুজ নিওন অলসাতার মধ্যে।

অংক নিষ্পত্তি করতে : ১৯৫৭ সালের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে, একটি নির্বাচনী প্রচারণার তুঙ্গে, আমিনা সিনাই আরক্তিম হলো কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার উল্লেখ করার একটি সুযোগে। তার পুত্র– যার ভাবনায় তখনো জায়গা ছিলো আরো একটি সংস্কারের, কারণ একটা দশ-বছর বসয়সী মস্তিষ্ক ধারণ করতে পারে যে-কোনো সংখ্যার নির্দিষটতা অনুসর করে তাকে নগরীর উত্তরে, এবং গোয়েন্দাগিরি করে একটা অক্ষম ভালোবাসার যন্ত্রণাপূণ দৃশ্যের ওপর (আহমেদ সিনাই শীতল হয়ে গিয়েছিলো, নাদির কাসিমেরও এমন কি যৌন অসুবিধা ছিলো না; একজন স্বামী যে একটা অফিসে নিজেকে তালাবদ্ধ রাখে আর অভিশাপ দেয়

কুকুরদের, এবং একজন সাবেক-স্বামী যে একদাখেলতো হিট-অবদ-দ্য-স্পিটুন, এই দুজনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত আমিনা সিনাই সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলো গ্লাস চুম্বনকারীনি ও হস্ত-নর্তকীতে।)

প্রশ্ন ঃ আমি কি কখনো, সেই সময়ের পর, গোলাপি প্লাস্টিকের চাকরি করেছি? আমি কি ফিরে গেছি এক্সট্রা আর মার্কসবাদিদের কাফেতে? আমি কি আমার মায়ের সাথে দ্বন্দ্বসংঘাতে লিপ্ত হয়েছি কারণ মায়ের যে কোনো ব্যাপার আছে– চিন্তা নেই একদা এক কালে সম্পর্কে– তার একমাত্র সন্তানের পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে, কেমন করে সে কেমন করে সে কেমন করে সে? উত্তর : আমি করিনি; আমি করিনি।

আমি কি করেছি : যখন সে 'কেনাকাটা' করতে যেতো, আমি নিজেকে তার ভাবনা অনুসরণ করতাম। আমার নিজের চোখে দেখা সাক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে আর উৎকণ্ঠিত ছিলাম না, আমি আমার মায়ের মাথায় চড়তাম, নগরীর সর্ব-উত্তর পর্যন্ত; আমি পায়োনিয়ার কাফেতে বসি আর লাল কাসিমের নির্বাচনী কর্মসূচি সম্পর্কে আলাপচারিতা শুনি; উপস্থিত, আমি আমার মাকে অনুসরণ করি যখন সে কাসিমের সাথে তার রাউণ্ডে যায়, এলাকার বাড়িগুলো বরাবর আসা ও যাওয়ায় (তারা কি ছিলো সেই একই ঘরবাড়ি যা আমার বাবা সম্প্রতি বিক্রি করে দিয়েছে, তাদের ভাগ্যের প্রতি তার বাড়ি করেছে পরিত্যাগ? আমিনা সিনাই কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে destitute দের মধ্যে কাজ করতো– এটা একটা ঘটনা যা কখনো তাকে চমৎকৃত করতে ব্যর্থ হয়নি।হয়তো সে এটা করতো তার নিজের জীবনের কারণে; কিন্তু দশ বছর বয়সে আমি সহানুভূতিশীল হবার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না; এবং আমার নিজের পন্থায়, আমি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম প্রতিশোধের স্বপ্ন।

কিংবদন্তির খলিফা, হারুন আল-রশিদ, ছদ্মবেশে বাগদাদের জনতার মধ্যে ঘুরে বেড়ানো খুব উপভোগ করতেন; আমি, সালিম সিনাই, আমিও গোপনে আমার নগরীর পার্শ্বপথে ঘুরতাম, কিন্তু আমি বলতে পারি না আমার অনেক মা ছিলো।

বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা, এবং তার বিশেষ করে প্রতিদিনের সমুন্নত,স্টাইলকৃত সংস্করণ এসব কলাকৌশল, যা মনেরও আকাংখা, আমি তুলেছি–অথবা হয়তো মধ্যরাতের শিশুদের সর্বাধিক নিষিদ্ধ থেকে, আমার প্রতিদ্বন্দ্বি, আমার সহগামি বদল-শিশু থেকে, উয়ি উইলি উইঙ্কির অনুমিত পুত্র : হাঁটুর শিব। সেগুলো ছিলো সেইসব কৌশল যা, তার ঘটনায়, পুরোপুরি প্রয়োগ করা হয়ে ছিলো সচেতন ভাবনা ছাড়াই, আর সেগুলোর ক্রিয়া ছিলো চমকপ্রদ সুশৃংখল জগতের একটা চিত্র সৃষ্টি করা, যাতে একজন উল্লেখ করতে পারে আটপৌরেভাবে বেশ্যাদের ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড যা সেইসব দিনে পত্রিকাগুলো পূর্ণ করতে আরম্ভ করেছিলো (যখন দেহগুলো পূর্ণ করতো গাটারদের দের), মৃত্যু, আর rummy তে পরাজয় ছিলো শিবের একটা টুকরো; যে পর্যন্ত না এই আতংকজনক, সহিংসতা, যা শেষে এসে... কিন্তু শুরু থেকে শুরু করা যাক ঃ যদিও, স্বীকার করি, এটা আমার নিজের দোষ, আমি বলতে বাধ্য যে তুমি যদি আমাকে খাঁটিভাবে একটা রেডিও হিসেবে ভাবো,

তুমি তাহলে টিউন করবে কেবলমাত্র অর্ধ সত্য। এবং যোগাযোগ করার নিমিত্তে, আর বুঝতে, মিডনাইট চিলড্রেন'স কনফারেন্সে আমার সহকর্মিদের সাথে, আমার জন্যে এটা তাড়াতাড়ি প্রয়োজন ছিলো এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে। তাদের নির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন ভাবনায় আগমন।

সামান্য কিছু সময় লেগে গেল উপলব্ধি করতে যে আমার নিজের আমার ছবি প্রচণ্ডভাবে পীড়িত ছিলো আমার নিজের আত্ম-সচেতনতার দ্বারা আমার বাইরের চেহারা সম্পর্কে; যখন আমরা উপলব্ধি করলাম কি ঘটছে, তখন আমি কনফারেন্সের সদস্যপদে উৎসাহিত করলাম, একজনের পর একজন, একটা আয়নায় চেহারার দেখতে, অথবা স্থির জলে; এবং তারপর আমরা খুঁজে বের করার ব্যবস্থা করতে পারলাম আসলেই আমরা কেমন দেখতে। একমাত্র যে সমস্যা ছিলো তাহলো আমাদের কেরালার সদস্য (যে কিনা, তুমি জানো, আয়নার ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করতে পারতো) দুর্ঘটনাক্রমে নতুন দিল্লির একটা স্মার্ট অংশে একটা রেস্তোরাঁর আয়নার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে দিলো, এবং দ্রুত পশ্চাদাপসরণ করলো; অন্যদিকে কাশ্মিরের নীল-চোখ সদস্য একটা হ্রদের মধ্যে পতিত হলো আর দুর্ঘটনাক্রমে লিঙ্গান্তর ঘটলো তার, পানিতে ডুবলো বালিকা হিসেবে আর পানি থেকে উঠে এলো চমৎকার সুন্দর একটা বালক হয়ে।

আমি যখন প্রথম শিবের সাথে নিজেকে পরিচিত করি, আমি তার মনে দেখতে পাই ইঁদুর মুখো, খাটো একজন তরুণের সন্ত্রস্ত ভাবমূর্তি এবং জগতের দেখা সবচেয়ে বড় দুটো হাঁটু।

ওই রকম একটা ছবির মুখোমুখি হয়ে, আমি আমার নিজের ভাবমূর্তিরওপর মৃদু হাসি অনুমোদন করি কিছুটা হালকা করতে; এবং শিব, আমার উপস্থিতি অনুভব করে, প্রথমে ভীষণ ক্রোধের প্রতিক্রিয়া দেখায়; ক্রোধের ভীষণ উত্তপ্ত প্রবাহ আমার মাথার ভিতরে গনগন করে; কিন্তু তারপর, 'হেই দেখ আমি তোমাকে চিনি! তুমি মেথওয়াল্ডের এস্টেটের ধনী বালক, তাই না?' এবং আমি, সমান বিস্ময়ে, উইঙ্কির ছেলে আইস্লাইমকে যে অন্ধ করেছে!' তার আত্মভাবমূর্তি গর্বে মফুলে উঠলো। 'হ্যাঁ, ইয়ার, আমিই সে। কেউ আমার সাথে লাগতে আসে না, ম্যান!' স্বীকৃতি আমাকে সংকুচিত করে দেয় নিষিদ্ধতা : 'তাই! তা কেমন আছে তোমার বাবা? সে তো আর আসে না...' এবং সে, স্বস্তির মতো, 'সে, ম্যান? আমার বাবা মারা গেছে।'

এক মুহুর্তের বিরতি; তারপর হতচাকিত– এখন ক্রোধ নয়– এবং শিব, শোনো, ইয়ার, এটা দারুন ভালো তুমি কিভাবে এটা করো?' আমি আমার মানসম্পন্ন ব্যাখ্যা দান করি, কিন্তু কয়েক মুহুর্ত পর সে বাধা দেয়, 'তাই নাকি! শোনো, আমার বাবা বলেছিলো আমিও ঠিক মধ্যরাতে জন্ম গ্রহণ করেছিলাম– কাজেই তুমি দেখ না, এটা আমাদের দুজনকে যুগ্ম সর্দার বানাচ্ছে তোমাদের এই দলের! মধ্যরাত সর্বোত্তম, একমত?– কাজেই, ওইসব অন্যছেলেরা যা আমরা বলবো তাই বরবে!' আমার চোখের সামনে

AMARBOI.COM

ভেসে ওঠে একটা দ্বিতীয় ভাবমূর্তি, আরো অধিক জরুরি, ইভলিন লিলিথ বার্নস... এই নির্দয় ধারণা খারিজ করে দিয়ে, আমি ব্যাখ্যা করি, 'কনফারেন্সের জন্যে ওটা ঠিক আমার আইডিয়া নয়; আমার মনে আরো কিছু আছে, তুমি জানো, সাম্যতার এক ধরনের ঢিলে অবিভ্যক্তি, সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি দেয়া হয়েছে মুক্ত অভিব্যক্তি...' আমার মাথার দেয়ালের চারপাশে কিছু একটা ভয়ংকর প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। 'ওটা, ম্যান, ওটা কেবল আবর্জনা। ওই রকম একটা দল নিয়ে আমরা কি করতে পারি? দলের সর্দার থাকতে হবে। তুমি আমাকে নাও–' (আবার গর্বের শ্বাস) 'আমি এখানে মাতুঙ্গায় আজ দু বছর ধরে একটা দল চালাচ্ছি। যখন আমার বয়স আট বছর। বড় বালক আর সব। তুমি ওটা কি মনে করো?' এবং আমি, অর্থ না করেই, 'কি করে এটা? তোমার দল– এটার কি কোনো নিয়ম কানুন আছে?' শিব আমার কানের পাশে উচ্চকণ্ঠে হাসে... 'হাঁ, ক্ষুদে ধনী বালক : একটা আইন। প্রত্যেকে করে আমি যা বলি কিংবা আমার হাঁটুর জোরে তাদের মল বের করে দিই!' বেপরোয়াভাবে, আমি শিবকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নিয়ে আসার ধারাবাহিক চেষ্টা চালাই ও জয়ী হই : 'ব্যাপারটা হলো, আমরা অবশ্যই এখানে এসেছি একটা উদ্দেশে, তুমি ভেবে দেখনি? আমি বলতে চাই, একটা তো কারণ রয়েছে, তুমি অবশ্যই একমত হবে? কাজেই আমি যা ভাবছি, আমাদের চেষ্টা ও কাজ করতে হবে, এবং তারপর, তুমি জানো, উৎসর্গ করা এক ধরনের আমাদের জীবনও...' 'ধনী বালক,' শিব চিৎকার করে, 'তুমি একটা ব্যাপার জানো না!' কি উদ্দেশ্য, ম্যান? সারা দুনিয়াব্যাপী কিসের কারণ, ম্যান? কি কারণে তুমি ধনী আর আমি গরিব? ক্ষুধার কারণটা কোথায়, ম্যান? ঈশ্বর জানেন কত কোটি বোকা এই দেশে বাস করে, ম্যান, আর তুমি এখানে উদ্দেশের চিন্তা করো! ম্যান, আমি তোমাকে বলবো তুমি যা পারবে তাই তুমি পাবে, যা করতে পারবে এটা নিয়ে করো, এবং তারপর তুমি মরে যাবে। সেটা হলো কারণ, ধনী বালক। সমস্ত কিছুই মাতৃ-নিদ্রা বাতাস!'

এবং এখন আমি, আমার মধ্যরাতের বিছানায় কাঁপতে শুরু করেছি 'কিন্তু ইতিহাস,' আমি বলি, 'এবং প্রধানমন্ত্রী আমাকে এটা চিঠি লিখেছিলেন... এবং তুমি এমন কি বিশ্বাস পর্যন্ত করলে না... কে জানে আমরা হয়তো...' সে, আমার বিপরীত অহংকার, শিব, ঢুকে পড়ে : 'শোনো, ক্ষুদে বালক– তুমি উন্মাদনায় পূর্ণ হয়ে আছো, আমি দেখতে পাচ্ছি এ ব্যাপারে সব নিজের হাতে নিতে যাচ্ছি আমি। তুমি এ কথা অন্যদের জানিয়ে দাও!' নাক আর হাঁটু আর হাঁটু আর নাক... প্রতিদ্বন্দ্বিতা যা শুরু হয়েছিলো ওই রাতে তা কখনো শেষ হবে না, যতক্ষণ না দুটো ছুরি কাটে, নিচেনিচেনিচে... যখন মিঞা আবদুল্লাহর আত্মা, যার ছুরি হত্যা করেছিলো অনেক বছর আগে, আমার দেহে প্রবিষ্ট হয়, ঢিলেঢালা ফেডারেলিজমের ধারণায় আমাকে পীড়িত করে এবং আমাকে বিক্ষত করে ছুরির কাছে, আমি বলতে পারি না; কিন্তু ওই পর্যায়ে আমি সাহস কুঁজে পাই এবং শিবকে বলি, 'তুমি কনফারেন্স চালাতে পারবে না; আমাকে ছাড়া, ওরা এমন কি তোমার কথা পর্যন্ত শুনবে না!'

এবং সে, যুদ্ধ ঘোষণা নিশ্চিত করে : 'ধনী বালক, তারা আমার সম্পর্কে জানতে চাইবে; তুমি পারলে চেষ্টা করো আর আমাকে থামাও!'

'হ্যাঁ,' আমি তাকে বললাম, 'আমি চেষ্টা করবো।'

শিব, ধ্বংসের দেবতা, তাছাড়াও যে দেবত্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ; শিব, মহোত্তম নর্তক; যে একটা ষাঁড়ের পিঠে চড়ে; কোনো শক্তিই যাকে ঠেকাতে পারে না... বালক শিব, সে আমাদের বলেছিলো, তার প্রথম দিনগুলোয় বাঁচার জন্যে লড়াই করেছিলো। এবং এক বছর আগে তার বাবা যখন পুরোপুরি তার গায়কি গলা হারিয়ে ফেলেছিলো, শিবকেও লড়াই চালাতে হয়েছিলো তার আত্মরক্ষার জন্যে। 'সে আমার চোখ বেঁধে ফেলেছিলো, ম্যান! সে আমার চোখে একটা কাপড় মুড়ে দেয় আর আমাকে একটা ঘরের ছাদে নিয়ে আসে, ম্যান! তুমি জানো তার হাতে কি ছিলো? একটা সিস্টার স্লিপিং হাতুড়ি, ম্যান! একটা হাতুড়ি! বেজন্মাটা আমার পা গুঁড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলো, ম্যান– এটাই গটে থাকে, তুমি জানো, ধনী বালক, তারা বাচ্চাদের এমন করে হাত -পা ভেঙে দিয়ে তাদের দিয়ে ভিক্ষা করার পয়সা রোজগারের জন্যে– তুমি বেশি বেশি রোজগার করতে পারবে যদি সবটাইতোমার ভাঙাচোরা হয়, ম্যান! তাই আমাকে ছাদে না শেয়া পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়, ম্যান; এবং তারপর–' এবং তারপর হাতুড়ি নেমে আসে হাঁটু বরাবর যে কোনো পুলিশের চেয়েও দ্রুত, একটা সহজ লক্ষ্য, কিন্তু এখন হাঁটু জোড়া এখন এ্যাকশনে চলে গেছে, বিদ্যুৎ চমকের চেয়েও দ্রুততর গতিতে হাঁটু দু'দিকে ফাঁক হয়ে সরে যায়– অনুভব করে কংক্রিটের ওপর হাতুড়ির সজোর আঘাত। এ সময় আবার একত্রিত হয় দুই হাঁটু, তার মাঝে আটকা পড়ে উয়ি উইলি উইঙ্কির হাতুড়ি ধরা হাতের কবজি। পিার হাত চাপতে থাকে পুত্র হাঁটু দিয়ে, আরো কঠিনভাবে শক্ত করে শক্ত করে, যতক্ষণ না মচকে যায়। 'ভেঙে ফেলি তার কবজি, ম্যান! সেটা তাকে দেখিয়ে দিয়েছে– চমৎকার, না? আমি হলফ করি!'

শিব ও আমি জন্মেছিলাম কুম্ভ উদয় কালে যেমনটা তোমাকে বলবে যে কোনো জ্যোতিষী, হাঁটুর শক্তি বিশিষ্ট স্বর্গীয় বস্তু।

১৯৫৭ সালের নির্বাচনের দিনে, অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস দারুণভাবে আঘাতগ্রস্ত হলো। যদিও এ দল জিতেছে, বারো মিলিয়ন ভোট কম্যুনিস্টদের পরিণত করলো একক বৃহত্তম বিরোধী দলে; এবং বোম্বাইতে, বস পাতিলের প্রচেস্টা সত্ত্বেও, বিপুলসংখ্যক ভোটদাতা ব্যালট পেপারে কংগ্রেসের পবিত্র গাভী ও স্তনপানরত বাছুরের প্রতীক চিহ্নে ছাপ দিতে ব্যর্থ হলো, বরং তারা আকৃষ্ট হলো সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতি ও মহা গুজরাট পরিষদ-এর কম আকর্ষণীয় প্রতীক চিহ্নে। যখন কম্যুনিস্টদের নিয়ে আমাদের পাহাড়িকায় আলোচনা হয়, তখনও আমার মায়ের গাল লজ্জায় আরক্তিম হয়ে ওঠে; এবং আমরা বোম্বাই রাজ্যের বিভাগ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিই।

মিডনাইট চিলড্রেন'স কনফারেন্স-এর একজন সদস্য নির্বাচনে একটা লঘু ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো। উইঙ্কির অনুমিত পুত্র শিবকে রিক্রুট করেছিলো... বেশ, আমি হয়তো দলটির নাম উচ্চারণ করবো না; কিন্তু একমাত্র দল যারা দেদার খরচ করেছিলো– এবং

পোলিং-এর দিনে, সে ও তার দল, যারা নিজেদের বলতো কাউবয়, দেখা দিলো নগরীর উত্তর দিকে একটাপোলিং স্টেশনের বাইরে। কারো হাতে লম্বা লাঠি, অন্যরা পাথর লোফালুফি করছে, বাকিরা দাঁত খোঁচাচ্ছে ছুরি দিয়ে, তারা সবাই ভোটদাতাদের উৎসাহিত করছে সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে ভোট ব্যবহার করতে... এবং পোল বন্ধ হয়ে যাবার পর, ব্যালট-বাক্সের সিল খোলা হয়েছিলো? যে কোনো মূল্যে, যখনভোট গণনা করা হয়, তখন আবিষ্কৃত হয় যে লাল কাসিম সামান্যভোটের ব্যবধানের কারণে আসন লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে; এবং আমার প্রতিপক্ষের অর্থদাতারা তাতে দারুনভাবেই খুশি হয়েছিলো।

... কিন্তু এখন পদ্ম বলে, মৃদু স্বরে, 'সেটা কোন তারিখ ছিলো?' এবং, চিন্তা না করেই, আমি উত্তর দিই : 'বসন্তের কোনো এক সময়ে।' এবং তখন আমার নিজের কাছে ধরা পড়ে যে আমি আরেকটা ভুল করেছি– সেটা হলো, যে ১৯৫৭ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো আমার দশম জন্মদিনের পরে নয়, আগে। কিন্তু যদিও আমি আমার মস্তিষ্ক মুক্ত করেছি, আমার স্মৃতি প্রত্যাখ্যান করে, পরিস্থিতি বিকল্প করতে। এটা দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করছে। আমি জানি না কি ভুল হয়ে গেছে। পদ্ম বলে, আমাকে প্রভাবিত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালায় : 'তুমি এত দীর্ঘ সময় কি ধারন করেছো তোমার চেম্বারায়? সবাই ছোট খাটো ব্যাপারগুলো ভুলে যায়, সব সময়!' কিন্তু ছোট বিষয়গুলো যদি ভুলে যায়, বড় বিষয়গুলো কি তাহলে পিছু লেগে থাকে ঘনিষ্ঠভাবে?

১৬ Alpha And Omega
আলফা ও ওমেগা

নির্বাচনের পরবর্তী মাসগুলোয় বোম্বাইতে সংকট দেখা দেয়; সেই সব দিনের কথা স্মরণ করলে আমার ভাবনাতেও সংকট ঘটে। আমার ভুল আমাকে বিশ্রীভাবে বিষণ্ন করেছে; কাজেই এখন, আমার অবস্থা পুনরুদ্ধার করতে, আমি নিজেকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করবো মেথওয়াল্ডের এস্টেটের পরিচিত পটভূমিতে; মিডনাইট চিলড্রেন'স কনফারেন্স-এর ইতিহাসটা একদিকে সরিয়ে রেখে, আর পায়োনিয়ার কাফের যন্ত্রণা আরেক দিকে, আমি তোমাকে বলবো এভি বার্নস-এর পতনের কথা।

আমি এই এপিসোডের শিরোনাম দিয়েছি কিছুটা বিদগ্ধভাবে। 'আলফা ও ওমেগা' আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পৃষ্ঠা থেকে, তাদের ব্যাখ্যা করার দাবি জানায়– একটা কৌতুহলজনক শিরোনাম যা কিনা হবে আমার কাহিনীর আধা-আধি বিন্দু করে, যখন তুমি বলতে পারো যে এটার উচিৎ মধ্যের সাথে আরও সংশ্লিষ্ট হওয়া। কিন্তু, এটা পরিবর্তন করার কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই, যদিও আরও অনেক বিকল্প শিরোনাম রয়েছে, যেমন 'from monkey to Rhesus,' অথবা 'Finger Redux,'s অথবা আরো অধিক এক allusive স্টাইলে– 'The Gonder,' একটি উদ্বৃতি, স্পষ্টত, পৌরানিক পাখির প্রতি, হংস অথবা পরমহংস, দুইজগতে বসবাস করতে সমর্থ হবার প্রতীক, শারীরিক ও আত্মিক, জমি ও পানির জগত এবং বাতাসের ও উদয়নের। কিন্তু 'আলফা ও ওমেগা' এটা; 'আলফা ও ওমেগা' রয়েই গেছে। কারণ এখানে আরম্ভ আছে, আর সব ধরনের সমাপ্তি; কিন্তু তুমি শীগগিরই দেখতে পাবে আমি কি বলছি।

পদ্ম জিভ দিয়ে শব্দ করলো। 'তুমি আবার মজার কথা বলছো,' সে সমালোচনা করে, 'তুমি কি এভি সম্পর্কে কিছু বলতে যাচ্ছো, নাকি না?'

... সাধারণ নির্বাচনের পর, কেন্দ্রীয় সরকার বোম্বাইয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গোঁজামিল অব্যাহত রাখলো। রাজ্য বিভক্ত করা হবে; তারপর বিভক্ত করা হবে না; তারপর বিভক্তি আবার তার মাথা ঘুরিয়ে নেয় পেছন দিকে। আর মহানগরীর নিজের ক্ষেত্রে এটা হবে মহারাষ্ট্রের রাজধানী; অথবা একই সাথে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের; আথবা নিজেই একটা স্বতন্ত্র রাজ্য... এদিকে সরকার কি করা যায় তার চেষ্টা চালায়, আর নগরবাসীরা সিদ্ধান্ত

নেয় তা দ্রুত করার উৎসাহ যোগানোর। দাঙ্গা (এবং তুমি এখনো শুনতে পাবে মারাঠার একটি পুরনো রণসঙ্গীত *তুমি কেমন আছো? আমি ভালো আছি! আমি একটা লাঠি নেবো আর পিটিয়ে তোমাকে নরকে পাঠাবো!* ওপর থেকে উঠছে); আর সবকিছু খারাপ করতে, আবহাওয়া যুক্ত হয় এর সাথে। এক ভয়াবহ খবা দেখা দেয়; রাস্তা ফেটে যায়; গ্রামগুলোয় চাষীরা বাধ্য হয় তাদের গবাদিপশু মেরে ফেলতে; এবং বড় দিনে (যার মাহাত্ম্য সম্পর্কে আমার মতো কোনো বালকের পক্ষে সচেতন থাকা সম্ভব ছিলো না যে কখনো মিশন স্কুলে হাজির হয়নি আর সাহার্যে পেয়েছে একজন ক্যাথোলিক আয়ার) বেশ কয়েকটা বড় বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল ওয়ালকেশ্বর রিজার্ভয়ারে এবং নগরীর লাইফ লাইন ছিলো যেটি সেই বিশুদ্ধ পানির প্রধান পাইপটি একটি বিশাল ইস্পাতের তিমির মতো শূন্যে উপরের দিকে পানির ফোয়ারা ছুড়তে শুরু করলো। খবরের কাগজগুলো ভরে গেল অন্তর্ঘাতিদের নিয়ে লেখাজোখায়; অপরাধীদের পরিচয় ও রাজনৈতিক দুবৃত্তপনার ওপর জায়গা দখল করে নিলো ধারাবাহিকভাবে বেশ্যা-হত্যার চলমান সংবাদ প্রতিবেদনের। (আমি জানতে খুবই আগ্রহী ছিলাম যে হত্যাকারির নিজেরই কৌতুহলজনক 'সাক্ষর' ছিলো। রাতের মহিলাদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছিলো গলায় ফাঁস লাগিয়ে; তাদের গলায় ক্ষত ছিলো, বুড়ো আঙুলের ছাপ নেবার জন্যে যথেষ্ট বড় ছিলো সেই ক্ষত গুলো, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে একজোড়া বিশাল আকৃতির শক্তিশালী হাঁটুর চিহ্নে।)

কিন্তু আমি হতাশ করি। এইসব কিছু নিয়ে, পদ্মর দাবি, ইভলিন লিলিথ বার্নস কি করবে? তাৎক্ষণিকভাবে, মনোযোগ আকর্ষণ করে, আমি উত্তরটা উপস্থাপন করি : নগরীর বিশুদ্ধপানি সরবরাহের লাইনটি ধ্বংসের পর পরবর্তী দিনগুলোয় বোম্বাইয়ের বেড়ালগুলো নগরীর সেইসব এলাকায় অভিযান আরম্ভ করলো যেখানে প্রচুর পরিমাণে পানি বিদ্যমান ছিলো; বলা হয় যে সেখানে প্রতিটা বাড়িতে ছাদে বা মাটির নিচে পানির ট্যাংক বসানো ছিলো। এবং, ফলস্বরূপ, মেথওয়াল্ডের এস্টেটের দোতলা পাহাড়িকা দখল করে নিলো একদল তৃষ্ণার্ত সৈন্য; বেড়াল ঘুরতে করতে লাগলো সার্কাস রিঙের সর্বত্র, বেড়াল বুগেনভিলিয়ার বেড়া দিয়ে উঠে বসার ঘরে প্রবেশ করতে লাগলো, বেড়াল প্রবেশ করলো বাথরুমে, উইলিয়াম মেথওয়াল্ডের প্রাসাদের রান্নাঘরে বেড়াল ঘুরতে করতে লাগলো। এস্টেটের চাকররা পরাস্ত হয়েছিলো মহা বেড়াল আগ্রাসন প্রতিহত করার চেষ্টা করতে গিয়ে; এস্টেটের ভদ্রমহিলারা আতংকের অসহায় চিৎকারে থেমে গিয়েছিলো। এবং রাতের বেলা ঘুমানো অসম্ভব একটা ক্রিয়ায় পরিণত হয়েছিলো ওই সেনাদলের চেঁচামেচিতে। (ব্যারোনেস সিমকি ভন ডের হেইডেন অস্বীকার করেছিলো বেড়ালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে; সে এর মধ্যেই তার ব্যাধির চিহ্ন প্রকাশ করতে শুরু করেছিলো।)

নুসি ইব্রাহিম আমার মাকে ফোন করলো একথা ঘোষণা করার জন্যে যে, 'আমিনা আপা, এ হলো কেয়ামত—দুনিয়ার শেষ।'

সে ভুল বলেছিলো; কেননা মহা বেড়াল আগ্রাসন পর তৃতীয় দিনে, ইভলিন লিলিথ বার্নর্স পালাক্রমে এস্টেটের প্রতিটা বাড়িতে সফর করলো, ' সে একহাতে এমনকি

সাধারণভাবে তার ডেইজি এয়ার-গান বহন করছিলো, এবং bounty money-র পরিবর্তে, প্রস্তাব দিলো মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া বেড়ালদের গোষ্ঠী নিকেশ করার।

সেই সারাদিন, মেথওয়াল্ডের এস্টেটে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগলো এভির এয়ার-গানের শব্দ আর বেড়ালদের যন্ত্রণার আওয়াজ, সেনাদলের প্রত্যেকটিকে একটা একটা করে বধ করলো এভি আর নিজেকে ধনী করে তুললো। কিন্তু (ইতিহাস যেমনটা প্রায়ই প্রদর্শন করে) কোনো একজনের বিশাল অর্জনের মধ্যে নিহিত থাকে তার চূড়ান্ত পতনের বীজ; এবং তাই এতে প্রমাণিত হয়, কেননা এভির বেড়াল-নিধন ছিলো, পেতলের বাঁদর যতদূর অবগত, পুরোপুরিভাবে সর্বশেষ খড়।

'ভাই,' বাঁদর আমাকে গম্ভীরভাবে বলে, 'আমি তোমাকে বলেছি আমি ওই মেয়েটাকে দেখে নেবো; এখন, ঠিক এখন, সময় এসেছে।'

উত্তর অযোগ্য প্রশ্ন : এটা কি সত্যি ছিলো যে আমার বোন পাখিদের মতো বেড়ালদের ভাষা ও জানতো? এটা কি ছিলো জীবনের প্রতি তার অনুরাগ যা তাকে শূন্যএর ওপর ঠেলে দিয়েছিলো?.. মহা বেড়াল আগ্রাসনের সময়, বাঁদরের চুল বিবর্ণ বাদামি হয়ে গেল; জুতো পোড়ানোর অভ্যেস ছেড়ে দিলো সে, তথাপি, যে কারণেই হোক, তার ভিতরে ছিলো এক ধরনের নিষ্ঠুরতা যা আমাদের কারোরই কখনো ছিলো না; আর সে সার্কাসরিঙের কাছে গেল এবং তার গলার সবটুকু জোর দিয়ে চিৎকার করলো : 'এভি! এভি বার্ন্‌স! তুই বেরিয়ে আয় এখানে, এই মুহূর্তে, যেখানেই থাকিস না কেন!'

পলায়নপর বেড়াল পরিবেষ্টিত, বাঁদর অপেক্ষা করে ইভলিন বার্ন্‌স-রে। আমি লক্ষ্য করার জন্যে দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম; তাদের বারান্দা থেকে সনি ও আইস্লাইস ও কেশতৈল ও সাইরাসও লক্ষ্য করছিলো। আমরা দেখলাম এভি বার্ন্‌স আবির্ভূত হলো ভার্সেইল ভিলার রান্নাঘরের দিক থেকে; সে তার বন্দুকের নল থেকে বেরোনো ধোঁয়া ফু দিয়ে ওড়াচ্ছিলো।

'তোমরা ভারতীয়রা তোমাদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে পারো যে আমাকে তোমরা এখানে পেয়েছিলে, এভি ঘোষণা করলো, 'নতুবা এই বেড়ালগুলো তোমাদের খেয়ে ফেলতো!'

আমরা দেখলাম এভি নিশ্চুপ হয়ে গেল বাদরের চোখের দিকে তাকিয়ে; আর তারপর একটা ফাটলের মতো বাঁদর ঝাঁপিয়ে পড়লো এভির ওপর এবং একটা যুদ্ধ শুরু হলো যা কয়েক ঘণ্টা ধরে চললো বলে মনে হলো (কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিট চললো)। সার্কাস রিঙের ধুলির মধ্যে তারা পাক খেতে লাগলো গড়াতে লাগলো লাথি মারতে লাগলো কামড় দিতে লাগলো, ছেঁড়া চুল উড়তে লাগলো ধুলোর মেঘের সাথে, আর কনুইয়ের গুতো, লাথি, মোজা হাঁটু ফ্রক ময়লায় মাখামাখি হলো; প্রাপ্তবয়স্করা দৌড়ে এলো, চাকররা টেনে তাদের আলাদা করতে পারছিলো না, এবং শেষ পর্যন্ত হোমি ক্যাটরাকের মালি তাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্যে তার হোস পাইপ থেকে তাদের ওপর পানি

AMARBOI.COM

ছুড়তে লাগলো... পেতলের বাঁদর উঠে দাঁড়ালো আর পোশাকের হেম ঝাড়লো, উপেক্ষা করলো আমিনা সিনাই ও মেরি পেরেইরার ঠোঁট থেকে বেরিয়ে আসা চিৎকার : হোসপাইপের পানিতে ভেজা এভি বার্নস কাদায় মাখামাখি হয়ে পড়ে ছিলো সার্কাস-রিঙের মধ্যে, তার টুথ-ব্রেস ভেঙে গেছে, তার চুল ধুলোবালিতে ছেয়ে গেলে আর আমাদের ওপর তার আধিপত্য ভেঙে গেছে চিরকালের মতো।

কয়েক সপ্তাহ পরে তার বাবা তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলো চিরদিনের জন্যে, 'এই বুন্যোদের থেকে দূরে মার্জিত শিক্ষা গ্রহণের জন্যে,' সে মন্তব্য করেছিলো বলে শোনা যায় আমি একবার মাত্র এভির কাছ থেকে খোঁজ খবর পেয়েছিলাম, ছয় মাস পর, সে আমাকে একটা চিঠি লিখে জানিয়েছিলো যে সে একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে ছুরিকাঘাত করেছে যে তার বেড়াল নিধনে আপত্তি করেছিলো। 'আমি তার যথাযথ বসান দিয়েছি,' এভি লিখেছিলো, 'তোমার বোনকে বলো যে সে ভাগ্যবতী।' আমি অচেনা সেই বৃদ্ধাকে সালাম জানাই : উনি বাঁদরের বিল পরিশোধ করেছেন।

এভির সর্বশেষ বার্তার চেয়েও অধিক আকর্ষণীয় ছিলো একটা ভাবনা যা আমার কাছে এখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়, আমি যখন সময়ের সুড়ঙ্গ দিয়ে পিছনের দিকে তাকাই আমার চোখের সামনে ধুলোয় গড়াগড়িরত বাঁদর ও এভির ছবি কল্পনা করে, আমার মনে হয় যে তাদের যুদ্ধের পিছনের চালিকা শক্তি মৃত্যু পর্যন্ত উৎসাহিত করে, এমন এক লক্ষণ যা বেড়াল নিধনের চেয়েও অনেক বেশি গভীর : তারা লড়াই করছিলো আমার ওপর। এভি ও আমার বোন (নানান দিক থেকে যে একটুও বিসদৃশ ছিলো না) লাথি ছুড়ছিলো আর খামচি মারছিল , কিছু তৃষ্ণার্ত ভভঘুরের ভাগ্য নিয়ে; কিন্তু হয়তো এভির লাথিগুলোর লক্ষ্য ছিলাম আমি, হয়তো সেগুলো ছিলো তার মস্তিষ্কে আমার আগ্রাসনের প্রতি তার ক্রোধের সহিংসতা; এবং তারপর বাঁদরের শক্তি হয়তো ছিলো আনুগত্যের শক্তি, এবং তার যুদ্ধের ক্রিয়া বাস্তবিকই ছিলো একটা ভালোবাসার ক্রিয়া।

রক্ত, তখন, সার্কাস-রিঙে ছড়িয়োছিলো। এই পৃষ্ঠাগুলোর জন্যে আরেকটি বাতিল শিরোনাম— তুমি জানতে পারো— ছিলো 'পানির চেয়ে পুরু'। পানি ঘাটতির সেইসব দিনে, পানির চেয়ে পুরু কিছু একটাবেয়ে পড়তো এভি বার্নস-এর মুখ থেকে; রক্তের আনুগত্য পেতলের বাঁদরকে চালিত করেছিলো; এবং নগরীর রাস্তায় রাস্তায়, দাঙ্গাকারিরা একে অন্যের রক্ত spilled করেছিলো। জঘন্য হত্যাকাণ্ড হয়েছিলো, এবং হয়তো এই বলদান ক্যাটালগ শেষ করা যথাযথ হবে না আরও একবার আমার মায়ের গালে জমা রক্তের উল্লেখ করে। সেই বছর বারো মিলিয়ন ভোটের রং ছিলো লাল, এবং লাল হচ্ছে রক্তের রং। আরো অনেক রক্ত বইবে শীগগিরই : রক্তের টাইপ, A এবং 0, আলফা এবং ওমেগা– এবং আরেকটি, তৃতীয় একটি সম্ভাবনা মনের মধ্যে ধারণ করে রাখতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য ফ্যাক্টর : 2ygo sity, এবং kell antibodies, আর সেই সর্বাধিক রহস্যময় হিসেবে পরিচিত, যা এক ধরনের বাঁদর।

সবকিছুরই আকার রয়েছে, যদি তুমি তা দেখ। গঠন থেকে পালানোর পথ নেই।

কিন্তু রক্ত তার দিন পাবার আগে, আমার পাখা গজাবে (পরম হংস gander-এর মতো এক উপাদান থেকে আরেক উপাদানে যে রূপান্তর করতে পারে) এবং ফিরে আসবো, সংক্ষিপ্তভাবে, আমার ভিতরের জগতের ঘটনাবলীতে; কারণ যদিও এভি বার্ন্স-এর পতন পাহাড়িকা শীর্ষের শিশুদের দ্বারা আমার শৈশবের সমাপ্তি ঘটিয়েছিলো; এখনো আমি দেখি এটা ক্ষমা করা খুব কঠিন; আর একটা সময়ের জন্যে, নিজেকে নির্জনতায় ধরে রেখে, আমি নিজেকে আমার মস্তিষ্কের ভিতরকার ঘটনাবলির মধ্যে ধারণ করি, মধ্যরাতের শিশুদের এসোসিয়েশনের প্রারম্ভিক ইতিহাসে। সৎভাবে বলতে গেলে : শিবকে আমি পছন্দ করি না। আমি তার জিভের কর্কশতা, তারধারণার রূঢ়তা অপছন্দ করি; আর আমি তাকে ভয়ংকর অপরাধের একটা সুতো হিসেবে সন্দেহ করতে শুরু করি যদিও আমি জানি যে তার ভাবনাচিন্তার মধ্যে কোনো সাক্ষ্য খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, কারণ সে, মধ্যরাতের শিশুদের থেকে একা, আমার নিকট থেকে তার ইচ্ছামতো তার ভাবনার যে কোনো অংশ বন্ধ সে বন্ধ রাখতে পারে– যা বাড়িয়ে দেয় তার প্রতি আমার ক্রমবর্ধমান অপছন্দ ও সন্দেহ। যাহোক, নির্দোষ না হলে আমি কিছুই না; আর কনফারেন্সের অন্য সদস্যদের থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা নিশ্চয় নির্দোষ হতো না।

আমার ব্যাখ্যা করা উচিৎ যে যেহেতু আমার মানসিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমি আবিষ্কার করলাম যে কেবল শিশুদের ট্রান্সমিশন ধরাই যে সম্ভব ছিলো তাই নয়; কেবল আমার নিজের বার্তা ব্রডকাস্ট করা সম্ভব ছিলো তাই নয়; কিন্তু এছাড়া ন্যাশনাল নেটওয়ার্কের একটা ধরন হিসেবেও তা কাজ করে, যাতে করে সমস্ত ছেলেমেয়ের কাছেআমার রূপান্তরিত মন উন্মুক্ত করে দেবার মাধ্যমে আমি এটাকে একটা ফোরামে রূপ দিতে পারি যেখানে তারা একে অন্যের সাথে কথা বলতে পারবে, আমার মাধ্যমে। কাজেই, ১৯৫৮ সালের প্রথম দিককার দিনগুলোয়, পাঁচশ' একাশিজন শিশু জমায়েত হবে, এক ঘণ্টার জন্যে, মধ্যরাত থেকে রাত একটা পর্যন্ত, আমার মস্তিষ্কের লোক সভা বা পার্লামেন্টের ভিতরে।

AMARBOI.COM

আমরা যেমন ছিলাম, বিশৃঙ্খল যে কোনো পাঁচশ' একাশিজন দশ বছর বয়সীর একটা গাদার মতোই; আর আমাদের স্বাভাবিক শীর্ষে, আমাদের একে অন্যকে আবিষ্কার করতে পারার উত্তেজনা ছিলো। এক ঘণ্টার সর্বোচ্চ ভলিউমে চিৎকার বিতর্ক পর, আমি এমন গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ি যা দুঃস্বপ্নের দেখার পক্ষে যথেষ্ট, আর আমরা জেগেও উঠি মাথার যন্ত্রণা নিয়ে; কিন্তু আমি কিছু মনে করি না। জেগে উঠে আমি মুখোমুখি হতে বাধ্য হই বহুবিধ দুর্দশা, এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভয়ানক ঘটনার ঘুমের মধ্যে থাকলে, আমি সর্বাধিক উত্তেজনাকর একটা দুনিয়ার মাঝখানে থাকি কোনো শিশু যা কখনো আবিষ্কার করেনি। শিব সত্ত্বেও, ঘুমিয়ে থাকাটাই অধিক চমৎকার।)

শিবের অপরাধ যে সে (অথবা সে-আর-আমি) আমাদের দলের স্বাভাবিক নেতা,

তার (এবং আমার) মধ্যরাতের ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা, আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, এর অনুকুলে একটা কঠিন বিতর্ক। আমার তখন মনে হয়েছিলো— এখন আমার মনে হয়- যে মধ্যরাতের অলৌকিক ঘটনা প্রকৃতিতে বাস্তবিকই লক্ষ্যণীয়ভাবে উত্তর-সূত্রী, যে শিশুদের সামর্থ নাটকীয়ভাবে প্রকাশিত মধ্যরাত থেকে তাদের জন্মের সময়ের দূরত্বের ভিত্তিতে; কিন্তু এমন কি যদিও এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গি দিলো যা উত্তপ্ত প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়েছিলো... 'কিবলতে চাওতুমি কিভাবে তুমিতা বলো,' তারা কোরাসকণ্ঠে বলে, গির বনভূমির বালকটি যার অবয়ব ছিলো সম্পূর্ণরূপে শূন্য ও আকারহীন (কেবল চোখ নাকের ছিদ্র মুখের হা ব্যতীত) এবং যে কোনো অবরব ধারণ করতে পারতো নিজের ইচ্ছা মতো, এবং হরিলাল যে দৌড়াতে পারতো বাতাসের গতিতে, আর খোদা জানেন আর কতজন... 'কে বলে যে একটা বা অন্যটা করা ভালো?' এবং, 'তুমি কি উড়তে পারো? আমি উড়তে পারি!' এবং, 'হ্যাঁ, আর আমি, একটা মাছকে তুমি পঞ্চাশটা বানাতে পারো?' এবং, 'আজ আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম আগামীকালের কাছে। তুমি কি ওটা করতে পারো? তাহলে বেশ'... এমন ধরনের প্রতিবাদের মুখে, এমন কি শিবও বদলে ফেলে তার কথার সুর; কিন্তু সে নতুন একটা খুঁজতো, যেটা আরও অধিক বিপদজনক হবে— শিশুদের জন্যে বিপদজনক, এবং আমার জন্যে।

কেননা আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে আমি নেতৃত্বের প্রতি প্রলুব্ধ ছিলাম না। শিশুদের কে খুঁজে পেয়েছে, যাহোক? কনফারেন্স গঠন করেছে কে? কে তাদের দিয়েছে তাদের সাক্ষাতের জায়গা? আমি কি ছিলাম না যুগ্ম বয়ঃজ্যেষ্ঠ, এবং আমার যে কোনো জ্যেষ্ঠতার দ্বারা গুণবিশিষ্ট সম্মান কি আমার প্রাপ্য ছিলো না? এবং যে ক্লাব-হাউস উপস্থাপন করেছিলো ক্লাব চালাতে?... য়ার প্রতিশিব, 'ওইসব ভুলে যাও, ম্যান! ওই ক্লাব-ট্রাবের ব্যাপার শুধু তোমাদের ধনী বালকদের জন্যে!' কিন্তু একটা সময়ে সে ছিলো অতিশাসিত. ডাইনি— পার্বতী, দিল্লির জাদুকরে কন্যা, আমার পক্ষ গ্রহণ করলো (ঠিক যেমন, অনেক বছর পর, সে রক্ষা করেছিলো আমার জীবন), এবং ঘোষণা করলো, 'না, শোনো এখন, সবাই : সালিমকে ছাড়া আমরা কোথাও নেই, আমরা কথা বলতে পারি না বা কোনো কিছু করতে পারি না, সেই তো ঠিক। তাকে দলনেতা করা হোক!' এবং আমি, 'না, দলনেতা নিয়ে চিন্তা নেই, আমাকে কেবল মনে করো একজন... একজন বড় ভাই হিসেবে, হয়তো। হ্যাঁ, আমরা একটা পরিবার, এক ধরনের। আমি কেবল সবার বড়।' শিব এর জবাবে বললো, তবে তর্ক করতে অপারগ : 'ঠিক আছে, বড় ভাই : তো এখন আমাদের বলো আমরা কি করবো?'

এই পয়েন্টে আমি কনফারেন্সকে পরিচয় করিয়ে দিই সেই ধারণার সাথে এই সারাটা সময়ে যা আমাকে আক্রান্ত করেছে : উদ্দেশ্যের ধারণা, এবং অর্থের : 'আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে,' আমি বললাম, 'আমরা কিসের জন্যে।'

আমি রেকর্ড করি, বিশ্বাসের সাথে, কনফারেন্স সদস্যদের একটা টিপিক্যাল নির্বাচনের মতামত (সার্কাসের কলহ ব্যতীত, এবং, ভিখারি-বালিকা সুন্দরির মতো,

তাদের ছাড়া যারা ক্ষমতা হারিয়েছে, আর আমাদের বিতর্কে নীরব থেকেছে, একটা ভোজে দীন সম্পর্কের মতো) : দর্শন ও লক্ষ্যগুলোর মধ্যে পরামর্শ ছিলো collectivism-এর– 'আমাদের সবার এক সাথে মেলা দরকার আর কোনো খানে বসবাস করা দরকার, না? কারো কাছ থেকে আমাদের কি দরকার আছে?'— এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ— 'তুমি বলছো আমরা; কিন্তু আমরা একত্র জরুরি নয়; কি হয় যদি আমরা প্রত্যকে নিজ নিজ ভাবে চলি—' দায়িত্ব— 'যাহোক আমরা আমাদের মা-বাবাকে সাহায্য করতে পারি, সেটা আমাদের করতে হবে'— এবং শৈশব বিপ্লব— 'এখন শেষ পর্যন্ত সব বাচ্চাকে আমাদের দেখাতেই হবে যে মা-বাবার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব!'— পুঁজিবাদ— 'কেবল চিন্তা করো কি ধরনের বাণিজ্য আমরা করতে পারি! কতোটা ধনী, আল্লাহ, আমরা হতে পারি!'— এবং 'আমাদের দেশের প্রয়োজন মানুষ; আমরা অবশ্যই সরকারকে জিজ্ঞাসা করবো আমাদের দক্ষতা কাজে লাগানোর কেমন ইচ্ছা সে করে'– নীরবতা— 'আমরা অবশ্যই আমাদের পর্যবেক্ষণ করার অনুমোদন দেবো'— এবং ধর্ম– 'আমাদের সারা বিশ্বের প্রতি নিজেদের ঘোষণা করা হোক, যাতে করে প্রকাশ পায় সকল মহিলা ঈশ্বরের'– সাহস 'আমাদের পাকিস্তান আক্রমণ করা উচিৎ!'— এবং ভীরুতা 'হা খোদা, আমাদের অবশ্যই গুপ্ত থাকতে হবে, কেবল বাবো একবার ওরা আমাদের কি করবে, আমাদের পাথর বানিয়ে ছাড়বে ডাইনিদের জন্যে!'; নারীদের অধিকারের ঘোষণা এবং অস্পৃশ্যদের উন্নয়নের আবেদনও ছিলো; ভূমিহীন শিশুরা ভূমির এবং পাহাড়ের উপজাতিরা জয়ের স্বপ্ন দেখলো; এবং এছাড়াও ছিলো ক্ষমতার ফ্যান্টাসি। 'তারা আমাদের থামাতে পারে না, ম্যান! আর উড়তে পারি, আর মন পড়তে পারি, এবং তাদের ব্যাঙ বানাতে পারি, আর সোনা ও মাছ তৈরি করতে পারি, আর তারা আমাদের প্রেমে পড়বে, এবং আমরা আয়নার ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি আর আমাদের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারি... তারা লড়াই করতে সমর্থ হবে কিভাবে?'

আমি অস্বীকার করবো না আমি হতাশ হয়েছিলাম। শিশুদের উপহার ছাড়া আর কিছু অগতানুগতিক ছিলো না; তাদের মাথা ভর্তি ছিলো গতানুগতিক সব বিষয়, বাবা মা টাকা খাদ্য জমি সম্পত্তি খ্যাতি ক্ষমতা ঈশ্বর। আমাদের মধ্যে আমি নিজেদের মতো নতুন আর কিছুই খুঁজে পাইনি... তবে তখন আমি ভুল পথেও ছিলাম বটে; অন্য কারোর চেয়ে খুব বেশি পরিষ্কাররূপে আমি দেখতে পেতাম না; এবং এমন কি সময় পরিব্রাজক সৌমিত্র বললো, 'আমি তোমাদের বলছি— এ সমস্ত কিছুই মূলহীন— আমরা শুরু করার আগেই ওরা আমাদের শেষ করে দেবে!' আমরা সবাই তাকে উপেক্ষা করলাম; যৌবনের আশাবাদ নিয়ে যা সেই একই অসুখের গঠন একদা এককালে যা আক্রান্ত করেছিলো আমার নানা আদম আজিজকে— আমরা অন্ধকারের দিকটা তাকাতে স্বীকার করি, আর আমাদের একজনও পরামর্শ দেয়নি যে মধ্যরাতের শিশুদের উদ্দেশ্য খারাপ হতে পারে; আমরা ধ্বংস না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের কোনো অর্থ থাকবে না। তাদের ব্যক্তিগত

AMARBOI.COM

গোপনীয়তার অনুকূলে, আমি একজনের থেকে আরেকজনের কণ্ঠস্বর চিনতে করতে অস্বীকার করছি; এবং অন্যান্য কারণে। একটা বিষয় হলো, আরেকটি হলো, শিশুরা, আমার মনে রয়েই গিয়েছিলো একধরনের বহু মস্তকবিশিষ্ট দানব হিসেবে, কথা বলছে বাবেলের myriad জিভে; তারা ছিলো বহুত্বের সেই নির্দিষ্ট সৌরভ, আর তাদের এখন ভাগ করে ফেলার কোনো কারণ আমি দেখি না। (তবে ব্যতিক্রম ছিলো। নির্দিষ্টভাবে, যেমন শিব; আর ডাইনি— পার্বতী)।

ঐতিহাসিক ভূমিকা: এগুলো দশবছর বয়সী দের পক্ষে ছিলো গালভরা আর বড়। এমন কি, হয়তো, আমার পক্ষেও; জেলের দিক নির্দেশক আঙুল আর প্রধানমন্ত্রীর চিঠির সর্বদা উপস্থিতি ক্ষুধা অথবা নিদ্রাপাওয়ার অনুভূতির দ্বারা, বাঁদরের চারপাশে বাঁদরামি করার দ্বারা, অথবা সিনেমায় গিয়ে *Cobra woman* কিংবা *Vera cruz* দেখা, লম্বা ঝুলের ট্রাউজারের জন্যে আমার বর্ধিষ্ণু আকাংখার দ্বারা এবং যাতে স্কুলের সোস্যালে আমাদের, ক্যাথিড্রাল ও জন কনন বয়েজ' হাই স্কুলের ছেলেদের, অনুমতি দেয়া হবে বক্স-স্টেপে নাচের আর মেক্সিক্যান হ্যাট ড্যান্স আমাদের সহযোগি প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়েদের সাথে— যেমন মাশা মিওভিচ, বুক-সাঁতার চ্যাম্পিয়ন ('হি হি', বলে গ্ল্যাণ্ডি কিথ কোলাকো) এবং এলিজাবেথ পার্কিস এবং জেনি জ্যাকসন ইউরোপীয় মেয়ে সব, আমার খোদা, পরনে দিলে স্কার্ট আর চুম্বনের ধারা!— সংক্ষেপে, আমার মনোযোগ ধারাবাহকিভাবে অবরুদ্ধ ছিলো বড়দের যন্ত্রণাকর নির্যাতনের দ্বারা।

এমন কি একটা প্রতীকি gander অবশ্যই আসবে, অবশেষে, পৃথিবীতে; কাজেই এটা এখন আমার জন্যে খুব নিকটবর্তী নয় (ওই সময় যেমন ছিলো না); আমি অবশ্যই ফিরবো (ফিরতে যেমন আমি অভ্যস্ত); আমি অবশ্যই রক্ত ছড়ানোর করার অনুমতি দেবো।

সালিম সিনাইয়ের প্রথম mutilation, যা দ্বিতীয়টির দ্বারা দ্রুত অনুসৃত হয়েছিলো, ঘটেছিলো ১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে এক বুধবারে অধিক সোস্যালের বুধবার—এ্যাংলো-স্কটিশ এডুকেশন সোসাইটির অধীনে। এটা ঘটেছিলো বিদ্যালয়ে।

সালিমের : সুদর্শন, বর্বরদের মতো গোঁফ যুক্ত : আমি উপস্থাপন করি মি. এমিল জাগালোর চুল-ছেঁড়া, অবয়ব, যে আমাদের ভূগোল ও জিমন্যাস্টিক্স শিক্ষা দিতো, এবং যে সেই সকালে, উদ্দেশ্যহীন ভাবেই করেছিলো আমার জীবন সংকট। জাগালো নিজেকে পেরর লোক বলে দাবি করে, আর আমাদের জঙ্গল-ইন্ডিয়ান বলে ডাকতে ভলোবাসে; সে বুলিয়ে রেখেছে একজন ঘর্মাক্ত, এক সৈনিকের ছবি, তার মাথায় পয়েন্টি টিন হ্যাট আর তার ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর ধাতব প্যান্টালুন পরিহিত, এবং একটা আঙুল ছুরিকাঘাত করার মতো এটার ওপর চিৎকারের সময়; ' তোমরা তাকে দেখেছো, তোমরা বুনোরা? এই লোক হলো সভ্যতা! তোমরা তাকে সম্মান প্রদর্শন করবে : তার একটা তরবারি আছে!' আমরা তাকে পাগল-জাগল বলে ডাকতাম, উন্মাদ জাগালো, লামা ও

কনকুইস্তাদোর বিষয়ে তার যাবতীয় কথার কারণে এবং প্রশান্ত মহাসাগর অমরা জানি, গুজবের পরিপূর্ণ নিশ্চয়তাসহ, যে সে জন্মগ্রহণ করেছিলো মাজাগাঁও-এর একটা বাড়িতে এবং তার গোয়ানিজ মা পরিত্যক্ত হয়েছিলো একজনশিপিং এজেন্টের দ্বারা; কাজেই সে শুধু একজন 'এ্যাংলো' ছিলো না, বরং জারজও ছিলো সম্ভবত; এটা জেনে, আমরা বুঝতে পারি জাগালো কেন তার লাতিন উচ্চারণের দ্বারা প্রভাবিত, এবং এটাও যে কেন সে সবসময় একটা কল্পনার মধ্যে থাকে, কেন সে শ্রেণীকক্ষের দেয়ালে মুষ্ঠাঘাত করে; কিন্তু শংকিত হওয়া থেকে সেই জ্ঞান আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে না। আর এই বুধবার সকালে, আমরা জানতাম আমরা চারটি সমস্যার মধ্যে আছি, কারণ Optional ক্যাথিড্র্যাল বাতিল করা হয়েছিলো।

বুধবার সকালে ডবল পিরিয়ড ছিলো জাগালোর ভুগোল ক্ল্যাসে; কিন্তু কেবল বোকারা আর বালকেরা মা-বাবার সাথে এসেছিলো, কেননা এটা সেই সময় ছিলো যখন আমরা সেন্ট টমার্স'স ক্যাথিড্র্যালে একটা কুমিরের আকারে লাইন দিই; এটা জাগালোকে পাগল করে দিলো, কিন্তু সে ছিলো অসহায়; আজ, যাহোক, তার চোখে গাঢ় আঁধার চকচকে, কারণ (বলা হয়, প্রধান শিক্ষক মি. ক্রসো) সকালের এ্যাসেম্বলিতে ঘোষণা করেছিলেন যে ক্যাথিড্রাল বাতিল করা হয়েছে। একটা অজ্ঞান করবার ওষুধ দেয়া ব্যাঙের গলায় তার মুখ থেকে নিঃসৃত নগ্ন, কণ্ঠস্বর, তিনি আমাদের ডবল ভূগোলের শাস্তি দিলেন এবং পাগল-জাগল, বিস্ময়ের সাথে আমাদের গ্রহণ করে, কেননা আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি যে ঈশ্বর সয়ং একটা option-এ অনুশীলন করার অনুমতি দিয়েছে। আমরা জাগালোর বাড়িতে জড়ো হই; যাদের মা-বাবা ক্যাথিড্র্যালে যাবার অনুমতি দেয়নি সেইসব বোকাদের একজন আমার কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলে, 'তোমরা দাঁড়াও না :সে তোমাদের আজ বাস্তবিক দেখে নেবে।'

পদ্ম ঃ সে বাস্তবিক তাই করেছিলো।

ক্লাসে উপবিষ্ট : গ্ল্যাণ্ডি কিথ কোলাকো, ফ্যাট পার্স ফিশওয়ালা, বৃত্তিপ্রাপ্ত জিমি কাপাডিয়া যার বাবা ছিলো ট্যাক্সি-চালক, কেশতৈল সবরমতি, সনি ইব্রাহিম, সাইরাস-দ্য-গেটে আর আমি। অন্যান্যরাও, কিন্তু এখন আর সময় নেই, কারণ আলোয় চোখ পিটপিট করে, উন্মাদ জাগালো আমাদের শৃঙ্খলায় ফিরে আসার আহবান জানাচ্ছে।

'মানব ভুগোল' জাগালো ঘোষণা করে। 'এটা কি? কাপাড়িয়া?' 'প্লিজ স্যার জানি না স্যার।' বাতাসে হাত নড়ে– গির্জা-নিষিদ্ধ পাঁচ বোকার, ষষ্ঠটি অবশ্যই সাইরাস-দ্য-গ্রেটের কিন্তু জাগালো আজ রক্তের সন্ধানে : ঈশ্বরসুলভ ভোগান্তির শিকার হতে যাচ্ছে। 'জঙ্গল থেকে নোংরা,' সে জিমি কাপাডিয়াকে রাগ করে, তারপর একটা কান ধরে টানতে শুরু করে, 'ক্লাসে কখনো কখনো থেকোআর খুঁজে বের করো!'

'ও ও ও হ্যাঁ স্যার দুঃখিত স্যার...' ছয়টা হাত দেউয়ের মতো নড়লো কিন্তু জিমির কানের বিপদ কাটলো না তাতে। বীরত্ব আমার মধ্যে জেগে উঠলো... 'স্যার দয়া করে

থামুন স্যার তার হার্টের অবস্থা ভলো নয় স্যার!' কথাটা সত্যি; কিন্তু সত্যিটা বিপদজনক, কারণ জাগাল্লো এখন আমার দিকে ঘুরছে : 'তাহলে, সামান্য একটু তর্ক, তাই কি?' এবং ক্লাসের সামনে আমার চুলের দ্বারা আমাকে টেনে নেয়া হচ্ছে। আমার সহযোগি-শিষ্যদের চোখের সামনে আমি যন্ত্রণার সাথে অনত্মাপ করি, বন্দিত্বের তল থেকে।

'কাজেই প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি জানো মানব ভুগোল কি?

যন্ত্রণা পূর্ণ হলো আমার মাথায়, টেলিপ্যাথিক প্রতারণার সমস্ত ধারণা প্রকাশ করে : আইয়ি স্যার না স্যার আউচ!' আর এখন এটা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব যে জাগালোর ওপর একটা কৌতুক আরোপিত হচ্ছে, পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব যে তার হাত কুঁকে আসছে করছে সামনের দিকে, বুড়ো আঙুল ও তর্জনি সম্প্রসারিত হয়েছে; কিভাবে বুড়ো আঙুল ও তর্জনি আমার নাকের ডগা চেপে ধরলো তা নোট করতে... নাক যেখানে যাবে, মাথাও সেখানে যেতে বাধ্য, এবং শেষ পর্যন্ত আমার নাক ঝুলতে থাকে আর আমার চোখ তাকাতে বাধ্য হয় জাগালোর স্যাণ্ডেল পরিহিত পায়ের দিকে যার আঙুলের নখের ভিতর ময়লা।

'দেখ, বালকেরা—তোমরা দেখ এখানে আমাদের কি—আছে? এই আদিম প্রাণীর গোপন মুখ। এটা তোমাদের মনে পড়ে?'

এবং সহজ উত্তর : 'স্যার দানব স্যার।' 'দয়া করুন স্যার আমার একটাই চাচাতো ভাই!' না স্যার একটা সবজি স্যার আমি জানি না কোনটি।' যতক্ষণ না জাগালো চিৎকার করে উঠলো, 'চুপ! বেবুনের বাচ্চারা!এই বস্তুটা এখানে'— আমার নাকে একটা গাট্টা 'এটা হলো মানব ভুগোল!'

'কেমন স্যার কোথায় স্যার কি স্যার?'

জাগালো এখন হাসছে। ' তোমরা দেখ না?' সে ব্যঙ্গ করে। 'এই কদাকার বাঁদরের চেহারায় তোমরা দেখ না সমগ্র ভারতের মানচিত্র?'

'হ্যাঁ স্যার না স্যার আপনি আমাদের দেখান স্যার!'

'এই যে দেখ-—দক্ষিণাত্য ঝুলছে নিচে!'

'স্যার স্যার যদি ওটা ভারতের মানচিত্র হয় তাহলে বিচ্ছিন্ন দাগ কি স্যার?' এ প্রশ্ন প্ল্যাণ্ডি কিথ কোলাকোর। এবং জাগালো, প্রশ্নটা তার নিয়ে : 'এই দাগ,' সে চিৎকার করে, 'হলো পাকিস্তান! ডান কানের এই জন্মদাগ হলো পূর্ব-অংশ; আর তুথনির এই ভয়ানক দাগ, পশ্চিম! মনে রেখো, বোকা বালকেরা। পাকিস্তান হলো ভারতের মুখের ওপর একটা দাগ!'

'হো হো,' ক্লাস হেসে ওঠে, 'পরিপূর্ণ ওস্তাদি কৌতুক, স্যার!' কিন্তু এতক্ষণে আমার নাক নিয়ে যথেষ্ট হয়েছে; বুড়ো আঙুল ও তর্জনির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো সেটা, তার নিজস্ব এক অস্ত্র প্রয়োগ করলো সে... বাম দিকের নাসারন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে এলো একগাদা শিকনি, মি. জাগালোর তালুর মধ্যে করে পুড়তে। ফ্যাট পার্স ফিশওয়ালা চিৎকার করে উঠলো, 'ওই যে দেখুন, স্যার! ওর নাকের বারান্দা, স্যার! ওটা মনে হয় *সিলোন?*'

জাগালোর হাতের তালু মাখামাখি হয়ে গেল শিকনিতে, কৌতুককর মেজাজটা নষ্ট হয়ে গেল তার। 'জানোয়ার,' সে আমাকে অভিশম্পাত দেয়, 'তুই দেখেছিস তুই কি করেছিস?' জাগালোর হাত আমার নাক ছেড়ে দেয়; ফিরে আসে চুলে। আমার চমৎকার করে আঁচড়ানো চুলে সে হাতের শিকনি মোছে। এবং এখন, আবারও, আমার চুল মুঠি করে ধরে; আবারও হাত টানছে... কিন্তু উপরদিকে এখন, আর আমার মাথা উপর দিকে ঝাঁকি খেয়েছে, আমার পা উঠে যাচ্ছে উপর দিকে, এবং জাগালো, 'তুই কি? আমাকে বল কি তুই!' একটা 'স্যার একটা জানোয়ার স্যার!'

হাত আরো জোরে আরো উপরে টানে। 'আবার।' আমার পায়ের আঙুলের নখে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এখন, আমি চিৎকার করি : 'আইয়ি স্যার একটা জানোয়ার একটা জানোয়ার দয়া করুন স্যার আইয়ি!'

এবং আরো জোরে এবং আরো উপরে... 'আরো একবার!' কিন্তু হঠাৎ করে এসব থেমে যায়; আমার পা আবার নেমে আসে মাটিতে; আর সমস্ত ক্লাস মৃত্যুসম নীরবতায় পতিত হয়।

'স্যার,' সনি ইব্রাহিম বলছে, 'আপনি ওর চুল টেনে উপড়ে ফেলেছেন, স্যার।'

আর এখন ভীতি : দেখুন স্যার, রক্ত।' 'ওর রক্ত ঝরছে, স্যার।' 'প্লিজ স্যার আমি কি ওকে নার্সের কাছে নিয়ে যাবো?'

মি. জাগালো পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে আমার মাথা থেকে উপড়ে আসা এক মুঠো চুল হাতে নিয়ে। অন্যদিকে আমি– যন্ত্রণার চেয়ে বেশি মানসিক আঘাত প্রাপ্ত আমার মাথার ওপর সেই স্থানটি অনুভব করি মি. জাগালো যেখানে একটা টাক সৃষ্টি করেছে, একটা যেখানে আর কখনো চুল গজাবে না, এবং উপলব্ধি করি যে আমার জন্মের অীভশাপ, আমার দেশের সাথে আমাকে যুক্ত করেছে, আরও একবার এর নিজেরই অপ্রত্যাশিত অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছে।

দুই দিন পর, ক্রুসো ঘোষণা করলেন; যে, দুর্ভাগ্যবশত, মি. এমিল জাগালো ব্যক্তিগত কারণে কর্মত্যাগ করছেন; কিন্তু আমি জানি কারণগুলো কি ছিলো। আমার উপরে নেয়া চুল লেগে গিয়েছিলো তার হাতে, ঠিক রক্তের দাগের মতো যা কখনো ধুলেও যায় না, আর হাতের তালুতে চুলওয়ালা কোনো শিক্ষককে কেউই চায় না, 'পাগলামির প্রথম লক্ষণ,' যেমনটা বলতে ভালোবাসতো গ্ল্যাণ্ডি কিথ, 'আর দ্বিতীয় লক্ষণ হলো সেগুলো খোঁজা।'

জাগালোর করুণগাথা : একজন সন্ন্যাসির tonsure. *এবং তার চেয়েও খারাপ,* নতুন যা আমার সহপাঠিরা আমার দিকে ছুড়ে দেয়। যখন আমরা বাড়িতে যাবার জন্যে স্কুল-বাসের অপেক্ষা করি; শিকনিনেকো একটা টেকো!' এবং, সর্দিনেকোর মুখটা মানচিত্র!' সাইরাস যখন কিউতে এলো, আমি চেষ্টা করলাম ভিড়কে তারদিকে ভেড়াতে, এই কথা বলে যে, 'সাইরাস-দ্য-গ্রেট, একটা মালায় জন্ম, উনিশ শ' আটচল্লিশে,' কিন্তু কেউ সেদিকে গেল না।

তো আমরা ক্যাথিড্রাল সোস্যালের ঘটনাবলীতে এসেছি। আর আঙুল আহত হয় ঝর্ণায়, এবং মাশা মিওভিচ, কিংবদন্তি বুক-সাঁতারু, পতিত হয় একটা মৃত সত্তায়... আমি সোস্যালে আসি মাথার ওপর নার্সের বেঁধে দেয়া ব্যাণ্ডেজ নিয়ে। আমার দেরি হয়েছিলো, কারণ আমার এখানে আসার ব্যাপারে মাকে রাজী করানো কঠিন ছিলো। যখন আমি এস পৌছলাম তখন নানারকম বেলুনের নিচে সর্ব সেরা মেয়েরা মেক্সিকান-হ্যাট আর বক্স-স্টেপ নাচ শুরু করে দিয়েছে হাস্যকরভাবে সঙ্গিদের সাথে। আমি তাদের লক্ষ্য করি, গুজদর ও যোশি ও স্টিভেনসন ও রুশদি ও তালিকারখান ও তাইয়াবালি ও জুসাওয়ালা ও ওয়াগলে ও কিং; আমি গুতোগুতি করে তাদের ভিতর ঢোকার চেষ্টা করি, কিন্তু যখন তারা আমার ব্যাণ্ডেজ আর নাকের শশা দেখতে পায় আর আমার মুখে লেগে থাকা দাগ তখন হেসে ওঠে এবং পিঠ ফিরিয়ে নেয়... আমার বুকে ঘৃণা জমে ওঠে, আমি পটেটো চিপ্স খাই আর পান করি বাব্ল-আপ ও ভিমটো এবং নিজেকে বলি, 'ওই ঝাঁকুনিগুলো; যদি ওরা জানতো আমি কে তাহলে অবিলম্বে আমার রাস্তা থেকে সরে পড়তো!' কিন্তু তথাপি আমার প্রকৃত স্বভাব উম্মোচিত হয়ে পড়ার ভয় বেশ শক্তিশালী ছিলো ঘূর্ণায়মান ইউরোপীয় মেয়েদের প্রতি আমার কিছুটা বিমূর্ত আকাংখার চেয়েও।

'হেই, সালিম, তুমি না? হেই, ম্যান, তোমার কি হয়েছে?' আমি বেরিয়ে আসি আমার তিক্ত, নির্জন reveric থেকে আমার বাম দিকের কাঁধের পিছন থেকে আসা একটা কণ্ঠস্বরের দ্বারা, একটা নিচু, ঘ্যাসঘেসে কণ্ঠস্বর, আমি মৃদু লাফ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াই আর দেখতে পাই সোনালি চুল ও বিখ্যাত বুকের একটা দৃশ্য... আমার খোদা, তার বয়স চৌদ্দ বছর, সে কোন আমার সাথে কথা বলছে?... 'আমার নাম মাশা মিওভিচ,' দৃশ্যটি বললো, 'আমি তোমার বোনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত।'

অবশ্যই বাঁদরের নায়িকারা, ওয়ালসিংহাম স্কুলের সাঁতারুরা, নিশ্চিতই জানবে স্কুল চ্যাম্পিয়ন বুক সাতাঁরুকে!...

'আমি জানি...' আমি বলি, 'আমি তোমার নাম জানি।'

'আর আমিও জানি তোমারটা,' সে আমার টাই সোজা করে দেয়, 'কাজেই ওটা নির্দোষ তার কাঁধের ওপর দিয়ে, আমি দেখতে পাই গ্ল্যাণ্ডি কিথ ও ফ্যাট পার্স আমাদের লক্ষ্য করছে কৌতুহল নিয়ে। আমি পিঠ সোজা করি আর আমার কাঁধ ঝাঁকাই। মাশা মিওভিচ আবারও আমার ব্যাণ্ডেজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। 'এটা কিছু না,' আমি বললাম এমন কণ্ঠস্বরের যা গভীর ছিলো বলে আমি আশা করেছিলাম, 'খেলতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে।' এবং তারপর, আমার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার জন্যে সচেষ্ট থেকে, 'তুমি কি... কি নাচবে?' 'ঠিক আছে,' মাশা মিওভিচ বললো, 'কিন্তু কোনো অপকর্ম করার চেষ্টা করো না।'

সালিম ফ্লোরে গেল মাশা মিওভিচকে নিয়ে, প্রতিশ্রুতি দিলো অপকর্ম না করার। সালিম এবং মাশা, মেক্সিকান নাচ নাচলো; মাশা এবং সালিম, তাদের সেরা বক্স-স্টেপিং

করলো। আমার মুখে আমি একটা সুপারিয়র অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুললাম; তুমি দেখ, তোমার নিখুঁত হবার দরকার নেই একটা মেয়েকে পেতে হলে!... নাচ শেষ হলো; এবং বললাম, 'তুমি কি একটু হাঁটতে আগ্রহী,

মশা মিওভিচ অগোচরে হাসলো নিঃশব্দে। 'আচ্ছা, হ্যাঁ, এক সেকেণ্ডের জন্যে; কিন্তু হাত ছেড়ে, ঠিক আছে?'

হাত ছেড়ে, সালিম হলফ করে। সালিম এবং মাশা, বাতাস নিচ্ছে... ম্যান, এটা চমৎকার। এটাই জীবন। বিদায় এভি, স্বাগতম বুক সাঁতারু... গ্ল্যাণ্ডি কিথ কোলাকো এবং ফ্যাট পার্স ফিশ ওয়ালা ছায়ার ভিতর থেকে পা ফেলে বেরিয়ে এলো। তারা ফিকফিক করে হাসছিলো করছিলো ঃ 'হি হি।' মাশা মিওভিচকে চমকিত দেখালো তারা আমাদের রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়ালে। 'হো হো,' ফ্যাট পার্স বলে, 'মাশা, হো হো। তুমি ওখানে কিছু ডেট করেছো।' এবং আমি, 'শাট আপ, ইউ।' অন্যদিকে গ্ল্যাণ্ডি কিথ, 'ম্যাশি, তুমি জানতে চাও ও কেমন করে ওর যুদ্ধ ক্ষত পেয়েছে?' এবং ফ্যাট পার্সি, হি হো হা।' মাশা বলে, 'রূঢ় হয়ো না; খেলতে গিয়ে ও আঘাত পেয়েছে।' ফ্যাট পার্স আর গ্ল্যাণ্ডি কিথ পড়ে যাবার উপক্রম করলো; তারপর ফিশওয়ালা সবকিছু উন্মোচন করে দেয়। 'জাগালো ওর চুল টেনে উপড়ে নিয়েছে শ্রেণীকক্ষে!' হি হো, এবং কিথ, 'শিকনিনেকো একটা টেকো!' এবং উভয়েই এক সঙ্গে, সর্দিনেকোর মুখটা মানচিত্র!' মাশা মিওভিচের মুখে বিস্ময় এবং আরো বেশি কিছু, একটা যৌন ছায়া 'সালিম, ওরা তোমার ওপর এমন নির্দয়!'

'হ্যাঁ,' আমি বলি, 'ওদের উপেক্ষা করো।' আমি ওকে অন্য দিকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করি। কিন্তু সে চালিয়ে যায়, 'তুমি নিশ্চয়ই ওদের এভাবে ছেড়ে দিতে চাও না?' ওর ওপরের ঠোঁটে উত্তেজনার কম্পন ওর জিভ ওর মুখের কোনে; মাশা মিওভিচের চোখ বলে, *তুমি কি? একটা মানুষ, না একটা ইঁদুর?...* এবং চ্যাম্পিয়ন বুক সাঁতারুর মন্ত্রে কিছু একটা ভেসে ওঠে আমার মাথার ভিতর : দুটো অপ্রতিরোধ্য হাঁটুর ছবি; আর এখন আমি ধাবমান কোলাকো ও ফিশওয়ালার দিকে; তখন আমার হাঁটু চলে গেল গ্ল্যাণ্ডির groin-এর ভিতর; সে আছড়ে পড়ার আগে, ঠিক অনুরূপ একটা genuflection শুইয়ে দেয় ফ্যাট পার্সকে। আমি আমার মিসট্রেসের দিকে ফিরি; সে applauds করে, কোমলভাবে। 'হেই ম্যান, দারুন ভালো।'

কিন্তু এখন আমার মুহুর্ত চলে গেছে; আর ফ্যাট পার্স নিজেকে তুলছে, আর গ্ল্যাণ্ডি কিথ এরইমধ্যে আমার দিকে তেড়ে আসছে... আমি ঘুরে দাঁড়াই আর দৌড় দিই। আর ওরা আমার পিছনে ধাওয়া করে আসে এবং তাদের পিছনে মাশা মিওভিচ ডাকছে, 'কোথায় পালাচ্ছো তুমি, ক্ষুদে নায়ক,?' কিন্তু এখন আর তাকে দেবার মতো সময় নেই, ওদের আমি সুযোগ দিতে পারি না আমাকে ধরার, সবচেয়ে কাছের শ্রেণীকক্ষে ঢুকে পড়ি আর বন্ধ করার চেষ্টা করি দরোজা, কিন্তু ফ্যাট পার্সের পা এসে গেছে আর এখন ওরা দু'জনেও ভিতরে এবং আমি দরোজায় ধাক্কা খাই, আমি ডান হাতে দরোজাটা মুঠি করে

ধরি, জোর খাটিয়ে খোলার চেষ্টা করি, *বেরিয়ে যাও যদি তুমি পারো,* ওরা ঠেলে বন্ধ করছে দরোজা, কিন্তু আমার ভীতির শক্তি দিয়ে আমি টানছি, আমি কয়েক ইঞ্চি খুলতে পেরেছি, আমার হাত এতে ঠেকে যাচ্ছে, এবং এখন ফ্যাট পার্স তার দেহের পুরো ওজন চাপিয়ে দিয়েছে দরোজার ওজন এবং দরোজা এত জোরে বন্ধ হয়ে যায় যে আমি আমার হাত বের করে নিতে পারি না এবং দরোজা বন্ধ হয়ে যায়। একটা ধাক্কা এবং বাইরে, মাশা মিওভিচ হাজির হয় আর মেঝের দিকে তাকায়; আর দেখতে পায় আমার মধ্যমা আঙুলের উপরের তৃতীয়াংশ সেখানে আটকে আছে বেশ-করে চিবানো বাব্‌ল-গামের মতো। এই দফায় সে বিবশ হয়ে পড়ে।

কোনো যন্ত্রণা নেই। সবকিছু অনেক দূরে। ফ্যাট পার্স ও গ্ল্যাণ্ডি কিথ পালাচ্ছে, হয় সাহায্য পেতে নতুবা লুকাতে। আমি নির্ভেজাল কৌতূহল নিয়ে আমার হাতের দিকে তাকাই। আমার আঙুল পরিণত হয়েছে একটা ঝর্ণায় : লাল তরল বেরিয়ে আসছে আমার হার্ট-বিটের তালে তালে। কখনো জানা ছিলো না একটা আঙুল অতো রক্ত ধারণ করে। উত্তম। এখন নার্স, দুশ্চিন্তা করো না, নার্স। মাত্র একটা চিৎকার *তোমার মা-বাবাকে ফোন করা হয়েছে; মি. ক্রুসো তার গাড়ির চাবি নিচ্ছেন।* নার্স অনেকখানি তুলো বেঁধে দিচ্ছে আহত স্থানের ওপর। লাল ক্যাণ্ডির মতো পূর্ণ। এবং এখন ক্রুসো। গাড়িতে এসো, সালিম, তোমার মা সরাসরি হাসপাতালে যাচ্ছে। জ্বি স্যার। হ্যাঁ প্রধান শিক্ষক এই যে। ধন্যবাদ নার্স। হয়তো লাগবে না কিন্তু সে কথা বলা যায় না। এটা ধরে থাকো আমার গাড়ি চালানোর সময়, সালিম... এবং আমার বাম হাতে ধরে, থাকি আমার বিচ্ছিন্ন আঙুল রাতের প্রতিধ্বনিত সড়ক ধরে গাড়িতে করে আমি যাচ্ছি ব্রিচ ক্যাণ্ডি হাসপাতারে।

হাসপাতালে : শাদা দেয়াল স্ট্রেচার প্রত্যেকে অবিলম্বে কথা বলা শুরু করলো। ঝর্ণার মতো আমার চারপাশে শব্দেরা ঝরতে লাগলো। 'হে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করো, আমার ছোট্ট চাদের টুকরো, ওরা তোমার কি করেছে?' এ কথায় বৃদ্ধ ক্রুসো, 'হেহ্ হেহ্। মিসেস সিনাই। দুর্ঘটনা ঘটবে। বালকেরাও পড়বে দুর্ঘটনায়।' কিন্তু আমার মা, ক্রুদ্ধ 'কি ধরনের স্কুল? মি. ক্রুসো? আমার ছেলের টুকরো করা আঙুল নিয়ে আমি এখানে আর আপনি আমাকে বলুন। মোটেও ভালো নয়। না, স্যার।' এবং এখন, ক্রুসো যখন, প্রকৃতপক্ষে নামটা রবিনসনের মতো, আপনি জানেন– হেহ্ হেহ্,' ডাক্তার— একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলো, যার উত্তর বদলে দেবে বিশ্ব।

'মিসেস সিনাই, আপনার রক্তের গ্রুপ, প্লিজ? ছেলেটির প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। রক্ত দরকার হতে পারে।' এবং আমিনা : 'আমার রক্তের গ্রুপ A; কিন্তু আমার স্বামীর O.' আর এখন সে কাঁদছে, ভেঙে পড়ছে, এবং ডাক্তার তখনও, 'আহ; সেক্ষেত্রে, আপনি কি সতর্ক আপনার পুত্রের...' কিন্তু সে, ডাক্তারের কন্যা, অবশ্যই স্বীকার করবে সে প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারবে না : আলফা নাকি ওমেগা? 'বেশ সেক্ষেত্রে খুব দ্রুত একটা পরীক্ষা; কিন্তু rhesus-এর বিষয়ের ওপর?' আমার মা, তার অশ্রুপাতের ভিতর দিয়ে : 'আমার

স্বামী আর আমি আমরা উভয়েই rhesus পজিটিভ।' এবং ডাক্তার, 'আচ্ছা, ভালো, নিদেন পক্ষে।'

কিন্তু যখন আমি অপারেটিং টেবিলের ওপর— 'ঠিক ওখানে বসে থাকো, ছেলে, আমি তোমাকে একটা স্থানিক এ্যানেস্থেটিক দেবো, না, ম্যাডাম, সে মানসিক আঘাতগ্রস্ত, টোটাল এ্যানেস্থেনিয়া হবে অসম্ভব, ঠিক আছে ছেলে, কেবল তোমার আঙুলটা উপর দিকে স্থির করে তুলে রাখো, ওকে সাহায্য করো নাস্, আর ব্যাপারটা মিটে যাবে এবং লহমায়' সার্জন যখন stump সেলাই করছিলো আর নখের মূল প্রতিস্থাপনের অলৌকিক ঘটনা ঘটাচ্ছিলো, তখন সম্পূর্ণ আচমকা পশ্চাৎ ভূমিতে একটা হলো, এক মিলিয়ন মাইল দূরে, এবং আপনার কি দ্বিতীয় আরেকটি আছে মিসেস সিনাই' এবং আমি যথাযথভাবে শুনতে পাইনি... অক্ষরমালা ভেসে যায় দূরত্বে... মিসেস সিনাই, আপনি নিশ্চিত? O আর A? আর O? এবং rhesus নেগেটিভ, আপনাদের উভয়েরই? Heterozygous নাকি homozygous? না, নিশ্চয় কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে, সে কেমন করে হবে... আমি দুঃখিত, সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার... পজিটিভ... এবং না A না... আমাকে ক্ষমা করবেন, ম্যাডাম, কিন্তু সে কি আপনার... পালিত না কিংবা... হাসপাতালের নার্স আমার ও মাইলের পর মাইল-দূরবর্তী আলাপচারিতার মাঝখানে প্রতিস্থাপন করে নিজেকে, কিন্তু এতে কাজ হয় না, কারণ আমার মা এখন চিৎকার করছে 'কিন্তু অবশ্যই আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন, ডাক্তার; আমার খোদা, *অবশ্যই ও আমাদের পুত্র!*

না A না O এবং rhesus বিষয়টি : অসম্ভবরূপে নেগেটিভ। এবং zygosity কোনো ক্লু দিচ্ছে না। এবং রক্তে উপস্থিত, দুর্লভ kell antibodies, এবং আমার মা, কাঁদছে, কাঁদছে কাঁদছে, কাঁদছে. 'আমি বুঝতে পারছি না। একজন ডাক্তারের মেয়ে, অথচ আমি বুঝতে পারছি না।'

আলফা আর ওমেগা আমার মুখোশ খুলে দিয়েছে? rhesus কি অনুত্তরযোগ্য আঙুল নির্দেশ করছে? এবং মেরি পেরেইরা কি বাধ্য হবে... আমি জেগে উঠি একটা ঠাণ্ডা, শাদা, ভেনিশিয়ান ব্লাইণ্ডেড কামরায়, সঙ্গ দেবার জন্যে অলইণ্ডিয়া রেডিও। টনি ব্রেন্ট গাইছে : 'রেড সেইল্‌স ইন দ্য সানসেট'।

আহমেদ সিনাই, তার মুখ হুইস্কিতে গন্ধযুক্ত এবং এখন কিছু খারাপ, দাঁড়িয়ে আছে ভেনিশিয়ান ব্লাউণ্ডের পাশে। আমিনা, কথা বলছে ফিসফিস করে। আবার, মিলিয়ন মাইল দূর থেকে। জানুমপ্লিজ। আমিতো মারকাছে মিনতি করি। না, কি বলছো তুমি। অবশ্যই এটা ছিলো। অবশ্যই তুমি। কিভাবে তুমি ভাবলে আমি। কে এটা। ও ঈশ্বর দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থেকো না। আমি শপথ করছি। আমি আমার মায়ের মাথার শপথ করছি। এখন শ্‌শ্‌ সে...

নতুন একটা গান টনি ব্রেন্টের, আজকে যার উয়ি উইলি উইস্কির অবিকল এক রকম : 'হাউ মাচ ইজ দ্যাট ডগি ইন দ্য উইণ্ডো?' বাতাসে ঝুলছে, ভাসছে বেতার তরঙ্গে। আমার পিতা আমার বিছানার কাছে আসে, মিনারের মতো দাঁড়ায়, এর আগে আর কখনো

তাকে আমি এমন দেখিনি। 'আব্বা...' এবং সে, 'আমাকে জানতে হবে। দেখ, ওই মুখে কোথায় আমি। ওই নাক, আমাকে অবশ্যই..'সে ঘুরে দাঁড়ালো আর বেরিয়ে গেল কামরা থেকে; আমার মা তাকে অনুসরণ করে, ফিসফিসানি এখন স্পষ্টই শোনা যায় : 'না, জানুম, আমার সম্পর্কে ওইরকম ধারণা করতে দেবো না আমি তোমাকে! আমি নিজেকে শেষ করে দেবো! আমি,' আর দরোজাটা দুলে উঠে তাদের পিছনে বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে একটা গোলমালের আওয়াজ : তোমার জীবনের যাতে কিছু যায় আসে সে সব ঘটনার বেশির ভাগই ঘটে তোমার অনুপস্থিতিতে।

টনি ব্রেন্ট শুরু করেছে তার সর্বশেষ হিট গান আমার কানের ভিতর : এবং আমাকে নিশ্চিত করে, সুরেলাভাবে, যে 'দ্য ক্লাউড্স উইল সুন রোল বাই'।

... এবং এখন আমি, সালিম সিনাই, নিজেকে তখন স্বল্পসময়ে সুস্থ করতে ইচ্ছা করি; ঐক্য আর সুন্দর লেখার কনভেনশনস ধ্বংস করে, যাতে করে সে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাবনার অনুমতি পেতে পারে : 'হে ভিতরের ও বাইরের চিরন্তন বিরোধ! একটা মানব সন্তানের জন্যে, তার ভিতরে, একটা গর্ত, একটা homogeneous; সব ধরনের ব্যাপার তার ভিতরে গাদা হয়। এবং সে এক মিনিট আগে এক মানুষ আর পরের মুহূর্তে অন্যরকম। দেহ, অপর দিকে, homogeneons- ওই গর্তের শূন্যতা রক্ষা করা খুব জরুরি। কিন্তু আমার আঙুলের ক্ষতি অনেক আগেই যার ভবিষ্যৎবাণী করেছিলো র‍্যালের জেলের দিক-সূচক আমার মাথার সুনির্দিষ্ট চুল তুলে ফেলার কথা উল্লেখ না করে, সমস্ত কিছু অকার্যকর করেছে। এভাবে আমরা প্রবেশ করি একটা ঘটনাবলীর রাজ্যে যা বিপ্লবী গোছের কিছু নয় মোটেও; আর ইতিহাসের ওপর এর ক্রিয়া দারুন রকমের startling হতে বাধ্য। এবং ঈশ্বরই জানে কি তুমি অনুমতি দিচ্ছো বেরিয়ে আসতে। আকস্মিকভাবে তুমি চিরদিনের মতো অন্যরকম যা ছিলে তার থেকে; এবং দুনিয়া পরিণত হয় অমন যে পিতা-মাতা ধারণ করতে পারে পিতা-মাতা হতে, এবং প্রেম মোড় নিতে পারে ঘৃণায়। এবং এইসব, তুমি চিহ্নিত করো, কেবল ব্যক্তিগত জীবনের ওপর ক্রিয়া করে।

শেষ পর্যন্ত, আমার পূর্বজ্ঞানের দান প্রত্যাহার করে নিতে নিতে, আমি তোমাকে ত্যাগ করি দশ-বছর বয়সী এক বালকের ছবিসহ যার আঙুলের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, বসে আছে হাসপাতালের একটা বেডে; ধীর গতি লংশটে জুমিং করে, আমি সাউণ্ড ট্রাক সঙ্গীতে আমার অক্ষরমালা ডুবিয়ে দিতে রাজী, কারণ টনি ব্রেন্ট পৌঁছে যাচ্ছে তার medley-র শেষ পর্যায়ে, এবং তার finale, সেটাও উইস্কিরই অনুরূপ : 'গুড নাইট, লেডিস' গানটার নাম। গানটার অনুরণন চলতে থাকে, চলতে থাকে, চলতে থাকে...

(ফেড-আউট)

১৭ The Kolynos Kid
দ্য কলিনোস কিড

আয়া থেকে বিধবা, আমি সবার কাছে এমন ধরনের মানুষ ছিলাম যার সব কিছু হয়ে গেছে; কিন্তু সালিম সিনাই, নিজেকে প্রধান অভিনেতা হিসেবে দেখতে পছন্দ করে। মেরির দুষ্কর্ম সত্ত্বেও; টাইফয়েড ও সাপের বিষ এক দিকে সরিয়ে রেখে; দুটো দুর্ঘটনা বাতিল করে দিয়ে, ওয়াশিং চেস্টে ও সার্কাস রিঙে; এভির ধাক্কা আর আমার মায়ের বিশ্বাসঘাতকতার ক্রিয়া অগ্রাহ্য করে; এমিল জাগালোর তিক্ত সহিংসতায় আমার চুল আর মাশা মিওভিচের প্ররোচনায় আমার আঙুল হারানো সত্ত্বেও; বৈপরীত্যের সমস্ত ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে আমার অবয়ব স্থির করে, এখন আমি এ্যামপ্লিফাই করবো, ভদ্র আচরণে ও বিজ্ঞানের একজন মানুষের যথার্থ গাম্ভির্য নিয়ে, একটা জায়গায় আমার দাবি সমস্ত জিনিসের কেন্দ্রে।

'... তোমার জীবন, যেটা হবে, এক অর্থে, আমাদের নিজেদের আয়না,' প্রধানমন্ত্রী লিখেছিলেন, বাধ্য করছেন আমাকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রশ্নটির মুখোমুখি হতে : *কোন অর্থে?* কিভাবে, কোন অবস্থায়, একজন ব্যক্তির ক্যারিয়ার গোটা একটা জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করবে? আমাকে অবশ্যই বিশেষণও হাইফেনে উত্তর দিতে হবে : আমি ইতিহাসের সাথে যুক্ত ছিলাম আক্ষরিক ও রূপক উভয় দিক থেকেই, একইসাথে সক্রিয়ভাবে নিষ্ক্রিয়ভাবে, যাতে আমাদের বিজ্ঞানীরা উল্লিখিত বিরোধিতা করা দুই জোড়া বিশেষণের দ্বন্দ্বমুলকভাবে সমন্বিত রূপের 'modes of connection'-এর শর্ত compose করতে পারে। এই জন্যেই হাইফেন প্রয়োজন : সক্রিয়ভাবে আক্ষরিক, নিষ্ক্রিয় রূপকার্যে সক্রিয়ভাবে রূপকার্যে এবং নিষ্ক্রিয়-আক্ষরিক, আমার জগৎ নিয়ে আমি একাকি ছিলাম।

পদ্মর অবৈজ্ঞানিক ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে, আমি গতানুগতিক বক্তৃতার বিসদৃশ ভাবনা করি : 'সক্রিয়' ও 'আক্ষরিক'-এর সমন্বয় দ্বারা, আমি বলতে চাই, অবশ্যই, আমার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ যা সরাসরি *আক্ষরিকভাবে* ফলপ্রসূ অথবা কোর্সের বিকল্প, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, সেই আচরণ যাতে করে আমি ভাষা মিছিলকারিদের জ্ঞাত করি তাদের যুদ্ধ চিৎকার সহ। 'metaphorial'-এর মিলন সমন্বিত করে সমস্ত সামাজিক রাজনৈতিক প্রবর্ণতা ও ঘটনাবলী যা আমাকে আপ্লুত করে metaphorically— উদাহরণ স্বরূপ,

AmarBoi.com

'The Fishermans's Pointing Finger' শীর্ষক cpisode-এর লাইনগুলো গঠনের মাধ্যমে, তুমি লক্ষ্য করবে এড়িয়ে যাবার অযোগ্য যোগাযোগ, শিশু রাষ্ট্রের পূর্ণ আকৃতির সাবালকত্বের দিকে দ্রুত ধাবিত হবার উদ্যোগ ও আমার নিজের প্রারম্ভিক, বিস্ফোরক চেষ্টা বেড়ে ওঠার মধ্যে... তারপর, লক্ষ্য ও 'আক্ষরিক', যখন হাইফেন-যুক্ত, সকল মুহূর্ত কাভার করে যাতে জাতীয় ঘটনাবলী সরাসরি একটা দিক-দর্শক ছিলো আমার নিজের ও আমার পরিবারের জীবনের ওপর এই শিরোনামে তুমি আমার বাবার সম্পদ ফ্রিজিং ফাইল করবে, এছাড়াও ওয়ালকেশ্বর রিজার্ভয়ার-এর বিস্ফোরণ, যা উদঘাটন করেছি মহা বেড়াল অভিযানে। এবং শেষত আছে 'সক্রিয় metaphorical'-এর 'mode'; আমার মধ্যমা আঙুলের হানি ছিলো একটা ঘটনা, কারণ যখন আমি আমার finger-tip থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম এবং রক্ত (না আলফা না ওমেগা) ঝর্ণার মতো দ্রুত বেরিয়ে আসছিলো, তখন একই রকম ঘটনা ঘটে ইতিহাসে; কিন্তু যেহেতু ইতিহাস একটা ধারায় চলে যে কোনো একক ব্যক্তির তুলনায়, তাই এটা এক সাথে সেলাই করে জোড়া দিতে বেশ লম্বা সময় নেয়।

'passive-metaphorical,' 'passive- আক্ষরিক,' 'সক্রিয় metaphorical' : মিডনাইট চিলড্রেন'স কনফারেন্স ছিলো পুরো তিনটিই; কিন্তু এটা যা হবে বলে আমি খুব করে চেয়েছিলাম তা কখনোই হয়নি; আমরা কখনো চালনা করিনি 'modes of connection'-এর সর্বাধিক অর্থপূর্ণ, 'সক্রিয়-আক্ষরিক' আমাদের অতিক্রম করে যায়।

সমাপ্তিহীন গঠন : নয় আঙুলে সালিমকে ব্রিচ ক্যাণ্ডি হাসপতালের দরোজা পথে নিয়ে এসেছে একজন স্বর্ণকেশী নার্স যার মুখটা আতংকিত অসততার নিঃশব্দ হাসিতে জমে আছে। বাইরের দুনিয়ার উষ্ণ পরিমণ্ডলে সে চোখ পি-পিট কবছে, ফোকাস করার চেষ্টা করছে তার দিকে এগিয়ে আসা দুটো সন্তরণশীল ছায়া আকৃতি; ' দেখছো?' নার্স গুঞ্জন করে, 'দেখছো তোমাকে নিতে আসছে কারা?' এবং সালিম উপলব্ধি করে যে জগতে ভয়ংকর কিছু ভুল ঘটে গেছে, কারণ তার মা ও বাবা, তাকে নিতে আসার কথা যাদের তাদের বদলে আসতে দেখা যাচ্ছে তার আয়া মেরি পেরেইরা ও তার মামা হানিফকে।

হানিফ আজিজ পোতাশ্রয়ে জাহাজের হর্নের মতো আওয়াজ করে এবং একটা পুরনো তামাক কারখানার মতো গন্ধ ছড়ায়। আমি তাকে ভীষণ ভালোবাসি, তার হাসির জন্যে, তার না-কামানো গালের জন্যে, তার সমনবয়ের অভাবের জন্যে যা তার প্রতিটা নড়াচড়া ঝুঁকিসহ স্পষ্ট করে। (সে যখন বাকিংহাম ভিলা সফর করে তখন আমার মা কাট-গ্লাস পাত্রগুলো লুকিয়ে রাখে।) প্রাপ্তবয়স্করা কখনো তার ওপর আস্থা রাখতো না যথাযথ কানুসসহ আচরণ করতে ('কম্যুনিস্টদের লক্ষ্য রেখো!' সে বলেছিলো করেছিলো, এবং তারা লাল হয়ে উঠেছিলো), যেটা ছিলো তার ও সমস্ত শিশুর মাঝখানে একটা বন্ধন অন্য লোকদের ছেলেমেয়ে, যেহেতু সে ও পিয়া ছিলো সন্তানহীন। হানিফ মামা যে একদিন, বিপদসংকেত ছাড়াই, তার বাড়ির ছাদে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করবে।

... সে আমার পিঠে চাপড় মারে, সামনের দিকে আমাকে আদর করে মেরির হাতের মধ্যে। 'এই, ক্ষুদে কুস্তিগীর! তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে!' কিন্তু মেরি, 'কিন্তু কেমন পাতলা, যিশু! ওরা তোমাকে ঠিক মতো খাওয়ায়নি? তুমি কি কর্ণফ্লাওয়ার পুডিং খেতে চাও? দুধে কলা চটকানো? ওরা কি তোমাকে চিপ্‌স দিয়েছে,"... সালিম তখন এই নতুন জগতটার চারপাশে তাকাচ্ছে যেখানে সবকিছু খুব দ্রুত চলছে বলে মনে হয়; তার কণ্ঠস্বর উচ্চ শব্দ করে, যেন কেউ তাতে গতি সঞ্চার করেছে : 'আম্মা-আব্বা?' সে প্রশ্ন করে। 'বাঁদর?' এবং হানিফ বিস্ফোরণ ঘটায়, 'হ্যাঁ, টিকেটি বু! বালকটি বাস্তবিক জাহাজ আকৃতি!কাম অন গাহ্‌লোয়ান : আমার পাকার্ডে চড়ে ঘোরা, ঠিক আছে?' আর একই সময়ে কথা বলছে মেরি পেরেইরা, 'চকোলেট কেক,' সে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, 'লাড্ডু, পিস্তাকি লাউজ, মাংস সামোসা, কুলফি। তুমি কেমন চিকন হয়ে গেছো, বাবা, বাতাসই তোমাকে উড়িয়ে নেবে।' প্যাকার্ড চালানো হচ্ছে; এটা ওয়ার্ডেন রোডে মোড় নিতে ব্যর্থ হচ্ছে, দোতলা পাহাড়িকার ওপরে; এবং সালিম, 'হানিফ মামু, আমরা কোথায়...' এটা বের বরার সময় নেই; হানিফ গর্জন করে, 'তোমার পিয়া আন্টি অপেক্ষা করছে! আমার খোদা, তুমি দেখ যদি আমাদের একটা এক নম্বর ভালো সময় না থাকে!' তার কণ্ঠস্বর ষড়যন্ত্রকারির মতো ঝপ করে পড়ে যায় : ' দেদার,' সে বলে তিমিরের ভাবে, 'মজা।' এবং মেরি : 'আরে বাবা হ্যাঁ! অমন দারুন আর সবুজ চাটনি!'...

'অন্ধকারটা নয়,' আমি বলি, ধরেছি অবশেষে; আমার ধৃতের গালে স্বস্তি আবির্ভূত হয়। 'না না না,' মেরি বলে, 'হালকা সবুজ, বাবা। ঠিক যেমন তুমি পছন্দ করো।' এবং, নিষ্প্রভ সবুজ!' হানিফ বলছে, 'আমার খোদা, ঘাসফড়িঙের মতো সবুজ!'

সবাই খুব বেশি দ্রুত... এখন আমরা কেম্প'স কর্নারে, বুলেটের মতো আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কার... কিন্তু অপরিবর্তিত রয়ে গেছে একটা ব্যাপার। বিলবোর্ডের ওপর, kolynos kid দাঁত বের আছে করছে, সবুজ ক্লোরেফিল ক্যাপ পরিহিত বালকটির চিরন্তন দাঁত খেঁচানো সময়হীন বালকের হাসি। সে অন্তহীনভাবে *Keep Teeth Kleen And Keep Teeth Brite, Keep Teeth Kolynos Super White!*...আর তুমি হয়তো আমাকেও একজন অস্বেচ্ছাসেবক kolynos kid হিসেবে ভাববে, একটা তলাহীন টিউব থেকে টিপে বের করছি চিৎকার আর গঠন, সময় বের করছি আমার metaphorical টুথব্রাশের ওপর; স্ট্রাইপে সবুজ ক্লোরোফিলযুক্ত পরিষ্কার, শ্বেত সময়। এটা, তখন, ছিলো আমার প্রথম নির্বাসনের সূচনা। (দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় নির্বাসনও হবে।) বিনা আপত্তিতে আমি এটা বহন করি। আমি হিসেব করেছিলাম, অবশ্যই, যে একটা প্রশ্ন আছে যেটা কখনোই আমি জিজ্ঞেস করবো না; যে আমাকে ধার দেয়া হয়েছিলো, স্ক্যাণ্ডাল পয়েন্টসেকেণ্ড হ্যাণ্ড লাইব্রেরির একটা কমিক-বইয়ের মতো, কিছু অনিশ্চিত সময়ের জন্যে; আর আমার মা-বাবা যখন আমাকে ফেরত চাইবে, তখন তারা আমাকে ফেরত পাঠাবে। যখন, অথবা যদি : কারণ আমি

আমার নিষিদ্ধতার জন্যে সামান্যতম অভিযোগ করিনি নিজেকে। আমি কি ক্রুদ্ধ ছিলাম না আমার ওপর ধনুকম্প শশানাক শিঙের মতো চাঁদি দাগওয়ালাগাল ইত্যাদির সাথে আরো একটি বিকৃত গঠন যুক্ত করার জন্যে? এটা কি সম্ভব ছিলো না যে আমার বিক্ষত আঙুল হয়েছিলো, আমার দীর্ঘ ভুক্তভোগি মা-বাবার পক্ষে, সর্বশেষ দাগ? যে আমি আর খুব ভালো কোনো ব্যবসার উপাদান ছিলাম না, তাদের ভালোবাসা ও সুরক্ষা বিনিয়োগের উপযুক্ত কিছু ছিলাম না আর?... আমি প্রতিদান দেবার সিদ্ধান্ত নিই আমার মামা ও মামিকে আমার মতো পীড়িত দুর্ভাগা একটা প্রাণীকে গ্রহণ করার তাদের সদয়তাবু জন্যে। অনেক সময় ছিলো যখন আমি কামনা করেছি যে বাঁদর আমাকে দেখতে আসবে, কিংবা অন্তত ফোন করবে; কাজেই সেসব আমার মনের বাইরে রাখার জন্যে আমি সর্বোত্তম চেষ্টা করেছি। তাছাড়া, হানিফ ও পিয়া আজিজের সাথে বসবাস করাটা দাঁড়ালো একেবারে সেই রকম ব্যাপার যা আমার মামা আগেই বলেছিলো : দেদার মজা।

শিশুরা যা প্রত্যাশা ও সকৃতজ্ঞ গ্রহণ করে সন্তানহীন প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে তারা আমার জন্যে তার সবকিছুই করেছিলো। মেরিন ড্রাইভের দিকে মুখ করা তাদের ফ্ল্যাট বড় ছিলো না, কিন্তু একটা ব্যালকনি ছিলো যেখান থেকে আমি বাদামের খোশা ফেলতাম নিচ দিয়ে হেঁটে যাওয়া pedestrians দের মাথার ওপর; কোনো বাড়তি শয়নকক্ষ ছিলো না, তবে আমাকে সবুজ ডোরাকাটা একটা দারুন উপভোগ্য নরমশাদা সোফা দেয়া হয়েছিলো (Kolynos Kid-এ আমার রূপান্তরিত হবার একটা প্রাথমিক প্রমান); আয়া মেরি; স্পষ্টত যে আমাকে অনুসরণ করেছিলো নির্বাসনে, আমার পাশে মেঝের ওপর ঘুমাতো। দিনের বেলা, সে আমার পাকস্থলি ভরপুর করতো প্রতিশ্রুত কেক ও মিষ্টান্ন দিয়ে (আমার মায়ের, আমি এখন বিশ্বাস করি, অর্থানুকুল্যে); আমি মোটা হয়ে যেতে পারতাম, এছাড়া যে আমি অন্য দিকেও বেড়ে উঠলাম, আর ইতিহাসের বছরের শেষে (যখন আমার বয়স মাত্র সাড়ে এগার) আমার পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক উচ্চতা প্রকৃতপ্রস্তাবে Kolynos প্রতিক্রিয়ায় সংস্কার থেকে রক্ষা পেয়ে, করি আমার মামা ও মামির উৎফুল্লতা তাদের ঘরে একটা বাচ্চা থাকায়। যখন আমি গালিচার ওপর সেভেন-আপ ফেলে দিই ভুলকে কিংবা নৈশভোজে হাঁচি দিই, আমার মামা বড়জোর বলবে 'হাই-ইও! কৃষ্ণ মানব!' তার বাষ্পীয় জাহাজের মতো ভীষণ আওয়াজ করা গলায়। ইতোমধ্যে আমার মামি পিয়া মহিলাদের দীর্ঘ ধারাবাহিকে পরবর্তীতে পরিণত হয়েছে, সেইসব মহিলা যারা দাসি হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে অকেজো করেছে উপযুক্ত ও যথাযথভাবে।

আমার উল্লেখ করা উচিৎ যে আমি যখন মেরিন ড্রাইভ এ্যাপার্টমেন্টে অবস্থান করছিলাম, আমার অন্তকোষ অপরিপক্কভাবে ও সতর্ক না করেই সেগুলোর ছোট্ট থলির মধ্যে ড্রপ খায়। এ ঘটনাও এর ভূমিকা রাখে পরবর্তী ঘটনায়।)

আমার মামানি পিয়া আজিজ : তার সাথে বসবাস করা ছিলো একটা বোম্বে টকির হৃৎপিণ্ডে অস্তিত্ববান হওয়া। সেই সব দিনে, চলচ্চিত্রে আমার মামার ক্যারিয়ার প্রবেশ

করেছিলো একটা সংকটে এবং, দুনিয়ার নিয়মটাই যেহেতু ওই রকম, তার সাথে সাথে পিয়ার তারকাও অতলে চলে গিয়েছিলো। তার উপস্থিতিতে, যাহোক, ব্যর্থতার চিন্তা ছিলো অসম্ভব। পিয়া তার জীবনকে একটা কাহিনীচিত্রে রূপান্তরিত করেছিলো, যার মধ্যে আমি একটা বর্ধিষ্ণু সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলাম। আমি ছিলাম বিশ্বাসি বডি-সার্ভেন্ট : পেটিকোট পরিহিতা পিয়া, আমার বেপরোয়াভাবে পলকহীন চোখের দিকে ঘুরছে কোমল নিতম্ব, মৃদ হাসছে যখন তার চোখ, antimony- তে উজ্জ্বল, আলোর মতো এসে পড়ছে 'কাম অন, বয়, তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন, আমার শাড়ির এই প্লিটগুলো ধর ভাঁজ করার সময়।' আমি ছিলাম তার আস্থাভাজন. ওদিকে আমার মামা ক্লোরোফিল-দাগ কাটা সোফায় বসে স্ক্রিপ্টের পাতা ওল্টায় যা কেউ চলচ্চিত্রে রূপ দেবে না, আমি আমার মামি নস্টালজিক soliloquy শুনি, চেষ্টা করছি অসম্ভব দুটো বুক থেকে নিজের চোখ দুটো অন্যদিকে সরিয়ে নিতে, তরমুজের মতো যা গোলাকার, আমের মতো সোনালি : আমি বোঝাতে চাইছি, তুমি অনুমান করতে পারবে, পিয়া মামানির সুন্দর স্তনদুটো। অন্যদিকে সে, তার বিছানার ওপর বসে, একটা হাত উঠে আছে তার ভুরুর আহাআড়িতে, গভীর আবেগে বলে ওঠে : 'বৎস, তুই জানিস, আমি মহান অভিনেত্রী; আমি অনেকগুলো প্রধান ভূমিকা রূপারোপ করেছি! কিন্তু দেখ, ভাগ্য কি করলো! একদা, বৎস, আল্লাহই জানেন এই ফ্ল্যাটে আসার জন্যে কেই না ভিক্ষা মেগেছে; একদা *Filmfare* আর *Screen Goddess*-এর সাংবাদিকরা ভিতরে আসার জন্যে কালো-টাকা পে করতো! জ্বি হাঁ, এবং নৃত্য, আর আমি সুপরিচিতি ছিলাম ভেনিস রেস্তোরাঁয়–ওইসব মহান জাজবাদকেরা আমার পায়ের কাছে বসতে আসতো। জ্বি, এমন কি ওই ব্রাজ। বৎস, *Lovers of Kashmir*-এর পর, সবচেয়ে বড় তারকা কে ছিলো? পপি নয়; বৈজয়ন্তিমালা নয়; কেউই না!' এবং আমি, গুরুত্বের সাথে মাথা নাড়তে নাড়তে, না-স্বাভাবিকভাবে না কেউ, যখন তার বিস্ময়কর চামড়া-ঢাকা তরমুজ ওপর দিকে উত্তোলন করে আর... এক নাটকীয় চিৎকারে, সে বলে চলে : 'কিন্তু এমন কি তারপরেও আমাদের দুনিয়া কাঁপানো খ্যাতির সময়ে, প্রতিটা ছবিই এক একটা গোল্ডেন জুবিলি চলচ্চিত্র, তোমার এই মামা চায় একটা কেরানির মতো দুই কামরার একটা ফ্ল্যাটে বসবাস করতে! তাই আমি কোনো তর্ক করি না; আমি তোমার কিছু শস্তা-ধরনের অভিনেত্রীর মতো নই; আমি সাদামাটা জীবন যাপন করি আর কোনো ক্যাডিলাক বা এয়ার-কণ্ডিশনার বা ইংল্যাণ্ড থেকে আনা ডানলোপিলো বিছানা চাই না; রক্সি বিশ্বনাথমের মতো বিকিনি আকৃতির কোনো সুইমিং পুল চাই না! এখানে, সাধারণ মানুষের বৌয়ের মতো, আমি রয়েছি; এখানে, এখন, আমি পাছি! পচছি, সম্পূর্ণভাবে। কিন্তু এখন এই : আমার মুখ হলো আমার ভাগ্য; একটার পর, আর কি ধন-সম্পদের প্রয়োজন আমার?' এবং আমি, উৎকণ্ঠিত হয়ে একমত হচ্ছি : 'মামানি, আর কিছু ধনসম্পদের প্রয়োজন নেই; একটুও না।' সে তীক্ষ্ণভাবে নিদারুণ চিৎকার করে ওঠে; এমন কি আমার হাতের তালুর থাবড়ায় বধির কান পর্যন্ত যন্ত্রণা করে উঠলো। 'হ্যাঁ,

AMARBOI.COM

অবশ্যই, তুইও চাস আমি গরীব থাকি! সারা দুনিয়া চায় পিয়া ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে থাক! এমন কি ওইটা, তোর ওই মামা, লিখছে ওর একঘেঁয়ে একঘেঁয়ে স্ক্রিপ্ট! ও মাই গড, আমি ওকে বলি, নাচ রাখো, কিংবা অগতানুগতিক লোকেশন! তোমার খলনায়কদের খলনায়কসুলভ বানাও, 'কেন নয়, নায়কদের বানাও পুরুষোচিত! কিন্তু ও বলে, না, ওসব আবর্জনা, ও এখন দেখে– যদিও একদা ও তেমন গর্বিত ছিলো না! এখন ও অবশ্যই লিখবে সাধারণ মানুষ আর সামাজিক সমস্যা নিয়ে! আর বলে, হ্যাঁ, হানিফ, ওটা করো, ওটা ভালো; কিন্তু কিছুটা রুটিন মতো হাস্যরস রাখো, আর তোমার পিয়ার জন্যে কিছুটা নাচের দৃশ্য, আর বিরহ আর নাটকীয়তাও; ওটাই মানুষ চাইছে!' তার চোখ কাঁপছে। 'তো তুই জানিস ও এখন কি লিখছে? একটা... তাকে এমন দেখায় যেন তার হৃদয় ভেঙে যাবে ... Pickle কারখানার সাধারণ জীবন!'

'শ্‌শ্‌, মামানি, শ্‌শ্‌,' আমি মিনতি করি, 'হানিফমামু শুনে ফেলবে!'

'ওকে শুনতে দে!' সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, অশ্রুপাত করছে এখন; 'আগ্রায় ওর মাকেও শুনতে দে; লজ্জায় ওদের জন্যে আমাকে মরে যেতে হবে!'

রেভারেণ্ড মাদার কখনো তার অভিনেত্রী পুত্রবধুকে পছন্দ করেননি। আমি এক বার শুনে ফেলেছিলাম আমার মাকে তিনি বলছেন : 'একজন অভ্রিনতীকে বিয়ে করা, কিযেননামএটার, আমার পুত্র তার শয্যা পেতেছে নোংরায়, শীগগিরই, কিযেননামএটার, ওই নারী ওকে এ্যালকোহল পান করা শেখাবে আর শুকরও খাওয়াবে।' ঘটনাক্রমে, তিনি খারাপ মনোবৃত্তি সহকারে বিয়ের অবশ্যম্ভাবিতা গ্রহণ করেন; কিন্তু পিয়াকে চিঠি লিখে ফেরানোর চেষ্টা বন্ধ করেননি। 'শোনো কন্যা,' তিনি লিখতেন, 'এই অভিনেত্রীসুলভ কাজ করো না। অমন লজ্জাহীন আচরণ করা কেন, কিসের জন্যে? কাজ, হ্যাঁ, তোমাদের মেয়েদের রয়েছে আধুনিক আইডিয়া, কিন্তু পর্যদায় উলঙ্গ হয়ে নাচ করা! যখন সামান্য কিছু টাকা তোমার প্রয়োজন তখন একটা ভালো পেট্রোল পাম্পে কাজ নাও। আমার নিজের পকেট থেকে আমি দুই মিনিটেই এ টাকা তোমাকে দেবো। একটা অফিসে বসো, এ্যাটেণ্ডান্ট রাখো; সেটাই সঠিক কাজ।' আমরা কেউই জানতাম না কখন রেভারেণ্ড মাদার পেট্রোল পাম্পের স্বপ্ন দেখেছিলেন; যা হবে তার বৃদ্ধ বয়সের বর্ধিষ্ণু বদ্ধ-সংস্কার; কিন্তু পিয়াকে তিনি এই বোমায় ফাটিয়েছিলেন, অীভনেত্রীর বিরক্তিতে।

'ওই মহিলা কেন আমাকে শর্টহ্যাণ্ড টাইপিস্ট হতে বলেন না?' প্রাতরাশের সময় পিয়া চিৎকার করে হানিফের ও মেরির ও আমার উদ্দেশে। 'ট্যাক্সি-চালক নয় কেন, কিংবা হস্তচালিত তন্তবায়? আমি তোমাকে বলি, এই pumpery-Shumpery আমাকে ক্ষেপিয়ে তোলে।'

আমার মামা কেঁপে ওঠে (তার জীবনে এই একবারই) ক্রোধের ধারে। 'একটা শিশু এখানে উপস্থিত', সে বললো, 'যাকে নিয়ে কথা বলছো সে তোমার শাশুড়ি; তার প্রতি সম্মান দেখিও।'

'সম্মান উনি পেতে পারেন,' পিয়া বেরিয়ে যায় কামরা থেকে, 'কিন্তু উনি *গ্যাস* চান।'

... এবং? আমার সমস্ত অংশ অভিনিত হয় পিয়া ও হানিফের বন্ধুদের সাথে নিয়মিত তাশ খেলার সময়ে, আমি তার সন্তানের পবিত্র স্থানটি দখল করার পর্যায়ে উন্নীত হই। (এক অজানা মিলনের শিশু, আমি অনেক মা পেয়েছিলাম বেশির ভাগ মা যতো সন্তান পায় তার চেয়েও বেশি; মা-বাবার সন্তান জন্মানো হয়েছে আমার আশ্চর্যজনক প্রতিভা–উর্বরতার একটা গঠন জন্মনিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে, এবং এমন কি বিধবার নিজেরও।) দর্শনার্থীদের সাক্ষতে, পিয়া আজিজ চেঁচিয়ে বলবে : 'দেখ, বন্ধুরা, এই আমার নিজের যুবরাজ! আমার আঙটির রত্ন! আমার হারের মুক্তা!' আর সে আমাকে তার দিকে ফেরাবে, আমার নাক চেপে ধরবে তার বুকের সাথে আর সেখানে আমার নাক বাসা বাঁধবে বিস্ময়করভাবে নরম বালিশের মধ্যে তার অবর্ণণীয়... এমন উৎফুল্লতার সাথে খাপ খাওয়াতে অপারগ আমি আমার মাথা টেনে নিই। কিন্তু আমি তার ভৃত্য; আর এখন আমি জানি সে কেন আমার সাথে অমন ঘনিষ্ঠতার অনুমতি দিতো নিজেকে। অপরিপক্ক বয়সেই অন্তকোষ বিশিষ্ট, দ্রুত বেড়ে ওঠা, আমি যা লোক পরেছিলাম যৌন-নির্দোষিতার ব্যাজ : সালিম সিনাই, তার মামার বাড়িতে অবস্থানের সময়ে, তখনও শর্টস্ পরিধান করতো। নগ্ন হাঁটু আমার শিশুত্ব প্রমাণ করে পিয়ার কাছে; গোড়ালি মোজার দ্বারা আবৃত, সে আমার মুখ তার স্তনের সাথে চেপে ধরে আর তার (সেতার-নিখুঁত কণ্ঠস্বরে ফিসফিস করে আমার ভালো কানে : 'বাছা, বাছা, ভয় পেও না; তোমার মেঘ কেটে যাবে শীগগিরই।'

আমার মামার জন্যে, আমার মামির পাশাপাশি, আমি অভিনয় করি (বর্ধিষ্ণু পালিশ সহকারে) সন্তানের ভূমিকায়। হানিফ আজিজকে দিনের বেলায় খুঁজে পাওয়া যাবে ডোরাকাটা সোফায়, হাতে পেন্সিল আর এক্সারসাইজ খাতা, লিখছে তার আচারের মহাকাব্য। সে তার নৈমিত্তিক ব্যবহার্য লুঙ্গি পরে তাকে কোমরের বাঁধন ঢিলে করে আর বিপুলকার একটা সেফটি-পিনে গেঁথে রাখে, ভণাজের কাছে দেখা যায় তার লোমশ পা। গোল্ড ফ্লেক্স-এর দাগ তার আঙুলের নখে। একই রকমভাবে তার পায়ের আঙুলের নখও বিবর্ণ। আমি তাকে পায়ের আঙুলে ধুমপানরত কল্পনা করি। এই কাল্পনিক দৃশ্যে দারুণ প্রভাবিত হয়ে, আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, বস্তুত, সে এটা করতে পারবে কি না; এবং বিনা বাক্যব্যয়ে, সে গোল্ড ফ্লেক চেপে ধরে পায়ের বুড়ো আঙুল ও পাশের আঙুল দিয়ে আর নিজেকে আহত করে। আমি পাগলের মতো হাততালি দিই, কিন্তু তাকে দিনের অবশিষ্ট সময়টুকু কিছু বেদনার্ত বলে মনে হয়।

একটা ভালো ছেলের মতো আমি তার প্রয়োজন তদারক করি, ছাইদানি পরিষ্কার করি, পেন্সিল কাটি, পান করার জল এনে দিই; অন্যদিকে সে, তার অবিশ্বাস্য সূচনার পর স্মরণ করে যে সে ছিলো তার পিতার পুত্র এবং নিজেকে উৎসর্গ করেছিলো সেই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে। তার দুর্ভাগ্য চিত্রনাট্য।

'বাছা জিম,' সে আমাকে জানাতো, 'এই বাজে দেশ স্বপ্ন দেখছে পাঁচ হাজার বছর ধরে। এটা জেগে ওঠার সময়।' হানিফ ভালোবাসতো রেলিং দিতে রাজকুমার ও দানবদের বিপরীতে, বেদতা ও নয়কদের বিপরীতে, বস্তুতপক্ষে বোম্বে চলচ্চিত্রের সমগ্র আইকন-প্রথার বিপরীতে; কল্পনার মন্দিরে, সে পরিণত হয়েছিলো বাস্তবতার সুউচ্চ পুরোহিতে; অন্যদিকে আমি, আমার অলৌকিক প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন, যা আমাকে সংশ্লিষ্ট করেছিলো ভারতের পৌরানিক-জীবনের সকল কিছু ছড়িয়ে, আমার ঠোঁট কামড়াই আর জানি না তাকাবো কোথায়।

হানিফ আজিজ, বোম্বে চলচ্চিত্র শিল্পে কর্মরত একমাত্র বাস্তববাদি লেখক, লিখছিলো একটা আচার-কারখানা সম্পর্কে যেটা নির্মান করেছে, চালাচ্ছে ও যেখানে কাজ করছে পুরোপুরিভাবে শুধুমাত্র নারীরা। সেখানে দীর্ঘ দৃশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে একটা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের কথা; বিস্তারিত বিবরণ আছে আচার তৈরির প্রক্রিয়ার। সে রন্ধন-প্রণালি সম্পর্কে কুইজ করবে মেরি পেরেইরাকে; তারা আলোচনা করবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, লেবু, কমলা ও গর মশলার সঠিক ব্লেণ্ড নিয়ে। *Lovers of Kashmir*-এর পরোক্ষ চুম্বনে সে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলো আমার মা ও নাদির-কাসিমের পায়োনিয়ার কাফের সাক্ষাৎ; এবং তার চলচ্চিত্রে রূপ না দেয়া চাটনির চিত্রনাট্যেও মারাত্মক সঠিকতা ফুটে উঠছে।

স্ক্রিপ্ট নিয়ে সে চেপে ধরলো হোমি ক্যাটরাককে। ক্যাটরাক তার কোনোটাই প্রযোজনা করেনি; তারা বসে মেরিন ড্রাইভের ক্ষুদ্র এ্যাপার্টমেন্টে, সমস্ত জায়গা জুড়ে, যাতে তুমি তাদের টয়লেটের আসন থেকে তুলে দেবে সেটা তুমি ওঠানোর আগে; কিন্তু ক্যাটরাক (দান বহির্ভূত? অথবা আরেক শীগগির উন্মোচিত হবে কারণে?) আমার মামাকে একটা স্টুডিওর বেতন দিলো। ওইভাবেই বেঁচে গেল তারা, হানিফ ও পিয়া, যে পরিণত হবে, সময়ে সালিমের দ্বারা নিহত হওয়া দ্বিতীয় মানব সত্তা।

হোমি ক্যাটরাক তার কাছে অনুনয় করে, 'অন্তত একটা প্রেমের দৃশ্য?' এবং পিয়া, 'আপনি কি ভাবেন, গ্রামের লোকজন রুপি খরচ করতে যাচ্ছে এটা দেখার জন্যে যে মহিলারা আচার করছে আলফোনসো?' কিন্তু হানিফ: 'এটা কাজ সম্পর্কে একটা চলচ্চিত্র, চুম্বন নয়। আর কেউ আলফোনসো আচার করে না। বড় পাথরের সাথে তুমি অবশ্যই আম ব্যবহার করো।'

জো ডি'কস্টার প্রেতাত্মা, যত দূর আমি জানি, অনুসরণ করেনি মেরি পেরেইরাকে তার নির্বাসন পর্যন্ত। যাহোক, তার অনুপস্থিতি মেরির উদ্বিগ্নতা বাড়িয়েছে কেবল। সে, মেরিন ড্রাইভের এই দিনগুলোয়, ভয় পেতে শুরু করেছে যে অন্যদের কাছে জো দৃশ্যমান হবে তাকে ব্যতিত, আর উন্মোচন করবে, তার অনুপস্থিতিতে, সেই সাংঘাতিক গোপনীয় ঘটনা যা ঘটেছিলো ডা. নারলিকারের নার্সিং হোমে স্বাধীনতার রাতে। তাই প্রতি সকালে সে জেলির মতো এক ধরনের দুশ্চিন্তা নিয়ে এ্যাপার্টমেন্ট ত্যাগ করে, প্রায় ভেঙে পড়ার

দশায় এসে হাজির হয় বাকিংহাম ভিলায়। যখন আবিষ্কার করে যে জো অদৃশ্য আর নীরবই রয়েছে কেবল তখনই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু মেরিন ড্রাইভে সে ফিরে আসার পর, সামোসা ও কেক ও চাটনি সহ, আবার তার উদ্বিগ্নতা জমতে থাকে... কিন্তু যেহেতু শিশুদের ছাড়া অন্যসব মস্তিষ্ক থেকে আমি দূরে থাকি, তাই আমি জানতাম না কেন।

আতংক আকৃষ্ট করে আতংককে; তার ভ্রমণকালে, ঠাশাঠাশি ভর্তি বাসে উপবিষ্ট, মেরি শ্রবণ করে সব ধরনের গুজব আর গালগল্প সেগুলো সে প্রকৃত ঘটনা হিসেবে আমার কাছে রিলে রে। মেরির মতানুসারে, দেশ এক ধরনের অতিপ্রাকৃত আক্রমণের মুঠোয় চলে গেছে। 'হ্যাঁ, বাবা, ওরা বলে কুরুক্ষেত্রে একজন বৃদ্ধা শিখ মহিলা তার কুঁড়ে ঘরে জেগে উঠে দেখতে পায় কুরু ও পাণ্ডবদের প্রাচীন-কালের যুদ্ধ চলছে ঠিক তার কুঁড়ের বাইরে! এ খবর পত্রিকায় বেরিয়েছে। যেখানে সে অর্জুন ও কর্ণের রথ দেখতে পেয়েছিলো সেই স্থানটি সে দেখিয়ে দেয়, আর আসলেই সেই স্থানে কাদার মধ্যে চাকার দাগ দেখা যায়! বাপ রে বাপ, অমন খারাপ ব্যাপার : গোয়ালিয়রে তারা ঝাঁসির রানির প্রেতাত্মা দেখতে পেয়েছে; রাক্ষসদের দেখা গেছে রাবণের মতো অনেক মাথাওয়ালা, মহিলাদরে ওপর চড়াও হচ্ছে আর এক আঙুলে গাছ পালা টেনে নামাচ্ছে। আমি সৎ খৃষ্টান মহিলা, বাবা; কিন্তু আমার ভয় জাগে যখন তারা বলে যে প্রভু যিশুর কবর খুঁজে পাওয়া গেছে কাশ্মিরে। কবরের পাথরের খোদিত আছে দুটো পা এবং একজন স্থানীয় জেলেনি হলফ করে বলেছে যে ওই পা থেকে সে রক্ত ঝরতে দেখেছে– সত্যিকারের রক্ত, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন!– গুড ফ্রাইডের দিনে... কি ঘটছে, বাবা, এসব প্রাচীন ব্যাপার কোন মৃত থাকতে পারে না আর সৎ লোকদের স্বস্তিত থাকতে দেয না?' এবং আমি, বিস্ফারিত চোখ, শুনছি; এবং যদিও আমার মামা হানিফ হাসিতে গর্জন করছে, আমি, আজ পর্যন্ত, অর্ধপ্রভাবিত মেঘসঞ্চালিত ঘটনাবলির ও অসুস্থ কালের সেই সময়ে ভারতের অতীত উঠে দাঁড়ায় তার বর্তমানকে পরাভূত করতে।

'এবং গরু, বাবা, হালকা বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেছে; পুফ! আর গ্রামগুলোয়, কৃষকরা অনাহারে থাকে অবশ্যই।'

এটা ছিলো সেই সময় যে আমিও একটা অদ্ভুত দানবের দ্বারা অভিভূত ছিলাম; কিন্তু এ মর্মে যে তুমি হয়তো সঠিকভাবে আমাকে বুঝবে, আমি অবশ্যই আমার এপিসোড আরম্ভ করবো এক নির্দোষ সন্ধ্যায়, যখন হানিফ ও পিয়া আজিজ একদল বন্ধু পরিবেষ্টিত হয় তাশ খেলার জন্যে।

আমার মামি। যদিও *Filmfare* ও *Screen Goddess* অনুপস্থিত ছিলো, আমার মামার বাড়িটা তা সত্ত্বেও ছিলো লোকজনের প্রিয় একটা জায়গা। তাশ-খেলার সন্ধ্যায়, আমেরিকান সাময়িকিতে প্রকাশিত সমীক্ষা ও বিতর্ক নিয়ে জাজবাদকেরা গুজবে ফেটে পড়ে, আর গায়কেরা যারা হ্যাণ্ডব্যাগে করে থ্রট স্প্রে বহন করতো, এবং উদয় শংকরের নাচের দলের সদস্যরা, যা গঠন করার চেষ্টা করছে পশ্চিমা ব্যালে ও

ভারতনাট্যমের সংমিশ্রণে একটা নতুন স্টাইল; সঙ্গীতকাররা ছিলো যারা অল-ইণ্ডিয়া রেডিও সঙ্গীত উৎসব সঙ্গীত সম্মেলনে নৈপুণ্য প্রদর্শনের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলো; পেইন্টাররা ছিলো যারা নিজেদের মধ্যে ভয়ানক বিতর্ক করতো। বাতাস ভারি ছিলো রাজনৈতিক, এবং অন্যান্য, বাকবিস্তারে। 'প্রকৃত ঘটনা হলো, ভারতে আমিই একমাত্র শিল্পী যে ছবি আঁকে আদর্শিক দায়বদ্ধতার খাঁটি চেতনা নিয়ে!'– 'ও, ফের্দির জন্যে এটা খুবই খারাপ, এর পরে আর কোনো ব্যান্ড সে পাবে না?– ' মেনন? কৃষ্ণ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না। আমি তাকে চিনি যখন সে অধ্যক্ষ ছিলো তখন থেকে। আমি, স্বযং, কখনো পরিত্যাগ করিনি...' '... ওহে, হানিফ, ইয়ার, আজকাল আমরা লাল কাসিমকে আর দেখতে পাই না কেন এখানে?' এবং আমার মামা, আমার দিকে উৎকণ্ঠার সাথে তাকিয়ে : 'শ্‌শ্‌... কিসের কাসিম? ওই নামে কাউকে আমি চিনি না।'

... এবং এ্যাপার্টমেন্টের সন্ধ্যার রঙ আর মেরিন ড্রাইভের আওয়াজ : কুকুর নিয়ে পায়চারি করা লোকজন, ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে চানা ও চাম্বেলি কিনছে; ভিক্ষুক আর ভেল-পুরি বিক্রেতাদের চিৎকার; এবং মালাবার পাহাড়ের দিকে আসা আলোক... মেরি পেরেইরার সাথে আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকি, আমার খারাপ কানটা ফিরিয়ে রাখি তার ফিসফিস করে বলা গুজবের দিকে, আমার পিঠের দিকে নগরী আর ভিড়াক্রান্ত, কোলাহলময় তাশের ইশকুল আমার চোখের সামনে। এবং একদিন, তাশ-খেলোয়াড়দের মধ্যে, আমি চিনতে পারি গর্তে বসা চোখ ও ascetic গড়নের হোমি ক্যাটরাককে। সহৃদয়তার সাথে আমাকে সে অভিবাদন জানায় : 'হাই দেয়ার, ইয়ং চ্যাপ! ভালো যাচ্ছে তো? অবশ্যই, অবশ্যই তুমি!'

আমার মামা হানিফ উৎসর্গিতভাবে rummy খেলে; কিন্তু সে একটা কৌতুহলোদ্দীপক সংস্কারের সারিতে ছিলো নামোল্লেখ করলে, কখনো একটা হাত না নামাতে সে দৃঢ় সংকল্প ছিলো যতক্ষণ না সে হার্টসের তের-কার্ড সম্পূর্ণ করতে পারে। সর্বদা হার্টস; সমস্তই হার্টস, আর হার্টস ছাড়া অন্য কিছুতে হবে না। আমি শুনি সুপরিচিত সানাইবাদক উস্তাদ চাঙ্গেজ খান আমার মামাকে বলে : 'কাম অন, মিস্টার; এই হার্টের কারবারটা ছাড়ো, আর আমাদের মতো খেলো।' আমার মামা বিস্ফোরণের আওয়াজ করে বলে, 'না, ড্যামিট, শয়তানের কাছে যাও আর আমাকে আমার খেলায় থাকতে দাও!' সে বোকার মতো তাশ খেলে; কিন্তু আমার, যে কখনো উদ্দেশ্যের এমন একগুঁয়েমি দেখেনি, হাতে তালি দিতে ইচ্ছে করে।

হানিফের কিংবদন্তি তাশ-সন্ধ্যার নিয়মিত অভ্যাগতদের মধ্যে ছিলো *Times of India*-র একজন স্টাফ ফটোগ্রাফার, যে পরিপূর্ণ ছিলো তীক্ষ্ণ সব গল্প আর অদ্ভুত কাহিনিতে। আমার মামা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলো তার সাথে : 'এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তোমাকে ফ্রন্ট পেজে রাখে, সালিম। এ হচ্ছে কালিদাস গুপ্ত। একজন ভয়ংকর ফটো সাংবাদিক; একটা সত্যিকারের বদমাশ। ওর সাথে বেশিক্ষণ কথা বলো না; দুর্নামে ও

তোমার মাথা ঘুরিয়ে দেবে!' কালিদাসের মাথায় রূপালি চুল আর নাকটা ঈগলের মতো। আমি ভেবেছিলাম সে চমৎকার। 'আপনি কি বাস্তবিকই দুর্ণাম জানেন?'আমি তাকে জিজ্ঞেস করি; কিন্তু যা কিছু সে বললো তা হলো, ' ছেলে, যদি আমি বলি, তাহলে তাতে তোমার কান পুড়ে যাবে।'

আমি ব্যালকনিতে একা ছিলাম। মেরি পেরেইরা রান্নাঘরে পিয়াকে সাহায্য করছিলো স্যাণ্ডউইচ ও চিজ-পাকোরা তৈরি করতে; হানিফ আজিজ তার তেরটি হার্টস-এর সন্ধানে নিমগ্ন; আর এখন মি. হোমি ক্যাটরাক কামরা থেকে বেরিয়ে আসে আমার পাশে দাঁড়ানোর জন্যে।' তাজা বাতাসে শ্বাস,' সে বলে। 'জ্বি, স্যার,' আমি উত্তর দিই। 'তাই,' সে বলে করে গভীরভাবে। 'তাই, তাই। জীবন তোমার ভালোভাবেই চলছে তো? দারুণ ক্ষুদে মানুষ। আমাকে তোমার সাথে করমর্দন করতে দাও।' দশ-বছরবয়সি হাত ঢাকা পড়ে যায় ফিল্ম ম্যাগনেটের মুঠির ভিতর (বাম হাত; আহত ডান হাত নির্দোষভাবে জোলে আমার পাশে)... আর এখন একটা শক। বাম তালু অনুভব করে তাতে কাগজ গুঁজে দেয়া অশুভ কাগজ, ক্যাটরাকের মুঠি শক্ত হয়; তার কণ্ঠস্বর পরিণত হয় নিচু, কিন্তু তাছাড়াও গোখরোর মতো; সবুজ ডোরাকাটা সোফার কামরায় অশ্রবণযোগ্য, তার কথা আমার একটা ভালো কানে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে : 'এটা তোমার মামিকে দাও। গোপনে গোপনে। পারবে? আর চুপ থাকবে; নইলে তোমার জিভ কেটে নেবার জন্যে আমি পুলিশ পাঠাবো।' এবং এখন, উচ্চস্বরে ও উৎফুল্ল কণ্ঠে। 'দারুন! এমন চমৎকার মেজাজে তোমাকে দেখে সত্যি আমি আনন্দিত!' হোমি ক্যাটরাজ আমার মাথায় হাত নেড়ে আদর করছে; আর ফিরে যাচ্ছে তার খেলায়।

পুলিশের হুমকিতে, আমি দুই দশক নীরব থেকেছি; কিন্তু আর নয়। এখন, সবকিছু বেরিয়ে এসেছে।

তাশের ইশকুল ভাঙে তাড়াতাড়ি : 'ছেলে ঘুমাবে,' পিয়া ফিসফিস করছিলো, 'আগামিকাল ও আবার ইশকুলে যাবে।' আমি মামিকে একা পাওয়ার কোনো সুযোগ পাই না; তখনো আমার বাম মুঠিতে চেপে ধরা নোটটা নিয়ে আমি বসে ছিলাম আমার সোফার ওপর। মেরি ঘুমাচ্ছিলো মেঝের ওপর...একটা দুঃস্বপ্ন প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিই আমি। দুর্ভাগ্যবশত, যাহোক, আমি এতটা ক্লান্ত ছিলাম যে আমি ঘুমিয়ে পড়ি; এবং, ঘটনায়, ভান করার কোনো দরকার নেই : কারণ আমার সহপাঠি জিমি কাপাডিয়ার খুনের স্বপ্ন দেখি আমি। ... ইশকুলে আমরা ফুটবল খেলছিলাম, লাল টাইল্‌স-এর ওপর, পিচলে পড়ছি গড়িয়ে যাচ্ছি। রক্ত লাল টাইল্‌স-এ স্থাপিত একটা কালো ক্রুশ। সিঁড়ির মাথায় মি. ক্রুশো : 'ছেলেরা তোমরা অবশ্যই banisters-এর ওপর দিয়ে গড়াবে না ওই ক্রুশটা হলো ওখানে একটা ছেলে পড়ে গিয়েছিলো।' ক্রুশের ওপর ফুটবল খেলে জিমি। 'ক্রুশটা মিথ্যা,' জিমি বলে, 'তোমার মজা নষ্ট করার জন্যে তারা মিথ্যা বলে।' তার মা টেলিফোন করে। 'খেলো না জিমি তোমার খারাপ হৃৎপিণ্ড।' ঘণ্টা। টেলিফোন, বদল

AMARBOI.COM

ঘটেছে, এবং এখন ঘণ্টা... কালির গুলি শ্রেণীকক্ষের বাতাসে দাগ ধরায়। ফ্যাটপার্স ও গ্ল্যাণ্ডি কিথ মজা পেয়েছে। জিমি একটা পেন্সিল চায়, আমাকে খোঁচায় পাঁজরে। 'হেই ম্যান, তোমার কাছে পেন্সিল আছে, দাও। দুটো টিক, ম্যান।' আমি দিই। জাগালোর প্রবেশ। জাগালোর হাত তোলা নীরব করার জন্যে : তার হাতের তালুতে আমার চুলের বেড়ে ওঠা দেখ! জাগালোর মাথায় শীর্ষবিন্দুযুক্ত টিন-সৈনিকের হ্যাট... আমাকে অবশ্যই আমার পেন্সিল ফিরিয়ে নিতে হবে।

আমার আঙুল সামনে বাড়ছে জিমিকে একটা খোঁচ দিচ্ছে। 'স্যার, প্লিজ দেখুন স্যার, জিমি পড়ে গেছে!' 'স্যার আমি দেখেছি স্যার দিয়েছে। শিকনি নেকো ধাক্কা দিয়েছে কাপাড়িয়াকে, স্যার!' 'খেলো না জিমি তোমার খারাপ হৃৎপিণ্ড!' ' তোরা থামবি,' জাগালো চিৎকার করে, 'জঙ্গল নোংরা, চুপ।'

জিমি একটা বাণ্ডিল হয়ে মেঝের ওপর। 'স্যার স্যার প্লিজ স্যার তারা কি একটা ক্রুশ স্থাপন করবে?' সে ধার নিয়েছিলো একটা পেন্সিল, আমি খোঁচা দিই, সে পড়ে যায়। তার বাবা একজন ট্যাক্সি-চালক। এখন ট্যাক্সি চলে ক্লাসের মধ্যে; একটা ধোপা-বাণ্ডিল রাখা হয়েছে পিছনের সিটে, চলে যাচ্ছে জিমি। ডিং, একটা ঘণ্টা। জিমির বাবা ট্যাক্সির পতাকা নামিয়ে রাখে। জিমির বাবা আমার দিকে তাকায় : 'Snotnose, গাড়িভাড়া তোমাকেই দিতে হবে।' 'কিন্তু প্লিজ স্যার টাকা তো নেই স্যার।' এবং জাগালো : 'আমরা এটা তোমার বিলে রাখবো।' দেখ জাগালোর হাতে আমার চুল। জাগালোর চোখ থেকে প্রবাহিত হচ্ছে অগ্নিশিখা। 'পাঁচশ' মিলিয়ন, একজনের মৃত্যু কি?' জিমি মৃত; পাঁচশ' মিলিয়ন এখনো বেঁচে আছে। আমি আবার শুরু করি : এক দুই তিন। সংখ্যা মিছিল করে যায় জিমির কবরের ওপর দিয়ে। এক মিলিয়ন দুই মিলিয়ন তিন মিলিয়ন, চার কেউ যদি মারা যায়, মারা যায় তা কেয়ার করে কে। এক শ' মিলিয়ন আর একদুই তিন। সংখ্যা মিছিল করে এখন শ্রেণিকক্ষের ভিতর দিয়ে। দুশ' মিলিয়ন তিন চার পাঁচ। পাঁচশ' মিলিয়ন এখনো বেঁচে আছে। এবং কেবলমাত্র আমি একা একজন... রাতের আঁধারে, জিমি কাপাডিয়ার মৃত্যুর স্বপ্ন থেকে আমি জেগে উঠি, চিৎকার করছি দীর্ঘ প্রলম্বিত চিৎকার করছি, কিন্তু কাগজটা তখনো আমার হাতের মুঠিতে ধরা; আর খুলে যায় একটা দরোজা, আমার মামা হানিফ ও পিয়ামামিকে উন্মোচিত করতে। মেরি পেরেইরা আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, সে আমাকে তার বাহুতে তুলে নেয় : 'চিন্তা করোনা! আমার হীরক, চিন্তা করো না এখন!' এবং হানিফ মামা, ঘুমন্ত গলায় : 'হেই, পাহলোয়ান! সব ঠিক আছে এখন; কাম অন, তুমি আমাদের সাথে এসো; ছেলেকে নিয়ে এসো, পিয়া!' আর এখন আমি নিরাপদ পিয়ার বাহুতে; 'শুধু আজ রাতের জন্যে, আমার মুক্তা, তুমি আমাদের সাথে ঘুমাতে পারো!'– এবং সেখানে আমি, মাঝি ও মামার মাঝখানে জায়গা নিচ্ছি, আমার মামানির সৌরভময় খাঁজের বিপরীতে।

কল্পনা করো, যদি তুমি পারো, আমার আকস্মিক আনন্দ; কল্পনা করো কি গতিতে আমার ভাবনা থেকে পালিয়ে গেছে দুঃস্বপ্ন, যখন আমি জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছি আমার অনন্যসাধারণ মামির পোটকোটের বিপরীতে! যখন সে আরাম পেতে পাশ ফিরে শোয়,

একটা সোনালি তরমুজ স্পর্শ করে আমার তুৎনি পিয়ার হাত আমাকে শক্ত করে ধরে... এখন আমি অব্যাহতি দিই আমার দায়িত্ব। যখন আমার মামির হাত আমার হাত ধরে, তখন কাগজ চালান হয় তালু থেকে তালুতে। সে অনড় হয়ে যায় আমি অনুভব করি, নীরবে; তারপর, যদিও আমি সরে আসি আরো কাছে আরো কাছে আরো কাছে, সে হারিয়ে যায় আমার ভিতর; অন্ধকারে সে পড়ছিলো, আর তার দেহের অনড়তা বাড়ছিলো; এবং তারপর হঠাৎকরে আমি জানতে পারি যে আমার সাথে চালাকি করা হয়েছে, যে ক্যাটরাক আমার শত্রু; এবং কেবলমাত্র পুলিশের হুমকি আমাকে বিরত রেখেছে আমার মামাকে বলে দেয়া থেকে।

(ইশকুলে, পর দিন, আমাকে জানানো হলো জিমি কাপাডিয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা, অকস্মাৎ বাড়িতে, হৃদপ্রিয়া বন্ধ হয়ে। একজন মানুষকে তার মৃত্যুর স্বপ্ন দেখে হত্যা করা কি সম্ভব? আমার মা সব সময় তেমনটাই বলে; এবং, যদি তাই হয়, তাহলে, জিমি কাপাডিয়া আমার প্রথম খুনের শিকার। হোমি ক্যাটরাক হবে পরের জন।)

ইশকুলে ফিরে আসার প্রথম দিন যখন আমি ইশকুল থেকে ফিরে আসি, ফ্যাট পার্স ও গ্ল্যাণ্ডি কিথের নিত্যনৈমিত্তিক মেষসুলভ কথাবার্তায় বিরক্ত হয়ে (শোনো, ইয়ার, আমরা কি করে জানবো যে তোমার আঙুল ছিলো ওখানে?' হেই, ম্যান, আগামিকালের মাংনা টিকেট পেয়েছি আমরা সিনেমা দেখার; তুমি আসতে চাও?') এবং সমানভাবে আমার অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা ('আর জাগালো বস! সলিড, ম্যান! তুমি বাস্তবিক তোমার চুল হারিয়েছো ভালো কিছুর জন্যেই!') পিয়া মামি তখন বাইরে ছিলো। আমি হানিফ মামার সাথে চুপচাপ বসে থাকি, অন্যদিকে রান্নাঘরে মেরি পেরেইরা নৈশভোজ প্রস্তুত করে। এটা ছিলো একটা শান্তিপূর্ণ ছোট্ট পারিবারিক দৃশ্য; কিন্তু শান্তি ভঙ্গ হলো একটা দরোজার মতোই পিয়া সমান শক্তিতে শোবার ঘরের দরোজাও সশব্দে খুলে ফেলে। তখন মোল্লাসে হানিফ বলে, 'তো, বউ : নাটকটা কি?'... কিন্তু পিয়া হালকা হবার অবস্থায় ছিলো না। তার হাত বাতাস কাটলো, 'আল্লাহ, আমার জন্যে থেমো না! এত বেশি প্রতিভা, তোমার প্রতিভা না খুঁজে এই বাড়িতে কেউ পায়খানায় যেতে পারে না। তুমি কি সুখি, স্বামি? আমরা প্রচুর টাকা কামাচ্ছি? ঈশ্বর তোমার কাছে মহান?' এখনও হানিফ উৎফুল্ল। 'এসো পিয়া, আমাদের ক্ষুদে অতিথি আছে এখানে। বসো, চা খাও...' অভিনেত্রী পিয়া অবিশ্বাসের মনোভাবে জমে যায়। 'ও খোদা! এমন এক পরিবারে আমি এসেছি! আমার জীবন ধ্বংসের মধ্যে, আর তুমি চা খাওয়াচ্ছো; তোমার মা দিতে চান পেট্রোল! সব পাগলামি...' এবং হানিফ মামা : 'পিয়া, ছেলেটি...' একটা চিৎকার. আহাআআআ! ছেলেটি– কিন্তু ছেলেটি দুর্ভোগ সয়েছে।

এখনো দুর্ভোগ পোহাচ্ছে; ও জানে হারানো, অনুভব করা কি দুর্বিষহ! আমিও পরিত্যক্ত হয়েছি : আমি মহান অভিনেত্রী, আর এখানে আমি বসে আছি বাইসাইকেলপোস্টম্যান আর খচ্চড় টানা-গাড়ির চালকদের গল্পে পরিবেষ্টিত হয়ে! একটা

AMARBOI.COM

নারীর বেদনার কি জানো তুমি? বসো, বসো, এক মোটা ধনি পার্সি চলচ্চিত্র প্রয়োজককে দান-খয়রাত দিতে দাও তোমাকে, চিন্তা নেই যে তোমার বউ দুবছর ধরে নতুন কোনো শাড়ি পরে না; একজন নারীর পিঠ প্রশস্ত, কিন্তু, প্রিয় স্বামি, তুমি আমার দিনগুলো মরুভূমি বানিয়েছো! যাও, আমাকে অবহেলা করো এখন, জানলা দিয়ে ঝাঁপ দেবার জন্যে কেবল আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও! আমি এখন বেডরুমে যাবো,' সে উপসংহার করে, 'আর যদি তুমি আমার আর কোনো কথা শুনতে না পাও তাহলে তার কারণ হবে আমার হৃৎপিণ্ড ভেঙে গেছে এবং আমি মারা গেছি।' দরোজা আবারও সজোরে বন্ধ হয় : এটা একটা ভয়ংকর প্রস্থান।

হানিফ মামা একটা পেন্সিল ভেঙে ফেলে, অন্যমস্কতায়, দুই ভাগ করে। সে তার মাথা নাড়ে অদ্ভুতভাবে : 'ওর কি হয়েছে?' কিন্তু আমি জানি। আমি গোপন কাগজের বাহক, পুলিশের হুমকি প্রাপ্ত, আমি জানি আর ঠোঁট কামড়াই। কারণ, আমার মামা ও মামির বিয়ের সংকটে আমি আটকা পড়ে, আমি আমার সম্প্রতিক তৈরি নিয়ম ভেঙে ফেলি এবং প্রবেশ করি পিয়ার মস্তিষ্কে; আমি দেখতে পাই হোমি ক্যাটরাকের নিকট তার গমন এবং জানি যে, কয়েক বছর যাবৎ, পিয়া ছিলো হোমির fancy- নারী; আমি শুনতে পাই হোমি বলছে তাকে যে তার আনন্দে সে ক্লান্ত হয়েছে, আর এখন অন্য কেউ এসেছে; এবং আমি, তাকে প্রচুর ঘৃণা করবো আমার প্রিয় মামিকে কষ্ট দিচ্ছে বলে, নিজেকে আবিষ্কার করি তাকে অকথ্য ঘৃণা করছি মামিকে অসম্মান করার জন্যে।

'ওর কাছে যাও,' আমার মামা বলীছলো, 'হয়তো তুমি ওকে প্রফুল্ল করতে পারবে।'

বালক সালিম ধাক্কা-খাওয়া দরোজাগুলো দিয়ে তার বিরহি মামির কক্ষে আসে; দেখতে পায় বৈবাহিক বিছানার ওপর সকল সৌন্দর্য ছড়িয়ে সে শুয়ে আছে– যেখানে, মাত্র গত রাতেই, দেহের সাথে দেহ লেগেছিলো– যেখানে গোপন কাগজ হাত বদল হয়েছে... একটা হাত রাখা আছে তার হৃৎপিণ্ডের ওপর; তার বুক উঁচু হয়ে আছে; এবং বালক সালিম পরিতাপ করে, 'মামি, ও মামি, আমি দুঃখিত।'

বিছানা থেকে একটা বাঁশির বিলাপ. বিরহিনির দুই বাহু আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়া হয়। 'হায়! হায়, হায়! আয়-হায়-হায়!' আর কোনো আহ্বানের প্রয়োজন করে না, ওই বাহুর মধ্যে আমি উড়ে গিয়ে পড়ি; শোকাতুরা আমার মামির বুকের ওপর। বাহু আমাকে আলিঙ্গন করে, আঁটো আঁটো, নখ বসে যেতে থাকে আমার স্কুল-শাদা শার্টের ভিতর দিয়ে, কিন্তু আমি কেয়ার করি না!– কারণ কোনো একটা কিছু বেড়ে উঠতে শুরু করেছে আমার S-buckled বেল্টের নিচে। মামি পিয়া আমার নিচে এবং আমি তাকে চেপে ধরি, আমার ডান হাত সব ক্রিয়া থেকে সরিয়ে রাখার কথা মনে রেখে। আমি অনড়ভাবে সেটা ধরে রাখি। এক হাতে, আমি তাকে আদর করতে আরম্ভ করি, জানি না আমি কি করছি, আমার বয়স মাত্র দশ বছর আর এখনো আমি শর্টস পরি, কিন্তু আমি কাঁদছি কারণ সে কাঁদছে, আর চেঁচামেচিতে ভরে গেছে কক্ষটা– এবং বিছানার ওপর দুটো দেহ চাপাচাপি

করে, দুটো দেহ একটা ছন্দ সৃষ্টি করে, অকহতব্য অচিন্ত্যনীয়, নিতম্ব আমাকে ওপর দিকে ঠেলছে, অন্যদিকে সে চিৎকার করে, 'ও! ও গড়, ও গড, ও!' আর হয়তো আমিও চিৎকার করছি, আমি বলতে পারি না, দুঃখবেদনা থেকে এখানে নেয়া হচ্ছে কিছু একটা, অন্যদিকে আমার মামা ডোরাকাটা সোফার ওপর চালায় পেন্সিল, কিছু একটা জোরালো হয়ে উঠছে, এবং অবশেষে আমার নিজের শক্তির চেয়ে অধিক শক্তির মুঠোয় আমি নামিয়ে আনছি আমার ডান হাত, আমি ভুলে গেছি আমার আঙুলের কথা, আর যখন আমার ডান হাত তার স্তন স্পর্শ করে, চামড়ায় চাপ খায় আহত আঙুলটি...'ইয়ায়ায়াওউউউউ!' যন্ত্রণায় আমি সজোরে চিৎকার করে উঠি; এবং আমার মামি, ওই কয়েক মুহূর্তের জাদু থেকে নিমেষে বেরিয়ে এসে, তার ওপর থেকে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয় আর আমার মুখের ওপর প্রতিধ্বনি তোলা নিষ্ঠুর সশব্দ আঘাত করে। সৌভাগ্যক্রমে, আঘাতটা লাগে বাম গালে; আমার ভালো কানটা ক্ষতিগ্রস্ত হবার বিপদ নেই। 'বদমাশ!' আমার মামি সক্রোধে চিৎকার করে, 'maniac আর pervert-দের পরিবার, কোন নারী এমন যাচ্ছে তাই ভুগেছে?' দরোজা পথে কাশির শব্দ। আমি এখন উঠে দাঁড়াচ্ছি, কাঁপছি যন্ত্রণায়। পিয়াও উঠে দাঁড়াচ্ছে, অশ্রুর মতো তার চুল নেমে আসছে মাথা থেকে। মেরি পেরেইরা দরোজা পথে, কাশছে, গাঢ় লাল বিভ্রম তার সারা চামড়ায়, হাতে ধরে আছে বাদামি কাগজের একটা পার্সেল।

'দেখ, বাবা, আমি কি ভুলে গেছি,' অবশেষে সে কোনো প্রকারে বলতে পারে, 'তুমি এখন একজন বড় মানুষ : দেখ, তোমার মা তোমার জন্যে দুই জোড়া সুন্দর, শাদা লম্বা ট্রাউজার পাঠিয়েছেন।'

আমার মামিকে প্রফুল্ল করার ওইরকম চেষ্টার পর, আমার পক্ষে মেরিন ড্রাইভের এ্যাপার্টমেন্টে থাকাটা ভারি অসুবিধার হয়ে উঠলো। পরবর্তী কয়েক দিন দীর্ঘ টেলিফোন আলাপ চললো নিয়মিত, হানিফ কাউকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলো, অন্যদিকে পিয়া দেহভঙ্গি করে, তা হয়তো এখন, পাঁচ সপ্তাহ পর... এবং এক সন্ধ্যায় আমি ইশকুল থেকে ফিরে আসার পর, আমার মা আমাকে তুলে নিলো আমাদের পুরনো রোভারে, আর আমার প্রথম নির্বাসনের সমাপ্তি ঘটলো।

না আমাদের মেরিন ড্রাইভে থাকা কালে, না আর অন্য কোনো সময়ে, আমার নির্বাসন সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা কখনো আমাকে দেয়া হয়নি। আমি সিদ্ধান্ত নিই, অতঃপর, যে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবো না। আমি এখন লম্বা ঝুলের প্যান্ট পরছিলাম; আমি এখন, অতঃপর, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ। আমি আমার মাকে বলি : 'আঙুলটা ততো খারাপ নয়। হানিফ মামু আমাকে অন্যরকম কায়দায় কলম ধরা শিখিয়েছে, তাই আমি ঠিক মতো লিখতে পারি।' সড়কের প্রতি তার খেয়াল কেন্দ্রিভূত রাখতে তাকে হিমশিম খেতে হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। 'এটা ছিলো খুব চমৎকার একটা ছুটি,' আমি যোগ করি, ভদ্রহভাবে। 'আমাকে পাঠানোর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

AMARBOI.COM

'ও বাছা,' সে ফেটে পড়লো, 'তোমার মুখ যেন বেরিয়ে আসা সূর্যের মতো, আমি তোমাকে কি বলতে পারি? তোমার বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করে চলো; ইদানিং সে সুখি নয়।' আমি বলি ভালো হয়ে চলার চেষ্টা করবো; মনে হচ্ছে আমার মা স্টিয়ারিং হুইলের নিয়ন্ত্রণ হারাবে আর আমরা বিপদজনকভাবে একটা বাসের গা-ঘেঁষে অতিক্রম করে যাই। 'কী দুনিয়া,' কিছু সময় পর সে বলে, 'ভয়ংকর ঘটনা ঘটে আর তুমি জানো না কিভাবে।

'আমি জানি,' আমি সম্মত হই, 'আয়া আমাকে বলছে।' আমার মা আমার দিকে ভীতিপূর্ণ চোখে তাকায়, তারপর ছিনের সিটে বসা মেরিকে : 'তুমি কালো মেয়ে মানুষ,' সে চিৎকার করে, 'তুমি কি বলেছো?' অলৌকিক ঘটনা বিষয়ে মেরির গল্পগুলো আমি ব্যাখ্যা করি, কিন্তু ভয়ংকর গুজবসমূহ মনে হয় আমার মাকে শান্ত করে দেয়। 'তুই কি জানিস,' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'এখনো তুই কেবল শিশু।'

আমি কি জানি, আম্মা? আমি জানি পায়োনিয়ার কাফে সম্পর্কে! অকস্মাৎ আমি আবারও পূর্ণ হয়ে উঠি আমার মায়ের ওপর আমার প্রতিশোধের সাম্প্রতিক কামনায়, একটা কামনা যা নিষ্প্রভ হয়েছিলো আমার নির্বাসনের উজ্জ্বল প্রভায়, কিন্তু যা এখন ফিরে এসেছে আর একত্রিত হয়েছে হোমি কাটরাকের ওপর আমার নতুন জম্মানো ক্রোধের সাথে। এই দুই মাথাওয়ালা কামনা ছিলো সেই দানব যা আমাকে ভর করে, এবং আমাকে চালিত করে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার ঘটাতে... 'সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে,' আমার মা বলছিলো, 'তুমি কেবল অপেক্ষা করো আর দেখ।'

হ্যাঁ, মা।

এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয় যে আমি কিছুই বলিনি, এই পুরো অংশে, মিডনাইট চিলড্রেন'স কলফারেন্স সম্পর্কে; কিন্তু সেক্ষেত্রে, সত্যি কথা বলতে, ওগুলো আমার কাছে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি সেইসব দিনে। আমার মাথায় অন্যান্য বিষয় ছিলো।

•

১৮ Commonder Sabarmati's Baton
কমান্ডার সবরমতির ব্যাটন

কয়েক মাস পর, যখন মেরি পেরেইরা শেষ পর্যন্ত তার অপরাধ স্বীকার করলো, এবং উন্মোচন করলো তার জোসেফ ডি'কস্টার প্রেতাত্মার দ্বারা এগার বছর দীর্ঘ— তাড়িত হবার গোপনীয়তা, আমরা জানতে পারি যে, নির্বাসন থেকে তার ফিরে আসার পর, সে খুব বিশ্রীভাবে মানসিক আঘাত পেয়েছিলো তার অনুপস্থিতিতে প্রেতাত্মার পতনের ঘটনায়। এটা ক্ষয়হতে শুরু করেছিলো, কিছু কিছু অংশ হারাচ্ছিলো : একটা কান, প্রত্যেক পায়ের কয়েকটি আঙুল, বেশির ভাগ দাঁত; এবং পাকস্থলিতে ডিম্বের চেয়েও বড় একটা ছিদ্র। মেরি সেটাকে জিজ্ঞেসকর : 'ও গড, জো নিজের ওপর তুমি কি করছো?' সে উত্তর দেয় যে মেরির অপরাধের দায়ভার তার কাঁধের ওপর চেপে আছে যতক্ষণ না মেরি তা স্বীকার করছে, এবং তাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। সেই মুহূর্ত থেকে এটা অপরিহার্যতায় পরিণত হয় যে সে স্বীকার করবে; কিন্তু যতবার সে আমার দিকে তাকায় ততবার সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। এখন, এটা কেবল সময়ের ব্যাপার।

ইতোমধ্যে, এবং একটা জালিয়াত হিসেবে প্রদর্শিত হবার কতোটা কাছাকাছি তা একটুও না জেনে, আমি মেথওয়াল্ডের এস্টেটের সাথে একটা অবস্থায় আসতে চেষ্টা করছিলাম। প্রথম অবস্থায়, আমার বাবাকে মনে হলো আমাকে নিয়ে আর কিছু সে করতে চায় না, মনের এমন এক ভাব যা আমার খুব বেদনাদায়ক লাগে কিন্তু পুরোপুরিই বোধগম্য। দ্বিতীয় অবস্থায়, পেতলের বাঁদরের কপালে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। 'এই বাড়িতে আমার অবস্থান,' আমি নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য যে, 'usurped হয়েছে।' কারণ এখন বাঁদরের ওপর আমার বাবা তার অফিসের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে রাজি, আর বাঁদর আমার বাবার ভবিষ্যৎ বিষয়ক স্বপ্নের বোঝা বইতে বাধ্য। এমন কি আমি শুনতে পাই মেরি পেরেইরা গান গেয়ে শোনাচ্ছে বাঁদরকে যেটা আমার সারাজীবনের থিম সং ছিলো: 'যা কিছু তুমি হতে চাও,' মেরি গাইছে, 'তুমি হতে পারো; তুমি হতে পারো যা কিছু তুমি হতে চাও!' এমন কি আমার মাকেও মনে হয় অনুরূপমন মেজাজে পেয়েছে; এখন ডিনার-টেবিলে আমার বোন আলাদা আদর-যত্ন পেয়ে থাকে, এবং অতিরিক্ত নার্গিসি কোফতা, আর ভালোলাগা পাসান্দা। অন্যদিকে আমি— যখনই কেউ আমার দিকে তাকায় বাড়িতে তাদের ভুরুর মধ্যে একটা গভীর furrow সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি, আর অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তির একটা পরিমণ্ডল। কিন্তু আমি অভিযোগ

করবো কিভাবে? বাঁদর আমার বিশেষ অবস্থান সহ্য করে গেছে বছরের পর বছর। একটা সম্ভাব্য ব্যতিক্রমের সময় ছাড়া যখন সে আমাকে nudged করার পর আমাদের বাগানের একটা গাছ থেকে আমি পড়ে গিয়েছিলাম (সেটা একটা দুর্ঘটনা, সর্বোপরি), সে আমার primacy গ্রহণ করেছিলো দারুন grace-এ আর এমন কি আনুগত্য সহকারে। এখন এটা ছিলো আমার পালা; লম্বট্রাউজার পরিহিত, আমার পদাবনতি সম্পর্কে আমি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠতে চেয়েছিলাম। 'এই বেড়ে ওঠা,' আমি নিজেকে বলেছিলাম, 'আমার প্রত্যাশার চেয়েও কঠিনতর।'

বাঁদর, অবশ্যই বলা দরকার, আমার চেয়ে কম বিস্মিত হয়নি তার আনুকুল্য পাওয়া শিশুর ভূমিকাতে elevation হওয়ায়। grace থেকে পতনের জন্যে সে সর্বোত্তম চেষ্টা করে, কিন্তু এটা প্রতিভাত হয় যে সে কোনো ভুল করেনি। খৃষ্টত্ব নিয়ে তার flirtation-এর এই ছিলো দিনগুলো, যার অংশবিশেষ ছিলো তার ইউরোপীয় স্কুল-বন্ধুদের প্রভাব এবং অংশ মেরি পেরেইরার উপস্থিতি (মেরি গির্জায় যেতে পারছিলো না তার স্বীকারোক্তি দেবার ভয়ে, বাইবেলের গল্পের পরিবর্তে সে আমাদের regale করতো); অধিকাংশ, যাহোক, আমি বিশ্বাস করি এটা ছিলো বাঁদরের পারিবারিক ডগহাউজে পুরনো, আরাম দায়ক অবস্থান পুনরুদ্ধার করার একটা উদ্যোগ (এবং, কুকুর সম্পর্কে বলতে গেলে, ব্যারোনেস সিমকি আমার অনুপস্থিতির সময়ে promiscuity-র দ্বারা নিহত হয়েছিলো।)

(আমার বোন উচ্চকণ্ঠে ভদ্র যিশুর কথা বলে; আমার মা মৃদু হাসে আর তার মাথা patted করে। সারা বাড়ি বাঁদর ঘুরে বেড়ায়, বাইবেলের স্তোত্র গুণগুন করে; আমার মাও সুর মেলায়। আমার বোন তার প্রিয় নার্সের পোশাকের বদলে নানদের পোশাক নেবার অনুরোধ জানায়; সে পোশাক তাকে দেয়া হয়। এবং আমার মা-বাবা তার দক্ষতার প্রশংসা করে। সে ধর্মীয় fervous জোরদার করে তার শাস্তি পাওয়ার ব্যর্থতায় tormented হয়ে, সকালে ও রাতে Our Father আবৃত্তি করে, Lent পরবে উপবাস করে রমজানের পরিবর্তে, fanaticism-এর এক অসন্দিগ্ধ strcak প্রদর্শন করে যা পরবর্তীতে dominate করতে শুরু করবে তার ব্যক্তিত্ব; এবং এখনও, প্রকাশ পায়, তাকে সহ্য করা হয়েছে। অবশেষে সে বিষয়টা নিয়ে আমার সাথে আলাপ করে। 'আচ্ছা, ভাই,' সে বললো, 'এখন থেকে আমি ঠিক সুবোধ ভালো মানুষ হয়ে থাকবো, আর তুমি সমস্ত মজা পাবে।'

সে সম্ভবত ঠিক বলেছিলো, আমার প্রতি মা-বাবার অনাগ্রহী হয়ে ওঠার ব্যাপারটা স্পষ্টত আমাকে বিশাল মাপের স্বাধীনতা দিয়েছিলো; কিন্তু আমি সম্মোহিত ছিলাম রূপান্তরের দ্বারা যা আমার জীবনের প্রত্যেক aspectএ ঘটছিলো, এবং মজা, ওইরকম পরিস্থিতিতে, পাওয়া কঠিন মনে হয়েছিলো। শারীরিক ভাবে আমি বদলে যাচ্ছিলাম; খুব তাড়াতাড়ি, আমার chin-এ কোমল fuzz দেখা দেয়, আর আমার কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণের বাইরে ভেঙে যায় ওঠা-নামা করে।

মিডনাইট চিলড্রেন'স কনফারেন্সের ক্রমান্বয় disinte gration যা অবশেষে ভেঙে পড়লো যেদিন চীনা সৈন্যরা হিমালয় পর্বতে এলা ভারতীয় ফৌজকে humiliate করতে ইতোমধ্যেই সমান তালে চলছিলো। কাশ্মিরে, নারদ-মার্কন্ড্য প্রকৃত আত্মপ্রেমিকের solipsistic স্বপ্নের ভিতর পতিত হচ্ছিলো, সংশ্লিষ্ট ছিলো কেবল constant যৌন alterations-এর crotic আনন্দের সাথে; অন্যদিকে তখন সময়-ভ্রমণকারি সৌমিত্র আহত হয়েছিলে ৷আমরা তার এ বর্ণনা না শোনাতে যে, একটা ভবিষ্যৎ আসছে যখন দেশ শাসিত হবে একজন মূত্র পায়ীর দ্বারা, এবং মানুষ জেনেছে তার সব ভুলে যাবে, এবং পাকিস্তান বেঙে যাবে একটা এমিবার মতো, এবং প্রত্যেক অর্ধেকের প্রধানমন্ত্রীরা নিহত হবে তাদের উত্তরসূরিদের দ্বারা, তাদের উভয়কেই আমার অবিশ্বাস সত্ত্বেও সে হলফ করে একই নামে ডাকা হবে... আহত সৌমিত্র আমাদের নৈশ সাক্ষাতে নিয়মিত অনুপস্থিত থাকতে লাগলো, সময়ের মাকড়শা সুলভ labyrinth-এর মধ্যে দীর্ঘকাল ডুবে থাকলো। এবং বাউডের বোনেরা বোকা তরুণ ও বৃদ্ধদের জাদু করার সামর্থ্যে পূর্ণ ছিলো। 'কি করতে পারে এই কনফারেন্স?' তারা অনুসন্ধান করে। 'আমরা ইতোমধ্যেই প্রচুর প্রেমিক পেয়েছি।' আর আমাদের আলকেমিস্ট সদস্য ব্যস্ত ছিলো একটা ল্যাবরেটরিতে যেটা তার জন্যে তৈরি করে দিয়েছিলো তার বাবা (যার কাছে সে তার গোপন বিষয় ফাঁস করে দিয়েছিলো); দার্শনিকের পাথর নিয়ে গবেষণায় সে এতটা ব্যস্ত ছিলো যে আমাদের জন্যে তার সময় ছিলো না। আমরা তাকে সোনার iure-এ হারিয়েছিলাম।

এছাড়াও আরও অনেক কারণ ছিলো। শিশুরা ঐন্দ্রজালিক হলেও, তাদের মা-বাবাকে immune করেনি; আর সংস্কার ও বড়দের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি যখন তাদের মনে ভর করলো, আমি তখন আবিষ্কার করলাম মহারাষ্ট্রের শিশুরা loathing করছে গুজরাটি শিশুদের, ফর্সা-চামড়ার উত্তরাঞ্চলীয়রা reviling করছে দ্রাবিড়ীয় 'কালোদের'; তাছাড়া ছিলো ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর শ্রেণী প্রবেশ করে আমাদের কাউন্সিলে। ধনি শিশুরা গরিবদের প্রতি নাক সিঁটকায়; ব্রাহ্মণরা অস্বস্তি বোদ করতে শুরু করে অস্পৃশ্যদের ভাবনা স্পর্শ করতে তাদের ভাবনা দিয়ে; অন্যদিকে, নিম্ন-বর্গের মধ্যে, দারিদ্র্য ও কম্যুনিজ্‌ম-এর চাপ পরিণত হচ্ছিলো সাক্ষ্য... এবং, এই সমস্ত কিছুর শীর্ষে, ছিলো ব্যক্তিত্বের সংঘাত।

এইভাবে মিডনাইট চিলড্রেন'স কনফারেন্স প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যৎ-বাণী পরিপূর্ণ করে এবং জাতির একটা আয়নায় পরিণত হয়; passive আক্ষরিক mode কাজ করছিলো, যদিও এর বিপরীতে আমি রেইলিং দিই, ভয়ানক দ্রুত বর্ধনশীল আকারে... 'ভাইয়েরা, বোনেরা!' আমি ব্রডকাস্ট করি, এক মানসিক কণ্ঠস্বরে, এর শারীরিক প্রতিপক্ষের মতো অপ্রতিরোধ্য, 'এটা ঘটতে দিও না! গণ-ও-শ্রেণির, পুঁজি ও শ্রমের, তারা ও আমরার অন্তহীন দ্বন্দ্ব আমাদের মধ্যে ঢুকতে দিও না! আমরা,' আমি তীব্র আবেগে চিৎকার করি, 'অবশ্যই একটা তৃতীয় আদর্শ হবো, আমরা অবশ্যই সেই শক্তি হবো যা dilemma-র

AMARBOI.COM

হর্ষের মধ্যে চালিত হয়; অন্য কিছু হয়ে, নতুন রকমের হয়ে আমরা আমাদের জন্মের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারি!' আমার সমর্থক ছিলো, আর ডাইনি-পার্বতীর চেয়ে বড় কেউ ছিলো না; কিন্তু আমি অনুভব করি তারা আমার কাছ থেকে দূরে পিছলে যাচ্ছে, প্রত্যেকে distracted হচ্ছে তার (পুংলিঙ্গ) অথবা তার (স্ত্রীলিঙ্গ) নিজের জীবনের দ্বারা... ঠিক যেমন আমি distracted হয়েছি আমার নিজের দ্বারা। এটাই শেষ অবধি যেন মোড় নেয় যে আমাদের মহিমান্বিত কংগ্রেস ছিলো শৈশবের খেলনা, যেন লম্বা-ট্রাউজার ধ্বংস করছিলো মধ্যরাত যা সৃষ্টি করেছিলো... 'আমাদের অবশ্যই একটা কর্মসূচিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে,' আমি আবেদন জানাই, 'আমাদের নিজেদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, কেন নয়?' কিন্তু আমি শুনতে পাই, আমার উদ্বিগ্ন ব্রডকাস্টের পিছনে, আমার শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বির amused হাস্যধ্বনি; আর শিব আমাদের সবার মাথায়, scornfully বলছে, 'না, ক্ষুদে ধনি বালক; কোনো তৃতীয় আদর্শ নেই; যা আছে তা কেবল টাকা ও দারিদ্র্য, আর প্রাচুর্য-ও-অভাব, এবং ডান ও বাম; কেবল আমি দুনিয়ার বিরুদ্ধে! বিশ্ব কোনো আইডিয়া নয়, ধনি বালক; দুনিয়া স্বপ্নবচারি কিংবা তাদের স্বপ্নের জায়গা নয়; দুনিয়া, ক্ষুদে snotnose, হলো বস্তু। বস্তু আর তা প্রস্তুতকারকরা দুনিয়াশাসন করে; বিড়লার দিকে তাকাও, এবং টাটার দিকে, আর সব ক্ষমতাবানদের দিকে : তারা বস্তু সৃষ্টি করে। বস্তুর কারণে দেশ চলে। জনগণের কারণে নয়। বস্তুর কারণে, আমেরিকা ও রাশিয়া সাহায্য পাঠায়; কিন্তু পাঁচশ' মিলিয়ন ক্ষুধার্ত থাকে। যখন তোমার বস্তু আছে, তখন স্বপ্ন দেখার সময় পাবে; যখন তোমার নেই, তুমি যুদ্ধ করো।' শিশুরা, আমাদের লড়াই শোনে চমকিত হয়ে... অথবা হয়তো শোনে না, হয়তো আমাদের সংলাপ তাদের আগ্রহ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। এবং এখন আমি : 'কিন্তু জনগণ বস্তু নয়; যদি আমরা একত্র হই, আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি, সেটা যদি আমরা প্রদর্শন করি এবইকেবল এই, এই একত্রজনতা, এই কনফারেন্সকে, তা হবে সেই তৃতীয় পন্থা...' কিন্তু শিব, snorting : 'ক্ষুদে ধনি বালক, ওসব মাত্র বায়বীয়। সমস্ত ব্যক্তির গুরুত্ব। সমস্ত মানবতার-সম্ভাবনা। আজকের দিনে, মানুষও এক ধরনের বস্তু।' এবং আমি, সালিম, crumbling : 'কিন্তু.... স্বাধীন ইচ্ছা... আশা... মহা আত্মা, অন্যভাবে পরিচিত হিসেবে, মানব জাতির... এবং দিবসের কবিতা, এবং শিল্প, এবং...' শিব তার বিজয় হস্তগত কর : 'তুমি দেখ? আমি জানি তুমি অমনটাই হবে Mushy, অতিরিক্ত রান্নাকরা চালের মতো। পিতামহীর মতো আবেগকাতর। যাও, তোমার আবর্জনা চাইছে কে? আমরা সবারই জীবন আছে বেঁচে থাকার। নরকের ঘণ্টা, শশা-নাক, আমি তোমার কনফারেন্স নিয়ে বিরক্ত। এ দিয়ে কিছুই করার নেই।'

তুমি জিজ্ঞেস করবে : সবাই দশ-বছর-বয়স্ক? আমার উত্তর : হ্যাঁ, কিন্তু। তুমি বলবে : দশ-বছর-বয়সিরা, না হয় প্রায়-এগার ধরা যাক, আলোচনা করে সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা নিয়ে? আর সংঘাতে লিপ্ত হয় সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে? চার হাজার দিনেরও কম

বয়সি বাচ্চারা আইডেন্টিটি নিয়ে আলোচনাকরে, এবং পুঁজিবাদের inherent সংঘাত নিয়ে? তারা কি বৈপরীত্য নির্ধারণ করতে পারে গান্ধি ও মার্ক্সলেনিনের মধ্যে, ক্ষমতা ও সামর্থহীনতার মধ্যে? ঈশ্বর কি নিহত হয়েছিলো শিশুদের দ্বারা? অনুমিত অলৌকিক ঘটনা সত্য হিসেবে মেনে নিলেও, আমরা কি এখন বিশ্বাস করতে পারি যে অনাথ শিশুরা কথা বলেছে দাড়িওয়ালা বৃদ্ধদের মতো?

আমি বলি : এইসব অক্ষরে হয়তো না; হায়তো আদৌ কোনো শব্দে নয়, তবে ভাবনার বিশুদ্ধতম ভাষায়; কিন্তু হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে, এটাই এর সমস্ত কিছুর তল; কারণ শিশুরা হলো পাত্র যার ভিতরে প্রাপ্তবয়স্করা তাদের বিষ ঢালে, আর বড়দের বিষ আমাদের বিষাক্ত করে তোলে। বিষ, আর অনেক বছরের এক ফাঁকের পর, ছুরি হাতে এক বিধবা। সংক্ষেপে : বাকিংহাম ভিলায় আমার প্রত্যাবর্তনের পর, এমন কি মধ্যরাতের শিশুদের নুনও তার savous হারিয়ে ফেলে; রাত আসতো, আমি আমার দেশব্যাপি নেটওয়ার্ক চালু করতাম না। (আমি কখনো জানতে পারিনি বেশ্যা-হত্যার ব্যাপারে শিবের অপরাধ কিংবা নির্দোষিতা সম্পর্কে; কিন্তু কলি-যুগের ওইরকমই ছিলো প্রভাব যে আমি, ভালো মানুষ ও প্রাকৃতিক শিকার, নিশ্চিত দায়ি ছিলাম দুটো মৃত্যুর জন্যে। প্রথমটা জিমি কাপাডিয়া; এবং দ্বিতীয়টা ছিলো হোমি ক্যাটরাক।)

তৃতীয় আদর্শ বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে তার নাম শৈশব। কিন্তু তা মরে গেছে; বরং বলা উচিৎ, খুন করা হয়েছে।

ওইসব দিনে আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের সমস্যা ছিলো। হোমি ক্যাটরাকের ছিলো বোকা টক্সি, এবং ইব্রাহিমদের ছিলো অন্য দুশ্চিন্তা : সনির বাবা ইসমাইল, অনেক বছর যাবৎ জজ ও জুরিদের উৎকোচ দেবার পর, এমন বার কমিশনের তদন্তের মুখোমুখি হয়েছে; আর সনির চাচা ইসহাক, সে দ্বিতীয় মানের এমব্যাসি হোটেল চালায় ফ্লোরা ফাউন্টেনের কাছে, স্থানীয় গ্যাংস্টাদের কাছে ঋণে ডুবে গেছে, সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে কোনো সময় খুন হয়ে যাবার... কিংবা এটা অবাক হবার বিষয় নয় যে আমরা সবাই ভুলে গেছি প্রফেসর শাপস্টেকার-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে।

কিন্তু এখন, আমার পা আমাকে নিয়ে যায় বাকিংহাম ভিলার সর্বোচ্চ তলায়, যেখানে একজন বৃদ্ধ পাগলকে আমি আবিষ্কার করি, অবিশ্বাস্য ক্ষুদ্রকায় ও shrunken, যার সংকীর্ণ জিভ বারবার তার ঠোঁটের বাইরে ভিতরে আসা যাওয়া করছে flicking, licking : সাবেক anitvenenes সন্ধানকারি, অশ্বের ঘাতক, শার্পসিটকার সাহেব, এখন তার বয়স বিরানব্বই বছর এবং তার epony mous ইন্সটিটিউট আর নেই, অবসর নিয়েছে একটা সর্বোচ্চ তলার এ্যাপার্টমেন্টে, নিরক্ষীয় নিরামিষ ভোজন তার আহার। বয়স তার দাঁত ও বিষের থলি ফেলে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাকে নিয়ে যে অতিপ্রাকৃত কথা চালু ছিলো তা হলো, একটা রাজা গোখরো এক নারীর সাথে সঙ্গম করে ছিলো আর তাতেই জন্ম হয়েছিলো তার... আমার মনে হয়েছিলো যে, আমি নতুন

AMARBOI.COM

আরেকটি fabulous পৃথিবীতে এসে পড়েছি। একটা মই (কিংবা সিঁড়ি) বেয়ে ওপরে ওঠো আর তুমি দেখবে একটা সাপ অপেক্ষায় আছে তোমার।

পর্দা সর্বদা টাঙানো; শাপস্টেকার এর কামরায়, সূর্য কখনো ওঠেও না ডোবেও না, আর কোনো ঘড়ি টিকটিক করে না। শয়তান, না কি আমাদের বিচ্ছিন্নতার পারস্পরিক অনুভূতি আমাদের কাছে টেনে এনেছে পরস্পরের?... আমার প্রতি তার প্রথম অভিবাদন ছিলো : 'তো, বাছা–তুমি টাইফয়েড থেকে আরোগ্য লাভ করেছো।' এই বাক্য সময়কে তুলে আনে একটা sluggish ধুলি-মেঘের মতো এবং এক বছর-বয়সি আমার সাথে পুনর্মিলিত হয়। আমার মনে পড়ে গল্পটা যে কিভাবে সাপের বিষ দিয়ে শাপস্টেকার আমার জীবন রক্ষা করেছিলো। এবং তারপর থেকে, কয়েক সপ্তাহ, আমি তার পায়ের কাছে বসে থাকি, এবং সে আমার ভিতরের গোখরোটাকে reveal করে আমার কাছে।

কে তালিকা করেছিলো, আমার কল্যাণের জন্যে, সাপের occult ক্ষমতা? (তাদের ছায়া হত্যা করে গরুদের; যদি তারা কোনো মানুষের স্বপ্নে প্রবেশ করে, তার স্ত্রী তাহলে conceive করে; যদি তারা নিহত হয়, হত্যাকারির পরিবারে কুড়ি প্রজন্ম পর্যন্ত কোনো পুরুষ জন্মাবে না।) এবং কে আমার কাছে বর্ণনা করেছিলো— বই আর কংকালের সাহায্যে— গোখরোর constant focs? 'তোমার শত্রুকে study করো, বাছা,' সে হিস হিস করে বলেছিলো, 'নতুবা তারা নিশ্চিত তোমাকে হত্যা করবে।'... শাপস্টেকারের পায়ের কাছে, আমি study করি mongoose শূকর, ড্যাগার ঠোঁট এ্যাডজুটেন্ট পাখি ও বারাসিন্‌হা হরিণ, যে সাপের মাথা গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো পায়ের তলায় এবং মিশরীয় ichneumon, আর ibis; চার ফুট উঁচু সেক্রেটারি পাখি, নির্ভীক ও হুক-চঞ্চু, যার নাম আমার মধ্যে সন্দেহজনক ভাবনা সৃষ্টি করেছিলো আমার বাবার এ্যালিস পেরেইরা সম্পর্কে; এবং খেঁকশেয়াল bnzard, stink বেড়াল, পাহাড়ের মধু ratel; রোড রানার, peccary, এবং নিষিদ্ধ কাঙ্গাম্বা পাখি। শাপস্টেকার আমাকে জীবন নির্দেশ করে। 'জ্ঞানি হও, বাছা। সাপের এ্যাকমশন অনুকণ করো। গুপ্ত থাকো; ঝোপের আশ্রয় থেকে আঘাত করো।'

একবার সে বলেছিলো : 'তুমি অবশ্যই আমাকে আরেকটা পিতা হিসেবে ভাববে। আমি কি তোমাকে তোমার জীবন দিইনি যখন তা হারিয়ে গিয়েছিলো?' এই বিকৃতির মাধ্যমে সে প্রমাণ করে যে সে ততটুকু আমার জাদুতে প্রভাবিত যতটুকু আমি তার। সে গ্রহণ করেছিলো যে সেও সেই অন্তহীন পিতামাতাদের একজন যাদের কাছে আমি একাই হয়েছিলাম জন্মদানের ক্ষমতা। এবং যদিও কিছু সময় পর, তার চেম্বারে বাতাস খুব বেশি oppressive অনুভব করি আমি, এবং আবার তাকে ছেড়ে আসি বিচ্ছিন্নতায় যা থেকে কখনো কেউ তাকে বিরক্ত করবে না, কিভাবে এগোতে হবে আমাকে সে দেখিয়ে ছিলো। প্রতিশোধের দুই মাথাবিশিষ্ট দানবের কাছে বিক্রি হয়ে, আমি আমার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা ব্যবহার করি (প্রথমবারের মতো) অস্ত্র হিসেবে; এবং এই পন্থায় আমি আবিষ্কার

করি হোমি ক্যাটরাক ও লীলা সবরমতির ভিতরকার সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ। সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে লীলা ও পিয়া পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলো সব সময়; এ্যাডমিরাল অব দ্য ফ্লিটের উত্তরাধিকারির স্ত্রী লীলা সবরমতি পরিণত হয়েছিলো চলচ্চিত্র ম্যাগনেটের নতুন fancy নারী। কমান্ডার সবরমতি যখন সাগরে থাকতো manocuvres-এ, তখন লীলা ও হোমি তাদের নিজেদের নির্দিষ্ট manoeuvres করছিলো; সমুদ্রের সিংহ যখন অপেক্ষায় ছিলো তৎকালীন এ্যাডমিরালের, তখন হোমি ও লীলাও Reaper-এর সাথে একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট করছিলো। (আমার সহযোগিতায়।)

'গুপ্ত থাকো,' বলেছিলো শার্পস্টিকার সাহেব; গোপনে, আমি গোয়েন্দাগিরি করি আমার শত্রু হোমির ওপর, এবং আইস্লাইস ও কেশতৈলের promiscuous মায়ের ওপর (যারা দেরিতে নিজেদের অত্যন্ত পূর্ণ করেছিলো, সেই থেকে, বস্তুত, সংবাদপত্র ঘোষণা দিয়েছিলো যে কমান্ডার সবরমতির পদোন্নতি ছিলো কেবল অনুষ্ঠানিকতা। *মাত্র সময়ের ব্রাপার...*) 'ঢিলা মহিলা,' আমার ভিতরের দানব ফিসফিস করে নীরবে, 'মাতৃ perfidies-এর কাজে perpetrator! আমরা তোকে ভয়ংকর উদাহরণে পরিণত করবো; তোর ভিতর দিয়ে আমরা ভাগ্যকে প্রদর্শন করবো যা lascivious-এ অপেক্ষা করছে। ওহে unobseruant ব্যাভিচারিনি! তুই কি দেখতে পাচ্ছিস না বর্ণিল ব্যারোনেস সিমকি ভন ডের হেইডেন-এর কি পরিণতি হয়েছে?— যেটা ছিলো একটা কুত্তি, ঠিক তোর মতো।'

লীলা সবরমতি সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বয়সে mellowed হয়েছে; সর্বোপরি, তার ও আমার একটা ব্যাপার এক, তার নাক, আমারটার মতো, অকল্পনীয় ক্ষমতা ধারণ করে। তারটা, যাহোক, ছিলো বিশুদ্ধ একটা শাব্দিক জাদু : নাকের চামড়ার একটা wrinkle প্রফুল্ল করতে পারতো সবচেয়ে ইস্পাত কঠিন এ্যাডমিরালকেও; নাসারন্ধ্রের উত্তাপ চলচ্চিত্র ম্যাগনেটের হৃদয়ে অদ্ভুত আগুন জালিয়ে দিতে পারতো। ওই নাকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ব্যাপারে আমি সামান্য ব্যতিত; ব্যাপারটা এমন যেন কোনো কাজিনকে পিছনে থেকে ছুরিকাঘাত করা।

আমি যা আবিষ্কার করি : প্রতি রবিবার সকাল দশটায়, লীলা সবরমতি গাড়িতে করে আইস্লাইস ও কেশতৈলকে মেট্রো সিনেমায় নিয়ে যায় মেট্রো কাব ক্লাব-এর সাপ্তাহিক মিটিং-এর জন্যে। (আমাদের অবশিষ্টদের নিয়ে যাওয়ার বিষয়টিও সে দেখাশোনা করে; সনি ও সাইরাস, বাঁদর ও আমি চড়ে বসি তার ভারতে তৈরি হিন্দুস্তান কারে।)

আর আমরা যখন লানা টার্নার চলি, তখন মি. ক্যাটরাক ও একটা সাপ্তাহিক রঁদেভুর জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে। লীলার হিন্দুস্তান রেলওয়ে লাইনের পাশে puttered করে, হোমি তার গলায় জড়িয়ে নেয়া ক্রিম রঙের সিল্কের রুমালে গিঁট দেয়; লাল বাড়িতে লীলা থামে, হোমি একটা টেকনিকালার বুশ-কোট গায়ে চাপায়; লীলা আমাদের ushering করে অডিটোরিয়ামের অন্ধকারে, হোমি সোনার ফ্রেমের রোদচশমা লাগায় চোখে; আর

AMARBOI.COM

লীলা যখন আমাদের সিনেমা দেখার জন্যে রেখে যায়, হোমিও তখন একটা শিশুকে abandoning করে। টক্সি ক্যাটরাক কখনোই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে ব্যর্থ হয়নি হোমির ফিরে যাওয়ায় চিৎকার করে লাথি ছুড়ে পা দাপিয়ে; লীলা জানোত কি হচ্ছে, এমন কি বাই আপাও তাকে restrain করতে পারতো না।

একদা এক ঝালে ছিলো রাধা ও কৃষ্ণ, এবং রাম ও সীতা, এবং লায়লা ও মজনু; তাছাড়াও (আমরা যেহেতু পশ্চিমের দ্বারা অপ্রভাবিত নই) রোমিও এবং জুলিয়েট, স্পেন্সার ট্রেসি এবং ক্যাথারিন হেপবার্ন। দুনিয়া ভালোবাসার গল্পে পরিপূর্ণ। আর সমস্ত প্রেমী তাদের অবতারের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন। লীলা তার হিন্দুস্তান চালিয়ে কোলাবা কজওয়ের একটা ঠিকানায় আসে তখন সে জুলিয়েট, তার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্রিম-রঙ রুমাল গলায় প্যাঁচানো, চোখে সোনার ফ্রেমে বাঁধানো রোদচমশা পরা হোমি গাড়ি থামায় তার সাথে মিলিত হবার জন্যে (সেই একই স্টুডিবেকার, যাতে করে একদা আমার মাকে দ্রুত সুনান্তর করা হয়েছিলো ডা. নারলিকারের নার্সিং হোমে), তখন সে লিয়াণ্ডার হেলেসপন্টে সাঁতার কাটছে নায়কের জ্বলন্ত মোমের দিকে। এই কারবারে আমার ভূমিকা হিসেবে আমি এটার কোনো নাম দেবো না।

আমি স্বীকার করি : আমি যা করেছি তা বীরত্বের কাজ নয়। ঘোড়ার চড়ে হোমির সাথে আমি যুদ্ধ করিনি, নিষ্ঠুর চোখ আর জ্বলন্ত তরবারি নিয়ে; পরিবর্তে, সাপের এ্যাকশন অনুকরণ করি, আমি খবরের কাগজ থেকে অংশ বিশেষ কাটতে শুরু করি। GOAN LIBERATION COMMITTEE LAUN CHES SATYAGRAHA CAMPAIGN থেকে আমি 'COM, কেটে আলাদা করি; SPEAKER OF E-PAK ASSEMBLY DECLARED MANIAC আমাকে দেয় আমার দ্বিতীয় yllable, 'MAN' আমি 'DER' খুঁজে বের করি NEHRU CONSIDERS RESIGNATION AT CON GRESS ASSEMBLY থেকে; এখন আমার দ্বিতীয় শব্দ, আমি 'SAB' excised করি RIOTS, MASS ARRESTSIN RED-RUN KERALA : SABOIEURS RUN AMOK : GHOSH ACCUSES CONGRESS GOONDAS থেকে, এবং 'ARM' নিই CHINESE ARMED FORCES' BORDERACTIVITIES SPURN BANDUNGPRINCIPLES থেকে। নামটা সম্পূর্ণ করতে, আমি 'ATI' অক্ষরগুলো তুলে নিই DULLES FOREIGN POLICY IS INCONSISTENT, ERRATIC, P. M. AVERS থেকে। আমার netarions উদ্দেশ্য খাপ খাওয়াতে ইতিহাস কেটে, আমি WHY INDIRA GANDHI IS CONGRESS PRESIDENT ধরি আর 'WHY' রেখে দিই; কিন্তু রাজনীতির সাথে আমি বাঁধা পড়তে আমি অস্বীকার করি, এবং 'DOES YOUR' শব্দ দুটোর জন্যে DOES YOUR CHEWING GUM LOSE ITS

FLAVOVR? BUT P. K. KEEPS ITS SAVOUR! বিজ্ঞাপনটার দিকে ফিরি, একটা খেলাধুলার মানব-চিত্তাকর্ষক গল্প, MOHUN BAGAN CENTRE-FORWARD TAKES WIFE আমাকে একটার শেষ শব্দটা দেয়, এবং 'GO TO' আমি নিই MASSES GO TO ABUL KALAM AZAD'S FUNERAL থেকে।এখন আমি আরও একবার আমার শব্দাবলি খুঁজে বের করতে বাধ্য : DEATH ON SOVTH COL : SHERPA PLUNGES থেকে ভীষণ প্রয়োজনীয় 'COL' গ্রহণ করি, কিন্তু 'ABA' খুঁজে পাওয়া ভার হলো, অবশেষে একটা সিনেমার বিজ্ঞাপনে মিললো : ALI-BABA, SEVENTEENTH SURERCOLOSSAL WEEK— PANS FILLING UP FAST!... তখন ছিলো সেই সব দিন যখন শেখ আবদুল্লাহ, কাশ্মিরের সিংহ, তার রাজ্যে একটা plebiseite-এর জন্যে প্রচারণা চালাচ্ছিলেন রাজ্যের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে; তার সাহস আমাকে "CAUSE' syllable টা দিলো, কারণ সেটা এই শিরোনামে প্রকাশ পেয়েছিলো : ABDULLAH 'INCITEMENT' CAUSE OF HIS RE-ARREST— GOVT SPOKESMAN. তারপর, আচার্য বিনোভা ভাবে, যিনি দশটা বছর খরচ করেছেন তার ভূদান প্রচারণায় ভূমি মালিকদের রাজি করাতে যাতে তারা গরিবদের প্লট দান করে, তিনি ঘোষণা করেন যে দান মলিয়ন একর দাড়িয়ে গেছে, এবং দুটো নতুন প্রচারণা শুরু করেন, পুরো গ্রাম দানের জন্যে আহবান জানান ('গ্রামদান') এবং ব্যক্তি জীবনও ('জীবনদান')। যখন জে. পি. নারায়ণ ভাবের কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করার ঘোষণা দিলেন, তখন শিরোনাম NARAYAN WALKS IN BHAVE'S WAY আমাকে দিলো আমার বহু অনুসন্ধানকৃত WAY শব্দটি। আমি এখন প্রায় শেষ করে এনেছি; একটা 'ON' তুলে নিচ্ছি PAKISTAN ON COURSTE FOR POLITICAL CHAOS : FACTION STRIFE BEDEVILS PUBLIC AF FAIRS থেকে, এবং একটা 'SVNDAY' নিই *sunday Blitz*-এর মাস্টহেড থেকে, এখন বাকি থাকে আর মাত্র একটা শব্দ। পাকিস্তানের ঘটনাবলি আমাকে উদ্বুদ্ধ করে। FURNITURE HURLING SLAYS DEPUTY E-PHR SPEAKER : MOURNING PERIOD DECLARED আমাকে 'MOURNING' শব্দটা দেয়, আমি 'U' অক্ষরটা কেটে ফেলি। আমার এখন দরকার একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন, এবং সেটা খুঁজে পাই : AFTER NEHRU, WHO? একটা বাথরুমের গোপনীয়তায়, আমি আঠা দিয়ে শব্দগুলো লাগাই– ইতিহাস পুনর্গঠনে আমার প্রথম উদ্যোগ— এক খণ্ড কাগজের ওপর; সাপের মতো, আমার পকেটে কাগজটা পুরে ফেলি, থলির ভিতর বিষের মতো। এক সন্ধা আইস্লাইস ও কেশতৈলের সাথে কাটানোর আয়োজন করে ফেলি। আমরা একটা খেলা খেলি : 'মার্ডার ইন দ্য ডার্ক...' খুনের খেলা চলাকালে, আমি কমাণ্ডার সবরমতির আলমারিতে সেঁধিয়ে পড়ি এবং তার বাড়তি উর্দির পকেটে কাগজটা রেখে

AMARBOI.COM

দিই। সেই মুহূর্তে (লুকানোর কিছু নেই) আমি সাপের প্রফুল্লতা অনুভব করি যে তার লক্ষ্যে আঘাত হেনেছে, এবং এর শিকারের গোড়ালিতে এর fangs pcrse অনুভব করে...

COMMANDER SABARMATI (আমার নোটে লেখা)

WHY DOES YOUR WIFE GO TO COLABA

CAUSEWAY ON SUNDAY MORNING?

না, যা করেছি তার জন্যে আমি আর গর্বিত নই; কিন্তু মনে করো যে আমার প্রতিশোধের দানবের মাথা ছিলো দুটো। লীলা সবরমতির perfidy-র মুখোশ উন্মোচনের দ্বারা, আমি আমার নিজের মাকেও একটা শক দেবার আশা করেছিলাম। এক ঢিলে দুই পাখি। এ কথা মিথ্যা বলা হবে না যে সবরমতি ঘটনা হিসেবে যা পরিচিত হয়েছিলো তা আসলে শুরু হয়েছিলো নগরির উত্তরে একটা dingy কাফেতে, যখন একটা stewaway লক্ষ করেছিলো ঘূর্ণায়মান হাতের একটা ব্যালে।

আমি গুপ্ত ছিলাম; একটা ঝোপের আড়াল থেকে আমি আঘাত হেনেছিলাম। কি আমাকে চালিত করেছিলো? পায়োনিয়ার কাফেতে হাত; রং নাম্বার টেলিফোন কল; ব্যালকনিতে আমার কাছে গোপনে দেয়া চিরকুট, এবং বেডশিটের নিচে দিয় সরবরাহ; আমার মায়ের ভণ্ডামি আর পিয়ার inconsolable অনুতাপ : 'হায়! আয় হায়! আয়-হায়-হায়!'... আমারটা ছিলো স্লো পয়জন; কিন্তু তিন সপ্তাহ পর, তার ক্রিয়া দেখা গেল।

আমার anonymous চিরকুট পাবার তার কমাণ্ডার সবরমতি নিযুক্ত করলো ডম মিন্টোকে, সে ছিলো বোম্বের সুপরিচিত প্রাইভেট ডিটেকটিভ। (মিন্টো, বৃদ্ধ এবং প্রায় খোঁড়া, তখন তার পারিশ্রমিক কমিয়েছিলো।) সে অপেক্ষা করলো মিন্টোর রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত। এবং তারপর :

সেই রবিবার সকাল, ছয়টি শিশু এক সারিতে বসে ছিলো মেট্রোকার ক্লাবে, দেখছিলো *Francis The Talking Mule And The Haunted House.* তুমি দেখ, আমার এলিবাই ছিলো; অপরাধের দৃশ্যের আশপাশে কোনোখানেই আমি ছিলাম না। sin-এর মতো, কাস্তে সদৃশ মরু চাঁদ, বিশ্বের জোয়ারের ওপর আমি প্রভাব ফেলেছিলাম অনেক দূর থেকে... পর্দায় একটা খচ্চড় কথা বলছে, আর ওদিকে কমাণ্ডার সবরমতি সফর করছে নৌ arsenal. সে একটা চমৎকার, লম্বা নাকের রিভলভার পছন্দ করে; গুলিও। সে ধরে থাকে, তার বাম হাতে, এক টুকরো কাগজ যার ওপর একটা ঠিকানা লেখা হয়েছে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের tidy হাতে; তার ডান হাতে, সে ধরে আছে খাপ-ছাড়া অস্ত্র। ট্যাক্সি যোগে, কমাণ্ডার এসে পৌছায় কোলাবা কজওয়েতে। ক্যাবের ভাড়া মেটায় সে, অস্ত্র হাতে একটা সংকীর্ণ গলি পথে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলে শার্টের স্টল ও খেলনার দোকান অতিক্রম করে, একটা এ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকে। এ্যাপার্টমেন্টে ১৮সি নাম্বারের ঘণ্টা বাজায়; ১৮বি এ্যাপার্টমেন্টে

একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষক ল্যাটিন পড়াতে যেতো প্রাইভেট ট্যুইশনে, সে ওই আওয়াজ শুনেছিলো। যখন কমাণ্ডার সবরমতির স্ত্রী লীলা দরোজা খুললো, তখন সবরমতি তার পেটে দুইবার গুলি করলো পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে। মহিলা পিছন দিকে পড়ে গেল; সবরমতি তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায়, টয়লেট থেকে হোমি ক্যাটরাক উঠে আসছে দেখতে পায়, তার নিম্নাঙ্গ আমোছা, উন্মাদের মতো টেনে তুলছে ট্রাউজার। কমাণ্ডার ভিনু সবরমতি একবার তাকে গুলি করে genital-এ, একবার হৃৎপিণ্ডে এবং একবার ডান চোখের ভিতরে। অস্ত্রটা নীরব থাকে না; কিন্তু সেটা যখন কথা বলা থামায়, তখন বিপুল এক নীরবতা নেমে আসে এ্যাপার্টমেন্টের ভিতর।

বিপুল এক নীরবতা নেমে আসে এ্যাপার্টমেন্টের ভিতর। মি. ক্যাটরাক গুলি খাবার পর টয়লেটের ওপর বসে ছিলো এবং মনে হচ্ছিলো নিঃশব্দে হাসছে।

কমাণ্ডার সবরমতি হেঁটে বেরিয়ে আসে এ্যাপার্টমেন্ট ব্লক থেকে হাতে ধোঁয়া বেরোনো বন্দুক হাতে (তাকে দেখেছিলো, দরোজার একটা ফাঁক দিয়ে, আতংকিত এক ল্যাটিন টিউটর); সে কোলারা কজওয়ে ধরে হাঁটে যতক্ষণ না সে দেখে একজন ট্রাফিক পুলিশকে তার ছোট podium-এ। কমাণ্ডার সবরমতি পুলিশটিকে বলে, 'এই মাত্র আমি আমার স্ত্রী ও তার প্রেমিককে খুন করেছি এই অস্ত্র দিয়ে; আমি আত্মসমর্পণ করছি তোমার...' কিন্তু সে পুলিশটার নাকের নিচে বন্দুকটা ঢেউয়ের মতো নাড়ায়; অফিসারটা এমনই scared হয়েছিলো যে তার ট্রাফিকের কাজে ব্যবহৃত ব্যাটনটি ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। কমাণ্ডার সবরমতি, যানবাহন চলাচলের আকস্মিক বিভ্রমের মাঝখানে একাকী পরিত্যক্ত পুলিশের pedestal-এর ওপর, নির্দেশ দিতে শুরুকরে গাড়িগুলোকে, বন্দুকটা ব্যাটন হিসেবে ব্যবহার করে। দশ মিনিট পর বারোজন পুলিশ সদস্যের একটি দল এসে তাকে এ অবস্থায় দেখতে পায়, সাহসের সাথে তারা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার হাত ও পা ধরে ফেলে, এবং তার অগতানুগতিক ব্যাটন সরিয়ে ফেলে যেটা দিয়ে সে দশ মিনিট অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করেছিলো। একটা সংবাদপত্র সবরমতির ঘটনা সম্পর্কে লিখেছিলো : এটা একটা থিয়েটার যাতে ভারত আবিষ্কার করবে সে (স্ত্রীলিঙ্গ) কে ছিলো, সে (স্ত্রীলিঙ্গ) কি, এবং কি সে (স্ত্রীলিঙ্গ) হবে।'... কিন্তু কমাণ্ডার সবরমতি ছিলো কেবল একটা পুতুলনাচের পুতুল; আমি ছিলাম পুতুলনাচের মাস্টার, আর জাতি অভিনয় করেছিলো আমার নাটক কেবল আমি এমন কিছু চাইনি! আমি ভাবিনি সে... আমি কেবল চেয়েছিলাম.. একটা কেলেংকারি, হ্যাঁ, একটা scare, সকল অবিশ্বস্ত স্ত্রী ও মায়েদের জন্যে একটা শিক্ষা, কিন্তু এটা নয়, কখনো না, না।

আমার এ্যাকশনের ফলাফলে aghast, আমি নগরির turbulent ভাবনা-প্রবাহে চড়ি... পার্সি জেনারেল হাসপাতালে, একজন ডাক্তার বলে, ' বেগম সবরমতি বাঁচবে; কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে সে কি খাচ্ছে।'... কিন্তু হোমি ক্যাটরাক মারা গেছে... এবং

ডিফেন্সের জন্যে আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলো কে?— কে বললো, 'আমি তাকে ডিফেণ্ড করবো বিনা খরচে'?— কে, একদা। বিজয়ী ফ্রিজ মামলায়, এখন কমাণ্ডারের চ্যাম্পিয়ন? সনি ইব্রাহিম বলে, ' কেউ যদি পারে তো আমার বাবতাকে বের করে আনবে।'

কমাণ্ডার সবরমতি ছিলো ভারতের jurisprudence-এর ইতিহাসে সর্বাধিক জনপ্রিয় খুনি। স্বামিরা তার শাস্তি দাবি করেছিলো; বিশ্বাসী নারীরা ন্যায়বিচারের বোধ অনুভব করেছিলো তাদের fidelity তে। লীলার নিজের ছেলেদের অভ্যন্তরে, আমি এই ভাবনা খুঁজে পাই : 'আমরা জানতাম সে ওইরকম। আমরা জানতাম একজন নৌ বাহিনির লোক এটা সহ্য করতে পারবে না।' *Illustrated Weekly of India*-র একজন কলামিস্ট, একটা কলম-প্রতিকৃতি লিখলো 'সপ্তাহের ব্যক্তিত্ব'-এর পাশাপাশি, সম্পূর্ণ রঙিন কমাণ্ডারের ব্যঙ্গচিত্র, উল্লেখ করলো : 'সবরমতি মামলায়, রামায়নের noble আবেগের সাথে বোম্বে চলচ্চিত্রের শস্তা নাটকের সমন্বয় ঘটেছে। কিন্তু প্রধান protagonist হসেবে, সব সম্মত তার upstandingness-এ; এবং সে খুব আকর্ষণীয় একজন পুরুষ।'

আমার মা আর হোমি ক্যাটরাকের ওপর আমার প্রতিশোধ একটা জাতীয় সংকটে অংশ নিয়েছিলো... কারণ নৌ বাহিনির আইন অনুযায়ি ডিক্রি জারি করা হয় যে সিভিল জেলে শাস্তি ভোগকারি কেউ এ্যাডমিরাল অব দ্য ফ্লিট পদ aspire করতে পারে না। কাজেই এ্যাডমিরাল গণ, এবং নগরির রাজনিতিকরা এবং অবশ্যই ইসমাইল ইব্রাহিম, দাবি জানালো : 'কমাণ্ডার সবরমতিকে অবশ্যই নৌবাহিনির জেলে রাখতে হবে। অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে নির্দোষ। তার ক্যারিয়ার অবশ্যই ধ্বংস হতে পারে না যদি এটা ড়োনো সম্ভব হয়।' এবং কর্তৃপক্ষ : 'হ্যাঁ।' এবং কমাণ্ডার সবরমতি, নৌবাহিনির নিজস্ব লক-আপে নিরাপদ, খ্যাতির খেসারত আবিষ্কার করে তার সমর্থনে টেলিগ্রাম আসে, সে বিচারের অপেক্ষায় থাকে ও ফুলে ফুলে ভরে যায় তার সেল, যদিও সে খাবার হিসেবে ভাত ও পানির কথা বলে, শুভানুধ্যায়িরা তার জন্যে টিফিনক্যারিয়ার ভর্তি করে নিয়ে আসে বিরিয়ানি, পিস্তা-কি-লাউজ ও অন্যান্য সমৃদ্ধ খাবার। এবং, ক্রিমিনাল কোর্টের কিউতে লাফিয়ে গিয়ে, মামলা দ্বিগুণ দ্রুত সময়ে শুরু হয়... prosecution বলে, 'অভিযোগ হলো ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার।'

কমাণ্ডার সবরমতি বলে, 'দোষি না।'

আমার মা বলে, ' হে আমার খোদা, বেচারা, কেমন বেদনাহত, তাই না?'

আমি বলি, 'কিন্তু একজন অবিশ্বস্ত স্ত্রী একটা ভয়ংক বস্তু, আম্মা...' এবং সে তার মাথা ঘুরিয়ে নেয়।

prosecution বলে, 'এটা একটা উম্মুক্ত ও বদ্ধ মামলা। এখানে আছে মোটিভ, সুযোগ, স্বীকারোক্তি, লাশ এবং premeditation : বন্দুক নিয়ে আসা, বাচ্চাদের সিনেমায় পাঠানো, ডিটেকটিভের রিপোর্ট। কি আর বলা যেতে পারে? রাষ্ট্র rests.'

এবং জনতার মতামত : 'অমন ভালো একজন মানুষ, আল্লাহ!'ইব্রাহিম ইসমাইল বলে, 'এটা এ্যাটেম্পটেড সুইসাইডের একটা একটা মামলা।'

যার প্রতি, জনতার মতামত : '*?????????*'

ইসমাইল ইব্রাহিম expounded : 'কমাণ্ডার যখন ডম মিন্টোর রিপোর্ট পেয়েছিলো, সে নিজেই দেখতে চেয়েছিলো সেটা সত্যি কি না; এবং যদি তাই হয়, তাহলে নিজেকে শেষ করে দেবে। সে অফিস থেকে স্বাক্ষর করে বন্দুক সংগ্রহ করে; নিজের জন্যে। সে কোলাবার ঠিকানায় গিয়েছিলো কেবল despair-এর spirit-এ; খুনি হিসেবে নয়, কিন্তু একজন মৃত মানুষ হিসেবে! কিন্তু যেখানে— তার স্ত্রীকে সেখানে দেখে, জুরি সদস্যগণ!— তার স্ত্রীকে অর্ধ পোশাকে লজ্জাহীন প্রেমিকের সাথে দেখে!– জুরি সদস্যগণ, এই ভালো মানুষ, এই মহান মানুষটি লাল দেখে। লাল, সম্পূর্ণরূপে, এবং যখন লাল দেখেন তখন তার deeds করে সে। এভাবে সেখানে কোনো premeditation ছিলো না, কাজেই কোনো ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারও নয়। হত্যাকাণ্ড ঠিকই, তবে ঠাণ্ডা মাথায় নয়। জুরি সদস্যগণ, আপনারা অবশ্যই তাকে অপরাধি ভাবতে পারবেন না যেভাবে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।' এবং নগরিতে গুঞ্জন, 'না, খুব বেশি... ইসমাইল ইব্রাহিম এইবার খুব বাড়াবাড়ি করেছে... কিন্তু, কিন্তু... সে একটা জুরি পেয়েছে অধিকাংশ নারীদের সমন্বয়ে গঠিত... আর ধনিও নেই... অতঃপর দ্বিগুণভাবে suseeptible, কমাণ্ডারের প্রফুল্লতার প্রতি আর আইনজীবীর ওয়ালেটে... কে জানে? কে বলতে পারে?'

জারি বলে, 'দোষি নয়।'

আমার মা চিৎকার করে, 'ওহ ওয়াণ্ডার ফুল!... কিন্তু, কিন্তু : এটা কি *ন্যায়বিচার?*' এবং বিচারক, তাকে জবাব দিচ্ছেন : 'আমাতে vested ক্ষমতা ব্যবহার করে, আমি reverse করি এই হাস্যকর verdiet. দোষি, যেভাবে সে অভিযুক্ত।'

ওহ, সেইসব দিনের বন্য furor! যখন নৌ ignitaries ও বিশপগণ এবং অন্যান্য রাজনিতিকরা দাবি জানায়, 'সবরমতি অবশ্যই নৌ জেলে থাকবে হাই কোর্ট আপিল করা পর্যন্ত। একজন বিচাকের bigotry নিশ্চয় ধ্বংস করে দিতে পারে না এই মহান মানুষটিকে!' এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ, capitulating, বহুত আচ্ছা।' সবরমতি মামলা দ্রুত ওপর দিকে যায়, অপ্রত্যাশিত গতিতে হাইকোর্ট শুনানির দিকে Lurtling করে... এবং কমাণ্ডার তার আইনজীবীকে বলে, 'আমি অনুভব করছি যেন আর আমার নিয়ন্ত্রণে নেই; যেন কিছু ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে... এটাকে বলা যাক ভাগ্য।' আমি বলি : 'এটাকে বলো সালিম, কিংবা snotnose, কিংবা niffer, কিংবা stainface; এটাকে বলো ছোট্ট চাঁদের টুকরো।'

হাই কোর্টের verdict: ' দোষি, যেভাবে সে অভিযুক্ত।' সংবাদ পত্রের শিরোনাম : SABARMATI FOR CIVIL JAIL AT ALST? ইসমাইল ইব্রাহিমের বিবৃতি :

'আমরা সমস্ত রাস্তায় যাচ্ছি! সুপ্রিম কোর্টে!' এবং এখন, বোমা স্বয়ং রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা pronouncement : আইনের ব্যতিক্রম ঘটানো একটা প্রচণ্ড ব্যাপার; কিন্তু দেশের প্রতি কমাণ্ডার সবরমতির সেবাদানের দৃষ্টিভঙ্গিতে, আমি তাকে নৌ confinement-এ খাবার অনুমতি দিচ্ছি সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত।

এবং আরো সংবাদ শিরোনাম, মশার মতো sting করছে : STATE GOVERNMENT FLOUTS LAW! SABARMATI SCANDAL NOW A PUBLIC DISGRACE!... আমি যখন অনুধাবন করি যে সংবাদপত্র কমাণ্ডারের বিরুদ্ধে চলে গেছে তখন আমি জানি সে শেষ হয়ে গেছে।

সপ্রিম কোর্ট verdict : 'দোষি।'

ইসমাইল ইব্রাহিম বলে : 'ক্ষমা! আমরা ক্ষমার জন্যে আপিল করবো ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে!'

এবং এখন রাষ্ট্রপতির ভবনে এ ব্যাপার ভার সৃষ্টি করে প্রেসিডেন্ট হাউজের গেটের পিছনে, একজন মানুষ অবশ্যই সিদ্ধান্ত নেবে কোনো মানুষকে আইনের উপরে রাখা যাবে কি না; আর তার চেয়েও বড় কথা) ভারত কি আইনের শাসনের প্রতি তার অনুমোদন দেবে, নাকি বীরদের overriding primacy র প্রাচীন নীতিকে? রাম স্বয়ং যদি বেঁচে থাকতো, তাহলে কি আমরা তাকে কারাগারে পাঠাতাম সীতার abductor- কে বধ করার কারণে? বিশাল ব্যাপার;

ভারতের রাষ্ট্রপতি বলেন : 'এই লোককে আমি ক্ষমা করবো না।' নুসি ইব্রাহিম (যার স্বামি তার সবচেয়ে বড় মামলা হেরে গেল) দুঃখে চেঁচিয়ে ওঠে 'হায়! আয় হায়!' এবং বারবার এক প্রারম্ভিক পর্যবেক্ষণ : 'আমিনা আপা, ওই ভালো মানুষটা কারাগারে যাচ্ছে– আমি আপনাকে বলছি, এটা দুনিয়ার শেষ!'

একটা স্বীকারোক্তি, আমার ঠোঁটের পিছনের trembling হয় : 'এর পুরোটাই আমার কাজ, আম্মা; আমি তোমাকে একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। আম্মা, অন্য পুরুষদের কাছে যেও না, যাদের শার্টের লাখনৌ কাজ করা; যথেষ্ট হয়েছে, আমার মা, চায়ের কাপে চুম্বন! আমি এখন লম্বা ট্রাউজার পরি, আর একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হিসেবে তোমার সাথে কথা বলতে পারি।' কিন্তু এসব কথা কখনো আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে না; কোনো দরকার ছিলো না, কারণ আমি শুনতে পাই আমার মা একটা রং নাম্বার টেলিফোন কলের জবাব দিচ্ছে— এবং এক অদ্ভুত, subdued কণ্ঠস্বরে, মাউথপিসের সাথে মুখ লাগিয়ে এই কথাগুলো বলছে : 'না; ওই নামে এখানে কেউ নেই; প্লিজ বিশ্বাস করুন আপনাকে আমি যা বলছি, আর আমাকে কখনো কল করবেন না।' হ্যাঁ, আমি আমার মাকে একটা শিক্ষা দিয়েছিলাম; এবং সবরমতির ঘটনার পর সে তার নাদির কাসিমকে রক্তমাংসে আর দেখেনি, আর কখনো না, যতোদিন সে বেঁচেছিলো ততোদিন

আর না; কিন্তু, সে আমাদের পরিবারের সকল মহিলার ভাগ্যে শিকার হলো, সময় হবার আগেই বৃদ্ধা হতে লাগলো; সে shrink করতে আরম্ভ করলো, এবং তার চোখে বয়সের শূন্যতা।

আমার প্রতিশোধ উন্নয়নের সাড়া জাগালো। এর মধ্যে সবচেয়ে নাটকীয় ছিলো, মেথওয়াল্ডের এস্টেটের বাগানে শোভা পেতে লাগলো কাঠ ও টিন দিয়ে তৈরি সাইনবোর্ড, উজ্জ্বল লাল অক্ষরে হাতে লেখা... সব কটি বাগানেই, শুধু আমাদের বাগানটা বাদে। বর্সেইলেস ভিলা, এস্কোরিয়াল ভিলা ও সান্স সুকি'র বাগানে সাইনবোর্ডগুলো একই মাপে একই কথা লেখা : FOR SALE বিক্রয় করা হইবে।

ভার্সেইলেস ভিলার মালিক মারা গেছে একটা টয়লেট সিটে; ভয়ংকর নিষ্ঠুর নার্স বাই আপা বাড়িটা বিক্রি করছে বেচারা বোকা টক্সির পক্ষ থেকে; বিক্রি যখন হলো, তখন নার্স ও সেবাপ্রাপ্ত অদৃশ্য হয়ে গেল চিরকালের মতো, এবং বাই-আপা একটা স্যুটকেস ভর্তি ব্যাংকনোট ধরে রেখেছিলো তার কোলের সাথে... আমি জানি না টক্সির কি হয়েছিলো, কিন্তু আমি নিশ্চিত যাই হোক তা ভালো কিছু নয়... সবরমতির এস্কোরিয়াল ভিলার এ্যাপার্টমেন্ট, লীলা সবরমতি তার সন্তানদের প্রতিপালনে অস্বীকৃতি জানালো আর আমাদের জীবন থেকে মুছে গেল ধীরে ধীরে, অ্যাস্প্লাইস ও কেশতৈল তাদের ব্যাগ গুছিয়ে নেয় এবং ভারতীয় নৌবাহিনির তত্ত্বাবধানে চলে যায়, তার বাবা তিরিশ বছর মেয়াদের জেল খাটা শেষ না করা পর্যন্ত... ইব্রাহিমদের সানস্ সুকি ও বিক্রি হয়, কারণ ইসহাক ইব্রাহিমের এমব্যাসি হোটেলে প্যাংস্টাররা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে কমাণ্ডার সবরমতির চূড়ান্ত পরাজয়ের দিনে, যেন নগরির অপরাধি শ্রেণী আইনজীবীর পরিবারকে তার ব্যর্থতার জন্যে শাস্তি দিচ্ছিলো; তারপর ইসমাইল ইব্রাহিম প্যাকটিশ থেকে সাময়িক বরখাস্ত হয়েছিলো; এবং শোষিত সাইরাস দুবাশ ও তার মায়ের এ্যাপাটমেন্ট, কারণ সবরমতির মামলা নিয়ে হৈচৈ-এর সময় নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট মারা গিয়েছিলো প্রায় অলক্ষ্যে।

এবং কারা এগুলো কিনে নিয়েছিলো? মেওয়াল্ডের এস্টেটের উত্তরাধিকারিদের উত্তরাধিকারি হয়েছিলো কারা?... তারা বেরিয়ে এসেছিলো সেই বাড়িটা থেকে একদা যেটা ছিলো ডা. নারলিকারের বাসভবন : মোটা পেটওয়ালা grossly competent নারীরা, আরও মোটা ও আরও competent হয়েছে tetrpod প্রদত্ত সম্পদের কল্যাণে। নারলিকারের নারীরা নৌবাহিনির কাছ থেকে তারা কিনে নেয় সবরমতির ফ্লাট, মিসেস দুবাশের কাছ থেকে তার সাইরাসের বাড়ি; বাই-আপাকে তারা ব্যাংক নোটে মূল্য পরিশোধ করে। আমার বাবা বাড়ি বিক্রির বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছিলো। তারা তাকে বিস্তর টাকা সেধেছিলো, কিন্তু সে মাথা নাড়ে। তারা তাদের স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে ভবনগুলো ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে নতুন তিরিশ তলা একটা ম্যানসন গড়ার স্বপ্ন। তারা তাকে বলে, 'যখন আপনি rubble-এ পরিবেষ্টিত হবেন, তখন গানের জন্যে আপনি বিক্রি করবেন?; সে অনড় থাকে।

পাতি হাঁস নুসি বলে, চলে যাবার সময়, 'আমি আপনাকে ও কথাই বলেছিলাম, আমিনা আপা— সমাপ্তি! দুনিয়ার শেষ!' এইবার সে ঠিক ও বুল দুইই বলেছিলো; ১৯৫৮ সালের অগাস্টের পর, পৃথিবী ঘুরেই চললো; কিন্তু আমার শৈবের পৃথিবীর পরিসমাপ্তি ঘটলো।

পদ্ম তোমার কি ছিলো, যখন তুমি ছোট ছিলে, তোমার নিজের একটা জগত? একটা টিনের orb, যার ওপর আঁকা ছিলো মহাদেশ, সমুদ্র, মেরু বরফ? না, অবশ্যই না; কিন্তু আমার ছিলো। লেবেলে পরিপূর্ণ একটা জগত : *আটলান্টিক মহাসাগর* এবং *আমাজন* এবং *Tropic of capricorn.* এবং উত্তর মেরুতে, কিংবদন্ত উৎকীর্ণ, MADE AS ENGLAND. আমি ওইসব দিনে স্কচ টেপ দিয়ে লাগানো আমার ভূগোলকটা মেথওয়াল্ডের এস্টেটে লাথি মেরে গড়িয়ে নিয়ে বেড়াতাম। ফুটবল হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলাম সেটা। এই জ্ঞান নিজের মধ্যে নিশ্চিত করেছিলাম যে জগত তখনো আমার পায়ের কাছে... আমার বোন পেতলের বাঁদর একদিন আমার ওপর অসম্ভব ক্রোধে ফেটে পড়লো, 'ওহ্ খোদা, তোমার লাথি ছোড়া বন্ধ করো, ভাই; এমনকি সামান্যতমও খারাপ লাগে না তোমার আজকাল?' সে লাফিয়ে ওঠে অনেক উঁচুতে, তারপর নেমে আসে, তার দুই পায়ের নিচে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় জগতটা আমাদের গাড়ি-চলার পথের ধুলিতে।

এটা মনে হয়েছিলো যে সনি ইব্রাহিমের নির্গমন, যাকে একদা সে রাস্তার মাঝখানে উলঙ্গ করে ছেড়েছিলো, পেতলের বাঁদরের ওপর প্রভাব ফেলেছিলো। যাইহোক, প্রেমের সম্ভাবনা বিষয়ে তার জীবনব্যাপি প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও।

১৯ Revelation
রহস্যোদ্ঘাটন

ওম হরে খসরো হরে খসরোবন্দ ওম

জানো, হে অবিশ্বাসিগণ, যে CELESTIAL SPACE-এর অন্ধকার মধ্যরাতে আশির্বাদপ্রাপ্ত খসরোবন্দের sphere-এ অস্তিত্বশীল সময়ের আগের এক সময়ে!!! এমন কি **আধুনিক বিজ্ঞানিগণ** এখন affirm যে বহু *প্রজন্ম* ধরে তারা মিথ্যা বলেছে conceal করতে লোজনের থেকে যাদের *একটা জানার অধিকার* আছে এই *সততের পবিত্র গৃহ*-এর প্রশ্নাতীত *প্রকৃত* অস্তিত্ব!!! বিশ্বব্যপি প্রধান বুদ্ধিজীবিগণ, আমেরিকাতেও বলে থাকে লাল ইহুদি ইত্যাদির *ধর্ম বিরোধি ষড়যন্ত্রের কথা*, লুকাতে চেয়েছে এই VITAL NEWS! পর্দা উঠেছে এখন। আশির্বাদপ্রাপ্ত প্রভু খসরো এসেছেন irrefutable প্রমাণ নিয়ে। পড়ো আর বিশ্বাসি হও! জানো যে **প্রকৃত অস্তিত্ববান** খসরোবন্দের মধ্যে সন্তগণ বিদ্যমান যাদের আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধ অগ্রবর্তিতা এমন ছিলো যে তারা, MEDITATION & C.-এর মাধ্যমে, ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন **সকলের মঙ্গলের জন্যে**, কল্পনাতীত ক্ষমতা! তাঁরা ইস্পাতের ভিতর দিয়ে দেখতে পেতেন, আর ধাতব কাঠামো বাঁকাতে পারতেন দাঁত দিয়ে!

* * * এখন! * * *
প্রথম বারের মতো, ওই ধরনের ক্ষমতা ব্যয়
হৃত হতে পারে তোমার সেবায়! প্রভু খসরো
* * * এখানে! * * *

খসরোবন্দের পতনের শ্রুতি : কেমন করে লাল দুরাত্মা *ভিমুথা* (অন্ধকার হোক তার নাম) unleashed করলো একটা ভীতিপ্রদ tlail of Meteorites (যেটা WORLD OBSERVATORIES কর্তৃক পঞ্জিকাভুক্ত হয়েছে, কিন্তু ব্যঅখ্যা করা হয়নি)... এমন ভয়াবহ এক পাথর বৃষ্টি, যে Fair খসরোবন্দ বিধ্বস্ত ও তার সন্তরা ধ্বংস হয়ে গেল।

কিন্তু ভদ্র জুরায়েল আরসৌন্দর্যময়ী খলিলা ছিলো জ্ঞানি। নিজেদের ত্যাগ স্বীকার করে কুন্দলিনি শিল্পের এক ecstasy- তে, তারা রক্ষা করেছিলো তাদের না জন্মানো পুত্র *প্রভু খসরো*- কে। একটি supre যোগি trance-এর মধ্যে প্রকৃত একত্বে প্রবেশ করে

AMARBOI.COM

(যার ক্ষমতা এখন *সারা বিশ্বে গৃহীত!)* তারারূপান্তর করেন তাদের Noble spirits-কে KUNDALINI LIFE FORCE ENERCY LIGHT-এর দ্যুতিময় *আলোক রশ্মি*-তে, আজকের সুপরিচিত LASAR যার সাধারণ অনুকরণ ও *নকল।* এই আলোক রশ্মি দিয়ে না জন্মানো খসরোর আত্মা পালিয়ে যায় celestial space-অনন্তের **অতল গভীরতায়**, যতদিন না *আমাদের সৌভাগ্য!* তিনি আমাদের দুনিয়ায় ফিরে আসেন এবং একটা ভালো পরিবারের humble পার্সি matron-এর গর্ভে সংস্থিত হন।

তো শিশু রূপে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি এবং ছিলেন প্রকৃত শুভ ও অসমান মস্তিষ্কের (সেই মিথ্যাকে মিথ্যা দিয়ে, যে আমরা সবাই জন্মগতভাবে সমান! একজন অপরাধি কি সন্তের সমান? *অবশ্যই না!!* কিন্তু কিছুকালের জন্যে তার প্রকৃত পরিচয় গোপন থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি জেগে ওঠেন আর জানতে পারেন তিনি কে। এখন তিনি তার সত্য নাম গ্রহণ করেন।

প্রভু
খসেরা
খসরোবাণী
* ভগবান*

এবং তার ভুরুতে ভষ্ম মাখেন ব্যাধি মুক্তির জন্যে এবং Droughts সমাপ্তি করতে এবং ভিমুথার legions-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে যেখানেই দেখা দিক। সাবধান হও! *ভিমুথার পাথর বৃষ্টি* আমাদের ওপরও আসবে! রাজনিতিওয়ালা কবি লাল আদির মিথ্যায় heed করো না। *তোমার বিশ্বাস রাখো* একমাত্র সত্য প্রভুতে

খসরো খসরো খসরো
খসরো খসরো খসরো
এবং দান পাঠাও এই ঠিকানায় পিওবক্স ৫৫৫, হড পোস্ট অফিস, বোম্বাই-১।
আশির্বাশী! সুন্দর!! সত্য!!!

ওম হরে খসরো হরে খসরোবন্দ ওম

সাইরাস-দ্য-গ্রেট একটা বাবা পেয়েছিলো নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট, আর মা ছিলো তার ধর্মীয় উন্মাদনাগ্রস্ত মহিলা। এবং সাইরাসের পিতা যখন পরলোকগমন করে তখন তার মা পুত্রের সত্তা থেকে পিতার ভাবধারার সমস্ত কিছু মুছে ফেলার কাজে ব্রতি হয়। তার নিজের অদ্ভুত ভাব ধারায় সাইরাসকে পুনরায় তৈরি করতে থাকে– যে সাইরাসের সাথে আমরা বড় হয়ে উঠেছি সেই সাইরাস অদৃশ্য হয়ে গেল; তার জায়গায় আবির্ভূত হলো প্রায় bovinely placid এক মূর্তি প্রভু খসরো খসরোবন্দ। দশ বছর বয়সে ক্যাথিড্রাল স্কুল থেকে অদৃশ্য হলো সাইরাস এবং ভারতের সবচেয়ে ধনি গুরুর মহাজাগতিক উদয়

হলো। (ভারতীয়দের কাছে ভারতের নানা রকম সংস্করণ আছে; এবং, সাইরাসের ভারতের পাশে বসলে, আমার নিজের সংস্করণ প্রায় mundane লাগে।)

সে কেন এটা ঘটতে দিলো?কেন পোস্টারে ছেয়ে গেল নগরি, আর বিজ্ঞানের ভরে গেল সংবাদপত্র?... কারণ সাইরাস (যদিও সে আমাদের কাছে বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত ছিলো, unmischievously নয়, একটা নারী অঙ্গের বিভিন্ন অংশের ওপর) ছিলো সাধারণভাবে সর্বাধিক malleable, এবং তার মাকে অতিক্রম করে যাবার স্বপ্ন দেখতো না কখনো। তার মায়ের জন্যে, সে ব্রোকেডের স্কার্ট ও টার্বান পরতো; সে হাজার হাজার ভক্তকে অনুমতি দিতো তার ছোট আঙুলে চুম্বন করার। মাতৃ বালোবাসার নামে, সে প্রকৃতই পরিণত হয়েছলো প্রভু খসরোতে, ইতিহাসে সর্বাধিক সফল পবিত্র শিশু। আমেরিকার গিটারবাদকরা আসতো তার পায়ের কাছে বসার জন্যে, আর তারা সবাই সাথে করে নিয়ে আসতো তাদের চেক-বুক। প্রভু খসরোবন্দ রেখেছিলো হিসাবরক্ষক, এবং একটা বিলাসবহুল নৌতরি যেটার নাম ছিলো *Khusrovand Storship,* এবং একটা বিমান *Lord khusro's Astral Plane,* এবং তার মায়ের ছায়া চিরদিনের মতো আত্মগোপনে চলে যাওয়া বালকটির ভিতরে কোথাও... একটা বালকের ভূত lurded করে, একদিন যে আমার বন্ধু ছিলো।

'সেই প্রভু খসরো?' পদ্ম জিজ্ঞেস করে, চমকিত। 'তুমি বলতে চাও সেই মহাগুরু যে গতবছর সমুদ্রে ডুবে গেছে?' হ্যাঁ, পদ্ম, পানির ওপর সে হাঁটতে পারতো না; এবং যারা আমার সংস্পর্শে এসেছে তাদের খুব কম জনেরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে... 'এটা আমার হওয়া উচিৎ ছিলো,' আমি এমন কি ভেবেছিলাম, 'আমি এন্দ্রজালিক শিশু; কেবল বাড়িতে আমার primacy নয়, এমন কি আমার প্রকৃত অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি, এখন purloined হয়েছে।

পদ্ম : আমি কখনো একজন 'মহাগুরু' হইনি; হাজার হাজার মানুষ আমার পায়ের কাছে বসেনি; আর এটা ছিলো আমার নিজের দোষ, কারণ একদিন, বহু বছর আগে, আমি নারী-অঙ্গের বিভিন্ন অংশের ওপর সাইরাসের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম।

'কি?' পদ্ম মাথা ঝাঁকায়, puzzled, 'এটা কি এখন?' নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট দুবাশ এর একটা চমৎকার সুন্দর মার্বেল পাথরের ছোট্ট ভাস্কর্য ছিলো– নগ্ন নারী মূর্তি এই মূর্তিটার সাহায্যে তার পুত্র নারীদেহের ওপর বিশেষজ্ঞের বক্তৃতা দিতো বালকদের সামনে। মাংলা নয়; সাইরাস-দ্যগ্রেটকে একটা ফি দিতে হতো। শারীরবিদ্যার বিনিময়ে সে দাবি করতো কমিক বুক এবং আমি, সমস্ত নির্দোষিত আয়, তাকে *superman* কমিক্সের একটা মূল্যবান কপি দিয়েছিলাম। সেটার মধ্যে ছিলো একটা গল্প, ক্রিপটন নামক গ্রহের বিস্ফোরণ এবং একটা বুকেট শিল্প যাতে করে জোর-এল তার বাবা মহাশূন্যে নিক্ষেপ হয়েছিলো তাকে পৃথিবীতে আসার জন্যে.. কেউ কি তা অনুধাবন করতে পারেনি? সুপারম্যানের আগমনের কিংবদন্তি? আমি দেখতে পেরেছিলাম সেটা ঢাক পেটাচ্ছিলো প্রভু খসরো খসরোবন্দ ভগবানের আগমন জানান দিতে।

AMARBOI.COM

আমার পদ্মর পায়ের পেশি কতটাই না আমি পছন্দ করি! আমার টেবিল থেকে কয়েক ফুট দূরে সে squats করে, জেলেনিদের মতো তার শাড়ি পায়ের ওপরে তোলা। আমার পদ্ম ধীরে সুস্থে শোনে আমার দীর্ঘ গল্প, হে বিপুল pickle নারী!

আমি পদ্মর পায়ের পেশির কথা উল্লেখ করছি, তার কারণ আছে। আজকালকার দিনগুলোয় আমি আমার গল্প বলছি। দ্রুত গতিতে আমি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি, ফলে হওয়া সম্ভব, তাছাড়া পুনরাবৃত্তি, অতিক্রথন ইত্যাদি ঘটতে পারে। আর ইতোমধ্যে ভুল হয়েছে সে ব্যাপারেও আমি সচেতন। এই অবস্থায় আমি পদ্মর পেশিকে আমার গাইড হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছি। তার পেশি দেখেই আমি বুঝতে পারি যে আগ্রহি নাকি নিরুৎসাহিত। তাতে ভুল-ত্রুটি ইত্যাদি ধরা পড়ে।.... পদ্ম, সাইরাস-দ্য-গ্রেটের গল্পটা শোনার পর, গতি বাড়ানোর জন্যে আমাকে সাহস জোগায়।

নারলিকারের নারীরা এসে মেথওয়াল্ডের এস্টেটের সাইনবোর্ডগুলো সরিয়ে ফেললো। বাকিংহাম ভিলা ঢাকা পড়ে গেল ধুলোয়। তারপর টেলিফোনে আমার মামি পিয়া আমার প্রিয় মামা হানিফের আত্মহত্যার খবর দেয়। আমার মামা তারমেরিন ড্রাইভ এ্যাপার্টমেন্টের ছাদে উঠে সন্ধার সামুদ্রিক বাতাসে নিচে লাফিয়ে পড়ে, তার পতন ভিখারিদের এমন ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে যে তারা অন্ধত্বের ভান ত্যাগ করে এবং চিৎকার করতে করতে দৌড়ে পালায়... যেমন জীবনে তেমনি মৃত্যুতেও, হানিফ আজিজ সত্যের হেতু espousedকরেছিলো এবং পলায়নে illusion রেখেছিলো। তার বয়স হয়েছিলো চৌত্রিশের কাছাকাছি। খুন জন্মায় মৃত্য; হোমি ক্যাটরাককে হত্যা করার মাধ্যমে, আমি আমার মামাকেও হত্যা করেছিলাম। এটা আমার দোষ। কারণ হোমির কাছ থেকে পাওয়া টাকাতেই চলতো আমার মামা। তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এবং মৃত্যু ওখানেই খতম হয়নি।

পরিবার এসে জড়ো হয় বাকিংহাম ভিলায় : আগ্রা থেকে আদম আজিজ ও রেভারেন্ড মাদার; দিল্লি থেকে আমার মামা মুস্তাফা, সিভিল সার্বেন্ট; ও তার অর্ধ-ইরানি স্ত্রী সোনিয়া আর তাদের ছেলেমেয়েরা; এবং পাকিস্তান থেকে তিক্ত আলিয়া, এবং এমন কি জেনারেল জুলফিয়ার ও আমার খালা এমারেল্ড, যে সারে করে এনেছিলো সাতাশটি লঅগেজ ও দুটো চাকর। তাদের ছেলে জাফরও এসেছিলো। এবং, সার্কেল পূর্ণ করতে, আমাদের বাড়িতে থাকার জন্যে পিয়াকে এনেছিলো আমার মা, 'অন্তত চল্লিশা পর্যন্ত, আমার বোন।'

চল্লিশ দিন ধরে আমরা অবরুদ্ধ হয়ে থাকলাম ধুলোয়; মেথওয়াল্ডের এস্টেটের কাজ চলছিলো নারলিকারের নারী দের তৎপরতায়। ধুলোর ভূতে যেন ছেয়ে গেল সব। লীলা সবরমতির পিয়ানোলা ভূত হয়ে গেল, টক্সি ক্যাটরাকের জানলার রগার-গরাদ, ধুলোর আকৃতি নিয়ে নাচতে লাগলো দুবাশের নগ্ন নারীমূর্তি আর ধুলোরমেঘ হয়ে সনি ইব্রাহিমের ষাঁড়ের লড়াইয়ের পোস্টার উড়তে লাগলো। নারলিকারের নারীরা সরে গেল বুলডোজার

কাজ আরম্ভ করলে; আমরা নিঃসঙ্গ পড়ে থাকলাম ধুলি-ঝড়ের ভিতর। যা আমাদের অহেলিত আসবাবপত্রের অস্তিত্ব দিলো; যেন আমরা চেয়ার ও টেবিল যা দশকের পর দশ ফেলে রাখা হয়েছে।

আমরা সবাই লক্ষ্য করেছিলাম যে আমার মামানি পিয়া স্বাভাবিক আচরণ করছে না। একটা অব্যক্ত অনুভূতি ছিলো যে তার মতো একজন অভিনেত্রী বৈধব্যের মোকাবিলা করতে উচ্চ স্টাইলে। আমরা অসচেতনভাবে স্বাভাবিক ছিলাম তার শোক দেখার জন্যে। কিন্তু পিয়া স্থির থাকলো, শুষ্ক-চোখ। আমিনা সিনাই ও এমারেল্ড জুলফিকার কান্নাকাটি করে আর চুল rent করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, যখন প্রাতীয়মান হলোযে কোনো কিছুই পিয়াকে নাড়াতে পারবে না, তখন ধৈর্য হারালেন রেভারেন্ড মাদার। ধুলো প্রবেশ করলো তার হতাশ fury- তে এবং বাড়িয়ে দিলো তিক্ততা। 'ওই মহিলা, কিথেননামএটার,' রেভান্ডে মাদার rumbled করেন, 'ওর স্পর্কে কি আমি তোমাদের বলিনি? আমার পুত্র, আল্লাহ, সে অনেক কিছু হতে পারতো, কিন্তু না, কিথেননামএটার, এই মহিলার তার জীবন ধ্বংস করে দিলো; এর হাতথেকে মুক্ত পাওয়ার জন্যে সে ছাদে উঠে লাফ দিয়েছে।'

পিয়া পাথরের মতো বসে থাকে। আমার ভিতরটা কাঁপতে থাকে। রেভান্ডে মাদার তার মৃত পুত্রের মাথার চুলের ওপর একটা কঠিন শপথ করেন। 'যে পর্যন্ত না ওই মহিলা আমার পুত্রের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাবে, কিথেননামএটার, যতক্ষণ না স্ত্রীর প্রকৃত কান্না বেরুবেতার চোখ দিযে, ততক্ষণ গলা দিয়ে কোনো খাবার নামবে না। এ খুব লজ্জার আর কেলেংকারির, কিথেননামএটার, কিভাবে সে অশ্রুর বদলে চোখে antimony লাগিয়ে বসে আছে!' হয় আদম আজিজের সাথে তার পুরনো যুদ্ধের এই প্রতিধ্বনিতে বাড়ি প্রতিধ্বনিত হয়। এবং আমরা সবাই শংকিত হয়ে পড়ি দ্বাদশ দিনে যে আমার নানি অনশনে মৃত্যুবরণ করবেন আর আমাদের চল্লিশ শুরু করতে হবে আবার গোড়া থেকে। ধুলোর মতো তিনি বিছানায় শুয়ে থাকেন। আমরা অপেক্ষা করি এবং সন্ত্রস্ত।

নানি ও মামির মধ্যে stalemate ভাঙি আমি। কাজেই অন্ততক্ষে একটি জীবন রক্ষা করার দাবি আমি করতেই পারি। দ্বাদশ দিবসে, আমি দেখতে পাই পিয়া আজিজ নিচতলার কামরায় বসে আছে একজন অন্ধ নারীর মতো। আমার এখানে আসার অজুহাত হিসেবে, মেরিন ড্রাইভ এ্যাপার্টমেন্টে আমার অমার্জিত আচরণেরপ্রসঙ্গ তুলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। পিয়া কথাবললো, সুদূর নীরবতার পর : 'সব সময় melodrama,' সে ললো, স্পষ্ট করে, 'তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে, তার কাজের মধ্যে। melodrama-র প্রতি তার ঘৃনার কারণেই সে মারা গেছে।একজন্যেই আমি কাঁদিনি।' সে সময় আমি বুঝতে পারিনি; এখন আমি নিশ্চিত যে পিয়া আজিজ ছিলো পুরোপুরি সঠিক। জীবিকার উায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, বোম্বে চলচ্চিত্রের শস্তা থ্রিলের স্টাইলেআমার মামা ছাদে উঠে এসে কিনারায় দাঁড়ায়; melodrama তাকে অনুপ্রেরণা জোগায়

পৃথিবীর দিকে তার শেষ ঝাঁপ দিতে। তার স্মৃতির সম্মানেই পিয়া অশ্রুপাত করতে অস্বীকৃত ছিলো... কিন্তু তার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দেয়াল ভেঙে পড়ে। তার চোখে পানি আসে। আর এখন অশ্রুপাত থামে না। আমরা সবাই প্রত্যইর আমাদের আশা করে থাকা দৃশ্যটির াস্তব রূপায়ন। আর একবার অশ্রুধারা ঝরতে শুরু করলে অবিরল ঝরতে থাকে ফ্লোরা ফাউন্টেনের মতো। নিজেকে সে দমন করতে অপারগ হয়। তার আহাজারি পর্যবেক্ষণ করাও এখন কষ্টের। সে চুল আর পরিচ্ছদ ছিঁড়ে ফেলে বেহুশের মতো। এটা রেভারেল ।ড মাদারকে খাবার খেতে উদ্বুদ্ধ করে। ডাল ও পিস্টাচিও বাদাম গলাধকরণ করেন আমার নানি যখন আমার মামির চোখ থেকে অবিরল ঝরছে লবণ জল। এখন নাসিম আজিজ descended করেন পিয়াকে, বুকে জড়িয়ে ধরেন, একক কণ্ঠকে দ্বৈতে রূপ দেন, শোকের অসহনীয় সঙ্গীত mingling করেন। এবং আরো সেরা ব্যাপার তখনো বাকি ছিলো। শাশুড়ির কোলে মাথা রেখে পিয়া ডুবন্ত ও শূন্য কণ্ঠে বলে, 'মা, আপনার মূল্যহীন এই মেয়েকে আপনার কথা শুনতে দিন; আমাকে বলুন আমি কি করবো, যা বলবেন আমি তা করবো।' এবং রেভারেন্ড মাদার, অশ্রুসিক্ত : 'মেয়ে, তোমার বাবা আজিজ আর আমি শীগগিরই রাওয়ালপিণ্ডি যাবো। আমাদের এই বৃদ্ধ বয়সে আমরা থাকবো আমাদের ছোট মেয়ে, আমাদের এমারেল্ডের কাছে। তুমিও আসবে, আর একটা পেট্রোল পাম্প খরিদ করা হবে।' এবং এভাবে রেভারেন্ড মাদারের স্বপ্ন সত্যি হতে ারম্ভ করে, এবং পিয়া আজিজ চলচ্চিত্র জগৎ ছেড়ে দিতে সম্মত হয়। আমার মামা হানিফ, আমি ভাবি, সম্ভবত এটা অনুমোদন করতো।

ওই চল্লিশ দিন ধুলো আমাদের সবাইকে প্রভাবিত করে; এর প্রতক্রিয়া আহমদে সনাইকে churlish ও raucous করে, ফলে সে অন্য সবার মধ্যে বসে না থেকে এ্যালিস পেরেইরাকে দিয়ে বিভিন্ন দিকে শোকাভিভূতদের নিকট বার্তা প্রেরণ করে। এর প্রতিক্রিয়ায় জেনারেল জুলফিয়ার এবং এমারেল্ড বারবার ক্যালেণ্ডার ও বিমানের সময়সূচির দিকে াকায়, অন্যদিকে তাদের পুত্র জাফর পেতলের বাঁদরকে boast করতে আরম্ভ করে যে তাদের বিয়ে দেবার জন্যে সে তার বাবাকে ধরেছে। ' তোমার ভাবা উচিৎ যে তুমি ভাগ্যতি,' এই cocky খালাতো ভাই আমার বোনকে বলে, 'আমার বাবা পাকিস্তানে একজন বড় মানুষ।' ইতোমধ্যে আমার খালাপ আলিয়া তার হতাশা আরো বিস্তৃত করেছে। এবং আমার সবচেয়ে হাস্যকর আত্মীয়, আমার মামা মুস্তফার পরিবার, কোণের দিকে নীরবে বসে থাকে, এবং স্বাভাবকিভাবেই, তাদের কথা সবাই ভুলে গিয়েছলো।

এবং তারপর, শোক কালের একুশতম দিনে, আমার নানা, আদম আজিজ, খোদার দেখা পেলেন।

সে বছর তার বয়স হয়েছলো আটষট্টি বছর এক শতাব্দির থেকে এক যুগ কম। তার চোখ তখনও ছিলো নীল, কিন্তু তার পিঠ নুইয়ে পড়েছিলো। তিনি যখন শক্তি হারাচ্ছিলেন। তখন রেভারেন্ড মাদার আরও বড় ও শক্তিশালি হঢে উঠছিলেন।

'সে আবার একটা শিশুতে পরিণত হয়েছে, কিথেননামএটার,' রেভারেন্ড মাদার আমার নানার ছেলেমেয়েদের কাছে বলেছিলেন, 'আর হানিফ তাকে শেষ করে দিয়েছে।' তিনি আমাদের সাবধান করেদেন যে নানা আবার অন্য কিছু দেখা শুরু করেছেন। 'সে লোকজনের সাথে কথা বলে যারা তার সামনে নেইতনি সজোরে ফিসফিস করেন।' কেমন করে মাঝরাতে চিৎকার করে!' এবং নানাকে অনুকরণ করেন : ' হো, তাই? তুমি?' তিনি আমাদের বলেছিলেন মাঝি সম্পর্কে, হামিংবার্ড সম্পর্কে, এবং কুচ নাহিনের রানি সম্পর্কে। 'দুখি মানুষ অনেক দিন বাঁচে; কোনো পিতাই দেখতে চায় না তারপুত্র আগে মারা গেল।'... আমিনা শোনো, মাথা ঝাঁকায় সহানুভূতির সাথে; জানতো না যে আদম আজিজ ার জন্যে এই legacy রেখে যাবে যে সেও, তার শেষ দিনগুলোয়, দেখা পাবে এমন বস্তুর যারা ফিরে আসে না কখনো।

ধুলোর জন্যে আমরা সিলিং-ফ্যান ব্যবহার করতাম না; আমার পীড়িত নানার মুখে perspiration বয়ে যেতো আর কাদার streak রেখে যেতো গালে। কখনো কখনো কেউ তার নিকটবর্তি হলে তিনি তাকে মুঠি চেপে ধরতেন এবং অত্যধিক lucidity সহ বলতেন : 'এই নেহরুরা সুখি হবে না যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের hereditary বানাচ্ছে!' কিংবা, 'আহ, অসুখি পাকিস্তান। তার শাসকদের দ্বারা কেমন পীড়িত!' কিন্তু অন্য সময়ে মনে হয় তিনি নিজেকে একটা রত্নের দোকানে দেখতে পারন কল্পনায়, '... হ্যাঁ : সেখানে ছিলো এমারেল্ড আর রুবি...' বাঁদর ফিসফিস করে আমাকে বলে, 'নানা কি মরতে যাচ্ছে?'

আদম আজিজের থেকে আমার মধ্যে কি leaked হয় : নারীদের প্রতি একটা নিশ্চিত vulnerability, কিন্তু এর হেতুও, তার মাঝখানে গর্ত হয়েছিলো ঈশ্বরকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করতে না পারার ব্যর্থতার জন্যে (যে গর্ত আমারও আছে)। এবং একটা কিছু একটা কিছু, এগার বছর বয়সে, কেউ লক্ষ্য করার আগেই আমি দেখতে পাই। আমার নানা ফাটতে শুরু করেছিলো।

'মাথায়?' পদ্ম জিজেএর, 'তুমি বলতে চাও ওপর তলায়?'

নৌকার মাঝি তাই বললো : 'বরফ সর্বদা াপেক্ষা মান, আদম বাবা, ঠিক পানির চামড়ার নিচে।' আমি ফাটল দেখি তার চোখে– নীলের বিপরীতে একটা রঙহীন রেখা; তার চামড়ার নিচে fissures-এর একটা নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে পড়তে দেখি আমি; এবং আমি বাঁদরের প্রশ্নের জবাবে বলি : 'আমার মনে হয়।' চল্লিশ দিনের শোক শেষ হবার আগে, আমার নানার চামড়া split হতে flake হতে ও peel হতে শুরুকরে; তিনি খাদ্য গ্রহণের জন্যে মুখ খুলতে অপারগ হন ঠোঁটের কোণের কাটার জন্যে; এবং তার দাঁত পড়ে যেতে থাকে। কিন্তু ফাটল-মৃত্যু হতে পারে ধীর। এবং অন্র ফাটল সম্পর্কে আরও অনেক পরে আমরা জানতে পারি, সেই রোগ সম্পর্কে যা তার অস্থির মধ্যে inbbling করছিলো, যাতে করে তার চামড়ার ভিতরে তার কংকাল পাউডারের মতো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিলো।

পদ্মকে হঠাৎ ভীত-এস্ত দেখাচ্ছে। 'কি বলছো তুমি? তুমি, জনাব : তুমি বলছো যে তুমিও... কোন নামহীন বস্তু খেয়ে নিতে পারে কোনো মানুষের *অস্থি?* এটা...'

বিরতি দেবার এখন সময় নেই; সহানুভূতি কিংবা নামেরও সময় নেই এখণ; যতোটা উচিৎ তার চেয়ে অনেক বেশি দূর আমি এগিয়ে গেছি ইতোমধ্যেই। সময়ের মধ্যে সামান্য পশ্চাদাপসরণ করে, আমাকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে আদম আজিজের থেকে কিছু একটা আমার মধ্যেও প্রবিষ্ট হয়েছিলো; কেননা শোকের তেইশতম দিনে, তিনি গোটা পরিবারকে জড়ো হতে বললেন সেই কাচের পাত্রের (আমার মামার কাছে থেকে ওগুলোকে লুকিয়ে রাখার এখন প্রয়োজন নেই) এবং কুশনের ও অনড় ফ্যানের কক্ষে যেখানে আমার নিজের visions ঘোষণা করেছিলাম আমি... রেভারেন্ড মাদার বলেছিলেন, 'সে আবার একটা শিশুতে পরিণত হয়েছে', শিশুর মতো, আমার নানা ঘোষণা করেন যে, এক পুত্রের মৃত্যুর কথা শ্রবণ করার তিন সপ্তাহ পর থাকে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন বেঁচে উঠবে, তিনি নিজের চোখে খোদাকে দেখতে পেয়েছেন যার মৃত্যুতে তিনি বিশ্বাস করার চেষ্টা করেছেন সারা জীবন। এবং, শিশুর মতো, তাকে বিশ্বাস করা হয়নি। কেবল একজন ছাড়া... 'হ্যাঁ, শোনো,' আমার নানা বলেন, তার কণ্ঠস্বর পুরনো দিনের গমগমে আওয়াজ দুর্বলভাবে অনুকরণ করে, 'হ্যাঁ, রানি? তুমি কি এখানে? এবং আবদুল্লাহ? এসো, বসো, নাদির, এই হলো খবর– আহমেদ কোথায়?

আলিয়া ওকে এখানে চাইবে... খোদা, আমার বাছারা; (খাদা, যার সাথে লড়াই করেছি আমি সারাজীবন। অস্কার? ইলেস?– না, অবশ্যই আমি জানি ওরা মারা গেছে। তোমরা ভাবছো আমি বৃদ্ধ, হতে পারে বোকা; কিন্তু আমি খোদাকে দেখেছি।' এবং গল্পটি, ধীরে ধীরে, rambles ও diversions সত্ত্বেও, অল্প অল্প করে বেরিয়ে আসে : মধ্যরাতে, আমার নানা তার অন্দকার ঘরে জেগে ওঠেন ঘুম থেকে। কেউ একজনও উপস্থিত ছিলো তার স্ত্রী নয়। রেভারেন্ড মাদার snoring করছিলেন নিজের বিছানায়। কিন্তু অন্য কেউ। কেউ একজন তার ওপর জলজ্বলে ধুলোসহ, ডুবন্ত চাঁদের দ্বারা আলোকতি। এবং আদম আজিজ, ' হো, তাই? তুমি?' এবং রেভারেন্ড মাদার, ঘুমের মধ্যে mumbling করতে করতে, 'ও, ঘুমাও, স্বামি, এটা ভুলে যাও...' কিন্তু কেউ একজন, কোনো কিছু, চিৎকার করে চমকিত উচ্চ স্বরে, 'যিশু খৃস্ট সর্বশক্তিমান!' (কাট-গ্লাস পত্রগুলোর মাঝখানে, আমার নানা ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসেন হেহ্-হেহ্, infidel নামটা উল্লেখের জন্যে।) 'যিশু খৃস্ট সর্বশক্তিমান!' এবং আমার নানা তাকাচ্ছেন, আর দেখছেন, হ্যাঁ, হাতে ছিদ্র, পায়ে গর্ত যেন সেখানে একদা... কিন্তু তিনি চোখ রগড়ে নিচ্ছেন, মাথা ঝাঁকুনি দিচ্ছেন, বলছেন : 'কে? কি নাম? তুমি কি বলছো?' এবং apparition, চমকিত, 'খোদা! খোদা!' এবং একটু বিরতির পর, 'আমি ভাবিনি তুমি আমাকে দেখতে পাবে।' 'কিন্তু আমি তাকে দেখি,' অনড় ফ্যানের নিচে আমার গানা বলেন। 'হ্যাঁ, আমি অস্বীকার করতে পারি না, আমি নিশ্চিত দেখেছি।'... এবং

apparition : 'তুমি একজন যার পুত্র মারা গেছে', এবং আমার নানা, বুকে ব্যথা নিয়ে : ' কেন? ওটা গটলো কেন?' যার প্রতি সে, ধুলো হয়েই কেবল দৃশ্যমান : ' খোদার নিজস্ব কারণ রয়েছে, বৃদ্ধ/জীবন ওইরকমই, ঠিক?'

রেভারেন্ড মাদার আমাদের সবাইকে খারিজ দিলো। 'বৃদ্ধ জানে না সে কি বলছে, কিথেননামএটার। অমন একটা ঘটনা, তার blaspheme হতে পারে!' কিন্তু মেরি পেরেইরা বেডশিটের মতো বিবর্ণ মুখে সেখানে বসেই রইলো; মেরি জানতো কাকে আদম আজজ দেখেছেন– যার, মেরির অপরাধের দায়ে যে ক্ষয়গ্রস্ত, হাতে ও পায়ে গর্ত ছিলো; যার পায়ের গোড়ালি যন্ত্রণাকাতর হয়েছিলো স্বর্পদংশনে; কাছের একটা ক্লকটাওয়ারে যার মৃত্যু হয়েছিলো, তাকেই খোদা বলে ভুল করেছেন আদম আজিজ।

আমারনানার গল্প এখন এবং এখানেই আমি শেষ করতে পারি; আমি অনেক দূর গেছি, এবং সুযোগ হয়তো আর দেখা নাও দিতে পারে... আদম মুঠি করে ধরেন জেনারেল জুলফিকারের সামরিক ল্যাপেল এবং তাকে ফিসফিসিয়ে বলেন : 'যেহেতু আমি কখনো বিশ্বাস করিনি, তাই সে আমার ছেলেকে চুরি করেছে!' এবং জুলফিকার : 'না, না, ডাক্তার সাহেব, আপনি অবশ্যই নিজের অমন সংকট সৃষ্ট করবেন না...' কিন্তু আদম আজিজ তার দৃশ্য কখনো ভোলেননি... চল্লিশ দিনের শোকের সময় শেষে, তিনি পাকিস্তানে যাবার কথা প্রত্যাখ্যান করেন (যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন রেভারেন্ড মাদার) কারণ ওই দেশটা বিশেষভাবে নির্মাণ করা হয়েছিলো খোদার জন্যে; এবং তার জীবনের বাকি দিনগুলোয় তিনি প্রায়ই মসজিদ ও মন্দিরের ভিতর তার বুড়ো মানুষের লাঠি দিয়ে stumbling-এর দ্বারা নিজেকে disgraced করতেন, imprecations mouthing করতেন এবং হাতের নাগালে পেলে যে কোনো ধার্মিক খ্রীস্ত বা পূজারিকে lashing out করতেন। আগগ্রায় তাকে সহ্য করা হয়েছিলো তিনি আগে যে রকম মানুষ ছিলেন সেই মানুষটির কথা স্মরণ করে; কর্ণওয়ালিস রোডের পান-দোকানে আসা বৃদ্ধরা hit-thespittoon খেলতো আর compassion-এর সাথে ডাক্তার সাহেবের অতীত সম্পর্কে স্মৃতি তর্পণ করতো। রেভারেন্ড মাদার তাকে yield করতে বধ্য হয়েছিলেন। এই কারণেই যদি না অন্য কোনো কারণ থেকে থাকে– তার dotage-এর iconoclasm একটা দেশে কেলেংকারি সৃষ্টি করতে পারতো যেখানে তিনি পরিচিত ছিলেন। না।

তার বোকামি ও rages-রে পিছনে, ফাটল চড়িয়ে পড়া অ্যাহত ছিলো; রোগটা munched হয়েছিলো তার অস্থি পয়ন্ত, অন্যদিকে তার অবশিষ্ট অংশটুকু খেয়েছিলো hatred. কিন্তু তিনি মরলেন না, যাহোক, ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত। ঘটনাটা ঘটেচিলো এই রকম : ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩, বুধবার বড় দিনে!– রেভারেন্ড মাদার ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখলেন তার স্বামি চলে গেছেন। বাড়ির আঙিনায় বেরিয়ে এসে, হিসহিস করা হাঁস আর প্রভাতের ফ্যাকাসে ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে, তিনি একজন চাকর ডাকলেন; এবং

জানতে পারবেন যে ডাক্তার সাহেব রকশায় করে রেলওয়ে স্টেশনে চলে গেছেন। রেভারেন্ড মাদার স্টেশনে পৌছে দেখলেন ট্রেন ছেড়ে গেছে তার আসার আগেই। এবং এইভাবে আমার নানা, কোনো অজানা impulse অনুসরণ করে, শুরু করেন তার সর্বশেষ যাত্রা, যাতে করে তিনি তার গল্পশেষ করতে পারেন এমন এক জায়গায় যেখানে সেটা (এবং আমারও) শুরু হয়েছিলো, পর্বত বেষ্টিত ও হ্রদের পাশে অবস্থিত এক নগরিতে।

উপত্যকা লুকিয়ে ছিলো বরফের ডিমের খোশার ভিতর; পর্বতমালা ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছিলো, *snarl করতে ক্রুদ্ধ চোয়ালের মতো হ্রদের পাশে নগরিকে...* শ্রীনগরে শীতকাল; কাশ্মির শীতকাল। ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার, আমার নানার বিবরণের সাথে মিলে যায় এমন এক ব্যক্তিকে দেখা যায়, চুগা-কোট পরিহিত, drooling, হয়ত বাল মসজিদের vicinity-র মধ্যে। শনিবার ভোর চারটা পঁয়তাল্লিশের সময়, হাজি মুহাম্মদ খলিল গানাই লক্ষ্য করলেন যে চুরি হয়ে গেছে, মসজিদের অভ্যন্তরীণ sanctum থেকে, উপত্যকার সবচেয়ে মূল্যবান রণফধড : পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদের পবিত্র কেশ।

আমার নানা;াকি তিনি নন? যদি তিনিই হতেন, তাহলে মসজিদে প্রবেশ করবেন না কেন, হাতে লাঠি নিয়ে, বিশ্বাসিকে belabour করতে যেমনটা করায় অভ্যস্ত হেয় উঠেছিলেন? 'কাশ্মিরি মুসলমানদের নীতিচ্যুত' করার কেন্দ্রিয় সরকারের একটা চক্রান্ত নিয়ে গুজব রটেছিলো, পবিত্র কেশ চুরির মাধ্যমে; এই bizarre ঘটনাটি কি আসলে রাজনৈতিক ছিলো, নাকি খোদার ওপর প্রতিশোধ নেবার একটা চেষ্টা ছিলো একজন পিতার যিনি তার পুত্রকে হারিয়েছেন? দশদিন যাবৎ কোনো মুসলমানের ঘরে কোনো খাবার রান্না হলো না; দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধলো আর গাড়ি ভাঙচুর হলো; কিন্তু আমার এখন রাজনীতির উর্ধে, আর কোনো মিছিলেই যোগ দয়েীছলেন বলে জানা যায়নি। একটা একক মিশনের কাজ নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এবং যা জানা গিয়েছিলো তাহলো ১লা জানুয়ারি, ১৯৬৪ (বুধবার, আগ্রা থেকে তার নির্গমনের ঠিক এক সপ্তাহ পর), তিনি পাহাড়ের দিকে মুখ করে বসেছিলেন যেটাকে মুসলমানরা crroneously বলতো তখ্ত-ই-সুলাইমান, সলোমনের আসন, যার শীর্ষে দাঁড়িয়ে আছে একটা রেডিও মাস্ট, তাছাড়াও আচার্য শংকরের মন্দিরের কালো blister. নগরির distress উপেক্ষা করে, আমার নানা ঐ পাহাড়ের চড়তে শুরু করেন; অন্যদিকে তার ভিতরের ভঙ্গুর অসুস্থতা তার হাড়ের ভিতর দিয়ে অধিক তৎপর হয়ে উঠেছিলো। তিনি বুঝতে পারেননি।

ডাক্তার আদম আজিজ *হেইডেলবার্গ ফেরৎ* মারা যান পয়গম্বরের একটি চুল খুঁজে বের করার জন্যে পরিচালিত ব্যাপক অনুসন্ধান সফল হবার কথা সরকার ঘোষণা করার পাঁচ দিন আগে। রাজ্যের পবিত্রতম সন্তদের চুলটি duthenticate করার জন্যে যখন সমবেত করা হলো, তখন আমার নানা তাদের সত্য বলতে অপারগ হলেন। (যদি তারা ভুল করে থাকে... কিন্তু আমার জিজ্ঞেস করা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না আমি।)

অপরাধের জন্যে গ্রেফতারকৃত এবং পরে দুর্বল-স্বাস্থ্যের কারণে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি ছিলো একজন আবদুল রহিম বান্দে; কিন্তু হয়তো আমার নানা, ঘটনার ওপর একটা অদ্ভুত আলোর ছায়া ফেলতে পারতেন... ১লা জানুয়ারির মধ্যদিনে, আদম আজিজ এসে উপস্থিত হলেন শংকর আচার্যের মন্দিরের বাইরে। তাকে দেখা গিয়েছিলো তিনি হাঁটার লাঠি ওঠাচ্ছেন; মন্দিরের ভিতর, মহিলারা শিব লিঙ্গন shrank back-এ পুজো করছিলো– আর তখন ডাক্তার চরম অবস্তায় আক্রান্ত হন, তিনি রীতিমতো ভেঙে পড়তে থাকেন, এবং তার পতনের প্রতিক্রিয়া চিলো এমন যে শরীরেরকোনো অংশের কংকাল মেরামত করার কোনো আশা ছিলো না। তার চুগা-কোটের পকেটে থাকা কাগজের মাধ্যমে তাকে শনাক্ত করা গিয়েছিলো : তার পুত্রের একটাআলোকচিত্র, এবং তার স্ত্রীর একটা অর্ধ-সম্পূর্ণ (এবং সৌভাগ্যজনকভাবে, সঠিক ঠিকানাযুক্ত) চিঠি। দেহটা, স্থানান্তর করার পক্ষে খুবই ভঙ্গুর ছিলো, তার জন্মস্থানের উপত্যকায় সমাহিত করা হয়েছিলো।

আমি পমকে লক্ষ্য করছি; তার পেশি twitch শুরু করেছে অদ্ভুত কি ঘটেছে আমার নানার? একটা চুল চুরি নিয়ে পবিত্র fuss-এর mere বিষয়ের সাথে এর তুলনা করো। কারণ এটার সবশেষের প্রতিটা বিস্তাতির বিবরণ হলো সত্যি, আর তুলনার দ্বারা, একজন বৃদ্ধ মানুষের নিশ্চিতভাবেই অত্যন্ত স্বাভাবিক।' পদ্ম স্বস্তি ফিরে পায়; ওর পেশি আমাকে সামনে এগোনোর ইঙ্গিত দেয়। কারণ আদম আজিজের ওপর অনেক লম্বা সময় আমি খরচ করেছি। এরপর যা বলা হবে সেটা নিয়ে আমি খুব শংকিত; কিন্তু revelation অস্বীকার করা হবে না।

একটা শেষ fact : আমার নানার মৃত্যুর পর, প্রধানমন্ত্রী জওয়াহর লাল নেহরু অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আর কখনো স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে পারেননি। এই মারাত্মক অসুস্থতার কারণেই অবশেষে তার মৃত্যু হয় ২৭শে মে, ১৯৬৪ সালে।

যদি আমি নায়ক হতে না চাইতাম, মি. জাগালো তাহলে আমার মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে নিতে পারতেন না। যদি আমার চুল intact ই থেকে যেতো, গ্লাণ্ডি কিথ ও ফ্যাট পার্স আমাকে taunted করতে পারতো না; শাশা নিওভিচ আমার আঙুল হারানোয় আমাকে goaded করতো না। এবং আমার আঙল থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়েছিলো যা না ছিলো আলফা না চিলো ওমেগা, এবং আমাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলো; এবং নির্বাসনে প্রতশোধের কামনায় আমি পূর্ণ হয়েছিলাম যা হোমি ক্যাটরাককে হত্যার দিকে পরিচারিত করেছিলো; এবং হোমি ক্যাটরাক যদি নিহত না হতো, তাহলে হয়তো আমার মামা সামুদ্রিক হাওয়ার মধ্যে একটা ছাদের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তো না; এবং তাহলে আমার নানা কাশ্মিরে যেতেন না এবং শংকর আচার্য পাহাড়ে চড়ার চেষ্টায় বেঙে পড়তেন না। এবং আমার নানা ছিলেন আমার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা, এবং আমার ভাগ্য জড়িত ছিলো আমার ও জাতির জন্মদিনের সাথে; এবং জাতির জনক ছিলেন নেহরু। নেহরুর মৃত্যু; এই উপসংহার কি আমি এড়িয়ে যেতে পারবো যে সেটাও আমারই দোষ?

AMARBOI.COM

কিন্তুএখন আমরা ১৯৫৮ সালে ফিরে আসি; কারণ শোক পালনের সাইতিরিশতম দিনে, সত্য, যা মেরি পেরেইরারওপর creeping up হয়েছিলো– এবং অতঃপর আমার ওপর এগার বছর যাবত, অবশেষেপ্রকাশ্যে বেরিয়ে এলো; সত্য, একজন বৃদ্ধ, বৃদ্ধ মানুষের আকারে, যার দোযখের stench যন্ত্রণা দেয় এমন কি আমার নাসারন্ধ্রে, যার দেহ হাতপায়ের আঙুলবিহীন, এবং আমাদের দোতলা পাহাড়িকায় ওঠে আর মেরি পেরেইরাকে দেখা দেবার জন্যে ধুলোর মেঘ হয়ে আবিভূর্ত হয়, যে বারান্দায় chick blinds পরিষ্কার করছিলো।

এখানে, তারপর, মেরির দুঃস্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো; ধুলোর ভিতর দিয়ে দৃশ্যমান হলো জো ডি'কস্টার প্রেতাত্মা, হেঁটে যাচ্ছিলো আহমেদ সিনাইয়ের নিচতলার অফিসের দিকে! যেন আদম আজিজের নিকট নিজেকে দেখানোটা যথেষ্ট ছিলো না... 'আরে, জোসেফ, মেরি তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে ওঠে, ডাস্টার পড়ে যায় হাত থেকে, 'তুমি এখন চলে যাও! এখানে এসো না এখন! ঝামেলা করে সাহেবদের এখন বিরক্ত করো না! ও গড, জোসেফ, যাও, যাও না, আজ তুমি আমাকে খুন করবে!' কিন্তু প্রেতাত্মা গাড়ি চলাচলের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে।মেরি পেরেইরা, chick blind অবহেলা করে, সেগুলো askew ঝুলয়ে রেখে, বাড়ির কেন্দ্রের দিকে ছুটে যায় আমার মায়ের পায়ের কাছে নিজেকে নিক্ষেপ করার জন্যে– ছোট মোটা হাত ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে জোড় করে– 'বেগম সাহেবা! বেগম সাহেবা, ক্ষমা করুন আমাকে!' এবং আমার মা astounded : 'এসব কি, মেরি? তোমার ক হয়েছে?' কিন্তু সংলাপ বিনিময়ের অবস্থায় ছিলো না মেরি, অদম্যভাবে সে কাঁদছে, কাঁদছে 'ও গড আমার সময় এসে গেছে, আমার প্রিয় ম্যাডাম, আমাকে শুধু শান্তিপূর্ণভাবে যেতে দিন, আমাকে জেলখানায় দেবেন না!' এবং আরও, 'এগার বছর, ম্যাডাম, দেখুন যদি আমি আপনাকে ভালো না বাসতাম, একটুও, ও ম্যাডাম, আর ওই চাদের মতো মুখের বাচ্চাটি; কিন্তু এখন আমি নিহত হয়েছি, আমি ভালো মেয়ে মানুষ না, আমি নরকের আগুনে পুড়ে মরবো! *ফানটুশ*!' চিৎকার করে, এবং আবার, 'সব শেষ; *ফানটুশ*!'

তখনও আমি অনুমান করতে পারি না কি আসছিলো; এমন কি তখনও নয় যখন মেরি আমার ওপর নিজেড়ে ছুড়ে দিলো (এখন আমি তার থেকেও লম্বা; তার আশ্রু আমার নাক ভিজিয়ে দিলো) : 'ও বাবা, বাবা; আজ তমি অবশ্যই একটা ব্যাপার জানবে, অমন একটা কাজ আমি করেছি; কিন্তু এখন এসো...' এবং ছোটখাটো মহিলাটি নিজেকে তুলে নিলো।সিবর অফিসে আসুন, আমি বলবো।'

প্রকাশ্য ঘোষণা আমার জীবন punctuated করেছে; আমিনা দিল্লির একটা থলফফহ তে, এবং মেরি সূর্যালোকহীন একটা অফিসে... আমার পুরো পরিবার আমাদের পিছনে নিয়ে, আমি মেরি পেরেইরার সাথে নিচতলায় আসি, যে আমার হাত ছাড়েনি।

আহেমেদ সিনাইয়ের রুমে তার সাথে কে ছিলো? আমার বাবাকে কি দিয়েছিলো একটা মুখ যার থেকে জ্বিন ও টাকা ধাবিত হয়েছিলো আর তার জায়গা নিয়েছিলো utter

desollation-এর একটা দৃষ্টি? রুমের কোণায় কি বসেছিলো, রুমের বাতাস ভরে তুলেছিলো গন্ধকসুলভ stench-এ? মানুষের আকারের মতো করে হাত পায়ের আঙুল ছিলো না, নিউজিল্যাণ্ডের উষ্ণ ঝর্ণার মতো কার মুখ মনে হতো ফুলে উঠেছে? (যা আমি দেখেছি *wonder Book of wonders*-এ)?... ব্যাখ্যা করার সময় নেই, কারণ মেরি পেরেইরা কথা বলা শুরু করেছে, একটা গোপন তথ্য সে প্রকাশ করছে যা লুকিয়ে রেখেছিলো এগার বছর, আমাদের সসবাইকে টেনে বের করে আনে স্বপ্ন-জগৎ থেকে যা সে নামের tag বদল করার সময় উদ্ভাবন করেছিলো, আমাদের জোর করে ঢোকাচ্ছিলো সত্যের আতংকের ভিতর। এবং সারাক্ষণ সে আমাকে আঁকড়ে ধরে রাখে; ছেলেকে রক্ষা করছে এমন মায়ের মতো, আমার পরিবার থেকে সে আমাকে ঢালের মতো আগলে রাখে। (যারা শুনছিলো... যেমন আমিও... যে তারা ছিলো না...)

... তখন মাত্র মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে এবং রাস্তায় আতশবাজি ও মানুষের ভিড়, বহু মাথাবিশিষ্ট দানব গর্জন করছে, আমি জোসেফের জন্যে এটা করেছিলাম, সাহেব, কিন্তু দয়া করে আমাকে জেলে দেবেন না, দেখনু ছেলেটিকে ছেলেটি ভালো, সাহেব, আমি একটা গরিব মহিলা, সাহেব, একটা ভুল, এক মিনিট অতোগুলো বছরের মধ্যে, জেলখানা না সাহেব, আমি যাবো, এগার বছর আমি দিয়েছি কিন্তু এখন আমি যাবো, সাহেব, এ খুবই ভালো ছেলে, সাহেব, ওকে অবশ্যই তাড়িয়ে দেবেন না, সাহেব, এগার বছর পর এখনও আপনার পুত্র... ও, সালিম আমার চাঁদের টুকরো, তোমার অবশ্যই জানা দরকার যে উইঙ্কি ছিলো তোমার বাবা আর তোমার মাও মারা গেছে...' মেরি পেরেইরা কামরা থেকে দৌড়ে বেরয়ে গেল।

আহমেদ সিনাই বললো, অনেক দূরের এক পাখির কণ্ঠের মতো : 'ওই কোণে ও আমার পুরনো চাকর মুসা, একদা যে আমাকে ডাকাতি করতে চেষ্টা চালিয়েছিলো।

এত তাড়াতাড়ি কোনো narrative অতো বেশি দাঁড়াতে পারে? আমি পদ্মর দিকে দৃষ্টিপাত করি; তাকে stunned মনে হয়, একটা মাছের মতো।)

একদা এক কালে একটা চাকার ছিলো যে আমার বাবাকে ডাকাতি করেছিলো; যে হলফ করেছিলো যে নির্দোষ, সে বলেছিলো যদি মিথ্যাবাদি প্রমাণিত হয় তাহলে তার কুষ্ঠ হবে; সে মিথ্যাবাদি প্রমাণিত হয়। কিন্তু আমি তোমাকে তারপর বলি যে সে একটা টাইম-বম্ব হবে, এবং ফিরে এসেছে বিস্ফোরিত হবার জন্যে। মুসার কুষ্ঠ হয়েছিলো; এবং বহুবছরের নীরবতা পাড়ি দিয়ে এসেছিলো আমার বাবার কাছে ক্ষমতা প্রার্থনা করতে। যাতে করে সে রেহাই পেতে পারে নিজের অভিশাপ থেকে।... কোনো একজনকে খোদা বলা হয়েছিলো যে খোদা ছিলো, না; কোনো একজনকে ভূতও মনে করা হয়েছিলো, এবং সে ভূত ছিলো না; এবং তৃতীয় এক ব্যক্তি আবিষ্কার করে যে যদিও তার নাম সালিম সিনাই, সে তার মা-বাবার সন্তান নয়...

'আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম, আহমেদ সিনাই lepe কে বলেন। সেই দিনের পর থেকে, সে তার obsession-এর একটা থেকে আরোগ্য লাভ করে; সে আর কখনোই আবষ্কার করতে চেষ্টা করেনি তার নিজের (এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক) পরিবারের অভিশাপ।

'অন্য কোনো পন্থায় আমি এটা বলতে পারতাম না,' পদ্মকে আমি বলি।' 'অত্যন্ত বেদনাদায়ক; আমার শুধু blurt করার ছিলো এটা, সব উন্মত্ত শোনায়, ওই রকম।'

'ও, জনাব,' পদ্ম অসহায়ভাবে blubbers করে, 'ও, জনাব, জনাব!' 'শান্ত হও এখন,' আমি বলি, 'এটা একটা পুরনো গল্প।'

কিন্তু তার অশ্রু আমার জন্যে নয়'; এ মুহূর্তে সে ভুলে গিয়েছিলো চামড়ার নিচে হাড় কুরে কুড়ে খায় কি; সে বাঁদাছিলো মেরি পেরেইরার জন্যে, যার প্রতি, যেমন আমি বলেছি, সে অনুরক্ত হয়ে পরেছিলো।

'তার কি হয়েছিলো?' লাল চোখ নিয়ে সে জিজেএর। 'মেরির?'

এক ধরনের irrational রাগ পেয়ে বসে আমাকে। আমি চিৎকার করি : 'তুমি মেরিকে জিজ্ঞেস করো!'

জিজ্ঞেস করো কিভাবে সে গোয়ায় পাঞ্জিম নগরিতে তার বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলো, কভাবে সে বৃদ্ধা মাকে তার লজ্জার কথা বলেছিলো! জিজ্ঞেস করো কেলেংকারির কথা শুনে কেমন ক্ষেপে গিয়েছিলো তার মা! জিজ্ঞেস করো : কন্যা আর বৃদ্ধা মা কি রাস্তায় গিয়েছিলো ক্ষমার সন্ধানে? সেটা কি ছিলো না সেই সময় যখন প্রতি দশ বছরে একবার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার -এর মমি করা মৃতদেহ বম যিশুর ক্যাথিড্রালের ভল্ট থেকে বের করা সারা শহর প্রদক্ষিণ করা হয়? মেরি আর বৃদ্ধা মিসেস পেরেইরা কি নিজেদের ওই শোভাযাত্রার ভিড়ে আবিষ্কার করেনি, মেরির পাশে বৃদ্ধাত ার কন্যার অপরাধে কি বেদনার্ত ছিলো না? বৃদ্ধা মিসেস পেরেইরা কি চিৎকার করেনি, 'হায়! আয়-হায়! আয়-হায়-হায়!', আর ভিড় *ঠেলে* পাত্রি মৃতদেহের কাছে আসেনি তার পায়ে চুমু খাবার ন্যে? অসংখ্য মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিসেস পেরেইরা কি প্রবেশ করেছিলো এক পবিত্র frenzy- তে? জিজ্ঞেস করো সে তার *ঠোঁট* সেন্ট ফ্রান্সিসের পায়ের বুড়ো আঙুলে স্থাপন করেছিলো, নাকি করেনি? নিজেই জিজ্ঞেস করো : মেরির মা কি *কামড় দিয়ে আঙুলটা ছিড়ে ফেলেছিলো?*

'কিভাবে?' পদ্ম এস্ত বণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো, স্নায়ুর চাপে দুর্বল হয়ে পড়লো সে। 'কিভাবে, *জিজ্ঞেস করবো?'*

... এবং এও কি সত্য : পত্রিকাগুলো কি ঠিকই লিখেছিলো যে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা অলৌকিক শাস্তি পেয়েছিলেন, যখন তারা গির্জার ও প্রত্যক্ষদর্শির উদ্বৃতি দিয়ে লেখে, কিভাবে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা নিরেই পাথরে পরিণত হয়েছিলো? না? জিজ্ঞেস করো তাকে এটা সত্যি কি না যে গির্জা এক বৃদ্ধা মহিরার পাথরের মূর্তি গোয়ার শহর ও গ্রামগুলোয় ঘুরিয়েছিলো কি না, সন্তদের সাথে যারা দুর্ব্যবহার করে তাদের পরিণতি কি হয় তা দেখানোর জন্যে? জিজ্ঞেস করো : এই মূর্তিটা একই সময়ে একাধিক গ্রামে প্রদর্শিত হয়েছিলো– সেটা কি জালিয়াতি প্রমাণ করে, না কি আরেক অলৌকিক ঘটনা? 'তুমি জানো আমি কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারি না,' পদ্ম প্রলম্বিত চিৎকার করে... কিন্তু আমি, আমার fury কে subside অনুভভ করে, আজ রাতে আর কোনো revelation সৃষ্টি করছি না।

ন্যাড়াভাবে, সেক্ষেত্রে : মেরি পেরেইরা আমাদের ছেড়ে গেল, চলে গেল গোয়ায় তার মায়ের কাছে। কিন্তু এ্যালিস পেত্রো থেকে গেল; এ্যালিস রয়েই গেল আহমেদ সিনাইয়ের অফিসে, এবং টাইপ করতো, স্নাক্স আর সিনাইয়ের অফিসে, এবং টাইপ করতো, স্ন্যাক্স আর fizzy পানীয় আনতো।

আমার ক্ষেত্রে– আমার মামা হানিফের জন্যে পালিত শোক দিবসের শেষে, আমি প্রবেশ করলাম আমার দ্বিতীয় নির্বাসনে।

২০ Movements Performed by Preppie Pots
মরিচপাত্রের আন্দোলন

আমি এই উপসংহারে আসতে বাধ্য যে শিব, আমার প্রতিপক্ষ, আমার বদ হওয়া ভাই, আমার মনের ফোরামে আর কখনো প্রবেশ করতে পারতো না; সেই সব কারণে যেগুলো ছিলো, আমি স্বীকার করি, হীন। আমি শংকিত ছিলাম সে আবিষ্কার করে ফেলবে যা আমি নিশ্চিত ছিলাম তার কাছ থেকে আমি লুকাতে পারবো না–আমাদের জন্মের গোপন বিষয়। শিব, জগত যার কাছে ছিলো বস্তু, যার কাছে ইতিহাসের ব্যাখ্যা ছিলো কেবল অসংখ্যের বিরুদ্ধে-একজনের অবিরাম সংগ্রাম হিসেবে, নিশ্চয়ই দৃঢ়তার সাথে বলতো তার জন্মাধিকারের দাবি; এবং আমার শৈশবের নীল-রঙ কামরাটা দখল করতো, অন্যদিকে আমাকে হাঁটা ধরতে হতো উত্তরের বস্তির দিকে। এইসব কারণ মনে রেখে আমি স্থির করি আমার জীবনের এই গোপনীয়তা আমি প্রহরা দিয়ে রাখবো–যা এক সময়ে ছিলো মেরির গোপনীয়তা।

অনেক রাত আসতো, এই সময়ে, আমি কনফারেন্সের সমন্বয় পুরোপুরি এড়িয়ে যেতাম–এ কারণে নয় যে সেটা অসন্তোষজনক দিকে মোড় নিয়েছে, আসল কারণ হলো আমি জানতাম আমার নতুন মনের চারপাশে দেয়াল তুলতে সময় লাগবে যা বিষয়টিকে অস্বীকার করবে ছেলেমেয়েদের কাছে; ঘটনাক্রমে, আমি আত্মবিশ্বাসি ছিলাম, আমি এটা ম্যানেজ করতে পারবো; তবে শিবকে নিয়ে আমি শংকিত ছিলাম। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও ক্ষমতাবান, যে যন্ত্রনা সৃষ্টি করবে যেখানে অন্যরা যাবে না...... যে কোনো মূল্যে, আমি এড়িয়ে যাই আমার সহগামি শিশুদের; আর তখন আকস্মিকভাবে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিলো, কারণ, শিবকে নির্বাসনে রেখে, আমি নিজেকে অসমর্থ ছিলাম আমার পাঁচ শ'য়েরও অধিক সহকর্মীর সাথে যোগাযোগ করতে' পার্টিশনে-সৃষ্ট সীমান্ত অক্রিম করে আমাকে ছুঁড়ে দেয়া হলো পাকিস্তানে।

১৯৫৮ সালের শেষ সেপ্টেম্বরে, আমার মামা হানিফ আজিজের জন্যে শোক পালনের দিন শেষ হয়ে গেল; এবং অলৌকিক ভাবে, ধূলোর মেঘ দূর হয়ে গেল শক্তিশালী বর্ষণে। তখন আমরা গোসল করি আর নতুন ধোয়া-কাচা পোশাক পরি আর সিলিং ফ্যানের সুইচ টিপে অন করি। আমরা আবিষ্কার করি একজন ধূলি-লাগা, অধোয়া

AMARBOI.COM

আহমেদ সিনাইকে, লুইস্কির বোতল তার হাতে, রক্তের বৃত্ত হয়ে আছে তার চোখ। সে কুস্তি লড়ছিলো, তার বিমূর্ততার ব্যক্তিগত জগতে, অবাবনীয় বাস্তবতার সাথে মেরির রহস্যোদ্‌ঘাটন যা উন্মোচন করেছিলো; সে এক অবর্ণনীয় ক্রোধে আক্রান্ত হয়েছিলো যা সে পরিচালিত করে ছিলো আমার মায়ের দিকে......আমার বলা উচিৎ, আমিনা সিনাইয়ের দিকে। হয়তো, কারণ সে জানতো যে সে তার ক্ষমতায় চাইতে পারে। এবং নাও চাইতে পারে। যে সব নামে সে আমিনাকে সম্বোধন করেছিলো আমি আর তা পুনরুল্লেখ করবো না, সেইসব এ্যাকশনের কথাও যার সুপারিশ করেছিলো সে আমিনার জন্যে। কিন্তু পরিশেষে রেভারেন্ড মাদার হস্তক্ষেপ করলেন।

'একদা আগে, আমার কন্যা,' তিনি বললেন, আহমেদের অবিরত ক্রোধপূর্ণ উক্তি উপেক্ষা করে, তোমার বাবা আর আমি কিযেনামএটার বলেছিলাম একটা অযোগ্য স্বামীকে পরিত্যাগ করা কোনো লজ্জার বিষয় নয়। এখন আবার আমি বলিঃ তুমি একটা, কিযেননামএটার, এইসব শপথ থেকে সরিয়ে নাও যা সে ঠোঁট থেকে নির্গত করছে একটা পশুর মতো। তোমার সন্তানকে নিজের কাছে নাও, আমি বলছি, কিযেননামটারএটার–তোমার দুই সন্তানকেই; তিনি বললেন, তার বুকে আমাকে চেপে ধরে। রেভারেন্ড মাদার আমাকে আইনসম্মত করেছিলেন, তার বিরোধিতা করার কেউ ছিলো; এটা এখন আমার মনে হয়, এতগুলো বছর পাড়ি দিয়ে, যে এমন কি অভিশম্পাত প্রদানরত আমার বাবাও প্রভাবিত হয়েছিলো এগার-বছর-বয়সি সর্দিনেকো শিশুর পক্ষে রেভারেন্ড মাদারের সমর্থনে।

রেভারেন্ড মাদার স্থির করেন সবকিছু; আমার মা ছিলো মতো–মৃৎ শিল্পীর বাঁদার মতো!–তার হাতে। সেই সময়ে, আমার নানি (আমি অবশ্যই তাকে ওই ভাবে সম্বোধন চালিয়ে যাবো) তখনো বিশ্বাস করতেন যে তিনি ও আদম আজিজ খুব শিগগরিই পাকিস্তানে দেশান্তরিত হবেন; কাজেই তিনি আমাদের সবাইকে তার সাথে নেবার জন্যে আমার খালা এমারেল্ডকে নির্দেশ দেন–আমিনা, বাঁদর। আমি, এমন কি আমার মামি পিয়া-এবং তার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। 'বোনরা অবশ্যই বোনদের কেয়ার নেবে, কিযেননামএটার,' রেভান্ডের মাদার বললেন, 'সম স্যার সময়ে।' আমার খালা এমারেল্ডকে যারপরনাই অসন্তুষ্ট দেখালো; কিন্তু সে ও জেনারেল জুলফিকার acquiesed ছিলো। এবং যেহেতু আমার বাবার মেজাজ উন্মাদনায় চড়ে ছিলো যা নিরাপত্তার বিষয়ে ভীত করে তুলেছিলো। আমাদের, এবং জুলফিকাররা ইতোমধ্যে একটা জাহাজে নিজেদের বুক করে ফেলেছিলো যে জাহাজটি ওই রাতেই ছাড়বে, আমি আমার এতদিনের বাড়ি ত্যাগ করলাম ওইদিনই, আহমেদ সিনাইকে রেখে গেলাম এ্যালিস পেরেইরার সাথে; কারণ আমার মা যখন তার দ্বিতীয় স্বামীকে ত্যাগ করেন, তখন অন্যান্য চাকররাও ওখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসে।

পাকিস্তানে, আমার বেড়ে ওঠার দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হলো। এবং, পাকিস্তানে, আমি আবিষ্কার করলাম যে আমার ভাবনা-সম্প্রচারও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সীমান্তের অস্তিত্বের;

কাজেই, আমার বাড়ি থেকে আরও একবার নির্বাসিত হয়ে, আমি আমার ঐশ্বরিক দান থেকেও নির্বাসিত হলাম যেটি ছিলো আমার সর্বাপেক্ষ প্রকৃত জন্মাধিকার ঃ মধ্যরাতের শিশুর দান।

আমাদের জাহাজ রান অব কাচ-এ নোঙ্গর ফেলে এক উত্তপ্ত অপরাহ্নে। উত্তাপ আমার খারাপ বাম কানে ভনভন করে; কিন্তু আমি ডেকের ওপরেই তাকতে পছন্দ করি, লক্ষ্য করতে থাকি ছোট ছোট Vaguely ominous রোয়িং বোট ও জেলেদের নৌকা ফেরি সার্বিষ চালাচ্ছে আমাদের জাহাজ ও রানের মধ্যে, ক্যানভাসে ঢাকা দ্রব্য পরিবহন করছে সামনে পিছনে, সামনে পিছনে। ডেমের নিচে, প্রাপ্ত বয়স্করা-হাউজি খেলছিলো; আমার কোনো ধারণা ছিলো না বাঁদর কোথায়। সত্যিকার কোনো জাহাজে ভ্রমণ আমার এটাই প্রথম (বোম্বাই পোতাশ্রয়ে ঘটনাক্রমে আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজে ভ্রমণ ধর্তব্যের বাইরে; পর্যটন হিসেবে গণ্য করা যায়; আর ডজন-ডজন প্রসূত-পোয়াতি ভদ্র মহিলা আসতো সেখানে, তারা এই টুর পার্টিতে আসতো এই আশা নিয়ে যে তাদের ভ্রমণকালে প্রসব বেদনা উঠবে আর তারা সন্তান জন্ম দেবে সে সব সন্তান সমুদ্রে আমেরিকান জাহাজে জন্ম নেবার কারণে আমেরিকান নাগরিকত্ব অর্জনের যোগ্যতা লাভ করবে)। আমি উত্তাপ-কম্পনের ভিতর দিয়ে রানের দিকে তাকিয়ে থাকি। The Rannd of Kutch....আমি সব সময় ভাবতাম এটা একটা জাদুকরি নাম, এবং ভীত হয়েও ওই স্থানে ভ্রমণের আকাংখা করতাম, ওই অঞ্চল বছরের অর্ধেক সময় স্থল হতো আর বাকি অর্ধেক সময় হতো সমুদ্র, এবং যার ওপর, বলা হয় সমুদ্র সবধরনের অবাস্তব আবর্জনা অগ্রাহ্য করতো। প্রথমবারের মতো এই amphibian অঞ্চল, এই দুঃস্বপ্নের জলাভূমির দিকে তাকিয়ে আমার উত্তেজনা অনুভব করা উচিৎ ছিলো; কিন্তু উত্তাপ আর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর তাপ আমাকে একেবারে নুইয়ের দিয়েছিলো; আমার উপরের ঠোঁট তখনো শিশু সুলভ শিকনিতে ভিজে যেতো, কিন্তু একটা শৈশব থেকে এক অকাল পারিপক্ক বৃদ্ধ বয়সে চলে আসার এক অনুভূতির দ্বারা আমি চাপ অনুভব করি। আমার কণ্ঠস্বর, আর আমার মুখে রক্তের দাগ লেগে গিয়েছিলো যেখানে আমার আঁচিলের মাথা কেটে গিয়েছিলো ক্ষুরে লেগে.......জাহাজের pursen আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় বললো, 'নিচে যাওয়াই ভালো, পুত্র। এখন সবচেয়ে গরমের সময়।' আমি পারাপারের নৌকাগুলো সম্পর্কে জানতে চাই। 'মাত্র সরবরাহ', সে বললো আর সরে পড়লো, আমাকে রেখে গেল এক ভবিষ্যত contenplate করতে যে ভবিষ্যতে জেনারেল জুলফিকারের grudging আতিথেয়তা ব্যতীত সামনে দেখার আর কিছু ছিলো না, জুলফিকার ছিলো আমার খালা এমারেল্ডের আত্মতুষ্ট সহধর্মি, আর এমারেল্ড সাফল্য ও স্ট্যাটাস প্রদর্শন উপভোগ করতো তার বোন ও দুর্দশাগ্রস্ত ভাবির কাছে, এবং তাদের পুত্র জাফরের পেশি-মস্তিষ্কযুক্ত cockiness..... 'পাকিস্তান', আমি উচ্চকণ্ঠে বলি, 'কী একটা সম্পূর্ণ dump!' এবং আমার তখনো এসে পৌঁছায়নি......আমি নৌকাগুলোর

AMARBOI.COM

দিকে তাকাই; দেখে মনে হয় dirrying nazeএর ভিতর দিয়ে সাঁতার কাটবে সেগুলো। এভাবেই আমি পাকিস্তানে এসেছিলাম, মৃদু সানস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে, আমার হাতের শূন্যতায় যোগ করার জন্যে আর আমার জন্মের জ্ঞান; এবং নৌকাটির নাম কি ছিলো? দুটো ভগ্নি জাহাজ কি plied করতে বোম্বের ও করাচির মধ্যে সেইসব দিনে রাজনীতি তাদের ভ্রমণ সমাপ্ত করে দেবার আগে? আমাদের জাহাজটির নাম ছিলো এস. এস সবরমতি; এর ভগ্নি, যেটি আমাদের পাশ দিয়ে চলে যায় ঠিক আমরা করাচি বন্দরে পৌঁছার আগে, ছিলো সরস্বতি। আমরা কমান্ডারের নামাংকিত জাহাজ থেকে নেমে পা রাখি নির্বাসনে, প্রমাণ করি আবারও যে recurrence থেকে পলায়ন করা যায় না।

আমরা রাওয়াপিন্ডিতে পৌঁছলাম উত্তপ্ত, ধূলিধূসরিত ট্রেনে চড়ে। জেনারেল ও এমারেল্ড এলো শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত বগিতে; বাদবাকি আমাদের তারা কিনে দিলো সাধারণ প্রথম শ্রেণীর টিকেট)। কিন্তু আমরা যখন 'পিন্ডি পৌঁছলাম এবং আমি প্রথমবারের মতো উত্তরাঞ্চলের একটা নগরীতে পা রাখলাম তখন বেশ শীতল লাগলো.......আমি এটাকে স্মরণ করতে পারি একটা নিচু, anonymous শহর হিসেবে; সেনাবাহিনির ব্যারাক, ফলের দোকান, খেলার সরঞ্জাম উৎপাদনের একটা কারখানা; রাস্তায় দীর্ঘদেহী সেনা দল; জিপ; আসবাবপত্র খোদাইকারি; পোলো। এমন এক শহর যাতে অতিশয়, অত্যন্ত শীতল হওয়া সম্ভব। এবং একটা নতুন ও ব্যয়বহুল গৃহনির্মাণ উন্নয়নে, একটি বিস্তৃত বাড়ি দেখা যায় উচুঁ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা যার ওপর আবার কাঁটাতার এবং সেন্ট্রির প্রহরাধীন; এটাই জেনারেল জুলফিকারের বাড়ি। জেনারেল যেখানে ঘুমায় সেখানে ডাবল বেডের পাশেই একটা পথ; চাকররা পরে থাকে সবুজ সামরিক জার্সি ও বেরেট; সন্ধ্যা বেলায় তাদের কোয়ার্টার থেকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে ভাং আর চরসের গন্ধ। আসবাবপত্র সমূহ অতিশয় মূল্যবান ও বিস্ময়কর সৌন্দর্যমন্ডিত; বাড়িটা এক ঘেঁয়ে, প্রাণহীন, এর সামরিক আবহাওয়ার কারণে; এমন কি ডাইনিং-রুমের দেয়ালে স্থাপিত ট্যাংকের গোল্ডফিশগুলোও নিষ্প্রাণ মনে হয়। তুমি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যে জেনারেল কুকুর বঞ্জো সম্পর্কে বর্ণনা দেবার অনুমতি দেবে। মাফ করো; জেনারেলের বৃদ্ধা beagle কুত্তি।

কাগুজে antiquity-এর এই goitred প্রাণীটা একচ্ছত্রভাবে indolent হয়েছিলো এবং তার সারাটা জীবনই সে ছিলো অম্বার ধাড়ি; কিন্তু আমি যখন সানস্ট্রো থেকে সুস্থ হয়ে উঠছিলাম সে তখন প্রথম furore সৃষ্টি করেছিলো আমাদের থাকার–'pepperpot-এর বিপ্লবের' মতো এক ধরনের trailer. জেনারেল জুলফিকার একদিন ওটাকে নিয়ে গিয়েছিলো একটা সামরিক প্রশিক্ষণ শিবিরে, যেখানে সে পর্যবেক্ষণ করছিলো একটা বিশেষভাবে প্রস্তুত মাইন ফিল্ডে কর্মরত মাইন অনুসন্ধান কারি একটি দলকে। জেনারেল উদ্বিগ্ন ছিলো সারা ইন্দো-পাক সীমান্তে মাইনপোতা নিয়ে। 'সংগঠিত হওয়া যাক!' সে চিৎকার করে বলতো। 'ওই হিন্দুদের দুশ্চিন্তা করার কিছু দেয়া যাক! আমরা তাদের অনুপ্রবেশকারীদের অসংখ্য টুকরো করে ফেলবো,

reincarnate করার মতো সামান্য কোনো বস্তুও পড়ে থাকবে না।' সে, যাই হোক, পুরোপুরি জ্ঞাত ছিলো না পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত সম্পর্কে, এই রকম একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে, 'ওই ফালতু কালোরা নিজেরাই নিজেদের দেখতে পারে।') ....এবং এখন বঙ্গো তার leash পিছলে বেরিয়ে যায়, আর কোনোভাবে তরুণ জওয়ানদের হাত ফস্কে ছুট দেয় মাইন ফিল্ডে।

অন্ধ আতংক মাইন-অনুসন্ধানকারী সৈন্যরা ধীর-গতিতে তাদের রাস্তা থেকে সরে আসে বিস্ফোরণ জোনের ভিতর দিয়ে। জেনারেল জুলফিকার ও অন্যান্য সৈন্যরা আশ্রয়ের জন্যে লাফ দিয়ে পড়ে তাদের গ্রান্ডষ্ট্যান্ডের পিছনে, অপেক্ষা করে বিস্ফোরণের..........কিন্তু কোনো বিস্ফোরণ ঘটে না; এবং যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ফুল উঁকি মারে ডাষ্টবিনের ভিতর থেকে অথবা বেঞ্চের পিছন থেকে, সেটা দেখতে পায় বঙ্গো বিষাক্ত বীজের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে বঙ্গো এগিয়ে চলেছে তার পথে, নাক মাটির দিকে। জেনারেল জুলফিকার তার ক্যাপ শূন্যে ছুড়ে দিলো। 'ড্যাম মার্ভেলাস!' সে পাতলা কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে। 'ওল্ড লেডি মাইনের গন্ধ বুঝতে পারে!' বঙ্গোকে সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা হয় একটা চার-পা-বিশিষ্ট মাইন-অনুসন্ধান কারি হিসেবে এবং সার্জেন্ট মেজরের সৌজন্য পদে।

আমি বঙ্গোর অর্জন এখানে উল্লেখ করলাম কারণ এটা জেনারেলকে একটা লাঠি দিয়েছিলো আমাদের পেটানোর জন্যে। আমরা সিনাইরা–এবং প্রিয়া আজিজ–ছিলাম অসহায়। জুলফিকারের বাড়িতে অনুৎপাদনশীল সদস্য, এবং জেনারেল আমাদের তা ভুলে যেতে দিতে চায় না; 'এমন কি একটা ফালতু একশো-বছর বয়সী beagle কুত্তিও পারে তার জীবিকা উপার্জন করতে,' শোনা যেতো সে mutter করছে, 'কিন্তু আমার বাড়ি ভর্তি এমন লোকজনে যারা কোনো একটা ব্যাপারে সংগঠিত হতে পারে না।' কিন্তু অক্টোবর শেষ হবার আগেই সে আমার উপস্থিতির জন্যে (অন্তত পক্ষে) কৃতজ্ঞ হবে... এবং বাঁদরের রূপান্তরও খুব বেশি দূরে ছিলো না।

আমরা স্কুলে যাই খালাতো ভাই জাফরের সাথে, আমার বোনকে বিয়ে করার ব্যাপারে যাকে এখন খুব সামান্যই উৎকণ্ঠিত হতে দেখা যায় যেহেতু আমরা একটা ভাঙা ঘরের ছেলেমেয়ে; কিন্তু তার সবচেয়ে খারাপ deed এলো এক সপ্তাহান্তের ছুটিতে যখন আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো মারির ওপাশে নাথিয়া গালিতে জেনারেলের পার্বত্য কটেজে। আমি ভীষণ রকমের উত্তেজনার মধ্যে ছিলাম (আমার অসুস্থতা মাত্র সেরে গেছে বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো) : পর্বত! প্যান্থারের সম্ভাবনা! ঠাণ্ডা, হাড়-কাঁপানো বাতাস!– কাজেই আমি এ নিয়ে কিছুই চিন্তা করিনি যখন জেনারেল আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে জাফরের সাথে এক বিছানায় শুতে আমি কিছু মনে করবো কিনা, এবং এমন কি অনুমানও করিনি যখন তারা মাদুরের ওপর রাবারের শিট পেতে দিলো... আমি কয়েক ঘণ্টা পরেই জেগে উঠলাম একটা তরলের পুকুরে আর ভীতস্বরে চেঁচাতে শুরু করলাম।

AMARBOI.COM

জেনারেল আবির্ভূত হলো আমাদের বিছানার পাশে thrash করতে লাগলো তার ছেলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা জীবন্ত দিবালোক। 'তুমি এখন একটা বড় মানুষ! আর এখনো, এখনো তুমি এটা করো! নিজেকে সংগটিত করো! অকম্মার ধাড়ি! এই ব্যবহার কে করে? ভীরু, ওই সে" আমার নকুচি করো যদি পুত্রের বদলে একটা ভীরুকে পাই...' আমার খালাতো ভাই জাফরের enursis তার পরিবারের অব্যাহত লজ্জা হয়ে রইলো; thrashing সত্ত্বেও, তরল নির্গত হতে লাগলো তার পায়ের ভিতর দিয়ে; এবং একদিন এটা ঘটলো যখন সে জেগে ছিলো। তবে সেটা ঘটেছিলো আমার সহযোগিতায় pepperpot গুলো কিছু ভঙ্গি প্রদর্শন করলে; আমার কাছে তাতে প্রমাণ হচ্ছিলো যে যদিও টেলিপ্যাথিক এয়ার-ওয়েভে এই দেশে জ্যাম লেগে আছে, তথাপি যোগাযোগের ধরন এখনো মনে হয় কাজ করছে। সক্রিয়-আক্ষরিক ও পাশাপাশি metaphorically, পবিত্রদের ভূমির ভাগ্য পরিবর্তনে আমি সাহায্য করেছিলাম।

পেতলে বাঁদর আর আমি অসহায়ভাবে লক্ষ্য করতাম, সেইসব দিনে, আমার wilting মাকে। সে, গরমে যে সব সময় assiduous হয়েছিলো, উত্তরাঞ্চলের ঠাণ্ডায় wither করতে শুরু করেছিলো। দুই স্বামিকে deprived করে, সে অর্থকেও (তার নিজের দৃষ্টিতে) deprived করেছিলো; তাছাড়া পুনর্নিমাণ করার মতোও একটা সম্পর্ক ছিলো, মা ও ছেলের মধ্যে। সে এক রাতে আমাকে শক্ত করে ধরে এবং বলে, 'ভালোবাসা, আমার বাছা, একটা জিনিস যা প্রত্যেক মা শেখে; এটা শিশুর সাথে জন্মায় না, তৈরি হয়; আর এগার বছর ধরে, আমি তোমাকে আমার সন্তান হিসেবে ভালোবাসতে শিখেছি।' কিন্তু তার নম্রতার পিছনে একটা দূরত্ব ছিলো, যেন সে নিজেকে persuade করার চেষ্টা করছে... বাঁদরের একটা মধ্যরাত্রির ফিসফিসানিতেও দূরত্ব, 'হেই, ভাই, আমরা গিয়ে জাফরের ওপর পানি ঢেলে দেবো না কেন– ওরা মনে করবে সে বিছানা ভিজিয়েছে?'— আমি তখনো শিবের ভয়ে ভীত ছিলাম; আমার প্রতি রেভারেণ্ড মাদারের স্বীকৃতি সত্ত্বেও, একটা তিন বছরের অধিক দূর বারান্দার ওপর থেকে, আমার বাবা বলে, 'এসো, পুত্র; এখানে এসো আর তোমাকে ভালোবাসতে দাও।' হয়তো ওই কারণেই যেমন করেছি তেমন ব্যবহার আমি করি ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর রাতে।

.. একটা এগার-বছর বয়সী বালক, পদ্ম, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে খুব সামান্যই সে জানে; কিন্তু অক্টোবর মাসের ওই রাতে একটা অগতানুগতিক ডিনার পার্টির পরিকল্পনা হতে দেখলো সে। এগার বছর বয়সে সালিম ১৯৫৬ সালের কনস্টিটিউশন সম্পর্কে কিছুই জানতো না, এবং জানতো না এর ক্রমিক erosion; কিন্তু আর্মি নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের শনাক্ত করতে তার চোখ যথেষ্ট তীক্ষ্ণ ছিলো; faction দাঙ্গা আর মি. গুলাম মোহাম্মদের বহুবিধ incompetences ছিলো তার কাছে এক রহস্য; কিন্তু এটা পরিষ্কার ছিলো যে তার খালা এমারেল্ড তার সবচেয়ে সুন্দর রত্নরাজি পরছিলো। দুই বছরে চার প্রধানমন্ত্রীর farce কখনো তাকে giggle করেনি; কিন্তু সে অনুভব করতে পারতো, জেনারেলের

বাড়ির ওপর ঝুলন্ত নাটকের আবহে, যে চূড়ান্ত পর্দার মতো কিছু একটা approuching হচ্ছিলো। রিপাবলিকান দলের emergence সম্পর্কে অজ্ঞ, সে কখনোই কৌতূহলী ছিলো না জুলফিকারের পার্টির গেস্ট লিস্ট সম্পর্কে; যদিও সে এমন একটা দেশে ছিলো যেখানে নাম কোনো কিছুই বোঝায় না— কে ছিলো চৌধুরী মুহাম্মদ আলী? অথবা সুহরাওয়ার্দি? অথবা চুন্দ্রিগর, অথবা নুন?— ডিনারের অতিথিদের anonymity, যা খুব যত্নের সাথে সংরক্ষণ করেছিলো আমার খালু ও খালা, ছিলো একটা চমকপ্রদ ব্যাপার। এমন কি যদিও সে একদা সংবাদপত্র থেকে পাকিস্তানি হেডলাইন কেটেছিলো –FURNITURE HURLING SLAYS DEPUTY E-PAK SPEAKER— তার কোনো ধারণা ছিলো না কেন, সন্ধা ছয়টায়, কালো লিমুজিনের একটা দীর্ঘ সারি জুলফিকারের এস্টেটের প্রহরাধীন দেয়ালের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করলো; কেন সেগুলোর বলেটে পতাকা নড়ছিলো; কেন সেগুলোর ভিতরকার লোকগুলো হাসছিলো না; অতবা কেন এমারেল্ড ও পিয়া ও আমার মা দাঁড়িয়েছিলো জেনারেল জুলফিকারের পিছনে এমন এক অভিব্যক্তি নিয়ে যাতে মনে হয় কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে নয় বরং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তারা যোগ দিয়েছে। কে কি মরছিলো? কে কেন লিমুজিন এসেছিলো?– আমার কোনো ধারণা ছিলো না; কিন্তু আমি আমার মায়ের পিছনে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, রহস্যজনক গাড়িগুলোর ধোঁয়াচ্ছন্নকাঁচের জানলার দিকে তাকিয়ে।

গাড়িগুলোর দরোজা খুলে যায়; equerries, এ্যাডজুট্যান্ট গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে আর পিছনের দরোজা খোলে, সটান স্যালুট করে; একটু অল্প পেশি tic করতে শুরু করে আমার খালা এমারেল্ডের গালে। এবং তারপর, পাতাকা-ওড়া মোটর থেকে কে descended করে? কি নাম খাপ খাবে মোচ, swagger- স্টিক, gimlet চোখ, মেডেল ও কাঁধ-পট্টিওয়ালা মানুষটার? সালিম নাম জানতো না, সিরিয়াল নাম্বারও জানতো না; এবং সব শেষ কার থেকে নামলো দীর্ঘদেহী এক লোক যার মাথাটা গোল। সে এগিয়ে এলো স্যালুট আর অভিবাদনের ভিতর দিয়ে; এলো আমার খালা এমারেল্ডের কাছে; এবং বাকিদের প্রতি তার স্যালুট যোগ করলো।

'মি. কমাণ্ডার-ইন-চিফ,' আমার খালা বললো,' আমাদের বাড়িতে স্বাগত।'

'এমারেল্ড, এমারেল্ড,' গোলাকার মাথায় স্থাপিত মুখ থেকে এলো কথাগুলো, 'অমন ফর্মালিটি কেন, অমন তাকাল্লুফ?' তাকে আশ্বস্ত করে এমারেল্ড,' বেশ তবে, আইয়ুব, তোমাকে খুব চমৎকার দেখাচ্ছে।'

তিনি তখন ছিলেন একজন জেনারেল, যদিও ফিল্ড-মার্শালশিপ খুব বেশি দূরে ছিলো না... আমরা তাকে অনুসরণ করে বাড়ির ভিতরে আসি; আমরা তার পান (পানি) করা দেখি এবং তার হাসি (উচ্চস্বরে); ডিনারে আবার আমরা তাকে লক্ষ্য করি; দেখি কেমন করে তিনি খাচ্ছেন একটা কৃষকের মতো, তাতে তার মোচে খাবারের দাতা লেগে যায়...

'শোনো, এম,' তিনি বলেন, 'সব সময় আমি এলে এমন প্রস্তুতি! কিন্তু আমি একজন সাধারন সৈনিক মাত্র; তোমার রান্নাঘরের ডাল ও ভাত আমার জন্যে যথেষ্ট।'

'একজন সৈনিক, স্যার,' আমার খালা উত্তর দিলো, 'কিন্তু সাধারণ কখনো না! একবারও না!'

লম্বা ট্রাউজার আমাকে টেবিলে বসার যোগ্য করেছিলো, খালাতো ভাই জাফরের পাশে।

এগার-বছর বয়সিরা কি শুনতে পায় ডিনারে? তারা কি বোঝে সামরিক রেফারেন্স দিয়ে যে 'সুহরাওয়ার্দি সব সময় পার্কিস্তান ধারণার বিরোধিতা করেছেন'— অথবা নুনের প্রতি, কাছে সূর্যাস্ত বলে ডাকা হতে পারতো, কি?' এবং যখন কমাণ্ডার-ইন-চিফ উদ্ধৃতি দেন কুরআন থেকে, তার কতটুকু অর্থ বুঝতে পারে এগার-বছর-বয়সি কান?

'লেখা আছে,' গোলাকার মাথার মানুষটা বললো, আর অন্যরা চুপ করে গেল, '*Aad and Thamoud we also destroyed. Satan had made their foul deeds seem fair to them, keen-sighted though they were.*'

এটা ছিলো যেন প্রদত্ত একটা cue; আমার খালার হাতের একটা ঢেউ চাকরদের সরিয়ে দেয়। সে নিজে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়; আমার মা ও পিয়া তার সাথে যায়। জাফর ও আমিও আমাদের আসন থেকে উঠে পড়ি; কিন্তু *তিনি*, তিনি নিজে, sumptuous টেবিলের দৈর্ঘ্য called down করেন : 'ক্ষুদে মানুষেরা থাকদে। এটা তাদের ভবিষ্যৎ, সর্বোপরি।' ক্ষুদে মানুষগুলো, শংকিত কিন্তু গর্বিতও বটে, বসে থাকে, নির্দেশ অনুযায়ী। এখন পুরুষ মানুষ কেবল। গোলাকার মাথার মুখে একটা পরিবর্তন; কিছু একটা অন্ধকার, কিছু একটা বেপরোয়া... 'বারো মাস পূর্বে;, তিনি বলেন, 'আমি আপনাদের সবার সাথে কথা বলেছিলাম। রাজনীতিকদের একটা বছর দিন— আমি কি এ কথা বলিনি?' মাথা নড়ে; assent-এর বিড়বিড়। 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা তাদের একটা বছর দিয়েছি; পরিস্থিতি অসহ্য হয়ে উঠেছে, এবং আমি এটা আর সহ্য করতে প্রস্তুত নই!' সামরিক কর্মকর্তাদের মুখগুলো এখন রাষ্ট্রনায়ক সুলভ। চোয়াল সেঁটে আছে। চোখের দৃষ্টিপাত তীক্ষ্ণভাবে ভবিষ্যতের দিকে। 'আজ রাতে, অতঃপর,'— হ্যাঁ! আমি ওখানে ছিলাম! তার থেকে কয়েক গজ দূরে!— জেনারেল আইয়ুব এবং আমি, নিজে আমি আর বৃদ্ধ আইয়ুব খান!— 'আমি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ assuming করছি।'

একটা অভ্যুত্থানের ঘোষণায় কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে এগার-বছর-বয়সিরা? শুনছে কথাগুলো, '... জাতীয় অর্থনীতি শংকাজনক disarray- তে... দুর্নীতি আর ভেজাল সর্বত্র...' তাদের চোয়ালও কি শক্ত হয়ে ওঠে? তাদের চোখ কি উজ্জ্বলতর আগামীদিনের ওপর নিবিষ্ট হয়? এগার বছর বয়সিরা শোনে একজন জেনারেল চিৎকার করেন, 'সংবধিান abrogated হয়েছে! কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক legislature ভেঙে দেয়া হয়েছে! রাজনৈতিক legislature ভেঙে দেয়া হয়েছে! রাজনৈতিক দলসমূহ forthwith

abolished!'— কেমন তারা অনুভব করে ভাবো? যখন জেনারেল আইয়ুব খান বলেন, 'সামরিক আইন এখন imposed হয়েছে,' আমি ও খালাতো ভাই জাফর আমরা দু'জনেই বুঝি যে তার কণ্ঠস্বর– যে কণ্ঠ পূর্ণ ক্ষমতায় ও সিদ্ধান্তে এবং আমার খালার সর্বোত্তম রান্নার সমৃদ্ধ timbere-এ– একটা বিষয়ে কথা বলছিলো যেটার জন্যে আমাদের জানা ছিলো মাত্র একটি শব্দ : treason. আমি বলতে গর্ব অনুভব করি যে আমার মাথা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছি। কিন্তু জাফর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে আরেকটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের। তার ট্রাউজারের সামনের অংশ সে ভিজিয়ে ফেলে। ভয়ের হলুদ আর্দ্রতা তার পা বেয়ে নেমে আসে পারসিয়ান কর্পেটের ওপর। সামরিক হর্তাকর্তারা কিছু একটার গন্ধ পায়। আর তার দিকে তাকায় বিস্বাদের দৃষ্টিতে। এবং তারপর (সবচেয়ে বাজে ব্যাপার) তারা হেসে ওঠে। জেনারেল জুলফিকার মাত্র বলতে শুরু করেছে, 'আপনি যদি অনুমতি দেন, স্যার, আজ রাতের প্রসিডিওরসের মানচিত্র তৈরি করবো আমি,' যখন তার পুত্র প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলে। শীতল fury-র মধ্যে আমার খালু তার পুত্রকে কামরা থেকে hurled করে; 'pimp! মেয়ে মানুষ!' ডাইনিং-চেম্বারের বাইরে জাফরেকে অনুসরণ করে, তার বাবার চিকন তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর; 'ভীরু! সমকামি! হিন্দু!' জুলফিকারের চোখ পড়ে আমার ওপর। সে চোখে ছিলো আবেদন। *পরিবারের সম্মান রক্ষা করো। আমার পুত্রের incontinence থেকে আমাকে redeed করো।* 'তুমি, ছেলে!' আমার খালু বলে, 'তুমি এখানে এসে আমাকে সাহায্য করতে চাও?'

অবশ্যই, আমি মাথা নাড়ি। আমার সাবালকত্ব প্রমাণ করে, পুত্রত্বে আমার যোগ্যতা, আমি সহযোগিতা করি আমার খালুকে যখন তিনি বিপ্লব করেন। এবং সেটা করে, আমি নিজের জন্যে সৃষ্টি করি নতুন এক পিতা। জেনারেল জুলফিকার পরিণত হয়েছিলো সেইসব মানুষের লাইনের সর্বসাম্প্রতিক জনে যারা আমাকে 'সনি,' কিংবা 'সনি জিম,' কিংবা সাদামাটা ভাবে 'আমার বাছা' বলে ডাকতে চাইছে।

কিভাবে আমরা বিপ্লব করলাম : জেনারেল জুলফিকার ট্রুপ মুভমেন্ট বর্ণনাকরে; আমি প্রাতীকিভাবে pepperpots নাড়াই তার কথা বলার সাথে। আমি সল্ট সেলার আর চাটনির কাটি shift করি : এই বর্ব্রটিরঢ-নটর হচ্ছে কম্পানি এ যারা দখল করছে হেড পোস্ট অফিস; দুটো pepperpots ঘিরে ধরেছে একটা পরিবেশন-করার- চামচ, যার অর্থ কম্পানি বি অবরোধ করেছে বিমানবন্দর। আমার হাতের মধ্যে জাতির ভাগ্য নিয়ে, আমি shift করি condiments ও cutlery. ধর পাকড় করি, শূন্য বিরিয়ানি উশ সাথে পানির গ্লাস। এবং যখন জেনারেল জুলফিকার কথা বলা থামায়, টেবিল-সার্ভিসের দৌড়ও এসে পৌঁছোয় সমাপ্তিতে। আইয়ুব খানকে মনে হয় জুৎ হয়ে বসেছেন চেয়ারে। তিনি আমাকে ঠিক আমার কল্পনায় দিয়েছিলেন wink?– যে কোনো মূল্যে, কমান্ডার-ইন চিফ বলেন, 'খুব ভালো, জুলফিকার; চমৎকার প্রদর্শন।'

AMARBOI.COM

টেবিলের ওপর রয়ে গিয়েছিলো একটা সলিড সিলভারের ক্রিম-জাগ। যেটা, আমাদের টেবিল-শীর্ষ অভ্যুত্থানে, প্রতিনিধিত্ব করছে রাষ্ট্র প্রধানের, প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা; তিন সপ্তাহ মির্জা প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

একজন এগার-বছর বয়সি বালক বিচার করতে পারে না যে একজন প্রেসিডেন্ট বাস্তবিক দুর্নীতিগ্রস্ত কি না, এমন কি সামরিক হর্তারাও যদি সে কথা বলে। সালিম সিনাই কোনো রাজনৈতিক বিচার করে না; কিন্তু যখন, inevitably মধ্যরাতে, ১লা নভেম্বরে, আমার খালুক ঝাঁকি মেরে আমাকে ওঠায় ঘুম থেকে এবং ফিসফিস করে, 'ওঠো ওঠো, সনি, আসল জিনিসের স্বাদ পাবার এখনই সময়।' আমি সপ্রতিভ ভাবে বিছানা ছাড়ি আমি পোশাক পরি আর রাতের ভিতরে) বাইরে বেরিয়ে আসি, গর্বিতভাবে সচেতন যে আমার খালু তার পুত্রকে বাদ দিয়ে আর সঙ্গ পছন্দ করেছে। মধ্যরাত্রি। রাওয়ালপিণ্ডি ঘণ্টায় সত্তুর মাইল মোটর সাইকেলের গতিতে সরে যাচ্ছে আমাদের সামনে পাশে পিছনে। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি জুলফি-খালু?' *অপেক্ষা করো এবং দেখ।* কালো ধোঁয়াটে জানলার লিমুজিন বিরতি দেয় অন্ধকার বাড়িতে। রাইফেল নিয়ে সেন্ট্রিরা পাহারা দেয় দরোজায়। সেটা খুলে যায় আমাদের ভিতরে ঢুকতে দেবার জন্যে। খালুর পাশে আমি মার্চ করি। করিডোর ইত্যাদি পেরিয়ে আমরা একটা কামরায় পৌঁছোই। সেটা অন্ধকার। কেবল চাঁদের একটু আলো এসে পড়েছে কোনো খান থেকে একটা চার পেয়ে বিছানার ওপর। একটা মশারি টাঙানো আছে সেটার ওপর shroud-এর মতো।

একজন মানুষ জেগে উঠছে, বিস্মিত, *কি ব্যাপার....* কিন্তু জেনারেল জুলফিকারের হাতে লম্বা-নলের একটা রিভলভার; নলের মুখটা ঢুকিয়ে দেয়া হয় লোকটার হা-করা মুখের ভেতর। 'চুপ,' আমার খালু বলে, 'আমাদের সঙ্গে এসো।' লোকটা বিছানা থেকে নামে। তার চোখে জিজ্ঞাসা : *তোমরা আমাকে গুলি করতে যাচ্ছো?* তাকে দেখাচ্ছে শাদা হাস্যরত বুদ্ধের মতো। কিন্তু সে হাসছেনা। ঝাঁপছে। আমার খালু নলটা বের করে নেয় তার মুখ থেকে। 'ঘোরো। কুইক মার্চ!'... সেই রাতে, আমি লোকটার পাশে বসে থাকি, আমার খালু গাড়ি চালিয়ে, তাকে নিয়ে যায় একটা সামরিক এয়ারফিল্ডে। আমি দাঁড়াই। লক্ষ্য করি অপেক্ষমান বিমান ইঞ্জিন চালু করে, উড়ে যায়। আমি শুধু একটা সরকারই উৎখাত করেছি তাই নয়, একজন প্রেসিডেন্টকে নির্বাসনেও পাঠাই।

মধ্যরাত্রির অনেক ছেলেমেয়ে আছে। স্বাধীনতা offspring সবাই মানব স্তা ছিলো না। সহিংসতা, দুর্নীতি, দরিদ্র্য, জেনারেলগণ, ঝঞ্ঝাট, লোভ ও pepperpot...

'আসলেই সত্যি?' পদ্ম জিজ্ঞেস করে। 'তুমি সত্যিই ছিলে ওখানে?' আসলেই সত্যি। 'ওরা বলে যে খারাপে পরিণত হবার আগে আইয়ুব একটা ভালো লোক ছিলো।' পদ্ম বলে। এটা একটা প্রশ্ন। কিন্তু সালিম, এগার বছর বয়সে, অমন চিবার করেনি। যাহোক, এটা 'আমার' দেশ ছিলো না সেই সময়ে। আমার দেশ নয়, যদিও আমি সেখানে থাকি উদ্বাস্ত হিসেবে, নাগরিক হিসেবে নয়; আমার মায়ের ভারতীয় পাসপোর্টে প্রবেশ করেছি। আমাকে সন্দেহ করা হতে পারতো আনাসেই, হতে পারে এমন কি গুপ্তচর হিসেবে গ্রেফতার করাও হতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। আমার অভিভাবকের ক্ষমতা আর আমার সাবলীল আচরণের কারণে দীর্ঘ চারটি বছর।

কিছুই হয়নি চারটি বছর।

কেবল টিনেজার হিসেবে বড় হয়ে উঠেছি। মাকে লক্ষ্য করেছি যখন সে ভেঙে পড়েছে। পর্যবেক্ষণ করেছি বাঁদরকে, আমার চেয়েও সংকটজনক এক তারুণ্যের বয়সের মধ্যে ছিলো যে, বাঁদর এক সময়ে ছিলো বিদ্রোহী আর বন্য, এমন এক submission-এর অভিব্যক্তি ধারণ করে যা তার নিজের কাছেই মিথ্যা বলে মনে হতো, সে কিভাবে রান্না করতে হয় আর ঘর দোর গুছিয়ে রাখতে হয় শিখছিলো, বাজারে গিয়ে কিভাবে মশলা কিনতে হয় শিখছিলো। বাঁদর তার নানার legaey কে শেষ মোকাবেলা করছিলো আরবিতে নামাজ পড়ে। সেই খোদার প্রেমে সে মশগুল হলো একটা শিলা meteorite-ঘিরে গড়ে ওঠা pugan shrine-এ একটা খোদিত idol অনুযায়ী যার নামকরণ করা হয়েছিলো : আল-লাহ্, কা'বায়, মহান কালো পাথরের shrine.

কিন্তু আর কিছুই না।

মধ্যরাতের শিশুদের থেকে চার বছর দূরে; ওয়ার্ডেন রোড, ব্রিচ ক্যান্ডি, স্ক্যান্ডাল পয়েন্ট আর এক গজ চকলেটের lures ছাড়াই চারটি বছর; ক্যাথিড্রাল স্কুল এবং শিবাজীর eguestrian মূর্তি এবং গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার তরমুজ-বিক্রেতাদের থেকে দূরে : দিবালি, গণেশ চতুর্থি ও নারকেল দিবস থেকে দূরে ও একজন পিতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার চারটি বছর যে পিতা একটি বাড়িতে একাকী বসে থাকে যে বাড়ি সে বিক্রি করবে না।

চার বছরে কি বাস্তবিক ছি ঘটতে পারে না? আমার খালাতো ভাই জাফরকে তার বাবা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেনি ইতিহাসের সামনে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলার কারণে। তাকে বলা হয়েছিলো যে বয়স হওয়ামাত্র তাকে সেনাবাহিনীতে ঢোকানো হবে। 'আমি দেখতে চাই তুমি প্রমাণ করছো তুমি মেয়ে মানুষ নও,' তার বাবা তাকে বলেছিলো।

এবং বঙ্গো মারা গেল; জেনারেল জুলফিকারের চোখে পুরুষোচিত অশ্রু দেখা গেল তাতে।

এবং মেরির স্বীকারোক্তি নিষ্প্রভ হয়ে গেল, কেননা কেউ এ নিয়ে কথা বলতো না, এটা মনে হতো একটা খারাপ স্বপ্নের মতো; সবার কাছে কেবল আমি ছাড়া।

এবং (আমার কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা ছাড়াই) ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক ভীষণ খারাপ হতে লাগলো; পুরোপুরি আমার সাহায্য ছাড়াই, ভারত দখল করে নিলো গোয়া– 'মা ভারতের মুখে পর্তুগিজ pimple'; আমি সাইডলাইনে বসে থাকি আর কোনো ভূমিকা রাখি না পাকিস্তানের জন্যে মার্কিন সাহায্যের বড় মাপের acquisition-এ; লাদাখের আকসাই চিন অঞ্চলে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘাত নিয়েও আমি নাক গলাই না; ১৯৬১ সালে ভারতের আদম শুমারি সাক্ষরতার হার নিরূপণ করে ২৩.৭ শতাংশ, কিন্তু ওই রেকর্ডে আমি ছিলাম না। অস্পৃশ্যতার সমস্যা একই রকম রয়ে গেছে। এটা alleviate করার জন্যে আমি কিছুই করিনি। এবং ১৯৬২ সালের নির্বাচনে, সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস লোক সভায় ৪৯৪টি আসনের মধ্যে ৩৬১টি আসনে জয়লাভ করে, এবং সর্ব রাজ্য পরিষদে ৬১ শতাংশের বেশি।

AMARBOI.COM

তারপর, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সালে, আমরা বাঁদরের চৌদ্দতম জন্মদিন পালন করি। এই সময়ে (এবং আমার প্রতি আমার খালুর অব্যাহত অনুরাগ সত্ত্বেও) আমরা সামাজিক inferiors হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলাম, মহান জুলফিকারদের hapless সামান্য সম্পর্ক; কাজেই পার্টিটা ছিলো একটা skimpy ঘটনা। বাঁদর, যাহোক, সব কিছু উপভোগ করছে এমন ভাব প্রকাশ করছিলো। 'এটা আমার দায়িত্ব, ভাই,' সে আমাকে বলে। আমার কানকে পর্যন্ত বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে... তবে হয়তো আমার বোনের একটা intuition ছিলো তার ভাগ্যের; হয়তো সে জানতো তার জন্যে অপেক্ষমান transformation সম্পর্কে; কেন আমি assume করবো যে একা আমারই শুধু গোপন জ্ঞানের ক্ষমতা আছে?

হয়তো, তখন, সে অনুমান করেছিলো যে ভাড়াটে সঙ্গীতকাররা যখন গান-বাজনা শুরু করবে (সানাই ও বীনা উপস্থিত ছিলো; সারঙ্গি ও সরোদ এসেছিলো; তবলা ও সিতার বাজছিলো), তখন এমারেল্ড জুলফিকার তাকে ডেকে নিয়ে বলবে, 'এসো এসো, জামিলা, তরমুজের মতো ওখানে বসে থেকো না, ভালো মেয়েদের মতো আমাদের একটা গান গেয়ে শোনাও তো!' এইভাবেই আমার খালা আমার বোনকে বাঁদর থেকে রূপান্তরিত করলো গায়িকায়; যদিও আমার বোন চেষ্টা করলো প্রতিবাদের, কিন্তু তাকে সঙ্গতিকারদের ডায়াসের ওপর বসিয়ে দিলো আমার খালা; পালানোর কোনো পথ নেই দেখে গাইতে শুরু করলো বাঁদর।

আমি মনে করি আবেগের বর্ণনা আমি ভালোভাবে দিতে পারি না– যখন আমার বোন গাইতে শুরু করে, তখন এমন এক শক্তির আবেগে আমি ক্ষতবিক্ষত হই যে এটা আমি বুঝতেও পারি না যতক্ষণ না পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন বেশ্যা আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়। কেননা, তার প্রথম নোটেই, পেতলের বাঁদর তার ডাকনাম ঝেড়ে ফেলে; সে পাখিদের সাথে কথা বলতো (ঠিক যেমন তার নানা করতো বহুবছর আগে এক পাহাড়ি উপত্যকায়), গান গাওয়ার শিল্প সে নিশ্চয় রপ্ত করেছিলো পাখিদের কাছ থেকেই। এক কান ভালো আর এক কান খারাপ নিয়ে আমি ওর নির্ভুল কণ্ঠের গান শুনি, চৌদ্দ বছর বয়সে যে কণ্ঠ হয়ে উঠেছিলো পূর্ণ বয়স্ক নারীর কণ্ঠের মতো, তা পূর্ণ ছিলো ডানার বিশুদ্ধতায়, নির্বাসনের যন্ত্রণায়, ঈগলের ওড়ায়, জীবনের ভালোবাসাহীনতায়, বুলবুলের সুরে এবং খোদার মহিমান্বিত omnipresence-এ; এমন এক কণ্ঠ পরে যা তুলনা করা হয় মুহাম্মদের মুয়াজ্জিন বিলালের সাথে।

আমি যা বুঝতে পারিনি অবশ্যই তা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এখন এখানে রেকর্ড করতে দাও যে, আমার বোন নাম অর্জন করেছিলো তার চৌদ্দতম জন্মদিনের পার্টিতে। এবং ওই দিন থেকেই সে পরিচিত হয় জামিলা গায়িকা হিসেবে। এবং আমি জানতে পারি যে যখন আমি 'আমার মসলিনের লাল দুপাট্টা' ও 'শাহবার্জ কালান্দার' গানগুলো শুনছিলাম, এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো আমার প্রথম নির্বাসনের সময় আর তা সম্পূর্ণ হবার কাছাকাছি হয়েছে আমার দ্বিতীয় নির্বাসনে। এবং এটা যে জামিলা এখন এক প্রতিভা, আমাকে তার পাশে দ্বিতীয় স্থানটি নিতে হবে চিরকালের জন্যে।

জামিলা গায় আমি, ভদ্রভাবে, আমার মাথা ধনুকের মতো আনত করে রাখি। কিন্তু তার রাজ্যপাটে সে সম্পূর্ণ প্রবেশ করার আগে, কিছু একটা ঘটেছিলো : আমাকে যথাযথভাবে শেষ করতে হয়েছিলো।

২১ Drainage And The Desert
নিষ্কাশন ও মরুভূমি

অস্থি-যা-চিবায় তা বিরতি দিতে চায় না... এখন এটা মাত্র সময়ের ব্যাপার। এই কারণেই আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারছি : আমি পদ্মকে আঁকড়ে ধরি। পদ্ম একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ পদ্ম-পেশি, পদ্মর লোমশ বাহু, পদ্ম আমার নিজের বিশুদ্ধ পদ্ম... যে, ঘনিষ্ঠ হয়ে, আদেশ করে; 'যথেষ্ট হয়েছে শুরু করো। শুরু করো এখন।'

হ্যাঁ, এটা অবশ্যই শুরু হবে কেবল দিয়ে। টেলিপ্যাথি আমাকে খণ্ডিত করেছিলো; টেলিযোগাযোগ ডুবিয়ে দিয়েছিলো একবারে।

টেলিগ্রাম যখন পৌছালো তখন আমিনা সিনাই verrucas কাটছিলো তার পা থেকে... একদা এক কালে। না, তাতে হবে না, তারিখ থেকে সরে আসা যাচ্ছে না : আমার মা, বাঁ হাঁচুর ওপর ডান গোড়ালি রেখে, মরা-চামড়া তুলছিলো তার পায়ের তালু থেকে একটা ধারালো ফাইল দিয়ে, ১৯৬২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর। আর সময়টা? সময়টাও একটা বিষয় বটে। বেশ, তবে সেক্ষেত্রে : অপরাহ্ন বেলায়। না, আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো যে... তিনটা বাজার সময় সংকেতে, যা, এমন কি উত্তরেও, দিনের সর্বাধিক উত্তপ্ত সময়, একজন বাহক আমার একটা খাম এনে দিলো একটা রূপার পাত্রে। কয়েক সেকেণ্ড পর, অনেক দূরে অবস্থিত দিল্লিতে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন (সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে, কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে নেহরুর অবর্তমানে) যুগান্তকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে হিমালয় সীমান্তে চিনা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হবে। 'চিনাদের অবশ্যই থাগ লা পর্বত শিখর থেকে চলে যেতে হবে,' মি. মেনন বলেন যখন আমার মা একটা খাম খোলেন ছিঁড়ে। 'কোনো দুর্বলতা প্রদর্শন করা হবে না।' কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ছিলো একটা বাগাড়ম্বর, কেননা 'লেগহর্ণ, কোড নামে পরিচালিত অপারেশন ব্যর্থতার পর্যবসিত হলো। আমার মা টেলিগ্রামটি পড়লো, কান্নায় ভেঙে পড়লো এবং বললো, 'বাছা, আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি!'... যার পর এটা ছিলো কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

টেলিগ্রামে যা লেখা ছিলো : PLEASE COME QUICK SINAISAHIB SUFFERED HEARTBOOT GRAVELY ILLSALAAMS ALICE PEREIRA.

AMARBOI.COM

'অবশ্যই, এক্ষুণি যাও, প্রিয় আমার,' আমার খালা এমারেল্ড তার বোনকে বললো, 'কিন্তু, আমার খোদা, এই heartboot কি হতে পারে?'

এটা সম্ভব যে আমিই একমাত্র প্রথম ঐতিহাসিক যে নিজের অনস্বীকার্য ব্যতিক্রমি জীবন-ও-সময়ের কাহিনী লিখেছে। যারা আমার পদক্ষেপ অনুসরণ করে তারা এই বর্তমান কাজে অবশ্যম্ভাবিভাবে আসে. এই সোর্স বুক, এই হাদিস অথবা পুরান অথবা *Grundrisse* পথ প্রদর্শন ও অনুপ্রেরণার জন্যে। আমি এই কথা বলি ভবিষ্যৎকে; যখন তুমি ঘটনা পরীক্ষা করতে আসবে, মনে রাখবে সেই ঘূর্ণীঝড়ের চোখ উন্মুক্ত হয়েছে আমার ওপর তরবারি, রূপককে উস্কে দেয়া, যেটা অভ্যুত্থানে কাজে লাগে সেখানে ছিলো ঐক্যবদ্ধ একটি শক্তি। আমি টেলিযোগাযেগের কথাই বলছি।

টেলিগ্রাম, এবং টেলিগ্রামের পর টেলিফোন, ভালভাবে, যাহোক, আমি ষড়যন্ত্রকারি কাউকে দোষ দেবো না; যদিও বিশ্বাস করা সহজ ছিলো যে যোগাযোগের নিয়ন্ত্রক জাতির এয়ার-ওয়েভে তাদের একচেটিয়া পুনরুদ্ধার করেছিলো; আমি অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো কার্যকারণের নিষিদ্ধ চেইনে : আমরা সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে পৌছাই, ডাকোটা বিমানে, ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে; তবে টেলিগ্রামটি ব্যাখ্যা করতে গেলে, সময়ের আরো অনেক পিছনে আমাকে যেতে হবে। এ্যালিস পেরেইরা যদি একবার পাপ করে থাকে, জোসেফ ডি'কস্টাকে তার বোন মেরির কাছ থেকে চুরি করে নেয়ায়, সে এই শেষের বছরগুলোয় স্খালন করেছে; কারণ চার বছর সে ছিলো আহমদ সিনাইয়ের একমাত্র সাথী। এ্যালিস বোঝার চেষ্টা করেছিলো; সিনাই একাকী মানুষ; টেলিফোনের সাথে তার একদা সর্ম্পক ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো সময়ের অর্থনৈতি চাপে দ্বারা। অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে তার সংস্পর্শতা তাকে পরিত্যক্ত করতে শুরু করেছিলো... আকসাই চিন অঞ্চলে চিনা সড়ক যখন পুনরাবিস্কৃত হলো, তখন তার বদ্ধমূল ধারণা হলো যে হলুদ মানুষ আসবে মেথওয়াল্ডের এস্টেটে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই; এ্যালিস তাকে বরফ-শীতল কোকা-কোলা দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। ওই চিঙ্কিরা এত ছোট যে আমাদের জওয়ানদের ওরা পরাস্ত করতে পারবে না। আপনি আপনার কোক পান করুন; কিছুই বদলাচ্ছে না।' এ্যালিস তার সাথে ছিলো, এসেটার এক মাত্র কারণ হলো সে দাবি করতো আর গ্রহণও করতো মোটা অংকের টাকা, আর বেশির ভাগ টাকা পাঠিয়ে দিতো গোয়ায়, তার বোন মেরিকে সহায়তা দেবার জন্যে; কিন্তু ১লা সেপ্টেম্বর টেলিফোনের খবরে সেও বিহবল হয়েছিলো।

সে সময়ে তার নিয়োগকর্তার চেয়েও সে অধিকাংশ সময় ব্যয় করতো যন্ত্রটির ওপর, বিশেষ করে নারলিকারের নারীরা যখন ফোন করতো। অনতিক্রম্য নারলিকাররা, সেই সময়ে আমার বাবাকে নিঃস্ব করছিলো, দিনে তাকে দুইবার ফোন করতো, বাড়ি বিক্রির জন্যে নানাভাবে প্ররোচিত করার চেষ্টা করতো, তাকে স্মরণ করিয়ে দিতো যে তার অবস্থা নৈরাশ্যজনক, তার মস্তিষ্কের চারপাশে পাখা নাড়তো জ্বলন্ত গুদামের ওপরে উড়ন্ত শকুনের মতো... ১লা সেপ্টেম্বর, অনেক দিন আগের একটা শকুনের মতো, তারা একটা হাত

নামিয়ে আনলো এমন ভাবে যা আঘাত হানলো তার মুখে, কারণ তার কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যে এ্যালিস পেরেইরাকে তারা ঘুষ দিয়েছিলো। তাকে সহ্য করা আর সম্ভব না হওয়ায় সে চিৎকার করে বলে, 'আপনি নিজেই টেলিফোনের জবাব দিন! আমি চলমান।'

সেই রাতে, আহমেদ সিনাইয়ের হৃৎপিণ্ড উল্টোপাল্টা করতে শুরু করলো। আত্মঘৃণা ও মর্মযাতনায় পূর্ণ হয়ে সেটা বেলুনের মতো ফুলতে লাগলো, হৃৎকম্প হতে লাগলো অতিশয় কঠিনভাবে, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ফেলে দিলো ধরাশায়ী ষাঁড়ের মতো। ব্রিচ ক্যাণ্ডি হাসপাতালে ডাক্তাররা আবিষ্কার করলো যে আমার বাবার হৃৎপিণ্ড প্রকৃতই আকার পরিবর্তন করেছে বাম দিকে নিচের অলিন্দ ঠেলে দিয়েছিলো স্ফীতি। এ্যালিসের ভাষায় এটা ছিলো booted.

এ্যালিস পরদিন তাকে দেখতে পায়, যখন, ঘটনাচক্রে, সে ফিরে এসেছিলো ভুলে রেখে যাওয়া একটা ছাতা নিতে; একজন উপযুক্ত সচিবের মতো, সে টেলিযোগাযোগের ক্ষমতা কাজে লাগালো, একটা এ্যাম্বুলেন্সকে টেলিফোনে খবর দিলো আরটেলিগ্রাম করলো আমাদের। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সেন্সরশিপের কারণে টেলিগ্রামটি পূর্ণ এক সপ্তাহ পর আমিনা সিনাইয়ের কাছে পৌঁছালো। 'বম্বে ফিরে আসা!' আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠি, এয়ারপোর্টের কুলিরা সচকিত হয়ে ওঠে। 'বম্বে ফিরে আসা!' আমি উল্লাস করি, সমস্ত কিছু সত্ত্বেও, যতক্ষণ না জামিলা বললো, 'আহ, সালিম, সৎভাবে, অদ্ভুত!' এ্যালিস পেরেইরা আমাদের সাথে যোগ দিলো বিমানবন্দরে। (একটা টেলিগ্রাম সতর্ক করেছিলো তাকে); এবং তার পরে আমরা একটা সত্যিকার বোম্বে কালো-হলুদ ট্যাক্সির ভিতরে চড়লাম, আর আমি চমকিত হচ্ছিলাম গরম-চানা-গরম হকারদের আওয়াজে, ক্যামেল্স বাইসাইকেলের ভিড় আর শুধু মানুষ মানুষ, ভাবছিলাম মুম্বাদেবীর নগরির কাছে রাওয়ালপিণ্ডি কেমন একটা গ্রামের মতো, পুনরাবিষ্কার করছিলাম বিশেষ করে রঙ, গুলমোহর ও বুগেনভিলিয়ার বিস্মৃত বর্ণবৈচিত্র্য, মহালক্ষ্মী মন্দিরের 'ট্যাংকের' পানির সবুজ, ট্রাফিক পুলিশের রৌদ্র-ছাতার পূর্ণ কালো ও শাদা এবং তাদের উর্দির নীল ও হলুদত্ব; কিন্তু সমস্ত কিছুর চেয়ে বেশি সমুদ্রের নীল নীল নীল.... শুধু মাত্র আমার বাবার পীড়িত মুখের ধূসর রঙ আমাকে বিচ্ছিন্ন করে নগরির রঙধনু দাঙ্গা থেকে,

এ্যালিস পেরেইরা হাসপাতালে আমাদের ছেড়ে গেল এবং নারলিকারের নারীদের পক্ষে কাজ করতে চলে গেল; আর এখন লক্ষ্যনীয় একটা ঘটনা ঘটলো। আমার মা আমিনা সিনাই, আমার বাবাকে দেখতে পেয়েই লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে মানসিক চাপ থেকেও অপরাধ কুয়াশা থেকে ও verruca বেদনা থেকে, মনে হয় সে অলৌকিকভাবে পুনরায় ফিরে পেয়েছে তার যৌবন; সে আহমেদের পুনর্বাসনে মনোযোগ দেয়, চালিত হয় এক অদম্য ইচ্ছায়। সে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে দোতলার বেডরুমে যেখানে শুরু করে তার সুশ্রূষা; তার পাশে সে বসে থাকে দিন-রাত্রি, নিজের শক্তি সঞ্চারিত করে তার দেহে। এবং আমিনার ভালোবাসা প্রতিদান পেয়েছিলো, কারণ আহমেদ সিনাই শুধু সুস্থই হয়ে উঠলো তাই নয়, তাছাড়াও সামগ্রিক এক চমকপ্রদ পরিবর্তনও ঘটলো তার আপাদ মস্তক, জ্বিনের সাথে কুস্তি আর অভিশম্পাত চর্চায় ফিরে গেল না সে, বরং আমিনার যত্নে ফিরে এলো নিজের মধ্যে, ক্ষমাশীলতায়, হাস্যরসে ও ভদ্রতায় এবং সর্বোপরি সুন্দরতম

অলৌকিক ঘটনা ভালোবাসায়। আহমেদ সিনাই, দীর্ঘ সময় পর অবশেষে, প্রেমে পড়লো আমার মায়ের।

আমি ছিলাম আত্ম-ত্যাগি ভেড়া যার মাধ্যমে তারা বলি করেছিলো তাদের ভালোবাসা।

এমন কি তারা এক সাথে শুতেও আরম্ভ করলো আবার; এবং যদিও আমার বোন তার পুরনো বাঁদর-সুলভ ভাব নিয়ে বললো, 'একই বিছানায়, আল্লাহ, ছি-ছি, কী নোংরা!' তথাপি আমি আনন্দিত হয়েছিলাম তাদের জন্যে; এবং এমন কি, সংক্ষেপে, আমার নিজের জন্যেও, কারণ আমি ফিরে এসেছিলাম মিডনাইট চিলড্রেন'স কনফারেন্সের দেশে।

৯ই অক্টোবরে INDIAN ARMY POSED FOR ALL-OUT EFFORT ছিলো ঐ দিনের সংবাদ শিরোনাম, আমি কনফারেন্স আহ্বান করার সামর্থ অনুভব করলাম (সময় ও আমার নিজের চেষ্টা মেরির গুপ্ত বিষয়ের চারপাশে প্রয়োজনীয় দেয়াল তুলে দিয়েছিলো)। তারা আমার মস্তিষ্কে ফিরে এলো। রাত্রিটা ছিলো সুখি। আমরা আবার মিলিত হবার আনন্দ প্রকাশ করলাম বারংবার। গভীর সত্যকে উপেক্ষা করে— যে আমরা সব পরিবারের মতো, আর সময় আসে যখন সব পরিবারই আলাদা পথে চলে যায়। ১৫ই অক্টোবরে UNPROVOEKED ATTACK ON INDIA সেই প্রশ্নটি শুরু হয় যেটা আমি প্ররোচিত করতে চেষ্টা করিনি : *শিব এখানে নেই কেন?* এবং : *কেন তুমি তোমার মনের একটা অংশ বন্ধ করে রেখেছো?*

২০শে অক্টোবরে, ভারতীয় সেনারা পরাস্ত হলো— থাগ লা শিখরে চিনাদের দ্বারা। পিকিং-এর একটা সরকারি ঘোষণায় বলা হলো : *আত্মরক্ষার তাগিদে, চিনা সীমান্ত রক্ষীরা আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছে।* কিন্তু ওই রাতে মধ্যরাত্রির শিশুরা যখন আমার একটা ঐক্যতান সঙ্গীতের আঘাত হানলো, তখন আমার আত্মরক্ষার কিছু ছিলো না। তারা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আর সব দিক থেকে আমার ওপর আক্রমণ চালালো, তারা গোপনীয়তা, ইত্যাদির জন্যে আমাকে দোষারোপ করলো। আমার, তখন আর পার্লামেন্ট চেম্বার ছিলো না, পরিণত হয়েছিলো রণক্ষেত্রে যেখানে তারা আমার ওপর নির্যাতন চালায়। আমি আর 'বড় ভাই সালিম' ছিলাম না। এমন কি আমার অনেক দিনের সবচেয়ে অনুরাগি সমর্থক ডাইনি পার্বর্তী পর্যন্ত ধৈর্য হারালো। 'ও, সালিম,' সে বললো, 'খোদা জানেন ওই পাকিস্তান তোমার কি করেছে; কিন্তু তুমি সাংঘাতিক বদলে গেছো।'

একদা, দীর্ঘদিন আগে, মিঞা আবদুল্লাহর মৃত্যু ধ্বংস করেছিলো আরেক কনফারেন্স : এখন,মধ্যরাত্রির শিশুরা আমার প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে, আমি তাদের জন্যে যা করেছি সে সবের প্রতিও তারা আর আস্থাশীল নয়। ২০শে অক্টোবর থেকে ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত আমি আমাদের নৈশ সেশন ডাকার চেস্টা করলাম— কিন্তু তারা আমার থেকে সরে

থাকলো, একজন একজন করে নয়, দশজন-বিশজন করে। হিমালয়ের উঁচু পাহাড়ে, গুর্খা ও রাজপুত সেনারা পালিয়ে গেল চিনা সৈন্যদের হাত থেকে নিস্তারের আশায়।

... এবং শিব? শিব, ঠাণ্ডা মাথায় যার জন্মাধিকার আমি অস্বীকার করেছি? আমি একবারও ওই শেষের মাসে তার অনুসন্ধানে আমার ভাবনা পাঠাইনি। (সেও জন্মেছিলো মধ্যরাতের ঘণ্টাধ্বনির সময়; আমার মতো সেও যুক্ত ছিলো ইতিহাসের সাথে। যোগাযোগের ধরন তাকে সমর্থ করেছিলো সময়ের ধারাকে প্রভাবিত করতে।)

আমি কথা বলছি এমনভাবে যেন তাকে আর কখনো আমি দেখিনি; যা সত্যি নয়। কিন্তু তা সবকিছুর মতো অবশ্যই কিউতে দাঁড়াবে। ওই কাহিনি এখনই বলার মতো যথেষ্ট দৃঢ় আমি নই।

আশাবাদের রোগ, সেইসব দিনে, আরও একবার প্রাদুর্ভাবের মতো ছড়ালো। ইতোমধ্যে আমি sinuses-এর প্রদাহে আক্রান্ত হলাম। থাগ লা শিখরের পরাজয়ে সর্বসাধারণের আশাবাদ যেন বেলুনের মতো ফুলে উঠলো। পার্লামেন্টারিয়ানরা বক্তৃতাবিবৃতি দিতে লাগলো 'চিনা আগ্রাসন' ও 'আমাদের জওয়ানদের রক্ত' সম্পর্কে। আশাবাদের রোগে আক্রান্ত ছাত্ররা মাও সে-তুং ও চৌ এন-লাই'এর কুশপুত্তলিকা দাহ করলো। জনতার দঙ্গল আক্রমণ চালালো চিনা জুতাপ্রস্তুতকারক, ডিলার ও রেস্তোরাঁ মালিকদের ওপর। আশাবাদে জ্বলন্ত, সরকার পর্যন্ত চিনা বংশোদ্ভূত ভারতীয় নাগরিকদের দোষি করলে— রাজস্থানের শিবিরে। বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিজ জাতিকে দান করলো একটা মিনিয়েচার রাইফেল রেঞ্জ; বিদ্যালয়ের মেয়েরা সামরিক কুচকাওয়াজে যেতে শুরু করলো। কিন্তু আমি, সালিম, অনুভব করছিলাম যেন আমি মরে যাচ্ছি। বাতাস, আশাবাদে এমন পুরু, যে ঢুকতেই চায় না আমার ফুসফুসে।

আহমেদ ও আমিনা সিনাই ছিলো আশাবাদের নবায়িত ব্যধির সবচেয়ে অখারাপ শিকার। তাদের নতুন জন্ম নেয়া ভালোবাসার মাধ্যমে এ রোগ তাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিলো। একটা ইচ্ছা নিয়ে তারা প্রবেশ করলো জনচিত্তে যখন মোরারাজি দেশাই, মুত্র-পায়ী অর্থমন্ত্রী, তার 'Ornaments for Armaments' আবেদন রাখলেন জাতির কাছে, আমার মা বিনা দ্বিধায় তারসোনার বালা ও কানের দুল দান করে দিলো; মোরারাজি দেশাই যখন একটা প্রতিরক্ষা বণ্ড ছাড়লেন, আহমেদ সিনাই তখন সেগুলো কিনে নিলো বস্তাভর্তি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে। যুদ্ধ যেন ভারতে নতুন এক সূর্যোদয় সৃষ্টি করেছিলো।

১ লা নভেম্বর নাগাদ INDIANS ATTACK UNDER COVER OF ARTLLLERY— আমার নাসারন্ধ্রের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়লো। আমার মা প্রতিদিন ভিক'স ইনহেলার দিয়ে এবং পানিতে ভিক'স মলম মিশিয়ে সেদ্ধ করে তার বাষ্প শ্বাস-প্রশ্বাসে ঢুকিয়ে প্রতিদিন আমাকে নির্যাতন করছিলো। এটা ছিলো সেই দিন যখন আমার বাবা তার হাত বাড়িয়ে দিলো আমার প্রতি আর বললো, 'এসো, পুত্র– এখানে এসো আর তোমাকে ভালোবাসতে দাও।' সুখের এক উন্মত্ততায় (হয়তো আশাবাদের

ব্যাধি আমাকেও পেয়ে বসেছিলো সে মুহূর্তে, সর্বোপরি) আমি তার হাতের ভিতর কাদার মতো গলে পড়ি। কিন্তু যখন সে আমাকে চলে যেতে দেয় তখন আমার নাকের শিকনি লেগে যায় তার বুশ-শার্টে। আমি মনে করি ওটাই শেষ পর্যন্ত আমাকে ধ্বংস করে দেয়; কারণ সেই অপরাহ্নে, আমার মা আক্রমণে গিয়েছিলো। আমার কাছে ভান করেছিলো যে সে টেলফোন করছে এক বন্ধুর কাছে, সে আসনে একটা নির্দিষ্ট স্থানে ফোন করছিলো। ভারতীয়রা যখন গোলন্দাজ বাহিনির ছত্রছায়ায় হামলা চালালো, আমিনা সিনাই পরিকল্পনা করলো আমার পতন, একটা মিথ্যার দ্বারা রক্ষিত।

আমার পরবর্তী বছরগুলোর মরুভুমিতে আমার প্রবেশের বর্ণনা দেবার আগে, যাহোক আমি এই সম্ভাবনার কথা অবশ্যই স্বীকার করবো যে আমি সাংঘাতিকভাবে ভুলের মধ্যে ফেলেছিলাম মা বাবাকে। এবারও, আমার জানা মতে, মেরি পেরেইরার দুস্কর্মের পর থেকে একবারও, তারা তাদের প্রকৃত সন্তানকে খুঁজে বের করার আদৌ কোনো চেষ্টাই করেনি। আমি তাদের সন্তান হিসেবেই রয়ে গিয়েছিলাম কেননা আরও খারাপ ব্যাখ্যা আছে যেমন এগার বছর ধরে নোংরা আবর্জনার মধ্যে কাটানো কোনো রাস্তার ছেলেকে বুকে তুলে নিতে তাদের অনিচ্ছা। কিন্তু আমি একটা বুদ্ধিদীপ্ত লক্ষণ খুঁজে পাই : এ সমস্ত কিছু সত্ত্বেও, আমার মা-বাবা আসলে আমাকে ভালোবেসে ফেলেছিলো। আমি তাদের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলাম আমার গোপন জগতে; ভীত হয়ে ছিলাম তাদের ঘৃণা সম্পর্কে, আমি স্বীকার করতে পারিনি যে তাদের ভালোবাসা কদর্যতার চেয়েও শক্তিশালী, এমনকি রক্তের চেয়েও শক্তিশালী। নিশ্চিতভাবেই এটা ওইরকম একটা টেলিফোন কলের মতো, যা শেষ পর্যন্ত সংঘটিত হয় ১৯৬২ সালের ২১শে নভেম্বর, কারণের জন্যে যথেস্ট ছিলো তা আমার মা-বাবা ভালোবাসার জন্যে আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো।

২০শে নভেম্বরের দিনটি ছিলো একটা ভয়ানক দিন; রাত ছিলো একটা ভয়ংকর রাত... ছয় দিন আগে, নেহরুর তিহাত্তুরতম জন্মদিনে, চিনা সৈন্যদের সাথে প্রচণ্ডতম লড়াই শুরু হয়ে ছিলো; ভারতীয় সেনারা JAWANS SWING INTO ACTION! ওয়ালং-এ চিনা সৈন্যদের আক্রমণ করে। ওয়ালংএর ক্ষয়ক্ষতি এবং জেনারেল কাউল ও চার ব্যাটেলিয়ানের রুটের খবর নেহরুর কাছে পৌঁছায় ১৮ তারিখ শনিবার; ২০ তারিখ সোমবার রেডিও ও খবরের কাগজের মাধ্যমে তা এসে পৌঁছায় মেথওয়াল্ডের এস্টেটে। ULTIMATE PANICIN NEW DELHI! INDIAN FOREES IN TATTERS! সেই দিন আমার পুরনো জীবনের শেষ দিন আমি আমার বোন ও মা-বাবার সাথে বসে ছিলাম আমাদের টেলিফুনকেন রেডিওগ্রাম গিরে, যখন অন্যদিকে আমাদের মনে ঈশ্বর ও চিনা-ভীতিকে আঘাত করলো টেলিযোগাযোগ। এবং আমার বাবা এখন একটা কথা বললো ভাগ্যনির্ধাক : 'বউ,' সে গম্ভীর কণ্ঠে বললো, যখন জামিলা ও আমি ভয়ে কাঁপছি, 'বেগম সাহেবা, এই দেশ শেষ হয়ে গেছে। জালিয়াত। ফানটুশ।' সন্ধার কাগজগুলো আশাবাদী ব্যাধি শেষ হয়ে গেছে বলে দাবি করলো : PUBLC MORALE DRAINS AWAY. আর ঐ সমাপ্তির পর, আরও ব্যাপার ছিলো নিস্কাষিত হবার।

আমি বিছানায় গেলাম মাথা ভর্তি চিনাদের মুখ অস্ত্রশস্ত্র ট্যাংক নিয়ে... কিন্তু মধ্য রাতে আমার মাতা ছিলো শূন্য ও শান্ত, কারণ মিডনাইট কনফারেন্সও নিষ্কাষিত হয়ে গিয়েছিলা। একমাত্র জাদুর শিশু যে আমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক ছিলো সে ডাইনি-পার্বতী, আর আমরা বিষণ্ন হয়ে পড়েছিলাম। নীরব যোগাযোগছাড়া আর কিছু করতে অপারগ ছিলাম আমরা।

এবং আরো নিষ্কাষণ : বিশাল ভাকরা নাঙ্গাল হাইড্রো-এলেকট্রিক ড্যামে ফাইলদেখা দেয়, এবং এর পিছনে বিশাল রিজার্ভয়ার উপচে ওঠে... এবং নারলিকারের নারীদের কনসর্টিয়াম সাগরের তলদেশ থেকে জমি হাসিলের কাজ চালিয়েই যেতে থাকে... কিন্তু চূড়ান্ত স্থান ত্যাগ সংঘটিত হয় পরদিন সকালে, যখন আমি ঢিলেঢালা মনে ছিলাম আর ভাবছিলাম যে সব কিছু হয়তো ঠিক হয়ে যাবে... কারণ সকালে আমরা অপ্রত্যাশিত আনন্দদায়ক খবর শুনেছিলাম যে চিনারা হঠাৎ করে, বিনা দরকারে, অগ্রসর হওয়া থামিয়ে দিয়েছে; হিমালয়ের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণে নেবার পর তারা ঘোষণা দেয়; CEASEFIRE! সংবাদগুলো চিৎকার করলো, এবং আমার মা স্বস্তিতে প্রায় বিবর্ণ হয়ে পড়লো। (কথা রটেছিলো যে জেনারেল কাউলকে বন্দি করা হয়েছে, ভারতের রাষ্ট্রপতি, ড. রাধাকৃষাণ, মন্তব্য করেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা।')

আমার সাইনাসের কারণে নাকের জল চোখের জল এক হওয়া সত্ত্বেও আমি আনন্দিত; এমন কি মিডনাইট'স কনফারেন্সের পরিসমাপ্তি ঘটা সত্ত্বেও; কাজেই আমার মা যখন বললো, 'এসো উৎসব করা যাক! একটা বনভোজন, বাচ্চারা, তোমাদের পছন্দ বনভোজন?' আমি স্বাভাবিকভাবেই সম্মত হলাম ২১শে নভেম্বর সকালবেলা; আমরা পরোটা ও স্যাণ্ডউইচ তৈরি করলাম নিজেরাই; আমরা একটা fizzy পানীয়ের দোকানে থামলাম আর বরফ ভর্তি করলাম টিনের একটা টাবে এবং একটা ক্রেটের ভিতর কোক, সেগুলো গাড়ির বুটে রাখা হলো। মা-বাবা সামনের আসনে, বাচ্চারা পিছনে, আমরা যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের রোভার চলতে শুরু করলে জামিলা গায়িকা গান গাইতে লাগলো।

সাইনাসের প্রদাহের মধ্যে আমি জিজ্ঞেস করলাম : 'আমরা কোথায় যাচ্ছি? জুহু? এলিফ্যান্টা? মার্ভে? কোথায়?' এবং আমার মা, বিদঘুটে ভাবে মৃদু হেসে : 'সারপ্রাইজ; অপেক্ষা করো আর দেখ?' উল্লসিত লোকজনের ভিড়ের ভিতর দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো... 'এটা তো ভুল পথ,' আমি চিৎকার করে উঠি; 'এটা একটা সৈকতে যাবার রাস্তা নয়?' আমার মা-বাবা একসাথে কথা বললো, উজ্জ্বলভাবে : 'প্রথমে মাত্র একবার বিরতি, আর তারপরেই আমরা চলে যাবো, প্রমিজ।

টেলিগ্রাম আমাকে স্মরণ করেছে। রেডিওগ্রাম আমাকে ভীত বানিয়েছে। কিন্তু একটা টেলিফোন ছিলো... এবং আমার মা-বাবা আমাকে মিথ্যা বলেছিলো।

... করনাক রোডে আমরা থামলাম একটা অপরিচিত ভবনের সামনে। বহিরাঙ্গ : চাকচিক্যনয় এর সবগুলো জানালা : অন্ধ। 'তুমি আমাদের সঙ্গে আসছো, পুত্র?' আহমেদ

সিনাই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো; আমি, আনন্দিত আমার বাবার ব্যবসায়ে সঙ্গি হতে পেরে, দ্রুত হেঁটে চললাম তার সাথে। দরোজা পথে পিতলের একখানা প্লেট : *কান নাক গলা ক্লিনিক*। এবং আমি, সহসা সতর্ক; 'কি ব্যাপার, আব্বা? আমরা কেন এসছি...' এবং আমার পিতার হাত শক্ত হয়ে বসতে লাগলো আমার কাঁধে— আর তারপর শাদা কোট পরা একজন লোক— এবং সেবিকারা— এবং 'আহ ইয়েস মি. সিনাই তাহলে এই হচ্ছে তরুণ সালিম, ঠিক সময়েই চমৎকার, চমৎকার!' অন্যদিকে আমি, 'আব্বা, না–বনভোজনের ব্যাপারে কি—'; কিন্তু চিকিৎসকরা আমার দিকে তাকাচ্ছে, আমার বাবা ফিরে যাচ্ছে, কোট পরা ভদ্রলোক তাকে ডাক দেয়, 'দেরি হবে না– যুদ্ধ সম্পর্কে দারুণ সুখবর, না?' এবং সেবিকা : 'দয়া করে আমাকেও সঙ্গী করুন ড্রেসিং আর এ্যানেস্থেসিয়া দেবার জন্যে।'

চালাকি! চালাকি, পদ্ম! আমি তোমাকে বলেছিলাম : একদা, বনভোজন আমার সাথে চালাকি করেছিলো; এবং তারপর সেখানে একটা হাসপাতাল ছিলো আর একটা শক্ত বিছানা ও উজ্জ্বল ঝুলন্ত বাতি আর আমি কান্নাকাটি করছি; 'না না না,' সেবিকা, 'এখন বোকামি পূর্ণ কাজকর্ম করো না, তুমি প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শুয়ে থাকো।' এবং আমি, স্মরণ করি কিভাবে নাসারন্ধ্র আমার মস্তিষ্কে সবকিছু শুরু করেছে। কিভাবে নাসার তরল ঝাড়া হয়েছে আপাপাপ। কিভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে যা রিলিজ করেছে আমার কণ্ঠস্বর, লাথি দিচ্ছিলাম চিৎকার করছিলাম তাই তারা আমাকে জোর করে মাটিতে ধরে রাখলো, 'সৎভাবে বলতে গেলে;' সেবিকা বললো, 'এমন এক শিশু, আমি আর কখনো দেখিনি।'

এবং তাই একটা ওয়াশিং-চেস্টে যা শুরু হয়েছিলো তা শেষ হলো একটা অপারেটিং টেবিলে, কারণ আমাকে মাটিতে ধরে রাখা হয়েছে জোর করে এবং একজন লোক বলছে 'তুমি কিছুই অনুভব করতে পারবে না, তোমার টনসিল বের করার চেয়েও সহজ। সম্পূর্ণ পরিষ্কার,' এবং আমি 'না প্লিজ না', কিন্তু কণ্ঠস্বর বলেই চললো, 'আমি এই মুখোশটা এখন তোমাকে পরিয়ে দেবো, দশ সংখ্যা পর্যন্ত গণনা করো।'

গণনা। সংখ্যাগুলো মিছিল করছে এক দুই তিন। ছেড়ে দেয়া গ্যাসের হিস। সংখ্যাগুলো আমাকে ক্রাশিং করছে চার পাঁচ ছয়।

কুয়াশায় সাঁতার কাটছে অবয়বসমূহ। আর এখনো সংখ্যাসমূহ, আমি কাঁদছিলাম, আমি মনে করি, সংখ্যাগুলো বাড়ছে করছে সাত আট নয়। দশ।

'হা খোদা, ছেলেটা এখনো সচেতন। অনন্যসাধারণ। আমরা ভালো হয় যদি চেষ্টাকরি আবার– তুমি শুনতে পাচ্ছো? সালিম, তাই না? গুড চ্যাপ, আমাকে আরো দশ দাও!' আমাকে ধরতে পরে না। বহুত্ব আমার মাথার মধ্যে গুঞ্জন করছে। সংখ্যাসমূহের প্রভু, আমি। এই যে তারা আবার শুরু করেছে লেভেন টুইয়েল্‌ভ্‌। দশ।

কিন্তু তারা কখনো পারতো না যে পর্যন্ত না... তের চৌদ্দ পনেরো... ও খোদা ও খোদা কুয়াশা আর পড়ে যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে, ষোলো, যুদ্ধের আর মরিচপাত্র ছাড়িয়ে, পিছনে পিছনে সতেরো আঠারো উনিশ। কুছিলো একটা ওয়াশিং-চেস্ট আর একটা বালক যে খুব বেশি নাক ঝাড়তো। তার মা পোশাক অনাবৃত করেছিলো আর উন্মোচন করেছিলো একটা কালো আম। কণ্ঠস্বর আসছিলো; যা ফেরেশতার কণ্ঠস্বর নয়। একটা হাত, কালা করে দেয় বাম কান।

আর গরমে যা সবচেয়ে ভালো জন্মায় : ফ্যান্টাসি, কাম একটা ক্লকটাওয়ার উদ্বাস্তু শিবির ছিলো, আর শ্রেণির প্রতারণা। আর বাইসাইকেল দুর্ঘটনার কারণ হয়েছিলো বোম্বেতে ভালোবাসা। পাঁচশ' একাশিজন শিশু সফর করেছিলো আমার মস্তিষ্কে। মধ্যরাতের শিশুরা : যারা হতে পারতো স্বাধীনতার আশা। ডাইনি-পার্বতী, সবার মধ্যে বেশি অনুগত, এবং শিব, যে জীবনের নীতিতে পরিণত হয়েছিলো। উদ্দেশ্যের প্রশ্ন ছিলো, আর আইডিয়া ও বস্তুর মধ্যে বিতর্ক। ছিলো হাঁটু ও নাক আর নাক ও হাঁটু।

বিতর্ক শুরু হয়েছিলো, এবং শিশুদের নিপীড়ন করেছিলো প্রাপ্তবয়স্কদের জগৎ; সেখানে ছিলো আত্মকেন্দ্রিকতা, নিচতা আর ঘৃণা। এবং একটা তৃতীয় নীতির অসম্ভাবনা; কিছুই হবে না ভীতির বর্ধন শুরু হয়েছিলো। এবং কেউ যা বলেনি : যে পাঁচ শ' একাশিজনের উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো তাদের ধ্বংসে। এবং একটি মনে রুদ্ধ হয়ে যাওয়া; এবং নির্বাসন, এবং চার বছর পর প্রত্যাবর্তন; সন্দেহ বাড়তে থাকে, কুড়ি ও দশে নির্গমন। এবং, শেষে, মাত্র একটি কণ্ঠস্বর থেকে যায়; কিন্তু আশাবাদ থাকে সাধারণে-যা-আমাদের–ছিলো ধারণ করে যা জোরপূর্বক বিচ্ছেদ ঘটায় আমাদের এর অতিক্ষমতার সম্ভাবনা।

যে পর্যন্ত না :

নীরবতা আমার বাইরে। একটি অন্ধকার কক্ষ (অন্ধ)। কিছুই দেখতে পারি না (দেখার কিছু নেই)।

নীরবতা আমার ভিতরে। একটা সংযোগ ভঙ্গ (চিরকালের জন্যে)। কিছুই শুনতে পাই না (শোনার কিছু নেই)।

নীরবতা, মরুভূমির মতো। এবং একটা পরিষ্কার, মুক্ত নাক (নাসারন্ধ্র বাতাসে পূর্ণ)। বাতাস, আগ্রাসন চালায় আমার ব্যক্তিগত স্থানসমূহে। নিষ্কাষিত। আমি নিষ্কাষিত হয়েছি। পরমহংস, অবতীর্ণ।

(মঙ্গলের জন্যে।)

আমাদের নাম ধারণ করে আমাদের ভাগ্য; বসবাস করে যেন আমরা বাস করি কোথাও যেখানে পশ্চিমের অর্থহীনতা অর্জন করে নানাসমূহ, এবং আমরা এখনো মাত্র শব্দেরও অধিক, আমরা আমাদের উপাধিরও শিকার।

সিনাই এসেছ ইব্ন সিনা থেকে, ইব্ন সিনা ওস্তাদ জাদুকর, সুফি সাধক তাছাড়াও সিন হচ্ছে চাঁদ, হাদ্রামাউতের প্রাচীন দেবতা, তার যোগাযোগের নিজস্ব ধরন আছে, পৃথিবীতে দূরে-থেকে কার্যকর ক্রিয়ার দ্বারা জোয়ারের ওপর তার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু

AMARBOI.COM

এছাড়াও সিন হচ্ছে 'স' অক্ষর, একটা সাপের মতো নামটার মধ্যে সাপ শুয়ে থাকে পাক খেয়ে। এবং তাছাড়াও দুর্ঘটনা– সিনাই, রোমান স্ক্রিপ্টে নাস্তালিকে নয়, তোমার জুতো-খোলো অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তাছাড়া নির্দেশনামা ও স্বর্ণ কিন্তু যখন সব কিছু বলা ও করা হয়; ইবন্ সিনা যখন বিস্মৃত আর চাঁদ অস্তমিত; সাপ যখন লুক্কায়িত এবং revelation পরিসমাপ্ত, এটা তখন মরুভূমির নাম বন্ধাত্বের, অনুর্বরতা, ধলো; সমাপ্তির নাম।

আরবে *Arabia Deserta* পয়গম্বর মুহাম্মদের সময়ে, অন্য পয়গম্বররাও নসিহত করতেন : আরবের অত্যন্ত কেন্দ্রবর্তী অঞ্চল ইয়ামামা বানু হানিফা গোত্রের মাসলামা; এবং হানজালা ইব্‌ন সাফ্‌ওয়ান; এবং খালিদ ইব্‌ন সিনান। মাসলামার খোদা ছিলেন আর রহমান, 'দয়ালু'; আজ মুসলমানরা প্রার্থনা করে যার তিনি আল্লাহ, আর -রহমান। খালিদ ইব্‌ন সিনান প্রেরিত হয়েছিলেন আব্‌স গোত্রে; কিছু কালের জন্যে, তাকে অনুসরণ করা হয়েছলো, কিন্তু তারপর তিনি হারিয়ে যান। পয়গম্বররা সব সময় ভুয়া নন কারণ তাদের পিছনে ফেলে দেয়, গিলে ফেলে, ইতিহাস। প্রাচুর্যের মানুষেরা সর্বদা বিভ্রান্ত করেছে মরুভূমিকে।

'বৌ' আহমেদ সিনাই বললো, 'এই দেশ শেষ হয়ে গেছে।' যুদ্ধ বিরতি ও নিষ্কাষণের পর, এই শব্দগুলো তাকে তাড়িত করে ফিরছে। আর আমিনা তাকে পাকিস্তানে চলে যেতে উদ্বুদ্ধ করছে। 'আবার নতুন করে আরম্ভ করা যাক,' সে পরামর্শ দেয়, 'জানুম, এটা খুব সুন্দর হবে। এই খোদা-পরিত্যক্ত পাহাড়ে আমাদের জন্যে কি আছে?'

কাজেই শেষে বাকিংহাম ভিলা খালাশ করা হলো নারলিকারের নারীদের হাতে। এবং পনেরো বছর দেরিতে আমার পরিবার চলে গেল পাকিস্তান, পবিত্র ভূমিতে। আহমেদ সিনাই সামান্য ফেলে গেল পিছনে। বহুজাতিক কোম্পানির সহায়তায় টাকা পাঠানোর অনেক পথ আছে। আর আমার বাবার জানা আছে ওইসব পথ। এবং আমি, যদিও আমার জন্মের নগরি পরিত্যাগে দুঃখিত, তথাপি এ নগর ছেড়ে দূরে চলে যেতে অসুখিও নই, কারণ এখানেই কোথাও স্থল-মাইনের মতো অবস্থান করছে শিব।

আমরা বোম্বে ত্যাগ করলাম, চূড়ান্তভাবে, ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। আমাদের নির্গমনের দিনে আমি বাগানে নিয়ে গেলাম একটা টিনের ভূগোলক আর সেটা মাটিতে পুতে রাখলাম। সেটার ভিতরে ছিলো : একজন প্রধানমন্ত্রীর চিঠি, এবং একটা জাম্বো-আকৃতির সামনের পৃষ্ঠার শিশুর ছবি, যার ক্যাপশন 'মধ্যরাতের শিশু"...

... আমরা যখন *এস.এস. সবরমতি* জাহাজে চড়েছি, এবং জাহাজ ছেড়েছে রান অব কাচ-এ, তখনই কেবল আমার মনে পড়ে বৃদ্ধ শাপস্টেকারের কথা. এবং ভেবে বিস্মিত হই, আকস্মাৎ, আমরা যাচ্ছিলাম কেউ তাকে বলেছে কিনা। আমি জিজ্ঞেস করার স্পর্ধা দেখাই না। এই ভয়ে যে উত্তরটা হতে পারে *না*। তাই আমি কল্পনা করতে থাকি যে বাড়ি-ভাঙার লোকেরা গিয়ে আমাদের বাড়িটা ভাঙতে শুরু করেছে। তারা ভেঙে ফেলছে

আমার বাবার অফিস, এবং আমার নিজের নীল কক্ষ, টেনে নামাচ্ছে চাকরদের প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ি, রান্নাঘর যেখানে মেরি পেরেইরা তার ভীতি সঞ্চারিত করতো চাইনি আর আচারে, ধ্বংস স্তুপে পরিণত করা হচ্ছে বারান্দাটি যেখানে পেটে সন্তান নিয়ে পাথরের মতো বসে থাকতো আমার মা, আমি কল্পনায় দেখতে পাই বৃদ্ধ শাপস্টেকার সাহেবের কক্ষটা ভেঙে ফেলা হচ্ছে আর ভেঙে পড়া মিনার ও লাল-টাইলের ছাদের মধ্যে চাপা পড়ে যাচ্ছে সে। হয়তো আমি এটা নাটকীয় করে তুলছি। আমি হয়তো এইসব কিছু পেয়ে থাকবো পুরনো একটা চলচ্চিত্র *Lost horizon* থেকে, যেখানে সুন্দরি নারীরা মরে যেতে থাকে যখন তারা শাংরি লা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

প্রত্যেক সাপের জন্যে, একটা মই আছে। প্রত্যেক মইয়ের জন্যে, একটি সাপ। ৯ই ফেব্রুয়ারি করাচিতে পৌঁছোলাম আর কয়েক মাসের মধ্যে আমার বোন জামিলা তার ক্যারিয়ার শুরু করলো যা তাকে সুনাম ও পরিচিতি এনে দিলো 'পাকিস্তানের পরী' ও 'বিশ্বাসের বুলবুল' হিসেবে। আমরা বোম্বে ত্যাগ করেছিলাম, কিন্তু আমরা যশ অর্জন করেছি। এবং আরো একটা ব্যাপার : যদিও আমি নিষ্কাশিত হয়েছিলাম— যদিও আমার মস্তিষ্কে কোনো কণ্ঠ কথা বলে না, বলবেও না আর কোনো দিন— একটা খেসারত ছিলো : সেটা হলো, আমার জীবনে প্রথম বারের মতো, আমি আবিষ্কার করছিলাম ঘ্রাণ নেবার ক্ষমতার এক বিস্ময়কর উৎফুল্লতা।

AMARBOI.COM

২২ Jamila Singer
জামিলা গায়িকা

করাচি বন্দরে আমার খালা আলিয়া যে হাসি দিয়ে আমাদের স্বাগত জানালো তার পিছনে ভণ্ডামি লুকিয়ে ছিলো। সে হাত বাড়িয়ে উদ্বাহু হয়ে ছুটে আসে আমাদের দিকে আর চিৎকার করে বলে, 'আহমেদ ভাই, অবশেষে! কিন্তু কখনো না হবার চেয়ে দেরিতে হওয়াও ভালো!' আমরা তার ডাটসান গাড়িতে চড়ে বসি আর গাড়িটা আমাদের নিয়ে চলতে শুরু করে বন্দর সড়ক ধরে তার গুরু মন্দিরে অবস্থিত বাড়ির দিকে।

... কিন্তু এটা কি ধরনের ঘ্রাণ-সচেতনতা! আমাদের বেশির ভাগই তো শর্ত সাপেক্ষ। আমি সারাজীবন একটা জিনিসের গন্ধ নেবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারিনি। কাজেই, পাকিস্তানে আমার প্রথম দিককার দিনগুলো থেকেই আমি পৃথিবীর গোপন সৌরভের ঘ্রাণ নিতে শিখি। নতুন ভালোবাসার প্রধান কিন্তু দ্রুত বিবর্ণ হতে থাকা সৌরভ, এবং ঘৃণারও দীর্ঘস্থায়ী গন্ধ। ('পবিত্র ভূমিতে আসার পর পরই আমি নিজের ভিতরে আবিষ্কার করি ভগ্নি-প্রেমের পুরোপুরি অবিশুদ্ধতা; আর আমার খালার ধীরে জ্বলা আগুন শুরু থেকেই আমার নাক পূর্ণ করে দিয়েছিলো।) একটা নাক তোমাকে জ্ঞান দেবে, কিন্তু ঘটনার ওপর ক্ষমতা নয়। পাকিস্তানে আমার অভিযান, সশস্ত্র (যদি ওই শব্দটাই সঠিক হয়ে থাকে) ছিলো কেবল আমার নাকের নতুন এক ইশতেহারে। এতে আমি ক্ষমতাবান হয়েছিলাম বাতাসে সমস্ত ঘ্রাণ নেবার। কিন্তু অভিযাত্রিকের জন্যে ক্ষমতাই কেবল প্রয়োজন নয় চাই শত্রুদের জয় করে নেবার শক্তি।

আমি এটা অস্বীকার করবো না : বোম্বে না হবার জন্যে আমি কখনোই করাচিকে ক্ষমা করতে পারিনি। মরুভূমি আর সমুদ্রের মাঝে অবস্থিত। সাগর তীরবর্তী এলাকা ম্যানগ্রোভে পূর্ণ। নতুন নগরি আমার কাছে কদর্যতা হিসেবে দেখা দিলো। খুব দ্রুত বেড়ে উঠছিলো নগরিটি, আকার দাঁড়িয়েছে দানব সদৃশ বামুনের মতো। আমার ষোলতম জন্মদিনে, আমাকে একটা Lambretta মটর-স্কুটার দেয়া হলো। আমার জানলাহীন যানবাহনে চড়ে নগরীর রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে আমি বস্তিবাসীদের আশাহীনতা আর ধনীদের প্রতিরক্ষাবাদিতার বাতাসে শ্বাস নিই। গন্ধের ট্রেইল ধরে দীর্ঘ গোপন জগতের করিডোর দিয়ে একটা দরোজায় পৌঁছানোর সূত্র পাই, ওই করিডোরের শেষে তাই বিবি'র দরোজা, তাই বিবি হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বয়সী বেশ্যা... তবে আমি নিজেকে নিয়ে

দৌড়াচ্ছি। আলিয়া আজিজ এর বাড়িটা ছিলো আমার করাচির একেবারে কেন্দ্রে। ক্লেটন সড়কের ওপর একটা বিশাল আকৃতির পুরনো ভবন, ছায়া আর হলুদ পেইন্টের একটা জায়গা, যেখানে প্রতিদিন অপরাহ্নে স্থানীয় মসজিদের মিনারের ছায়া এসে পড়ে। এমন কি যখন, কয়েক বছর পর জাদুকরদের আস্তানায়, আমি আরেকটা মসজিদের ছায়ায় বাস করি, তখনো আমি মসজিদের ছায়া সম্পর্কে আমার করাচির ধারণা হারিয়ে ফেলিনি।

ওইসব দিনে এটা ছিলো মরীচিকার নগরি। মরুভূমি থেকে উত্থিত, এটা পুরোপুরিভাবে মরুভূমির ক্ষমতা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি। এলফিনস্টোন স্ট্রিটের tarmac-এ দেখা যায় মরুদ্যান। বৃষ্টিহীন নগরিতে (আমার জন্মনগরির সাথে এর একমাত্র মিলের দিক ছিলো যে এটাও জীবন শুরু করেছিলো জেলে-গ্রাম হিসেবে), লুকায়িত মরুভূমি ভীতিসঞ্চারক মূর্তির-এর গোপন প্রাচীন ক্ষমতা ধরে রেখেছে। আমাদের আগমনের প্রায় পর পরই এবং, হয়তো, ক্লেটন সড়কের মসজিদের ছায়াবৃত বাতাসে পীড়িত— আমার বাবা আমাদের জন্যে নতুন একটা বাড়ি তৈরির বিষয় সমাধা করেছে। 'সোসাইটির' সবচেয়ে স্মার্ট জায়গায় জমির একটা প্লট কিনেছে সে। সেটা নতুন একটা হাউজিং ডেভলপমেন্ট এলাকা। এবং আমার ষোলতম জন্মদিনে, সালিম একটা Lambretta-র চেয়েও বেশি কিছু অর্জন করেছিলো। আমি umbilical কর্ডের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা পেয়েছিলাম।

আমার বাবার আলমারিতে ষোলো বছর ধরে কি জিনিস পড়ে আছে, অপেক্ষা করছে ওই রকম দিনে? কি আমাদের সমুদ্র ভ্রমণের সময় আমাদের সঙ্গি হয়েছিলো আর শেষ হয়েছিলো করাচির কঠিন, বন্ধা মাটিতে কবর দেয়ার মাধ্যমে। একদা যা পুষ্ট হয়েছিলো একটা ডিম্বাশয়ে– কি এখন অলৌকিক জীবন দিয়ে পৃথিবীকে সিক্ত করে?

আমার ষোলোতম জন্মদিনে আমার পরিবার (আলিয়া খালা সহ) কোরাঙ্গি সড়কে আমাদের প্লটে জমায়েত হয়। একদল শ্রমিক ও একজন দাড়িওয়ালা মুল্লার চোখের সামনে, আহমেদ একটা কোদাল তুলে দেয় সালিমের হাতে। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে সেটা দিয়ে মাটিতে কোপ দিই। 'নতুন এক সূচনা,' আমিনা বলে, 'ইনশাআল্লাহ, আমরা সবাই নতুন মানুষ হবো এখন।' তার আকাঙ্খার রূপায়ন ঘটাতে একজন শ্রমিক আমার গর্তটাকে খুব দ্রুত বড় করে ফেলে। তারপর একটা আচারের পাত্র বের করা হয়। সেটা স্থাপন করা হয় গর্তের ভিতর। এবং ভিতরের বস্তুটির জন্যে মুল্লা দোয়া-দরুদ পড়ে। এরপর umbilical কর্ডটি সেটা কি আমার? না শিবের? মাটিতে পুতে ফেলা হয়। এবং অবিলম্বে একটা বাড়ি তৈরি শুরু হয়ে যায় সেখানে। মিষ্টি আর কোমল পানীয় পরিবেশন করা হলো। মুল্লা, প্রচণ্ড ক্ষুধা প্রদর্শন করে, ঊনচল্লিশটি লাড্ডু গিলে ফেললো। আর আহমেদ সিনাই একবারও অভিযোগ করলো না। সমাহিত করা কর্ড শ্রমিকদের অনুপ্রাণিত করলো।

umbilical কর্ড থেকে যা আমি সারসংক্ষেপ করতে পেরেছি : যদিও তাদের বর্ধমান ঘর-বাড়ির ক্ষমতা রয়েছে, তবু কয়েকজন তাদের কাজে অন্যদের তুলনায় অনেক ভালো। করাচি নগরি আমার পয়েন্ট প্রমাণ করে। পুরোপুরিভাবে বিদঘুটে সব কর্ডের

AMARBOI.COM

ওপর নির্মিত এই নগরি বিকৃত গঠনের ঘর বাড়িতে পূর্ণ। বাড়িগুলো রহস্যজনকভাবে অন্ধ, দৃশ্যমান জানলা নেই, বাড়িগুলো দেখতে রেডিওর মতো, কিংবা এয়ারকন্ডিশনার অথবা কারাকক্ষের মতো।

আনন্দ ও বিমর্ষতার গন্ধ নিতে সমর্থ, চোখ বন্ধ করে জ্ঞান আর বোকামি নির্নয়ে সক্ষম, আমি করাচিতে উপনীত হই, পেছনে ফেলে আসি সমস্ত শৈশব। নিষ্কাষণ আমার ভিতরকার জীবন সেন্সর করেছে; আমার যোগাযোগের সেন্স অনিষ্কাষিতই রয়ে গেছে।

সালিম পাকিস্তানে অভিযান চালিয়েছিলো কেবল একটা hypersensitive নাকে সশস্ত্র হয়ে; কিন্তু, সবচেয়ে যা খারাপ, সে অভিযান চালায় ভুল দিকে থেকে! দুনিয়ার ওই অংশের সকল সফল অভিযান আরম্ভ হয়েছে উত্তরে। সকল অভিযানকারি এসেছে স্থল পথে। অজ্ঞভাবে ইতিহাসের বাতাসে জাহাজ ভাসিয়ে, আমি করাচিতে এসে পৌছায় দক্ষিণ-পূর্ব থেকে; সমুদ্র পথে।

উত্তর দিক থেকে এসেছিলো উমাইয়া সেনাপতিরা, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং মুহাম্মদ বিন কাশেম; তাছাড়া ইসমাইলিরা। গজনির মাহমুদ কোন পথে এসেছিলো এই সমতল ভূমিতে যার ভাষায় একটি স অক্ষরের তিনটি গঠন? উত্তর হলোঃ সে, সিন ও সোয়াদ অক্ষর তিনটি ছিলো উত্তরের অনধিকার প্রবেশকারি। এবং মুহাম্মদ বিন সাম ঘুরি, যে উৎখাত করেছিলো গজনভিদের আর প্রতিষ্ঠা করেছিলো দিল্লির খেলাফত? সাম ঘুরির পুত্রও দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হয়েছিলো।

এবং তুঘলক, এবং মুখল সম্রাটগণ... কিন্তু আমি আমার পয়েন্ট তুলে ধরেছি। শুধু এটা যোগ করতে বাকি আছে যে ধারণা ভেসে গেছে দক্ষিণে দক্ষিণে দক্ষিণে, আর্মিদের পাশাপাশি, উত্তরের মালভূমি থেকে : সিকান্দার বাট-শিকান'-এর কিংবদন্তি, চতুর্দশ শতাব্দির শেষে যে ধ্বংস করেছিলো উপত্যকার প্রত্যেকটি হিন্দু মন্দির, পাহাড়ের উপর থেকে নেমে এসেছিলো নদীর সমতলে; এবং পাঁচশ' বছর পরে সৈয়দ আহমদ বেরিলভির মুজাহিদিন আন্দোলন সেই পথ অনুসরণ করে। বেরিলভির ধারণা : আত্ম-অস্বীকৃতি, হিন্দু-বিদ্বেষ, পবিত্র যুদ্ধ... দর্শন আমার কাছে এসেছিলো ভিন্ন দিক থেকে।

সালিমের মা-বাবা বললো, 'আমাদের সবাইকে অবশ্যই নতুন মানুষ হতে হবে।' পবিত্র ভূমিতে, পবিত্রতা পরিণত হয়েছিলো আমাদের আদর্শে। কিন্তু সালিমের মধ্যে বোম্বে পনা সব সময়ই ছিলো। আল্লাহর ধর্ম ছাড়াও তার সব ধরনের ধর্ম-চিন্তা ছিলো তার মাথায়।

আমার ষোলোতম জন্মদিনের পর, আমি ইতিহাস অধ্যয়ন করি আমার খালা আলিয়ার কলেজে। কিন্তু পড়াশোনাতেও আমার মনে হয় না যে আমি এ দেশের একটা অংশ। আমার মা-বাবা শেকড় গাড়তে দৃঢ়সংকল্প ছিলো। যদিও আইয়ুব খান ও ভুট্টো চিনের সাথে মিতালি করছিলেন (যে চিন অতিসম্প্রতি আমাদের শত্রু হয়েছে), আহমেদ ও আমিনা তাদের নতুন বাড়ি সম্পর্কে কোনো সমালোচনা শুনতেও রাজি নয়। এবং আমার বাবা তোয়ালের একটা কারখানা ক্রয় করলেন।

আমার মা-বাবার মধ্যে ওইসব দিনে একটা অন্যরকম ঔজ্জ্বল্য দেখা দিয়েছিলো। আমিনার অপরাধ-বোধের কুয়াশা মুছে গিয়েছিলো। অন্যদিকে আহমেদ, যদিও তখনো শাদা ভাবটা বহাল ছিলো, আবিষ্কার করেছিলো যে তার ফ্রিজ গলে যাচ্ছে স্ত্রীর প্রতি তার নতুন ভালোবাসার উত্তাপে। কোনো কোনো সকালে, আমিনার গলায় দেখা যেতো দাঁতের দাগ; কোনো কোনো সময় সে ফিকফিক করে অদম্যভাবে হাসতো, ইশকুলের মেয়ের মতো। 'তোমরা দুজন, সত্যি কথা বলতে কি,' তার বোন আলিয়া বলতো, 'ঠিক যেন হানিমুনের জুটি, অথবা যে কি আমি জানি না।' কিন্তু আলিয়ার দাঁতের পিছনে যা লুকানো ছিলো তার গন্ধ পাই আমি। কি আছে ভিতরে যখন বন্ধু সুলভ শব্দগুলো বেরিয়ে আসে... আহমেদ সিনাই তার স্ত্রীর নামে তার কারখানায় তৈরি তোয়ালের নামকরণ করে : আমিনা ব্র্যান্ড।

'এই বহু-বহু কারা? এই দাউদ, সাইগল, হারুনরা?' সে কোমলভাবে বলতো উঁচু গলায়। দেশের ধনি পরিবারকে একেবারে খারিজ করে দিলো সে। 'ভালিকা আর জুলফিকাররা কারা? আমি এক একবারে তাদের দশটাকে খেয়ে ফেলতে পারি। কেবল তুমি একটু অপেক্ষা করো!' সে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে, 'দুই বছরের মধ্যে সারা পৃথিবী ছেয়ে যাবে আমিনা ব্র্যান্ড কাপড়ে। সর্বোত্তম টেরি-ক্লথ! সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি! আমরা সারা দুনিয়াকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তুলবো। দাউদ আর জুলফিকাররা আমার পণ্যের রহস্য জানার জন্যে আকুতি জানাবে। আর আমি বলবো, হ্যাঁ, আমার তোয়ালে উচ্চ মান সম্পন্ন; তবে কি না প্রস্তুতিতে এর কোনো রহস্য নেই; এ হচ্ছে ভালোবাসা যা জিতে নিয়েছে সবাইকে।'

আমিনা ব্র্যান্ড কি দুনিয়া জয় করে নিয়েছিলো পরিচ্ছন্নতার নামে...? ভালিকা আর সাইগলরা কি এসেছিলো আহমেদ সিনাইকে জিজ্ঞেস করতে, 'ঈশ্বর, আমরা থ, ইয়ার, তুমি এটা করলে কিভাবে?' রাশিয়ান ইংলিশম্যান আমেরিকানরা কি নিজেদের জড়িয়েছিলো আমার মায়ের অমর নামে?... আমিনা ব্র্যান্ডের নাম অবশ্যই কিছু সময়ের জন্যে স্থগিত থাকবে। কেননা জামিলা গায়িকার ক্যারিয়ার শুরু হবার অবস্থায় ছিলো। ক্লেটন সড়কে অবস্থিত মসজিদের ছায়াময় বাড়ি ঘুরে গেছে আংকেল পাফ্‌স।

তার আসল নাম মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) আলাউদ্দিন লতিফ; সে আমার বোনের গলা সম্পর্কে শুনেছিলো জেনারেল জুলফিকারের কাছ থেকে। জামিলার পনেরোতম জন্মদিনের অল্প কয়েকদিন পরেই সে আলিয়া আজিজের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলো। তার সারা মুখে সবগুলো দাঁত ছিলো সোনার। 'আমি খুব সাধারণ মানুষ,' সে ব্যাখ্যা করেছিলো, 'ঠিক আমাদের অলংকৃত প্রেসিডেন্টের মতো। যেখানে নিরাপত্তা আছে আমার টাকা-পয়সা আমি সেখানেই রাখি।' আমাদের অলংকৃত প্রেসিডেন্টের মতো, মেজরের মাথাটাও ছিলো নিখুঁত গোলাকার; লতিফ সেনাবাহিনি ত্যাগ করে শো-বিজনেসে প্রবেশ করে। 'পাকিস্তানের এক নম্বর ইম্প্রেসারিও,' সে আমার বাবাকে বলেছিলো। 'এতে কিছুই নেই, কিন্তু সংগঠন; পুরনো সেনা অভ্যাস–' মেজর লতিফের একটা প্রস্তাবনা

AMARBOI.COM

ছিলো : সে জামিলার গান শুনতে চেয়েছিলো, 'আর যদি সে দুই শতাংশও ভালো গাইতে পারে যেমনটা আমাকে বলা হয়েছে, তাহলে আমি তাকে বিখ্যাত বানিয়ে দেবো! ও, হ্যাঁ, সারা রাত, নিশ্চয়ই! চুক্তি : চুক্তি ও সংগঠন। এবং মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) লতিফের প্রচুর আছে। আলাউদ্দিন লতিফ।' সে আহমেদ সিনাইয়ের দিকে স্বর্ণালি হাসি দেয়, 'গল্পটা জানেন? আমি কেবল আমার প্রদীপে ঘষা দিই আর দৈত্যটা এনে দেয় যশ ও ভাগ্য। আপনার মেয়ে থাকবে খুব ভালো হাতে।'

জামিলা গায়িকার অনুরাগিদের জন্যে এটা দৈভাগ্য যে আহমেদ সিনাই তার স্ত্রীর প্রেমে পড়েছিলো। নিজের সুখের দ্বারা সরস সে ব্যর্থ হয় যথাস্থানে মেজর লতিফকে উদ্বুদ্ধ করতে। আমি আজও বিশ্বাস করি যে আমার মা-বাবা এই উপসংহারে পৌছেছিলো যে তাদের মেয়ের ঈশ্বর-প্রদত্ত উপহার অনন্যসাধারণ ছিলো। তবে আমিনা ও আহমেদ একটা বিষয়ে জ্ঞাত ছিলো। 'আমাদের কন্যা,' আহমেদ বললো– সব সময় সে ছিলো প্রাচীন-পন্থি– 'একটা ভালো পরিবারের মেয়ে; কিন্তু আপনি তাকে মঞ্চে উপস্থাপন করতে চাইছেন ঈশ্বর জানেন কতোজন অদ্ভূত মানুষের সামনে...?' মেজর সোজাসুজি বললো, 'আপনি ভাবেন আমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই? আমার নিজেরও কন্যা আছে। সাতটি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তাদের জন্যে একটা ছোট ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসা স্থাপন করেছি। কঠোর ভাবে টেলিফোনে, যদিও। স্বপ্ন দেখি না তারা অফিসের কামরায় বসে থাকবে। এই জায়গায় এটাই সবচেয়ে বড় টেলিফোনিক ট্রাভেল এজেন্সি, প্রকৃতপক্ষে। আমরা রেলগাড়ি-চালকদের ইংল্যান্ডে পাঠাই, বস্তুত। বাসওয়ালাদেরও। আমার পয়েন্ট হলো,' সে দ্রুত যোগ করে, 'আপনার মেয়েকে আমার চেয়েও অধিক সম্মান দেয়া হবে। অনেক বেশি। সে একটা তারকা হয়ে উঠবে!'

মেজর লতিফের কন্যারা– সাফিয়া ও রাফিয়া এবং আরও পাঁচটা অন্যান্য ...পাফিয়া আমার বোনের ভিতরে থেকে যাওয়া বাঁদর সম্মিলিতভাবে তাদের নাম দিলো 'পাফিয়া-; তাদের বাবার নামকরণ প্রথমে করা হলো 'পিতা-পাফিয়া' এবং পরে সৌজন্যবশত আংকেল পাফ্স। সে লোকটা তার কথায় ঠিক ছিলো খুবই। ছয় মাসের মধ্যেই জামিলা গায়িকা হিট করলো, গুণমুগ্ধ শ্রোতার দল জুটে গেল, সবকিছুই; আর সবই হলো তার মুখের আবরণ না সরিয়েই।

আংকেল পাফ্স আমাদের জীবনে একটা দৃঢ়সংলগ্ন বস্তুতে-এ পরিণত হলো। প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই সে ক্রেটন সড়কে আসতো, যেটাকে আমি ককটেল প্রহর ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম, জুস পান করতো সে আর জামিলাকে কিছু একটা গাইতে বলতো। জামিলা ছিলো মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মিষ্টি প্রকৃতির। আর সব সময় বাধ্যগত... এরপর আংকেল পাফ্স এমনভাবে গলা খাকারি দিয়ে পরিষ্কার করতো যেন তার গলায় কিছু একটা আটকে গেছে এবং আমার সঙ্গে কৌতুক জুড়ে দিতো বিয়ে করা নিয়ে। তার

চব্বিশ-ক্যারাট সোনার দন্তবিকশিত করে আমাকে বলতো, 'সময়ে তুমি বিয়ে করে বৌ ঘরে তুলবে, যুবক। আমার হিতোপদেশ নাও : এমন মেয়েকে বেছে নাও যার মস্তিষ্ক ভালো এবং দাঁত খারাপ; তুমি একটা তাহলে বন্ধু পাবে আর একটা সেফডিপোজিট বক্স একই সাথে!' আংকেল পাফ্‌স-এর মেয়েরা, সে দাবি করতো, উপরোক্ত বর্ণনার সাথে সবারই মিল আছে। আমি গন্ধ পেতাম সে কেবল অর্ধ-কৌতুক করছে, বলে উঠতাম, 'ও, আংকেল পাফ্‌স!' সে তার ডাকনাম সম্পর্কে জানতো। আমার উরুর ওপর চাটি মেরে সে বলতো, 'পাওয়ার জন্যে কঠিন চেষ্টা চালাচ্ছো, না? ঠিক আছে, আমার ছেলে : তুমি আমার মেয়েদের এক জনকে নাও, আর আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি তার সব দাঁত টেনে তুলে ফেলবো; আর তুমি তাকে বিয়ে করার সময় যৌতুকের জন্যে সে তোমাকে দেবে লক্ষ মধুর হাসি!' আমার মা প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেয়। আংকেল পাফসের আইডিয়া তার ভালো লাগে না। সেই প্রথম রাতে, এবং তারপর প্রায়শই, জামিলা গান গেয়ে শোনায় আলাউদ্দিন লতিফকে। তার গলা জানলা দিয়ে বাইরে চলে যায় আর নীরব করে দেয় পথে চলমান লোকজনকে। পাখিরা কিচিরমিচির বন্ধ করে, আর রাস্তার ওপাশে হ্যামবার্গারের দোকানে বাজা রেডিওর সুইচ বন্ধ করে দেয়া হয়। রাস্তা ভর্তি হয়ে যায় অনড় জনতায়, আর আমার বোনের গলা তাদের ওপর বর্ষিত হয়... যখন সে গান শেষ করে, আমরা লক্ষ্য করি যে আংকেল পাফ্‌স কাঁদছে। 'কেটা রত্ন,' সে বলে, একটা রুমালে চোখ মুছে, 'স্যার ও ম্যাডাম, আপনাদের মেয়েটা একটা রত্ন। সে আমার কাছে প্রমাণ করেছে যে একটা স্বর্ণ কণ্ঠস্বর অনেক বেশি পছন্দনীয় সোনার দাঁতের চেয়েও।'

এবং জামিলা গায়িকার খ্যাতি যখন এমন মাত্রায় পৌঁছেছে যে প্রকাশ্য কনসার্ট এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই তার, তখন আংকেল পাফ্‌স গুজব ছড়াতে শুরু করলো যে জামিলা একটি ভয়ংকর মোটর দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছিলো যেটা ছিলো আকার-বিকৃতিকর; মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) লতিফ তৈরি করে দিয়েছিলো জামিলার বিখ্যাত শাদা সিল্কের চাদর, সোনা দিয়ে ব্রকেডের কাজ ও ধর্মীয় ক্যালিগ্রাফি এমব্রয়ডারি করা, যে চাদরের পিছনে বসে সে গান গাইতো কনসার্টে। জামিলা গায়িকার চাদর ধরে রোখতো দুজন অক্লান্ত, পেশিবহুল মানুষ, তাদেরও সারা শরীর ঢাকা থাকতো বোরখা দিয়ে– আনুষ্ঠানিক গল্পটা ছিলো এই রকম যে, তারা তার মহিলা সহযোগি, কিন্তু বোরকার কারণে তাদের লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভব ছিলো না। এবং চাদরটার ঠিক মাঝখানে মেজর একটা ছিদ্র করেছিলো কাপড় কেটে। ব্যস : তিন ইঞ্চি। পরিধিঃ সবচেয়ে সুন্দর স্বর্ণতন্তুতে এমব্রয়ডারি করা। সেটাই ছিলো যে কিভাবে আমাদের পরিবার আরো একবার জাতির ভাগ্যে পরিণত হলো, কারণ জামিলা যখন ব্রকেড-করা ছিদ্রে-এ ঠোঁট চেপে গান গেয়েছে পাকিস্তান তখন পনেরো বছর বয়সি একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছে যে কেবল ঝিকমিক করেছে স্বর্ণ ও শাদা ছিদ্রযুক্ত চাদরের ভিতর দিয়ে।

দুর্ঘটনার গুজব তার জনপ্রিয়তার ওপর চূড়ান্ত মোহর স্থাপন করলো। তার কনসার্ট হলো করাচিতে অবস্থিত ব্যাম্বিনো থিয়েটারে, এবং পরিপূর্ণ করে তুললো লাহোরের

AMARBOI.COM

শালিমার-বাগ। তার গানের রেকর্ড তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রির চার্টে শীর্ষে উঠে গেল। এবং সে জনসম্পদ হিসেবে 'পাকিস্তানের পরী,' 'জাতির কণ্ঠস্বর,' 'বুলবুল-এ-দীন' ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত হলো। আর প্রতি সপ্তায় এক হাজার একটা বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগলো তার। যেহেতু সে পরিণত হয়েছিলো সারা দেশের প্রিয় কন্যায় এবং এমন এক অস্তিত্বে বেড়ে উঠছিলো যা আমাদের নিজেদের পরিবারে তার স্থানটি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করার হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিলো, কাজেই সে জমজ খ্যাতির শিকারে পরিণত হলো। প্রথমটা হলো তার নিজেরই জন-ভাবমূর্তির শকার হলো সে, কারণ দুর্ঘটনার গুজব তাকে বাধ্য করলো সর্বক্ষণ একটা স্বর্ণ ও শাদা বোরখা পরে থাকতে, এমন কি আমার খালা আলিয়ার ইশকুলেও, সেখানে নিয়মিতই সে উপস্থিতি চালিয়ে যাচ্ছিলো; অন্যদিকে দ্বিতীয় ভাইরাসটি তার মধ্যে অন্ধ জাতীয়তা বোধ জাগিয়ে তুলেছিলো যা তার ব্যক্তিত্বকে চালিত করছিলো। প্রচারণা তাকে বন্দি করে ফেলেছিলো একটা গিল্ড করা তাঁবুর ভিতরে। জামিলা গায়িকার গলা প্রায়শ শোনা যায় ভয়েস-অব-পাকিস্তান রেডিওতে। তাই পশ্চিম ও পূর্ব অংশের গ্রামগুলোয় সে অতিমানবী হয়ে ওঠে, পরিণত হয় এক পরীতে যে দিন-রাত গান গায় তার জনমানুষের জন্যে। অন্যদিকে আহমেদ সিনাই, আমার বোনকে বলতে ভালোবাসতো : 'তুমি দেখ, মেয়ে : ভদ্রতা, সততা, শিল্প আর ভালো ব্যবসা জ্ঞান হতে পারে একই জিনিস তোমার বুড়ো বাপ এ নিয়ে কাজ করার মতো বুদ্ধিমান হয়েছে।' জামিলা মিষ্টি করে হাসে আর সম্মতি জানায়... তার শারীরিক গঠন অতিশয় মনোহর হয়ে উঠেছে, ছিমছাম, আয়তলোচন, সোনালি গাত্রবর্ণ, দীর্ঘ-কেশ, এমন কি তার নাকটাও খুব সুন্দর দেখায়। 'আমার মেয়ের মধ্যে,' আহমেদ সিনাই গর্ব করে আংকেল পাফ্সকে বলে, 'আমার দিকটা পেয়েছে ও।' আংকেল পাফস্ আমার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে গলা পরিষ্কার করে। 'দারুন চমৎকার সুন্দর মেয়ে, স্যার,' সে আমার বাবাকে বলে।

ব্যাম্বিনোতে আমার বোনের প্রথম প্রোগ্রামে (আমরা বসেছিলাম আংকেল পাফস-এর দেখিয়ে দেয়া আসনে– 'এখানে সর্বোত্তম আসন!'– তার সাত পাফিয়ার পাশে, যারা আগাগোড়া আবৃত ছিলো পোশাকে... আমার পাঁজরে খোঁচা মেরে আংকেল পাফস বলে, 'হেই, বৎস– পছন্দ করো! তোমারটা বেছে নাও! মনে রেখো : যৌতুক!' এবং লজ্জায় আমার গাল রক্তিম হয়ে ওঠে আর শক্ত হয়ে তাকিয়ে থাকি মঞ্চের দিকে।), প্রশংসাসূচক 'বাহ! বাহ!' ধ্বনি কখনো কখনো আমার বোনের কণ্ঠস্বরও ছাপিয়ে যায়। এবং শোয়ের পরে আমরা মঞ্চের পিছনে জামিলাকে আবিষ্কার করি ফুলের সমুদ্রে ডুবন্ত অবস্থায়। আর ফুলের সৌরভে আমার মাথাও ঘুরতে শুরু করে। আংকেল পাফস এসে ফুল সরিয়ে আমার বোনকে উদ্ধার করে। আর চিৎকার করতে থাকে, 'ফুল সুন্দর বটে, কিন্তু জাতির বীরকন্যারও তো বাতাসের প্রয়োজন হয়!'

সন্ধ্যায় জামিলা গায়িকা (ও পরিবার) প্রেসিডেন্ট হাউসে আমন্ত্রিত হয় গান গাওয়ার জন্যে। আংকেল পাফস তার সোনার দাঁতে ভালো করে পালিশ করে; এবং মুহাম্মদ আলি

জিন্নাহ, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা, কায়েদ-এ-আজম, এবং তার উত্তরসুরি ও নিহত বন্ধু লিয়াকত আলির পুষ্পশোভিত প্রতিকৃতি টাঙানো একটা হল ঘরে ছিদ্রযুক্ত চাদরের আড়ালে থেকে আমার বোন সঙ্গীত পরিবেশন করে। জামিলার কণ্ঠ এক সময় নীরব হয়; 'কন্যা জামিলা,' আমরা শুনতে পাই, 'তোমার কণ্ঠস্বর বিশুদ্ধতার একটা তরবারি; এটা হবে এমন এক অস্ত্র যা দিয়ে আমরা মানুষের আত্মা পরিষ্কার করবো।' প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ছিলেন, তার নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, একজন সাধারণ সৈনিক। তিনি আমার বোনের প্রতি খোদার প্রতি বিশ্বাস ও নেতার প্রতি আস্থা রাখার আহ্বান জানান; এবং আমার বোন, 'প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা আমার হৃদয়ের স্বর।' একটা ছিদ্রযুক্ত চাদরের ভিতর দিয়ে, জামিলা গয়িকা নিজেকে উৎসর্গ করেছিলো দেশপ্রেমের নিকট।

আমি যার গন্ধ পাই, জামিলা তা গাইতে পারে। সত্য সুন্দর সুখ বেদনা : প্রত্যেকটারই আছে আলাদা সৌরভ। আর জামিলার কণ্ঠেতা ফুটে উঠতো নিপুণভাবে। আমার নাক, তার কণ্ঠ। তা সঠিকভাবে ছিলো অভিনন্দনজ্ঞাপক উপহার।

পিছনের দিকে তাকালে, আমার মনে হয় আমি ইতোমধ্যে তাকে ভালোবেসে ফেলেছি। বলার অনেক আগেই... সালিমের না-বলা ভগ্নি-প্রেমের কোনো প্রমাণ আছে কি? আছে। জামিলা গায়িকার একটা জায়গায় মিল আছে ভূতপূর্ব পেতলের বাঁদরের সাথে : সে পাউরুটি ভালোবাসতো। চাপাতি, পরোটা, তন্দুরি, নান? হ্যাঁ, কিন্তু। বেশ তবে : ছত্রাক কি পছন্দ ছিলো? ছিলো; আমার বোন- দেশপ্রেম সত্ত্বেও পাউরুটির প্রতি তার মোহ ছিলো। এবং, সারা করাচিতে, একমাত্র সূত্র কি ছিলো মানসম্পন্ন পাউরুটির? বেকারিতে তো নয়। নগরীর সেরা পাউরুটি একটা দেয়ালের হ্যাচের ভিতর দিয়ে দেয়া হতো, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সকালে, সান্তা ইগনাসিয়ার গুপ্ত অর্ডারের সিস্টারদের দ্বারা।

প্রতি সপ্তাহে, আমার Lambretta স্কুটারে চেপে, আমি আমার বোনকে উষ্ণ টাটকা পাউরুটি এনে দিই। সাপের মতো দীর্ঘ কিউ সত্ত্বেও; আমার আগে আর সকলের পালা উপেক্ষা করে, আমি পাউরুটি নিয়ে আসি। আমার মনে সমালোচনা পুরোপুরি অনুপস্থিত থাকে। আমি কখনোই আমার বোনকে জিজ্ঞেস করি না খৃস্টত্বের সাথে তার পুরনো সম্পর্কের ব্যাপারটি তার বিশ্বাসের বুলবুল হিসেবে নতুন ভূমিকার জন্যে খারাপ দেখায় কি না...

অস্বাভাবিক ভালোবাসার উৎস খুঁজে বের করা কি অসম্ভব? একদা মুবারক, আশির্বাদপ্রাপ্ত, এই আমি আমার বোনের মধ্যে কি গণ্য করেছি আমার সবচেয়ে ব্যক্তিগত স্বপ্নের পরিপূর্ণতা?... আমি কেবল বলবো যে আমার যা ঘটেছিলো সে ব্যাপারে আমি সচেতন ছিলাম না, যে পর্যন্ত না আমি বেশ্যাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে আরম্ভ করি।

* *

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিলো; সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া হয়, ফলে আমরা আগ্রায় গিয়ে নানার দাফনে অংশ নিতে পারিনি। পাকিস্তানে রেভারেন্ড মাদারের

AMARBOI.COM

অভিবাসনও বিলম্বিত হয়ে যায়। এরই মধ্যে, সালিম কাজ করছিলো গন্ধের সাধারণ একটা তত্ত্ব নিয়ে : শ্রেণীবদ্ধ করণ শুরু হয়েছিলো। শুরুতে আমি সুপারি ও কোমল পানীয়ের শ্রেণীকরণ করি। (আমেরিকান ভাষ্যকার হার্বার্ট ফেল্ডম্যান করাচিতে আসারও আগে। আমি চোখ-বাঁধা অবস্থায় বলে দিতে পারতাম কোনটা হফম্যান'স মিশনের প্যাকোলা, কোনটা ফান্টার কিট্রো কোলা। ফেল্ডম্যান এই পানীয়গুলোকে দেখতো পুঁজিবাদি সাম্রাজ্যবাদের ইশতেহার হিসেবে। আমি নির্ভুলভাবে আলাদা করতে থাকি কোক থেকে পেপসি; ডাবল কোলা ও কোলা কোলা, পেরিকোলা ও বাবল আপ। আমি বুঝতে পারি কোনটা ক্যানাডা ড্রাই আর কোনটা সেভেন-আপ।) আমার ওস্তাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর, আমি অন্য সব গন্ধের দিকে মনোযোগ স্থির করি : আবেগের সৌরভ, আর হাজার একটা অন্য বস্তু যা আমাদের মানব হিসেবে সৃষ্টি করে : ভালোবাসা ও মৃত্যু, লোভও ছল না, থাকা না থাকা ইত্যাদি লেবেল দিয়েছিলাম আর আমার মনের কুঠরিতে জমা রেখেছিলাম।

আমি শ্রেণীকরণ করতে চেষ্টা করতাম রং দিয়ে– সিদ্ধ অন্তর্বাস আর *Daily Jang* পত্রিকার ছাপার কালিকে এক শ্রেণীতে ফেলতাম নীল রঙে। মোটর-কার ও কবরখানার একত্রে ধূসর... তাছাড়া ওজনের দ্বারাও শ্রেণীকরণ করা হতো : ফ্লাইওয়েট গন্ধ (কাগজ), ব্যান্টাম গন্ধ (ঘাস,), ওয়েল্টারওয়েট (কুইন-অব-দ্য-নাইট), শাহী কোরমা ও বাইসাইকেলের তেল ছিলো আমার পদ্ধতিতে লাইট-হেভিওয়েট, অন্যদিকে ক্রোধ, চক্রান্ত ইত্যাদি ছিলো হেভিওয়েট।

পবিত্র : পর্দা-আবরণ, হালাল মাংস, মুয়াজ্জিনের মিনার, জায়নামাজ; অপবিত্র : পশ্চিমা গানের রেকর্ড, শুকর-মাংস, এলকোহল। আমি এখন বুঝতে পারি মুল্লাহ্‌রা পবিত্র কেন প্রত্যাখ্যান করে এরোপ্লেনে অপবিত্র চড়তে ঈদ-উল-আজহার আগের রাতে। অন্যদিকে জামিলা যখন পবিত্রতার ও দেশের ভালোবাসার গান গায়, তখন আমি আবিষ্কার করি অপরিত্রতা ও কাম।

চিরকালীন ভাবে অসমাপ্ত জিন্নাহ মুৎসোলিয়াম থেকে আমি রাস্তার নারীদের তুলে নিতাম। অন্য তরুণরা এখানে আসতো আমেরিকান মেয়েদের উত্তেজনা প্রশমিত করতে, তাদের নিয়ে যেতো হোটেল রুমে অথবা সুইমিং পুলে; আমি আমার স্বাধীনতা ও মূল্য পরিশোধ করতে পছন্দ করতাম। এবং ঘটনাক্রমে আমি বেশ্যাদের বেশ্যাকে গন্ধে খুঁজে বের করি, যে ছিলো আমার নিজের জন্যে একটা আয়নার মতো। তার নাম তাই বিবি, এবং সে নিজের বয়স দাবি করতো পাঁচ শ' বারো।

কিন্তু তার গন্ধ! সবচেয়ে সমৃদ্ধ পদচিহ্ন সে, সালিম, পেয়েছিলো। এর ভিতরে সে কিছু ঐতিহাসিক রাজকীয়তার হাওয়া পেয়েছিলো... সে দন্তহীন প্রাণীটাকে বলতো : 'তোমার বয়সকে আমি কেয়ার করি না। গন্ধটাই আসল কথা।'

('আমার ঈশ্বর,' পদ্ম বাধা দেয়, 'ওই রকম একটা জিনিস তুমি কিভাবে?')

যদিও সে কাশ্মিরি নৌকার মাঝির সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগের আভাস দেয়নি কখনো। তাছাড়া সে সালিমের সাথে হাস্যরস করে বলতো, 'বালক, আমার বয়স পাঁচশ' বারো।' আমাকে যা খুশি ভাবো। আমি একটা উষ্ণ, আর্দ্র অপরাহ্ন কাটিয়েছিলাম মাছি-পড়া নগ্ন বৈদ্যুতিক বাল্বযুক্ত একটা কামরায়, দুনিয়ার প্রাচীনতম এক বেশ্যার সাথে।

কি শেষ পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিলো তাই বিবিকে? কি রকম নিয়ন্ত্রণের উপহার তার দখলে ছিলো যা অন্য বেশ্যাদের লজ্জা দিতো? সালিমের নাসারন্ধ্রকে পাগল করে দিয়েছিলো কি? পদ্ম : আমার প্রাচীন বেশ্যা ওস্তাদি অর্জন করেছিলো তার গ্ল্যান্ডের ওপর, তার দেহেরগন্ধ সে বিকল্পভাবে পরিবর্তিত করে নিতে পারতো। তার ইচ্ছার নির্দেশ পালন করতো eccrines ও apocrines; আর সে যদিও বলতো, 'এটা তুলে দেবো তা আশা করো না আমার কাছ থেকে; এর জন্যে তুমি আমাকে টাকা দাওনি,' তা সত্ত্বেও তার সৌরভের উপহার ছিলো যতোটুকু সে বহন করতো তার চেয়েও বেশি।

(..'ছি-ছি,' পদ্ম তার কান ঢাকে, 'আমার ঈশ্বর, এই রকম নোংরা-অপরিচ্ছন্ন মানুষ, আমি আগে জানতাম না!'...)

তো সেখানে ছিলো সে, এই অদ্ভুত গোপনীয় যুবা, একজন বৃদ্ধা কুরূপাকে নিয়ে যে বলতো, 'আমি উঠবো না; আমার পায়ের কড়া,' সে আমাকে জিজ্ঞেস করতো আমি চাই কিনা সে অন্য কারো গন্ধ নকল করবে কি না... এবং প্রথমে সালিম লাফিয়ে ওঠে, না না না, শেষে এক পর্যায়ে অন্যদের গন্ধ বর্ণনা করতে শুরু করে, আর তাই বিবি সে গন্ধ অনুকরণ করে, তাই বিবি সাফল্যের সাথে অনুকরণ করে আমার মায়ের আমার খালার গায়ের গন্ধ.. তারপর, অকস্মাৎ, এক দুর্ঘটনায়, হ্যাঁ, আমি হলফ করে বলতে পারি আমি তাকে করতে বাধ্য করিনি, অকস্মাৎ এই রকম চলাকালে, দুনিয়ার সবচেয়ে বর্ণনাতীত সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে। আর এখন সালিম লুকাতে পারে না তাই বিবি যা দেখে। ওহো, ছোট্ট সাহেবজাদা, এখন আমি যা আঘাত করেছি, তোমার বলতে হবে না সেই নারী কে কিন্তু এই একজন নিশ্চিত কেউ।

এবং সালিম, 'চুপ করো চুপ করো–' কিন্তু তাই বিবি তার কথা থামাতে অনিচ্ছুক, 'ওহো হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, তোমার প্রিয়া ভালোবাসা, ছোট সাহেবজাদা– কে? তোমার খালাতো বোন, হয়তো? তোমার বোন..' সালিমের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে; ডান হাত, ভাঙা আঙুল সত্ত্বেও, সহিংস হয়ে ওঠে... এবং এখন তাই বিবি, 'আমার খোদা হাঁ! তোমার বোন! চালিয়ে যাও, আমাকে আঘাত করো, তুমি লুকাতে পারবে না যা বসে আছে তোমাদের কপালের মাঝখানে!...' এবং সালিম জড়ো করছে তার কাপড় চোপড় ট্রাউজার পরতে সংগ্রাম করছে চুপ কর বুড়ি মাগি অন্যদিকে সে হ্যাঁ যা, যা, তবে যদি আমাকে টাকা না দিস আমি তাহলে, আমি তাহলে, তুমি দেখ আমি যা করি না, আর এখন রুপি উড়ছে কামরার মধ্যে ভাসছে পাঁচশ' বারো-বছর বয়সি গণিকার চারপাশে, নাও নাও আর তোমার গোপনীয় মুখ ঢাকো, পোশাক পরে এখন দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে এসে, কিন্তু অপেক্ষমান Lambretta-র সিটের ওপর মুতে গেছে রাস্তার ছেলেরা, যতো দ্রুত পারে সে চালিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা, কিন্তু সত্যও যাচ্ছে তার সাথেই, এবং এখন তাই বিবি একটা

AMARBOI.COM

জানলা থেকে ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করছে,' এই, ভায়েনচুদ, পালাচ্ছিস কোথায়? যা সত্যি তা সত্যি তা সত্যি...!' তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো : এটা কি ঘটেছিলো ঠিক এই... এবং নিশ্চয়ই তার বয়স পাঁচশ' বারো হবে না... কিন্তু আমি শপথ করে স্বীকার করবো সব কিছু, এবং জামিলার জন্যে আমার প্রকাশ-অযোগ্য ভালোবাসার কথা আমি শুনেছিলাম অত্যন্ত ব্যতিক্রমি এক বেশ্যার মুখ থেকে।

'আমাদের মিসেস ব্রাগাঞ্জাই ঠিক,' পদ্ম আমাকে তীব্র র্ভৎসনা করছে, 'সে বলে পুরুষের মাথায় নোংরা আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নেই।' আমি তাকে উপেক্ষা করি; মিসেস ব্রাগাঞ্জা, এবং তার বোন মিসেস ফার্নান্ডেজ, নির্দিষ্ট ধারায় কাজ করবে; শেষোক্তজন ফ্যাক্টরির হিসাবনিকাশ নিয়ে ব্যস্ত আছে, আর পূর্বোক্ত জন দেখাশোনা করে আমার পুত্রের। অন্যদিকে আমি, আমার বিদ্রোহীনি পদ্ম বিবির মনোযোগ আবার আকর্ষণ করার জন্যে স্মরণ করি একটা রূপকথার গল্প।

একদা এক কালে, অনেক উত্তরের রাজকুমার রাজ্য কিফ-এ, বাস করতো এক রাজকুমার যার ছিলো দুটো সুন্দর কন্যা, একই রকম সুন্দর একটি পুত্র, একটা ব্র্যান্ড-নিউ রোল্স রয়েস মোটর কার, এবং চমৎকার রাজনৈতিক যোগাযোগ। এই রাজকুমার, অথবা নওয়াব, প্রগতিতে বিশ্বাস করতো অনুরাগির মতো, যে কারণে সে তার বড় মেয়ের এনগেজমেন্টের ব্যবসা করেছিলো সম্পদশালি ও সুপরিচিত জেনারেল জুলফিকারের ছেলের সাথে। আর ছোট মেয়ের জন্যে তার উচ্চাশা ছিলো যে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের ছেলের সাথে সেটিকে বিয়ে দেবেন। আর তার মোটর কারটিকে তিনি ভালোবাসতেন নিজের ছেলেমেয়ের মতোই। ঐ গাড়িটি ছিলো তার পর্বত-ঘেরা উপত্যকায় দেখা প্রথম গাড়ি। তাকে একটা বিষয় যাতনা দিয়েছিলো যে কিফ-এর লোকজন তার গাড়ির জন্যে রাস্তা ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেছিলো। তিনি একটা দাবি জানালেন ব্যাখ্যা সহকারে যে গাড়িটা ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করে, কাজেই অবশ্যই সেটাকে যেতে দেয়া উচিৎ; জনতা সেই নোটিশ উপেক্ষা করলো। দ্বিতীয় নোটিশে হুকুম দেয়া হলো নাগরিকদের রাস্তা পরিষ্কার করার জন্যে যখন তারা গাড়ির হর্ণ শুনতে পাবে। কিফিরা রাস্তায় সিগারেট টানা, থুথু ফেলা ও তর্ক করা চালিয়ে গেল। তৃতীয় নোটিশে বলা হলো যে যদি কেউ হর্নের আওয়াজ মান্য করতে বাধ্য হয় তাহলে তাকে গাড়ি-চাপা দেয়া হবে। কিফিরা যোগ করলো নতুন, অধিক বদনাম সৃষ্টিকারি ছবি একটা পোস্টারে; এবং তখন, নওয়াব, যিনি ছিলেন একজন ভালোমানুষ তবে একান্ত ধৈর্যশীল না, যেমন হুমকি দিয়েছিলেন ঠিক তেমনই করলেন। জামিলা গায়িকা তার পরিবার ও ইম্প্রেসারিও নিয়ে যখন উপস্থিত হলো তার খালাতো বোনের এনগেজমেন্টের আসরে গান গাইতে, গাড়িটা তখন তাকে নিয়ে এলো সীমান্ত থেকে প্রাসাদে; এবং নওয়াব গর্বের সাথে বললেন, 'কোনো সমস্যা নেই; গাড়িটা এখন সম্মানিত হচ্ছে। প্রগতি শুরু হয়েছে।'

নওয়াবের পুত্র, মুতাসিম, যে বিদেশ ভ্রমণ করেছে আর এক ধরনের স্টাইলে চুল কেটেছে যার অন্য নাম 'বিটল-কাট,' তার বাবার দুশ্চিন্তার কারণ ছিলো। কারণ যদিও সে দেখতে সুন্দর তথাপি যখনই সে কিফ ঘুরতে বের হয়, মেয়েরা তখন তার সৌন্দর্যের উত্তাপে গলে পড়ে, এক ধরনের ব্যাপারে তাকে উৎসাহি মনে হয় না আদৌ। কিন্তু যখন

জামিলা গায়িকা এসে পৌঁছায়, সুদর্শন মুতাসিম-বিদেশ ভমণের কারণে জামিলার শারীরিক বিকৃতির গুজব তার জানা ছিলো না– জামিলার মুখ দর্শনে আকুল হয়ে থাকে।

সেইসব দিনে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডিক্রি জারি করেন। সেটা অনুষ্ঠিত হয় এনগেজমেন্ট আয়োজনের পর দিন, মৌলিক গণতন্ত্র নামে তা প্রসিদ্ধি অর্জন করে। লাখ লাখ পাকিস্তানি বিভক্ত হয় একশ' কুড়ি সহস্র প্রায় সমান অংশে, প্রতিটা অংশের প্রতিনিধিত্ব করে একজন মৌলিক গণতন্ত্র। একশ' কুড়ি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রিক নির্বাচনি মণ্ডলি নিবাচন করবে প্রেসিডেন্টকে। কিফ-এ ছিলো ৪২০ মৌলিক গণতান্ত্রি, যার মধ্যে ছিলো মুল্লা, রাস্তার সুইপার, নওয়াবের গাড়ি-চালক, নওয়াবের এস্টেটে হাশিম চাষী অসংখ্য মানুষ, এবং অন্যান্য অনুগত নাগরিক। নওয়াব এই সমস্ত লোককে তার কন্যার এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠানে দাওয়াত করেছিলেন। তিনি বাধ্য ছিলেন দুটো সত্যিকার বদমায়েশকে দাওয়াত করতে, সম্মিলিত বিরোধি দলের রিটার্নিং অফিসারদ্বয়। এই বদমায়েশ সব সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতো। কিন্তু নওয়াব ছিলেন সৌজন্যপূর্ণ ও স্বাগত-মনোভাবাপন্ন। 'আজ রাতে আপনারা আমার সম্মানিত বন্ধু,' তিনি তাদের বলেন, 'আর আগামি কাল আরেকটা দিন।' বদমায়েশরা এমনভাবে পান-ভোজন করলো যেন আগে আর কখনো খাবার দেখেনি, কিন্তু প্রত্যেকে– এমন কি সুদর্শন মুতাসিমকেও, যার ধৈর্য তার বাবার চেয়ে কম ছিলো– বলা হয়েছিলো ওদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে।

সম্মিলিত বিরোধি দল, তুমি শুনে আশ্চর্য হবে না যে, ছিলো ফার্স্ট ওয়াটারের দুর্বৃত্ত আর দুর্জনদের সংগ্রহ। একত্রিত হয়েছিলো প্রেসিডেন্টকে পদচ্যুত্ত করতে আর পুরনো খারাপ দিনে ফিরে যেতে, কিন্তু কিছু কারণে তারা পেয়েছিলো একভয়ানক নেত্রী। ইনি ফাতিমা জিন্নাহ, জাতির প্রতিষ্ঠাতার বোন, এমন এক শুষ্ক প্রাচীনত্বের নারী যে নওয়াব সন্দেহ করতেন এই নারী অনেক কাল আগেই মারা গেছেন, তার পুত্র এই ধারণা সমর্থন করতো. *El Cid* নামে একটা চলচ্চিত্র সে দেখেছিলো, যেখানে একমৃত মানুষ যুদ্ধে এক সেনাদলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলো... যাহোক, নির্বাচনে প্রেসিডেন্টকে পরাস্ত করে তার ভাইয়ের অসমাপ্ত ম্যুসোলিয়াম সমাপ্ত করার আশা ছিলো ফাতিমার। এমনও বলা হয়ে থাকে যে তার প্রেসিডেন্ট বিরোধিতা প্রেসিডেন্টের প্রতি জনগণের বিশ্বাস কাঁপিয়ে দিয়েছিলো– তিনি কি ছিলেন না, সর্বোপরি, বিগত বছরের মহান ইসলামি বীরদের নতুন দেহে পুনর্জন্ম? মুহাম্মদ বিন সাম ঘুরির, ইলতুৎমিশের এবং মুঘলদের? এমন কি কিফেও, নওয়াব লক্ষ্য করলেন সম্মিলিত বিরোধি দলের স্টিকার অদ্ভুত সব স্থানে শোভা পাচ্ছে। তার রোলস-রয়েসের বুটেও কে যেন একটা সেঁটে গেছে। 'খারাপ সময়,' নওয়াব তার পুত্রকে বলেন। মুতাসিম জবাব দেয়,' 'নির্বাচন তোমাকে পেয়েছে ওটা– পায়খানা পরিষ্কারক আর শস্তা দর্জি ভোট দেবে শাসক নির্বাচনের জন্যে?'

কিন্তু আজকের দিনটি ছিলো সুখের দিন। জেনানা মহলে, মহিলারা হেনা দিয়ে অলংকৃত করে তুলছিলো নওয়াবের কন্যার হাত ও পা। জেনারেল জুলফিকার ও তার পুত্র জাফর শীগগিরই আসবে। কিফের শাসকরা তাদের মাথা থেকে নির্বাচনের ভাবনা বাইরে রাখে। ফাতিমা জিন্নাহর ভাবনা প্রত্যাখ্যান করে।

জামিলা গায়িকার কোয়ার্টারেও আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তার বাবা, তোয়ালে প্রস্তুতকারক, চিৎকার করে, 'তুমি দেখছো? কার মেয়ে এখানে কলানৈপুণ্য দেখাচ্ছে? একি আর একটা হারুনের মেয়ে? একটা ভালিকা নারী? এ কি আর একটা সাইগল যুবতীর দাউদ? দোযখের মতো!' ... কিন্তু তার পুত্র সালিম, কার্টুনের মতো মুখবিশিষ্ট এক হতভাগা যুবক, প্রচণ্ড এক বেদনায় যেন বা ভারাক্রান্ত, সে লজ্জার মতো এক দৃষ্টি নিয়ে তাকায় তার বোনের দিকে।

সেই পরাহ্নে, সুদর্শন মুতাসিম তার এক পাশে জামিলার ভাই সালিমকে বসায় আর তার সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টির কঠিন চেষ্টা চালায়। পার্টিশনের আগে রাজস্থান থেকে আমদানি করা ময়ূর দেখায় সে সালিমকে, আর নওয়াবের জাদুর বইয়ের অমূল্য সংগ্রহ, যা থেকে সে তালিসমান ইত্যাদি আয়ত্ত করতে শেখে। মুতাসিম পোলো-ফিল্ডে নিয়ে যায় সালিমকে, সে স্বীকার করে যে সে একটা পার্চমেন্টের ওপর প্রেমের মন্ত্র লিখেছে, বিখ্যাত জামিলা গায়িকার হাতে সেটা গুঁজে দেবার আশায়, যাতে সে প্রেমে পড়ে। এই জায়গায় সীলিম একটা বদরাগি কুকুরের গন্ধ পায় বাতাসে এবং ঘুরতে চেষ্টা করে; কিন্তু মুতাসিম এখন অনুনয় করে জানতে চায় জামিলা গায়িকা আসলে দেখতে কেমন। সালিম নীরব থাকে। মুতাসিম জামিলার কাছাকাছি গিয়ে তার হাতে মন্ত্রটা গুঁজে দিতে চায়। এখন সালিম, যার দৃষ্টি প্রেম-তাড়িত মুতাসিমের ওপর স্থির থাকে না, বলে, 'পার্চমেন্টটা আমাকে দাও।' এবং মুতাসিম, যদিও ইউরোপীয় নগরির ভূগোলে বিশেষজ্ঞ, এ ব্যাপারে সরল-বিশ্বাসি ছিলো যে মন্ত্রটি তুলে দিলো সালিমের হাতে। সে ভাবলো এটা তার পক্ষেই কাজ করবে, অন্যের দ্বারা প্রয়োগ করা হলেও।

প্রাসাদে সন্ধ্যা নেমে আসে। গাড়ির বহর নিয়ে আসে জেনারেল ও বেগম জুলফিকার তাদের পুত্র জাফর, এবং বন্ধুদেরও। কিন্তু এখন হাওয়া পরিবর্তিত হয়েছে, আর বইছে উত্তর দিক থেকে : একটা শীতল হাওয়া, এবং উত্তেজকও বটে, কারণ কিফের উত্তরে ছিলো দেশের সর্বোত্তম হাশিশ চাষের ক্ষেত, এবং বছরের এই সময়ে নারী গাছগুলো পেকে যায় আর উষ্ণ থাকে। বাতাস পূর্ণ ছিলো এই উদ্ভিদের কামাতুর সৌরভে। আর এই বাতাসে যারা শ্বাস নেবে তারা কিছুটা আসক্ত হবে। উত্তরের বাতাসে প্রবেশ করে সালিমের প্রখর ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট নাকে, এবং তার এতটা ঝিমুনি সৃষ্টি হয় যে তার কামরায় সে ঘুমিয়ে পড়ে। আর সে কারণেই এক সন্ধার ঘটনাবলি সে মিস করে, পরে সে জানতে পারে যে, হাশিশ-আক্রান্ত বাতাসে শ্বাস নিয়ে অতিথিদের আচরণ বদলে যায়, এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভ্যাগতরা ফিকফিক করে হাসতে থাকে এবং প্ররোচনামূলক দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে একে অন্যের দিকে। জেনারেলেরা গিল্ডকরা চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে থাকে আর স্বপ্ন দেখে স্বর্গলোকের। নিদ্রার এক ঘোরের ভিতর মেহদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এমন ভাবে যে কেউ লক্ষ্যই করে না কখন বর তার প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেছে; এবং এমন কি সম্মিলিত বিরোধি দলের বচসারত বাদমায়েশরা হাতে হাত ধরে লোকসঙ্গীত গাইছে। এবং সুদর্শন মুতাসিম যখন হাশিশ-আক্রান্ত বাতাসের প্রভাবে স্বর্ণ ও রেশমি চাদরের পিছনে যাবার চেষ্টা করে, তখন তাকে চমৎকার হাস্য-কৌতুকে বাধা দেয় মেজর আলাউদ্দিন লতিফ, জামিলা গায়িকার মুখ দেখতে দেয় না সে। সন্ধ্যা শেষ হয়,

আর সমস্ত অভ্যাগত টেবিলেই ঘুমিয়ে পড়ে; কিন্তু জামিলা গায়িকাকে তার কামরায় পৌছে দেয় ঘুমে-ধরা লতিফ।

মধ্যরাতে, সালিম ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখতে পায় তার ডান হাতে সুদর্শন মুতাসিমের জাদুকরি পার্চমেন্টটা তখনো সে ধরে আছে মুঠি করে। তার কক্ষের ভিতর মৃদু ভাবে উত্তুরে হাওয়া বইছে। সে মনস্থির করে, চপ্পল আর ড্রেসিং-গাউন পরে, চমৎকার প্রাসাদের অন্ধকার প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে, সে জেনানা মহলের দিকে আসে। একটা দরোজা নির্বাচন করে, হাতল ঘোরায় আর ভিতরে ঢোকে।

বিশাল এক বিছানার ওপর মধ্যরাতের চাঁদের আলোয় ভাসছে একটা মশারি। সালিম সেদিকে এগিয়ে যায়। তারপর থামে। কারণ সে দেখতে পায়, জানলায়, একটা মানুষের শরীর কামরায় ঢোকার চেষ্টা করছে। সুদর্শন মুতাসিম। হাশিশময় বাতাসে লজ্জাহীন হয়ে উঠেছে। জামিলার মুখ দেখার জন্যে উন্মত্ত... কি মূল্য দিতে হবে তা কোনো ব্যাপার নয়... এবং সালিম, কক্ষের ছায়ায় অদৃশ্য থেকে চিৎকার করে ওঠে : 'হ্যান্ডস আপ! নতুবা আমি গুলি করবো!' সালিম ধাপ্পা দিচ্ছিলো; কিন্তু মুতাসিম, যার হাত ছিলো জানলার শার্সিতে, তাতে সমস্ত ভর রেখেছিলো দেহের, জানতো না সেটা, আর একটা ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছিলো না এখন : ঝুলে থেকে গুলি খাবে, না কি হাত ছেড়ে দিয়ে নিচে পড়বে? সে তর্ক করার চেষ্টা করলো, 'তুমি নিজেও এখানে থাকতে পারো না,' সে বললো, 'আমি আমিনা বেগমকে বলে দেবো।' সে তার প্রতিপক্ষের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেছিলো। কিন্তু সালিম তার অবস্থানের দুর্বলতা তুলে ধরলো, এবং মুতাসিম, আবেদন জানালো, 'ঠিক আছে, কেবল গুলি করো না,' যে পথে এসেছে সে পথে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়া হলো তাকে। সেই দিনের পর থেকে, মুতাসিম তার মা-বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো জামিলার মা-বাবার কাছে বিয়ের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠাতে। সে কিফ ত্যাগ করে করাচি চলে এলো। এবং ঘটনাক্রমে সে যোগ দিলো সেনাবাহিনিতে এবং ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে শহিদ হলো।

সুদর্শন মুতাসিমের ট্রাজেডি, যাহোক, আমাদের কাহিনির একটা সাব-প্লট। কারণ এখন সালিম ও তার বোন একাকি, এবং সে, দুই যুবার কথোপকথনে ঘুম থেকে জেগে, জিজ্ঞেস করে, 'সালিম? কি হচ্ছে?'

সালিম তার বোনের বিছানার দিকে এগিয়ে যায়; তার হাত এগিয়ে যায় তার দিকে; এবং পার্চমেন্ট চেপে ধরে জামিলার চামড়ায়। কেবল এই সময় সালিম তার নিজের ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করে তার মুখ হা হয়ে যাওয়া বোনের কাছে।

নীরবতা; তারপর জামিলা চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওহ, না, কেমন করে তুমি–', কিন্তু পার্চমেন্টের জাদু যুদ্ধ করছিলো জামিলার ভালোবাসার প্রতি ঘৃণার শক্তির সাথে। কাজেই যদিও তার দেহ কঠিন হয়ে উঠেছিলো আর ঝাঁকি দিচ্ছিলো কুস্তিগিরের মতো, সে শুনতে পেলো সালিম ব্যাখ্যা করছে যে এতে কোনো পাপ নেই, এ নিয়ে সে কাজ করেছে, আর তাছাড়া তারা সত্যিকার ভাই-বোন নয়; তার শরীরে প্রবহমান রক্ত তার রক্ত নয়। কিন্তু সে এক পর্যায়ে অনুভব করতে পারে যা সে বলছে তা আক্ষরিক সত্য, আরও অন্যান্য সত্যও আছে যা আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ; এবং যদিও লজ্জা কিংবা আতংকের কোনো প্রয়োজন

ছিলো না, সে দেখতে পায় জামিলার কপালেও আবেগ, তার চামড়ায় সে এর গন্ধ পায়, এবং, সবচেয়ে যা খারাপ, সে অনুভব করে ও গন্ধ পায় তা নিজের ভিতরে ও বাইরে। কাজেই, পরিশেষে, সুদর্শন মুতাসিমের জাদু পার্চমেন্টের সালিম সিনাই ও জামিলা গায়িকার মিলন ঘটানোর মতো ক্ষমতা ছিলো না।

সে জামিলার কামরা ত্যাগ করে নত-মস্তকে। তাকে অনুসরণ করে জামিলার হরিণ-চকিত চোখ। আর ইতোমধ্যে মন্ত্রের ক্রিয়া নিঃশেষ হয়ে যায় একেবারেই, এবং সে ভয়ংকর এক প্রতিশোধ নেয়। সালিম যখন কামরা ত্যাগ করে, প্রাসাদের করিডোর আকস্মিকভাবে ভরে যায় নতুন বাগদত্তা একজন রাজকুমারির প্রচণ্ড চিৎকারে, যে তার বিয়ের রাতের এক স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে যে স্বপ্নে তার বৈবাহকি বিছানা হঠাৎ করে হলুদ তরলে ধুয়ে যায়। পরবর্তীতে, সে তদন্ত করে, এবং যখন সে জানতে পারে তার স্বপ্নের পয়গম্বর সুলভ সত্য, বয়ঃসন্ধিতে তে পৌছানোর চেষ্টা করে না যেহেতু জাফর জীবন্ত, যাতে করে সে তার প্রাসাদোপম শয়ন কক্ষে থাকতে পারে এবং এড়িয়ে যেতে পারে তার দুর্বলতার বাজে-গন্ধময় আতংক।

পরবর্তী সকালে, সম্মিলিত বিরোধি দলের দুই বদমায়েশ ঘুম থেকে জেগে নিজেদের বিছানাতেই দেখতে পেলো নিজেদের। তারা পোশাক পরলো, তাদের চেম্বারের দরোজা খুললো। বাইরে পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা বড় দুই সৈন্যকে আবিষ্কার করলো শান্তিপূর্ণভাবে যারা রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, বহির্গমনের পথে বাধা হয়ে। বদমায়েশ দুটো চেঁচিয়ে ওঠে, কিন্তু সৈন্যরা নিজস্ব অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ না ভোট গণনা শেষ হয়; তারপর তারা শান্তভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। বদমায়েশরা অনুসন্ধান করে নওয়াবকে, তাকে খুঁজে পায় তার ব্যতিক্রমি গোলাপ-বাগানে; তারা তাদের হাত ছুঁড়তে লাগলো আর গলা চড়িয়ে কথা বলতে শুরু করলো; তারা উল্লেখ করলো ন্যায়বিচারের হাস্যকর অনুকরণ, এবং নির্বাচনি jiggery-pokery; এছাড়াও ছল-চাতুরি; কিন্তু নওয়াব তাদের দেখালেন তেরটি নতুন ধরনের কিফি গোলাপ, তিনি নিজেই এর শংকরায়ন ঘটিয়েছেন। তারা উচ্চস্বরে বাগাড়ম্বর করে গেল– গণতন্ত্রের মৃত্যু, স্বৈরাচারি দস্যুতা– যতক্ষণ না তিনি মৃদু হাসলেন নম্রভাবে, নম্রভাবে, এবং বললেন, 'আমার বন্ধুগণ, গতকাল আমার কন্যার বাগদান হয়েছে জাফর জুলফিকারের সাথে; শীগগির, আমি আশা করি, আমার অন্য মেয়েটির বিয়ে হবে আমাদের প্রেসিডেন্টের নিজের প্রিয় পুত্রের সাথে। ভাবুন, তাহলে– আমার জন্যে কী অসম্মান হতো, কী বদনাম হতো আমার, কিফে এমন কি একটা ভোটও যদি পড়তো আমার ভবিষ্যৎ আত্মীয়ের বিরুদ্ধে! বন্দুগণ, আমি একটা মানুষ যার সাথে সম্মান সম্পৃক্ত; কাজেই আমার গৃহে থাকুন, পান-ভোজন করুন; কেবল যা আমি দিতে পারবো না তা চাইবেন না।'

আর আমরা সবাই সুখে বাস করতে লাগলাম... যে কোনো মূল্যে, এমন কি রূপকথার গল্পের ঐতিহ্যবাহি শেষ বাক্য ছাড়াই, আমার গল্প শেষ হয় ফ্যান্টাসিতে। কারণ যখন মৌলিক গণতন্ত্রিরা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, তখন সংবাদপত্রসমূহ Jang, Dawn, Pakistan Times ঘোষণা করলো মাদার-ই-মিল্লাত ফাতিমা জিন্নাহর সম্মিলিত বিরোধি দলের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টের মুসলিম লীগের বিপুল বিজয়।

২৩ How Saleem Achieved Purity
সালিম কিভাবে শুদ্ধতা অর্জন করেছিলো

আমার নানি নাসিম আজিজ পাকিস্তানে হাজির হলেন ১৯৬৪ সালের মধ্যভাগে। পিছনে রেখে এলেন এক ভারতকে যেখানে নেহরুর মৃত্যু এক তিক্ত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করলো। মোরারজি দেসাই, অর্থ মন্ত্রী, এবং জগজীবন রাম, অস্পৃশ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান, তাদের সংকল্পে একত্রিত হলেন যে একটি নেহরু ডাইন্যাস্টি প্রতিষ্ঠায় তারা বাধা দেবেন; কাজেই ইন্দিরা গান্ধি নেতৃত্ব নিতে অস্বীকার করলেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রি, সেইসব রাজনীতিকদের প্রজন্মের আরেক জন সদস্য যারা মনে হয় অমরতায় আচারিভূত হয়েছে। শাস্ত্রির মামলায়, যাহোক, এটা ছিলো শুধু মায়া। নেহরু ও শাস্ত্রি উভয়েই তাদের মরণশীলতার প্রচণ্ড প্রমাণ দিয়ে গেছেন।

রেভারেন্ড মাদার আমার বোনের ক্যারিয়ার পুরোপুরি অনুমোদন করতে পারেনি। 'আমার পরিবার, কিবেননাম এটার,' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিয়া মামানির কাছে, 'গ্যাসের মূল্যের চেয়েও কম নিয়ন্ত্রণযোগ্য।' গোপনে, যা হোক, সে হয়তো প্রভাবিত হয়ে থাকবে, কারণ ক্ষমতা ও অবস্থানকে সে শ্রদ্ধা করতো। আর জামিলা এখন... আমার নানি রাওয়ালপিণ্ডিতে সেট্‌ল করেন। স্বাধীনতার আশ্চর্য এক প্রদর্শনসহ, জেনারেল জুলফিকারের বাড়িতে থাকাটা তার পছন্দ হলো না। তিনি ও আমার মামি পিয়া শহরের পুরনো অংশে অবস্থিত একটা মনোরম বাংলোতে উঠে গেলেন। আর তাদের জমানো টাকা দিয়ে, বাস্তবায়ন করলেন পেট্রোল পাম্প কেনার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন।

নাসিম কখনো আদম আজিজের কথা উল্লেখ করেননি। তার জন্যে আহাজারিও করেননি; অতীতের দিকে তার মুখটা স্থাপন করে, রেভারেন্ড মাদার মনোযোগ স্থির করেন গ্রাসোলিন ও তেলের ওপর। পাম্পটা ছিলো দারুন একটা জায়গায়, রাওয়ালপিণ্ডি-লাহোর গ্র্যান্ড ট্র্যাংক রোডের নিকটে। এটা ভালোই চলছে। পিয়া ও নাসিম পালাক্রমে দিন কাটিয়ে দেন ম্যানেজারের কাচের বুথে, অন্যদিকে এ্যাটেন্ড্যান্টরা ভর্তি করে দেয় আর্মি ট্রাক ও কার। তারা এক ঐন্দ্রজালিক কম্বিনেশন প্রমাণ করেছেন। পিয়া সৌন্দর্য দিয়ে খদ্দের আকর্ষণ করতো,' অন্য দিকে রেভারেন্ড মাদার পাম্পের খদ্দেরদের ডেকে নিতো তার কাচের বুথের ভিতরে কাশ্মিরি গোলাপি চা পান করার জন্যে।

পিয়া আজিজ ধারাক্রমিক লিয়াজোঁ করতে শুরু করলো কর্ণেল ক্রিকেটার পোলো-খেলোয়াড় কূটনীতিকদের সাথে, যা একজন রেভারেন্ড মাদারের কাছ থেকে চেপে রাখা কোনো ব্যাপার ছিলো না; কিন্তু ছোট শহরে তা নিয়ে কথা রটতে সময় লাগলো না। আমার খালা এমারেল্ড পিয়াকে কাজে নিতে চাইলো; সে জবাব দিলো : 'তুমি চাও আমি চিরকাল চিৎকার করি আর চুল ছিঁড়ি? আমি এখনো তরুণী; তরুণদের একটু উত্যক্ত করা উচিৎ।' এমারেল্ড, পাতলা ঠোঁটে : 'কিন্তু একটু মর্যাদাশীল হও... পরিবারের নাম...' এ কথায় পিয়া মাথা ঝাঁকায়। 'তুমি মর্যাদাশীল হও, বোন,' সে বলে, 'আমি, আমি বাঁচবো।'

কিন্তু আমার মনে হলো পিয়ার আত্ম দৃঢ় আত্মকথনে কিছু একটা ফাঁপা ব্যাপার ছিলো; যে সেও অনুভব করতো বছরগুলোর সাথে সাথে তার ব্যক্তিত্বও ভেসে যাচ্ছে।

আমার নানার মৃত্যুর খবর এবং রেভারেন্ড মাদারের পাকিস্তানে আগমনের পর, আমি পুনঃপুনঃ কাশ্মিরের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। যদিও আমি কখনো শালিমার-বাগে হাঁটিনি, সেটা করতে লাগলাম রাতের বেলা; আমি শিকারায় ভেসে চললাম এবং শংকর আচার্যের পাহাড়ে চড়লাম আমার নানার মতো; আমি দেখলাম পদ্ম-মূল ক্রুদ্ধ চোয়ালের মতো পর্বত। রাওয়ালপিণ্ডিতে, আমার নানি কাশ্মিরি গোলাপি চা পান করেন; করাচিতে, তার নাতি একটা হ্রদের পানিতে স্নান করে যে হ্রদ কখনো তিনি দেখেননি। পাকিস্তানের অবশিষ্ট জনগোষ্ঠির মনে কাশ্মিরের স্বপ্ন জেগে উঠতে বেশি সময় লাগলো না। ইতিহাসের প্রতি-সংযোগ প্রত্যাখ্যান করলো আমাকে পরিত্যাগ করতে, এবং আমি আবিষ্কার করলাম আমার স্বপ্নপরিণত হচ্ছে, ১৯৬৫ সালে, জাতির সাধারণ সম্পত্তিতে, এবং আসন্ন সমাপ্তিতে প্রধান গুরুত্বের একটা ফ্যাক্টর, যখন সবধরনের বস্তু পড়ছে আকাশ থেকে, আর শেষ পর্যন্ত আমি বিশুদ্ধ হয়ে উঠি।

সালিম আরো নিচে ডুবতে পারে না : আমি গন্ধ নিতে পারি, আমার নিজের ওপর, আমার পাপের দুর্গন্ধের। আমি পবিত্র ভূমিতে এসেছি, আর খুঁজে পেয়েছি বেশ্যাদের- জামিলা আর আমি পরস্পরকে যতোটা সম্ভব এড়িয়ে চলি, আমাদের জীবনে প্রথমবারের মতো, একজন আরেকজনকে একটি শব্দও বলতে পারি না! বিশুদ্ধতা- সেই সর্বোচ্চ আদর্শ!- সেই দেবোপম পবিত্রতা যাকে মনে রেখে পাকস্তািনের নামকরণ করা হয়েছিলো, আর যা ঝংকৃত হয়েছিলো আমার বোনের গানের প্রত্যেকটি নোট থেকে!- অনেক দূরের জিনিস বলে মনে হয়; আমি কিভাবে জানবো যে ইতিহাস- যার ক্ষমতা রয়েছে পাপিদের ক্ষমা করার- সেই মুহূর্তে এমন এক মুহূর্তের দিকে কাউন্টডাউন করছে যাতে তা আমাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরিষ্কার করে দেবে?

গুরু মন্দিরের দিনগুলো: পানের গন্ধ, রান্নার গন্ধ, মিনারের ছায়ার সৌরভ, সেটা যেন মসজিদের লম্বা আঙুল : অন্য দিকে আমার খালা আলিয়ার পুরুষের প্রতি ঘৃণা তাকে বেপরোয়া করেছিলো।

জাতির ভাগে আমার খালা আলিয়ার অবদান-তার ইশকুল ও কলেজের মাধ্যমে- কোনোভাবেই খাটো করা যাবে না। তার পুরনো হতাশা সে অনুপ্রবিষ্ট করেছিলো

শিক্ষাক্রমে, ইটে এবং তার জোড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর মধ্যেও, সে বাচ্চাদের ও তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে একটা গোত্র গড়ে তুলেছিলো যারা নিজেদের অধিকারী বলে অনুভব করতো এক প্রাচীন প্রতিশোধ অন্তরীপের দ্বারা, কেন তা না জেনেই। আমার খালা আলিয়া আনন্দ পেতো যাতে তা ছিলো রান্না। এই বিষয়টিকে সে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলো। কিন্তু ভালো বিষয়ও আমার খালা সম্পর্কে বলতে হবে অবশ্যই। রাজনীতিতে, সে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট কথা বলতো। যদি তার একজন জেনারেল ভগ্নিপতি না থাকতো তাহলে নির্ঘাত তার ইশকুল ও কলেজ চলে যেতো তার হাতের বাইরে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকায় সে লেকচার ট্যুরও দিয়েছে। তাছাড়া, তার খাবার ছিলো সুস্বাদু।

কিন্তু সেই মসজিদের ছায়ার ভিতরের বাড়িতে বাতাস ও খাবার তাদের টোল আদায় করতে শুরু করলো... সালিম লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে লাগলো যখনই তার বোন আবির্ভূত হতো তার ভাবনায়; অন্যদিকে জামিলা সেখানে থাকতে লাগলো কম কম সময়, দেশের উত্তর-দক্ষিণ সফর করতে লাগলো (কিন্তু কখনো পূর্বাংশে নয়) কনসার্ট করার জন্যে। জামিলা বাড়িতেও তার স্বর্ণ ও শাদা মুখাবরণটি পরে থাকতো যতক্ষণ না নিশ্চিত হতো যে তার ভাই বাইরে। অন্যদিকে সালিম সিস্টার ইগনাসিয়া থেকে পাউরুটি নিয়ে আসা অব্যাহতই রেখেছিলো। কেবল নিজের হাতে পাউরুটি তুলে দিতে পারতো না বোনকে। কখনো বা সে তার বিষাক্ত খালাকে মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা নিতে বলতো। আমিনা চকিত চাহনিতে তার দিকে তাকাতো আর জিজ্ঞেস করতো, 'তোমার হয়েছেটা কি, খোকা– তুমি নিশ্চয় সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওনি?' সালিম ভয়ানক লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে যায়, শংকিত হয়ে পড়ে এই ভাবনায় যে তার খালা হয়তো তার বেশ্যাগমনের বিষয়টি অনুমান করে ফেলবে; এবং হয়তো খালা অনুমান করেছিলো, কিন্তু সে লেগে ছিলো বড় মাছের পিছনে।

... দীর্ঘ নীরবতা হঠাৎ করে ভেঙে দিতো সালিম অর্থহীন শব্দে : 'না!' অথবা, 'কিন্তু!' মেঘের মতো জমে থাকা নীরবতার মধ্যে অর্থহীন শব্দাবলি : মনে হয় যেন সালিমের ভিতরে ফুটতে থাকা শব্দগুলোর দু'একটা আচমকা বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসে তার ঠোঁট দিয়ে। *টিক, টক* ... ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে, আমার মা আমিনা সিনাই আবিষ্কার করলো যে সে আবার গর্ভবতি হয়েছে, সতেরো বছরের দীর্ঘ বিরতির পর। যখন নিশ্চিত হলো, তখন সে শুভ সংবাদটি তার বড়বোন আলিয়াকে জানালো। এর ফলে আমার খালাকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিশোধ নেবার সুযোগই করে দেয়া হলো। আলিয়া আমার মাকে কি বলেছিলো তা জানা যায়নি; কিন্তু তার বিধ্বস্তকর। প্রতিক্রিয়া পড়লো আমিনার ওপর। এক ভয়াবহ দানব-সন্তানের স্বপ্ন তাকে মহামারীর মতো তাড়িত করতে লাগলো যে সন্তানের মগজের পরিবর্তে থাকবে একটা ফুলকপি, সে রামরাম শেঠের অলীকতার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলো, আর দুই মাথা বিশিষ্ট একটা সন্তানের পুরনো ভবিষ্যৎ-বাণী

AMARBOI.COM

তাকে আবার পাগল করে তুললো। আমার মায়ের বয়স হয়েছিলো বিয়াল্লিশ বছর। মাসগুলো যেতে লাগলো আর তার বিয়াল্লিশ বছর একটা ভয়ংকর টোল নিতে শুরু করলো। তার চার দশকের ওজন বাড়তে লাগলো প্রতিদিন। দ্বিতীয় মাসেই তার চুল শাদা হয়ে গেল।

তৃতীয় মাস নাগাদ তার মুখ পঁচা আমের মতো হয়ে গেল। আর চতুর্থ মাসে সে পুরোপুরি বৃদ্ধা নারীতে পরিণত হলো। ওইসব বিভ্রান্তিকর দিনে তার ভিতরে শিশুটি বাড়তে থাকলো, সেটার তারুণ্য আর তার বয়স বৃদ্ধি হয়ে উঠলো অঙ্গাঙ্গী একটা ঘটনা। ঠিক এমনি সময়ে সে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লো একটা পুরনো বেতের চেয়ারে। আহমেদ সিনাই, অসহায়ভাবে পর্যবেক্ষণরত, নিজেকে আবিষ্কার করে, একেবারে হঠাৎ, স্নায়ুবিকল, ভাসমান, মানুষবিহীন।

এমন কি এখনো, সম্ভাবনার সমাপ্তির সেইসব দিন সম্পর্কে লেখা আমার পক্ষে কঠিন। আমরা বাবার হাতে সেই সময় তার তোয়ালে কারখানা ধ্বংস হয়ে যেতে দেখলাম। আহমেদ সিনাই তার শ্রমিকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে লাগলো, বোম্বেতে থাকতে বাড়ির চাকরদের সাথে যেমনটা করতো। দক্ষ তন্তুবায় থেকে প্যাকিং-এর সাথে জড়িতদের সাথেও একই রকম আচরণ শুরু করলো। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মতোই দাঁড়ালো সেটা। ফলাফল হলো এই যে তার কর্মিরা সবাই চলে গেল, কেউ কেউ বললো, 'আমি আপনার পায়খানা-পরিষ্কারক নই, সাহেব; আমি দক্ষ গ্রেড ওয়ান তন্তুবায়।' সে তাদের সবাইকে চলে যেতে দিলো। এর বদলে কতগুলো আনাড়িকে কাজে নিলো সে। ত্রুটিপূর্ণ তোয়ালের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। চুক্তি পূরণ হলো না। পুনরায় অর্ডার ডুবতে লাগলো আশংকাজনক হারে। আহমেদ সিনাই বাড়িতে আনতে শুরু করলো পর্বতসম বাতিল তোয়ালে। তার অব্যবস্থাপনার কারণে নিচু মানের উৎপাদন ছাপিয়ে উঠেছিলো কারখানার অয়ার হাউজগুলোয়। সে আবার পান করতে আরম্ভ করেছিলো। এবং ওই বছরের গ্রীষ্ম নাগাদ গুরু মন্দিরের বাড়ি আবার আচ্ছন্ন হলো জ্বিনের সাথে তার যুদ্ধের ঘটনায়।

আমার বাবা স্থিরভাবে স্ট্রোকের দিকে এগোচ্ছিলো। কিন্তু বোমা তার মাথায় লাগার আগে, আরেকটি ফিউজ পুড়েছিলো : ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে, আমরা রান অব কাচের অদ্ভু ঘটনার কথা জানতে পারি।

যখন আমরা আমাদের খালার প্রতিশোধের জালের মাছির মতো আটকা পড়েছিলাম, ইতিহাসের মিল পেষাই কাজ তখনও অব্যাহত রেখেছিলো। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সুনাম সরাইয়া আনা-এ ছিলো : ১৯৬৪ সালের নির্বাচনে দুর্নীতির গুজব গুঞ্জন আকারে ছড়াচ্ছিলো। তাছাড়া প্রেসিডেন্টের পুত্রের বিষয়টিও ছিলো : গওহর আইয়ুব, যার গান্ধারা ইন্ডাস্ট্রিজ তাকে রাতারাতি 'বহু-বহু'তে পরিণত করেছিলো। এবং ভারতে, সঞ্জয় গান্ধি ও তার মারুতি কার কোম্পানি এবং তার যুব কংগ্রেস; এবং সর্ব-সাম্প্রতিক কান্তি লাল দেসাই... কিন্তু আমারও পুত্র আছে একটা; আদম সিনাই, এই প্রবণতার বিপরীত। পুত্ররা

ভালো হতে পারে তাদের পিতাদের তুলনায়, আবার খারাপও... ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে, বাতাস পূর্ণ হয়েছিলো পুত্রদের ভ্রমপ্রবণতায়। এবং কার ছেলে ছিলো সে ১লা এপ্রিলে যে প্রেসিডেন্ট হাউজের দেয়াল পরিমাপ করেছিলো।

বাস্তবতা আর খবরের মধ্যে ডিভোর্স : সংবাদপত্র বিদেশী অর্থনীতিবিদদের উদ্ধৃতি করে PAKISTAN A MODEL FOR EMERGING NATIONS—অন্যদিকে কৃষকরা অভিশম্পাত করছে (রিপোর্টে উল্লেখ নেই) তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লবকে'। তারা দাবি করে নতুন খনন-করা পানির কূপ ব্যবহার-অযোগ্য, বিষাক্ত, আর একেবারে বেঠিক জায়গায়। এদিকে সম্পাদকীয়তে প্রশংসা করা হলো জাতির নেতৃত্বের নৈতিক দৃঢ়তাকে, গুজব, মাছির মতো পুরুষ্ট, সুইস ব্যাংকের একাউন্টের কথা উল্লেখ করা হলো, এবং প্রেসিডেন্টের পুত্রের জন্যে নতুন আমেরিকান মোটর-কারের বিষয়টি নিয়ে গুজব রটলো। করাচি থেকে প্রকাশিত *Dawn* অন্য এক প্রভাতের কথা বললো– GOOD INDO-PAK RELATIONS JUST AROUND THE CORNER?— কিন্তু, রান অব কাচে, অন্য আরেক পত্র আবিষ্কার করছিলো আলাদা এক গল্প।

নগরিতে, মরীচিকা ও মিথ্যা; উত্তরে, উঁচু পাহাড়ে, চিনারা সড়ক নির্মাণ করছিলো আর পরিকল্পনা আঁটছিলো পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর।

আমার খালাতো ভাই জাফরের সাথে নানা বিষয়ে আমার মিল ছিলো... আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে ছিলো নিষিদ্ধ প্রেমে, তার ট্রাউজারও পূর্ণ হতো নিষিদ্ধ বস্তুতে। আমি পৌরানিক প্রেমিক/প্রেমিকার স্বপ্ন দেখি, একই সাথে সুখি– শাহ জাহান ও মমতাজ মহাল, কিন্তু মন্টাজ কাপুলেটও। সে স্বপ্ন দেখে তার কিফির ফিঁয়াসে... ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে জাফরকে পাঠানো হয় রান অব কাচের পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত এলাকায়।

জাফর, যদিও একজন লেফটেন্যান্ট, একটা হাসির খোরাক ছিলো আব্বোটাবাদ সামরিক ঘাঁটিতে। একটা গল্প চালু ছিলো যে তার জননেন্দ্রিয়ে রাবারের একটা বেলুন পরার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তাকে, যাতে করে পাক সেনাবাহিনির মহিমান্বিত উর্দি বিনষ্ট না হয়; অনেক জওয়ান মুখ ফোলাতো তাকে যেতে দেখলে যেন বেলুন ফোলাচ্ছে। এটা সম্ভব যে জাফরকে রান অব কাচের এসাইনমেন্টে পাঠানোর ভাবনাটা কৌশলি কোনো সুপারিয়রের মাথা থেকেই এসেছিলো। যে তাকে আব্বোটাবাদ কৌতুকের ফায়ারিং-লাইন থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করছিলো... পার্টিশনের সময় থেকে, রান হয়ে রয়েছে 'বিতর্কিত অঞ্চল'; যদিও, অনুশীলনে, কোনো পক্ষেরই তেমন হৃদয় ছিলো না বিতর্কের জন্যে। ২৩তম প্যারালেলের সাথে পাহাড়িকার ওপরে, সেটা ছিলো অনানুষ্ঠানিক সীমান্ত, পাকিস্তান সরকার সীমান্ত পোস্টের একটা শিকল তৈরি করলো। প্রত্যেকটি পোস্টের জন্যে ছয় জন মানুষ ও একটি বিকন-লাইট। এই পোস্টগুলোর কয়েকটি দখল করে নিলো ভারতীয় সৈন্যরা, ১৯৬৫ সালের ৯ই এপ্রিল। একটি পাকিস্তানি সেনাদল, আমার খালাতো ভাই জাফরসহ, যেটা ওই অঞ্চলে manocuvres-এ ছিলো, সীমান্তের

WWW.AMARBOI.COM

জন্যে বিরাশি দিনের এক যুদ্ধে লিপ্ত রইলো। রানের যুদ্ধ টিকে রইলো ১লা জুলাই পর্যন্ত। এই ছিলো প্রকৃত ঘটনা। কিন্তু আমি যে গল্পটা বলতে যাচ্ছি, যা আমার খালাতো ভাই বলেছিলো, যে কোনো কিছুর মতোই ছিলো সত্য; যে কোনো কিছুর মতো, সে কথা বলা হয়, সরকারিভাবে যা বলা হয়েছে সেটা ব্যাতিত।

... পাকিস্তানি সৈন্যরা রানের জলাভূমিতে প্রবেশ করার সাথে সাথে একটা শীতল স্যাঁতসেঁতে ও আঠাল ঘর্মাক্তভাব তাদের কপালে এসে লাগে, এবং তারা স্নায়ুবিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হয় সবুজাভ সমুদ্র-তলের মতো আলোর দ্বারা। সেই সব গল্প স্মরণে আসে তাদের যাতে তারা আরও ভীত হয়ে পড়ে। ভয়ংকর দানবিক সমুদ্র জানোয়ারের গল্প যেগুলোর জ্বলন্ত চোখ; মৎস্য-নারীর গল্প যাদের মাথা মাছের মতো আর শরীরের বাকি অংশ মানুষের মতো। তারা মাথাটা পানির মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। শ্বাস নেয়। অন্যদিকে তাদের মানবাকৃতি অংশটা পানির ওপরে তীরে তুলে রাখে... পাকিস্তানি সৈন্যরা তাই যখন সীমান্ত পোস্টগুলোয় পৌঁছালো এবং যুদ্ধ করতে গেল, তখন তারা ছিলো সতেরো বছর বয়সি বালকদের একটা আতংকিত দল তাদের বিরোধি ভারতীয় সেনারা রানের সবুজ বাতাসে তাদের অনেক আগেই আবিষ্ট হয়েছিলো। তো ওইরকম জাদুর রাজ্যে উন্মত্ত এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে উভয়পক্ষ মনে করলো যে শত্রুপক্ষের পাশে শয়তানের অবস্থানও আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যরা পরাজয় স্বীকার করলো। আত্মসমর্পণকারি ভারতীয় সৈন্যরা বললো, আমার খালাতো ভাইয়ের শোনা ও তার বিবরণ অনুযায়ী : 'এই সীমান্ত চৌকিগুলোয় কোনো মানুষ ছিলো না; আমরা এগুলো খালি দেখতে পেয়ে এর ভিতরে ঢুকেছিলাম।'

খালি সীমান্ত চৌকির রহস্য, প্রথম পর্যায়ে, পাকিস্তান তরুণ সৈন্যদের চমকিত করেনি, তাদের সেগুলো দখল করে রাখার হুকুম দেয়া হয় নতুন সীমান্ত রক্ষি না পাঠানো পর্যন্ত। আমার খালাতো ভাই লেফটেন্যান্ট জাফর মাত্র পাঁচজন জওয়ান নিয়ে একটি চৌকিতে সাত রাত অবস্থান করে, বার বার পায়খানা পেচ্ছাপ করে সে অস্থির হয়ে পড়ে। কারণ রাতের বেলা ডাইনিদের তীক্ষ্ণ চিৎকারে আর অন্ধকারে হঠাৎ করে জ্বলে ওঠা আগুনের নাচানাচিতে পুরোপুরি ভৌতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। অন্য ছয়জন তরুণের অবস্থাও এমন হয়েছিলো যে আমার খালাতো ভাইকে নিয়ে হাসাহাসি করা তো দূরে, তখন নিজেদেরই প্যান্ট ভিজে যাওয়া সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো তারা। সর্বশেষ রাতে ভয়ংকরভাবে ভীত কণ্ঠে জওয়ানদের একজন ফিসফিস করে বললো, 'শোনো, ছেলেরা, রোজগারের জন্যে যদি আমাকে এখানে বসে থাকতে হয়, আমিও তাহলে পালিয়ে যাবো!'

তারপর শেষ দিনের রাতে ভয়ংকর ভীতিটা সত্যে পরিণত হয়। তারা দেখতে পায়, অন্ধকার ফুড়ে ভূতের একটা সেনাদল এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। উপকূলের নিকটবর্তী একটি চৌকিতে তারা ছিলো, আর সবুজাভ চাঁদের আলোয় তারা দেখতে পায়

ভৌতিক জাহাজের পাল; আর ভূতের সেনাদল এগিয়ে আসতে লাগলো, অবিরামভাবে, সৈন্যদের চিৎকার সত্ত্বেও; আর ভূতের সেনাদল যখন দরোজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো, আমার খালাতো ভাই জাফর হুমড়ি খেয়ে পড়লো তাদের পায়ের ওপর এবং ভয়ংকরভাবে অর্থহীন, অস্পষ্ট আওয়াজ করতে লাগলো।

প্রথম যে ভূতটা সেনাচৌকিতে প্রবেশ করলো তার অনেকগুলো দাঁত দিলো না আর কোমরের বেল্টে গোঁজা ছিলো একটি খাঁজকাটা ছুরি; চৌকির ভিতরে সৈন্যদের দেখতে পেয়ে তার চোখ বিষাক্ত ক্রোধে জ্বলে ওঠে। 'ঈশ্বরের করুণা!' ভূতের সর্দার বলে, 'তোরা মাদারচুদরা এখানে কি করছিস? তোদের কি উপযুক্ত পরিমাণ টাকা দেয়া হয়নি?' ভূত নয়; চোরাচালানি। ছয়জন তরুণ সৈন্য নিজেদের আবিষ্কার করে শোচনীয় আতংকের হাস্যকর অবস্থায়, এবং যদিও তারা নিজেদের উদ্ধার করার চেষ্টা চালায়, তাদের লজ্জা গিলে ফেলছিলো পুরোপুরি... আর এখন আমরা এই জায়গায় আসি। কার নামে চোরাচালানিরা তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছিলো? কার নাম উচ্চারিত হয়েছিলো চোরাচালানকারিদের নেতার ঠোঁটে, আর তাতে আমার খালাতো ভাইয়ের চোখ আতংকে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে? কার ভাগ্য, ১৯৪৭ সালে পলাতক হিন্দু পরিবারের দুঃখ-দুর্দশার সুযোগেই যা গড়ে উঠেছিলো, এখন বর্ধিত হয়েছে এই বসন্ত ও গ্রীষ্মকালীন চোরাচালানিদের বহরের দ্বারা, অরক্ষিত রানের ভিতর দিয়ে, আর ছড়িয়ে পড়ছে পাকিস্তানের নগরিগুলোয়? কোন পাঞ্চ-বোকা জেনারেল, যার কণ্ঠস্বর রেজর-ব্লেডের মতো পাতলা, নেতৃত্ব দিচ্ছিলো এই ভূতের সেনাদলকে?... কিন্তু আমি প্রকৃত ঘটনার ওপর মনোযোগ কেন্দ্রিভূত করবো। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে, ছুটি নিয়ে আমার খালাতো ভাই জাফর রাওয়ালপিণ্ডির বাড়িতে ফিরে আসে; এবং এক সকালে সে ধীর পায়ে তার বাবার শয়নকক্ষের দিকে হেঁটে যেতে আরম্ভ করে, তার কাঁধে বয়ে নিয়ে যেতে থাকে কেবল শৈশবের স্মৃতিই নয়, কেবল তার জীবনব্যাপি লজ্জাই নয়, একই সাথে এই জ্ঞানও যে রানে যা ঘটেছে তার জন্যে তার বাবাই দায়ি। আমার খালাতো ভাই তার বাবাকে বিছানার পাশের বাথরুমে খুঁজে পায়, এবং একটা লম্বা খাঁজ-কাটা চোরাচালানিদের ছুরি দিয়ে তার গলা কেটে ফেলে।

সংবাদপত্রের সংবাদের আড়ালে– DASTARDLY INDIAN INVASION REPELLED BY OUR GALLANT BOYS— জেনারেল জুলফিকার বিষয়ক প্রকৃত ঘটনা পরিণত হয়েছিলো ভূতুড়ে অনিশ্চিত ব্যাপার। ঘুষ গ্রহীতা সীমান্ত রক্ষিরা পত্রিকার ভাষায় পরিণত হয়েছিলো IN NOCENT SOLDIERS MASSACRED BY INDIAN FAUJ; আর আমার খালুর ব্যাপক চোরাচালান সম্পর্কে সব কিছু ফাঁস করে দেবে কে? কোন জেনারেল, কোন রাজনীতিবিদ তার পাপের জনিসপত্র উপহার নেয়নি? জেনারেল জুলফিকার মারা গেল। খালাতো ভাই জাফর নিক্ষিপ্ত হলো কারাগারে, এবং রান আর কাচের ঘটনাবলি আরো ব্যাপক আকারে অগ্নিকাণ্ডের জন্ম দিলো আগস্ট মাসে।

AMARBOI.COM

আমার খালা এমারেল্ডকে দেশান্তরি হবার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। ইংল্যান্ডের সাফোকে চলে যাবার জন্যে সে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। সেখানে তার স্বামির পুরনো কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ার ডডসনের সঙ্গে সে থাকবে।

'মিথ্যা শান্তির প্রথম দিনে, যা বজায় ছিলো মাত্র সাঁইত্রিশ দিন, স্ট্রোক আঘাত হানলো আহমেদ সিনাইকে। তার দেহের পুরো বাম দিক অচল হয়ে গেল। তার জীবনের ত্রুটিপূর্ণ তোয়ালেসমূহের মধ্যে সে বসে থাকে। ত্রুটিপূর্ণ তোয়ালের মধ্যে আমার মা তার গর্ভধারণের ভারে পিষ্ট হয়, তার মাথায় আসে নানারকম চিন্তার মধ্যে লীলা সবরমতির পিয়ানোলা, অথবা তার ভাই হানিফের আত্মা, অথবা একজোড়া হাত যা নাচে, একটা অগ্নিশিখাকে ঘিরে পতঙ্গ, তার চারপাশে... কমান্ডার সবরমতি তাকে দেখতে আসে তার অদ্ভুত ব্যাটন নিয়ে, এবং পাতিহাস নুসি ফিসফিস করে, 'সব শেষ, আমিনা আপা! দুনিয়ার সমাপ্তি!' আমার মায়ের কানে কানে....

আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম উদাসীনতার মধ্যে আমি আংকেল পাফম কে বলি যে তার পছন্দ করা যে কোনো একজন পাফিয়াকে আমি বিয়ে করতে ইচ্ছুক। (সেটা করে, আমি তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবো। যারাই আমাদের পরিবারের সাথে বন্ধনে জড়িয়েছে তাদেরই পরিণতি আমাদের ভাগ্যের সাথে জড়িয়ে গেছে।)

আমি রহস্য বন্ধ করার চেষ্টা করছি। কঠিন প্রকৃত ঘটনার প্রতি মনোযোগ স্থির করা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোন প্রকৃত ঘটনা? আমার আঠারতম জন্মদিনের এক সপ্তাহ আগে, ৮ই আগস্ট, শাদা পোশাক পরিহিত পাকিস্তানি সেনা সদস্যরা কাশ্মিরের যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করে ভিতরে অনুপ্রবেশ করে, না কি তারা তা করেনি? দিল্লিতে, প্রধানমন্ত্রি শাস্ত্রি ঘোষণা করেন 'ব্যাপক অনুপ্রবেশ রাজ্যে গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে'; কিন্তু জুলফিকার আলি ভুট্টো, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রি, তার জবাবে : 'নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে কাশ্মিরি জনগণের জাগরণের সাথে আমাদের কোনো প্রকার সংশ্রব থাকার কথা আমরা অস্বীকার করছি।'

যদি তাই ঘটে, তবে মোটিভটা কি? এর নানারকম ব্যাখ্যা রয়েছে; একটা ক্রোধ যা উঠেছে রান অব কাচ থেকে, এবং কাশ্মিরের মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন... কিংবা সেই প্রসঙ্গটি যা সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ পায়নি : পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যার চাপ–আইয়ুবের সরকার দুর্বল হয়ে পড়ছিলো, এবং ঐ রকম সময়ে একটা যুদ্ধ কাজ করতে পারে অন্য রকম। এইসব না কি ওইটা নাকি অন্য কোনো কারণ? সাদামাটা ভাবে বিষয়টা তুলে ধরলে দাঁড়ায় : যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো কারণ আমি কাশ্মিরের স্বপ্ন দেখেছিলাম আমাদের শাসকদের ফ্যান্টাসির ভিতর দিয়ে; অন্যদিকে আরও, আমি অশুদ্ধই থেকে গিয়েছিলাম, আর যুদ্ধ আমাকে আলাদা করেছিলো আমার পাপ থেকে।

জেহাদ, পদ্ম! পবিত্র যুদ্ধ!'

কি কে আক্রমণ করেছিলো? কে প্রতিরোধ করেছিলো? আমার আঠারতম জন্মদিনে, বাস্তবতা আরেকটি ভয়ানক ব্যাপার তুলে ধরে। দিল্লির রেড ফোর্ট থেকে, একজন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রি (সেইজন নন যিনি অনেক অনেক আগে একটা চিঠি দিয়েছিলেন)

আমাকে জন্মদিনের এই শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান : 'আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে শক্তি দিয়েই শক্তির মোকাবিলা করা হবে, এবং আমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আগ্রাসন কখনোই সফল হতে দেয়া হবে না!' অন্যদিকে গুরু মন্দিরে লাউড-স্পিকার লাগানো জিপ থেকে আমাকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় : 'ভারতীয় আগ্রাসকদের সম্পূর্ণ উৎখাত করা হবে! আমরা যোদ্ধার জাতি! একজন পাঠান, একজন পাঞ্জাবি ওই বাবুদের দশজনের সমান!'

জামিলা গায়িকাকে উত্তরে ডাকা হলো, আমাদের দশজনের সমান-একজন জওয়ানদের অনুপ্রাণিত করার জন্যে। একজন চাকর জানলায় কালো কালি লেপে দিলো : রাতে, আমার বাবা, তার দ্বিতীয় শৈশবের বোকামিতে, জানলা খোলে আর আলো জ্বালায়। পাথর আর ইট নিক্ষিপ্ত হয় ভিতরে : আমার আঠারতম জন্মদিনের উপহার। এবং তখনো ঘটনাবলি বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে : ৩০শে আগস্ট ভারতীয় সৈন্যরা কি উরি'র নিকট যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করেছিলো 'পাকিস্তানি হামলাকারিদের ধাওয়া করে' বিতাড়নের জন্যে– নাকি একটা আক্রমণ আরম্ভ করতে? যখন, ১ সেপ্টেম্বর, আমাদের দশবার উত্তম সৈন্যরা ছম্ব-এ ঢুকে পড়ে, তখন কি তারা আগ্রাসক, নাকি না?

কতিপয় নিশ্চয়তা : জামিলা গায়িকা পাকিস্তানি সৈন্যদের মরণ পর্যন্ত গান গেয়ে চলবে; মুয়াজ্জিনরা তাদের মিনার থেকে– হ্যাঁ, এমনকি ক্লেটন সড়কেও প্রতিশ্রুতি দেয় যে যুদ্ধে কেউ নিহত হলে সে সরাসরি পৌঁছে যাবে স্বর্গের বাগানে। হাওয়া শাসন করে সৈয়দ আহমদ বারিলভির মুজাহিদ দর্শনে, আমাদের আত্মত্যাগের আহ্বান জানানো হয় 'আগে আর যা হয়নি।'এবং রেডিওতে, কি ধ্বংস, কি ক্ষয়ক্ষতি! যুদ্ধের প্রথম পাঁচ দিনে ভয়েস অব পাকিস্তান ঘোষণা করল ভারতীয় বিমান বাহিনির এত বিমান ধ্বংসের কথা যা ভারতের নেই। আট দিনে, অল-ইন্ডিয়া রেডিও পাইকারি হারে হত্যা করে পাকিস্তানি সৈন্যদের, শেষ সৈন্যটি পর্যন্ত।

মহান আত্মত্যাগ ! উদাহরণ হিসেবে, লাহোর নিয়ে যুদ্ধে?৬ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় সৈন্যরা ওয়াগাহ্ সীমান্ত অতিক্রম করে, এতে ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় যুদ্ধ ক্ষেত্রের পরিধি, যা কাশ্মিরে আর সীমাবদ্ধ থাকে না। এটা কি সত্য যে নগরিটি অরক্ষিত ছিলো, যেহেতু পাক সৈন্য ও বিমান বাহিনি সব ব্যস্ত ছিলো কাশ্মির সেক্টরে? ভয়েস অব পাকিস্তান বলে : হে স্মরণীয় দিন! ঢিলেমির পরিণতির অতর্কনীয় শিক্ষা! ভারতীয়রা, নগরিটি দখলে আত্মবিশ্বাসি, থেমেছিলো প্রাতঃরাশ গ্রহণের জন্যে। অল-ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে লাহোর পতনের কথা ঘোষণা করা হলো; ইতোমধ্যে, নাশতা ভক্ষণরত আগ্রাসি সৈন্যদের আবিষ্কার করলো একটি প্রাইভেট বিমান। ভয়েস অব পাকিস্তান শোনো!– বৃদ্ধ, তরুণ, বালক, নানি-দাদিরাও যুদ্ধে অংশ নিলো ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে। তারা যুদ্ধ করতে লাগলো যে কোনো সহজলভ্য অস্ত্র দিয়ে! খোঁড়া ব্যক্তিরা তাদের পকেট ভর্তি করলো গ্রেনেডে, পিন খুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো ভারতীয় ট্যাংকের সামনে। তারা শেষ মানুষটা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে : কিন্তু তারা রক্ষা করবে নগরিকে। ঠেকিয়ে রাখবে ভারতীয়দের যতক্ষণ না বিমান সহায়তা আসছে! শহীদ, পদ্ম! বীর, স্বর্গের বাগানে যেতে বদ্ধপরিকর! যেখানে পুরুষদের দেয়া হবে চারজন অতীব সুন্দরি হুর, যাদের কখনো কোনো মানুষ অথবা জ্বিন

স্পর্শ করেনি। এবং নারীদের জন্যে, চারটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষের গুণসমূহে বিভূষিত পুরুষ! *তোমার প্রভুর কোন কোন নিয়ামত তুমি অস্বীকার করবে?*

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি? অল ইন্ডিয়া রেডিও কি সত্যি কথা বলছে যে– *বিশাল ট্যাংক যুদ্ধ, পাকিস্তানের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি, ৪৫০টি ট্যাংক বিধ্বস্ত?*

কিছুই বাস্তব ছিলো না। কিছুই নিশ্চিত নয়। আংকেল পাফ্স ক্লেটন রোডের বাড়িতে বেড়াতে আসে, তার মুখে একটাও দাঁত নেই। (চিনের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধের সময়ে, যখন আমাদের আনুগত্যের ভিন্নতা ছিলো, আমার মা তার বালা ও রত্নখচিত কানের দুল 'অর্নামেন্টস ফর আর্মামেন্টস' প্রচারণায় দান করেছিলো; কিন্তু যখন মুখ ভর্তি সোনার দাঁতের সবই দিয়ে দিতে হয় তখন কি?) 'জাতি', সে দন্তহীন কণ্ঠে বলে, 'অবশ্যই একজন মানুষের কারণে পুঁজির স্বল্পতায় ভুগতে পারে না!'– কিন্তু সত্যিই কি স্বেচ্ছায় তার দাঁতগুলো সে দান করেছে পবিত্র যুদ্ধের নামে? না কি সেগুলো তুলে রেখেছে বাড়ির কোনো কাবার্ডের মধ্যে? 'আমি শংকিত,' আংকেল পাফ্স বললো, প্রতিশ্রুত যৌতুকের জন্যে তোমাকে হয়তো অপেক্ষা করতে হবে।'– জাতীয়তা নাকি নীচতা?

এবং প্যারাসুটের ঘটনা ঘটেছিলো, না কি ঘটেনি?... 'প্রত্যেক বড় শহরে অবতরণ করেছে,' ভয়েস অব পাকিস্তান ঘোষণা করে। 'প্রত্যেক সমর্থ-মানুষকে অস্ত্র নিয়ে নিজ অবস্থানে থাকতে হবে; সন্ধ্যার কার্ফিউ জারির পর যে কাউকে দেখা মাত্র গুলি করতে হবে।' কিন্তু ভারতে, 'পাকিস্তানের বিমান-হামলার উস্কানি সত্ত্বেও,' রেডিও দাবি করে, 'আমরা পাল্টা আক্রমণ করিনি!' কে বিশ্বাস করবে? পাকিস্তানি ফাইটার বোমারু কি সত্যিই ওইরকম একটা 'দুর্ধর্ষ বিমান হামলা' চালিয়েছিলো যার পরিণতিতে ভারতীয় বিমান বাহিনির এক-তৃতীয়াংশ জঙ্গি বিমান অসহায়ভাবে টারমাকে ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছিলো? তারা করেছিলো নাকি না? এবং আকাশে ওইসব নিশিনৃত্য, ভারতের রোমান্টিকভাবে নামযুক্ত মিগ-এর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মিরেজ ও মিস্টেরেস : ইসলামি মিরেজ ও মিস্টার কি হিন্দু আক্রমণকারিদের সাথে যুদ্ধ করেছিলো, নাকি এর সবটাই ছিলো এক ধরনের অলীক ব্যাপার? বোমা কি ফেলা হয়েছিলো? বিস্ফোরণ কি সত্যি ছিলো?

এবং সালিম? যুদ্ধে সে কি করেছিলো?

আমি হন্যে হয়ে অপেক্ষা করছিলাম মৃত্যুর জন্যে। আমি নগরির রাতের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম, মৃত্যুর খোঁজে। পবিত্র যুদ্ধে নিহত হয়েছে কে বা কারা? কে বুঝতে পারতো আমি কি খুঁজছিলাম।

২২শে সেপ্টেম্বর-এর রাতে, প্রায় প্রত্যেক পাকিস্তানি নগরিতে বিমান আক্রমণ হলো। (যদিও অল-ইন্ডিয়া রেডিও...) বিমান থেকে সত্যিকার অথবা কাল্পনিক বোমা ফেলেছে। মাত্র তিনটি বোমা পড়েছিলো রাওয়ালপিণ্ডিতে এবং বিস্ফোরিত হয়েছিলো। একটা পড়ে নাসিম আজিজ ও পিয়া যে বাংলোয় থাকতেন সেখানে; দ্বিতীয়টা আঘাত করে নগরির কারাগারের একটি অংশে। আর তৃতীয়টায় একটি বৃহৎ ম্যানস ধ্বংস হয়ে যায়।

করাচিতেও তিনটি বোমাই ছিলো যথেষ্ট। ভারতীয় বিমান, অনিচ্ছুকভাবে নিচুতে নেমে আসতো, অনেক উঁচু থেকে বোমা ফেলতো। তাদের ক্ষেপণাস্ত্রের বেশির ভাগই গিয়ে পড়ে সমুদ্রে। একটি বোমা আঘাত হানে মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) আলাউদ্দিন লতিফ ও তার সাতজন পাফিয়ানের ওপর। সবাই মারা যায়। এতে আমি চিরকালের মতো আমার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি পাই। এবং আরো শেষ দুটো বোমা ছিলো। ইতোমধ্যে, রণক্ষেত্রে, সুদর্শন মুতাসিম টয়লেটে যাবার জন্যে তার তাবু থেকে বের হয়; মশার গুঞ্জনের মতো একটা শব্দ তার দিকে আসে, আর সে মারা যায় পূর্ণ ব্ল্যাডার নিয়ে, একটা স্নাইপারের গুলিতে।

আমার এখনো অপর দুটো সর্বশেষ বোমা সম্পর্কে বলতে বাকি আছে।

কারা রক্ষা পেয়েছিলো? জামিলা গায়িকা, বোমা যাকে খুঁজে পায়নি। ভারতে, আমার মামা মুস্তাফার পরিবার, যাদের বিরক্ত করেনি বোমা। কিন্তু আমার বাবার বিস্তৃত দূর সম্পর্কের আত্মীয় জোহরা ও তার স্বামি চলে গিয়েছিলো অমৃতসরে, সেখানে একটা বোমার আঘাতে তারা মারা যায়।

এবং আরও দুটো বোমা সম্পর্কে বলতে হবে।

... অন্যদিকে আমি, যুদ্ধ এবং আমার নিজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্পর্কে অসতর্ক, বোকার মতো বোমা অনুসন্ধান করি; কারফিউ-আওয়ারের পর আমার স্কুটারে চড়ে ঘুরে বেড়াই, রাওয়ালপিণ্ডির একটা বাংলো থেকে আগুনের শিখা উঠতে লাগলো, ছিদ্রযুক্ত চাদরের মাঝখানে ঝুলে আছে একটা রহস্যময় গর্ত, যেখানে ফুটে ওঠে একজন বৃদ্ধার ধোঁয়াটে মুখের চিত্র... এবং যুদ্ধ একজন একজন করে আমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে যেতে থাকে পৃথিবী থেকে।

কিন্তু এখন ক্ষণগণনা সমাপ্তিতে এসে পৌঁছেছিলো। এবং অবশেষে আমি আমার ল্যামব্রেটা বাড়ির দিকে ঘুরিয়ে নিই। গুরু মন্দিরের ওপর আকাশে মিরেজ ও মিস্টিরিয়াস বিমানের গর্জন। অন্যদিকে আমার বাবা তার স্ট্রোকের বোকামিতে ঘরের আলো জ্বালায় আর জানলা খুলে দেয়। এর কিছুক্ষণ আগেই যদিও একজন বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা পরিদর্শন করে গিয়েছিলো ব্ল্যাক আউট পালন করা হচ্ছে কি না। আমিনা সিনাই একটা পুরনো শাদা ওয়াশিংচেস্টকে লক্ষ্য করে বলছিলো, 'দূর হয়ে যা এখন– তোকে অনেক দেখেছি,' এবং ইট ও পাথর আমার খালা আলিয়ার বাড়ির আলো নিভিয়ে ফেলার আগেই, গুমগুম আওয়াজটা এলো, আর আমার জানা দরকার ছিলো যে মৃত্যুর খোঁজে অন্যত্র যাবার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি তখনো রাস্তার মাঝখানে একটা মসজিদের মধ্যরাতের ছায়ার মধ্যে, এমন প্রচণ্ড বোমার আঘাত এসে পড়লো আমার বাবার বোকামির ওপর আমার খালার বাড়ির ওপর, শক্তি আর আগুনের ঢেউ উঠলো ভীষণ বিস্ফোরণে যে ল্যামব্রেটা থেকে চক্কর দিয়ে আমি পড়ে গেলাম। আমার খালার বিশাল তিক্ততার বাড়িটাসহ আমার বাবা মা খালা আর তখনও ভূমিষ্ঠ না হওয়া গর্ভস্থ আমার ভাই

AMARBOI.COM

কিংবা বোন যে কি না জীবন শুরু করা থেকে মাত্র এক সপ্তাহ দূরে ছিলো, তারা সবাই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল খণ্ডিত দেহ তাদের লেপ্টে গেল এখানে ওখানে পিষে গেল।

২৩শে সেপ্টেম্বরের সকালে, জাতিসংঘ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করলো। ভারত দখল করে নিয়েছিলো পাকিস্তানের কমপক্ষে ৫০০ বর্গমাইল ভূখণ্ড। অন্যদিকে পাকিস্তান দখল করেছিলো কাশ্মিরের মাত্র ৩৪০ বর্গমাইল। বলা হয়ে থাকে যে গোলাবারুদের অভাবে উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছিলো। এইভাবে আন্তর্জাতিক কূটনীতি আর রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত অস্ত্র সরবরাহকারিদের বদান্যতায় আমার পরিবারের পাইকারি নিধন বন্ধ হয়, আমাদের কেউ কেউ বেঁচে যায়, কারণ আমাদের হত্যা করে পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলার মতো বোমা বুলেট জঙ্গিবিমান সরবরাহকরা আর বিক্রি করেনি।

ছয় বছর পর, আরেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো।

২৪ The Buddha
দ্য বুড্ঢা

স্পষ্টতই যথেষ্ট (কারণ অন্যদিকে আমার এই পর্যায়ে কতোগুলো অবিশ্বাস্য ব্যাখ্যা তুলে ধরা উচিৎ আমার এই 'মরণশীল কয়েলে' অব্যাহতভাবে বেঁচে থাকা সম্পর্কে), তুমি আমাকে তাদের সাথে গণনায় ধরতে পারো ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ যাদের নিকেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সালিম পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছিলো, অন্যরা যখন ভেসে যাচ্ছিলো। একটা মসজিদের নৈশ-ছায়ার মধ্যে অসচেতন, আমি রক্ষা পেয়েছিলাম গোলাবারুদ বিস্ফোরণের প্রকম্পনে।

অশ্রু—যা, কাশ্মিরি শীতলতার অনুপস্থিতিতে, কঠিন হীরক হয়ে জমে যাবার কোনো সুযোগ পায়নি, পদ্মর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। 'ও, প্রভু, এই যুদ্ধ তামাশা, ভালো মানুষদের হত্যা করে আর অবশিষ্টদের রেখে যায়।' পদ্ম শোক প্রকাশ করে আমার বোমা-ধ্বস্ত গোত্রের জন্যে। আমার চোখ ভেজে না, শুষ্কই থাকে সব সময়ের মতো। 'জীবিতদের জন্যে শোক করো,' আমি কোমলভাবে তাকে বলি, 'মৃতরা তাদের স্বর্গীয়বাগানে পৌঁছে গেছে।' সালিমের জন্যে দুঃখ! যে কিনা আরো একবার ঘুম থেকে জেগে ওঠে একটা হাসপাতালের ধাতব গন্ধের ভিতর। তার জন্যে যেখানে কোনো ছুরি ছিলো না, যাদের কোনো মানুষ কিংবা জ্বিন স্পর্শ করেনি। আমার মাথা ব্যাণ্ডেজ করে দেয় একজন পুরুষ নার্স যে তিক্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলে, যুদ্ধ বা যুদ্ধ না, ডাক্তার সাহেবরা ঠিকই রবিবারে সৈকতে হাওয়া খেতে যেতে ভালোবাসেন। 'তোমার হয়তো নক-আউট হয়ে আরও একদিন পড়ে থাকতে হবে,' সে মুখভঙ্গি করে বলে।

সালিমের জন্যে দুঃখ—যে এখন এতিম ও পরিশুদ্ধ। পদ্মর গালে অশ্রুধারা। 'থামো, থামো,' আমি তাকে থামানোর চেষ্টা করি, 'আমি তো এখনো শেষ হয়ে যাইনি! পদ্ম, আরো অনেক মূল্যবান কথা বলার আছে : আমার আরো বিচার, অদৃশ্যতার ঝুড়িতে, আর অন্য আরেক মসজিদের ছায়ায়। রেশম বিবির premonitions আর ডাইনি পার্বতির pouf-এর জন্যে অপেক্ষা করো! পিতৃত্ব আর চক্রান্তও, এবং অবশ্যই সেই বিধবা যাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সংক্ষেপে, এসবের পরেও রয়েছে পরবর্তী আকর্ষণ ও শীঘ্রই আসিতেছে জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ। একটা অধ্যায়, সমাপ্ত হয় যখন কারো পিতা মারা যায়, কিন্তু নতুন ধরনের একটা অধ্যায়ও শুরু হয়।'

AMARBOI.COM

পদ্ম আমার সান্ত্বনা পেয়ে চোখ মোছে। গভীর ভাবে শ্বাস নেয়... এবং আমরা সর্বশেষ মিলিত হই হাসপাতালের বেডে। আমার পদ্ম exhale করার প্রায় পাঁচ বছর আগে।

(পদ্ম নিজেকে শান্ত করে, নিশ্বাস ধরে রাখে, বাতাসে একটা ক্যালেণ্ডারের পাতা ওড়ে; এর ভিতর দিয়ে আমরা দেখতে পাই আইয়ুব খানের পতন, জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতারোহণ, নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি... কিন্তু এখন পদ্মর ঠোঁট ফাঁক হচ্ছে, আর সময় নেই মি. জেড. এ. ভুট্টো ও শেখ মুজিবুর রহমানের কঠোর বিরোধি ভাবমূর্তি নিয়ে চিন্তা করবার। পাকিস্তান পিপল'স পার্টি ও আওয়ামী লীগের নেতাদের স্বপ্ন-মুখ কাঁপতে থাকে আর ফেড-আউট হয়ে যায়। বাতাসে ক্যালেণ্ডারের পাতা উড়ে এমন এক জায়গা প্রকাশ করে যেটা ১৯৭০ সালের শেষ দিকের একটা তারিখ, নির্বাচনের আগে যা দেশটিকে ভেঙে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়, পূর্ব অংশের বিরুদ্ধে পশ্চিম অংশের যুদ্ধের আগে, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে পি. পি.পি., মুজিবের বিরুদ্ধে ভুট্টো... ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে, তিনজন তরুণ সৈন্য মারি পাহাড়ের এক রহস্যময় শিবিরে উপস্থিত হলো।) পদ্ম আবারও তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' সে একটা হাত নাড়ে, 'তুমি আপেক্ষা করছো কেন? শুরু করো,' পদ্ম আমাকে নির্দেশ দেয়, 'আবার সব শুরু করো।'

পাহাড়ি শিবিরটা কোনো মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না; মারি সড়ক থেকে সেটা অনেক দূরে, যার ফলে ওখানকার কুকুরের ডাকও শোনা যায় না। সড়কে চলাচলকারি সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিকারি গাড়িচালকের পক্ষেও তা সম্ভব হয় না। তার দিয়ে ঘেরা এলাকাটি প্রচণ্ডভাবে ক্যামোফ্লেজ করা। গেটে কোনো নাম নেই চিহ্নও নেই। তথাপি এর অস্তিত্ব প্রচণ্ডভাবে অস্বীকার করা হয়েছে—ঢাকার পতনের সময়, যখন পাকিস্তানের vanquished টাইগার নিয়াজিকে এই বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করে তার পুরনো chum, ভারতের বিজয়ী জেনারেল স্যাম মানেক্শ, তখন টাইগার বলে : 'ক্যানিন ইউনিট ফর ট্যাকিং এ্যাণ্ড ইন্টেলিজেন্স এ্যাকটিভিটিজ? এ সম্পর্কে কখনো কিছু শুনিনি। তুমি ভুলপথে চালিত হয়ছো, ওল্ড বয়। কী হাস্যকর ধারণা, আমার এ কথা বলায় যদি তুমি কিছু মনে না করো।' টাইগার যাই বলুক স্যামকে, আমি জানি : শিবির ওখানে ঠিকই ছিলো...

...'শেপ আপ!' ব্রিগেডিয়ার ইস্কান্দার চিৎকার করছে তার সদ্য রিক্রুটদের প্রতি, আইয়ুবা বালোচ, ফারুক রশিদ ও শহিদ দার। 'তোমার একটা CUTIA ইউনিট এখন!' হাতের ছড়ি দিয়ে মৃদু আঘাত করে উরুর ওপর। সে গোড়ালির ওপর ঘুরে দাঁড়ায় আর প্যারেড-গ্রাউণ্ডে তাদের দাঁড় করিয়ে রেখে যায়। একই সাথে পাহাড়ি সূর্যের প্রখর তাপে ভাজাভাজা এবং পাহাড়ি বাতাসে শীতল। তরুণ তিনজন শুনতে পায় ব্রিগেডিয়ারের ব্যাটম্যান লালা মইনের ফিকফিকে কণ্ঠস্বর : 'তাহলে তোমরা সেই চোষক যারা মানব-কুত্তাকে পেয়েছো!'

সেই রাতে তাদের বাংকে : ট্র্যাকিং এ্যাণ্ড ইন্টেলিজেন্স!' আইয়ুবা বালোচ ফিসফিস করে বলে, গর্বের সাথে। 'গুপ্তচর, ম্যান! ও.এস.এস. ১১৭ ধরনের! কেবল আমাদের ওই হিন্দুদের পেতে দাও– দেখ আমরা কি করি না১ কী দুর্বল, ইয়ারা, ওই হিন্দুরা! নিরামিষভোজি সব! নিরামিষ,' আইয়ুবা বালোচ হিসহিস করে, 'সব সময় মাংস হারায়।' তার দেহটা ট্যাংকের মতো। তার ভুরুর ওপর থেকেই শুরু হয়েছে তার ক্রু-কাট।

এবং ফারুক, 'তুমি মনে করো যুদ্ধ হবে?' আইয়ুবা নাক সিটকায়। 'তাতে কি? যুদ্ধ নয়ই বা কেন? ভুট্টো সাহেব কি প্রত্যেক কৃষককে এক একর করে জমি দেবার প্রতিশ্রুতি দেননি? কাজেই তা আসবে কোত্থেকে? অতো জমির জন্যে, আমাদের অবশ্যই পাঞ্জাব আর বাংলা দখল করতে হবে! কেবল অপেক্ষা করো; নির্বাচনের পর, পিপল'স পার্টি যখন জিতে যাবে– তখন কা-পো! কা ব্লুয়ি!' ফারুক সংকটে পড়ে : 'ওই ভারতীয়দের শিখ সৈন্য আছে, ম্যান। লম্বা দাড়ি আর চুল আছে তাদের। গরমে তা উন্মত্ত হয়ে ওঠে আর তারা পাগল হয়ে যায় আর ভীষণভাবে লড়াই করে...!'

আইয়ুবা বিস্ময়ের সাথে বলে, 'নিরামিষভাজি, আমি ইলফ করছি, ইয়ার... ওরা কেমন করে আমাদের মতো মাংসললদের পরাজিত করবে?'

শহিদ দার ফিসফিস করে, 'কিন্তু সে কি বোঝাবে: মানব কুত্তা?'

....সকাল। একটা কুড়ের ভিতর একটা ব্ল্যাকবোর্ড, ব্রিগেডিয়ার ইস্কান্দার ল্যাপেলের নাক্‌ল্‌স পালিশ করছিলো, অন্যদিকে একজন সার্জেন্ট-মেজর নাজমুদ্দিন নতুন রিক্রুটদের ব্রিফ করে। প্রশ্ন ও উত্তর ফর্মা। কোনো বাধা সহ্য করা হয় না। ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পুষ্পমাল্য শোভিত ছবি, এবং শহিদ মুতাসিমেরও। এবং (বন্ধ) জানলার ভিতর দিয়ে কুকুরের ডাক...

পা ভাঁজ করা, নীল চোখ, শূন্যের দিকে দৃষ্টি, সে বসে থাকে একটা গাছের নিচে। বোধি বৃক্ষ এই মনোভাবে জন্মায় না; সে একটা চিনার গাছের তলায় বসে। তার নাক : শসার মতো, মাথাটা ঠাণ্ডায় নীল। এবং তার মাথায় একজন সন্ন্যাসির tonsure যেখানে একদা মি. জাগালোর হাত। এবং একটা mutilated আঙুল। এবং তার মুখের ওপর একটা মানচিত্রের ছাপ...'এএএখথু!' (সে থুথু ফেলে।) তার দাঁত দাগ-লাগা; পানের রস তার মাড়িকে লাল করেছে। তার পাশেই মাটিতে রাখা একটা চমৎকার সুন্দর সিলভারের পিকদানি। আইয়ুবা শহিদ ফারুক তাকিয়ে থাকে অবাক বিস্ময়ে। 'ওটা ওর কাছ থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করো না,' সার্জেন্ট-মেজর নাজমুদ্দিন পিকদানিটার দিকে ইঙ্গিত করে বলে, 'ও একেবারে ক্ষেপে যাবে।' আইয়ুবা শুরু করে, 'স্যার স্যার আমি ভেবেছিলাম আপনি বলেছেন তিন ব্যক্তি আর একটা–', কিন্তু নাজমুদ্দিন ঘেউ ঘেউ করে ওঠে, 'প্রশ্ন নয়! কোনো জিজ্ঞাসা ছাড়াই বাধ্যতা! এটা তোমাদের ট্র্যাকার। সেটা সেটা। ডিসমিস।'

সেই সময়ে, আইয়ুবা ও ফারুকের বয়স ছিলো সাড়ে ষোলো বছর। শহিদ (যে নিজের বয়স সম্পর্কে মিথ্যে বলেছিলো) হয়তো বা ছিলো এক বছর ছোট। যেহেতু তারা

AMARBOI.COM

অতোটা তরুণ ছিলো, বালক সৈন্যরা কিংবদন্তি আর গাল-গল্পের প্রভাবে ভীষণভাবে প্রভাবান্বিত ছিলো। চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর অন্যান্য CUTIA ইউনিটের সাথে মেস-হলে কথোপকথনের ভিতর দিয়ে, মানব-কুত্তা সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে ওঠে তা সম্পূর্ণরূপে পৌরাণিক করে তোলে সেটিকে... 'একটা বাস্তবিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবার থেকে, ম্যান!'– 'নির্বোধ শিশু, তারা তাকে সেনাবাহিনিতে দিয়েছে তাকে মানুষ করার জন্যে!'– '৬৫-এর যুদ্ধ দুর্ঘটনা, ইয়ার, কোনো কিছু স্মরণ করতে পারে না এ ব্যাপারে!'– 'শোনো, আমি শুনেছি সে হলো ভাই'– 'না, ম্যান, ওটা পাগলামি, ও মেয়ে ভালো, তুমি জানো, মন সরল-সহজ আর পবিত্র, সে কেমন করে তার ভাইকে পরিত্যাগ করবে?'– 'যাইহোক সে এ ব্যাপারে কথা বলতে অস্বীকার করেছে।'– 'আমি একটা ভয়ানক কথা শুনেছি, ও মেয়ে তাকে ঘৃণা করে, ম্যান, সে কারণে ও মেয়ে!' 'স্মৃতি নেই, লোকজনের প্রতি নিরুৎসাহি, বেঁচে আছে একটা কুকুরের মতো!'– 'কিন্তু ট্র্যাকিং-এর কারবারটা সত্যিই ঠিক! তুমি ওর নাকটা দেখেছো?'– 'ইয়াহ, ম্যান, দুনিয়ার যে কোনো ট্রেইল সে অনুসরণ করতে পারে!'– 'পানির ভিতর দিয়ে, বাবা, পাথরের ওপর দিয়ে! অমন ট্র্যাতার তুমি কখনই দেখনি!'– 'আর সে কোনো একটা ব্যাপারও অনুভব করে না! ঠিক! অসাড়, আমি হলফ করছি; পা থেকে মাথা পর্যন্ত অসাড়! তুমি ওকে স্পর্শ করো, সে টেরও পাবে না– কেবল গন্ধের দ্বারাই সে বুঝতে পারে তুমি ওখানে!'– 'কিন্তু ওই পিকদানি, ম্যান, কে জানে? সব জায়গায় বয়ে নিয়ে বেড়ায় ভালোবাসার স্মারকের মতো!'– 'হেই, তুমি আইয়ুবা, তুমি তোমার পদক্ষেপ খেয়াল রেখো, শোনা যায় ভি. আই. পি. রা তাদের দৃষ্টি রেখেছেন ওর প্রতি!'– 'ইয়াহ, যেমন আমি তোমাদের বলেছি, জামিলা গায়িকা...'– 'ওহ, মুখ বন্ধ রাখো, তোমার এসব রূপকথার গল্প আমরা অনেক শুনেছি!'

একদা আইয়ুবা, ফারুক ও শহিদ তাদের অদ্ভুত, impassive ট্র্যাকারের প্রতি reconciled হয়েছিলো (পায়খানার ঘটনার পর), তারা তার ডাকনাম দিলো বুড্ঢা, 'বৃদ্ধ'। সে তাদের সাত বছরের বড় বলেই নয়, এর কারণ বুড্ঢা সময়ের আগেই বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

উর্দু শব্দ 'বুড্ঢা', যার অর্থ বৃদ্ধ, ড অক্ষরটি জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়। কিন্তু 'বুদ্ধা' শব্দটিও আছে, যেখানে ড অক্ষরের উচ্চারণ অত্যন্ত কোমল, যার অর্থ বোধি-বৃক্ষের নিচে আলোক প্রাপ্ত... একদা এক কালে, একজন রাজকুমার, পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশা বহনে অপারগ, সমর্থ হয়েছিলো জীবিত-নয় পৃথিবীতে পাশাপাশি এতে জীবিত থাকার জন্যে; সে উপস্থিত ছিলো, কিন্তু অনুপস্থিতও। তার দেহ থাকতো এক স্থানে, কিন্তু তার আত্মা ছিলো অন্য কোথাও। প্রাচীন ভারতে, বুদ্ধ গৌতম আলোকিত হয়ে বসে ছিলো গয়ায় একটা বৃক্ষের নিচে। সরনাথের হরিণ পার্কে সে অন্যদের শিক্ষা দিতো পার্থিব দুঃখ থেকে নিজেদের নৈর্ব্যক্তিক করার আর অভ্যন্তরীণ শান্তি অর্জনের। এবং শতাব্দির পর শতাব্দি পেরিয়ে, বুড্ঢা সালিম বসে আছে আলাদা এক গাছের নিচে, দুঃখ-শোক স্মরণ করতে অপারগ, বরফের মতো অসাড়, স্লেটের মতো পরিষ্কার... নাটকীয়তার জন্যে আমি

ক্ষমা চাই, কিন্তু আমি স্বীকার করবো যে জামিলা গায়িকার দ্বারা আমার vengeful abandonment-এর পর আমি আমার ভাগ্যকে মেনে নিই। একটা চিনার গাছের নিচে বসে পড়ি। আমি পরিণত পাকিস্তানি একজন নাগরিকে।

প্রশিক্ষণের সময়ে আইয়ুবা বালোচকে জ্বালাতে শুরু করে সালিম। হয়তো এ কারণে যে সে সৈন্যদের থেকে আলাদা থাকতে পছন্দ করতো।

(আমরা আরও সন্নিবেশিত করতে পারি, বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে, যে বছরের মোড়ে বাতাসেও যন্ত্রণা ছিলো। জেনারেল ইয়াহিয়া এবং মি. ভুট্টো উত্তপ্ত হয়ে উঠছিলেন শেখ মুজিবের নতুন সরকার গঠনের অধিকারে। নিষ্পেষিত বাংলার আওয়ামী লীগ পূর্বাঞ্চলের আসনগুলোর সম্ভাব্য ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনে জয়লাভ করে। আর পশ্চিমাঞ্চলে মি. ভুট্টোর পি.পি.পি. পায় ৮১টি আসন। হ্যাঁ, একটা যন্ত্রণাকর নির্বাচন। এটা কল্পনা করা সহজ যে কতোটুকু বিরক্ত হয়েছিলো ইয়াহিয়া ও ভুট্টো!)

প্রশিক্ষণকালে, আইয়ুবা শহিদ ফারুক বুড্ডাকে অনুসরণ করে ঝোপঝাড় পাথর ঝর্ণা-ধারার ভিতর দিয়ে। তার দক্ষতা তারা স্বীকার করে। কিন্তু তখনো আইয়ুবা দাবি করে : 'তুমি স্মরণ করতে পারো না আসলেই? কিছুই না? আল্লাহ, তোমার খারাপ লাগে না? কোথাও হয়তো তোমার মা-বাবা বোন এখনো আছে।' কিন্তু বুড়ঢা তাকে নম্রভাবে বাধা দেয় :'ওইসব ইতিহাসে আমার মাথা ভর্তি করার চেষ্টা করো না। আমি আমিই, সেটাই সব।' তার শব্দ-উচ্চারণ এত বিশুদ্ধ যে, 'সত্যিই উচ্চশ্রেণীর লখনৌ-ঘরানার উর্দু, ওয়াহ-ওয়াহ!' ফারুক প্রশংসার সুরে বলে ; আইয়ুবা বালোচ, যে কথা বলতো কর্কশকণ্ঠে, উপজাতিদের মতো, নীরব হয়ে যেতো।

ওইসব দিনে, দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশ বিভক্ত হয়ে ছিলো মাঝখানে বিস্তীর্ণ ভারত ভূখণ্ডের দ্বারা। কিন্তু অতীত ও বর্তমান, বিভক্ত ছিলো এক মেলবন্ধনঅযোগ্য উপসাগরে। ধর্ম ছিলো পাকিস্তানের আঠা, দুই অর্ধাংশকে ধরে রেখেছিলো একত্রে; ঠিক যেমন সচেতনতার মতো। ইতোমধ্যে শেখ মুজিব, পূর্ব অংশের নেতৃত দিচ্ছিলেন যখন তিনি, তখন ঘোষণা করেন 'বাংলাদেশ' হিসেবে ঐ অংশের স্বাধীনতা! হ্যাঁ, আইয়ুবা শহিদ ফারুক ঠিকই অনুভব করেছিলো– কারণ দায়িত্ব থেকে আমার নিজেকে প্রত্যাহারের ওইসব গভীরতায়, আমি দায়িত্ববান রয়ে গিয়েছিলাম, যোগাযোগের প্রতীকি ধরনের কাজের ভিতর দিয়ে, ১৯৭১-এর belligerent ঘটনাবলির ক্ষেত্রে।

পায়খানার ঘটনা : পনেরোতম জন্মদিনে শহিদ দার তার বয়স সম্পর্কে মিথ্যে বলেছিলো আর তালিকাভুক্ত হয়েছিলো। সেই দিন তার পাঞ্জাবি পিতা শহিদকে একটা ময়দানে নিয়ে যায়। তাকে বোঝায় শহিদ নামের অর্থ কি। আশা করে নামের মর্যাদা রাখবে তার ছেলে। স্বর্গের সুরভিত বাগানে তার পরিবারের প্রথম প্রবেশকারি হবে তার ছেলে। সেই দিন থেকে শহিদের মাথায় শহিদি বিষয়টা চেপে যায় প্রচণ্ডভাবে। স্বপ্নের ভিতরে সে নিজের মৃত্যু দেখতে শুরু করলো। ব্যাপারটা তাকে অন্তর্মুখি, মুখগোমড়া মানুষে পরিণত করলো।

ক্যাম্পের একমাত্র নারীটির প্রতি infatuated ছিলো আইয়ুবা। মেয়েটি ছিলো অস্থিচর্মসার, পায়খানা পরিষ্কারকারিনি, যার বয়স চৌদ্দর ওপরে হবে না এবং যার স্তনবৃন্ত মাত্র ঠেলে উঠতে শুরু করেছে বুকের শার্ট উঁচিয়ে : একটা নিচু শ্রেণী, নিশ্চয়, কিন্তু পায়খানা পরিষ্কারকারিনি হলেও তার দাঁতগুলো অতিশয় সুন্দর... আইয়ুবা তাকে অনুসরণ করতে আরম্ভ করে সবখানে, তাতে করেই সে গোপনে দেখতে পায় তাকে বুড়ঢার খড়ের ছাউনিতে যেতে, আর সে কারণেই সে ভবনের গায়ে একটা বাইসাইকেল ঠেশ দিয়ে রেখে সেটার সিটের ওপর উঠে দাঁড়ায়, আর সে কারণেই সে পড়ে যায়, কারণ সে পছন্দ করতে পারেনি যা সে দেখেছে। পরবর্তীতে সে মেয়েটির সাথে কথা বলে, রুক্ষভাবে তার বাহু খামচে ধরে মুঠিতে : 'ওই উন্মাদের সঙ্গে এটা করা কেন– কেন, যখন আমি, আইয়ুবা, করতে পারতাম–?' 'এবং মেয়েটি উত্তর দেয় যে মানব-কুত্তাকে সে পছন্দ করে, সে খুব মজার, বলে সে কোনো কিছু অনুভব করে না, সে আমার ভিতরে তার হোসপাইপ ঘষে কিন্তু অনুভব করতেও পারে না, কিন্তু এটা সুন্দর, আর বলে সে আমার গন্ধ পছন্দ করে। রাস্তার মেয়েটির খোলামেলা মনোভাব, পায়খানা পরিষ্কার কারিনির সততা, আইয়ুবাকে অসুস্থ করে ফেলে। সে পায়খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ করে রাখে বুড় ডাকে শায়েস্তা করার জন্যে।

'অনুভব করে না, হাহ্?' আইয়ুবা sneered করে ফারুক ও শহিদের নিকট 'কেবল একটু অপেক্ষা করো : আমি ওকে দেখাচ্ছি।'

১০ই ফেব্রুয়ারিতে (যখন ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও মুজিব উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান), বুড়ঢা প্রকৃতির ডাক অনুভব করে। শহিদ ও ফারুক পায়খানার পাশে জড়ো হয়। অন্যদিকে আইয়ুবা পায়খানার পিছনে একটা জিপের পাশে আবির্ভূত হয়, যেটার মোটর চলছিলো। বুড়ঢা পায়খানায় ঢোকে।

কিন্তু কোনো আর্ত-চিৎকার শোনা যায় না। ফারুক বিভ্রান্ত। এবং সময় যাবার সাথে সাথে শহিদ নার্ভাস হয়ে পড়ে আর চিৎকার করে আইয়ুবা বালোচকে বলে, 'তুমি আইয়ুবা! তুমি কি করছো, ম্যান?' যার জবাবে আইয়ুবা, 'তুমি কি ভাবছো, ইয়ার, আমি জুসের দিকে ফিরেছি পাঁচ মিনিট আগে!' ... আর শহিদ এখন দৌড়ে পায়খানার ভিতরে ঢোকে। বুড়ঢা সেখানে মুত্র ত্যাগ করছিলো আনন্দের সাথে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ তার শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে তার nether শসার মতো নাকের ভিতর দিয়ে। শহিদের সাহস ছিলো না এই অসম্ভব প্রাণিকে স্পর্শ করার যে বিদ্যুৎ absorb করতে পারে তার হোসপাইপের ভিতর দিয়ে। বুড়ঢা পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসে, অসচেতন, ডানহাত দিয়ে প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে, বাঁ হাতে ধরা রুপার পিকদানি। আর শিশু-সৈনিক তিনজন বুঝতে পারলো এটা আসলেই সত্যি, আল্লাহ, বরফের মতো অবশ, অনুভূতি আর স্মৃতির ক্ষেত্রে অসাড়.....

এ ঘটনার পর এক সপ্তাহ ধরে বুড়ঢাকে বৈদ্যুতিক শক না দিয়ে স্পর্শ করা হয়নি, এবং পায়খানা পরিষ্কার করা মেয়েটিও তার কাছে যায়নি।

তবে এরপর থেকে আইয়ুবা বালোচ বুড্ঢার প্রতি সম্মান দেখাতে লাগলো। ক্যানিন ইউনিট ওই মুহূর্ত থেকে পরিণত হলো একটা সত্যিকারের দল।

আইয়ুবা ব্যর্থ হয়েছিলো বুড্ঢাকে একটা আঘাত দিতে। (যখন ইয়াহিয়া ও ভুট্টো সিদ্ধান্ত নেয় শেখ মুজিবকে ল্যাং মারার, তখন কোনো ভুল হয়নি।')

১৯৭১-এর ১৫ই মার্চ, CUTIA এজেন্সির কুড়িটা ইউনিট ব্ল্যাকবোর্ড-যুক্ত একটা কুড়েতে মিলিত হয়। ইয়াহিয়া খান তখন মাত্র মুজিবকে অবিলম্বে তার ও ভুট্টোর সাথে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছে, সকল সমস্যা সমাধান করতে।... অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার ইস্কান্দার ল্যাপেলের নাক্‌লস মোছার সময়, সার্জেন্ট মেজর নাজমুদ্দিন আদেশনামা জারি করে : একষট্টিজন পুরুষ ও উনিশটি কুকুরকে নির্দেশ দেয়া হলো তাদের উর্দি খুলে ফেলার। কুড়ের ভিতর চরম ব্যতিব্যাস্ততা শুরু হয়ে গেল। কোনো প্রশ্ন ছাড়াই হুকুম পালনে বাধ্য, উনিশটা কুকুরের গলা থেকে শনাক্তকরণটাই খুলে নেয়া হয়। এবং বুড্ঢা, কর্তব্যপরায়ণতায়, পোশাক খুলতে শুরু করে। পাঁচ ডজন সহকর্মী তাকে অনুসরণ করে। পাঁচ ডজন এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কাঁপতে থাকে ঠাণ্ডায়। নাজমুদ্দিন ঘেউ ঘেউ করে একটা কমাণ্ড জারি করে; তখন সবাই একত্রিত হয়। কেউ কেউ লুঙ্গি আর কুর্তা পরেছে, কেউ পাঠানদের পোশাক। কারো পরনে শস্তা রেয়নের প্যান্ট, কারো বা ডোরাকাটা কেরানির শার্ট। বুড্ঢা পরেছিলো ধুতি ও কামিজ। তার চারপাশে সৈন্যরা শাদা পোশাক পরিহিত। এটা একটা সামরিক অপারেশন।

১৫ই মার্চ, কুড়িটি CUTIA ইউনিট উড়ে গেল ঢাকায়। শ্রীলংকা হয়ে। এদের মধ্যে ছিলো শহিদ দার, ফারুক রশিদ, আইয়ুবা বালোচ এবং তাদের বুড্ঢা। ওই একই পথে উড়ে গেল পশ্চিম অংশের আরও ষাট হাজার কঠোরতম সৈন্য : ষাট হাজার, একষট্টি হাজারের মতো, সবাই ছিলো মুফতিতে। জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং ছিলো (চমৎকার নীল রঙের ডাব্‌ল-ব্রেস্টেড স্যুট পরিহিত) টিক্কা খান। ঢাকার জন্যে নিযুক্ত অফিসারটিকে বলা হতো টাইগার নিয়াজি। সে পরতো বুশ-শার্ট, স্ল্যাক্‌স এবং মাথায় একটা Jaunty ছোট trilby.

শ্রীলংকা হয়ে আমরা উড়ে আসি, ষাট হাজার এবং একষট্টিজন নিরীহ বিমান যাত্রী, ভারতের আকাশ সীমা এড়িয়ে চলি। এর ফলে আমরা কুড়ি হাজার ফুট ওপর থেকে ইন্দিরা গান্ধির নয়া কংগ্রেস পার্টির উৎসব দেখার সুযোগ হারাই, যে দল এক অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করেছে– লোকসভার ৫১৫টি আসনের মধ্যে ৩৫০টি আসন– সাম্প্রতিক নির্বাচনে। ইন্দিরার প্রচারণা, গরিবি হঠাও, লেখা দেয়াল আর ব্যানার আমাদের চোখে পড়ে না। প্রথম বসন্তে আমরা ঢাকায় অবতরণ করি। এবং বিশেষভাবে রিকুইজিশন করা সিভিলিয়ান বাসে করে একটা সামরিক শিবিরে এসে পৌঁছাই। আমাদের যাত্রার এই শেষ পর্যায়ে, আমরা একটা গানের অংশ শুনতে পাই, না দেখা কোনো গ্রামোফোন থেকে সেটা বাজছিলো। গানটি ছিলো 'আমার সোনার বাংলা' (লেখক : র ঠাকুর) এবং একটি স্থানে : 'বসন্তে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে।' যাহোক, আমরা কেউ বাংলা জানতাম না,

কাজেই আমরা সতর্ক হয়ে যাই, যদিও (অবশ্যই স্বীকার করতেই হবে) গানের সুরে সুরে আমাদের পা তাল ঠুকছিলো।

প্রথমে, আইয়ুবা শহিদ ফারুক ও বুডঢাকে শহরটির নাম বলা হয়নি যেখানে তারা এসেছে। আইয়ুবা, ফিসফিস করে বলে : 'আমি তোমাদের বলিনি? এবার ওদের আমরা দেখাবো! সব গুপ্তচর, ম্যান! শাদা পোশাক! ২২ নম্বর ইউনিট। কা-ব্যাং! কা-ডাং! কা-পো!'

কিন্তু আমরা ভারতে আসিনি। নিরামিষভোজিরা আমাদের টার্গেট নয়। এবং বেশ কয়েকদিন আমাদের গোড়ালি ঠাণ্ডা করার পর, আবার আমাদের ইউনিফর্ম সরবরাহ করা হলো। দ্বিতীয় দফা এই রূপান্তর ঘটলো ২৫শে মার্চ।

২৫শে মার্চে, ইয়াহিয়া ও ভুট্টো মুজিবের সাথে তাদের আলোচনা ভেঙে দিলেন এবং পশ্চিম অংশে ফিরে গেলেন। রাত্রি নামলো। ব্রিগেডিয়ার ইস্কান্দার, তাকে অনুসরণ করেছিলো নাজমুদ্দিন ও লালা মইন, CUTIA ব্যারাকে কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ চিৎকার করে উঠলো : 'কথা নয় কাজ! এক-দুই দ্বিগুণ-দ্রুত সময়!' বিমান যাত্রীরা সামরিক উর্দি পরলো আর সশস্ত্র হলো। অবশেষে ব্রিগেডিয়ার ইস্কান্দার আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য তুলে ধরলো, 'ওই মুজিব,' সে উন্মোচন করলো, 'আমরা ওকে বুঝিয়ে দেবো কিসের জন্যে। আমরা ওকে জব্দ করবো নিশ্চিত!'

(২৫শে মার্চে, ভুট্টো আর ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনা ভেঙে যাবার পর, শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন।)

CUTIA ইউনিট ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসে, অপেক্ষমান জিপে ওঠে। সামরিক ঘাঁটির লাউডস্পিকারে বাজতে থাকে জামিলা গায়িকার দেশাত্মবোধক গান।

মধ্যরাতে– অন্য কোনো সময়ে কি হতে পারতো?—ষাট হাজার আক্রমণকারি সৈন্যও তাদের ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসে। নিরীহ বেসামরিক বিমান যাত্রীরা এখন ট্যাংকের বোতামে চাপ দেয়। আইয়ুবা শহিদ ফারুক ও বুড়ঢা ব্যক্তিগত পর্যায়ে নির্বাচিত হয় ব্রিগেডিয়ার ইস্কান্দারের সাথে সেই রাতের সর্বাপেক্ষা বিশাল এ্যাডভেঞ্চারে যোগ দিতে। হ্যাঁ, পদ্ম : মুজিবকে যখন গ্রেফতার করা হয়, আমিই ছিলাম সেই ব্যক্তি যে তাকে গন্ধ শুঁকে খুঁজে বের করে এনেছিলো। (তার একটা পুরনো শার্ট ওরা আমাকে জোগাড় করে দিয়েছিলো; তুমি তার গন্ধ যখন পেয়েছো তখন এটা খুবসহজ।)

পদ্ম বলে, 'কিন্তু জনাব, তুমি করোনি, ছিলো না, কেমন করে তুমি অমন একটা কাজ করবে...?' পদ্ম : আমি করেছিলাম। আমাকে বিশ্বাস করো, আর না করো, যা ঘটনা ঘটেছিলো তা এই! সব কিছু শেষ হয়ে গিয়েছিলো, সবকিছু আবার শুরু হচ্ছিলো, ওই সময় আমার মাথার পিছনে মারাত্মক আঘাত এসে পড়ে একটা পিকদানির। সালিম চলে গিয়েছিলো। ফিরে এসেছিলো একটা জংলি সাপ বুড়ঢা হয়ে। যে নিজের আত্মীয় হিসেবে কোনো গানের গলা চিনতে পারতো না; যে স্মরণ করতে পারতো না বাবা-মাকে; যার

কাছে মধ্যরাত কোনো গুরুত্ব বহন করতো না; যে, একটা পরিশোধনের দুর্ঘটনার পর, জেগে উঠেছিলো একটা সামরিক হাসপাতালের বেডে, আর নিজের লট হিসেবে সেনাবাহিনিকে গ্রহণ করেছিলো; যে নির্দেশ পালন করতো; যে একাধারে বাস করতো দুনিয়ায় ও দুনিয়ায় নয়; যে তার মাথা নত করে থাকতো; যে মানুষ কিংবা পশুর ট্রাক খুঁজে বের করতে পারে সড়কে কিংবা নদীতে; সে জানে না এবং কেয়ারও করে না কার স্বার্থে সে সামরিক উর্দি পরে; যে, কমও নয় বেশিও নয়, CUTIA ইউনিট ২২-এর একজন ট্র্যাকার।

'না, সত্যি নয়,' আমার পদ্ম মানতে চায় না। সেই একই রকম বিশ্বাস করতে না পারার মতো ব্যাপার সেই রাতে যা ঘটেছিলো তা নিয়ে অধিকাংশের যেমন ধারণা।

মধ্যরাত, ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ : বিশ্ববিদ্যালয় অতিক্রম করে, যেখানে শেল বর্ষিত হয়েছিলো, শেখ মুজিবের lair-এ নিযুক্ত সেনাদলকে নেতৃত্ব দেয় বুড্ঢা। ছাত্র আর শিক্ষকরা দৌড়ে বেরিয়ে আসে হোস্টেলগুলো থেকে; বুলেট দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানানো হয়, এবং Mercurochrome-এ রঞ্জিত হয়ে ওঠে প্রাঙ্গন। শেখ মুজিবকে, যাহোক, গুলি করা হয় না। হাতকড়া লাগানো অবস্থায় আইয়ুবা বালোচ তাকে নিয়ে যায় অপেক্ষমান একটা ভ্যানের দিকে। (একদা যেমন ঘটেছিলো, মরিচপাত্রের বিপ্লবের পর... তবে মুজিব উলঙ্গ ছিলেন না; তার পরনে ছিলো সবুজ ও হলুদ ডোরাকাটা পাজামা।) আর আমরা যখন নগরির রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি, শহিদ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় এবং দেখতে পায় সেই দৃশ্য যা ছিলো না—হতে পারে না সত্য : সৈন্যরা অবলীলায় প্রবেশ করছে মেয়েদের হোস্টেলে; এবং সংবাদপত্রের অফিসগুলো আগুনে পুড়ছে শস্তা নিউজপ্রিন্টের ধোঁয়া হলুদকালো ধোঁয়া ছড়িয়ে, এবং ট্রেড ইউনিয়নের অফিসগুলো গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে, আর রাস্তার পাশের গর্তগুলো পূর্ণ হয়ে গেছে মানুষে যারা আদৌ ঘুমাচ্ছে না—নগ্ন বুকে দেখা যাচ্ছে বুলেটের গর্ত। আইয়ুবা শহিদ ফারুক চলমান জানলার ভিতর দিয়ে নীরবে এসব দৃশ্য দেখতে থাকে যখন আমাদের ছেলেরা, আমাদের আল্লাহ্‌র সৈনিকেরা, আমাদের দশ-বাবুর-সমান-এক জওয়ানরা পাকিস্তানকে একত্রে ধরে রাখে নগরির বস্তির ওপর অগ্নি-নিক্ষেপক মেশিন-গান হ্যাণ্ড-গ্রেনেড বর্ষণ করে। ইতোমধ্যে আমরা শেখ মুজিবকে বিমানবন্দরে নিয়ে আসি, আইয়ুবা একটা পিস্তল ঠেকায় তার নিতম্বে এবং তাকে ঠেলে নিয়ে যায় একটা বিমানের দিকে যে বিমানে করে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম অংশে তার বন্দিদশার দিকে, বুড্ঢা তার চোখ বন্ধ করেছিলো। ('এইসব ইতিহাসে আমার মাথা ভর্তি করো না,' আইয়ুবাকে একদা সে বলেছিলো, 'আমি আমিই এবং সেটা সেটা।')

এবং ব্রিগেডিয়ার ইস্কান্দার, তার সেনাদলকে র‍্যালি করে : 'এখনো এমন কিছু উপাদান আছে যা উপড়ে ফেলতে হবে।' ভাবনা যখন অতিরিক্ত মাত্রায় যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে, এ্যাকশন তখন সর্বোত্তম প্রতিষেধক– কুকুর সৈনিকেরা সানন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে।

AMARBOI.COM

কতজনকে আটক করেছিলো– দশ, চারশ' কুড়ি, এক হাজার এক?—ওই রাতে আমাদের ২২ নম্বর ইউনিট? কতোজন ঢাকাবাসী বুদ্ধিজীবী মহিলাদের শাড়ির নিচে আত্মগোপন করেছিলো? অনেক ব্যাপার আছে যা ২৫শে মার্চের রাতে ঘটেছিলো তা রয়ে গেছে বিভ্রান্তির এক স্থায়ী রাজ্যে।

১৯৭১ সালে, দশ মিলিয়ন শরণার্থী পূর্ব পাকিস্তান-তথা-বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেয়—তুলনায় কোনো কাজ নেই : 'মানব ইতহাসের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দেশত্যাগ'– অর্থহীন। ধর্মীয় কারণে দেশত্যাগের চেয়েও বৃহৎ, পার্টিশনের ভিড়ের চেয়েও, বহু-মাথা বিশিষ্ট দানব ছিলো এই একত্রিত শরণার্থীর দল। সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যরা প্রশিক্ষণ দেয় মুক্তিবাহিনী নামে পরিচিত গেরিলাদের; ঢাকায়, টাইগার নিয়াজি শাসন করে ঘুমন্ত মানুষদের।

আর আইয়ুবা শহিদ ফারুক? সবুজ পোশাক পরা আমাদের ছেলেরা? কিভাবে তারা সহযোগি মাংস-খেকোদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে? নির্দোষিতা হারিয়ে গিয়েছিলো। ইউনিট তার কাজ চালিয়ে গেল। কেবল বুড্ঢাই একমাত্র ব্যক্তি ছিলো না যে হুকুম অনুযায়ী কাজ করতো– যুদ্ধের সর্বোচ্চ শিখরে কোথাও জামিলা গায়িকার কণ্ঠস্বর যুদ্ধ শুরু করেছিলো র. ঠাকুরের গানের কথার সাথে।

আইয়ুবা ও তার কোম্পানি নির্দেশ পালন করে চললো। বুড্ঢা অনুসরণ করলো গন্ধের ট্রেইল। নগরির কেন্দ্রে, অন্ধকারময় সড়কে। তারপর অন্যান্য এসাইনমেন্ট, গ্রামদেশে, যেখানে মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয় দেবার জন্যে গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হলো, বুড্ঢা এবং তিন বালক খুঁজে বের করতে লাগলো আওয়ামী লীগের মাইনর কর্মকর্তা আর সুপরিচিত কম্যুনিস্টদের। মাথায় পোটলাপুটলি নিয়ে গ্রামবাসীরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে যেতে লাগলো; উপড়ে ফেলা হলো রেল-লাইন; গাছপালা পুড়ে গেল; এবং সর্বদা, যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির টানে, তাদের মিশন নিয়ে গেল দক্ষিণে দক্ষিণে দক্ষিণে, সর্বদা সমুদ্রের নিকটবর্তী, গঙ্গা আর সাগরের মুখে।

অবশেষে– কাদের তারা অনুসরণ করছিলো? নামে কি কিছু এসে যেতো আর? এমন কেউ একজন যার দক্ষতা নিশ্চয়ই বুড্ঢার নিজের চেয়ে বিপরীতক্রমে সমান, নইলে তাকে ধরতে এত সময় লাগবে কেন? অবশেষে– তারা সমাপ্তি ছাড়া এক মিশনের মাঝামাঝি অবস্থায় পড়ে যায়। গন্ধ অনুসরণ করে ক্রমাগত তারা অগ্রসর হতে থাকে, দক্ষিণে দক্ষিণে দক্ষিণে, হয়তো আরো কিছুর দ্বারা : কারণ, আমার জীবনে, ভাগ্য কখনো আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে অনিচ্ছুক হয়নি।

তারা একটা নৌকা নিয়ে চলতে শুরু করে। কারণ বুড্ঢা জানায় ট্রেইল নদী দিয়ে গেছে। তাদের অদেখা শিকরের পিছু নৌকা বেয়ে চলে তারা। এখানে নদীটার নাম পরিচিত : পদ্মা। এ নিয়ে স্থানীয় ধারণা আছে। গঙ্গা দেবী জগতে নেমে এসেছে শিবের চুলের ভিতর দিয়ে। বুড্দা অনেক দিন কথা বলে না, সে ইশারা করে, ওই, ওইদিকে, এবং তারা চলতে থাকে, দক্ষিণে দক্ষিণে দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে।

নামহীন একটা সকাল। আইয়ুবা শহিদ ফারুক তাদের হাস্যকর ধাবনে নৌকায় জাগ্রত। 'আল্লাহ্-আল্লাহ্,' ফারুক বলে, 'কান ধরো আর প্রার্থনা করো; সে আমাদের এই ডুবন্ত অঞ্চলে নিয়ে এসেছে, এটা তোমার দোষ, তুমি আইয়ুবা, পায়খানায় বিদ্যুৎ দিয়ে রাখা, আর এটা তার প্রতিশোধ!'... সূর্য উপরে ওঠে। আকাশে অদ্ভুত অচেনা পাখি। ক্ষুধা আর ভীতি ইঁদুরের মতো তাদের পেটের ভিতর। আর কি হবে কি হবে যদি মুক্তিবাহিনী... আর বহুদূরে দিগন্তের গায়ে একটা অসম্ভব অনিঃশেষ সবুজ দেয়াল, ডান থেকে বামে চলে গেছে দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। এবং তখন আইয়ুবা, ' দেখ-দেখ, আল্লাহ্!' একদিকের ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে একটা পশ্চাদ্ধাবনের দৃশ্য তারা দেখতে পায় : প্রথমে বুদ্ধ, এক মাইল দূর থেকেও তার নাকটা চেনা যায়, এবং তাকে ধাওয়া করে আসছে কাস্তে হাতে একজন চাষী, বাঁধের ওপর একজন নারী জড়িয়ে গেছে তার শাড়িতে, চুল এলোমেলো, চিৎকার করছে সাহায্যের জন্যে, কাস্তে হাতে তেড়ে আসা চাষীটা কাদা-পানিতে আপাদমস্তক মাখামাখি হয়ে গেছে। আইয়ুবা গর্জন করে উঠলো : 'পুরনো ছাগল-ছানা!' স্থানীয় নারীদের থেকে হাত গুটিয়ে রাখতে পারেনি! চলে এসো, বুড়ঢা, তোমাকে ধরে ফেলতে দিও না লোকটাকে; তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে!' এবং ফারুক : 'কিন্তু তারপর কি? বুড়ঢা যদি টুকরো হয়ে যায়, তারপর কি?' এবং এখন আইয়ুবা হোলস্টার থেকে একটা পিস্তল বের করছে। সে লক্ষ্য স্থির করছে : দুই হাত সামনে বাড়ানো, না কাঁপার চেষ্টা করছে, আইয়ুবা গুলি করে : একটা কাস্তে আকাশের দিকে উড়ে যায়। আর ধীরে ধীরে একজন চাষীর হাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে উপরে ওঠে; ধানক্ষেত্রের পানির ভেতর হাঁটু-গেড়ে পড়ে; মাথাটা গিয়ে ঠেকে পানির নিচে মাটিতে। বাঁধের ওপর একজন নারী চিৎকার করে শোকে। এবং আইয়ুবা বলে বুড়ঢাকে : 'পরের বার আমি তোমাকে গুলি করবো।' একটা পাতার মতো কাঁপতে থাকে আইয়ুবা। এবং সময় মৃত হয়ে পড়ে থাকে একটা ধানক্ষেতে।

কিন্তু অর্থহীন ধাবন আরো ছিলো। যে শত্রুকে দেখা যাবে না কখনোই, এবং বুড়ঢা বলে : 'ওই পথে যাও,' এবং তারা চারজন নৌকা বাইতে থাকে, দক্ষিণে দক্ষিণে দক্ষিণে, তারা ঘণ্টাগুলো হত্যা করেছে আর তারিখ ভুলে গেছে। তারা আর জানে না যে তারা ধাওয়া করছে না পালাচ্ছে। কিন্তু যাই হোক না কেন সেটা তাদের ক্রমাগত ঠেলে ঠেলে নিকটবর্তী করে তুলেছিলো অসম্ভব সবুজ দেয়ালের। 'ওই পথে,' বুড়ঢা নির্দেশ করে। এবং তারপর তারা তার ভিতরে প্রবেশ করে। বনভূমি, এমন গভীর যে ইতহাস তার ভিতরে প্রবেশের পথ পায় না। সুন্দরবন : তাদের গিলে ফেলে।

AMARBOI.COM

২৫ In The Sundarbans
সুন্দরবনে

জঙ্গল তাদের পিছনে কবরের মতো বন্ধ হয়ে যায়। লবণজলের প্রবাহের ভিতর দিয়ে তারা নৌকা বেয়ে চলে। সেগুলোর ওপর ঝুঁকে আছে গাছপালা। আইয়ুবা শহিদ ফারুক নৈরাশ্যজনকভাবে হারিয়ে গিয়েছিলো। তারা আবার সময় আর বুডঢার দিকে ফেরে, যে নির্দেশ করে, 'ওই দিকে।' এবং তারপর, 'নিচে।' কিন্তু যদিও তারা নৌকা বেয়ে চলেছিলো, একঘেঁয়েমি উপেক্ষা করছিলো, তবু মনে হচ্ছিলো যেন এই জায়গা থেকে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা তাদের সামনে লাফালাফি করছিলো ভূতের লণ্ঠনের মতো। তারা দেখে লজ্জার কিছু আলো তাদের ট্র্যাকারের দুধ-নীল চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে। এবং এখন ফারুক বনের সবুজতায় ফিসফিস করে বলছে, 'তুমি জানো না। তুমি কেবল যা মুখে আসছে তাই বলছো।' বুড়্ঢা নীরব থাকে। কিন্তু তার নীরবতায় নিজেদের ভাগ্য পড়তে পারে তারা, আর এখন সে মোটামুটি প্রভাবিত যে জঙ্গল তাদের গিলে ফেলেছে যেভাবে ব্যাঙ গিলে ফেলে ব্যাং এখন সে নিশ্চিত জীবনে আর কখনো সূর্য দেখতে পাবে না। আইয়ুবা বালোচ পুরোপুরি ভেঙে পড়ে আর বর্ষা মৌসুমের মতো অঝোরে কাঁদতে থাকে। তার এই অবস্থা ফারুক ও শহিদকে জ্ঞানহারা করে ফেলে। ফারুক আক্রমণ করে বসে বুড়ঢাকে বুড়্ঢা কোনো বাধা না দিয়ে তার বুকে কাঁধে বাহুতে নেমে আসা মুষ্ঠাঘাতের বর্ষণ সহ্য করে। অবশেষে নিরাপত্তার জন্যে ফারুককে টেনে সরায় শহিদ। আইয়ুবা বালোচ একবারও না থেমে কাঁদতে থাকে পুরোপুরি তিন ঘণ্টা অথবা দিন অথবা সপ্তাহ, যে পর্যন্ত না বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং তার অশ্রু-বিসর্জন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এবং শহিদ দার শুনতে পেলো নিজে বলছে, 'এখন দেখ তুমি কি শুরু করেছো, ম্যান, তোমার কান্নাকাটি দিয়ে।' প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে সুন্দরবন বাড়তে শুরু করেছে বৃষ্টিতে।

প্রথমে তারা লক্ষ্যই করেনি কারণ নৌকা নিয়েই ব্যস্ত ছিলো। পানির স্তর বাড়ছিলো। সেটা তাদের বিভ্রান্ত করে থাকবে। কিন্তু শেষ আলোয় কোনো সন্দেহ নেই যে জঙ্গল বেড়ে যাচ্ছিলো আকারে, ক্ষমতায় ও ভয়ালতায়। অন্ধকারে প্রাচীন ম্যানগ্রোভ গাছের মাটির ওপর জেগে ওঠা শেকড় বাকড়-সাপের মতো লাগছিলো, ক্রমে তা হাতির শুঁড়ের মতো মোটা হয়ে যাচ্ছিলো। অন্যদিকে ম্যানগ্রোভগুলো এত উঁচু হয়ে উঠেছিলো যে,

যেমনটা শহিদ দার বলেছিলো আগে, মগডালে বসা পাখিরা খোদাকে গান শোনাতে পারবে। ইতোমধ্যে বিশাল আকৃতির নিপাগাছ থেকে নিপা-ফল পড়তে শুরু করেছিলো, সেগুলো ছিলো মাটির ওপরকার নারকেলের চেয়েও অনেক বড়ো আর অনেক ওপর থেকে বোমার মতো নিচে পড়ছিলো সেগুলো। বৃষ্টির পানিতে নৌকা ভরে যাচ্ছিলো। রাত নেমে এলো আর নিপা-ফল ওপর থেকে যেহেতু বোমা বর্ষণ করতে লাগলো, শহিদ দার বললো, 'কিছুই করার নেই– আমাদের অবশ্যই অবতরণ করতে হবে।'

অন্যদিকে আইয়ুবা রক্তচক্ষু নিয়ে বসে আছে, এবং ফারুককে মনে হয় ধ্বংস হয়ে গেছে তার নায়কের অবস্থায়; বুড্ঢা নীরব রয়েছে আর মাথা নামিয়ে রেখেছে। শহিদ একাই কেবল চিন্তাভাবনা করতে পারছে, তার মাথাটা অংশত পরিষ্কার ছিলো সে নিজের মৃত্যুর কথা ভাবছিলো বলে। কাজেই শহিদ হুকুম দিলো আমাদের, তাদের, ডুবন্ত নৌকাটিকে তীরে ভেড়াতে।

একটা নিপা-ফল দেড় ইঞ্চির জন্যে নৌকার ওপর এসে পড়লো না, পানিতে ভীষণ বিস্ফোরণের সৃষ্টি করলো। তারা অন্ধকারে সংগ্রাম করে তীরে উঠলো মাথার ওপরে তাদের অস্ত্র অয়েলস্কিন ঘি-এর টিন তুলে ধরে। নৌকাটাকে টেনে আনলো পিছন পিছন। নিপা-ফলের বোমাবর্ষণ আর সর্পিল ম্যানগ্রোভ এড়িয়ে তীরে ওঠার পর তার মধ্যে শুয়ে পড়লো এবং ঘুমিয়ে গেল।

যখন তারা জাগলো, বৃষ্টি তখন পরিণত হয়েছে প্রচণ্ড গুড়িগুড়িতে। তারা দেখতে পেলো তাদের দেহ ঢাকা পড়ে গেছে তিন-ইঞ্চি-লম্বা জোঁকে, যেগুলো প্রায় পুরোপুরি ছিলো রঙহীন, তবে এখন ঘোর লালবর্ণ ধারণ করেছিলো রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে, চারজন মানুষের দেহের রক্ত চুষে নিয়েও ওগুলোর লোভ যাচ্ছিলো না। রক্ত পা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো জঙ্গলের মেঝেতে; জঙ্গলও তা চুষে নিচ্ছিলো, এবং জানতো তারা কেমন ছিলো।

নিপা ফলও জঙ্গলের মেঝেতে পড়ে রক্তের রঙের মতো এক ধরনের তরল ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। এক রকম লাল দুধ যা মুহুর্তের মধ্যে ঢাকা পড়ে যায় হাজার হাজার পতঙ্গে, জোঁকের মতো স্বচ্ছ বিশাল আকৃতির মাছিসহ। ফলের দুধে পরিপূর্ণ হয়ে মাছিগুলোও লালবর্ণ ধারণ করে... সমস্ত রাতের ভিতর দিয়ে, মনে হয়, সুন্দরবন বেড়ে উঠতে থাকে। সবচেয়ে উঁচু গাছগুলো ছিলো সুন্দরি, যার নামে এ জঙ্গলের নাম হয়েছে সুন্দরবন। গাছপালা এতটা ঘন-সন্নিবিষ্ট যে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না। তারা চারজন নৌকা থেকে বেরিয়ে আসে। আর যখন তারা শক্ত মাটির ওপর পা রাখে কেবল তখনই তাদের মনে পড়ে তাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কথা। বৃষ্টির পানি গাছের পাতা থেকে ঝরে পড়ছিলো তাদের চারপাশে। আর তারা ওপর দিকে মুখ হা করে সেই পানি পান করলো। মনের এক নিদারুণ অবস্থায়, তারা তাদের প্রথম খাবার প্রস্তুত করলো, নিপা-ফল আর ভর্তা করা কেঁচোর একত্র মিশ্রণ, কিন্তু তাদের ভীষণ ডায়রিয়া হয়ে গেল।

ফারুক বললো, 'আমরা মরতে চলেছি।' কিন্তু শহিদের মনে বেঁচে থাকার সুতীব্র কামনা। কারণ রাতের বেলায় সন্দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে, সে এই ধারণায় আচ্ছন্ন হয়েছিলো যে এমনভাবে সে পৃথিবী থেকে চলে যাবে না।

রেইন-ফরেস্টে হারিয়ে, শহিদ সিদ্ধান্ত নিলো যে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হলে বেশি সময় পাওয়া যাবে না। যে কোনো সময়, বৃষ্টিপাত আবার শুরু হতে পারে এবং তাদের নৌকাটিকে ডুবিয়ে দিতে পারে। তার নির্দেশে, একটা আশ্রয়স্থল তৈরি করা হলো অয়েলস্কিন ও তালের পাতা দিয়ে। শহিদ বললো, 'আমরা যতক্ষণ ফল ভক্ষণ করবো, ততক্ষণ বাঁচবো।' দীর্ঘ সময় আগেই তারা ভুলে গেছে তাদের যাত্রার উদ্দেশ্য; ধাওয়া, যা শুরু হয়েছিলো অনেক দূরে অবস্থিত বাস্তব জগৎ থেকে, সুন্দরবনের বিকল্প আলোয় হারিয়ে গিয়েছিলো এক ফ্যান্টাসির মধ্যে।

কাজেই আইয়ুবা শহিদ ফারুক এবং বুড়ঢা আত্মসমর্পণ করেছিলো স্বপ্ন-বনের ভয়ানক অলীকতার কাছে। দিন যেতে লাগলো। ঠাণ্ডা জ্বর ডায়রিয়া সত্ত্বেও তারা বেঁচে থাকলো, সুন্দরি গাছের নিচু শাখা টেনে নামিয়ে তাদের শেল্টার-এর উন্নতি সাধন করলো। পান করলো নিপা-ফলের লাল দুধ। বেঁচে থাকার কৌশল রপ্ত করলো। কিন্তু একরাতে আইয়ুবা অন্ধকারে জেগে উঠে দেখতে পেলো একজন চাষীকে, যার বুকে হৃৎপিণ্ড বরাবর বুলেটের গর্ত এবং তার হাতে একটা কাস্তে। এবং আইয়ুবা যখন নৌকা থেকেবেরিয়ে আসার জন্যে ভয়ানক সংগ্রাম চালাচ্ছে (ওটা তারা টেনে এনেছিলো তাদের আদিম ছাউনির নিচে) তখন চাষীটার হৃৎপিণ্ডের গর্ত থেকে একটা তরল বেরিয়ে আসে আর আইয়ুবার বন্দুকধরা হাতে লেগে যায়। পরবর্তী সকালে আইয়ুবার ডান হাত আর নড়াচড়া করতে পারে না; তার দেহের পাশে হাতটা অচল হয়ে পড়ে থাকে যেন সেটা প্লাস্টারে সেট করা ছিলো। যদিও ফারুক রশিদ সাহায্য করলো ও সহানুভূতি দেখাল, তবুও তাতে কাজ হলো না; ভূতের অদৃশ্য তরলে হাতটা অনড় হয়ে গেল।

এই ঘটনার পর তারা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলো যে বনভূমি যে-কোনো কিছুই ঘটাতে সক্ষম। প্রতিরাতে তাদের নতুন শাস্তি দিতে লাগলো বন। যে সমস্ত লোককে তারা ধাওয়া করে ধরেছে, তাদের স্ত্রীদের চোখ, পিতৃহীন শিশুদের চিৎকার... এবং এই প্রথম সময়ে, শাস্তির সময়ে, এমন কি ভাবলেশহীন বুড়ঢাও স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে বনভূমি যেন তাদের ওপর চারপাশ থেকে এমনভাবে চেপে ধরে যে তারা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে না।

তাদের শাস্তি যখন যথেষ্ট হয়েছে– একদা তারা যেমন মানুষ ছিলো তার ছায়া হয়ে যখন তারা কাঁপতে থেকে— তখন জঙ্গল তাদের অনুমত দেয় নস্টালজিয়ার। এক রাতে আইয়ুবা দেখতে পায় তার মা তাকিয়ে আছে তার দিকে, তার ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ চালের তৈরি সুস্বাদু মিষ্টান্ন দিচ্ছে তাকে; কিন্তু যে মুহূর্তে সে লাড্ডুগুলো নিতে যাবে, ঠিক তখনই তার মা লাফ দিয়ে সরে যাচ্ছে আর বিশাল এক সুন্দরি গাছে চড়ে উঁচু একটা ডালে বসে দোল খাচ্ছে : মায়ের মুখযুক্ত একটা শাদা বানর রাতের পর রাত আইয়ুবকে দেখা দিতে লাগলো। ফলে একটা সময় পর আইয়ুবা লাড্ডুর চেয়ে বেশি করে তার মায়ের কথা স্মরণ করতে বাধ্য হলো : তার মা যৌতুকের বাক্সগুলোর মাঝখানে বসে থাকতে কেমন পছন্দ করতো, যেন বা সেও ওগুলোর মতো এক ধরনের বস্তুই ছিলো,

www.amarboi.com

একটা উপহার আইয়ুবার নানা যা প্রদান করেছিলো আইয়ুবার বাবাকে। সুন্দরবনের হৃৎপিণ্ডে, আইয়ুবা বালোচ তার মাকে বুঝতে পেরেছিলো প্রথম বারের মতো। ফারুক রশিদও একটা দৃশ্য দেখতে পায়। সন্ধ্যার আঁধারে একদিন সে ভাবে সে দেখতে পাচ্ছে তার ভাই পাগলের মতো দৌড়ে আসছে বনভূমির ভিতর দিয়ে, এবং অনুভব করতে পারছে তার বাবা মারা গেছে। সে বিস্মৃত একটা দিনের কথা মনে করতে পারে যেদিন তার কৃষক পিতা তাকে ও তার ভাইকে বলে যে স্থানীয় ভূস্বামি, যে টাকা ধার দিতো শতকরা ৩০০ টাকা হারে, সর্বশেষ ঋণের বিনিময়ে তার আত্মা কিনতে রাজি হয়েছে। 'যখন আমি মরবো,' বৃদ্ধ রশিদ বলেছিলো ফারুকের ভাইকে, 'তুমি অশ্যই মুখ খুলে রাখবে তাহলে আমার আত্মা উড়ে গিয়ে ঢুকে পড়বে ওখানে; তারপর দৌড়াবে দৌড়াবে দৌড়াবে, কারণ জমিদার তোমার পিছু ধাওয়া করবে!' ফারুক, তার বাবার মৃত্যু আর ভাইয়ের পলায়ন উপলব্ধি করতে পেরে, তার শিশু সুলভ আচরণ পরিত্যাগ করে কঠোর প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে। সে ক্রন্দন বন্ধ করে। শহিদ দারও পূর্বপুরুষের মুখবিশিষ্ট একটি বানর দেখতে পায়। একজন পিতা তাকে উপদেশ দিচ্ছে নাম অর্জনের। সেও ভিতর থেকে পূর্ণ বয়স্ক হয়ে ওঠে। এইভাবে জঙ্গল তাদের সাবালক করে তোলে।

বুড্ঢাকে প্রথম দিকে নস্টালজিয়ায় ধরেনি। একটা সুন্দরি গাছের নিচে সে আসন গেড়ে বসে। তার চোখ তার মন যেন শূন্য। এবং রাতে সে মোটেও জেগে থাকতো না। কিন্তুশেষ পর্যন্ত বন তার ভিতরে ঢোকার একটা রাস্তা পায়। এক অপরাহ্নে, আইয়ুবা শহিদ ফারুক দেখতে পেলো বুডঢা তার গাছটার নিচে বসে আছে এবং একটা অন্ধ সাপ তার গোড়ালিতে দংশন করে বিষ ঢেলে দিলো। শহিদ দার একটা লাঠির আঘাতে সাপটার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করলো; বুডঢা, মাথা-থেকে পা পর্যন্ত যে কি না অসাড়, এসব লক্ষ্য করেছে বলে মনে হলো না। তার চোখ ছিলো বন্ধ। এর পর, বালক সৈন্যরা অপেক্ষা করতে লাগলো মানব-কুত্তার মৃত্যু দেখার জন্যে। কিন্তু সাপের বিষের চেয়েও আমি অধিক শক্তিশালী ছিলাম। দুই দিন যাবত সে গাছের মতো অনড় হয়ে থাকলো, এবং তার চোখের মনির পরিবর্তন ঘটলো, তাই জগতকে সে দেখতে পেলো আয়নার ছবির মতো, ডান দিকটা বাঁয়ে। অবশেষে সে সহজ হলো, এবং দুধেল বিমূর্ততার দৃষ্টি আর থাকলো না তার চোখে। আমি পুনরায় যুক্ত হলাম অতীতের সাথে, সাপের বিষের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে, এবং এটা বেরিয়ে আসতে লাগলো বুডঢার ঠোঁট থেকে। তার দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে আসার সাথে সাথে স্বাধীনভাবে তার কথাগুলো বেরিয়ে আসতে লাগলো। শিশু-সৈন্যরা শুনলো, মন্ত্রমুগ্ধ, তার মুখ থেকে উচ্চারিত গল্পসমূহ, যা শুরু হলো মধ্যরাতে একটা জন্ম থেকে, এবং না থেমেই অব্যাহতভাবে চালিয়ে গেল। সব কথা বলতে লাগলো সে, সমস্তটাই, সব হারানোর ইতিহাস। মুখ হা হয়ে যয় শিশু-সৈনিকদের। আইয়ুবা শহিদ ফারুক সবই জানতে পারে যাতে তাদের শোনা গুজব সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু সুন্দরবনে, তারা এমন কি চিৎকারও করেনি।

এবং ছুটে চলা : দেরিতে ফোটা ভালোবাসা, এবং জামিলা আলোর একটা শ্যাফটে একটা বেডরুমে শুয়ে আছে। এখন শহিদ বিড়বিড় করে বলছে, 'সেই কারণেই, যখন সে স্বীকারোক্তি করেছে, এরপরে, সে কাছে আসার বিষয়টা সহ্য করবে না একেবারেই...' কিন্তু বুড়ঢা চালিয়ে যায়; কোনো একটা নির্দিষ্ট কিছু মনে করতে চায়, কিন্তু মনে করতে পারে না।

নীরবতা; তারপর ফারুক রশিদ বলে, 'যথেষ্ট, ইয়ার, একজন মানুষের ভিতরে; এত খারাপ ব্যাপার, মুখ বন্ধ রাখতো তাতে বিস্ময় কি?'

তুমি দেখ, পদ্ম : এ গল্প আমি আগেও বলেছি। কিন্তু ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানায় কি? কি আমার ঠোঁট থেকে বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়? পদ্ম : বুড্ঢা তার নাম ভুলে গিয়েছিলো।

তখনো বৃষ্টি হচ্ছিলো। প্রতিদিন পানির স্তর ওপরে উঠছিলো। যে পর্যন্ত না এটা পরিষ্কার হলো যে তাদের চলে যেতে হবে জঙ্গলের আরো গভীরে, উঁচু জমির সন্ধানে। বৃষ্টি হচ্ছিলো এমন ধারায় যাতে নৌকা চালানো সম্ভব নয়। কাজেই শহিদের নির্দেশ অনুযায়ী, আইয়ুবা ফারুক ও বুড়ঢা নৌকাটাকে টেনে নিয়ে গেল স্ফীত হয়ে ওঠা তীর থেকে, সুন্দরি গাছের সাথে বেঁধে রাখলো; এবং পাতা দিয়ে ঢেকে রাখলো। এরপর তারা জঙ্গলের আরও ভিতরে অনিশ্চয়তার দিকে সরে গেল।

এখন, আরো একবার, সুন্দরবন তার স্বভাব বদল করলো; আবারো আইয়ুবা শহিদ ফারুক শুনতে পেলো 'অবাঞ্ছিত' দের কণ্ঠস্বর। তারা জঙ্গলের ভিতর দৌড়ে গেল তাদের শিকারদের যন্ত্রণাকর কণ্ঠস্বর থেকে পালানোর জন্যে; শহিদ দার হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ে, দুইহাতের মুঠি ভরে বৃষ্টি-ভেজা জঙ্গলেরকবাদা তুলে নেয়; তারপর নিজের দুইকান ওই কাদা দিয়ে বন্ধ করে এবং তার পরে, আইয়ুবা বালোচ ও ফারুক রশিদ তাদের কান অনুরূপভাবে কাদা দিয়ে বন্ধ করে। কেবল বুড়ঢা তার কান দুটো (একটা ভালো, একটা খারাপ) খোলা রাখলো। কিন্তু বনভূমির কাদায় ইনফেকশন হয়ে গেল বালক-সৈন্যদের কানে। তারা বধির হয়ে গেল। তারা পরস্পরের সাথে ভাব বিনিময় করতে লাগলো আকারে ইঙ্গিতে।

অবশেষে, যখন চারজন সৈনিক আতংকের খুব নিকটবর্তী, তখন জঙ্গল তাদের গাছপালার পর্দার ভিতর দিয়ে নিয়ে গেল আশ্চর্য সুন্দর একটা স্থানে। এমন কি বুড়ঢার হাতের মুঠোও শক্ত হয়ে চেপে বসলো পিকদানির ওপর। তাদের চারজনের মধ্যে একটা মাত্র ভালো কান নিয়ে, পাখির কলকাকলিতে মুখর একটা জায়গার দিকে তারা অগ্রসর হলো, যার মাঝখানে মনুমেন্টের মতো দাঁড়িয়ে আছে একটা হিন্দু মন্দির। বিস্মৃত কোনো শতাব্দিতে এটি পাথর কেটে নির্মাণ করা হয়েছিলো; এর দেয়ালে খোদাই করা নৃত্যরত নারী-পুরুষের ক্ষুদ্রকায় মূর্তি। বিশ্বাসহীন পদক্ষেপে এই অলৌকিকের দিকে এগিয়ে চললো তারা চারজন। ভিতরে, তারা আবিষ্কার করলো, দীর্ঘ অবশেষে, অন্তহীন মৌসুমি

AMARBOI.COM

বারিপাতের কিছু অবসর এবং নৃত্যরত কালো এক দেবীর উঁচু মূর্তি, পাকিস্তান থেকে আগত বালক-সৈন্যরা যার নাম জানতো না; তবে বুড়ঢা জানতো সে হচ্ছে কালি। চারজন ভ্রমণকারি তার পায়ের কাছে শুয়ে পড়লো এবং বৃষ্টিমুক্ত নিদ্রায় তলিয়ে গেল যার সমাপ্তি ঘটলো মধ্যরাতে, একই সাথে তারা ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখতে পেলো চারজন অনিন্দ্য সুন্দরি তরুনি তাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে যে সৌন্দর্য ছিলো বর্ণনাতীত। শহিদ, যে স্মরণ করে চারজন হুরি তার জন্যে অপেক্ষা করছে স্বর্গের বাগানে, প্রথমে ভাবলো যে রাতের বেলা সে মারা গেছে। কিন্তু এই হুরিদের যথেষ্ট পার্থিব দেখাচ্ছে, এবং তাদের শাড়ি, যার নিচে অন্য আর কিছুই পরেনি তারা, ছেঁড়া খোড়া আর দাগ লাগা। এখন আটটা চোখ তাকায় আটটা চোখে, শাড়ি খুলে রাখে, নিখুঁত ভাঁজ করে, মাটির ওপর। এরপর বনভূমির নগ্ন ও অন্যান্যসাধারণ কন্যারা এগিয়ে আসে তাদের কাছে, আটটা হাত আঁকড়ে ধরে আটটা হাতকে, আটটা পা জোড়া লাগে আটটা পায়ের সাথে; কালি মূর্তির নিচে চার ভ্রমণকারি ভালোবাসার প্রকৃত স্বাদ নিতে থাকে, চুম্বন করে আর আদরের কামড় যা ছিলো কোমল ও বেদনাদায়ক, তারা উপলব্ধি করলো যে এই এই এই হলো সেই জিনিস যা তাদের প্রয়োজন ছিলো। তারা জানতো না তবে এরই জন্যে অপেক্ষায় ছিলো এতদিন। তারা ভুলে গেল সব কিছু। কোনো কিছু চিন্তা না করেই তারা নিজেদের সপে দিলো চারজন অনন্যসাধারণ সুন্দরির কাছে।

সেই রাত্রিটির পর, মন্দির থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে তারা অপারগ হলো, কেবল খাবার সংগ্রহ করার জন্যে বাইরে যাওয়া ছাড়া, আর প্রতিরাতেই ওই নারীরা নীরবে আসতো তাদের কাছে, কথা বলতো না কখনো, আর হারিয়ে যাওয়া চুতুষ্টয়কে আনন্দের সর্বোচ্চ শিখরে তুলে নিয়ে যেতো। তারা কেউই জানতো না যে এই সময়কাল কতোদিন স্থায়ী ছিলো, কারণ সুন্দরবনে সময় অনুসরণ করে অজানা নিয়ম, কিন্তু অবশেষে সেই দিন এলো যখন তারা একে অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলো এবং উপলব্ধি করলো যে তারা কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছিলো, তাদের দেহের ভিতর দিয়ে কোনো কিছু দেখা সম্ভব, এখনো যদিও পরিষ্কারভাবে নয়, তবে মেঘলাভাবে, ম্যাংগো জুসের ভিতর দিয়ে দেখার মতো। তারা বুঝলো যে এটা ছিলো জঙ্গলের সবচেয়ে বাজে ও সর্বশেষ চালাকি। যেন তারা প্রথমবারের মতো জেগে ওঠে, নতুন চোখে তারা মন্দিরের দিকে তাকায় দেখতে পায় পাথরে বিশাল ফাটল, উপলব্ধি করে যে মন্দিরের উপরের অংশ ভেঙে তাদের ওপর পতিত হতে পারে যে কোনো সময়; এবং তখন, তারা দেখতে পায় চারটি অগ্নিকুণ্ডের বহু পুরনো ছাই ও কয়লা, ধোঁয়ার দাগ পাথরের ওপর— চারটি দাহ করার চিহ্ন। আর চারটির প্রত্যেকটির মাঝখানে, একটা ছোট, কালো, আগুনে পোড়া হাড়ের স্তূপ।

বুড়ঢা কিভাবে সুন্দরবন ছাড়লো : তারা মন্দির থেকে পালাতে লাগলো নৌকার দিকে। জঙ্গল তখন আরেক চালাকি খাটালো। তারা মাত্র নৌকার কাছে পৌঁছে গেছে, এই সময় সগর্জনে তেড়ে এলো ঢেউ, আর পর মুহূর্তে তারা ভেসে গেল ঢেউয়ের

তোড়ে, তবে নৌকায় উঠে পড়েছিলো। বাদামি পানির ওপর দিয়ে তারা ভেসে চললো আর বিশাল সবুজ দেয়াল সরে যেতে লাগলো দ্রুত, জঙ্গল যেন তাদের বের করে দিচ্ছে বলে মনে হলো।

জঙ্গল থেকে তারা বেরিয়ে এলো ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে। এবং আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে ওই মাসে কোনো জোয়ারের জলস্ফীতি রেকর্ডে ধরা পড়েনি, যদিও, এক বছর আগে, এলাকাটি বন্যা-প্লাবিত হয়েছিলো।

সুন্দরবনের ঘটনাবলির পর, আমার পুরনো জীবন আবার আমাদের দখল করার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। আমার জানা প্রয়োজন ছিলো : অতীত স্বল্পঅবগতি থেকে পালানো নয়। যা তুমি ছিলে তাই তুমি চিরকাল।

১৯৭১ সালের সাত মাস, তিনজন সৈন্য ও তাদের ট্র্যাকার যুদ্ধের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো। অক্টোবরে, যাই হোক, বর্ষা শেষ হয়ে গেল আর মুক্তিবাহিনীর গেরিলা ইউনিটগুলো সন্ত্রস্ত করে তুলতে শুরু করলো পাকিস্তানি সেনাচৌকিগুলো। আমরা চারজন চেষ্টা করলাম দখলদার পশ্চিমা সেনাবাহিনির প্রধান অংশের সাথে পুনরায় মিলিত হতে। পরবর্তীতে যখন প্রশ্ন করা হয়, বুডঢা জবাব দেয় যে তারা একটা জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিলো যার গাছপালার শেকড় সাপের মতো আঁকড়ে ধরে। এটা হয়তো তার জন্যে সৌভাগ্য ছিলো যে সেনা অফিসারদের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি যার সদস্য সে। আইয়ুবা বালোচ, ফারুক রশিদ ও শহিদ দারকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি।

... সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ও জনমানবশূন্য একটা গ্রামে এসে পৌছায় তারা। নভেম্বরের কোনো সময়ে। তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলো উত্তরে। একটা পরিত্যক্ত কুঁড়ে ঘরে তারা আশ্রয় নেয়। আইয়ুবা কুঁড়ে ঘরের একটা কোণে মাথা ঠেশ দিয়ে রেখেছিলো, সেখান থেকে সে সরে আসে, হয়তো সুন্দরবনে তার ভেঙে-পড়ার কথা স্মরণ করছিলো, অতীত স্মরণ করে আমি যখন কাঁদছিলাম তখন সে তার ভালো হাতটা দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে। আমি তার সান্ত্বনা গ্রহণ করি। আমি তার শার্টের ভিতর মাথা রেখে কাঁদি। কিন্তু তখন একটা মৌমাছির গুঞ্জন শোনা যায়, আমাদের দিকে এগিয়ে আসে, কুঁড়ের কপাটবিহীন জানলার দিকে ফেরানো ছিলো তার পিঠ, আর উত্তপ্ত বাতাস কেটে কিছু একটা ঢুকে পড়ে তার গলার ভিতর। গলার গভীর একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ করে সে আর আমার ওপর পড়ে যায়। আড়াল থেকে গুলিবর্ষণকারির বুলেটটা যা হত্যা করলো আইয়ুবা বালোচকে তা বর্শাবিদ্ধ করতে পারতো আমার মাথাটাকে। নিজের মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আইয়ুবা বালোচ আমার জীবন রক্ষা করলো। অতীতের সব ভুলে গিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে আমি বেরিয়ে আসি আইয়ুবার মৃতদেহের নিচ থেকে, তখন ফারুক, 'ও খোদা ও খোদা ও!' এবং শহিদ, 'আল্লাহ, আমি এমন কি জানি না আমার অস্ত্রটা—' এবং ফারুক, আবার, 'ও খোদা ও! ও খোদা, কে জানে বেজম্মাটা কোথায়—!' কিন্তু শহিদ, সিনেমার সৈন্যদের

AMARBOI.COM

মতো, জানলার পাশের দেয়ালে মিশে থাকে। এই অবস্থানে : আমি মেঝের ওপর, ফারুক জড়োসড়ো একটা কোণে, শহিদ গোবর-লেপা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে : আমরা অপেক্ষা করি, অসহায়ভাবে, কি প্রকাশিত হবে দেখার জন্যে।

দ্বিতিয়বার গুলি হলো না। হয়তো আড়াল থেকে গুলিবর্ষণ কারিটা কুঁড়ের ভিতর কতোজন সৈন্য আছে বুঝতে না পেরে, একটা গুলি করে পালিয়ে গেছে। আমরা তিনজন কুঁড়ের ভিতর থাকি এক রাত এক দিন, যে পর্যন্ত না আইয়ুবা বালোচের দেহটা মনোযোগ দাবি করতে শুরু করে। ওই স্থানত্যাগ করার আগে, আমরা গাঁইতি খুঁজে বের করি, এবং তাকে কবর দিই... এবং পরবর্তীতে, যখন ভারতীয় সেনাবাহিনি এসেছিলো, তখন নিরামিষের ওপর মাংসের শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব দিয়ে তাদেরস্বাগত জানানোর জন্যে ছিলো না কোনো আইয়ুবা বালোচ।

... এবং ডিসেম্বরের কোনো সময়ে আমরা তিনজন, চুরি করা বাইসাইকেলে চেপে, একটা মাঠে আসি যেখান থেকে ঢাকা মহানগরিকে দেখা যায় দিগন্তের গায়ে। এমন একটা মাঠে যেখানে এমন অদ্ভুত ফসল ফলেছে, বমন উদ্রেককারি গন্ধে বাতাস ভরপুর, যে আমরা সাইকেলের ওপর চড়ে থাকতে পারলাম না। পতনের আগ্োমরা নেমে পড়ি, প্রবেশ করি ভয়ংকর মাঠটায়।

আবর্জনা পরিষ্কারকারি একজন চাষী চলাফেরা করছিলো, কাজ করার সময় হুইশিল বাজাচ্ছিলো, পিঠের ওপর বেদপ আকৃতির একটা বস্তা নিয়ে। হুইশিলের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলছিলো মাঠে, পতিত হেলমেটের ওপর সজোরে নিক্ষিপ্ত হয়ে লাফিয়ে উঠছিলো, ডুবে যাচ্ছিলো অদ্ভুত ফসলের পতিত বুটে। ফসল ছিলো মৃত, কোনো অজানা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলো... এবং তার বেশির ভাগ, সব নয়, পরেছিলো পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনির উর্দি। হুইশেলের শব্দ ছাড়া আর যে আওয়াজ হচ্ছিলো তা ছিলো চাষীটার সম্পদের বস্তার ভিতর বিভিন্ন দ্রব্য ফেলার শব্দ : চামড়ার বেল্ট, ঘড়ি, সোনার দাত, চশমার ফ্রেম, টিফিন-ক্যারিয়ার, পানির ফ্লাস্ক, বুট ইত্যাদি। চাষীটা তাদের তিনজনকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এলো। কথা বলতে লাগলো দ্রুত যা শুনতে বাধ্য হলো কেবল বুডঢা। ফারুক ও শহিদ কাঁচের মতো তাকিয়ে থাকলো মাঠের মতো, চাষীটা তখন ব্যাখ্যা শুরু করেছে।

'প্রচুর গোলাগুলি! ঠাই! ঠাই!' ডান হাত দিয়ে সে পিস্তল বানিয়ে দেখায়। খারাপ হিন্দিতে সে কথা বলছিলো।' হো স্যার! ভারত এসেছে, আমার স্যার! হো ইয়েস! হো ইয়েস।'— আর সারা মাঠে, লাশগুলো অস্থিমজ্জা নিঃসরণ করছিলো মাটিতে, অন্যদিকে সে, 'গুলি আমি করিনি, আমার স্যার। হো না। আমার কাছে খবর আছে— হো, অমন খবর! ভারত আসছে! যশোরের পতন ঘটেছে, আমার স্যার; এক-চার দিনের মধ্যে, ঢাকাও, হ্যাঁ-না?' বুডঢা শোনে। বুডঢার দৃষ্টি চাষীটাকে ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর চলে যায়। 'এমন এক ব্যাপার, আমার স্যার! ভারত! তাদের একটা শক্তিশালী সৈন্য আছে, সে

একবারে ছয়জনকে হত্যা করতে পারে, ঘাড় ভেঙে দিতে পারে খ্রিক-খ্রিক তার হাঁটুর মধ্যে চেপে, আমার স্যার? হাঁটু— এটা সঠিক শব্দ?' সে নিজেই চিন্তা করে। 'আমি দেখি, স্যার। এই চোখ দিয়ে, হো ইয়েস! সে লড়াই করে বন্দুক ছাড়াই, তরবারি, ছাড়াই। শুধু হাঁটু দিয়ে, আর ছয়টা ঘাড় খ্রিক-খ্রিক। হো খোদা।' শহিদ মাঠে বমি করছে। ফারুক রশিদ দূর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। 'এক-দুই সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, আমার স্যার! সবাই ফিরে আসবে। এখন সবাই গেছে, কিন্তু আমি না, আমার স্যার। সৈন্যরা এসেছিলো বাহিনির সন্ধানে আর হত্যা করেছিলো অনেককে অনেককে, আমার পুত্রকেও। হো ইয়েস, স্যার, অবশ্যই হ্যাঁ।' অনেক দূরে ভারী কামানের গোলাবর্ষণ শুনতে পায় বুড়ঢা। রংহীন ডিসেম্বরের আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডুলি ওঠে। অদ্ভুত ফসল স্থির পড়ে থাকে... 'আমি থাকি, আমার স্যার! এখানে আমি জানি পাখি ও উদ্ভিদের নাম। হো ইয়েস। আমার নাম দেশমুখ; আমি অনেক চমৎকার সুন্দর জিনিস বিক্রি করি। আপনি চান? কোষ্ঠবদ্ধতার জন্যে ওষুধ, ড্যাম গুড, হো ইয়েস। আমার আছে। ঘড়ি আপনি চান, অন্ধকারে জ্বলছে? আমার তাও আছে। আর বই। হো ইয়েস, এবং কৌতুক চালাকি, প্রকৃতই। আমি আগে ঢাকায় সুপরিচিত ছিলাম। হো ইয়েস, সর্বাধিক সত্য। গুলি নয়।' ভেন্ডরটি কথা বলে যায় একটানা, অসংখ্য আইটেম দেখায় লোকজনকে বিক্রির উদ্দেশ্যে। তেমন একটা জাদুকরি বেল্ট আছে যেটা পরলে হিন্দি ভাষায় কথা বলা যাবে— 'আমি এখন পরে আছি, আমার স্যার, চমৎকার সুন্দর কথা বলছি, হ্যাঁ না? অনেক ভারত সৈন্য এসব কেনে, তারা নানা ভাষায় কথা বলে, বেল্টটা খোদা নিজে পাঠিয়েছেন!'– আর তখন সে লক্ষ্য করে বুড়ঢা নিজের হাতে কি জিনিস ধরে আছে। 'হো স্যার! পরিপূর্ণ ওস্তাদি জিনিস! রূপা? অমূল্য রত্ন? আপনি দেন; আমি দেবো রেডিও, ক্যামেরা, আমার ্যার! দারুন কারবার, আমার বন্ধু। মাত্র একটা পিকদানির জন্যে, দারুন সুন্দর। হো ইয়েস। হো ইয়েস, আমার স্যার, জীবন অবশ্যই চলবে। বাণিজ্যও অবশ্যই চলবে। আমার স্যার, সত্য নয়?'

'আমাকে আরো বুলো,' বড়ঢা বললো, 'হাঁটু ওয়ালা সৈন্যটা সম্পর্কে।'

কিন্তু এখন, আরো একবার, একটা মৌমাছি গুঞ্জন করে ওঠে; দূরে, মাঠের শেষ প্রান্তে, কেউ একজন হাঁটু ভেঙে পড়ে যায়; কারো কপাল মাটি স্পর্শ করে নামাজের ভঙ্গিতে। এবং মাঠের মধ্যে, লাশগুলোর একটি, গুলি করার পক্ষে যেটি যথেষ্ট জীবন্ত ছিলো, সেটিও স্থির হয়ে যায়। শহিদ দার একটা নাম চিৎকার করে :

'ফারুক! ফারুক, ম্যান!'

কিন্তু উত্তর দেয় না ফারুক।

বহুদিন পর বুড়ঢা যখন যুদ্ধের স্মৃতির বিবরণ তুলে ধরে তার মামা মুস্তাফার কাছে তখন মনে করতে পারে কিভাবে সে দৌড়ে গিয়েছিলো তার পতিত সঙ্গির দিকে। এবং ফারুকের লাশের কাছে পৌছানোর আগেই, সে পৌছায় মাঠের বিশাল রহস্যের কাছে।

AMARBOI.COM

মাঠের মাঝখানে ছিলো ছোট একটা পিরামিড। এর ওপর পিঁপড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলো, তবে এটা পিঁপড়ে-ঢিবি ছিলো না। পিরামিড টা ছিলো ছয় ফুট আর তিন মাথা তাদের দেহ প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে চুরে একাকার হয়ে গিয়েছিলো। তবে তখনো ছিলো জীবন্ত। এর তিনটি মাথার একটির ছিলো বাঁ চোখটা কানা, শৈশবের কোনো বিবাদের করুণ গাথা। আরেকটা মাথায় চুলে তেল লাগিয়ে প্লাস্টারের মতো সেটে দেয়া। তৃতীয় মাথাটা সবচেয়ে বিদঘুটে : এর কপালের দু পাশে গভীর গর্ত, জন্মের সময় কোনো গাইনিকলোজিস্ট সাঁড়াশি দিয়ে জোরে চেপে ধরার ফলে ওই গর্ত হয়ে থাকতে পারে... এই তৃতীয় মাথাটা বুডঢার প্রতি কথা বলে উঠলো : 'হাল্লো, ম্যান,' মাথাটা বললো, 'তুমি এখানে কিসের জন্যে?' শহিদ দার দেখতে পায় শত্রু সৈন্যদের পিরামিড আলাপ করছে বুডঢার সাথে; শহিদ, হঠাৎ করে অযৌক্তিক এক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে, আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আমাকে মাটিতে ফেলে দেয়, আর বলে, 'তুমি কে?— গুপ্তচর? বিশ্বাসঘাতক? কি?— ওরা কেন জানে তুমি কে—?' অন্যদিকে দেশমুখ আমাদের চারপাশে ঘুরতে থাকে, 'হো স্যার! যথেষ্ট যুদ্ধ হয়েছে ইতিমধ্যে। স্বাভাবিক হোন এখন, আমার স্যার। আমি অনুনয় করি। হো গড।'

এমন কি শহিদ যদি আমার কথা শুনতোও, আমি তাকে বলতাম না পরবর্তীতে যাতে আমি প্রমাণপূর্বক আস্থাশীল হয়েছিলাম কি ছিলো সেই সত্য : সেটা হলো যে ওই সম্পূর্ণ যুদ্ধটার উদ্দেশ্য ছিলো আমাকে এক পুরনো জীবনে পুনঃ-একত্রিত করা, আমাকে আমার পুরনো বন্ধুদের কাছে ফিরিয়ে আনা। স্যাম মানেক্‌শ ঢাকায় মার্চ করছিলো, তার পুরনো বন্ধু টাইগারের সাথে সাক্ষাতের জন্যে; এবং যোগাযোগের ধরন বিলম্বিত হয়েছিলো, কারণ অস্থিমজ্জা নিঃসৃত মাঠের ওপর আমি হাঁটুর কাজ সম্পর্কে জানতে পারি আর সম্ভাষিত হই মুমূর্ষু মাথার পিরামিডের দ্বারা : এবং ঢাকায় আমি সাক্ষাৎপাই ডাইনি পার্বতীর।

শহিদ যখন শান্ত হলো আর আমার ওপর থেকে নেম এলো, তখন কথা বলার সামর্থ আর নেই পিরামিডের। পরে ওই অপরাহ্নে, আমরা রাজধানীর দিকে আমাদের যাত্রা আবার শুরু করলাম। দেশমুখ আমাদের উদ্দেশে সানন্দে চিৎকার করে ওঠে : 'হো স্যার! হো আমার অভাগা স্যার! সে জানে কখন একজন মানুষ মারা যাবে? কে, আমার স্যার, জানে কেন?'

২৬ Sam and the Tiger
স্যাম এবং টাইগার

কখনো কখনো, পুরনো সাথিরা পুনরায় একত্রিত হবার আগে পর্বত নড়ে ওঠে। ১৫ইডসেম্বর ১৯৭১-এ, নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজধানিতে, টাইগার নিয়াজি আত্মসমর্পণ করে তার পুরনো বন্ধু স্যাম মানেক্‌শ-এর নিকট। অন্যদিকে আমি আত্মসমর্পণ করি পিরিচের মতো চোখবিশিষ্ট একটা মেয়ের আলিঙ্গনের মধ্যে, দীর্ঘ চকচকে কালো দড়ির মতো যার পনি-টেল চুল। এক পুনর্মিলনি সহজেই সংঘটিত হয়নি। আর এটা সম্ভব করার জন্যে যাদের অবদান ছিলো তাদের প্রতি শ্রদ্ধা স্বরূপ আমি কিছু সময়ের জন্যে বিরতি দেবো কেন ও কিসের জন্যে জাতীয় বর্ণনার ক্ষেত্রে।

ইয়াহিয়া খান ও জেড.এ.ভুট্টো যদি ২৫শে মার্চের ক্যু বিষয়ে সহমত না হতো, তাহলে শাদা পোশাকে আমাকে ঢাকায় যেতে হতো না। আর জেনারেল টাইগার নিয়াজিকেও ওই ডিসেম্বরে ঢাকা মহানগরিতে থাকতে হতো না। বাংলাদেশ সমস্যায় ভারতীয় হস্তক্ষেপও ছিলো বৃহৎ শক্তিগুলোর মিথস্ক্রিয়ার ফল। হয়তো, যদি দশ মিলিয়ন শরণার্থি সীমান্তরেখা অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ না করতো, দিল্লি সরকারকে শরণার্থি শিবিরের জন্যে প্রতি মাসে ২০ কোটি ডলার খরচ করতে বাধ্য না করতো যেখানে ১৯৬৫ সালের গোটা যুদ্ধে তাদের মোট ব্যয় হয়েছিলো মাত্র ৭ কোটি ডলার!— তাহলে জেনারেল স্যাম মানেকশ-এর নেতৃত্বে ভারতীয় সৈন্যরা কখনোই সীমান্ত অতিক্রম করে প্রতিবেশি রাষ্ট্রের ভিতরে প্রবেশ করতো না। তবে ভারত অন্যান্য কারণেও এসেছিলো : কম্যুনিস্ট জাদুকরদের কাছ থেকে যেমনটা আমি শুনেছিলাম যারা বসবাস করতো দিল্লির জুম্মা মসজিদের ছায়ায়, দিল্লির সরকার প্রচণ্ডভাবে মুজিবের আওয়ামী লীগের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলো, এবং মুক্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায়ও। স্যাম ও টাইগার ঢাকায় মিলিত হয়েছিলো মুক্তি বাহিনীর ক্ষমতা দখলে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশে। কাজেই যদি মুক্তিবাহিনীর জন্যে না হয়ে থাকে, তাহলে ডাইনি পার্বতী হয়তো বা ভারতীয় সৈন্যদের সাথে তাদের 'স্বাধীনতা'র প্রচারণায় যোগ দিয়ে ঢাকায় আসতে হতো না... কিন্তু এও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নয়। ভারতীয় হস্তক্ষেপের তৃতীয় একটা কারণ ছিলো এই ভীতি যে বাংলাদেশের সংকট, যদি খুব দ্রুত এর ওপর পর্দা টেনে দেয়া না হয়, পশ্চিম বাংলার

amarboi.com

সীমান্ত অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। তাই স্যাম ও টাইগার, আমি আর পার্বতীও, পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে একটা উপাদান হিসেবে যোগ দিতে আমাদের সাক্ষাতের প্রতি ঋণী : টাইগারের পরাজয় ছিলো কলকাতার বামদের বিরুদ্ধে প্রচারণার কেবল শুরু।

তো যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক, ভারত এসেছিলো। এবং তার আগমনের গতির জন্যে— কারণ মাত্র তিন সপ্তাহের ভিতর পাকিস্তান হারিয়েছিলো তার নৌবাহিনির অর্ধেক, সেনাবাহিনির এক-তৃতীয়াংশ, বিমানবাহিনির এক-চতুর্থাংশ, এবং চূড়ান্তভাবে, টাইগার আত্মসমর্পণ করার পর, অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যা— মুক্তিবাহিনীকে আরো একবার অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হবে; কারণ, এটা বুঝতে ব্যর্থ হয়ে যে ভারতীয় সৈন্যদের অগ্রাভিযান যতোটা না পশ্চিম অংশের দখলদার সেনাবাহিনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ তার চেয়ে তাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত কৌশলগত লড়াই, মুক্তিবাহিনী জেনারেল মানেক্‌শকে পাকিস্তানি সেনাদলের গতিবিধি সম্পর্কে খবরাখবর ও পরামর্শ দিতো, এবং তথ্য সরবরাহ করতো টাইগারের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে। ধন্যবাদ, এছাড়াও, মি. চৌ এন-লাইকে, যিনি পাকিস্তানকে এই যুদ্ধে বস্তুগত সাহায্য দানের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছিলো। চিনা অস্ত্র অস্বীকার করে, পাকিস্তান যুদ্ধ করে ছিলো আমেরিকান কামান, আমেরিকান ট্যাংক ও বিমান দিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, সারা পৃথিবীতে একা, পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে রইলেন। অন্যদিকে হেনরি এ. কিসিঞ্জার প্রশ্ন তুললেন ইয়াহিয়া খানের ভূমিকা নিয়ে। সেই ইয়াহিয়া যে গোপনে ব্যবস্থা করেছিলো চিনে প্রেসিডেন্টের বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় সফরের... বৃহৎ শক্তিবর্গ কাজ করছিলো আমার সাথে পার্বতীর এবং স্যামের সাথে টাইগারের পুনর্মিলনের বিরুদ্ধে; তবু সব কিছু মিটে গেল সংক্ষিপ্ত তিনটি সপ্তাহে।

১৪ই ডিসেম্বরের রাতে, শহিদ দার ও বুডঢা ঢাকা নগরিতে প্রবেশের পথ খুঁজছিলো। বুডঢার নাকের গন্ধ অনুসরণ করে, যা নিরাপত্তা ও বিপদের গন্ধ পেতো, তারা ভারতীয় লাইনের ভিতর দিয়ে একটা পথ খুঁজে পেলো। এবং রাতের আঁধারে নগরিতে প্রবেশ করলো। যখন তারা নগরির রাস্তা দিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছিলো যেখানে দু একজন ক্ষুধার্ত ভিখারি ছাড়া আর কোনো মানুষ জন চোখে পড়ছিলো না, তখন টাইগার শেষ সৈন্যটি পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাবার প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করছিলো। কিন্তু পরের দিন, যুদ্ধের পরিবর্তে সে আত্মসমর্পণ করে বসলো। যা জানা যায়নি তাহলো : শেষ ব্যক্তিটা তার জীবন রক্ষা পাওয়ায় কৃতজ্ঞ হয়েছিলো, নাকি স্বর্গের বাগানে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে কষ্ট পেয়েছিলো।

এবং ওই নগরিতে ফিরে এসে, পুনর্মিলনের আগের ওই শেষ ঘণ্টাগুলোয়, শহিদ এবং আমি অনেক কিছু দেখতে পাই যেগুলো সত্যিছিলো না, যা সম্ভব ছিলো না, কারণ আমাদের ছেলেরা অমন খারাপ ব্যবহার করতে পারতো না; আমরা পাশের রাস্তায় চোখে চমশা পরা মানুষের লাশ দেখতে পাই, আমরা নগরির বুদ্ধিজীবীদের গণহত্যার শিকার হতে দেখি, কিন্তু এটা সত্যি ছিলো না কারণ এটা সত্যি হতে পারতো না, টাইগার ছিলো

মার্জিত লোক, যাই হোক, আর আমাদের জওয়ানরা এক একজন ছিলো দশটা বাবুর সমান, আমরা অগ্রসর হই রাতের অসম্ভব হ্যালুসিনেশনের ভিতর দিয়ে, ফুলের মতো আগুন ছড়িয়ে পড়লে আমরা দরোজা পথে আত্মগোপন করি, তাতে আমার মনে পড়ে যায় পেতলের বাঁদর অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে জুতোয় আগুন লাগাতে অভ্যস্ত ছিলো। শহিদ শুরু করে তার, 'না, বুডঢা— কি একটা ব্যাপার, আল্লাহ্, তোমার চোখকে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না— না, সত্য নয়, কিভাবে এটা— বুডঢা, বলো, আমার চোখে কি দেখছি এসব?' এবং অবশেষে বুডঢা কথা বলে ওঠে, জানতো শহিদ শুনতে পাবে না : 'ও, শহিদ—,' সে বললো, 'একজন ব্যক্তি কখনো কখনো ঠিক করবে সে কি দেখবে এবং সে কি দেখবে না; দৃষ্টি সরাও, দৃষ্টি সরাও এখন ওদিক থেকে। কিন্তু 'শহিদ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে একটা ময়দানের দিকে যেখানে মহিলা ডাক্তারদের বেয়নে-বিদ্ধ করার আগে ধর্ষণ করা হয়েছে, আবার ধর্ষণ করা হয়েছে গুলি করার আগে। তাদের ওপরে ও তাদের পিছনে একটা মসজিদের একটা ঠাণ্ডা শাদা মিনার অন্ধের মতো তাকিয়ে থাকে নিচের দৃশ্যটার দিকে। যেন নিজের সাথেই কথা বলছিলো, বুডঢা বললো, 'আমাদের নিজেদের চামড়া বাঁচানোর কথা এখন ভাববার বিষয়। খোদা জানেন কেন আমরা ফিরে এসেছি।' একটা পরিত্যক্ত বাড়ির দরোজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো বুডঢা, সেটা কোনো নোটারি পাবলিকের কক্ষ ছিলো, তার সিল ও স্ট্যাম্প পড়েছিলো কিন্তু সে উপস্থিত ছিলো না, কিন্তু তার ডেস্কের পিছনে মাদুরের ওপর জেল্লাবাহ ধরনের একটা পোশাক পড়ে ছিলো, এবং আর এক মুহূর্ত ও অপেক্ষা না করে আমি পরনের পোশাক খুলে ফেলি, কুটিয়া ইউনিটের ব্যাজসহ, এবং পরিণত হয় একজন পরিত্যক্ত মানুষে, এমন এক নগরীতে যার ভাষায় আমি কথা বলতে পারতাম না।

শহিদ দার, যাহোক, রাস্তায় ছিলো তখনো; সকালের প্রথম আলোয় সে লক্ষ্য করে সৈন্যরা যা-করেনি-তা থেকে দূরে; এবং তারপরই এলো গ্রেনেড। আমি, বুডঢা, তখনো শূন্য বাড়িটার ভিতরে ছিলাম। কিন্তু দেয়ালের দ্বারা শহিদ ছিলো অরক্ষিত।

কে বলতে পারে কেন কিভাবে কে; কিন্তু গ্রেনড নিশ্চিতভাবেই ছোঁড়া হয়েছিলো। শহিদ হঠাৎ করে উপর দিকে তাকানোর অপ্রতিরোধ্যভাবে আক্রান্ত হলো... পরে, মুয়াজ্জিনের বিছানায় সে বুডঢাকে বলেছিলো, 'কি অদ্ভুত, আল্লাহ— ডালিম— আমার মাথার ভিতর ঠিক ওইরকম, আগের চেয়েও বড় আর উজ্জ্বল— তুমি জানো, বুডঢা, একটা লাইট-বালবের মতো আল্লাহ, আমি কি করতে পারতাম, আমি দেখেছি!'— এবং হ্যাঁ, এটা ছিলো সেখানে, তার মাথার ওপর ঝুলছিলো, তার স্বপ্নের গ্রেনেড, ঠিক তার মাথার ওপর ঝুলছিলো, পড়ছে পড়ছে, কোমর পর্যন্ত পৌছে বিস্ফোরিত হয় তার পা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে নগরির আরেক প্রান্তে।

আমি যখন তার কাছে গিয়ে পৌছোলাম, শহিদ তখনও চেতন ছিলো, উপরে আঙুল তুলে বললো, 'আমাকে ওই উপরে নিয়ে চলো, বুডঢা, আমি যেতে চাই আমি চাই,' তাই

আমি তাকে এখন বয়ে নিয়ে যাই মিনারের ওপরে। একদম ওপরে উঠি মুয়াজ্জিনের কক্ষে। এর মধ্যে কালো ও লাল পিঁপড়ে লড়াই করছিলো দেখলাম। কয়েক মিনিট পর, নীরবতা। শহিদের মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এবং বুড়ঢা, আবিষ্কৃত হয়ে যাবার ভয়ে, তার পিকদানি সরিয়ে ফেলে। শহিদকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে, যে আর কিছু মাইণ্ড করবে না, আমি প্রথম সকালের রাস্তায় বেরিয়ে আসি জেনারেল স্যামকে স্বাগত জানাতে শহিদ, তার বাবার প্রিয় আকাঙ্খা পূর্ণ করলো; স্মরণ করতে পারেনি। কিন্তু বুড়ঢা তখনও নিজের কিছু বুড়ঢা নিজের নাম পুনরুদ্ধার করলো কিভাবে : একদা, দীর্ঘ দিন আগে, অন্য আরেক স্বাধীনতা দিবসে, পৃথিবী হয়েছিলো জাফরান ও সবুজ। এদি সকালে, রঙ ছিলো সবুজ, লাল আর সোনালি। এবং শহরগুলোয়, 'জয় বাংলা!' চিৎকার আর নারীদের কণ্ঠে গান হচ্ছে 'আমার সোনার বাংলা'... নগরির কেন্দ্রে, তার পরাজয়ের podium-এ, জেনারেল টাইগার নিয়াজি অপেক্ষা করছিলো জেনারেল মানেক্‌শ-এর জন্যে। (স্যাম মানেক্‌শ ছিলো একজন পার্সি। সে এসেছিলো বোম্বে থেকে। সেইদিনে বোম্বেবাসীরা আনন্দময় সময় কাটিয়েছিলো।) এবং সবুজ, লাল ও সোনালির মধ্যে, বুড়ঢা জনতার ভিড়ে মিশে যায়। এবং তখন ভারত আসে। ভারত, তার মাথায় স্যামকে নিয়ে।

এটা কি ছিলো জেনারেল স্যামেরই আইডিয়া? অথবা ইন্দিরার?– এই ফলহীন প্রশ্ন ফেলে রেখে, আমি রেকর্ড করি যে ঢাকায় ভারতিয় বাহিনির অগ্রযাত্রা একটা অবিমিশ্র সামরিক কুচকাওয়াজ। একে মাল্য বিভূষিত করা হয়ে ছিলো পার্শ-প্রদর্শনীতে। একটা বিশেষ I. A. F. সেনা পরিবহন বিমান ঢাকায় উড়ে এসেছিলো, বহন করে আনছিলো একশ' এক জন চমৎকার মনোরঞ্জনকারি। দিল্লির বিখ্যাত জাদুকরদের আস্তানা থেকে তারা এসেছিলো, অনেকেই তাদের ভারতীয় ফৌজের উর্দি পরেছিলো। যারা আনন্দ দেবার জন্যে এসেছিলো তাদের মধ্যেই ছিলো ডাইনি-পার্বতী। মধ্যরাত তাকে জাদুর প্রকৃত ক্ষমতা উপহার দিয়েছিলো। পার্বতী, তার জাদুর বাক্স নিয়ে, বিজয়ি সেনাদলের সাথে আমার দিকে এগিয়ে আসে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনি শহর প্রদক্ষিণ করে। জাদুকরদের অনুসরণ করছে এর নায়কেরা। তাদের ভিতর আমি পরে জেনেছিলাম, ছিলো ভয়ংকর হাঁটু যুক্ত সেই ইঁদুর মুখো মেজরটিও... পার্বতী আমাকে দেখতে পায়, এবং আমাকে ফেরত দেয় আমার নাম।

'সালিম! হে আমার খোদা সালিম, তুমি সালিম সিনাই, এ কি তুমিই সালিম?'

বুড়ঢা ঝাঁকুনি খায়। ভিড়ের চোখ তাকিয়ে আছে। পার্বতী ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ' শোনো, এ নিশ্চয়ই তুমি!' সে এসে তার কনুই চেপে ধরে। পিরিচের মতো চোখ অনুসন্ধান করে দুধেল নীল। 'আমার খোদা, সেই নাক, আমি রূঢ় হতে পারি না, অবশ্যই না! দেখ, এই আমি, পার্বতী! ও সালিম, এখন বোকামি করো না, কাম অন কাম অন...!'

'সেই এটা,' বুড়ঢা বলে, 'সালিম : এই ছিলো।'

'ও খোদা, খুব বেশি উত্তেজনা!' সে চিৎকার করে। 'আরে বাপ, সালিম, তোমার মনে আছে— শিশুরা, ইয়ার, এটা খুব বেশি ভালো হলো! তো কেন তোমাকে অমন সিরিয়াস দেখাচ্ছে যখন তোমাকে আলিঙ্গন করতে প্রবল ইচ্ছা হচ্ছে আমার! কতো বছর তোমাকে আমি দেখেছি শুধু এর ভিতরে, সে কপালে টোকা দিলো, 'আর এখন তুমি এখানে মাছের মতো একটা মুখ তোমার। হেই সালিম! কাম অন, অন্তত একবার হাল্লো বলো।'

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১-এ টাইগার নিয়াজি আত্মসমর্পণ করলো স্যাম মানেক্‌শ-এর কাছে। টাইগার এবং তিরানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য পরিণত হলো যুদ্ধবন্দি। আমি, ইতোমধ্যে, স্বেচ্ছাবন্দি হয়ে ছিলাম ভারতীয় জাদুকরদের নিকট, কারণ পার্বতী তাদের মধ্যে আমাকে টেনে নেয় এই বলে যে, 'এখন আমি তোমাকে খুঁজে পেয়েছি যেহেতু, আমি তোমাকে যেতে দিচ্ছি না।'

সেই রাতে, স্যাম ও টাইগার চোটা পেগ পান করছিলো এবং বৃটিশ আর্মিতে তাদের পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করেছিলো। 'আমি বলি, টাইগার,' স্যাম মানেক্‌শ বললো, 'আত্মসমর্পণ করে তুমি দারুন ভদ্রোচিত ব্যবহারই করেছো?' এবং টাইগার, 'স্যাম, সাংঘাতিক একটা যুদ্ধ করেছো তুমি।' একটা ক্ষুদ্র ছায়া জেনারেল স্যামের মুখের ওপর দিয়ে চলে যায়, 'শোনো, ওল্ড স্পোর্ট : কেউ শোনে অমন ডাহা মিথ্যা। হত্যা, ওল্ড বয়, গণকবর, CUTIA বা অন্য কোনো নামে বিশেষ উইনিট, সৃষ্টি করা হয়েছিলো বিরোধিদের সমূলে উৎপাটন করার জন্যে... এর মধ্যে কোনো সত্য নেই, আমার মনে হয়? এবং টাইগার, 'ক্যানিন ইউনিট ফর ট্র্যাকিং এ্যাণ্ড ইন্টেলিজেন্স এ্যাকটিভিটিজ? কখনো শুনিনি এর নাম। নিশ্চয়ই ভুল পথে চালিত হয়েছো, ওল্ড ম্যান। উভয়পক্ষেই কিছু খারাপ ইন্টেলিজেন্স-ওয়ালা আছে। না, হাস্যকর, একেবারেই হাস্যকর, আমার এ কথা বলায় যদি তুমি কিছু মনে না করো।' 'অতিরিক্ত কল্পনা,' জেনারেল স্যাম বলে, 'আমি বলি, তোমাকে দেখে দারুন ভালো লাগলো, টাইগার, ইউ ওল্ড ডেভিল!' এবং টাইগার, 'কতো বছর, না, স্যাম? অনেক লম্বা।'

... পুরনো বন্ধুরা যখন অফিসার্স মেসে গান গাইছে 'অল্ড লাং সাইন;', তখন আমি পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছি বাংলাদেশ থেকে, আমার পাকিস্তানি বছরগুলো থেকে। 'আমি তোমাকে বের করে নিয়ে যাবো,' পার্বর্তী বললো, আমি ব্যাখ্যা করবার পর। 'তুমি কিভাবে যেতে চাও গোপনে গোপনে?' আমি মাথা নাড়ি। 'গোপনে গোপনে।'

নগরির কোথাও তিরানব্বই হাজার সৈন্য যুদ্ধবন্দি শিবিরে অবস্থান নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। কিন্তু ডাইনি-পার্বতী আমাকে একটা বাস্কেটের ভিতর ঢুকিয়ে দেয় যেটার ঢাকনা খুব নিচুতে। স্যাম মানেক্‌শ বাধ্য হয়েছিলো তার পুরনো বন্ধুকে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখতে। ডাইনিং পার্বতী আমাকে নিশ্চয়তা দিলো। যে, 'এই অবস্থায় ওরা কখনোই ধরতে পারবে না।'

AMARBOI.COM

একটা সেনা ব্যারাকের পিছনে জাদুকররা অপেক্ষা করছিলো দিল্লিতে ফিরে যাবার জন্যে, পিকচার সিং, বিশ্বের সর্বাপেক্ষা অধিক চমকপ্রদ মানুষ, পাহারায় থাকলো, সেই সন্ধ্যায়, যখন আমি অদৃশ্যতার ঝুড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লাম। আমরা এর আগে খুব সাদামাটাভাবে কথা বলছিলাম, বিড়ি টানছিলাম, অপেক্ষা করছিলাম কোনো সৈনিক দৃষ্টিপথে না আসার, অন্যদিকে পিকচার সি তার নাম সম্পর্কে আমাকে বলছিলো। সে গল্প বলতে বলতে হঠাৎ, 'এইবার! এইবার, তাড়াতাড়ি!' ঝুড়ির ডালা খুলে ধরে পার্বতী, আমি সেটার মধ্যে ঢুকে পড়ি। ঢাকনাটা নেমে আসে আর অন্ধকার হয়ে যায় দিনের শেষ আলো।

পিকচার সিং ফিসফিস করে বলে, 'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন— ড্যাম গুড!' আর পার্বতী ঝুঁকে আসে আমার দিকে, সে ফিসফিস করে বলে :

'হেই, তুমি সালিম : কেবল ভাববে! তুমি আর আমি, জনাব মধ্যরাতের শিশু, ইয়ার! সেটা কিছু একটা, নয়?'

সেটা কিছু একটা... সালিম বহুবছর আগের মধ্যরাত সম্পর্কে স্মৃতিচারণায় মগ্ন হয়ে পড়ে। নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে, আমি এখনো বুঝতে পারি না সেই কিছু একটা কি ছিলো আসলে।

পাসপোর্ট অথবা অনুমতি ছাড়াই আমি ফিরে আসি আমার জন্মভূমিতে। বিশ্বাস হোক বা না হোক, একেবারে অদৃশ্য হয়ে চলে আসি। খলিফা হারুন আল-রশিদও অদৃশ্য হয়ে ঘুরে বেড়াতেন বাগদাদের রাস্তায়, নয় কি? হারুন যা অর্জন করেছিলেন বাগদাদের রাস্তায়, ডাইনি-পার্বতী তা সম্ভব করেছিলো আমার জন্যে, আমরা I. A. F.-এর সেনা পরিবহন বিমানে উড়ে আসি ভারতের রাজধানিতে।

ঝুড়ির ভিতরে আমি উপলব্ধি করি যে, আমি ভূতের চরিত্র অর্জন করেছি! উপস্থিত, কিন্তু বস্তুগতভাবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে; প্রকৃত, কিন্তু ওজন ছাড়া... আমি আবিষ্কার করলাম, ঝুড়ির ভিতরে থেকে, ভূতেরা কিভাবে দেখে দুনিয়াটাকে।

২৭ The Shadow Of The Mosque
মসজিদের ছায়া

সন্দেহের কোনো ছায়া নয়; একটা গতিবেগ সঞ্চারিত হচ্ছিলো। ফাটল চিড় কড়কড় শব্দ– রাস্তার উপরিভাগ ভীষণ উত্তাপে বিদীর্ণ, আমিও দ্রুত ধাবমান বিশ্লেষণের দিকে। এবং এখনো অনেক কিছু বলা বাকি রয়ে গেছে... মুস্তাফা মামা বড় হচ্ছিলো আমার মধ্যে, এবং ডাইনি-পার্বতীর গোমড়াভাব; নায়কের চুলের একটা নির্দিষ্ট তালা অপেক্ষা করছে ডানায়; এবং তাছাড়াও তের তিনের শ্রম, এবং ইতিহাস একজন প্রধানমন্ত্রীর হেয়ার-স্টাইলের এনালগের মতো। কাজেই উন্মাদের মতো দ্রুতগতিতে সমাপ্তি রেখার দিকে ছুটতে হচ্ছে আমাকেও।

ছাব্বিশটা আচারের পাত্র একটা তাকের ওপর রাখা : ছাব্বিশটা বিশেষ ব্লেণ্ড, প্রত্যেকটার গায়ে পরিচিতির লেবেল, চেনা সব বাক্য তাতে উৎকীর্ণ : 'মরিচপাত্রের আন্দোলন,' অথবা 'আলফা ও ওমেগা,' অথবা 'কমাণ্ডার সবরমতির ব্যাটন।' আমার ডেস্কে পাঁচটি খালি পাত্র আমার অসমাপ্ত কাজ আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

... পদ্ম ডগমগ : 'হে প্রভু, আগস্টে কাশ্মির কি চমৎকার লাগে, এখানে তখন মরিচের মতো গরম!' আমি লক্ষ্য করি আমাদের পদ্ম বিবি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় স্ত্রীর মতো আচরণ শুরু করেছে। (আর আমি কি, দূরত্ব আর আত্মমগ্নতা নিয়ে, স্বামির মতো?) আমি পদ্মর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বিকল্প (কিন্তু অসম্ভব) এক ভবিষ্যতের স্বপ্নের গন্ধ পাই।

সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে নিজেকে সৎ নারী হিসেবে গড়ে তুলতে। তার বিমর্ষ আশাবাদিতার সৌরভে সে নির্দোষভাবে মন্তব্য করে– এমন কি এই চূড়ান্ত মুহূর্তেও, যে, 'হেই, জনাব, কেন না—তোমার লেখালেখি শেষ করে বিশ্রাম নাও; কাশ্মিরে যাও, কিছু সময়ের জন্যে শান্তভাবে বসো– আর হয়তো তুমি তোমার পদ্মকেও সঙ্গে নেবে, এবং সে দেখাশোনা করতে...?' একটা কাশ্মিরি ছুটির দিনের এই অংকুরিত স্বপ্নের পিছনে (যা কি না এক সময়ে স্বপ্ন ছিলো মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর এর; বেচারা ইলসে লুবিনের; এবং হয়তো, স্বয়ং খৃস্টেরও), আমি আরেক স্বপ্নের উপস্থিতির গন্ধ পাই। কিন্তু এটা বা ওটা কোনোটাই পরিপূর্ণ হতে পারে না। কারণ এখন ফাটল, ফাটল ও সর্বদা ফাটল আমার ভবিষ্যৎকে সংকীর্ণ করে তুলছে এর পূর্ণমাত্রার দিকে; এমন কি পদ্মকেও পিছনের আসনে আঁকতে হবে যদি আমি আমার কাহিনি শেষ করতে শুরু করি।

AMARBOI.COM

আজ, কাগজে লেখালেখি হচ্ছে মিসেস ইন্দিরা গান্ধির অনুমিত রাজনৈতিক পুনর্জন্ম সম্পর্কেঅ কিন্তু আমি যখন ভারতে ফিরে আসি, একটা ঝুড়ির ভিতরে আবৃত হয়ে, 'ম্যাডাম' তখন তার গৌরবের পরিপূর্ণতা উপভোগ করছিলেন। আজ, হয়তো, আমরা ইতোমধ্যে ভুলে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি ইচ্ছাকৃত ভাবে এমনেসিয়ার ধোঁয়ার ভিতরে। কিন্তু আমার মনে পড়ে কিভাবে আমি কিভাবে তিনি কিভাবে এটা ঘটেছিলো যে– না, আমি এটা বলতে পারি না, আমি অবশ্যই এর বিবরণ দেবো যথাযথ নিয়মে... ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরে, একটা ঝুড়ি থেকে আমি বেরিয়ে আসি এমন এক ভারতে যেখানে মিসেস ইন্দিরা গান্ধির নয়া কংগ্রেস পার্টি ন্যাশনাল এসেম্বলিতে দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

অদৃশ্যতার ঝুড়িতে, কলুষতাহীনতার এক অনুভূতি পরিণত হয়েছিলো ক্রোধে। তাছাড়াও– ক্রোধে রূপান্তরিত হয়ে, একটা সহানুভূতিও আমার মধ্যে কাজ করছিলো আমার উপমহাদেশীয় যমজ বোনের প্রতি। নিজের একটা উত্তম ভবিষ্যৎ বেছে নেবার জন্যে আমাকে অধিকার দিই, জাতিরও তাতে অংশিদারিত্ব থাকা উচিৎ।

(কিন্তু সেখানে ছিলো ফাটল আর গ্যাপ... তখন কি তাহলে, আমি দেখতে শুরু করেছিলাম যে, জামিলা গায়িকার জন্য আমার ভালোবাসা, এক অর্থে, ছিলো একটা ভুল? আমি কি ইতোমধ্যে বুঝতে পেরেছিলাম তার কাঁধের ওপর আমি চাপিয়ে দিয়েছিলাম দেশপ্রেম?)

... সালিম বসে ছিলো মসজিদের ছায়ায় ধুলোর মধ্যে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা দানব, বিকট দাঁত সিটকে সে জিজ্ঞেস করছে, 'আচ্ছা, ক্যাপ্টেন, যাত্রা ভালো হয়েছে?' এবং পার্বতী, বিপুল উত্তেজিত চোখে, দানবটার হা করা মুখে পানি ঢালছিলো একটা লোটা থেকে... অনুভূতি! পানির বরফ-শীতল স্পর্শ মার্টির তৈরি সুরাহিতে ঠাণ্ডা রাখা হয়... 'আমি অনুভভ করতে পারি!' সালিম সুপ্রকৃতির ভীড়ের উদ্দেশ্য চিৎকার করে বলে।

অপরাহ্নের সময় তখন যাকে বলা হয় ছায়া। বিশালকৃতির জুম্মা মসজিদের ছায়া লম্বা হয়ে পড়ে বস্তির ওপর। বস্তির টিনের ছাউনি ভয়ানক উত্তপ্ত হয়ে থাকে দিনের প্রখর সূর্য-তাপে। ফকির আর বাজিকররা নতুন আগমনকে স্বাগত জানাতে এসেছিলো... 'আমি অনুভব করতে পারি!' আমি চিৎকার করি, এবং তখন পিকচার সিং, 'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন– আমাদের বলো, এটা কেমন লাগে?– আবার জন্ম নিতে হবে, পার্বতীর ঝুড়ি থেকে শিশুর মতো বাইরে পড়া?' আমি স্ফূর্তির গন্ধ পাই পিকচার সিং-এর মধ্যে। পার্বতীর কৌশলে সে চমকিত, কিন্তু, সত্যিকার একজন পেশাদারের মতো, কখনো জিজ্ঞেস করেনি পার্বতীকে যে সে এ ক্ষমতা অর্জন করলো কিভাবে।

'শোনো, শিশু-সাহেব,' পিকচার সিং চেঁচিয়ে বলছে, 'তুমি কি বলো, শিশু-ক্যাপ্টেন? তোমাকে আমার কাঁধের ওপর বসিয়ে ঢেকুর তুলতে বাধ্য করবো?'– এবং এখন পার্বতী,

সহনশীলভাবে : 'এই এক লোক, বাবা, সব সময় কৌতুক ফৌতুক করছে।' বাজিকরদের পেছন থেকে একটা নারী-কণ্ঠের দীর্ঘ-চিৎকার ভেসে আসে : 'আই-ও-আই-ও! আই-ও-ও!' ভীড় দুই ভাগ হয়ে যায় বিস্ময়ে আর একজন বৃদ্ধা তার মাঝ দিয়ে সকোলাহলে এগিয়ে আসে দ্রুত সালিমের দিকে; একটা ফ্রাইং প্যানের আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে আমি প্রস্তুত হই, এদিকে পিকচার সিং, সতর্ক হয়ে, বৃদ্ধার প্যান-ধরা হাতটা ধরে ফেলে আর নিচু হয়ে বলে, ' হেই, ক্যাপ্টিনা, এত গোলমাল করছো কেন?' এবং বৃদ্ধা নারী : 'আই-ও-আই-ও!'

'রেশম বিবি,' পার্বতী মাঝখানে পড়ে বললো, ' তোমার মাথায় কি পোকা ঢুকেছে?' এবং পিকচার সিং, 'আমরা অতিথি পেয়েছি, ক্যাপ্টিনা– তোমার চিল্লাপাল্লা দিয়ে সে কি করবে? আরে, শান্ত হও, রেশম, এই ক্যাপ্টেন ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পার্বতীর পরিচিত! এর সামনে চিৎকার চেঁচামেচি করতে এসো না!'

'আই-ও-আই-ও! দুর্ভাগ্য আসছে! তোমরা বিদেশে গেছো। আর এটাকে সাথে করে নিয়ে এসেছো এখানে! আই-ওওওও!' রেশম বিবির দিকে থেকে সবাই আমার দিকে তাকায়– কারণ তারা অতিপ্রাকৃত বিষয় অস্বীকার করলেও ভাগ্যে বিশ্বাস করে, সৌভাগ্য-এবং-দুর্ভাগ্য, ভাগ্য... 'স্বয়ং তুমিই বলেছো,' রেশম বিবি চিৎকার করে বলে, 'এই লোকটা দুইবার জন্ম নিয়েছে, এবং এমন কি স্ত্রীলোক থেকে নয়! আর এখন আসবে নিদারুন দুঃখ, সংক্রামক রোগ, মৃত্যু। আমি বুড়ি হয়েছি বলে আমি জানি। আরে বাবা,' সে আমার মুখোমুখি হবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ায়, 'শুধুই দুঃখ-লাঞ্ছনা হবে; চলে যাও এখন– যাও যাও শীগগির!' বিড়বিড় করতে শোনা যায়, 'এটা সত্যি, রেশম বিবি পুরনো ঘটনা জানে'– কিন্তু ততক্ষণে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে পিকচার সিং। 'ক্যাপ্টেন আমার সম্মানিত মেহমান,' সে বললো, 'যতোদিন খুশি আমার কুটিরে সে থাকবে। স্বল্প দিন অথবা দীর্ঘদিন। তোমরা সবাই কি বলছো? এটা উপকথার জায়গা নয়।'

বাজিকরদের এলাকায় সালিম সিনাইয়ের অবস্থান ছিলো মাত্র কয়েক দিনের। কিন্তু ওই কয়েকদিনের মধ্যেই এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগলো যে আই-ও-আই-ও থেকে উত্থিত শংকায় তা যোগ করলো নতুন মাত্রা। একেবারে সরল সত্যি হলো এই যে, ওইসব দিনে, বাজিকররা সাফল্যের নতুন শিখরে পৌছে গেল– কশরতি দেখাতো যারা তারা এক একবারে এক হাজার একটি বল বাতাসে ছুড়ে দিয়ে লোফালুফি করতে পারলো, এবং একজন ফকির দিব্যি শুয়ে থাকলো গরম কয়লার ওপর কোনো পূর্ব-অনুশীলন ছাড়াই। দড়ির কৌশলও সাফল্যের সাথে প্রদর্শিত হলো। সর্বোপরি, বস্তিতে পুলিশ তাদের মাসিক রেইড চালাতেও ব্যর্থ হলো, যা একেবারে স্মরণাতীত। রেশম বিবি ভুল বলেছে বলেই প্রতীয়মান হলো, এবং আমি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম। আমাকে ডাকা হতে লাগলো সালিম কিসমতি নামে, যার অর্থ ভাগ্যবান সালিম। আমাকে বস্তিতে নিয়ে আসার জন্যে অভিনন্দিত হলো পার্বতী। এবং শেষ পর্যন্ত রেশম বিবিকে ক্ষমা চাইতে নিয়ে এলো পিকচার সিং।

'মাফ করো,' বলেই রেশম বিবি সটকে পড়লো। পিকচার সিং যোগ করলো, 'বৃদ্ধদের পক্ষে এটা কঠিন। তাদের মস্তিষ্ক নিরেট হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন, এখানে সবাই বলাবলি করছে তুমি আমাদের ভাগ্য। কিন্তু তুমি কি আমাদের কাছ থেকে শীগগিরই চলে যাবে?'– এবং পার্বতী, তাকিয়ে থাকে বোবার মতো গোল গোল চোখ নিয়ে যা আবেদন জানায় না না না; কিন্তু হ্যাঁ সূচক জবাব দিতে আমি বাধ্য ছিলাম।

সালিম, আজকের দিনে, নিশ্চিত যে সে উত্তর দিয়েছিলো, 'হ্যাঁ'; সেই একই সকালে, বেঢপ আলখাল্লা পরিহিত, তখনো একটা রূপার পিকদানির সাথে অবিচ্ছিন্ন, সে হেঁটে বেরিয়ে আসে বাইরে, মেয়েটার দিকে না তাকিয়ে যে তাকে অনুসরণ করে দোষীর চোখ নিয়ে; সে দ্রুত অতিক্রম করে যায় অনুশীলনরত বাজিকরদের, রসগোল্লার সৌগন্ধে মাতোয়ারা মিষ্টির দোকান, দশ পয়সার বিনিময়ে শেভ করার নাপিতদের, জুতো-পালিশ করার বালকদের, অতিক্রম করে যায় জুম্মা মসজিদের সিঁড়ির ধাপ, আতরের ফেরিওয়ালাদের অতিক্রম করে যাবার সময় প্রচণ্ড ঘ্রাণ লাগে নাকে, আর কুতুব মিনারের প্রতিরূপ ও খেলনা ঘোড়ার ছোট ছোট প্রতিমূর্তি– সে বাজিকরদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসে আর নিজেকে আবিষ্কার করে ফায়িজ বাজারে, মুখোমুখি হয় রেড ফোর্টের একটা সম্প্রসারিত দেয়ালের যার ব্যালকনি থেকে একজন প্রধানমন্ত্রী একদা ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, এবং যার ছায়ায় একজন নারী সাক্ষাৎ করেছিলো একজন দিল্লি-দেখা লোকের সঙ্গে যে তাকে নিয়ে গিয়েছিলো সংকীর্ণ এক গলি দিয়ে তার সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার জন্যে।... সে ডান দিকে মোড় নেয় এবং পুরনো নগরি থেকে গোলাপি প্রাসাদের দিকে : আমি পদব্রজে নতুন দিল্লিতে আসি।

আমার পাসপোর্ট ছিলো না; আইনের দিক থেকে আমি ছিলাম অবৈধ অভিযাত্রী (এক সময়ে ছিলাম বৈধ দেশত্যাগী); যুদ্ধবন্দিদের শিবির অপেক্ষা করছিলো সর্বত্র আমার জন্যে। আমার কাছে টাকা-কড়ি ছিলো না, পোশাকও ছিলো না বদল করার। এখানে আমি কিভাবে চলতে পারি মাথার ওপর কোনো ছাদ অথবা কোনো পরিবারের সাহায্য ছাড়াই... বজ্রাঘাতের মতো আমাকে এটা আঘাত করেছিলো যে আমি ভুল করেছিলাম। এখানে, এই মহানগরিতে, আমার আত্মীয়রা রয়েছে– আর শুধু আত্মীয়ই নয়, রীতিমতো প্রভাবশালী! আমার মামা মুস্তাফা আজিজ, একজন সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্ট, সর্বশেষ যখন শোনা গিয়েছিলো তখন নিজের ডিপার্টমেন্টে তিনি ছিলেন দুই নম্বর স্থানে। তার ছাদের নিচে আমি কন্ট্যাক্ট ও নতুন পোশাক পেতে পারি।

একদা যা ছিলো কিংসওয়ে সেই পথ ধরে আমি হেঁটে চলি। রাস্তার অসংখ্য প্রকার গন্ধ আমার নাকে লাগে। এক স্থানে বিশাল মাপের নির্বাচনি স্কোরবোর্ড যার চারপাশে (ইন্দিরা ও মোরারজি দেসাই-এর মধ্যে প্রথম ক্ষমতার লড়াইয়ের সময়ে) ভীড়ের লোকজনে পূর্ণ। তারা সহজভাবে জিজ্ঞেস করছে : 'এটা কি বালক, নাকি বালিকা?'... প্রাচীন ও আধুনিক, ইণ্ডিয়া গেট ও সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর মধ্যে আমার ভাবনা

teeming করতে চেষ্টা করি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া (মুঘল এবং বৃটিশ) সাম্রাজ্যের সাথে, এমন কি আমার নিজের ইতিহাসের সাথেও। কারণ এটা হলো সেই নগরি যেখান থেকে একদা স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিলো, বহু-মাথাবিশিষ্ট দানব– আমি সামনের দিকেই এগোতে থাকি। গন্ধ নিই। যা চোখে দেখি তারাই অবশেষে একটা বাগানের মধ্যে আসি। আমার মামার বাগানে বিলাস করে লেখা অদ্ভুতভাবে : Mr Mustapha Aziz and Fly আমি জানতাম না যে বাক্যের শেষে এমন ধরনের শব্দ যুক্ত করে দেয়া আমার মামার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমি বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হই, মাথা নাড়াই সাইনবোর্ডটার দিকে : আমি তার বাড়িতে খুব অল্প সময় অধিষ্ঠিত থাকি। যখন দরোজার একটা বেল আমি বাজাই, খানিকটা নার্ভাস হয়ে, তখন কি ধরনের শব্দ দিয়ে আমাকে স্বাগত জানানো হয়েছিলো? নতুন ক্যারিয়ার শুরুর আশায় পূর্ণ ছিলো? কোন মুখ আবির্ভূত হয়েছিলো তারের নেট দেয়া বাইরের দরোজার ওপাশে আর চিৎকার করে উঠেছিলো বিস্ময়ে? পদ্ম : সে ছিলো আমার মামা মুস্তাফার স্ত্রী, আমার পাগলি মামি সোনিয়া। সে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলো : 'তুই! আল্লাহ! এই লোক কিভাবে দুর্গন্ধ ছাড়ছে!'

এবং যদিও আমি, 'হাল্লো, সোনিয়া মামি,' সে চালিয়ে গেল, 'সীলম নাকি? হ্যাঁ, তোমাকে আমার মনে আছে। নোংরা পুচকে ছোঁড়া ছিলে তুমি। সব সময় ভাবতাম তুমি ঈশ্বর বা ওইরকম কিছু হবার জন্যে বড় হয়ে উঠছো। আর কেন? কিছু নির্বোধ চিঠি প্রধানমন্ত্রীর পনেরোতম সহকারি আণ্ডার সেক্রেটারি নিশ্চয় পাঠিয়েছিলো তোমার কাছে।' সেই প্রথম সাক্ষাতে আমার পরিকল্পনা ধ্বংস হয়ে যাবার ছবি আমি দেখতে পাই। তার ভিতরে সিভিল সার্ভিসের এক ধরনের ঈর্ষাপরায়ণতার গন্ধ পাই আমি। আমাকে একটা চিঠি দেয়া হয়েছিলো, এবং তাকে কখনো দেয়া হয়নি। এটা আমাদের পরস্পরকে শত্রু বানিয়ে দিলো সারাজীবনের জন্যে। আমার মামা মুস্তাফা আজিজ কমপক্ষে সাতচল্লিশবার তার ডিপার্টমেন্টের প্রধান হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। মুসলিম-বিদ্বেষের শিকার হয় সে বলে একটা ধারণা চালু হয়ে ছিলো। যদিও তার পূর্ণ আনুগত্য ছিলো সরকারের প্রতি। আমার মামা মুস্তাফার কাছ থেকেই আমি সর্বপ্রথম নিশ্চিতভাবে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে আমার পরিবারের মৃত্যু সম্পর্কে জানতে পারি। এছাড়া, আমার আগমনের কয়েক দিন আগে, বিখ্যাত পাকিস্তানি গায়িকা জামিলা গায়িকার নিখোঁজ হয়ে যাবার কথাও জানতে পারি।

... আমার পাগলি মামি সোনিয়া যখন শোনে যে আমি ভুল পক্ষে লড়াই করেছি, সে তখন আমাকে খাবার দিতে অস্বীকার করে (আমরা তখন নৈশভোজে উপস্থিত), আর চেঁচিয়ে ওঠে, 'গড, তোমার একটা থুথনি আছে, তুমি তা জানো? চিন্তাভাবনা করার একটা মস্তিষ্ক নেই তোমার? তুমি একজন সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্ট-এর বাড়িতে এসেছো– একজন পলাতক যুদ্ধাপরাধি, আল্লাহ! তুমি চাও তোমার মামা তার চাকরি হারাক? তুমি আমাদের সবাইকে পথে বসাতে চাও? লজ্জায় তোমার কান ধরো, বৎস! যাও– যাও,

বেরিয়ে যাও, নইলে, আমরা এখুনি পুলিশ ডেকে তাদের হাতে তুলে দেবো তোমাকে! যাও, যুদ্ধবন্দি হও, আমরা কেন কেয়ার নেবো, তুমি তো আমাদের পরলোকগত বোনের আসল ছেলেও নও...' এবং আমি, ক্ষীণকণ্ঠে, 'আমার মা? পরলোকগত?' এবং এখন আমার মামা মুস্তাফা, হয়তো অনুভবকরে যে তার বৌ বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, অনিচ্ছার সাথে বলে, 'চিন্তা নেই, সালিম, অবশ্যই তুমি থাকবে– ও থাকবে, বৌ, কি আর করা?– বেচারা এমন কি জানেও না...'

তখন তারা আমাকে বললো।

আমার মনে হলো যে মৃতদের কাছে আমার ঋণ রয়েছে শোক পালনের কিছুসংখ্যক সময়কাল। আমার মা ও বাবা এবং খালা আলিয়া ও পিয়া ও এমারেল্ড, খালাতো ভাই জাফর ও তার কিফি রাজকুমারি, রেভারেন্ড মাদার এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয় জাফর ও তার স্বামির মৃত্যুর খবর জানার পর আমি হিসেব করে দেখলাম পরবর্তী চারশ' দিন আমাকে শোক পালন করতে হবে : চল্লিশ দিন করে দশটা শোকের কাল। এবং তারপর, এবং তারপর, জামিলা গায়িকার ব্যাপারটা...

বাংলাদেশ যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে সে আমার নিখোঁজ হয়ে যাবার কথা শুনেছিলো; সে সব সময় তার ভালোবাসা প্রদর্শন করতো অনেক দেরিতে। খবরটা শুনে হয়তো তার সামান্য মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। জামিলা, পাকিস্তানের কণ্ঠস্বর, বিশ্বাসের-বুলবুল, যুদ্ধাবিভক্ত পাকিস্তানের নতুন শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলো। অন্যদিকে মি. ভুট্টো জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বলছিলেন, 'আমরা একটা নতুন পাকিস্তান নির্মাণ করবো! একটা উত্তম পাকিস্তান! আমার দেশ hearkens করে আমার জন্যে!' আমার বোন জনসমক্ষে তাকে reviling করে; সে ছিলো বিশুদ্ধের মধ্যে বিশুদ্ধ, দেশপ্রেমিকদের মধ্যে সর্বাধিক দেশপ্রেমিক, আমার মৃত্যুর খবর শুনে বিদ্রোহি হয়ে পড়ে। দু দিন পর সে অদৃশ্য হয়ে যায়। মামা মুস্তাফা কোমল স্বরে কথা বলার চেষ্টা করে : 'ওখানে খুব খারাপ ব্যাপারই ঘটছে, সালিম; সবসময় লোকজন নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে; খারাপকে আমাদের ভয় করতেই হবে।'

না! না না না! পদ্ম : সে ঠিক বলেনি! রাষ্ট্রের খাঁজের মধ্যে জামল অদৃশ্য হয়ে যায়নি; কারণ সেই একই রাতে, আমি স্বপ্ন দেখে যে, অন্ধকারের ছায়া এবং সাদামাটা পর্দার গোপনীয়তায়, সাধারণ একটা কালো বোরখায়, রাজধানি থেকে বিমানে করে পালিয়ে যায়; করাচি এসে পৌঁছায়, প্রশ্নহীন গ্রেফতারহীন মুক্ত, সে ট্যাক্সি নিয়ে শহরের গভীরে যাচ্ছে, এবং একটা উঁচু দেয়াল যার গায়ে বোল্ট-লাগানো দরোজা এবং একটা হ্যাচ, যার ভিতর দিয়ে, একদা, বহুদিন আগে, আমি পাউরুটি গ্রহণ করতাম, আমর বোনের দুর্বলতা ছিলো যে পাউরুটির ওপর, সে এখন ভিতরে যাবার জন্যে অনুনয় করছে, ধর্মযাজিকারা দরোজা খুলে দিচ্ছে তার আশ্রয়ের আবেদন শুনে, হ্যাঁ, সেখানে সে, ভিতরে নিরাপদ, পিছনে দরোজার হুড়কো লাগানো, এক ধরনের অদৃশ্যতার বিনিময় করছে আরেকটিতে,

আরেকজন রেভারেন্ড, মাদার এখন, জামিলা গায়িকা একদা খৃস্ট ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা করতো, এখন সেই খৃস্টীয় সান্তা ইগনাসিয়ার কাছেই সে পেলো নিরাপত্তা... হ্যাঁ, সেখানে সে, নিরাপদ, অদৃশ্য নয়, পুলিশের মুঠিতে নয় যারা লাথি মারে পেটায় অনাহারে রাখে, কিন্তু বিশ্রামে, সিন্ধু নদের পাশে কোনো অচিহ্নিত কবরে নয়, তবে জীবন্ত, রুটি তৈরি করছে, নানদের মিষ্টি স্বরে গান গেয়ে শোনাচ্ছে; আমি জানি, আমি জানি, আমি জানি। কেমন করে আমি জানি? একজন ভাই জানে; সেই তো সব।

দায়িত্বশীলতা, আবারও আমাকে ক্ষতবিক্ষত করছে : কারণ এর থেকে বেরিয়ে যাবার কোনো পথ নেই– জামিলার পতন ছিলো পুরোটা আমার দোষ।

মি. মুস্তাফা আজিজের বাড়িতে আমি ছিলাম চারশ'; কুড়ি দিন... সালিম তার মৃত্যুর জন্যে শোকে belated ছিলো; কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ভেবো না যে আমার কান বন্ধ ছিলো! আমার চারপাশে যা বলা হতো আমি তা শুনতে পেতাম। আমার মামা ও মামির মধ্যে বারংবার ঝগড়া : সোনিয়া আজিজ চিৎকার করছে, 'ওই ভাঙ্গি– ওই নোংরা দুর্গন্ধময় লোকটা, এমন কি তোমার বোনের ছেলেও নয়, আমি জানি না তোমার মাথায় কি চেপেছে, আমাদের উচিৎ ওকে কান ধরে ছুড়ে ফেলে দেয়া!' এবং মুস্তাফা, শান্তভাবে, উত্তর দিচ্ছে : ' বেচারা ছেলেটা শোকে-দুঃখে আকুল হয়ে আছে, কাজেই কিভাবে আমরা, তুমি একটু তাকিয়েই দেখ না, ওর মাথা ঠিক নেই, অনেক খারাপ ব্যাপারে ভুগেছে।' মাথার ঠিক নেই!

ঈর্ষা : আমার পাগলি মামির বিশাল ঈর্ষা আমার মামার কানে বিষ ঢালতো, তাকে বাধা দিতো আমার জন্যে কিছু করতে। এখানে আমার অবস্থানের চারশ' আঠারতম দিনে, এই পাগল গারদের আবহাওয়ায় একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। কেউ একজন ডিনারে এসেছিলো: আমি আমার লিঙ্গহীন বয়সহীন অবয়বহীন মামাতো ভাইদের একজনের দিকে ফিরে কৌতুহলের সাথে জিজ্ঞেস করি, 'ইনি কি, তুমি জানো সঞ্জয় গান্ধি নয়?' কিন্তু উত্তর দেবার মতো শারীরিক সামর্থ ছিলো না তার।... তো আমি জানতাম না স্পষ্টরূপে সে সঞ্জয় ছিলো না অন্য কেউ; কিন্তু মুস্তাফা আজিজের সঙ্গে তার পড়ার ঘরে কেউ একজন প্রবেশ করেছিলো। এবং ওই রাতে– আমি এক নজর দেখেছিলাম– কালো চামড়ার একটা তালা লাগানো ফোল্ডারের ওপর লেখা TOP SECRET এবং তাছাড়াও PROJECT M.C.C.; এবং পরবর্তী সকালে আমার মামা অন্য রকম চোখে আমার দিকে তাকাতে লাগলো, প্রায় ভীতির সাথে, কিংবা এমন এক চোখে রাষ্ট্রীয়ভাবে যখন কেউ প্রতিকূলতার মুখোমুখি পড়ে। আমার জন্যে কি জমা আছে তা তখনই আমার জানা উচিৎ ছিলো। আমার মামার দৃষ্টি এড়ানোর জন্যে আমি বাগানে চলে আসি, আর সেখানে ডাইনি পর্বতকে দেখতে পাই। অদৃশ্যতার ঝুড়িটা নিয়ে সে পেভমেন্টের ওপর squatting করছিলো। যখন সে আমাকে দেখতে পেলে তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার

AMARBOI.COM

চোখ আনন্দে। 'তুমি বলেছিলে তুমি আসবে, কিন্তু কখনোই তুমি আসতে না, কাজেই আমিই এলাম,' সে বললো। আমি আমার মাথা নত করলাম। 'আমি শোক পালন করছি,' আমি বললাম। এবং সে, 'কিন্তু এখনো তুমি করতে পারো– মাই গড, সালিম, তুমি জানো না, আমাদের কলোনিতে আমি কাউকেই আমার আসল জাদু সম্পর্কে বলতে পারি না, কখনো না, এমন কি পিকচার সিংকেও না যে কি না পিতার মতো, আমি অবশ্যই এটা বোতলে পুরে রাখবো বোতলে পুরে রাখবো, কারণ তারা এমন ব্যাপার বিশ্বাস করে না, আর আমি ভেবেছিলাম, সালিম এসেছে, এখন অবশেষে আমি একজন বন্ধু অন্তত পারো, আমরা কথা বলবো, আমরা একত্র জীবনযাপন করবো, আর আমরা দু'জন হবো, আর পরিচিতও হবো, আর আরে কিভাবে বলে এটা, সালিম, তুমি কেয়ার করো না, তুমি যা চেয়েছো তা পেয়েছো, আমি তোমার কাছে কিছুই না, তুমি জানো...'

সেই রাতে আমার পাগলি মামি আমাকে ও পার্বতীকে এক বিছানায় আবিষ্কার করে ফেলে। এরপর আমার মামা মুস্তাফা আমাকে আশ্রয় দিয়ে রাখার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, বলে : 'ভাঙ্গিদের থেকে তোমার জন্ম, সারাজীবনই তুমি নোংরা থেকে যাবে'; আমি আসার পর চারশ' কুড়িতম দিনে, আমি আমার মামার বাসা ত্যাগ করলাম, ফিরে এলাম অবশেষে আমার সেই দারিদ্র্যের আসল উত্তরাধিকারের জায়গাটিতে, মেরি পেরেইরার আপরাধের দ্বারা যার সাথে এতদিন প্রতারণা করে এসেছিলাম। পেভমেন্টের ওপর ডাইনি পার্বতী আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো; আমি তাতে বলিনি যে একটা অনুভূতি ছিলো যাতে আমি আনন্দিত বাধা পড়ায়। আমি তাকে যখন সেই রাতে চুমু খাচ্ছিলাম তখন সে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিলো, এক নিষিদ্ধ ভালোবাসার অবয়বে পরিণত হচ্ছিলো। জামিলা গায়িকার ভুতুড়ে মুখে পরিবর্তিত হচ্ছিলো ডাইনি-মেয়ের মুখ। সে এক অন্ধকার রূপান্তরের ভিতরে চলে যায়। এবং পচতে শুরু করে। একদা যেমন ঘটেচিলো জো ডি'কস্টার ক্ষেত্রে। এবং আমি চুমু খেতে পারি না ওই মুখে। নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে নিই দুর্দান্ত নস্টালজিয়া আর লজ্জা থেকে। ঠিক তখনই সোনিয়া আজিজ কক্ষের বৈদ্যুতিক আলো জালিয়ে দেয় আর দারুণভাবে চিৎকার করে ওঠে।

এই ব্যাপারটা মুস্তাফার জন্যে কাজ দিলো আমার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু তাতে অবশ্যই সন্দেহ থাকছে। কেননা কালো ফোল্ডারটি তালা দেয়া ছিলো– কেননা এর পরবর্তী সময়ে, যখন সমস্ত কিছু শেষ হয়ে গেছে, একজন পতিত নারী ও তার labia- ঠোঁট বিশিষ্ট পুত্র একটা বন্ধ দরোজার পিছনে দুই দিন অবস্থান করে; আর কিভাবে আমরা জানবো যে তাদের একজনকে M. C.C হিসেবে শণাক্ত করা হচ্ছে কি না?

আমিও থাকতে চাইনি, যাহোক। ভেবো না যে আমি দুঃখিত হয়েছিলাম! আমি তোমাকে বলি– আমার মেজাজ দারুণ চমৎকার ছিলো যখন চলে আসি– হতে পারে আমার কিছু একটা অপ্রাকৃতিক ব্যাপার ছিলো, আবেগ সাড়ার কিছু মৌল অভাব।

আমি অবশেষে ফিরে আসি ঐন্দ্রজালিকদের বস্তিতে, এবং শুক্রবারের মসজিদের ছায়ার ভিতরে। গৌতমের মতো, প্রথম ও সত্যিকারের বুদ্ধ, আমি আমার জীবন ও

আয়েশ পরিত্যাগ করি আর দুনিয়ায় প্রবেশ করি ভিখারির মতো। তারিখটা ছিলো ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩; কয়লা-খনি ও গমের বাজার তখন রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে, তেলের মূল্য চড়তে শুরু করেছ উপরে উপরে উপরে, এবং কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া, দাঙ্গের মস্কোপন্থি উপদল ও নামুদিরিপদ-এর সি. পি. আই. (এম.)-এর ভিতরকার দ্বিধাবিভক্তি, পরিণত হয়েছে অমিলনযোগ্য ঘটনায়। এবং আমি, সালিম সিনাই, ভারতের মতো, পঁচিশ বছর ছয় মাস আট দিন বয়সি।

শুক্রবারের মসজিদের কানা দিকটায়, যেখানে সাধারণত কেউ আসে না, কদাচিৎ দু'একজন আবর্জনা-কুড়িয়ে ব্যতিত, ওখানেই ডাইনি-পার্বতী আমাকে দেখাল সে কি করতে পারে। পার্বতী আমার জন্যে যে জাদুটা দেখাল– স্বেচ্ছায় একমাত্র এই জাদুটাই সে দেখিয়েছলো– সেটা ছিলো 'শাদা' নামে পরিচিত। এটা যেন অনেকটা ছিলো ব্রাহ্মণদের গুপ্ত পুস্তক অথর্ব বেদ, তার কাছে উন্মোচন করেছিলো যাবতীয় গোপনীয়তা। সে অসুখ ভালো করে দিতে পারতো আর ঠেকাতে পারতো বিষক্রিয়া (এটা প্রমাণ করার জন্যে, সাপদের দংশন করতে দিতো সে তার দেহে, আর বিষের বিরুদ্ধে লড়াই করতো অদ্ভুত এক ধর্মরীতিতে, সর্পদের তক্ষস-এর উদ্দেশ্যে প্রার্থনাও ছিলো অঙ্গ এবং একটা মন্ত্র উচ্চারণ করতো।) অনন্যসাধারণ নৈশকালীন ধারাবাহিক এই প্রদর্শনীতে সে আমার কাছে উন্মোচিত হলো মসজিদের দেয়ালের নিচে- কিন্তু তখনো সে অসুখি ছিলো। সব সময়ের মতো, দায়িত্বগ্রহণে আমি বাধ্য হই। পার্বতীর চারপাশে ঝুলন্ত শোকের গন্ধ ছিলো আমার সৃষ্টি। কারণ তার বয়স হয়েছিলো পঁচিশ বছর, এবং আমার কাছ থেকে আশা করতো অধিক আমার ইচ্ছার চেয়ে। ঈশ্বর জানে কেন, কিন্তু সে আমাকে তার বিছানায় চেয়েছিলো।

সে আমার জন্যে যা করেছিলো : তার জাদুর ক্ষমতায়, চুল গজাতে শুরু করলো যেখান থেকে মি. জাগালো টেনে তুলে ফেলেছিলো একদা। তার জাদুতে আমার জন্মদাগ মুছে গেল, এও মনে হলো আমার পায়ের bandiness ভালো হয়ে গেল তারই যত্নে। (সে কেবল আমার একটা খারাপ কানের জন্যে কিছুই করতে পারেনি; দুনিয়ায় শক্ত কোনো জাদু ছিলো না যাতে আমার মা-বাবার করুণগাথা মুছে যেতে পারে।) কিন্তু আমার জন্যে কতটুকু সে করেছে সেটা ব্যাপার নয়, সে আমার কাছ থেকে সর্বাধিক যা আকাংখা করেছে সেটা পূরণ করতে আমি অপরগ। কারণ মসজিদের দেয়ালের নিচে প্রায় রাতেই তার মুখ আমি রূপান্তরিত হতে দেখি জামিলা গায়িকার মুখে।

এরকম অবস্থার মধ্যে পার্বতী একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলো তার ঠোঁটের গঠন বিকৃত হয়ে লেগে গেছে মুখের সঙ্গে। সে অনেক চেষ্টা করেও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারলো না। এরপর শুরু হলো চিকিৎসার ব্যবস্থা। ঐন্দ্রজালিকরা নিজেদের শক্তির বেশিরভাগটাই উৎসর্গ করলো তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টায়। কিন্তু তাদের সব ধরনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। পিকচার সিং সাপ দিয়ে কিছু করার চেষ্টা করলো, কিন্তু তাতে কাজ হলো না। কারণ পার্বতীর অদম্য ভালোবাসা তার আরোগ্য করে তোলার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান ছিলো।

AMARBOI.COM

আর ঠিক তখন রেশম একটা আইডিয়ায় নাড়া দিলো। 'আমরাও বোকা,' সে পিকচার সিংকে বললো, 'আমরা দেখি না যা আছে একেবারে আমাদের নাকের ডগায়। বেচারা মেয়েটার বয়স পঁচিশ বছর, বাবা আর এর মধ্যেই প্রায় বুড়ি! একজন স্বামির জন্যে যে pining করছে!' পিকচার সিং প্রভাবান্বিত হলো ঃ 'রেশম বিবি,' সে তাকে বললো অনুমোদনের ভঙ্গিতে, ' তোমার মস্তিষ্ক এখনো মরেনি!'

তারপর থেকে পিকচার সিং পার্বতীর জন্যে তরুণ এক স্বামি খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বস্তির অনেক যুবকই প্রার্থি হয়ে নাম লেখালো, কিন্তু তাদের কিছু কাজ হলো না। পার্বতী তাদের সবাইকে বাতিল করে দিলো। একরাতে পিকচার সিং বললো, 'ক্যাপ্টেন, ওই মেয়েটার বিচার করা যাচ্ছে না, সে তোমার তো খুব ভালো বন্ধু, তোমার মাথায় কোনো আইডিয়া এসেছে?' তারপর একটা আইডিয়া এলো তার মাথায়। পিকচার সিং বললো, 'আমাকে একটা ব্যাপার বলো, ক্যাপ্টেন,' সে লাজুকতার সাথে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কোনোদিন বিয়ের ব্রাপারে পরিকল্পনা করছো?'

সালিম সিনাই নিজের ভিতর ত্রাস সৃষ্টি হওয়ার মতো ব্যাপার অনুভব করলো।

'এই, শোনো, ক্যাপ্টেন, তুমি মেয়েটিকে পছন্দ করো, হ্যাঁ?'- এবং আমি, এটা অস্বীকার করতে অপারগ, 'অবশ্যই।' এবং এখন পিকচার সিং আকর্ণ হাসি হেসে, সাপ যখন ফোঁসফোঁস করছে ঝুড়ির ভিতরে : 'তাকে পছন্দ করো দারুন, ক্যাপ্টেন? ভীষণ পছন্দ করো?' কিন্তু আমি ভাবছিলাম জামিলার মুখ রাতের বেলা; এবং ভয়ংকর একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি : 'পিকচারজি, আমি বিয়ে করতে পারি না।' এবং এখন সে, frowning : 'তুমি হয়তো ইতোমধ্যে বিয়ে করেছো, ক্যাপ্টেন? বৌ-বাচ্চা অপেক্ষা করছে কোথাও?' আমি, শান্তভাবে, লজ্জিতভাবে, বললাম : 'আমি কাউকে বিয়ে করতে পারি না, পিকচারজি। আমি বাচ্চা-কাচ্চা নিতে পারি না।'

'তুমি কি সত্যি বলছো, ক্যাপ্টেন? এটা মেডিক্যাল ফ্যাক্ট?'

'হ্যাঁ।'

'যেহেতু এমন ব্যাপারে কেউ মিথ্যা বলে না, ক্যাপ্টেন। কারো পুরুষত্ব নিয়ে মিথ্যা বলাটা খারাপ, দুর্ভাগ্য। যে কোনো কিছু ঘটতে পারে, ক্যাপ্টেন।'

এবং আমি, আমার ওপর নাদির খানের অভিশাপ কামনা করি, যেটা আমার মামা হানিফ আজিজেরও আমার বাবা আহমেদ সিনাইয়েরও। 'আমি তোমাকে বলেছি,' সালিম চিৎকার করে, 'এটা সত্যি। আর সেটা সেটা!'

'তাহলে, ক্যাপ্টেন,' পিকচারজি করুণস্বরে বললো, কপালে হাত চাপড়ে, 'ঈশ্বর জানেন বেচারা মেয়েটকে নিয়ে কি করা যায়।'

২৮ A wedding
বিবাহ

আমি পার্বতীকে বিয়ে করি ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫। ঐন্দ্রজালিকদের মহল্লায় আমার প্রত্যাবর্তনের দ্বিতীয় বছরে। পদ্ম তদন্ত শুরু করে : 'বিয়ে? কিন্তু গতরাতেই তুমি বললে যে তুমি– আর এতদিনে তুমি আমাকে বলোনি কেন?' আমি তার দিকে বেদনার্ত তাকাই। এবং তাকে মনে করিয়ে দিই যে ইতোমধ্যে আমার পার্বতীর মৃত্যুর কথা আমি উল্লেখ করেছি। সে মৃত্যু স্বাভাবিক ছিলো না...

পার্বতী তার গন্তব্য নিজের হাতেই স্থির করে নিয়েছিলো; এক রাতে সে অদ্ভুত শব্দে কিছু উচ্চারণ করতে শুরু করলো। পার্বতী স্মরণ করতে পেরেছিলো সালিমের জানি-দুশমন কে। সাতটা গিঁটযুক্ত একটা বাঁশের লাঠি নিয়ে সে মন্ত্র জপতে শুরু করে। পার্বতী ডাকতে থাকে শিবকে। বিশ্বাস হোক চাই বা হোক, শিব কিন্তু এসেছিলো। সে ঐন্দ্রজালিকদের বস্তিতে আসে। উর্দি পরিস্থিতি, এখন একজন মেজর সে, একটা আর্মি মোটরসাইকেলে চড়ে আসে। ভারতের সর্বাধিক সাজসজ্জাপূর্ণ যুদ্ধ-বীর। কিন্তু একদা সে নেতৃত্ব দিতো বোম্বের অন্ধকার গলির মধ্যে থাকা এপাচিদের দলের। তো বস্তির পথে মেজর শিব অদ্ভুত অভব্যক্তি করে ঘুরতে থাকে।

পূর্বের যুদ্ধ শেষে, শিবের কিংবদন্তি ছড়িয়ে পড়ে নগরির রাস্তায় রাস্তায়। খবরের কাগজেও সাময়িক পত্রে; কাজেই মেজর হিসেবে সামাজিক মর্যাদা ও সামরিক পদমর্যাদা দুইই জুটে ছিলো তার। তার আমন্ত্রণ আসতো হাজারটা জায়গা থেকে ব্যাংকোয়েট, মিউজিক্যাল সয়রি, ব্রিজ পার্টি, ডিপ্লোম্যাটিক রিসেপশন; পার্টি পলিটিক্যাল কনফারেন্স ইত্যাদি ইত্যাদি। সে রাজনৈতিক ভাবে নিজেকে মিসেস গান্ধির দৃঢ় অনুরাগি বলে দাবি করতো। বিশেষ করে গান্ধির বিরোধী মোরারজি দেশাইয়ের প্রতি তার ঘৃর্ণার কারণে। দেশাই ছিলো অসহনীয় প্রাচীন, নিজেরই মুত্র পান করতো নিজে।

১৫ই মে ১৯৭৪-এ মেজর শিব ফিরে গেল দিল্লিতে তার রেজিমেন্টে। সে দাবি করেছিলো যে তিন দিন আগে হঠাৎ করে তার মধ্যে তীব্র আকাংখ্যা জেগে উঠেছিলো পিরিচের মতো চোখের অধিকারীনি পার্বতীকে আরেক বার নজরে দেখা। সে পার্বতীর নিকট ঘোষণা করলো যে, তাকে সে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু ইতোমধ্যেই আমি মেজর

AMARBOI.COM

শিবের প্রতি অতিমাত্রায় ভদ্র আচরণ প্রদর্শন করেছি– এই পন্থায়, আমি তার ব্যাপারটাকে যথেষ্ট জায়গা দিয়েছি।

মোটর সাইকেলে করে মেজর শিব যখন বস্তিতে এসেছিলো, তখন সালিম সেখানে ছিলো না। পার্বতীর কবজি ধরে শিব যখন টানছে, আমি তখন পিকচার সিং-এর সাথে নগরির অনেক লাল সেলের একটায় এমারজেন্সি কনফারেন্সে। আলোচনা করছি জাতীয় রেলওয়ের ধর্মঘটের আসা-যাওয়া নিয়ে। পার্বতী যখন, একজন বীর শিবের মোটরসাইকেলের পিছনে নিজের স্থানটুকু করে নিয়ে বসে, আমি তখন ব্যস্ত সমস্তভাবে ইউনিয়ন নেতাদের সরকার যে গ্রেফতার করেছে তার বিরুদ্ধে তীব্র বক্তব্য রাখছি।

শিবই কেবল বলতে পারবে তার ওপর কিসের প্রভাব পড়ে ছিলো। আমি বস্তিতে ফিরে এলে রেশম বিবি আমাকে পার্বতীর চলে যাবার বর্ণনা দিলো। বললো, 'বেচারা মেয়েটি, ওকে যেতে দাও, সে কতোদিন থেকে দুঃখিত হয়ে আছে, দোষ দেবার কি আছে?' আর কেবল পার্বতীই পারে আমার কাছে বিশ্লেষণ করে বলতে আসলে তার কি হয়েছিলো।

যুদ্ধ বীরের জাতীয় মর্যাদা ছিলো বলে মেজর শিবের পক্ষে পার্বতীকে নিয়ে আসা সম্ভব হলো তার কোয়ার্টারে। সে একটা বেতের চেয়ারে বসলো। পার্বতী তার পা থেকে বুট খুলে নিলো, তার পা চেপে ধরলো, বিদায় করে দিলো তার ব্যাটম্যানকে, তার মোচে তেল লাগিয়ে দিলো, তার হাঁটু আদর করলো, এবং সর্বোপরি এমন দারুন বিরিয়ানি রান্না করলো যে শিব তার বিস্ময় অনুভব করা বন্ধ করলো এবং সব কিছু উপভোগ করতে লাগলো। ডাইনি-পার্বতী সাধারণ আর্মি কোয়ার্টার-টাকে একটা প্রাসাদে পরিণত করলো, দেবতা শিবের একটা কৈলাস। এবং চার মাস ধরে মেজর শিব তার অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে রাখলো পার্বতীর দিকে। ১২ই সেপ্টেম্বর ঘটনার পরিবর্তন ঘটলো : যেহেতু পার্বতী, শিবের পায়ের কাছে হাঁটু গেঁড়ে বসে, বিষয়টির ওপর শিবের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন থেকেই, শিবকে বললো যে তার সন্তানের মা হতে চলেছে সে।

শিব ও পার্বতীর লিয়াজোঁ এখন পরিণত হলো এক অসহনীয় ঘটনায়, আঘাত আর ভাঙা প্লেট... এই সময় মেজর শিব মদ্য পান করতে শুরু করলো, বেশ্যাগমন করতেও আরম্ভ করলো।

রাজনৈতিক আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা দিলো ইতোমধ্যে : বিহারে, যেখানে দুর্নীতি মুদ্রাস্ফীতি ক্ষুধা নিরক্ষরতা শাসন করে roost, জয়প্রকাশ নারায়ণ শ্রমিক ও ছাত্রদের নিয়ে গঠিত একটা কোয়ালিশনের নেতৃত্বে– ইন্দিরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান। গুজরাটে, প্রচণ্ড দাঙ্গা, রেলগাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, এবং মোরারজি দেশাই আমৃত্যু অনশনে গেছেন কংগ্রেসের চিমনভাই প্যাটেলের অধীন। দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত... বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিনা মৃত্যুতেই তার অনশনের সাফল্যজনক সমাপ্তি ঘটে। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও

মোরারজি দেশাই বিরোধি দল গঠন করেন যা জনতা মোর্চা নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। অন্যদিকে মেজর শিব এক বেশ্যা থেকে আরেক বেশ্যায় গমন করতে থাকে।

অবশেষে পার্বতী তাকে তার মন্ত্র থেকে মুক্তি দেয়। (অন্য কোনো ব্যাখ্যা কাজে আসবে না; সে যদি মন্ত্রাবিষ্ট নাই হবে, তাহলে গর্ভধারণের কথা শোনা মাত্রই সে কেন ছুড়ে ফেলেনি পার্বতীকে? আর যদি তার ওপর থেকে মন্ত্র তুলে নেয়া নাই হয় তাহলে সে কেমন করে এটা করবে?) যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠছে এমনভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে, মেজর শিব নিজেকে দেখতে পায় একজন বস্তিবাসী মেয়ের সাথে, যে মেয়ে এখন তার সামনে তুলে ধরছে সেই সমস্ত বিষয় যা সে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়– তার বস্তিতে কাটানো শৈশবের দিনগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠে আসে তার সামনে, যে অবস্থা থেকে সে পালিয়ে গেছে, আর যা এখন, ওই মেয়ের ভিতর দিয়ে, ওই মেয়ের শৈশবের ভিতর দিয়ে, চেষ্টা করছে তাকে টেনে নামানোর নামানোর নামানোর... সে তাকে নিয়ে যাচ্ছে মোটর সাইকেলে করে, আর মেয়েটি ফিরে আসছে আবার ঐন্দ্রজালিকদের বস্তিতে, সাথে করে নিয়ে আসছে কেবলমাত্র একটা জিনিস যে জিনিসটা যাবার সময় তার ছিলো না : একটা ঝুড়ির ভিতর অদৃশ্য একটা মানুষের মতো তার ভিতরে লুকানো সে জিনিসটা, যা ক্রমশ বড় হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে, ঠিক যেমনটা সে পরিকল্পনা করেছিলো।

আমি এসব বলছি কেন?– কারণ এটা অবশ্যই সত্য। কারণ যা অনুসৃত, অনুসৃত; কারণ আমার বিশ্বাস যে ডাইনি-পার্বতী গর্ভবতী হয়েছে তাকে বিয়ে করার বিপক্ষে আমার একমাত্র প্রতিরক্ষাকে অবমূল্যায়িত করার জন্যে।

জানুয়ারির এক শীতার্ত দিনে, শুক্রবারের মসজিদের সর্বোচ্চ মিনার থেকে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠনিঃসৃত বাণী যখন জমে যাচ্ছে আর পবিত্র বরফ হয়ে ঝড়ে পড়ছে নগরির ওপর, সেই সময় ফিরে এলো পার্বতী। তার অবস্থা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করলো। তার ভিতরের ঝুড়িটা শিবের দেয়া নতুন পরিষ্কার পোশাক ঠেলে উঁচু হয়ে উঠেছিলো। মসজিদের সিঁড়ির ধাপে সে দাঁড়িয়েছিলো নিশ্চিত করতে যে যতোজন সম্ভব যেন দেখতে পায় তার পরিবর্তিত অবস্থাটা। পিকচার সিং-এর সাথে মসজিদের ছায়া থেকে ফিরে আসার সময় ওইভাবে তাকে আমি দেখতে পাই। আমি disconsolate অনুভব করি, সিঁড়ির ধাপে পার্বতীর এই দৃশ্য, হাত দুটো শান্তভাবে ভাঁজ করে রাখা স্ফীত পেটের ওপর, লম্বা চুলের দড়ি উড়ছে স্বচ্ছ বাতাসে, আমাকে আদৌ উৎফুল্ল করে না।

ওই দিন আমরা রেশম বিবিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেলাম। ঠাণ্ডায় তার মৃত্যু হয়েছিলো। সে শুয়েছিলো ডালডা বনস্পতি প্যাকিং বাক্স দিয়ে তৈরি করা তার বস্তিঘরের ভিতর। উজ্জ্বল নীল রঙ ধারণ করেছিলো তার দেহ, কৃষ্ণের নীল, যিশুর মতো নীল, কাশ্মিরি আকাশের নীল মাঝেমধ্যে যা চোখের মনিতে এসে জমা হয়। আমরা তাকে যমুনার তীরে দাহ করলাম, আর ফলস্বরূপ সে আমার বিয়েটা মিস করলো।

পার্বতী যখন চলে গিয়েছিলো আমি তখন অনুপস্থিত ছিলাম। যখন সে ফিরে এলো আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না। আর আরও একটা প্রকৃত কৌতুহলকর বষয় ছিলো... যতক্ষণ না আমি ভুলে যাচ্ছি, এটা অন্য একদিন... আমার মনে হয়, যে কোনো মূল্যে,

পার্বতীর প্রত্যাবর্তনের দিনে, একজন ভারতীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রি তার রেলওয়ে বাহনে ছিলেন,সমস্তিপুরে, যখন একটা বিস্ফোরণ তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো ইতহাস বইয়ের পাতায়। আনবিক বোমার বিস্ফোরণের মধ্য থেকে আলাদা হয়ে পার্বতী ফিরে এসেছিলো আমাদের কাছে যখন মি. এন. এম. মিশ্র, রেলমন্ত্রি এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন চিরতরে।

২৬শে জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবস, মায়াজাল সৃষ্টিকারিদের জন্যে এ দিনটি চমৎকার। হাতি আর আতশবাজির কাজ দেখার জন্যে যখন প্রচুর সংখ্যক মানুষের ভিড় জমে ওঠে, তখন নগরির কৌশলজীবীরা বেরিয়ে পড়ে জীবিকা উপার্জনে। আমার জন্যে, যাইহোক, এ দিনটি আরেকটি অর্থ বহন করে। এই প্রজাতন্ত্র দিবসেই আমার দাম্পত্য ভাগ্য নিবন্ধিত হয়।

পার্বতীর প্রত্যাবর্তনের পরের দিনগুলোয়, বস্তির বৃদ্ধারা পুরণো প্রথা মাফিক লজ্জায় কান ধরতো পার্বতীর পাশ দিয়ে যাবার সময়। পার্বতী নিষ্পাপভাবে মৃদু হাসতো আর নিজ পথে হেঁটে যেতো। কিন্তু প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে, ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পেলো দড়িতে বাঁধা ছেঁড়াখোঁড়া একটা জুতো ঝুলছে তার দরোজায়। এবং সে কাঁদতে শুরু করে। এই বিশালতম অপমানের ভার তাকে প্রচণ্ডভাবে যেন চেপে ধরে। পিকচার সিং আর আমি সাপের ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, পিকচার সিং রাস্তায় রাস্তায় সাপের খেলা দেখায় আর আমি তার শিক্ষানবিশ। ঘটনাটা দেখতে পেয়ে পিকচার সিং দাঁড়িয়ে পড়ে, তার চোয়াল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞায় কঠিন হয়ে ওঠে। 'কুড়ের ভিতর ফিরে এসো, ক্যাপ্টেন,' সে আমাকে নির্দেশ দেয়, 'আমরা অবশ্যই কথা বলবো।'

এবং কুড়ের ভিতর, 'আমাকে মাফ করো, ক্যাপ্টেন, কিন্তু আমি অবশ্যই কথা বলবো। আমি ভাবছি একজন মানুষের পক্ষে সন্তানাদি ছাড়া জীবন কাটান একটা ভয়াবহ ব্যাপার। পুত্র না থাকা, ক্যাপ্টেন : কী নিদারুন দুঃখ তোমার জন্যে, নয় কি?' এবং আমি, যৌন-অক্ষমতার মিথ্যায় ফাঁদে পড়া, নীরব হয়েই থাকি পিকচার সিং যখন বলে যে বিয়েটা করলে পার্বতীর সম্মান রক্ষাও হবে, অন্যদিকে আমার সন্তান উৎপাদনের আত্মস্বীকৃত অক্ষমতার কারণে সন্তান না-পাওয়ার সমস্যাও সমাধান হবে। এবং আমার জামিলা গায়িকার মুখ-দর্শনের ভীতি সত্ত্বেও, পিকচার সিং-এর কথা প্রত্যাখ্যান করার কিছু আমি খুঁজে পাই না।

পার্বতী– ঠিক যেমনটা সে পরিকল্পনা করেছিলো, আমি নিশ্চিত– আমাকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে নেয়। হ্যাঁ শব্দটা সে অতি সহজেই বললো; আর এরপর প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসব আয়োজন আমাদের জন্যে বিশেষ সুবিধা বয়ে আনলো। কিন্তু আবারও আমার মধ্যে চিন্তার প্রবেশ ঘটে যে সেই একই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে; আবারও একটি সন্তানের জন্ম হতে যাচ্ছে যার পিতা তার আসল পিতা নয়। আমার কাছে এতে বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে কিসে শুরু কিসে সমাপ্তি।

রেশম বিবির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও, সুন্দর ভাবেই আয়োজিত হলো বিয়ের আসর। পার্বতীর আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ পরিচালনা করলো লাল দাড়িওয়ালা একজন হাজি। পার্বতী খুব সহজভাবে সকলের সামনে তার বিশ্বাসের কথা উচ্চারণ করে বললো যে,

আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রসুল। সে ধর্মান্তরিত হয়ে একটা নাম গ্রহণ করে যা আমারই পছন্দ করা, নামটা হলো লাইলা। যার অর্থ ঃ রাত্রি। আমার নিজের মা আমিনা সিনাই-এর মতো ডাইনি-পার্বতীও নতুন এক মানুষে পরিণত হয় একটা সন্তান নেবার জন্যে। নিকাহর সময়ে সুখি দম্পতি প্যাকিং বাক্স দিয়ে তৈরি একটা ডায়াসের ওপর বসে থাকে। বস্তিবাসীরা আমাদের সামনে দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে যাবার সময় আমাদের কোলের ওপর ধাতব মুদ্রা ফেলে। আর নতুন লাইলা সিনাই যখন fainted হয়ে পড়ে তখন সমস্বরে হেসে ওঠে সবাই, কারণ প্রত্যেক ভালো বধূই তার বিয়ের সময়ে faint হয়। কিন্তু কেউ এ কথা ভাবে না যে লাইলার এমন হবার কারণ এও হতে পারে যে তার গর্ভস্থ সন্তান লাথি মারছে বলে তার থেকে যন্ত্রণা হচ্ছে। ওই সন্ধ্যায় জাদুকররা এমন এক প্রদর্শণীর আয়োজন করলো যে পুরনো নগরির সর্বত্র তার খবর ছড়িয়ে পড়লো। ভীড় করে এলো লোকজন জাদুর খেলা দেখার জন্যে। নিকটবর্তী মহল্লা থেকে মুসলমান ব্যবসায়িরা, রৌপ্যকাররা এবং চাঁদনি চক থেকে দুধের কারবারিরা। তাছাড়াও এলো জাপানি পর্যটকরা। তাদের সাথে গোলাপবদন ইউরোপীয়রা ক্যামেরার লেন্স নিয়ে আলাপরত, আর শাটারের ক্লিক করার শব্দ আর ফ্ল্যাশ বাল্বের হঠাৎ আলোর ঝলকানি। একজন পর্যটক আমাকে বললো যে, ভারত লক্ষ্যণীয় ঐতিহ্যসমেত বাস্তবিক একটা চমকপ্রদ দেশ, এবং সুন্দর ও নিখুঁত হবে যদি ভারতীয় খাবার কাউকে না খেতে হয়।

কিন্তু যখন সমস্ত উত্তেজনা শেষ হয়ে গেল, আমি শুনতে পেলাম (একটা ভালো ও একটা খারাপ কান দিয়ে) ভবিষ্যতের একটা inexorable আওয়াজ : টিক, টক, উচ্চস্বরে এবং উচ্চস্বরে, সালিম সিনাইয়ের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত– এবং শিশুটি বাবারও– একটা আয়না খুঁজে পায় ২৫শে জুনের রাতের ঘটণায়।

একদিকে রহস্যজনক হত্যাকারি খুন করছিলো সরকারি কর্মকর্তাদের তখন অন্যদিকে ঐন্দ্রজালিকদের বস্তিতে আরেক রহস্য জমাট বাঁধছিলো : ডাইনি-পার্বতীর স্ফীত হতে থাকা ঝুড়ি।

জনতা মোচা সবদিকেই বেড়ে উঠছিলো। মাওবাদি কম্যুনিস্ট ও চরম ডানপন্থি আনন্দ মার্গে সদস্যদের সাথে তাদের সম্মিলন ঘটে না যাওয়া পর্যন্ত। বাম-সমাজতন্ত্রি ও রক্ষণশীল স্বতন্ত্র সদস্যরা তাদের আসনে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত... আমি, সালিম সিনাই, অবাক হয়ে ভাবতে থাকি আমার স্ত্রীর ক্রমবর্ধমান গর্ভে কি আছে। ইন্দিরা কংগ্রেস-এর সাথে জনগণের দূরত্ব সরকার পতনের একটা হুমকি হয়ে দেখা দেয়। লাইলা সিনাই চোখ বড় বড় করে বসে থাকে তার গর্ভের শিশুটি না জানি তাকে পাউডারের মতো গুঁড়ো গুড়ো করে ফেলে সেই ভয়ে। এবং পিকচার সিং, প্রাচীন এক মন্তব্যের নির্দোষ প্রতিধ্বনিতে, বলে, 'এই, ক্যাপ্টেন! এটা তো বড়ই হয়ে চলেছে : একেবারে সত্যিকারের শস্তা whopper নিশ্চিত!'

এবং তারপর বারই জুন।

ইতিহাস-বই সংবাদপত্র রেডিও-প্রোগ্রাম আমাদের জানায় যে, ১২ই জুন বেলা দুটোয়, প্রধানমন্ত্রি ইন্দিরা গান্ধি দোষি সাব্যস্ত হয়েছেন, আল্লাহাবাদ হাই কোর্টের জজ

AMARBOI.COM

জগমোহন লাল সিনহা তাকে দোষি বলে রায় ঘোষণা করেছেন, ১৯৭১ সালের নির্বাচনি প্রচারণায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্যে। আগে আর কখনো যা উন্মোচিত হয়নি যে ঠিক বেলা দুটোর সময়েই ডাইনি-পার্বতি (এখন লাইলা সিনাই) নিশ্চিত হয় যে তার প্রসববেদনা শুরু হয়েছে।

পার্বতী-লাইলার প্রসববেদনা তের দিন স্থায়ি হয়। প্রথম দিনে, যখন প্রধানমন্তি পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানান, প্রচণ্ড বেদনা সত্ত্বেও পার্বতী খালাশ করতে পারে না। সালিম সিনাই ও পিকচার সিং পাহারা দিতে থাকে তার কুড়ের দরোজায় বাধা হয়ে থেকে। বস্তিবাসী লোকজন তাদের পিঠে চাপড় মারে আর নোংরা রসিকতা করতে থাকে; এবং একমাত্র আমার কানেই টিকটিক আওয়াজটা আমি শুনতে পাই... একটা ক্ষণ-গণনা ঈশ্বর জানেন কিসের জন্যে। আমি পিকচার সিংকে বলি, 'আমি জানি না তার ভিতর থেকে কি বেরিয়ে আসবে, তবে তা শুভ হবে না...' এবং পিকচারজি, পুনরায় আশ্বাস দিয়ে : 'তুমি কোনো দুশ্চিন্তা করো না, ক্যাপ্টেন! সবকিছু চমৎকারই হবে! একেবারে শক্তা whopper, আমি হলফ করছি!' এবং পার্বতী, তারস্বরে চিৎকার করছে চিৎকার করছে, আর রাত্রি নিষ্প্রভ হয়ে আসে দিনের আলোয়, এবং দ্বিতীয় দিনে, যখন গুজরাটে মিসে গান্ধির নির্বাচনি প্রার্থীকে নিবিড় অনুসরণ করছে জনতা মোর্চা, আমার পার্বতী যন্ত্রণার মুঠোয় তখন বন্দি এমনভাবে যে তার দেহ শক্ত হয়ে যায় ইস্পাতের মতো, এবং শিশুর জন্ম না-হওয়া পর্যন্ত আমি কোনো কিছু খেতে অস্বীকার করলাম নতুবা যা হয় হোক, আমি পা মুড়ে তার কুটিরের সামনে বসে থাকলাম, উত্তাপে এস্থ হয়ে কাঁপতে থাকলাম, প্রার্থনা করতে থাকলাম পার্বতী যেন বেঁচে থাকে পার্বতী যেন বেঁচে থাকে, যদিও আমাদের বিবাহিত জীবনের এতগুলো দিনে আমরা যৌনমিলন ঘটাইনি; জামিলা গায়িকার পচে ওঠা মুখের ভীতি সত্ত্বেও, আমি প্রার্থনা ও অনশন চালিয়ে গেলাম, যদিও পিকচার সিং, 'ঈশ্বরের দোহাই, ক্যাপ্টেন,' আমি প্রত্যাখ্যান করি, এবং নয় দিনের দিন পুরো বস্তি ভীষণ রকমের নিশ্চুপ হয়ে যায়, এমন প্রচণ্ড এক নৈঃশব্দ যে, মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনিও তাকে ভাংতে পারে না, এক শব্দহীনতা যা অনায়াসে থামিয়ে দিতে পারে রাষ্ট্রপতি ভবনের বাইরে জনতা মোর্চার বিক্ষোভের গর্জনকে। আতংকের আঘাতগ্রস্ত সেই একই বেদনাদায়ক ঐন্দ্রজালিক মোড়ক, প্রচণ্ড নীরবতার, যা একদা ঝুলে ছিলো আগ্রায় আমার নানার বাড়িতে। আর এ কারণেই আমরা শুনতে পাইনি যে মোরারজি দেশই প্রেসিডেন্ট আহমদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন দোষি প্রধানমন্ত্রিকে বরখাস্ত করার জন্যে। আর সমস্ত বিশ্বে কেবল পার্বতীর যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ার শব্দই ছিলো। এবং এরপর দ্বাক্ষশ দিন এলো। অনশনের কারণে আমি প্রায় অর্ধমৃত হয়ে গেলাম। ওই সময় নগরির কোনো খান থেকে সুপ্রিম কোর্ট মিসেস গান্ধিকে জানিয়ে দিচ্ছিলো যে আপীল না করা পর্যন্ত তার পদত্যাগের প্রয়োজন নেই, কিন্তু অবশ্যই লোকসভায় ভোট দিতে পারবেন না অথবা বেতনও তুলতে পারবেন না, এবং বিরোধিদের আক্রমণের মুখে প্রধানমন্ত্রির এই আংশিক বিজয়ের সময়ে আমার পার্বতী প্রসববেদনার এক নতুন স্তরে প্রবেশ করে এবং তার গায়ের রং এতটাই শাদা হয়ে যায় যে তাকে শুশ্রুষা করতে আসা তিনজন সেবিকা ভয়ে পালিয়ে যায় সেখান থেকে। তারা বলতে থাকে, পার্বতীর সমস্ত দেহ এমন বর্ণহীন হয়ে গেছে যে তার ভিতর দিয়ে

সবকিছু দেখা যায়। আর বাচ্চা যদি এখন প্রসব না হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই তার মৃত্যু হবে। এবং ত্রয়োদশ দিনে ধাইয়েরা তর বিছানার পাশ থেকে চিৎকার করে ওঠে উত্তেজনায় হ্যাঁ হ্যাঁ সে *ঠেলতে* শুরু করেছে, হ্যাঁ পার্বতী, *ঠেলে ঠেল ঠেল*, এবং বস্তিতে পার্বতী যখন এ অবস্থায় তখন জে. পি. নারায়ণ ও মোরারজি দেশাইও *ঠেলতে* শুরু করেছে ইন্দিরা গান্ধিকে, ধাইয়েরা যখন চিৎকার করছে *ঠেল ঠেল ঠেল*, তখন জনতা মোর্চার নেতারা পুলিশ ও সেনাবাহিনির নিকট আবেদন জানাচ্ছে প্রধানমন্ত্রিকে উৎখাত করার অবৈধ হুকুম তামিলের জন্যে। মধ্যরাতের দিকে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে, যেহেতু মধ্যরাতের আগে কিছুই ঘটে না, ধাইয়েরা চিকন সুরে চিৎকার করে ওঠে সে আসছে আসছে আসছে... কুড়ের মধ্যে, যার সামনে বাইরে পা মুড়ে আমি বসে আছি অনশনে মৃত্যু প্রায়, আমার পুত্র আসছে আসছে আসছে, মাথাটা বেরিয়ে এসেছে, ধাই চিৎকার করে, অন্যদিকে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ গ্রেফতার করে জনতা মোর্চার প্রধান নেতাদের, এমন কি অসম্ভব রকমের প্রাচীন ও প্রায় পৌরাণিক চরিত্রে পরিণত হওয়া মোরারজি দেশাই ও জে. পি. নারায়ণকেও। এবং ওই ভীতিপ্রদ মধ্যরাতের হৃৎপিণ্ডে একটা শিশুর জন্ম হয়, সে এতটা সহজ ভাবে ভূমিষ্ঠ হলো যে বোঝা অসম্ভব হলো আসরে এতদিন সমস্যাটা ছিলো কি। পার্বতী চূড়ান্ত যন্ত্রণাক্ত একটা চিৎকার করে আর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অন্যদিকে সারা ভারত জুড়ে পুলিশ শুরু করে দেয় গণ-ধরপাকড়। সব বরোধিদের পাইকারি হারে তারা ধরতে থাকে কেবলমাত্র মস্কোপন্থি কম্যুনিস্টদের বাদ দিয়ে। তিনজন ধাই সদ্যজাত শিশুটিকে পরিষ্কার করে পুরনো একটা শাড়িতে জড়িয়ে নেয় আর বাইরে নিয়ে আসে তার বাবাকে দেখানোর জন্যে। আর ঠিক ওই মুহূর্তেই 'জরুরি অবস্থা' শব্দটা শোনা যায় প্রথম বারের মতো, এবং নাগরিক অধিকার স্থগিত, সংবাদপত্রের সেন্সরশিপ, সশস্ত্র সেনা ইউনিটের বিশেষ সতর্ক অবস্থা, এবং নাশকতার সাথে জড়িতদের আটক। কিছু শেষ হচ্ছিলো, কিছু জন্ম নিচ্ছিলো। সে অন্তহীন মধ্যরাতে, সালিম সিনাই তার পুত্রকে দেখলো প্রথম বারের মতো। সে হাসতে শুরু করলো, ক্ষুধায় তার মস্তিষ্ক অবশ হয়ে গিয়েছিলো, হ্যাঁ, আর পিকচার সিং, আমার হাসির নিন্দা করে, বারবার চিৎকার করে, 'ক্যাপ্টেন! এখন পাগলের মতো আচরণ করো না! পুত্রসন্তান হয়েছে, ক্যাপ্টেন, আনন্দিত হও!' সালিম সিনাই ভাগ্যের তাড়না থেকে জানতে পারে তার সন্তানের জন্মের কথা, কারণ শিশুটি, আমার সন্তান আদম, আদম সিনাই-এর দেহগঠন ছিলো একেবারেই নিখুঁত– কেবল মাত্র কান দুটো বাদে। নৌকার বাদামের মতো তার মাথার দু'পাশে দুটো কান, এমন বিশাল যে ধাইয়েরা প্রথমে ভেবেছিলো এটা ক্ষুদে কোনো হাতির মাথা।

... 'ক্যাপ্টেন, সালিম ক্যাপ্টেন,' পিকচার সিং অনুনয় করছিলো, 'এখন একটু ঠাণ্ডা হও! কান এমন বিষয় নয় যে পাগল হতে হবে!'

সে জন্মগ্রহণ করেছিলো পুরনো দিল্লিতে... একদা এক সময়ে। না, তাতে হবে না, তারিখটা থেকে পালিয়ে যাওয়া চলে না : আদম সিনাই-এর আগমন ঘটলো রাতের আঁধারে ঢাকা এক বস্তিতে ২৫শে জুন, ১৯৭৫-এ। আর সময়টা? সময়টাও গুরুত্ব বহন করে। যেমনটা আমি বলেছি : রাতের বেলা। না, এটা আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ...

AMARBOI.COM

মধ্যরাতের ঘণ্টা ধ্বনির সময়ে, বস্তুত। ঘড়ির কাঁটা একত্রিত হয় নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতের তালু জোড় করে। জরুরি অবস্থায় ভারতের প্রবেশের মূল্যবান মুহূর্তে। আর, সারা দেশ জুড়ে, নীরবতা ও ভীতি। সে, আমার সন্তান, সে রহস্যজনকভাবে ইতিহাসের নিকট হাতকড়া পরা। কোনো অভ্যর্থনা ছাড়াই সে আসে। কোনো প্রধানমন্ত্রি তাকে কোনো চিঠি লেখেননি। কিন্তু, একই সময়ে, আমার সময় যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, তখন শুরু হচ্ছে তার। সে, অবশ্যই, পুরোপুরি ভাবে পরিত্যক্ত থাকে কোনো একটি শব্দ ছাড়াই। সে ছিলো এমন এক পিতার সন্তান যে পিতা তার নিজের পিতা নয়। কিন্তু সে একই সাথে এমন এক সময়ের সন্তান যে সময় এমন ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বাস্তবতাকে যে কারোরই তা জোড়া দেবার সামর্থ হয়নি।

কিন্তু এখন আমি জন্ম দিয়েছি আমার হাতির মতো কানযুক্ত নীরব পুত্রকে– আরো অনেক প্রশ্নের জবাব দেয়ার আছে। জাতিকে রক্ষা করার সালিমের স্বপ্ন, ইতিহাসের মহাকাশরশ্মির ভিতর দিয়ে, স্বয়ং, প্রধানমন্ত্রির ভাবনায় কি প্রবিষ্ট হয়েছিলো? আমার ও রাষ্ট্রের মধ্যে সমতার যে বিশ্বাস আমার ছিলো সারাজীবন ধরে তা কি ঢুকেছিলো প্রধানমন্ত্রির মনে, সেই বিখ্যাত প্রবাদের ভিতর দিয়ে : ইণ্ডিয়া ইজ ইন্দিরা এ্যাণ্ড ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া? কেন্দ্রিকতার প্রতিযোগি ছিলাম কি আমরা?

ইতিহাসের ধারায় হেয়ার-স্টাইলের প্রভাব : আরেক চালাকির কারবার। ইউলিয়াম মেথওয়াল্ডের যদি মাঝখানের সিঁথি না থাকতো, তাহলে আজ হয়তো আমি এখানে থাকতাম না। জাতির জননির চুল এক দিকে ছিলো কালো আর অন্যদিকে শাদা। জরুরি অবস্থারও একদিকে শাদা অংশ ছিলো– এবং অপর অংশ কালো। শাদা অংশটা ইতিহাসবিদদের বিবেচ্য বিষয়, তবে কালো অংশ অবশ্যই আমাদের জন্যে একটা গুরুতর বিষয়।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধি জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে। তার মা কমলা ও বাবা জওয়াহর লাল নেহরু। তার মায়ের নাম প্রিয়দর্শিনি। 'মহাত্মা' এম. কে. গান্ধির তিনি আত্মীয় ছিলেন না। ১৯৫২ সালে ফিরোজ গান্ধির সাথে তার বিয়ে হয় তার সেখান থেকেই তার পদবি আসে। ফিরোজ গান্ধি 'জাতির জামাই' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাদের দুই পুত্র, রাজীব ও সঞ্জয়, ১৯৫৯ সালে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন বাবার বাড়িতে এবং তার 'অফিসিয়াল হোস্টেস' নিযুক্ত হন। ফিরোজ গান্ধি একবার চেষ্টা করেন সেখানে বসবাসের, কিন্তু তার চেষ্টা সফল হয়নি। তিনি নেহরু সরকারের নিষ্ঠুর সমালোচকে পরিণত হন। প্রকাশ করে দেন মুদ্রা কেলেংকারি, এবং পদত্যাগে বাধ্য করেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রি টি.টি. কৃষ্ণমাচারিকে– স্বয়ং 'টি.টি.কে'। হৃৎরোগে আক্রান্ত হয়ে মি. ফিরোজ গান্ধি মারা যান ১৯৬০ সালে, তখন তার বয়স হয়েছিলো সাতচল্লিশ। সঞ্জয় গান্ধি, এবং তার সাবেক মডেল স্ত্রী মেনকা, জরুরি অবস্থার সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। দ্য সঞ্জয় ইয়ুথ মুভমেন্ট ছিলো পুরোপুরিভাবে ফলপ্রসূ, প্রচারণার ক্ষেত্রে।

আমি এসব সংযুক্ত করলাম তার কারণ যদি তুমি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হও যে ভারতের প্রধানমন্ত্রি ছিলেন, ১৯৭৫ সালে, পনেরো বছরের বিধবা। অথবা (যেহেতু বড় হাতের অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে) : একজন বিধবা।

'হ্যাঁ, পদ্ম : মা ইন্দিরা বাস্তবিকই এটা হয়েছিলেন আমার জন্যে।

২৯ Midnight
মধ্যরাত

না!—কিন্তু আমি অবশ্যই।

আমি এটা বলতে চাই না!—কিন্তু আমি হলফ করেছি সমস্ত কিছু বলার।—না, তা নয়, নিশ্চয় কিছু ব্যাপার ত্যাগ করে যাওয়া ভালো...? আমার দিকে তাকাও, আমি নিজেকে ছিড়েঁ ফেলছি, আমার নিজের সাথেও এমন কি একমত হতে পারি না, বুনোর মতো কথা বলি তর্ক করি, ফেটে যাই, স্মৃতি চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, স্মৃতি হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে, কেবল ফাটল থেকে যায়, এসবের কোনোটাই আর অনুভূতি সৃষ্টি করে না!

আমি সাধারণভাবে চালিয়ে যাবো যতক্ষণ না শেষ হয়। সেন্স আর ননসেন্স আমার জন্যে কোনো অর্থ বহন করে না।—কিন্তু এর আতংক, আমি পারি না করবো না অবশ্যই না করবো না পারি না না!—এটা থামাও; শুরু করো!—না?—হ্যাঁ।

স্বপ্ন সম্পর্কে, তাহলে? আমি হয়তো এটাকে স্বপ্ন হিসেবেই বলবো। হ্যাঁ, হয়তো একটা দুঃস্বপ্ন : সবুজ আর কালো বিধবার চুল এবং মুষ্টিবদ্ধ হাত এবং শিশুদের মম্ফ্ এবং ছোট বল এবং একের পর এক।—না, কোনো স্বপ্ন নয়। সময় কিংবা জায়গার জন্যেও নয়। প্রকৃত ঘটনা, যেমন মনে পড়ে। একজনের সামর্থ্যের সেরা। পথটা ছিলো : শুরু করা।—পছন্দ নেই?—না; শুরু করো।– হ্যাঁ। শোনো :

অনন্ত রাত্রি, দিন সপ্তাহ মাস সূর্যহীন। কিংবা এমন এক সূর্যের নিচে যার কোনো তেজ নেই। আমি বলছি ১৯৭৫—'৭৬ সালের নাটকের কথা। শীতকালে, অন্ধকার; এবং এছাড়াও টিউবারকিউলোসিস।

একদা, সমুদ্রের দিকে মুখ করে, থাকা নীল কামরায়, একজন আঙুল তুলে দেখানো জেলের ছবির নিচে, আমি টাইফয়েডের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করি আর সাপের কামড়ের দ্বারা রক্ষা পাই। এখন, আমাদের আদম সিনাই তার প্রথম মাসগুলো অতিবাহিত করতে বাধ্য, একটি রোগের অদৃশ্যতার লড়াই চলছে।

ওইসব শেষ দিনগুলোয় আমার স্ত্রী লাইলা কিংবা পার্বতী যখন একটু স্বস্তি পেতে আমার কাছে আসতো শোবার পর, আমি তখনো তার মুখে জামিলা গায়িকার মুখ দেখতে পেতাম। আমি এই গোপনীয়তা ভেঙে পার্বতীকে সব বলে দিয়েছিলাম, সে আমাকে বলেছিল যে পিকদানি ও যুদ্ধ আমার মস্তিষ্ক কোমল করে ফেলেছিলো। ধীরে ধীরে তার

ঠোঁটে ফুটে উঠতো এক দুঃখবোধ... কিন্তু আমি কি করতে পারতাম? আমি তাকে কি সান্ত্বনা দিতে পারতাম, যখন নিজেই আমি মধ্যরাতের শীতল হাতের মুঠোয় বন্দি?

সালিমের নাক (তুমি ভুলে যেতে পারো না) ঘোড়ার নাদার চেয়েও অদ্ভুত গন্ধ গ্রহণে সক্ষম। আবেগ ও ধারণার সৌরভ : সব আমার নাকে আসতো সহজভাবে। সংবিধানের বিকল্প করে যখন প্রধানমন্ত্রিকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হলো, তখন আমি বাতাসে প্রাচীন সম্রাটদের ভূতের গন্ধ পাই... ১৯৭৫—'৭৬ সালের শীতকালে, কিছু একটা পচা গন্ধ ছড়িয়েছিলো রাজধানিতে; যা আমাকে সতর্ক করেছিলো তা ছিলো আশ্চর্যজনক, অধিক ব্যক্তিগত stink... হয়তো, আমার পালিয়ে যাওয়া উচিৎ ছিলো—আমি সরে যেতে পারতাম। কিন্তু বাস্তবিক আপত্তি ছিলো : আমি কোথায় যেতে পারতাম? এবং স্ত্রী ও পুত্রের বোঝা মাথায় নিয়ে, কতোটা দ্রুত আমি সরে যেতে পারতাম? ভুলে গেলে চলবে না যে আমি একদা পালিয়েছিলাম, আর দেখ কোথায় এসে আমি থেমেছি : সুন্দরবনে, যেখান থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পেরেছি কেবল আমার দাঁতের চামড়ায়!... যে কোনো মূল্যে, আমি পালাইনি।

এতে সম্ভবত কিছু যায় আসে না; শিব—শেষ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে পাবে। সালিম ও শিব, নাক ও হাঁটু... ঠিক তিনটে জিনিস আমরা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলাম : আমাদের জন্মের মুহূর্ত; treachery-র অপরাধ; এবং আমাদের পুত্র, আদম, আমাদের সংশ্লেষণ। আদম সিনাই বিভিন্ন দিক থেকে সালিমের একেবারে বিপরীত। আমি, আমার শুরুতে, দ্রুত বড় হয়ে উঠেছিলাম; আদম লড়াই করছিলো অসুখের সাথে, বাড়ছিলো খুব ধীর গতিতে; শুরু থেকেই সালিমের মুখে মৃদু হাসি ফুটে থাকতো, আদমের ছিলো অধিক নিয়মানুগতা।

আমরা, স্বাধীনতার শিশুরা, খুবই দ্রুত গতিতে ধাবমান হই আমাদের ভবিষ্যতের দিকে। সে, জরুরি অবস্থাকালীন জন্ম, আরো বেশি সতর্ক হবে। কন্তু যখন সে ক্রিয়া করে তখন তাকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ইতোমধ্যে, সে শক্তিশালি, কঠোর, অধিক resolute আমার তুলনায় : যখন সে ঘুমায় তার চোখের মনি স্থির হয়ে থাকে পাপড়ির নিচে। আদম সিনাই, হাঁটু-ও-নাকের সন্তান, স্বপ্নের কাছে আত্মসমর্পণ করে না।

১৯৭৬-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমাকে খুঁজে পাওয়া যায় জাদুকরদের আস্তানায়। আমার পুত্র আদম তখনো ধীর টিউবারকিউলোসিসের মুঠিতে বন্দি যা মনে হয় তেমন কোনো কাজে আসছে না। কিন্তু জাদুকরদের বস্তিতে আমার থেকে যাবার কোনো একটা কারণও যদি থাকে তো সেই কারণ পিকচার সিং।

জরুরি অবস্থা জারির প্রথম কয়েক মাসে পিকচার সিং একেবারে নিশ্চুপ হয়ে রইলো নিষ্প্রভ মুখে, তাতে মনে পড়ে যায় রেভারেন্ড মাদারের স্মৃতি (যা আমার পুত্রের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলো...) এবং যদিও সে, 'এটা নীরবতার একটা সময়, ক্যাপ্টেন,' আমি প্রভবান্বিত হয়ে থাকি এই ভাবনায় যে একদিন, মধ্যরাতের শেষে, এক প্রভাবে, পিকচার

সিং আমাদের আলোর পথে নিয়ে যাবে... কিন্তু হয়তো সে একজন সাপুড়ের চেয়ে বেশি কিছু ছিলো না সে কখনো। আমি সম্ভাবনা অস্বীকার করি না। আমার জীবনে অলীক বিষয়াদি আছে; ভেবো না যে আমি প্রকৃত ঘটনার ব্যাপারে অসচেতন। আমরা আসছি, যাহোক, অলীতাকে ছাড়িয়ে এক সময়ে। এভাবে কোনো ক্লাইমেক্স রচিত হয় না, হতে পারে না। আমি যা পরিকল্পনা করেছিলাম এটা তা নয়। কিন্তু হয়তো যে গল্প তুমি শেষ করেছো তা কখনোই ছিলো না শুরুর দিকে। (একদা, একটি নীল কক্ষে, আহমেদ সিনাই অনেকদিন আগে রূপকথার গল্পের অনেক উন্নীত সাধনের প্রয়োজন ছিলো। পেতলের বাঁদর আর আমি শুনেছিলাম, সিন্দাবাদ-এর ভ্রমণ কাহিনি, হাতিম তাই-এর এ্যাডভেঞ্চার... যদি আমি শুরু করি আবার, তাহলে কি, আমারও সমাপ্তি ঘটবে একটা আলাদা স্থানে?) বেশ তাহলে : আমাদের জীবনে ভূমিকা আছে এমন ব্যাপার ঘটে আমার অনুপস্থিতিতে।

সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ ঘটলো যে, আমার মামা, মুস্তাফা আজিজ, অজ্ঞাতপরিচয় ঘাতকের শিকারে পরিণত হয়েছে। আমার চোখে এক ফোঁটা পানি আসে না। কিন্তু আরো ইনফরমেশনের টুকরো আছে; আর এ থেকে, অবশ্যই আমি বাস্তবতা নির্মাণ করি।

এক শিট কাগজে আমি পড়ি যে লেখা আছে, প্রধানমন্ত্রি তার ব্যক্তিগত জ্যোতিষিকে বাদ দিয়েই কোথায় যেন গমন করেছেন। ব্যক্তিগত বিপদের গন্ধ লাগে আমার নাকে। তার আগে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে আমি ঘুমাচ্ছি। আমি জেগে উঠি, আর দেখতে পাই একজন কবিসুলভ সুন্দর, চেহারার মানুষ। হ্যা : আমার শেষ ঘুমানোর আগে আমার কাছে আসে নাদির খানের ছায়া, যে তাকিয়ে ছিলো একটা রূপার পিকদানির দিকে, যা খচিত ছিলো লাপিজ লাজুলাই রত্নে। আশ্চর্যকর ভাবে জিজ্ঞেস করছে, 'এটা তুমি চুরি করেছো?– কারণ অন্যদিকে, তুমি অবশ্যই—এটা কি সম্ভব?– আমার মুমতাজের ছোট্ট ছেলে?' এবং যখন আমি নিশ্চিত করি যে, 'হ্যাঁ, অন্য কিছু না, আমি সে—,' স্বপ্নে দেখা নাদির-কাসিম একটা হুঁশিয়ারি দেয় : 'লুকাও। সময় খুব কম। লুকাও যদি পারো।'

নাদির, যে লুকিয়েছিলো আমার নানার গালিচার নিচে, সে আমাকে পরামর্শ দিলো অনুরূপ করতে। কিন্তু অনেক দেরিতে, অনেক দেরিতে, কারণ এখন আমি পুরোপুরি জেগে উঠেছি, আর বিপদের গন্ধ পাচ্ছি... কেন না জেনেই শংকিত আমি পায়ের ওপর উঠে দাঁড়াই। এবং এটা আমার কল্পনা নাকি আদম সিনাই আসলেই তার নিল চোখ খুলে আমার দিকে সমাহিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো? আমার পুত্রের চোখেও কি সতর্ক সংকেত ছিলো? পার্বতী, আমার লাইলা সিনাই, নিজেও জেগে উঠেছিলো এবং জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে, জনাব?—তোমার মাথায় কি ঢুকেছে?'—এবং আমি, পুরোপুরি ভাবে কারণ না জেনেই : 'লুকাও; এখানে থাকো আর বাইরে এসো না।'

তারপর আমি বাইরে এলাম।

তখন নিশ্চয় সকাল হয়ে থাকবে। যদিও অন্তহীন মধ্যরাতের আবছা আঁধার ঝুলে আছে বস্তির ওপর কুয়াশার মতো... জরুরি অবস্থার আলোর ভিতর দিয়ে, আমি দেখতে

AMARBOI.COM

পাই শিশুরা সাত-চাড়া খেলছে, এবং পিকচার সিং, বাম বগলে ভাঁজ করা ছাতা নিয়ে, পেচ্ছাপ করছে শুক্রবারের মসজিদের দেয়ালে।

ভ্যান আর বুলডোজার এলো প্রথমে, প্রধান সড়ক ধরে। ঐন্দ্রজালিকদের বস্তির বিপরীত দিকে সেগুলো থামলো। একটা লাউডস্পিকার থেকে বলা হতে লাগলো : 'পৌর সৌন্দর্যকরণ কর্মসূচি... সঞ্জয় ইউথ সেন্ট্রাল কমিটির অনুমোদিত অপারেশন... নতুন স্থানে চলে যাবার প্রস্তুতি নাও এমুহূর্তে... এই বস্তি একটা দগদগে ক্ষত, আর সহ্য করা যায় না... সবাইকে নির্দেশ মান্য করতে হবে...।' এই সব ঘোসণা হচ্ছে একদিকে, অন্যদিকে ভ্যান থেকে নেমে আসে লোকজন : উজ্জ্বলভাবে রঙিন তাঁবু দ্রুত মেলে দেয়া হয়। আর তার ভিতরে ফেলা হয় ক্যাম্প বিছানা ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি... এবং এখন ভ্যান থেকে সুন্দর-পোশাক পরিহিতা তরুণি ভদ্রমহিলারা নেমে আসে যাদের জন্ম উঁচুতে আর যাদের রয়েছে বিদেশি শিক্ষা। এবং তারপর চমৎকার পোশাক পরিহিত তরুণদের একটা স্রোত নেমে আসে : তারা ভলান্টিয়ার'স, সঞ্জয় যুব ভলন্টিয়ার'স, সমাজের জন্যে তাদের কিছু করণীয় করতে মাঠে নেমেছে... কিন্তু তখন আমি উপলব্ধি করলাম না, ভলান্টিয়ার না, কারণ প্রত্যেকের চুল ছিলো একই প্রকার কোঁকড়া, আর অভিজাত মহিলারা সবাই ছিলো উদাসীন... বস্তি পরিষ্কার করার কর্মসূচি শুরু হয়ে গেল। একটা দাঙ্গা শুরু হচ্ছিলো। শিশুরা যারা সাত-চাড়া খেলছিলো তারা এখন অভিযান দখলদারদের মোকাবিলা করতে তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে। আর এই যে পিকচার সিং ঐন্দ্রজালিকদের র‍্যালির নেতৃত্ব দিচ্ছে জাদুমন্ত্র বলে তৈরি হয়ে গেল মলোতভ ককটেল, ইট নিয়ে আসা হলো ব্যাগে করে। চিৎকার—চেঁচামেচিতে বাতাস ভারি হয়ে গেল...। পার্বতী কিংবা লাইলা হুকুম অমান্য করলো, এখন আমার পাশে, বলছে, 'মাই গড, ওরা কিসের জন্যে...' এবং এই মুহূর্তে একটা নতুন ও অধিক নিষিদ্ধ আঘাত এসে পড়ে বস্তির ওপর : সেনাদল পাঠানো হয়েছিলো জাদুকর, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে।

একদা যারা বিজয়ী সেনাদলের পক্ষে কাজ করেছিলো তাদের সে কথা ভুলে যাওয়া হয়েছে এবং তাদেরই বিরুদ্ধে আজ দাঁড়িয়েছে ওই সেনাদল। রুশ অস্ত্র আজ ব্যবহার করা হচ্ছে বস্তিবাসীদের ওপর। আমরা এখন দৌড়াদৌড়ি করছি দিক-বিদিক, সৈন্যরা হামলা শুরু করার সাথে সাথে পার্বতী ও আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। পিকচার সিংকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। রাইফেলের কুঁদো দিয়ে সেনারা বেধড়ক পিটিয়ে চলেছে সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই। লোকজনকে চুল ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অপেক্ষমান ভ্যানে। এবং আমিও দৌড়াচ্ছি, অনেক দেরিতে, আমার কাঁধের ওপর দিয়ে পিছু ফিরে তাকাচ্ছি, আর দেখতে পাচ্ছি এই সমস্ত কিছুই হয়েছে একটা স্মোক-স্ক্রিন, কারণ দাঙ্গার বিভ্রান্তির ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে এখন একটা পৌরাণিক অবয়ব : মেজর শিব যোগ দিয়েছে এই ধ্বংসযজ্ঞে, এবং সে কেবল আমাকেই খুঁজছে। আমার পিছনে, যেহেতু আমি দৌড়াচ্ছি, ধাওয়া করে আসছে আমার ধ্বংসের হাঁটু... কিন্তু না, এসব অবশ্যই আমাকে বন্ধ করতে

হবে আর সবটা ঘটনা যতদূর সম্ভব সহজভাবে তুলে ধরতে হবে : সৈন্যরা যখন বস্তির বাসিন্দাদের ধাওয়া করছিলো আটক করছিলো তখন মেজর শিব মনোযোগ দিলো আমার ওপর আমাকেও নির্দয়ভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো একটা ভ্যানের দিকে; অন্যদিকে বুলডোজারগুলো চলতে শুরু করলো বস্তির দিকে, প্রচণ্ড জোরে বন্ধ হয়ে গেল একটা দরোজা... অন্ধকারে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'কিন্তু আমার ছেলে!—আর পার্বতী, কোথায় সে, আমার লাইলা?—পিকচার সিং! আমাকে বাঁচাও, পিকচারজি!'—কিন্তু ওখানে শুধুই বুলডোজার, আমার চিৎকার কেউ শুনতে পেলো না।

ডাইনি পার্বতী আমাকে বিয়ে করার কারণে অভিশপ্ত মৃত্যুর শিকার হলো, আমি জানি না আমাকে অন্ধকার একটা ভ্যানে আটকে রেখে শিব তাকে সন্ধান করছিলো কি না, অথবা বুলডোজারগুলোর জন্যে তাকে রেখে গিয়েছিলো কি না... কারণ ধ্বংসের যন্ত্রগুলো এখন মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে শুরু করেছিলো বস্তির ঘরগুলো।

দিনের শেষে বস্তিটা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল পৃথিবীর মুখ থেকে। কিন্তু সব ঐন্দ্রজালিকই ধরা পড়েনি। সবাইকেই ধরে নিয়ে যেতে পারেনি যমুনা নদীর দূরবর্তী তীরে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা খিচরিপুর শিবিরে। তারা কখনো ধরতে পারেনি পিকচার সিংকে। এবং বলা হয়ে থাকে যে, জাদুকরদের বস্তি বুলডোজার দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিলো যেদিন সেই দিনের পর নগরির কেন্দ্রস্থলে নতুন দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের সাথে একটা নতুন বস্তি গড়ে উঠেছে। সেখানে ছুটে গেল বুলডোজারগুলো, কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলো না। এরপর থেকে চলমান বস্তির এই ঘটনার কথা নগরবাসীদের জানা হয়ে গেল, কিন্তু ধ্বংসকারিরা কখনোই সে বস্তি খুঁজে পায়নি। বলা হলো যে ঐ বস্তি দেখা গেছে মেহরাউলিতে, কিন্তু সৈন্যরা সেখানে গিয়ে কুতুব মিনার ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। ইনফর্মাররা বললো যে জয় সিং-এর মুঘল মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র যন্তর-মন্তর-এর বাগানে এটা আবির্ভূত হয়েছে, কিন্তু ধ্বংসযজ্ঞের যন্ত্রগুলো সেখানে গিয়ে বস্তি খুঁজে পেলো না। জরুরি অবস্থা শেষ হবার পরেই কেবল চলমান বস্তির ঘটনা থেমে গেল। আর আমাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিলো বেনারসের উইডাজ হোস্টেলে।

একদা কোনো এক কালে এটা ছিলো একজন মহারাজার বাসভবন। কিন্তু আজকের ভারত একটি আধুনিক রাষ্ট্র, আর এ ধরনের জায়গাগুলো সরকারি নিয়ন্ত্রণে রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে। প্রাসাদটি এখন বিধবা নারীদের বসবাসের জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে; তারা স্বামির মৃত্যুতেই তাদের প্রকৃত জীবন শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে এবং সতি হিসেবে স্বামির চিতায় ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরার সুযোগ রহিত হওয়ার কারণে, এই পবিত্র নগরিতে আসে তাদের জীবনের বাকি দিনগুলো পার করে দিতে। বিধবাদের প্রাসাদটি বিশাল, নিচ তলায় বড় হলঘর আর ওপরতলায় ছোট ছোট কক্ষ। আমাকে আটকে রাখা হয়েছিলো ওইরকম একটা কক্ষে। কথা বলার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বীর অপর দুই সহকর্মিকে নিয়ে আসতো আমার াছে। আমি তাদের কাছে বলতে বাধ্য হই পাঁচশ' আটাত্তুর জনের নাম ঠিকানা শারীরিক

AMARBOI.COM

বর্ণনা সমস্ত কিছুই। (কারণ আমাকে তারা সৌজন্য সহকারে জানায় যে পার্বতী মারা গেছে...) আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি মধ্যরাতের শিশুদের সাথে। আমি, কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাতা, এর সমাপ্তির সভাপতিত্ব করি।

১৯৭৬ সালের এপ্রিল ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সালিম যা ফিসফিস করে বলেছিলো তার কক্ষের দেয়ালের উদ্দেশ্যে :

... প্রিয় শিশুরা। কিভাবে আমি বলবো? আমার অপরাধ আমার লজ্জা। যদিও অজুহাত দেয়া সম্ভব : শিব সম্পর্কে আমি নিন্দা করি না। আর সব রকম লোকজনই তো আটক হচ্ছে, কাজেই আমাদেরই বা আটকাবে না কেন? আর অপরাধ একটা জটিল বিষয়। কিন্তু এ ধরনের অজুহাতের মধ্যে আমি যাবো না। আমি অপরাধি, আমি। প্রিয় শিশুরা : আমার পার্বতী মৃত। এবং আমার জামিলা, নিশ্চিহ্ন। আর সবাই। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াটা আমাদের ইতিহাসে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

রাজনীতি, শিশুরা : সেরা সময়ে খারাপ নোংরা কারবার। আমরা এটা এড়িয়ে যেতে পারতাম। আমাদের জন্যে কি প্রস্তুত হচ্ছে? খারাপ কিছু, শিশুরা। আমি জানি না এখনো, তবে তা আসছে। শিশুরা : আমাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের কেউ কেউ পালিয়ে গেছে। তারা আমাদের সবাইকেই আটক করতে পারেনি। এবং আমাদের কেউ কেউ মারা গেছে। তারা আমার পার্বতী সম্পর্কে আমাকে বলেছে। না, আমরা আর পাঁচশ' একাশিজন নেই। ডিসেম্বরের ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে, আমাদের কতজন দেয়ালের মধ্যে বন্দি আর অপেক্ষমান? আমার নাকটাকে আমি প্রশ্ন করি। সেটা উত্তর দেয়, চারশ' বিশ। জালিয়াতি আর জোচ্চুরির সংখ্যা। চারশ' বিশ, বিধবার দ্বারা বন্দি। এবং আরও একজন রয়েছে—মেজর শিব, যুদ্ধ বীর, হাঁটুর—শিব, দেখাশোনা করে আমাদের বন্দিদশা।

... না, তোমরা আমাকে নিয়ে হাসিতামাশা করছো। থামো, কৌতুক করো না। শিশুরা, তোমরা কি বুঝতে পারছো না, ওরা যা ইচ্ছা করতে পারে আমাদের, যা ইচ্ছা—না, কিভাবে তোমরা তা বলবে? আমাকে বলতে দাও, বন্ধুরা, ইস্পাতের রড যন্ত্রণাকর যখন তা প্রয়োগ করা হয় কবজির ওপর; কপালে দাবদাহ সৃষ্টি করে রাইফেলের বাট। আর মোমের শিখা পোড়ায় চামড়া। তোমরা কি শংকিত নও!

আমি খোলাখুলি স্বীকার করি আমি নিজের মধ্যে ছিলাম না। আমি বুড়ো হয়েছিলোম, আর ঝুড়ি-বদ্ধ ভূত, আর হবে-জাতির রক্ষাকারি... বাস্তবতা নিয়ে সংকটের মুখোমুখি, আমি এমন কি আমার পিকদানিটাও হারিয়েছি। কিন্তু আমার ভুল হচ্ছে আবারও—তোমরা নও, আমারই বুঝতে ভুল হয়েছে কি ঘটছে। এখন এখানে আবার আশাবাদ; একটারোগের মতো : একদিন বিধবা আমাদের মুক্তি দেবে। এবং তারপর, অপেক্ষা করো ও দেখ, হয়তো আমরা গঠন করবো আমি জানি না, একটা নতুন রাজনৈতিক দল, হ্যাঁ, মিডনাইট পার্টি... শিশুরা, কিছু একটা জন্ম নিচ্ছে এখানে, আমাদের বন্দিদশার এই অন্ধকার সময়ে।

নববর্ষের দিনে একজন দর্শনার্থি এলো আমার কাছে। ভীষণ দামি শিফন শাড়ি তার পরনে। নকশা : সবুজ ও কালো। তার চশমা, সবুজ, তার জুতো কালোর মতো কালো... সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী এই মহিলা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে 'আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকালো এই মেয়ের রয়েছে বড় গোলাকার নিতম্ব... সমাজকর্মে নিয়োজিত হবার আগে একটা জুয়েলারির দোকান চালাতো সে... জরুরি অবস্থার সময়ে সে, অর্ধ-আনুষ্ঠানিকভাবে, sterililation-এ নিয়োজিত ছিলো।' কিন্তু আমি তাকে আমার মতো করে নামকরণ করেছিলাম : বিধবার হাত। সে আমার কক্ষে প্রবেশ করে। শিশুরা ব্যাপারটা শুরু হয়। প্রস্তুত হও, শিশুরা। সে সুমিষ্ট স্বরে, 'মূলত, তুমি দেখ, এটা কেবল ঈশ্বরের প্রশ্ন।'

(তোমরা কি শুনছো, শিশুরা?)

'ভারতের জনগণ,' বিধবার হাত ব্যাখ্যা করে, 'আমাদের লেডির পুজো করে। ভারতীয় এক ঈশ্বরে পুজো করতে অভ্যস্ত।'

কিন্তু আম বড় হয়ে উঠেছি বোম্বে নগরিতে, যেখানে শিব বিষ্ণু গণেশ আহুরমাজদা আল্লাহ আর অসংখ্য অন্যান্য দেবদেবি... 'Pantheon সম্পর্কে কি/' আমি প্রশ্ন করি, 'হিন্দু ধর্মের তিনশ' তিরিশ কোটি দেবদেবির ব্যাপারটা? এবং ইসলাম, এবং বোধিসত্ত্ব...?' এবং এখন উত্তর হলো : 'ও হ্যাঁ! মাই গড, কোটি কোটি দেবদেবি, তুমি ঠিক বলেছো! কিন্তু সমস্তই এক ওম-এর বিভিন্ন রূপ। তুমি মুসলিম : তুমি জানো ওম কি? খুব ভলো। সর্বসাধারণের জন্যে, আমাদের লেডি ওমের এক রূপ।'

আমরা, মধ্যরাতের ঐন্দ্রজালিক শিশুরা, কোপানলে পড়েছিলাম বিধবার, যিনি কিনা শুধু ভারতের প্রধানমন্ত্রিই ছিলেন না, একাধারে দেবিও হয়ে উঠেছিলেন। আমরা তার ঘৃণা ভীতি ধ্বংসের শিকার হয়েছিলাম, কারণ আমরাও দেবতা হয়ে উঠতে পারতাম বলেই। কে আমি? কারা আমরা? আমরা ঈশ্বর হবো যা কখনো ছিলো না তোমাদের। কিন্তু তাছাড়াও আরো কিছু।

১৯৭৭ সালের নববর্ষের দিনে, একজন গোলাকার নিতম্বের জাঁকালো মেয়ে আমাকে জানায় যে তারা চারশ' বিশ জনকে নিয়েই সন্তুষ্ট, তারা তদন্ত করে দেখেছে একশ' উনচল্লিশ জনের মৃত্যু, মুষ্টিমেয় পালিয়ে গেছে, তো এখন এটা শুরু হবে, ওষুধ প্রয়োগ করা হবে অজ্ঞান করার জন্যে... একটা টেবিলের ওপর আমাকে শোয়ানো হয় আমার মুখের ওপর মাস্ক নেমে আসে, দশ পর্যন্ত গণনা আর সংখ্যা উচ্চারিত হয় সাত আট নয়..দশ।

এবং 'হা ঈশ্বর সে এখনো সজ্ঞান, কুড়ি পর্যন্ত গণনা করো...' আঠারো উনিশ কু

তারা ছিলো চমৎকার ডাক্তার। কোনো সুযোগ তারা রাখলো না। ভ্যাসেকটমি ও টিউবেকটমিতে তারা ছিলো সিদ্ধহস্ত। অন্তকোষ আর ডিম্বাশয় অপারেশন করে চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন করে দিলো তারা। আর এইভাবে বিধবা আমাদের পরিণত করলেন অতিশয়

AMARBOI.COM

সাধারণ ও ক্ষমতাহীন। আর নিজেদের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা হারিয়ে শিশুরা চিৎকার করতে লাগলো নিস্ফল। এখন আমরা কিছুই না।

১৯৭৭-এর ১৮ই জানুয়ারি সন্ধ্যায় সালিম একটা গন্ধ পায় : লোহার কড়াইয়ে ভাজা হচ্ছিলো কিছু। নানাপ্রকার মশলা সহযোগে... অল্প আগুনের আঁচে। যা ভাজা হচ্ছিলো তা ছিলো অপারেশন করে কেটে নেয়া অণ্ডকোষ ও ডিম্বাশয়। ঝাল-পেঁয়াজ মশলা দিয়ে ভেজে তা খাওয়ান হয় বেনারসের কুকুর গুলোকে।

না, আমি প্রমাণ করতে পারবো না। প্রমাণ মিলিয়ে গেছে দোঁয়ায় : আর নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয় ২০শে মার্চ। কখনো কখনো নিজেকে আমার এক হাজার বছরের প্রাচীন মনে হয় : কিংবা, আরো সঠিকভাবে, এক হাজার এক।

আমার কণ্ঠের সবটুকু জোর দিয়ে আমি চেঁচিয়ে, উঠি : 'ওর ব্যাপারে কি? মেজর শিব, বিশ্বাসঘাতক? তোমরা তাকে ছেড়ে দেবে?' এবং গোলাকার নিতম্ব উত্তর দেয় : 'মেজরের স্বেচ্ছা ভ্যাসেকটমি হয়েছে।'

আর এ কথায় এখন আমি হাসতে থাকি, সালিম হাসতে আরম্ভ করে, পরিপূর্ণ হৃদয়ে; না, আমার জানি-দুশমনের প্রতি কোনো নিষ্ঠুর হাসি নয়, 'স্বেচ্ছা' শব্দটার কারণেও নয়। আমার মনে পড়ে যাচ্ছিলো পার্বতীর কাছ থেকে শোনা গল্প, তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে মহান ভদ্রমহিলা ও বেশ্যাদের পেট স্ফীত হয়ে উঠেছে তার অসংখ্য জারজ সন্তানে... আমি হাসলাম কারণ শিব, মধ্যরাতের শিশুদের ধ্বংসকারি, তার নামের অন্য অর্থের ভূমিকাও পূর্ণ করেছে, শিব-লিঙ্গের ভূমিকা। মধ্যরাতের অন্ধকারতম শিশুর দ্বারা উৎপাদিত শিশুদের এক নতুন প্রজন্ম ক্রমশ এগিয়ে আসছিলো ভবিষ্যতের দিকে। প্রত্যেক বিধবাই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভুলে যায়।

১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি দেয়া হলো বন্দিদেশা থেকে। সূর্যালোকে প্যাঁচার মতো দাঁড়িয়ে থাকি। জানি না কেমনভবে কি করে কেন। পরবর্তী সময়ে আমি আবিষ্কার করি যে ১৮ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রি সকলকে অবাক করে দিয়ে সাধারণ নির্বাচন আহ্বান করেন। তিনি অতি-আত্মবিশ্বাসি হয়েছিলেন মধ্যরাতের শিশুদের জননেন্দ্রিয় ধ্বংস করে। সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় এলে এক প্রাচীন মানুষ যিনি পান করতেন 'নিজের পানি। মুত্রপায়ি ক্ষমতায় এলেন। জনতা পার্টি নতুন প্রভাতের প্রতিনিধি বলে আমার মনে হলো না।

চারশ' বিশজন ছাড়া পেয়ে সূর্যালোকে বেরিয়ে আসে। একে অন্যের দিকে তাকায়। তারপর মিশে যায় জনতার ভিড়ে।

শিবের কি হলো? নতুন শাসকরা ক্ষমতায় এসে শিবকে পাঠালো সামরিক ডিটেনশনে। কিন্তু সেখানে বেশি দিন তাকে থাকতে হলো না। একজন দর্শনার্থিকে তার সেলে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলো। সে ছিলো রোশানারা শেঠি, সে অতীষ্ঠ হয়ে পড়েছিলো এক জারজ সন্তানকে নিয়ে যে সন্তানের জন্মদাতা ছিলো শিব। এবং শিব

পরিত্যাগ করেছিলো রোশানারা শেঠিকে। ইস্পাত ম্যাগনেটের স্ত্রী হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে বিশাল আকৃতির একটা জার্মান পিস্তল বের করে, আর যুদ্ধ বীরের হৃৎপিণ্ডে গুলি করে। মৃত্যু, তারা বলে, তাৎক্ষণিকভাবে হয়েছিলো।

এবং সালিম? ইতিহাসের সাথে তার আর সংযোগ ছিলো না। আমি ফিরে আসি রাজধানিতে।

দিল্লিতে। সালিমকে জিজ্ঞেস করা হয় নানা প্রশ্ন। তুমি কোথায় দেখেছো? তুমি কি ঐন্দ্রজালিকদের চিনতে? একজন পোস্টম্যান স্মৃতিচারণ করে পিকচার সিং-এর। এবং পরে কালো জিভের এক পানওয়ালা আমাকে পাঠায় সেই পথে যে পথে আমি এসেছি। রাস্তার ভোজবাজিকর আনন্দদানকারি দিল্লি-দেখো ইত্যাদি লোকজন আঙুল তুলে গন্তব্য দেখায়। পশ্চিমে পশ্চিমে পশ্চিমে, অবশেষে সালিম পৌছায় নগরির পশ্চিম প্রান্তের শাদিপুর কাস ডিপোয়। ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত অসুস্থ, সে একটা কংক্রিটের রেলওয়ে ব্রিজের ওপর আসে এবং নিচে দেখতে পায় একজন সাপুড়েকে, তার মুখে বিস্তৃত হাসি ফুটে উঠছে, এবং তার বাহুর ভিতরে, গোলাপি রঙের গিটারের ছবি আঁকা টি—শার্ট পরিহিত প্রায় একুশ মাস বয়সি একটা বাচ্চা, যার কান হাতির কানের মতো, যার চোখ পিরিচের মতো বিস্তৃত এবং যার মুখ কবরের মতো গম্ভীর।

AMARBOI.COM

৩০ Abracadabra
এ্যাব্রাক্যাডাব্রা

সত্যি কথা বলতে গেলে, আমি শিবের মৃত্যু সম্পর্কে মিথ্যা বলেছি। এখনো এবং পুরোপুরি, যে কেউ যাই ভাবুক না কেন, মিথ্যা খুব সহজভাবে আসে না সালিমের কাছে, আর স্বীকার করে লজ্জায় আমার মাথা নুইয়ে পড়ছে... কেন তাহলে এইটুকু মিথ্যে বলা? (তার কারণ আমার কোনো ধারণা ছিলো না উইডোজ' হোস্টেলের পর আমার প্রতিদ্বন্দ্বি কোথায় গিয়েছিলো; সে নরকেও গিয়ে থাকতে পারে কিংবা কোনো গণিকালয়ে এবং আমি পার্থক্য দেখি না।) পদ্ম, বোঝার চেষ্টা করো : তার ব্যাপারে আমি এখনো এস্ত। আমাদের মধ্যে অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে।

পদ্ম কি বলেছিলো তা আমি শুনতে পাইনি। ফলে তাকে পুনরুক্তি করতে বলি। আর তৎক্ষণাৎ আমি রেকর্ড করি আমার পদ্ম বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে, 'তাতে আমি তোমাকে দেখাশোনা করতে পারবো দুনিয়ার চোখে কোনো লজ্জা ছাড়াই।'

যেমনটা ভয় পেয়ে ছিলাম আমি; কিন্তু এটা এখন খোলামেলা হয়ে গেছে, এবং পদ্ম (আমি বলতে পারি) উত্তর হিসেবে না শুনতে চায় না। আমি প্রতিবাদ করার সময় কুমারির মতো লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠি : 'এমন অপ্রত্যাশিত!— আর ভ্যাসেকটমির ব্যাপারে : তুমি মাইণ্ড করবে না? এবং পদ্ম, পদ্ম, আরো আছে অস্থি-যা-চিবাচ্ছে সেই ব্যাপারটা, এটা তোমাকে বিধবা বানাবে!— এবং এক মুহূর্ত ভাবো, ভয়ানক মৃত্যুর অভিশাপ, পার্বতীর কথা ভাবো— তুমি কি নিশ্চিত, তুমি কি নিশ্চিত তুমি নিশ্চিত...?' কিন্তু পদ্ম, স্থির মুখে উত্তর দেয় : 'তুমি আমার কথা শোনো, জনাব আমার মধ্যে কোনো কিন্তু নেই! ঐসব অলীক কথাবার্তা আর নয়। ভবিষ্যতের কথা ভাবার আছে।' মধুচন্দ্রিমা হবে কাশ্মিরে।

আমি পদ্মর দৃঢ়তার উত্তাপে পুড়ে যাই... 'ভবিষ্যতের কথা ভাবার আছে,' সে আমাকে সতর্ক করে— এবং হয়তো— হয়তো সত্যিই ভাবার আছে!... 'এসো বিয়ে করা যাক, জনাব,' সে প্রস্তাব দেয়, সে যেন কথা বলে কিছু যন্ত্রণাদায়ক এ্যাবরাক্যাডাবরা করে, এবং আমার ভাগ্য থেকে আমাকে মুক্তি দেয়— কিন্তু বাস্তবতা আমাকে তাড়া করতে থাকে। ভালোবাসা সব কিছু জয় করে নিতে পারে না, কেবল বোম্বে সিনেমায় ছাড়া; আর আশাবাদ হচ্ছে একটা রোগ।

AMARBOI.COM

তোমার জন্মদিনে হলে কেমন হয়?' সে পরামর্শ দিচ্ছে, 'একত্রিশে, একজন পুরুষ পুরুষই, এবং তার একটা বউ থাকা দরকার।'

আমি কেমন করে তাকে বলি? কেমন করে বলি, ওই দিনে আরো অন্যান্য পরিকল্পনা আছে, কেমন করে তাকে আমি মরণের কথা বলি? আমি পারবো না। পরিবর্তে আমি তার প্রস্তাব গ্রহণ করি।

পদ্ম, বিয়ের প্রস্তাব দেবার মাধ্যমে, তার ইচ্ছার প্রকাশ ঘটায় যে আমার অতীত জীবন সম্পর্কে যা বলেছি তার সবই সে 'অলীক কথাবার্তা, বলে খারিজ করে দিয়েছে। এবং পিকচার সিংকে একটা রেলওয়ে ব্রিজের ছায়ায় খুঁজে পাবার পর আমি আবিষ্কার করলাম যে ঐন্দ্রজালিকরাও অতিদ্রুত তাদের স্মৃতি হারিয়েছে। যা কিছু ঘটেছে তার সাথে তুলনা করার মতো সব কিছুই তারা ভুলে গেছে। আর তারা মন-সংযোগ করেছে বর্তমানের ওপর। তারা এও লক্ষ্য করে যে তারা পরিবর্তিত হয়েছে। তারা আগে অন্যরকম ছিলো তা ভুলে গেছে। আমার কাছে তাদের এই পরিবর্তন অপরাধ বলে আদৌ মনে হয়নি। আমি শুধু প্রচণ্ড শোকাহত হই যখন দেখি জাদুকররা তাদের পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে তাকাতে একেবারেই অনিচ্ছুক। 'মানুষজন হচ্ছে বেড়ালের মতো,' আমি আমার পুত্রকে বলি, 'তুমি কোনো কিছুই তাদের শেখাতে পারবে না।'

আমার পুত্র আদম সিনাইয়ের টিউবারকিউলসিস সম্পূর্ণভালো হয়ে গিয়েছিলো। বিধবার পতনের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে স্বাভাবিক কারণেই আমি মনে করি। পিকচার সিং, যাই হোক, আমাকে বললো যে এর কৃতিত্ব দিতে হবে অবশ্যই একজন ধোপানিকে, দুর্গা যার নাম, যে আদমের সকল পরিচর্যা করেছে আর প্রতিদিন বুকের দুধ দিয়েছে। 'ওই দুর্গা, ক্যাপ্টেন,' বৃদ্ধ সাপুড়ে বললো, 'কী চমৎকার এক নারী!'

দুর্গা আমার ছেলেকে বুকের দুধ দিয়েছে এবং তার সম্পর্কে গুজব আছে যে তার ডিম্বাশয় দুটো (আমার সন্দেহ এ গুজব সে নিজেই তৈরি করেছে)। সে প্রচুর গল্প-গুজব করতো। গালগলেপ তার জুড়ি মেলা ভার। সে যখন শার্ট ও শাড়ি কাচতো পাথরের ওপর আছড়ে তখন তার ভিতরে শক্তি বেড়ে উঠতো। তার নাম, তার সাথে আমার সাক্ষাতেরও আগে, নতুন বিষয়ের গন্ধযুক্ত ছিলো। এবং নতুন কোনো কিছুতে আমার আর আগ্রহ ছিলো না আদৌ। যাহোক, পিকচারজি এর মধ্যে আমাকে জানিয়েছে যে তাকে সে বিয়ে করতে চায় এবং আমার কোনো সুযোগ নেই।

এদিকে পিকচারজির ওপর দুর্গার প্রভাবের তুলনা করা যেতে পারে পাথরে আছড়ে তার কাপড় পরিষ্কার করার সাথেই কেবল। এক কথায়, দুর্গা তাকে পরিপূর্ণ বশ করে ফেলেছিলো। একবার তার সাক্ষাৎ পেয়েই আমি বুঝে গেছি কেন পিকচার সিং বৃদ্ধ হয়ে গেছে।

যাহোক দুর্গার মাতৃ-গ্রন্থির প্রাচুর্য সম্পর্কে অস্বীকার যাবে না, একুশ মাসে পড়েও আদম সিনাই তার স্তনপান করে। প্রথমে আমি তাকে ছাড়িয়ে নেবার কথা ভাবলেও পরে

চিন্তাটা বাদ দিই এই মনে করে যে আমার পুত্র যা চাইছে সেটাই করছে (এবং, আমি ছাড়িয়ে না নিয়ে ঠিকই করেছিলাম।) তার দুটো ডিম্বাশয় সম্পর্কে প্রকৃত সত্য জানার কোনো আকাংখা আমার ছিলো না। এটা সত্য হোক অমতবা গল্প তা আমি তদন্ত করতে যাইনি।

একদিন সন্ধায় আমরা যখন খাবার খাচ্ছিলাম তখন দুর্গা প্রথমবার আমার মৃত্যুর ভবিষ্যৎ বাণী করলো। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'দুর্গা বিবি, তোমার গল্প শোনার আগ্রহ কারো নেই!' এ কথায় সে, 'সালিম বাবা, আমি তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করছি কারণ পিকচারজি বলে গ্রেফতারের পর তুমি অনেক রকম খণ্ড হয়ে গেছো; কিন্তু, খোলাখুলি কথা বললে, তোমার বোঝা উচিৎ যে যখন একজন মানুষ নতুন যে-কোনো-কিছুর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে তখন তার অর্থ দাঁড়ায় যমদূতের জন্যে সে দরোজা খুলে দিচ্ছে।'

এবং যদিও পিকচার সিং বললো, কোমল স্বরে, 'শান্ত হও ক্যাপ্টিনা, ছেলেটির ওপর রূঢ় হয়ো না, তথাপি ধোপানি দুর্গার তীর ঠিক লক্ষ্যস্থলে বিঁধে গেছে।

পরদিন সকালে আমার শক্তি ফিরিয়ে আনতে দুর্গা তার বাম স্তনটি চুষতে দিলো আমাকে, অন্যদিকে আমার ছেলে আদম চুষছিলো ডান স্তন; 'এরপর নিশ্চয় তুমি সবকিছু আগাগোড়া নতুন করে ভাববে,' মরণের কথা আমার ভাবনাকে আবার দখল করে নিচ্ছিলো। আর তখনই আমি যন্ত্রণার আয়না আবিষ্কার করলাম শাদিপুর বাস ডিপোয়। বাস গ্যারেজে প্রবেশের মুখে ওপর দিকে কৌণিক করে রাখা ছিলো আয়নাটি। ডিপোর সামনের আঙিনায় আমি লক্ষ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছিলাম, তখন রোদে এর প্রতিবিম্ব পড়ায় আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আমি উপলব্ধি করি যে আমি আয়নায় নিজেকে দেখিনি কয়েক মাস, হয়তো কয়েক বছর, আর হেঁটে এগিয়ে যাই আয়নাটার নিচে দাঁড়ানোর জন্যে। ওপরের মুখ তুলে আয়নার দিকে তাকাই, আমি নিজেকে বিশাল-মাথার ওপরের দিকটা-প্রকাণ্ড এক বামন হিসেবে দেখতে পাই। বৃষ্টিমেঘের মতো দূসর আমার চুল। ক্লান্ত চোখ। আমার নানা আদম আজিজের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, একটা ভালো কানে ও একটা খারাপ কানে আমি শুনতে পাই পায়ের কোমল শব্দ যমদূতের।

আমি দেঁখায়াচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি। বিষয় পরিবর্তন করা যাক... এক পানওয়ালা পিকচার সিংকে বোম্বে চলে যাবার জন্যে প্ররোচিত করার ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পর, আমার পুত্র আদম সিনাই যে সিদ্ধান্ত নিলো তাতে করে সাপুড়ের সফর সঙ্গি হবার সুযোগ পেলাম আমরা। আদম নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো ধোপানির স্তন পান করা থেকে, এবং শক্ত খাবার দাবি করলো (একটিও কথা খরচ না করে), বিষয়টা এমন ছিলো যেন সে আমাকে আমার খুব-নিকটবর্তি সমাপ্তি রেখা ছুঁতে সাহায্য করছে। দুই বছরেরও কম বয়সি শিশুর পক্ষে বেশি স্বৈরাচার : আদম কখনো আমাদের বলেনি সে কখন ক্ষুধার্ত অথবা নিদ্রাতুর অথবা তার

AMARBOI.COM

প্রাকৃতিক ক্রিয়াদির জন্যে উদ্বিগ্ন। সে আশা করতো আমরা বুঝে নেবো। আমার বন্দিদশা থেকে মুক্তির পর ওইসব দিনে নিজের পুত্রের দিকে সকল মনোযোগ আমি কেন্দ্রিভূত করি তাকে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে। 'আমি তোমাকে বলি, ক্যাপ্টেন, এটা সৌভাগ্য যে তুমি ফিরে এসেছো।' পিকচার সিং মজা করে, 'নতুবা এই পুচকেটা আমাদের সবাইক আয়া বানিয়ে ফেলতো।'

আমি পিকচারজির সাথে নতুন দিল্লিতে আসি। আমার ছেলে আমাদের সঙ্গে ছিলো না। তাকে রেখে আসা হয়েছে ধোপানির সাথে। আমরা কনট প্লেস আসি আর সেখানেই আমি দিল্লির গন্ধ পাই।

কনট প্লেসের এফ ব্লকে, একটা বইয়ের দোকানের পাশে, একজন পানওয়ালা বসে ছিলো পা ভাঁজ করে সবুজ গ্লাস কাউন্টারের পিছনে। এখানে তার কথা উল্লেখ করার কারণ রয়েছে, তাকে গরিব ও নিঃস্ব বলে মনে হলেও সে আসলে তা নয়, সে একটা লিংকন কন্টিনেন্টাল মোটর কারের মালিক। কনট সার্কাসে দৃষ্টির আড়ালে সে গাড়িটা পার্ক করে রাখে। আমদানি করা সিগারেট আর ট্রান্সিস্টর রেডিও বিক্রি করা টাকায় সে নিজের ভাগ্য গড়ে তুলছে। প্রতি বছর দু'সপ্তাহের জন্যে সে জেলে যায় ছুটি কাটাতে। বাকি দিনগুলোয় কতিপয় পুলিশকে হ্যাণ্ডসাম বেতন দেয়। জেলে সে খাতির পায় রাজার মতো। কিন্তু তার সবুজ গ্লাস কাউন্টারের পেছনে তাকে দেখতে লাগে অতিশয় সাধারণ গরিব, যার জন্যে এটা সহজ নয় বলা যে (সালিমের মতো তীব্র সংবেদনশীল নাক না থাকলে) এই হলো একটা মানুষ সমস্ত কিছু সম্পর্কে যে সমস্ত কিছু জানে, গোপন জ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ...

তার পাশে ছিলো তার ভ্রাতুস্পুত্র। সেখানে আমরা সাপের খেলা দেখানোর আয়োজন করি। পিকচারজি বাঁশি নিয়ে ব্যস্ত আর আমি, 'আয় আয়— জীবনে একবার এ সুযোগ, হেলায় হারালে পস্তাতে হবে— লাডিস, লানাহ্স, আসুন দেখুন আসুন দেখুন আসুন দেখুন! কে এখানে? কোনো সাধারণ ভঙ্গি নয়। নয় কোনো রাস্তার জোচ্চোর। এই নাগরিক, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, দুনিয়ার সর্বাধিক মজাদার মানুষ! হ্যাঁ, আসুন দেখুন আসুন দেখুন : তার ছবি নিয়েছে ইস্টম্যান-কোডাক লিমিটেড! নিকটে আসুন কোনো ভয় নেই— পিকচার সিং উপস্থিত এখানে!'... এবং অনুরূপ আরো সব আবর্জনা; কিন্তু তখন কথা বলে উঠলো পানওয়ালা :

'এর চেয়ে ভালো একটা এ্যাকটো আমি জানি। এই লোক এক নম্বর নয়; ওহ্, না, নিশ্চয় না। বোম্বে শহরে আরো উত্তম একজন আছে।'

এভাবেই পিকচার সিং তার প্রতিদ্বন্দ্বি সম্পর্কে জানতে পারলো। এবং সব আয়োজন অগ্রাহ্য করে সে পানওয়ালার কাছে এগিয়ে গেল। এবং তার পুরনো দিনের আদেশ-করা গলায় বললো, 'তুমি আমাকে ঐ ফকির সম্পর্কে যাবতীয় সত্যি কথা বলবে, ক্যাপ্টেন, নতুবা আমি তোমার সবগুলো দাঁত পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো।' এবং পানওয়ালা,

অশংকিত, নিকটে দাঁড়ানো তিনজন হঠাৎ সতর্ক পুলিশের দিকে অপাঙ্গে দেখে নিয়ে, ফিসফিস করে আমাদের কাছে তার গোপন তথ্য প্রকাশ করলো, আমাদের জানালো কে কখন কোথায়, পিকচার সিং কঠিন গলায় বললো, 'আমি যাবো আর ওই বোম্বের লোকটাকে দেখাবো শ্রেষ্ঠ কে। এক পৃথিবীতে, ক্যাপ্টেনগণ, দুইজন সর্বাধিক মজাদার মানুষ থাকতে পারে না।'

পানওয়ালার কথা জাদু মন্ত্রের মতো, দরোজা খুলে দিলো যার ভিতর দিয়ে সালিম সিনাই তার জন্ম, নগরিতে ফিরে যাবার বিশাল সুযোগ পেলো। হ্যাঁ, ওটা ছিলো একটা চিচিং-ফাঁক, আর আমরা রেল সেতুর নিচে ছেঁড়াখোঁড়া তাবুর ভিতর যখন ফিরে আসি, তখন পিকচার সিং মাটি খুঁড়ে একটা কাপড়-বাঁধা পুটলি বের করে আনলো যার ভিতরে ছিলো বেশ কিছু মুদ্রা। বৃদ্ধ বয়সের জন্যে ওই অর্থ সে জমিয়ে ছিলো। দুর্গা তার সাথে যেতে অস্বীকার করে বললো, 'তুমি কি ভাবো, পিকচারজি, আমি একজন কোটিপতি ধনি মহিলা যে আমি ছুটি নিতে পারি?' সে আমার দিকে ঘুরলো এবং পিকচার সিং-এর সাথে আমাকে যেতে বললো। যাতে করে সে কোনো গোলমালে জড়িয়ে পড়তে না পারে। হ্যাঁ... আদমও শুনতে পেলো সে কথা। তার বিশাল সম্প্রী কানে সে শুনতে পেলো জাদুর ছন্দ, আমি তার চোখে প্রত্যাশিত আলো দেখতে পেলাম। আর তারপরেই আমরা তৃতীয়-শ্রেণীর একটা রেলগাড়িতে দক্ষিণে যাত্রা করলাম, যার চাকায় বাজতে লাগলো গোপন শব্দ : এব্রাক্যাডাব্রা এব্রাক্যাডাব্রা এ ব্রাক্যাডাব্রা।

আমার পিছনে জাদুকরদের কলোনি আমি ফেলে এলাম চিরতরে। আদম ও সালিম ও পিকচার সিং একটা তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়িতে দুলতে লাগলো, আমাদের সঙ্গে ছিলো দড়ি দিয়ে বাঁধা কয়েকটি ঝুড়ি, তার ভিতর থেকে হিসহিস শব্দ ভীড়ের মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছিলো। লোকজন পিছনে সরে যাচ্ছিলো সাপের ভয়ে আর আমরা খানিকটা ফাঁকা জায়গা পেয়েছিলাম।

ফেরা!' আমি প্রচণ্ড উৎফুল্ল, আর বার বার বার বার : 'ফেরা! বম্বে ফেরা!'

বাসে করে আমরা বেলাসিস সড়ক দিয়ে যাই। ট্যার্ডিওর দিকে। আমরা অতিক্রম করে যাই কোটরাগত চোখের পার্সি বাইসাইকেল মেরামতের দোকান ও ইরানি কাফে। আর তারপর হর্ণবি ভেলার্ড আমাদের ডান দিকে— যেখানে বল্লভ ভাই প্যাটেল ষ্টেডিয়ামের প্রবেশ পথে কার্ডবোর্ডেরতৈরি কুস্তিগিরদের প্রতিকৃতি তখনও রয়েছে!– আমরাঅতিক্রম করি মহালক্ষ্মী মন্দির— এবং তারপর ওয়ার্ডেন রোড! ব্রিচ ক্যাণ্ডি সুইমিং বাথস্! আর ওখানে, দেখ, দোকানগুলো... কিন্তু নামের পরিবর্তন ঘটেছে : রিডার'স প্যারাডাইস কোথায়? আর কোথায় ব্যাণ্ড বক্স লণ্ড্রি? এবং, হা খোদা, দেখ, একটা দ্বিতল পাহাড়িকার ওপর যেখানে একদা দাঁড়িয়ে ছিলো মেথওয়াল্ডের প্রাসাদ... দেখ, বিশাল দানবের মতো সেখানে একটা গোলাপি ভবন, নারলিকারের নারীদের তৈরি করা এক স্কাইস্ক্র্যাপার... হ্যাঁ, এই আমার বোম্বে, আবার আমার নয়ও, কলিনোস কিড ইত্যাদি কিছুই আর নেই, বাতাসে মিলিয়ে গেছে চিরতরে...

AMARBOI.COM

মিডনাইট– কনফিডেন্সিয়াল ক্লাব সম্পর্কে আমি কি বলতে পারি? এর লোকেশনটা ছিলো ভূতলে, গোপনে। দরোজায় কোনো চিহ্ন ছিলো না। এর যারা মক্কেল, তারা ছিলো বোম্বে সোসাইটির ক্রিম। আর কি? আহ, হ্যাঁ : পরিচালিত হতো একজন আনন্দ 'এ্যাণ্ডি' শ্রফ-এর দ্বারা। লোকটা ছিলো ব্যবসায়ি-প্লেবয়।

আমরা আমাদের ঝুড়ি-বাঁশি ইত্যাদি নিয়ে সেই দরোজায় এসে হাজির হলাম। তিনজন। করাঘাত করলাম দরোজায়। চোখ সমান উঁচুতে ছোট লোহার গ্রিলের ভিতর দিয়ে কারো এগিয়ে আসা দেখা গেল। নিচু কণ্ঠে কোনো নারী জানতে চাইলো আমরা কেন এসেছি। পিকচার সিং ঘোষণা করলো : 'আমি পৃথিবীর সর্বাধিক মজাদার মানুষ! এখানে আর একজন সাপুড়ে আছে। আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করছি আর আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাই। এজন্যে আমাকে টাকা দিতে হবে না। এটা, ক্যাপ্টিনা মর্যাদার প্রশ্ন।'

তখন সন্ধ্যা। আনন্দ 'এ্যাণ্ডি' শ্রফ সৌভাগ্যবশত উপস্থিত ছিলো। পিকচার সিং-এর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হলো। এবং আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। আমি কিছুটা নার্ভাস হয়েছিলাম, কারণ এর সাথে মিডনাইট শব্দটি যুক্ত ছিলো, এবং যেহেতু এর সাথে আমার নিজের একটা শব্দ জড়িত ছিলো, গোপন বিশ্ব : এম. সি. সি., যার অর্থ মেট্রো কাব ক্লাব, মিডনাইট চিলড্রেন'স কনফারেন্স-এর সাথেও প্রযুক্ত।

আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো একটা কামরায়। রহস্যময় অন্দকার সেখানে। সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে গেল একটি নারী। সে অন্ধ। সে শাড়ি পরেছে তার নিতম্ব বের করে, অত্যন্ত যৌনাত্মক ভঙ্গিতে। সে বললো, 'আমি অন্ধ; তাছাড়া, এখানে যারা আসে তারা দৃশ্যমান হতে চায় না। এটা নাম ও অবয়বহীন এক জগৎ। এখানে কোনো স্মৃতি নেই, পরিবার নেই, অতীত নেই। এখানে শুধুই *এখন*, এখন ছাড়া অন্য আর কিছু নয়।'

আঁধার আমাদের গ্রাস করলো। সে কিছুদূর আমাদের নিয়ে বললো, 'এখানে বসো। অন্য সাপুড়ে শীগগিরই এসে পড়বে। যখন সময় হবে, একটা আলো পড়বে তোমার ওপর, তখন প্রতিযোগিতা শুরু করবে।'

আমরা সেখানে বসে থাকি। কতক্ষণ— মিনিট, ঘণ্টা, সপ্তাহ?– অনেকক্ষণ পর আলো জ্বলে উঠলো। আলোর ফোকাস এসে পড়লো পিকচার সিং ও তার প্রতিযোগি কুচ নাহিনের মহারাজার ওপর। অন্যসব জায়গা অন্ধকার। আর অন্ধকারে নিষিদ্ধ প্রেমে মাতোয়ারা নারী-পুরুষেরা তাদের ঠোঁট জিভ হাত নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। প্রতিযোগিতায় মন দেবার সময় ছিলো কার?

অদ্ভুত, আশ্চর্য শাপের খেলা আর বাঁশি বাজিয়ে দুই প্রতিযোগি তাদের কৌশলের চরমে পৌঁছে গেল। অবশেষে কুচ নাহিনের মহারাজা লায় বিষাক্ত একটা কেউটে পেঁচিয়ে দিলো পিকচার সিং। বললো, 'আমাকে শ্রেষ্ঠ বলে মানো, নইলে সাপটাকে বলবো তোমাকে কামড়ে দিতে।'

প্রতিযোগিতার সেই হলো সমাপ্তি। পরাজিত মহারাজা বাইরে গিয়ে একটা ট্যাক্সির ভিতরে নিজেকে গুলি করলো।

আমাদের জন্যে পরে নানা ধরনের খাবার দেয়া হলো। তার একটি ছিলো সবুজ রঙের চাটনি। সেটার প্রস্তুতকারক ছিলো ব্র্যাগাঞ্জা পিকল্স (প্রাইভেট) লিমিটেড। এতেই আমার ভিতর আবার উত্তেজনার কাঁপুনি সৃষ্টি হলো... ওটা আমার আরেকটা দরোজা... আমি যাবো। পিকচারজি আসতে অস্বীকৃতি জানালো। তাকে বিদায় দিলাম। তার গল্প কোথায় শেষ হয়েছে তা আর আমি জানি না।

আদমকে নিয়ে আমি চলে আসি।

নগরির উত্তর দিকে আমাদের যাত্রা শেষ হলো। একটা আচার একজন ওভার শিয়ার মহিলা এগিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি, জনাব : কি চাও তুমি?'

'আমি!' পদ্ম চিৎকার করে উঠলো, উত্তেজিত আর স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ায় বিহবল। 'অবশ্যই, সে তো আমি, আবার কে? আমি আমি আমি!'

'গুড আফটারনুন, বেগম,' আমি বলি। 'গুড আফটারনুন; আমি কি ম্যানেজার বেগমের সাথে কথা বলতে পারি?' আর গম্ভীর পদ্ম! 'সম্ভব না, উনি ব্যস্ত। তোমাকে এপয়েন্টমেন্ট করে পরে আসতে হবে, এখন বিদায় হও।'

আমি পদ্মকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে যাবার চেষ্টা করি, আর তখনই চিৎকার করতে করতে বড় বড় পাত্রের পাশ দিয়ে একজন দৌড়ে আসে :

'ও আমার খোদা, ও আমার খোদা, হে যিশু মিষ্টি যিশু, বাবা, আমার ছেলে, দেখ কে এসেছে, আরে বাবা, তুমি আমাকে দেখছো না, দেখ কেমন পাতলা হয়ে গেছো তুমি, এসো, এসো, তোমাকে চুম্বন করতে দাও...!'

হ্যাঁ, যেমন অনুমান করেছিলাম, ব্রাগাঞ্জা পিকলস্ (প্রাইভেট) লিমিটেডের ম্যানেজার বেগম, নিজেকে যে মিসেস ব্রাগাঞ্জা বলতো, ছিলো পৃথিবীতে থেকে যাওয়া আমার সর্বশেষ মা— মিস মেরি পেরেইরা।

আমাকে ভবিষ্যতের কথাও লিখতে হবে, যেমনটা আমি লিখেছি অতীতের কথা। কিন্তু ভবিষ্যৎ কোনো কাচপাত্রে সংরক্ষণ করা যায় না। একটা পাত্র খালি থাকেই... কেননা ভবিষ্যতের কিছুই এখনো ঘটেনি। আজ আমার বয়স একত্রিশ হচ্ছে, এবং একটা বিয়েও অনুষ্ঠিত হবে কোনো সন্দেহ নেই। আর পদ্মর হাতের তালুতে ও পায়ে মেহেদির নকশা আঁকা হবে। এবং নতুন একটা নামও তার জুটবে আজ। আর জানলার বাইরে আতশবাজির খেলা আর মানুষের ভিড়। কারণ আজ স্বাধীনতা দিবস। তারপর একটা ট্যাক্সিতে চেপে আমরা উৎসবে যোগ দিতে যাবো। জনসমুদ্রে আমাদের গাড়ি আর এগোতে পারবে না। আমরা গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যাবো। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড়ে আমি আর পদ্ম আলাদা হয়ে যাবো। পদ্ম একটা হাত বাড়িয়ে দেবে আমার দিকে। কিন্তু আমাকে ফেরাতে পারবে না, আর ডুবে যাবে সে জনসমুদ্রে। আর আমি হারিয়ে যাবো অনন্তে।

AMARBOI.COM